সামবেদ-সংহিতা।

পবমানাদি পর্ব।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়ানগরে
'পৃথিবীর-ইতিহাস'-মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

——§ : • : §——

কৌথুমী শাখা। মহানাম্নী আর্চ্চিকঃ।

——: § ✽ § :——

গায়ণানুক্রমণিকা।

—— ✽ ——

ঐন্দ্রীরপ মহানাম্নীঃ শক্করীর্বা নিকর্ষিতাঃ।
পঞ্চভিঃ সহিতা অন্যে পুরীষপদনামভিঃ।
এতাঃ প্রকৃতিভিস্তিস্র উপসর্গৈশ্চ সংবৃতাঃ।
নব সংখ্যা ইতি প্রাহুর্মহানাম্নানশালিনঃ।
ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেঽপি পঞ্চে ষোড়শি-নামকে।
তিস্রঃ প্রোক্তা মহানাম্নাস্তিস্রো লোকাত্মবর্ণনাৎ।

✽ ✽ ✽

তত্র হি মহানাম্নীনামুপসর্গাদ্যপসংহৃতানাং ত্রৈ লোক্যং প্রথমা মহানাম্ন্যন্তরিক্ষলোকো দ্বিতীয়াঽসৌ লোকস্তৃতীয়েতি। সর্ব্বেষাং শক্করীচ্ছন্দস্কা সাত্তিকস্তু উক্তাশ্চেৎ ষট্পঞ্চাশদক্ষরাঃ স্যুঃ। তথা চ সমাম্নাতং চতুর্দ্দিশত্যাদি চতুরুত্তরমিতি (পিং)। অস্যার্থঃ— গায়ত্র্যাদীনামভিহিতানাং ছন্দসাং চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাণাময়ম্ উত্তরোত্তরং চতুর্ভিশ্চতুর্ভিঃ অক্ষরৈরধিকেষু সংখ্য উষ্ণিগাদিচ্ছন্দাংসি জায়ন্তে। এবং ক্রমশোঽক্ষরাধিক্যে সতি শক্করী ষট্পঞ্চাশদক্ষরা সম্ভবতীতি। এতা ষট্চ শক্করীত্বোঽধিকাক্ষরা দৃশ্যন্তে। তথাহ্যানামুপসর্গা-ক্ষরৈরাধিক্যং ন তু অত ইতি জায়তে। তর্হি কে পুনরুপসর্গাঃ? কে পুনঃ শাক্বরাঃ পাদাঃ? ইত্যুচ্যতে—

প্রথমা। 'বিদামঘবন্বিদা'—ইতি দ্বিপদা—প্রথমোপসর্গঃ। ততঃ 'শিক্ষাশচীনাম্পতে'— ইত্যাদ্যান্ত্রয়োদশাক্ষরাঃ শাক্বরাঃ। ততঃ 'স্বর্পতিঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ। অত্রাক্ষর বিশ্লেষেণ পঞ্চাক্ষরত্বং জ্ঞেয়ম্। 'প্রচেতনপ্রচেতয়'—ইত্যষ্টাক্ষরঃ। এতৌ দ্বাবুপসর্গসংজ্ঞৌ। 'শুক্রাহ্যানন ইবে'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাক্বরঃ। 'এবাহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষর উপসর্গঃ।

'রায়েবাজায়বজ্রিবঃ'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়ঃ পাদাঃ শাকরাঃ। 'আয়াহি পিবমৎস্ব' ইতি পাদোঽষ্টাক্ষর উপসর্গঃ। ইত্যেবমৃক্ প্রথমা।

অথ দ্বিতীয়া। 'বিদারায়েসুবীর্য্যং' ইতি দ্বিপদা উপসর্গঃ। 'মহাঁ১ইন্দ্রবজ্রিমনুষসে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ পাদাঃ শাকরাঃ। ততঃ 'অংশুর্মশোচিঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ। 'চিকিত্বোঅভিনোনয়'—ইতি পাদঃ। এতৌ দ্বাবুপসর্গৌ। 'ইন্দ্রোবিদেতমুস্তুহি'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাকরঃ। 'ঈশেহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদ উপসর্গঃ। 'তমূতয়েহবামহে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ পাদাঃ শাকরাঃ। 'ক্রতুশ্ছন্দঋতম্বৃহৎ'—ইতি পাদ উপসর্গঃ। ইত্যেবং দ্বিতীয়া।

তৃতীয়স্যাঃ। 'ইন্দ্রধনস্যসাতয়েহবামহে'—ইতি দ্বিপদা উপসর্গঃ। 'সমঃসর্ব্বং'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ শাকরাঃ পাদাঃ। 'অংশুর্মদায়'—ইতি পঞ্চাক্ষরঃ পাদঃ। 'স্তুয়আধেহিনোবসো'—ইত্যষ্টাক্ষরঃ পাদঃ। এতৌ দ্বাবুপসর্গৌ। 'পূর্ত্তিঃ—শবিষ্ঠশস্যতে'—ইতি পাদোঽষ্টাক্ষরঃ শাকরঃ। 'বশীহিশক্রঃ'—ইতি পঞ্চাক্ষর উপসর্গঃ 'নূনন্ত্বন্নবাংসস্যসে'—ইত্যাত্মাস্ত্রয়োঽষ্টাক্ষরাঃ শাকরাঃ। 'শূরোযোগোষুগচ্ছতি'—ইতি পাদৌ দ্বাবুপসর্গাবিতি তৃতীয়া ঋক্ সম্পন্না।

অত্র প্রথমায়াঃ সপ্ত শাকরাণি, পদানি পঞ্চোপসর্গাঃ। এবং দ্বিতীয়স্যা অপি পদান্যুপসর্গাঃ। তৃতীয়ায়াস্তু সপ্ত শাকরাণি পদানি ষড়ুপসর্গাঃ। ইত্যুক্তার্থো নিদানকল্পে সূত্রাদিকং সম্যগালোচয়দ্ভিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ শ্লোকদ্বয়ে সংগৃহ্য দর্শিতঃ—

'প্রথমং দ্বিপদা, ত্রীণি শাকরাণি পদান্যতঃ।

পঞ্চার্ণাষ্টাক্ষরৌ চোপসর্গাবেকশ্চ শাকরঃ॥ ১॥

পঞ্চার্ণ উপসর্গোঽথ ত্রয়স্তে বতিরন্তিমঃ।

ইয়মাদ্যা, দ্বিতীয়ৈবং; তৃতীয়া পুনরন্তিমঃ॥

আধিকোঽষ্টাক্ষরঃ পাদ উপসর্গ ইতি স্থিতিঃ। ২॥' ইতি॥

অত্র সর্ব্বত্রোপসর্গান্ পরিত্যজ্য কেবল-পদগতাক্ষর-সংখ্যায়াং কৃতায়াং ষড়ধিক-পঞ্চাশৎ-সংখ্যাকান্যক্ষরাণি জায়ন্তে। অতস্তস্য দ্বিতীয়া শকরীতি ন বিরোধঃ। এতাসু গীয়তে সাম যত্তচ্ছাকরমুচ্যতে। তৎপঞ্চমেঽহ্নিপৃষ্ঠেষু হোতুঃ পৃষ্ঠং বিধীয়তে।

উপসর্গৈঃ সংযুতামাম্নাসাবিন্দ্রোঽধিদেবতা।

মাধ্যন্দিনং যং সবনং সর্ব্বমৈন্দ্রমিতি স্থিতং॥

অত্রৈবাশ্বলায়নেন স্বব্রাহ্মণমনুসরতা কিঞ্চিদ্বিশেষোঽভ্যুদ্ধৃত্য গায়ত্রী সম্পাদনাদিনির্দিষ্টঃ—

'প্রচেতনপ্রচেতয়ায়াহি পিবমৎস্ব।

ক্রতুশ্ছন্দঋতম্বৃহৎ স্থয়আধেহিনোবসঃ।—ইতি॥

'চিকিত্বোঅভিনোনয় শূরোযোগোষু গচ্ছতি।

সখাসুশেবো অদ্বয়ুঃ।'—ইতি।

সামগাদিভিস্তেষামাদিঃ এষ তু প্রয়োগ-সৌকর্য্যার্থঃ। অস্মাভিস্তু বিদ্যার্থিনাং-সৌকর্য্যার্থ মেবৈষ শৈলীদর্শিতা ঋচো ব্যাখ্যাতাঃ।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩২ ৩১র ২র

বিদা মঘবন্ বিদা গাতুম্ অনুশ৺ শিষো দিশঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

শিক্ষা শচীনাম্পতে পূর্ব্বীণাম্ পুরূবসো ॥ ১ ॥

* * *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ১ ২ ২ ২

আভিষ্টম্ভিষ্টিভিঃ স্বাহ৩র্ন্না৺শুঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

প্রচেতন প্রচেতয়ে ইন্দ্র দ্যুম্নায় ন ইষে ॥ ২ ॥

* * *

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র

এবাহি শক্রো রায়ে বাজায় বজ্রিবঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

শবিষ্ঠবজ্রিন্ ঋঞ্জসে ম৺হিষ্ঠ

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ১

বজ্রিন্ ঋঞ্জস আয়াহি পিবমৎস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

গেয়-গানং।

১র ২ ১ ১র ১ ১ ২

এ ২। বিদামঘবন্বিদাঃ। গাতুমনুশ৺সিষঃ। দাইশা ৩ ১ উবা ২ ৩।

১ র২ রর ১ ২র র১র — ১ ২

ঈ ৩ ৪ ডা। এ ২। শিক্ষাশচীনাম্পতাই। পূর্বীণাম্পুরূ ২। বসা ৩ ৫

২ ৫ ২র ১ — ১ ২

ঈবা ২ ৩ঃ ঈ ৩ ৪ ডা। আভিষ্টম্ভা ২ ই। ষ্টিভিরা ৩ ১ উবা ২ ৩।

রূপং অর্থাৎ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ সৎকর্ম্মসাধনসমর্থান্ কুরু; অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১—২ ৩)।

* * *

যন্ত্রানুবাদ।

পরমধনদাতা হে দেব! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; আপনার জন্য উচ্চারিত আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করুন, আমাদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শন করুন; প্রভূত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-প্রদাতা পরমধনদাতা হে দেব! আমাদিগের কৃত প্রার্থনায় প্রীত হইয়া আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; সর্ব্বজ্ঞ হে দেব! দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে জ্ঞানসম্পন্ন করুন; আপনিই নিশ্চয়রূপে ধনদানে সমর্থ, আমাদিগকে দিব্যজ্যোতিঃ এবং সিদ্ধি প্রদান করুন; রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদিগকে ধনদান এবং শক্তিদানের জন্য প্রসন্ন হউন; মহাশক্তিসম্পন্ন রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদিগকে পরমধনদানে সমৃদ্ধ করুন; পরমধন-দাতা রক্ষাস্ত্রধারী হে দেব! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; হে দেব! প্রীত হইয়া আগমন করুন এবং আগমন করতঃ আমাদিগের হৃদয়-স্থিত সদ্ভাবরূপ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ করুন, আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং পরমধন দান করুন।)। (১—২—৩)।

* * *

সায়ণভাষ্যম্।

তত্র তাবদৃক্ষু প্রথমং দ্বিপদামাহ—'বিদা মঘবন্ বিদা গাতুমনুশংসিষো দিশঃ'—ইতি। হে 'মঘবন্' মঘং ধনং (মংহতের্দানকর্ম্মণঃ) ধনবন্নিন্দ্র! 'বিদাঃ' ত্বং বিদ্ধি, অত্র বেদিতব্যকর্ম্ম বিশেষ-ণানুপাদানাৎ সর্ব্বং জানীহীত্যর্থঃ (বিদেঃ পঞ্চমলকারে রূপং) যতস্ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ তস্মাৎ 'গাতুং' যজমানগন্তব্যং দেশং 'বিদাঃ' জানীহি। যদ্বা গাতুর্গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ অদর্থং ক্রিয়মাণাং স্তোতুঃ স্তুতিং বিদ্ধি। ততো 'দিশঃ' যজমানস্য সাধুমার্গেণ স্বর্গে গন্তুং মার্গান্ 'অনুশংসিষঃ' অনুশংসোপদিশং গোপয়েতি যাবৎ (শংসতেঃ পঞ্চম-লকারে—সাং অচাং রূপং অডাগমঃ)—অয়মুপসর্গভাগঃ।

অথ শাক্বরভাগমাহ—'শিক্ষা শচীনাম্পতে পূর্ব্বীণাং পুরূবসো। আভিষ্টুমভিষ্টিভিঃ'—ইতি। হে 'শচীনাম্পতে' শচীশব্দেন কর্ম্ম প্রজ্ঞা বা 'পূর্ব্বীণাং' বহ্বীনাং শচীনাং পতে স্বামিন্! হে 'পুরূবসো' পুরু প্রভূতং বসু ধনং যস্য তস্য সম্বোধনং হে প্রভূতধনেশ!

'দ্যুভিঃ' ইত্যাদীনি ক্রিয়মাণাভিঃ 'অভিষ্টিভিঃ' অন্বেষণাভিঃ প্রার্থনাভিঃ স্তুতিভিরস্মদীয়াভিঃ প্রভুভিঃ 'শিক্ষ' (শিক্ষতির্দানকর্মা নি০ ৩।২০।৮ দেহি বহুনীতি) দেহি। 'পুরুবসো' ইতি সম্বোধন সামর্থ্যাদ্বহূনীতি লভ্যতে।

অথোপসর্গভাগমাহ—'স্বর্ণাংশুঃ। প্রচেতন প্রচেতয়' ইতি। স্বঃ ন অংশুরিতি পদত্রয়ং। স্বরাদিভ্যঃ নকার উপমার্থীয়ঃ। স্বঃ ইব অংশু অশ্নোতের্ব্যাপ্তিকর্মণঃ (নি০ ২।১৮।১০) ব্যাপ্তো প্রতীয়ঃ। হে 'প্রচেতন' প্রকৃষ্টা চেতনা বুদ্ধির্যস্যাসৌ তস্য সম্বোধনং হে প্রশস্তজ্ঞানেন্দ্র! 'প্রচেতয়' অস্মদীয়াং ভক্তিমবধারয় জানীহি।

অথোত্তরভাগমাহ—'হ্রায়ানইষ এবাহিশক্রঃ' ইতি। হে ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মভ্যং 'হ্রায়' 'হ্রায়ঃ স্তোতুতের্যশোবাস্যং বা'—ইতি যাস্কঃ (নৈ০ ৫।৫) যশসে যদ্বা, হ্রায় ধনমাপৈতৎ (নিঘ০ ২।১০।১৩) ধনলাভায় 'ইষে' অন্নলাভায় চ ভব (আখ্যাতাধ্যাহারঃ হি শব্দঃ কারণার্থঃ) 'হি' যস্মাৎ ত্বং 'শক্রঃ' ধনদানে সমর্থ এব ভবসি। তস্মাদন্নাদিকং প্রযচ্ছ।

অথ প্রাকরভাগমাহ—'রায়েবাজায়বজ্রিণঃ। শবিষ্ঠবজ্রিন্নঞ্জসে মংহিষ্ঠবজ্রিন্নঞ্জসে'—ইতি। হে 'বজ্রিনঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! একোনস্বর্থীয়োহনুবাদঃ। যদ্বা, বজ্রঃ ব্রজনং গমনং তদ্বান্নিন্দ্র! অথবা বজ্রায়ুধং তদ্বন্নিন্দ্র! 'রায়ে' ধনলাভায় 'বাজায়' অন্নলাভায় চ প্রসন্নো ভবেতি শেষঃ। হে 'শবিষ্ঠ' অতিশয়েন বলবন! হে 'বজ্রিন' ইন্দ্র! 'ঋঞ্জসে' (ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা—নিঘ০ ৩।৫।৮) অস্মাভির্ধনলাভার্থং প্রসাধ্যসে। যদ্বা, (ঋঞ্জতেঃ পঞ্চমে লকারে—পা০ ৩।৪।৭ সূত্রং) প্রসাধয় অস্মাকন্নাদিভিঃ সমৃদ্ধান কুর্বিত্যর্থঃ। হে মংহিষ্ঠ (মংহতের্দানকর্মণঃ) অতিশয়েন দানশীল পূজ্য! ত্বা হে 'বজ্রিন' 'ঋঞ্জসে' অস্মাভিঃ প্রসাধ্যসে।

অথাপরভাগমাহ—'আয়াহিপিবমৎস্ব'—ইতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ 'আয়াহি' অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। আগত্য চ পিব। তং সোমং পীত্বা 'মৎস্ব' হৃষ্টো ভবেতি। (১—২—৩)।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামের মর্মার্থ।

গায়ত্রী আর্চিকের অন্তর্গত মোট দশটী মন্ত্র চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম তিন ভাগে তিনটী করিয়া নয়টী এবং চতুর্থ ভাগে একটী মন্ত্র আছে। প্রথম তিনটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা এক সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই তিনটী মন্ত্রকে একটী বৃহৎ মন্ত্র বলা যাইতে পারে। তিনটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক করা যায় না। ভাষ্যকারও তিনটী মন্ত্রকে একত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মন্ত্রটী শকরী ছন্দে গ্রথিত। এসম্বন্ধে যে বিবাদ বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সায়ণ-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

তিনটী মন্ত্রই প্রার্থনামূলক; তিনটীই একসুরে বাঁধা। সত্যজ্ঞান লাভের জন্য, সৎকর্ম-সাধনসামর্থ্য লাভের জন্য, মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনাই এই তিন মন্ত্রের মর্মার্থ। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোনও অনৈক্য ঘটে নাই। ভগবান্ পরমৈশ্বর্যশালী; তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি মানুষের সন্মার্গপ্রদর্শক ও রিপুর আক্রমণ হইতে

মঙ্গলকারী—এই সত্যই মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং স্বভাবতঃই মানুষ ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়,—'শিব' পদে এই ভাবেরই দ্যোতনা দেখিতে পাই। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে।

মহানাম্ন্যার্চ্চিক, ছন্দার্চ্চিক বা উত্তরার্চ্চিকের মধ্যে পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই মহানাম্নী আর্চ্চিক একটু স্বতন্ত্রভাবে ছন্দার্চ্চিকের শেষ এবং উত্তরার্চ্চিকের পূর্ব্বে পরিদৃষ্ট হয়। আরণ্যগানেও উহা পরিশিষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্যও উহাকে ছন্দার্চ্চিকের পরে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও এবিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণেরই অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। (১—২—৩)। *

চতুর্থং সাম।

৩ ২' ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিদা রায়ে সুবীর্য্যম্ভবো বাজানাম্পতির্ব্বশাঁ৺ অনু।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
মঁ৺হিষ্ঠ বজ্রিন্ ঋঞ্জসেয়ঃ শবিষ্ঠ শূরাণাম্ ॥ ৪ ॥

* * *

পঞ্চমং সাম।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
যো মঁ৺হিষ্ঠো মঘোনাম্ অঁ৺শুঃ ন শোচিঃ।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ র ২র
চিকিত্বো অভিনোনয়েন্দ্রো বিদেতুমুস্তহি ॥ ৫ ॥

* * *

ষষ্ঠং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঈশে হিশক্রঃ তমূতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্।
২ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
সনঃ স্বর্ষদতিদ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহৎ ॥ ৬ ॥

---

* এই তিনটী সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে।

বীর্য্যাবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান্) সঃ ত্বং 'রাধসে' (প্রসাধয়, পরমধনদানেন প্রবৃত্তান্ কুরু—অস্মান্ ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৪।

* * *

হে মম মনঃ! 'অংশুঃ ন শোচিঃ' (আদিত্যতুল্যঃ জ্যোতির্ম্ময়ঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ ইন্দ্রঃ' (যঃ বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'মঘোনাং (ধনসম্পন্নানাং) 'মংহিষ্ঠঃ' (পরমধনদাতা) যঃ 'বিদে' (সর্ব্বং জানাতি, সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'তং' (তং দেবং) 'উ' (এব) 'স্তুহি' (স্তুতিং কুরু, আরাধয়); 'চিকিত্বঃ' (সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্) ত্বং 'নঃ অভি' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'নয়' (প্রাপয়, পরমধনং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); আত্মোদ্বোধকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অতঃ ভগবৎ পরায়ণঃ ভবেয়ং; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৫।

* * *

'শক্রঃ' (শত্রুনাশকঃ দেবঃ) 'ত' (এব) 'ঈশে' (প্রভবতি, সর্ব্বস্য প্রভুঃ ভবতি) 'জেতারং' (শত্রুজয়শীলং, চিরজয়িনং) 'অপরাজিতং' (কেন ন পরাজিতং অপরিমিতশক্তিং) 'তং' (তং দেবং) 'উতয়ে' (রক্ষণায়, শত্রুকবলাৎ ইতি যাবৎ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, আরাধয়াম—বয়ং ইতি শেষঃ); 'সঃ' (সঃ পরমদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, রিপূন্) 'অতি পর্ষৎ' (বিনাশয়তু); অস্মাকং 'ক্রতুঃ' (সৎকর্ম্ম) 'ছন্দঃ' (গায়ত্র্যাদিকং মন্ত্রলক্ষণং, প্রার্থনাদিকং) 'ঋতং' (সত্যং, সত্যজ্ঞানং) 'বৃহৎ' (মহৎ—ভবতু ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ রিপুজয়িনঃ কুরু অস্মান্ পরাজ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং চ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৬।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মঙ্গলশক্তিস্বরূপ আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে পরমধন লাভের জন্য আত্মশক্তি প্রদান করুন; রক্ষাস্বরূপ হে দেব! যিনি পরমধনদাতা, সর্ব্বশক্তিমান সেই আপনি আমাদিগকে পরমধন দানে প্রবৃত্ত করুন; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৪ ॥

* * *

হে আমার মন! পরমজ্যোতির্ম্ময় যে বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা ধনসম্পন্নদিগের পরমধনদাতা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই দেবতাকেই আরাধনা কর; সর্ব্বজ্ঞ হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান

করুন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৫ ॥

* * *

শত্রুনাশক দেবতাই সকলের প্রভু হয়েন; চিরকর্ম্মী অপ্রতিহত-শক্তি সেই দেবতাকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা যেন আরাধনা করি; সেই পরমদেবতা আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনাদি সত্যজ্ঞান মহৎ হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে রিপুজয়ী করুন, আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম-সাধনশক্তি প্রদান করুন।) ॥ ৬ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

অথ দ্বিতীয়ায়া ঋচি প্রথমং দ্বিপদামাহ 'বিদারায়ে সুবীর্য্যং ভবোবাজানাম্পতির্ব্বশাং অন্বিতি।' হে ইন্দ্র! 'সুবীর্য্যং' শোভনোবীরঃ পুত্রঃ শোভনপুত্রোত্থং সামর্থ্যং। যদ্বা, শোভনবীর্য্যং যুদ্ধাদিষু পরাক্রমং 'বিদাঃ' লম্ভয় প্রাপয়। কিমর্থং? 'রায়ে' ধনার্থং ধনং রক্ষিতুমিত্যর্থঃ। 'বাজানাং' সেনানাং বলানাং বা 'পতিঃ' স্বামী ত্বং 'ভুবঃ' ভবসি। বশান্ বশেঃ কর্ম্মণি-অশিরণো ম্রিত্যপ্রত্যয়ঃ, কাময়মানানর্থান্ 'অনু' অভিলক্ষ্য যথাকামং ইত্যর্থঃ। যদ্বা বশাংস্ত্বদধীনান্ যজমানান্ ভুবঃ' ভাবয়সি (ভবতেঃ পঞ্চমলকারে—পা০ ৩।৪।৭) রূপং। 'ভূসুবোস্তিঙি' (পা০ ৭।৪।৮৮) ইতি গুণ প্রতিষেধঃ।

অথ দ্বিতীয়ভাগমাহ—'মংহিষ্ঠবাজিন্নৃঞ্জসেয়ঃ শবিষ্ঠঃ শূরাণাং। যোমংহিষ্ঠোমঘোনাং'—ইতি। হে 'মংহিষ্ঠ' অতিশয়েন বদান্য। 'যঃ' চ মঘোনাং মঘশব্দো ধনবাচী ধনবতাং মধ্যে মংহিষ্ঠঃ অতিশয়েন দাতা তস্মাদস্মাভিঃ ঋদ্ধ্যর্থং প্রসাদ্যসে।

অথোপসর্গভাগমাহ—অংশুর্নশোচিঃ। চিকিত্বো অভিনোনয় ইতি 'অংশুর্ন' আদিত্য ইব শোচির্দীপ্তো ভবতীত্যঃ শুচ দীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০) শুচেঃ শুচের্ম্মন্বর্ণলোপঃ শোচিষ্মান্। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—হে 'চিকিত্বঃ' চিকিত্বন্ মতুবসোরুসম্বুদ্ধৌ ছন্দসি (পা০ ৮।৩।১)—ইতি রুত্বং জ্ঞানবন্নিন্দ্র! 'নঃ' অস্মান্ অভিলক্ষ্য 'নয়' ধনাদি প্রাপয়। অথ ভাগদ্বয়ং মিলিত্বাহ 'ইন্দ্রোবিশ্বেতমুস্তুহি। ঈশেহ শক্র ইতি। 'ইন্দ্রঃ' পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ। 'বিশ্বে' বিশ্বতে সর্ব্বৈরাদ্রিয়তে 'তমু' তমেবেন্দ্রং 'স্তুহি' স্তুতিং কুর্ব্বিতি। ঋষিরাত্মানমেব শাস্তি। 'হি' যস্মাৎ 'শক্রঃ' শত্রুহননসমর্থ ইন্দ্রঃ 'ঈশে' ঈষ্টে সর্ব্বস্যেতি তস্মাৎ তমেবস্তুহীতি সম্বন্ধঃ।

অথ পঞ্চমভাগমাহ—'তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ'—ইতি। 'তম্ ইন্দ্রং ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। কীদৃশং? 'জেতারং' যুদ্ধেষু শত্রুজয়শীলং তাচ্ছীল্যে তৃণ্ প্রত্যয়ঃ (পা০ ৩।২।১৩৪) অতএব অপরাজিতং ন কাপ্যন্যৈঃ পরাজিতম্। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন 'অতি পর্ষৎ' অত্যর্থং মুপতপতু বিনাশয়তু। স্ব, শব্দোপতাপয়োরিত্যস্মাৎ পঞ্চমং লকারেরূপম্। অথ বা পর্ষতির্গতিকর্ম্মা (নিঘ০ ২।১৪।৫১) অস্মত্তঃ শত্রূনতিগময়তু অতিপারয়তু। তথা চ বহ্বৃচাঃ—'সনঃ পর্ষদতিদ্বিষঃ' ইতি।

অথোপসর্গভাগমাহ—'ক্রতুশ্ছন্দঋতং বৃহৎ'-ইতি। শত্রুহননানন্তরং 'ক্রতুং' অস্মাভিঃ-রনুষ্ঠিয়মানং কর্ম্ম। 'ছন্দঃ' গায়ত্র্যাদিকং শাস্ত্রলক্ষণং। 'ঋতং' উদকং সোমরস ইত্যর্থঃ। যথা ঋতং সত্যভূতং কর্ম্মফলং তৎসর্ব্বং 'বৃহৎ' প্রভূতংমস্ত্বিতি শেষঃ॥ (৪-৫-৬সা)।

* * *

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ (৬৪৪-৬৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡•‡——

চতুর্থ মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই।

ভগবান্ পরমধনদাতা। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ আপনার কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারে। তাহা লাভ করিবার জন্য ভগবানের চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তিনি 'শূরাণাং' শবিষ্ঠঃ। তাঁহার তুল্য শক্তিশালী আর কেহ নাই। আর থাকিবেই বা কিরূপে? তাঁহার শক্তির কণা পাইয়া অন্য সকল শক্তিশালী হয়। সুতরাং শক্তির সেই আদি প্রস্রবণের সহিত শক্তির প্রতিযোগীতায় কে সমর্থ হইবে। ভগবানের এই সর্ব্বশক্তিমত্তা মন্ত্রের মধ্যে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব পরিচালিত হয়, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেই মানবকে পরমধনের অধিকারী করিতে পারেন। সেইজন্য তাঁহার চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনটী সাম একত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই। আমরা প্রত্যেক মন্ত্র পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করিয়াছি। ৪। *

* * *

পঞ্চম মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে—আত্মোদ্বোধন এবং দ্বিতীয় ভাগে আছে প্রার্থনা। প্রথম অংশে সাধক নিজের হৃদয়কেই ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। তাই আমরা একবচনান্ত 'গাহ' পদ দেখিতে পাই। তারপরেই প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় বিশ্বজনীন ভাব পরিস্ফুট হয়। আত্মোদ্বোধনের পরই সাধক বিশ্ববাসী সকলের

জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, বিশ্বের সকলই যেন পরমধনের অধিকারী হয়, কেহই যেন ভগবানের কৃপায় বঞ্চিত না হয়।

তিনিই একমাত্র ধনদাতা, তাঁহারই কুবেরভাণ্ডার হইতে মানুষ আপনার অভীষ্ট বস্তু লাভ করে। সূর্য্যের আলোক পাইয়া যেমন চন্দ্রাদি গ্রহ উপগ্রহ আলোকময় হয়, তেমনি জগতে যাঁহারা জ্ঞানী অথবা পরমার্থপরায়ণ তাঁহারা সেই অসীম ধনসম্পন্ন ভগবানের কৃপাতেই সেই ধনের অধিকারী হয়েন। তাই তিনি 'মঘোনাং মংহিষ্ঠঃ'।

সেই পরম দেবতার নিকটই মহাধন লাভের জন্য প্রার্থনা পরিস্ফুট হয়। "প্রভো! তুমি তো অনন্ত ধনের অধিকারী। তোমার অধম দুর্ব্বল সন্তান আজ তোমারি দুয়ারে ভিখারীর বেশে উপস্থিত! দয়াকরে তোমার অসীম ধনভাণ্ডারের এক কণা দান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।" ॥৫॥ *

* * *

ষষ্ঠ মন্ত্রটী চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য, দ্বিতীয় ভাগে আত্মোদ্বোধন-মূলক প্রার্থনা এবং শেষ দুই অংশে প্রার্থনা আছে। এক এক অংশ ধরিয়া আমরা প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভগবান্ শত্রুনাশক। কাহার শত্রু? তিনি তো অজাতশত্রু! দুর্ব্বল মানুষ চারিদিকে রিপুর আক্রমণে বিব্রত। মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে রিপুসংগ্রামে অগ্রসর হইতে হয়। তাঁহার কৃপায় মানুষের রিপুগণ পরাজিত বিধ্বস্ত হয়। তাই সাধক বলিয়াছেন—

"চরণপরশ ফলে পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে বলে জোক তব জয়।"

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই পরিস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে সেই শত্রুনিসূদন দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "আমরা যেন পাপতাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই পরমদেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার চরণে যেন আমাদিগের কামনাবাসনা নিবেদন করিতে পারি। তিনিই মানবের একমাত্র বন্ধু, তাঁহার কৃপাতেই মানুষ ভীষণ রিপুগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। তাঁহার সাধনে, তাঁহার গুণগানে যেন আমরা আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হই।"

এই আত্মোদ্বোধনের পরই আছে প্রার্থনা। "সেই মহান দেবতা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রিপুগণের হাত হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগের হৃদয়কে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করুন—যেন আমরা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" তাঁহারই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার কৃপায় যেন আমরা মহৎ হইতে মহত্তর, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবন লাভ করিতে পারি।" ॥৬॥ *

---

* চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ-সামের একটি গেয়-গান আছে।

সপ্তমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারম্ অপরাজিতম্।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স নঃ স্বর্ষৎ অতি দ্বিষঃ স নঃ

৩ ২ ৩ ১ ২
স্বর্ষৎ অতি দ্বিষঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র
পূর্ব্বস্যয়ত্তে অদ্রিবোꣳশুঃ মদায়।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২
সুম্ন আধেহি নঃ বসো পূর্ত্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে ॥

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
বশী হি শক্রো নূনন্তন্ নব্যꣳ সন্ন্যসে ॥ ৮ ॥

নবমং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ১
প্রভো জনস্য বৃত্রহৎ সমর্য্যেষু ব্রবাবহৈ।

২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শূরোয়োগোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ ॥ ৯ ॥

গেয়-গানং।

১ — ১ ২ র ১ ১র র র র — ১ ২
এ ২ ১ ইন্দ্রন্ধনস্যসাতয়াই। হবামহে জেতারমপরা ২। জিতমা ৩ ১

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ১
[illegible]বা ২ ৩। [illegible] ৩ ৪ [illegible]। এ ৩। সানঃস্বর্ষদাতিদ্বিষাঃ। সানঃস্বর্ষদতা

— ১ ২ ২ ৫ ১র — ১
২ হ। দ্বিষঃ। ৩১ উবা ২ ৩। ঔ ৩ ৪ ডা। পর্ব্বিস্থহস্তৃপা ২। দ্রিব

২ ২ ৫ ২ ১ র ৪ ২
আ ৩ ১ উবা ২ ৩। ঔ ৩ ৪ ড। অ৺ শুর্ম্মদায়া ২। হা ৩ ১ উবা

২ ৫ ১১২ র র — ১২ ২ ১ —
২ ৩। ঔ ৩ ৪ ডা। সুম্নআধেহিনোবসাউ। পূর্ত্তীঃ। শবিষ্ঠশা ২ স্ত

১ ১ ১২ ২১ — ১ ১ ১২
ভাই। ইডা। পূর্ত্তীঃ। শবিষ্ঠশা ২ স্তভাই। অথা। পূর্ত্তীঃ।

২১ — ১ ১ ১২ র র ২ ২
শবিষ্ঠশা ২ স্তভাই। ইডা। বশীহিশক্রোনূনস্তমব্য৺ সা ১ স্যা ৩

২ ২ ১র ২ ৪ ৫ ১ র
সাই। প্রভোজনস্থবা ৬। ত্রোহাম্। গমর্য্যেযুত্রবা ২ ৩

১ ১২ ১ ১১১১ ১২
হোই। বাহা ৩১ উবা ২ ৩। ইটুইডা ২ ৩ ৪ ৫। শূরো।

২র ১র — ১ ১ র ১২ ২ ১র
যোগোযুগা ২ চ্ছতাই। ইডা। সাখা। স্থপেবো

— ১ ১ ১১১১
২ য়ুঃ। ইডা ২ ৩ ৪ ৫। ৭।৮।৯।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জেতারং' (শত্রুজয়শীলং, চিরজয়িনং) 'অপরাজিতং' (অপ্রতিহতশক্তিং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং) 'ধনস্য সাতয়ে' (পরমধনলাভার্থং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি যাবৎ); 'সঃ' 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন, রিপূন) 'অতিপর্ষৎ' (বিনাশয়তু) 'সঃ' (সঃ, ভগবান) 'নঃ' (অস্মাকং) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্, রিপূন্) 'অতিপর্ষৎ' (বিনাশয়তু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং রিপূন বিনাশয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ৭।

• • •

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশায় পাষাণবৎ কঠোর হে দেব) 'পূর্ব্বস্য' (আদিভূতস্য) 'তে' (তব) 'যৎ' 'অংশুঃ' (যৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ) তৎ 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়—অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ); 'শবিষ্ঠ' (হে বলবত্তম, হে সর্ব্বশক্তিমন) 'বসো' (পরমধনবন হে দেব) তব 'পূর্ত্তিঃ' (ধনপূরণং, ধনদানং) 'শস্যতে' (সর্ব্বৈঃ স্তূয়তে, সর্ব্বে প্রার্থয়ন্তি) 'নঃ' (অস্মান্) 'সুম্নে আধেহি' (ধনে স্থাপয়, পরমধনং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'শক্রঃ' (শত্রুনাশকঃ দেবঃ)

'নূনং' (নিশ্চিতং) 'হি' (এব) 'বশী' (সর্ব্বস্য নিয়ন্তা—ভবতি ইতি যাবৎ), 'নবাং' (নূতনং, চিরনবীনং) 'তং' (তং দেবং) 'সপর্য্যাসে' (অস্মাভিঃ সেব্যাসে, বয়ং ভজামহে ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৮ ॥

* * *

'জমন্তপ্রভো' (বিশ্বস্য সর্ব্বলোকানাং স্বামিন) 'বৃত্রহন' (পাপনাশক হে দেব) 'সমর্য্যেষু' (সৎকর্ম্মেষু সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'ব্রবাবহৈ' (অঙ্গাঙ্গিভাবাং সন্তানাং করবাবহৈ, অহং ত্বয়া সহ মিলিতঃ ভবেয়ং ইত্যর্থঃ); 'অদ্বয়ুঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'শূরঃ' (শক্তিবান, পরমশক্তিসম্পন্নঃ) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'গোষু' (জ্ঞানেষু, জ্ঞানদানেন ইত্যর্থঃ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি - সাধকং ইতি যাবৎ) সঃ দেবঃ অস্মাকং 'সুশেবঃ' (সুখকরঃ পরমসুখদায়কঃ) 'সখা' (সখীভূতঃ সন) অস্মান প্রাপ্নোতু - ইতি শেষঃ; প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেম; সঃ কৃপয়া অস্মান প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ ৯ ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরঞ্জয়ী অপ্রতিহতশক্তি সত্যাদিপতিদেবতাকে পরমধন লাভের জন্য আমরা আরাধনা করিতেছি; তিনি আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন; ভগবান্ আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাদিগের রিপুগণকে বিনাশ করুন।) ॥ ৭ ॥

* * *

রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! অভিভূত আপনার যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ তাহা পরমানন্দলাভের জন্য আমাদিগকে প্রদান করুন; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমধনবান্ হে দেব! আপনার ধনদানকে সকলে প্রার্থনা করে; আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; শত্রুনাশক দেবতা নিশ্চিতই সকলের নিয়ন্তা হয়েন; চিরনবীন সেই দেবতাকে আমরা যেন ভজনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।) ॥ ৮ ॥

* * *

সর্ব্বলোকের স্বামী পাপনাশক হে দেব! সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা আমি যেন আপনার সহিত মিলিত হইতে পারি; অদ্বিতীয় পরমশক্তিসম্পন্ন যে দেবতা জ্ঞানদানে সাধককে প্রাপ্ত হয়েন, সেই দেবতা আমাদিগের

পরমসুখদায়ক সখভূত হইয়া আমাদিগকে] প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি; তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ ৯ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ তৃতীয়স্যা ঋচি প্রথমং দ্বিপদামাহ—'ইন্দ্রং ধনস্য সাতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্'—ইতি। 'ধনস্য' 'সাতয়ে' লাভার্থং। শেষং স্পষ্টম্॥

অথ শাক্বরভাগমাহ—'স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ। পূর্ব্বস্য যত্তে অদ্রিবঃ'—ইতি। 'সঃ' ইন্দ্রঃ—'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন 'অতি স্বর্ষং' বিনাশয়তু। যোহস্যাস্তে স্বয়ং দ্বেষং ন কুর্ব্বন্তি তথাপি 'দ্বিষঃ' অস্মাভির্দ্বেষ্যাঃ তানপাতি স্বর্ষং (সর্ব্বত্র হি বেদেষু যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্ম ইত্যাদৌ দ্বেষ্টৄণাং দ্বেষ্যানাঞ্চ বিনাশঃ প্রার্থ্যতে)। হে 'অদ্রিবঃ' অদ্রয়ঃ পর্ব্বতাঃ তদ্বন্নিন্দ্র! ইন্দ্রো যতঃ পর্ব্বতান্ ভিনত্তি অতঃ পর্ব্বতৈরিন্দ্রস্য ভেত্তৃভেদক সম্বন্ধঃ। যদ্বা আদৃশাত্যস্বররক্ষাংসীতি বা অদ্রৈঃ স্বয়ং ন দীর্য্যতে প্রহৃত ইতি বা অদ্রির্ব্বজ্রঃ তদ্বন্নিন্দ্র! 'পূর্ব্বস্য' পুরাতনস্য 'তে' তব 'যদ্' ধনমস্তি তদস্মভ্যমাহরেতি শেষঃ॥

অথাপরভাগমাহ—'অংশুর্মদায় হুম্ন আধেহি নো বসঃ'—ইতি। হে ইন্দ্র! যোহয়ং 'অংশু' সোমলতাখণ্ডঃ তজ্জন্যঃ সোমরস ইত্যর্থঃ (অত্র জনকব্যবহারঃ) স চ 'মদায়' ভবতি। অস্মাদস্মার্ভির্দত্তঃ। সোমঃ তব মদায় ভবতি তস্মাৎ হে 'বসো' নিবাসহেতো ইন্দ্র! 'নঃ' অস্মান্ 'হুম্নে' সুখে ধনে বা 'আধেহি' স্থাপয়॥

অথ স্বীয়পরভাগৌ সহৈবাহ—'পূর্ত্তিঃ শবিষ্ঠ শস্যতে বশী হি শক্রঃ'—ইতি। হে 'শবিষ্ঠ' বলবত্তমেন্দ্র! তব 'পূর্ত্তিঃ' ত্বদীয়ং ধনপূরণং দানমিত্যর্থঃ। 'শস্যতে' সর্ব্বৈঃ স্তূয়তে। 'হি' যস্মাৎ 'শক্রঃ' সমর্থ ইন্দ্রঃ 'বশী' সর্ব্বস্য নিয়ন্তা খলু। যদ্বা, 'বশী' বসুনিবহ স্বীকারবান্। অতএব 'শক্রঃ' দানে শক্তিমান্। তস্মাত্তে দানং স্তূয়তে॥

অথ শাক্বরভাগমাহ—'নূনন্তন্নব্যং সন্যসে। প্রভোজনস্য বৃত্রহন্তসমন্যেষু ব্রবাবহৈ'—ইতি। হে 'প্রভো' সর্ব্বস্য জনস্য স্বামিন্। হে 'বৃত্রহন' বৃত্রো মারকঃ শত্রুঃ তদ্ধননশীল শত্রুঘাতিন। 'নব্যং' নূতনং বলীপলিতাদি লক্ষণেন পুরাণত্বেন বর্জ্জিতং ত্বামিন্দ্রং ত্বাং 'নূনং' অবশ্যং 'সন্যসে' অহং সম্যক্ নিতরাং প্রাপ্নোমি। অস্মিন কর্ম্মণি হবিষো ভোক্তৃত্বেন স্থাপয়ামীত্যর্থঃ। অস্যক্ষেপণে (দি০ প০)। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং (পা০ ৩।১৮ কৃ) বিকরণ-লুক্ চ। সহ সুপেত্যত্র সহেতি যোগবিভাগাৎ সন্নিভ্যামুপসর্গাভ্যাং সহ সমাসঃ॥ যদ্বা, হে ইন্দ্র! নব্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং নূতনং অস্মৈরকৃত পূর্ব্বং যথা ভবতি তথা 'নূনং' ইদানীং 'সন্যসে' অস্মাভিঃ সেব্যসে। ষণ সম্ভক্তৌ (স্বা০ পঃ)। যকি রূপং। ছন্দস্যনেক-মপি সাকাঙ্ক্ষং (পা০ ৮।১।৩৫) ইত্যাপাত্তদনোদাত্তত্বং। কিঞ্চ। 'অর্ধ্যেষু' অর্দ্ধেষু প্রাপ্তব্যেষু যজ্ঞাদিষু কর্ম্মসু 'সম্প্রব্রাবহৈ' স্তব্যাস্তাবকরূপাবাং সম্ভাষাং করবাবহৈ। সর্ব্বস্য যজমানস্যোপ্রশাস্যাং-ক্ষায়ো ভবতি তমর্থং স্তোত্রমিতুমেকত্র সংবদন মিত্যর্থঃ।

অথোপসর্গভাগমাহ 'শূরো ন গোষু গচ্ছতি সখা সুশেবো অদ্বয়ুঃ' ইতি। স ইন্দ্রঃ 'শূরঃ' সমর্থঃ (গোষু নিমিত্ত সপ্তমী—পা০ ২।৩।৩৭) 'গোষু' গবার্থং বৃত্রাদিষু শত্রুষু গবানয়নার্থং গচ্ছতীত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? 'সখা' সমানখ্যানঃ সখিবদত্যন্তস্নিগ্ধঃ। অতএব 'সুশেবঃ' শোভন-সুখঃ অকৃচ্ছ্রেণ সুখকরঃ। 'অদ্বয়ুঃ' দ্বয়রহিতঃ সত্যানৃতবর্জ্জিতঃ কেবল সত্য-স্বরূপ ইত্যর্থঃ। যথা। যদ্দ্বয়ং মনসি বচসি ক্রিয়ায়াং সাক্ষাৎ কার্য্যমস্তি তদ্রহিতঃ। অথবা এতৎসদৃশো দ্বিতীয়ো নাস্তীত্যদ্বয়ুঃ (মত্বর্থীয় উপ্রত্যয়ঃ) 'অপিচ' এতাভ্যাং যজমানেন্দ্রয়োঃ সম্ভাষা প্রকারোঽভিধীয়তে। হে ইন্দ্র! 'যঃ' যজমানোঽস্তি সোঽয়ং গোষু দক্ষিণারূপেণ দাতব্যাসু উদারঃ সন্ প্রবর্ত্ততে, সর্ব্বা অপি দদাতীতি। যথা গোপ আশ্রয়ণ ক্ষীরানয়নার্থং গচ্ছতীত্যেবং মদীয়ং গুণং ত্বং দেবেষু ব্রূহি। অগ্নিষ্টোমস্য স্তোত্রেষু সখা সন্ সুখকরো ভবতীত্যেবং ত্বদীয়ং গুণ মন্ত্রেষু স্তোতৃষু ব্রবীমীতি। এব মৃচো ব্যাখ্যাতাঃ॥ (৭—৮-৯)॥

* * *

সপ্তম, অষ্টম ও নবম (৬৪৭-৬৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সপ্তম মন্ত্র পূর্ব্ব সামেরই (ষষ্ঠ সামের) অনুরূপ। এই মন্ত্রে পরমধনলাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের শেষাংশে রিপুজয়ের প্রার্থনা দুইবার উক্ত হইয়াছে। এই পুনরুক্তি সাধক-অন্তরের ব্যাকুলতার পরিচায়ক মাত্র। রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া যখন মানুষ পরিত্রাহি ডাকে, তখন তাহার সমস্ত মনোরাজ্য অধিকার করে একটী মাত্র চিন্তা, সেই চিন্তা—রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা। সুতরাং সেই একটী কথাই, একটী প্রার্থনাই বারংবার আবৃত্তি করিতে থাকে। এখানের পুনরুক্তি ও সেই ব্যাকুলতার পরিচায়ক মাত্র॥ ৭॥

* * *

অষ্টম মন্ত্রটীর মধ্যে প্রার্থনা উদ্বোধন এবং নিত্যসত্তা-প্রখ্যাপন—এই তিনেরই সমাবেশ ঘটিয়াছে। ভগবানই বিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁহার আদেশে চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। বায়ু মানবের প্রাণ রক্ষা করে। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনিই অনন্ত; তিনি চিরনবীন, তিনি চিরপুরাতন। সেই পরমদেবতার নিকটই পরমধন বা মোক্ষলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ সাধক নিজের হৃদয়কে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বোধিত করিতেছেন। এই আত্মোদ্বোধনের পর প্রার্থনা। "ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগের রিপুনাশ করুন, আমাদিগকে তাঁহার অমৃতের অধিকারী করুন।" ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম॥ ৮॥

* * *

ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সৎকর্ম্ম-সাধন দ্বারা ভগবৎচরণে পৌঁছিতে পারি। মানুষ তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে। আবার তাঁহার চরণেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সে আপনার চারিদিকের মোহমায়ার বেড়াজাল ছিন্ন করিতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত সে আপনাকে ভ্রান্তপথে চালনা করিয়া ভগবান্

হইতে দূরে চলিয়া যায়। মোহের উপর মোহ আসে, মায়ার বাঁধন দৃঢ়তর হয়। অজ্ঞানতার বশে সে এই পান্থনিবাসকেই আপনার চিরস্থায়ী আবাসরূপে কল্পনা করিয়া নিজের মুক্তি সুদূর পরাহত করিয়া তুলে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্য সঞ্চার হয়, যখন সে আপনার ভ্রম ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করে, তখন সেই চিরস্থায়ী আবাস-গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলে —

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে, কেন ভ্রম অকারণে"

সুদূর প্রবাস হইতে আপনার স্নেহনীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য মানবাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই ভগবানকে ডাকে, "ওগো দয়াময়! আর কতদিন এই প্রবাসে রাখিবে? এবার নিজালয়ে ফিরাইয়া লও, তোমার কোলে স্থান দাও। আর কতদিনে তোমার কোলছাড়া হইয়া এই বিপদসঙ্কুল বিদেশ হইতে তোমার স্নেহনীড়ে ফিরিয়া যাইব? ওগো কত দিনে?"

এই প্রবাসের জ্বালা তীব্র হইয়া উঠিলে সেই খেয়াঘাটের কাণ্ডারীকেই মানুষের মনে পড়ে—তখন তাহার হৃদয় মথিত করিয়া ক্রন্দন উঠে, —

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল-নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে।"

ওগো সে কবে?

প্রতীক্ষা! দীর্ঘ প্রতীক্ষায় মানুষের চিত্ত অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু সেই ভবকাণ্ডারীর কৃপালাভ না হইলে তো মানুষ নিজের ইচ্ছায় তাঁহার চরণে পৌঁছিতে পারে না! তাই প্রতীক্ষা! দীর্ঘ প্রতীক্ষা! তাই এ ব্যাকুল প্রার্থনা! *

—— • ——

দশমং সাম।

৩ ২ S S S S S S২ ৩ ২ ৩ ১ ২
এবাহি এ২৩২৩২৩ব এবা৺হি অগ্নে এবাহি ইন্দ্র।
৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
এবাহি পূষন্ এবাহি দেবাঃ ॥ ১০ ॥

• • •

গেয়-গানং।

১ ২ ২ র ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ২
আইবা। হিয়েবা ২ ৩ ৪ ৫। হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ
৫ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২র
৩ ৪ ভা। আইবা। হিয়য়া ২ ৩ ৪ ৫ ই। হোই হো বাহা ৩ ১ উ

* সপ্তম, অষ্টম ও নবম সামের একটীমাত্র গেয়-গান আছে।

২ ৫ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১
বা ২ ৩। ঈ ০ ৪ ডা। আইবা। হিইন্দ্রা ২ ৩ ৪ ৫। হোই।

১ ২ ২ ৫ ১ ২ ২ ১
হো। বাও ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ৩ ৪ ডা। আইবা। হিপূষা

S S S S ১ ১ ২র ২
২ ৩ ৪ ৫ ন্। হোই। হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ

৫ ১ ২ ১ র ১ ১ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ ডা। আইবা। হিদেবা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। হোই।

১ ২র ২ ৫
হো। বাহা ৩ ১ উবা ২ ৩। ঈ ০ ৪ ডা ॥ ১০ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন! 'এবাহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) 'ইন্দ্র' (হে পরমৈশ্বর্য্যশালিন দেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) পূষন' (হে বিশ্বপোষণকারিন দেব) 'এবাহি' (আগচ্ছ) 'দেবাঃ' (হে সর্ব্বে দেবাঃ, হে দেবভাবসমূহ) 'এবাহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয় ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মান্ প্রাপ্নোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। ১০।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; হে জ্ঞানদেব! আগমন করুন; হে পরমৈশ্বর্য্যশালী দেবতা! আগমন করুন; হে দেবভাবসমূহ! আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।) ॥ ১০ ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অথ পুরীষপদানি ব্যাখ্যায়ন্তে—তানি সর্ব্বাণ্যেবাগ্রাণ্যেব তদগ্নে যোগান্তমত্বা তৃতীয় পদেন বায়ব্যাদিপদৈরিন্দ্র এব সম্বোধ্য স্তূয়তে। তত্র প্রথমং পদমাহ—এবাহ্যেবেতি। হে 'ইন্দ্র!' ত্বং 'এব হি' এবমুক্তগুণোহসি খলু। যথা, এব শব্দ ইণ্‌গতৌ (অদা০ প) ইত্যস্মাৎ 'ইণশীভ্যাংবন্‌' ইতি বন্‌প্রত্যয়ান্তঃ। সুপো লুক্ (পা০ ৭।১।৩৯)। অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রত্যেব আগন্তা ভবেতি শেষঃ। এবেতি পুনরুক্তিরাদরার্থা।

অথ দ্বিতীয়ং পদমাহ—এবাহ্যগ্ন ইতি। হে 'অগ্নে' অগ্রণ্য নেতঃ দেবানাং পুরতো গন্তরিন্দ্র! এতদাত্মক বা ইন্দ্র! 'এব হি' এবং গুণযুক্তঃ খলু যজ্ঞং প্রত্যাগন্তা বা ভব। অথ তৃতীয়ং পদমাহ—এবাহীন্দ্রেতি। হে 'ইন্দ্র' পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত! যথা, ইন্ধে প্রকাশয়তি তেজসা ভূতানীতীন্দ্রঃ। অথবা ইদং সর্ব্বং জগৎ প্রথম মপশ্যদিতীন্দ্রঃ। তথা চ

ঐতরেয়োপনিষদি শ্রূয়তে—ইদমদর্শমিতি। তস্মাদিন্দ্রো নামেন্দ্রো হ বৈ নাম তমিন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণেতি। তাদৃশঃ। 'এব হি'। অথ চতুর্থং পদমাহ—এবাহিপূষন্নিতি। 'পূষন" বিশ্বস্য পোষক এতদাত্মক বা ইন্দ্র! এবংযুক্তগুণঃ খলু ত্বং।

অথ পঞ্চমং পদমাহ—এবাহিদেবা ইতি। হে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ঃ! সদা সর্ব্বদেবানাং বলরূপেণ ইন্দ্রস্যাবস্থানাৎ ইন্দ্র এব বহুত্বেন সম্বোধ্যতে। হে 'ইন্দ্র'! এবংযুক্তগুণঃ খলু ত্বং। যদ্বা, এবশব্দাৎ সুপাং সুলুগিতি (পা০ ৭ ১ ৩৯) জসো লুক্। অস্মদীয়ং যজ্ঞং আগন্তারো ভবতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্কভূপাল সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে ছন্দো-আখ্যানে মহানাম্নী ব্যাখ্যানং সমাপ্তং ॥

দশম (৬৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের (নবম সামের) ন্যায় এই মন্ত্রেও সাধকের আন্তরিক ব্যাকুলতা তীব্র ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধক বিভিন্ন নামে ভগবানকে ডাকিতেছেন। ভাষ্যকার তাঁহার অনুসৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে সমস্ত প্রার্থনাই ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র, অগ্নি, পূষণ, সর্ব্বদেবাঃ—সকলেই এক দেবতাকে লক্ষ্য করে। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, বিভিন্ন নাম সেই এক পরম দেবতারই বিভিন্ন স্বরূপ মাত্র। 'পূষন' পদের ব্যাখ্যায় এবার "বিশ্বস্য পোষকঃ" অর্থ গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত প্রার্থনার ব্যাকুলতা বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। শিশু মা হারা হইলে যেমন ব্যাকুলভাবে তাহার মাকে অন্বেষণ করে, যেমন ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে থাকে, এমনই একটা সহজ সরল ব্যাকুলতার ধ্বনি মন্ত্রের ভিতর হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে চাই-ই চাই তাই যত ভাবে যত নামে তাঁহাকে ডাকিতে পারেন সাধক তত নামেই তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। "কোথায় তুমি দয়াময় প্রভু! এস এস, এই চির অতৃপ্ত, চিরপিপাসিত হৃদয়ে তুমি আগমন কর। তোমা-ব্যতীত জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে আর যে পারি না,—

"এস এস নাথ! এস হে দয়িত! নহিলে পিপাসা যাবে না।" ॥ ১০ ॥ *

॥ সামবেদ-সংহিতায়াং মহানাম্ন্যার্চ্চিকঃ সমাপ্তঃ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—§:•:§—

উত্তরার্চ্চিকঃ।

—:§*§:—

অথ ভাষ্যাবতরণিকা।

—*—

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্ ॥ ১ ॥
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ—
নির্ম্মমে, তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥
তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে। ৩ ॥
যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
ব্যাখ্যাতাবৃগ্যজুর্ব্বেদৌ সামবেদেঽপি সংহিতা।
ছন্দোভিধাভূদ্ ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাস্যত্যুত্তরাভিধাম্ ॥ ৫ ॥
ছন্দস্যেকৈকশোঽধীতা ঋচঃ সামোদ্ভবায় হি।
স্তোম-নিষ্পত্তয়ে সূক্তান্যুত্তরায়াং অধীয়ন্তে। ৬ ॥

স্তোমশব্দেনোৎপত্তিষু সোমযাগেষু প্রযুজ্যমানাস্ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদয়োঽভিধীয়ন্তে। অতএব তৈত্তিরীয়কাঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যামিদমামনন্তি। তদাহুঃ—'কতমা বাব তানি জ্যোতীংষি য এতস্য স্তোমা ইতি? ত্রিবৃৎপঞ্চদশঃ সপ্তদশ একবিংশঃ এতানি বাব তানি জ্যোতীংষি য এতস্য স্তোমাঃ'—ইতি। ছন্দোগাশ্চ ত্রিবৃদাদি-স্তোমানাং স্বরূপং ব্রাহ্মণ-দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োরধ্যায়য়োঃ বহুধা সমামনন্তি। তে চ বহুভিরবান্তররূপোপেতাঃ সমাম্নাতাঃ স্তোমা নবসংখ্যাকাঃ তেষু পূর্ব্বোক্তাস্ত্রিবৃদাদয়শ্চত্বারঃ ত্রিণবত্রয়স্ত্রিংশৌ ত্রিনবসংখ্যোপেতঃ স্তোমস্ত্রিণব ইত্যুচ্যতে। ছন্দোমনামকা স্তোমস্ত্রয়স্তেষু চতুর্ব্বিংশাখ্যস্তোমঃ প্রথমঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দসা চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরোপেতেন মীয়ত ইতি ছন্দোমঃ চতুস্ত্রিংশশ্চত্বারিংশাখ্যো দ্বিতীয়ঃ। স চ ত্রিষ্টুপ্ছন্দসা মীয়তে। অষ্টাচত্বারিংশাখ্যস্তৃতীয়ঃ। সোঽপি জগতীচ্ছন্দসা মীয়তে। অথ যে সমাম্নাতলক্ষণোপেতেভ্যস্ত্রিবৃদাদিভ্যোঽষ্টাদশনবদশাদি-নামকা বহবঃ স্তোমা

বিহিতস্তে। তথা চ তৈত্তিরীয়কাঃ কেষুচিদিষ্টকোপধান-মন্ত্রেষু দেবতাবদ্রূপেষ্টকাত্ব-বিবক্ষয়া তান্ স্তোমানামনন্তি—'আশুস্ত্রিবৃদ্ভান্তঃ পঞ্চদশো ব্যোম সপ্তদশঃ। প্রতূর্ত্তিরষ্টাদশস্তপোনবদশোঽভিবর্ত্তঃ সবিংশো। ধরুণ একবিংশো বর্চ্চো দ্বাবিংশঃ সম্ভরণস্ত্রয়োবিংশো যোনিশ্চতুর্ব্বিংশো গর্ভঃ পঞ্চবিংশ ওজস্ত্রিণবঃ ক্রতুরেকবিংশো ব্রধ্নস্য বিষ্টপশ্চতুস্ত্রিংশো নাকঃ ষট্ত্রিংশোঽভিবর্ত্তোঽষ্টচত্বারিংশঃ—ইতি। এবমন্যেহপি সন্তি বহূনি স্তোমান্তরাণি তেষাং লক্ষণানি তু ব্রাহ্মণান্তরানুসারেণ সূত্রকারৈর্ব্ব্যুৎপাদিতানি। তে চ স্তোমাঃ সর্ব্বেঽপ্যাজ্যপৃষ্ঠাদি-স্তোত্রেষু প্রযুক্তাঃ 'পঞ্চদশান্যাজ্যানি, সপ্তদশানি পৃষ্ঠানি'-ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ স্তোম-বিষয়াঃ স্তোত্রবিষয়াস্তন্নিষ্পাদক-সামবিষয়াশ্চ। সর্ব্বেঽপি বিচারা অস্মাভিশ্ছন্দোব্যাখ্যানাবতারবেলায়ামেব জৈমিনীয়াষ্টাধিকরণান্যাদাহৃত্য প্রদর্শিতাঃ কিং বহুনা 'একং সাম তৃচে ক্রিয়তে স্তোত্রিয়ং' —ইত্যাদি-বচনৈঃ স্তোত্রসম্পাদকস্য সাম্নস্তৃচপ্রগাথাদি-রূপাণি সূক্তান্যাশ্রয়ত্বেনোত্তরাখ্যে সংহিতা গ্রন্থে সমাম্নাতানি। স চ গ্রন্থ একবিংশতি-সংখ্যাকৈরধ্যায়ৈঃ উপেতঃ॥

—— • ——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ৩
উপ অস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায় ইন্দবে।
৩ ২ ৩ ১ ২র
অভি দেবাঁ২ ইয়ক্ষতে॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

৪ ৩ র ৪ ২ ৪র ৫ ২ ১২
(যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্) উপা ২ ৫ স্মৈ। গা ০ য়া ০ তানারাঃ। পা ৩ বামা
২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ র র A
০ না। যা ২ ৩ আ। হুম্মায়ি। দা ০ বায়ি। অভিদেবাঁ২ ইয়া ২
৩ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ২ ১
ক্ষতাউ তে (১) আ। ভিতেমা। ধু ৩ নাপা ৩ য়াঃ। আথা
— ১র র ২ ১ ২ ২ ১ র
২ র্ব্বা। গোভা ২ ৩ শা। হুম্মায়ি। শ্রা ৩ য়ুঃ। দায়িবন্দে-
র A ০২ ১ ২ ১ ২ ১২
বায়দা ২ য়িওয়াউ যূ (২) সাঃ। নঃপবা। স্বা ৩ শাঙ্গা
২ ১ ১র ২ ১ ২
০ বায়ি। শঙ্গা ২ না। ঘশা ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। র্ব্বা
২ ১ র র A ৩ ২
০ তায়ি। শাঁ২ রাজস্নোমধা ২ য়িভ্যআউ॥ ১।২।৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'দেবান্ অভি ইয়ক্ষতে' (দেবভাবান্ প্রাপ্তুমিচ্ছতে, দেবভাবপ্রাপকায়) 'পবমানায়' (পবিত্রকারকায়) 'অন্ধৈ' (প্রসিদ্ধায়) 'ইন্দবে' (সত্ত্বভাবায়, সত্ত্বভাবলাভায়) 'উপগায়ত' (প্রার্থয়ত); অহং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নবানি— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ১খ—১সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের নেতা হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবত্বভাবপ্রাপক, পবিত্র-কারক, প্রসিদ্ধ সত্ত্বভাবলাভের জন্য প্রার্থনা কর। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তত্র প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডে প্রথমসূক্তে তৃচে যেয়মৃক প্রথমা সৈব সাম্নায়তে। ঋষিঃ অসিতো দেবলো বা। গায়ত্রী ছন্দঃ, পবমানঃ সোমঃ দেবতা। হে 'নরঃ' নেতারঃ! যজ্ঞস্য দেবান্ ইন্দ্রদীন 'অভিইয়ক্ষতে' আভিমুখ্যেন যষ্টুং, মিচ্ছতে পবমানায় ক্ষরতে 'অন্ধৈ' অভিবৃয়মাণায় 'ইন্দবে' সোমায় 'উপ গায়ত' উপগানং কুরুত॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

চিত্তবৃত্তির সাহায্যেই মানুষ সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম সম্পাদন করে। যাহার চিত্তবৃত্তি যেরূপভাবে গঠিত, সে সেই অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সৎকর্ম্মের পথে চলিবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তিই প্রধান সহায়। তাই চিত্তবৃত্তিকে সৎকর্ম্মের নেতা বলা হইয়াছে। আর এই চিত্তবৃত্তি কর্ম্মের নেতা বলিয়াই তাহাকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলেই মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই মানুষকে দেবত্বের পথে প্রেরণা দেয়, মানুষকে পবিত্র করে। এই পবিত্রতা মোক্ষলাভের প্রধান সহায়। তাই মন্ত্রে পবিত্রতার-প্রধান কারণ স্বরূপ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়॥ (১অ—১খ—১সূ—১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী উত্তরার্চ্চিকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় সাম। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইল। ভবিষ্যতেও আমরা বিভিন্ন মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত গেয়-গান সমূহ ঐ মন্ত্রগ্রন্থির (Group) প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদান করিব। এতৎসম্বন্ধে ঐরূপ মন্ত্রগ্রন্থির অন্যান্য মন্ত্রের নীচে পাদটীকা দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১র
অভি তে মধুনা পয়ঃ অথর্ব্বাণঃ অশিশ্রয়ুঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দেবং দেবায় দেবয়ুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'অথর্ব্বাণঃ' (আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ) 'দেবং' (দেবভাবযুক্তং) 'দেবয়ুঃ' (দেবত্বপ্রাপকং) 'তে পয়ঃ' (তব রসং, ত্বাং ইত্যর্থঃ) 'দেবায়' (ভগবতে, ভগবৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধুনা' (অমৃতেন সহ) 'অভ্যশিশ্রয়ুঃ' (সংমিশ্রয়ন্তি); নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ জনাঃ অমৃতং লভন্তে — ইতি ভাবঃ। (১অ ১খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দেবভাবযুক্ত, দেবত্ব-প্রাপক আপনাকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অমৃতের সহিত সংমিশ্রিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অমৃত লাভ করেন।)। (১অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'দেবং' দেবনশীলং 'দেবয়ুঃ' দেব-কামং রসং 'দেবায়' দেবনশীলা ইন্দ্রায় 'মধুনা' 'পয়ঃ' গব্যেন পয়সা 'অথর্ব্বাণঃ' ঋষয়ঃ 'অভ্যশিশ্রয়ু' অভ্যাশ্রপন সমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। (১অ—১খ—১সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত 'অথর্ব্বাণঃ' পদে 'ঋষয়ঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। মূলভাব প্রায় এক হইলেও আমরা উক্ত পদে 'আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি (ঋ স— ৮২৮ শ্লোক) দ্রষ্টব্য। এখানেও ঐ অর্থে সঙ্গত পরিলক্ষিত হয়।

সত্ত্বভাব হৃদয়ে জাগরিত হইলে মানুষ অমৃতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে এবং হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষ হওয়ায় দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে। সত্ত্বভাবের সহিত অমৃত

প্রাপ্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মানুষ যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার পক্ষে অমৃতত্ব লাভ বেশী আয়াসসাধ্য হয় না, অর্থাৎ সত্ত্বভাব স্বভাবতঃই অমৃতত্বের পথে মানবকে পরিচালনা করে। যিনি সত্ত্বভাব-প্রবাহিণীতে গা ভাসাইয়া পারেন, তিনি সহজেই অমৃতসাগরে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেই পন্থাই গ্রহণ করেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (১অ-১খ-১সূ-২সা)।*

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২র ৩ ২র
স নঃ পবস্ব শং গবে শং জনায় শং অর্ব্বতে।

১ ২ ৩ ১ ২
শং রাজন্ ওষধীভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রাজন্' (রাজাধিরাজন্, হে বিশ্বস্বামিন্ যদ্বা হে জ্যোতির্ম্ময় দেব) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) 'সঃ' (ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গবে' (জ্ঞানায়, জ্ঞানলাভায়) 'শং' (মঙ্গলকরঃ) ভব ইতি যাবৎ; 'জনায়' (লোকায়, বিশ্বায়, বিশ্ববাসীনাং হিতায় ইত্যর্থঃ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ) ভব ইতি যাবৎ; 'অর্ব্বতে' (পাপায়, পাপনাশায় অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ ভব ইতি যাবৎ; তথা 'ওষধীভ্যঃ' (মোক্ষপ্রাপিকাভ্যঃ অবস্থাভ্যঃ, মোক্ষপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'শং' (মঙ্গলকরঃ ভব ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মঙ্গলময়ঃ ভগবান্ অস্মাকং সর্ব্বমঙ্গলং সাধয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ ১খ ১সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বিশ্বস্বামিন্! (অথবা হে জ্যোতির্ম্ময় দেব!) আপনি আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; আপনি আমাদিগের জ্ঞানলাভের জন্য মঙ্গলকর হউন, বিশ্ববাসীদিগের হিতের জন্য মঙ্গলকর হউন, আমাদিগের পাপনাশের জন্য মঙ্গলকর হউন এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মঙ্গলকর হউন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহার গেয়-গান প্রথম ও তৃতীয় সামের সহিত গ্রথিত। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—মঙ্গলময় ভগবান্ আমাদিগের সর্ব্বমঙ্গল সাধন করুন)। (১অ—১খ—৭সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'রাজন্' দীপ্যমান সোম ! 'সঃ' প্রসিদ্ধস্ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গবে' 'শং' সুখং 'পবস্ব' ক্ষর জনায় পুত্রায় চ 'শং' পবস্ব 'অর্ব্বতে' অশ্বায় চ 'শং' পবস্ব ওষধীভ্যঃ চ পবস্ব ॥ ৩ ॥

তৃতীয় (৬৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

ভগবান্ মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তিনি বিশ্বের অধীশ্বর, তাঁহার বিশ্বমঙ্গলনীতি বশেই জগৎ বিধৃত আছে, ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতেছে। তিনি 'শিবং'। তাঁহার মঙ্গলময় প্রভাবে মানব মঙ্গলের পথে চরম কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়। তাই সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

"আমরা যেন চরম মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হই। বিশ্ববাসী সকল যেন পরম কল্যাণ লাভ করে। পৃথিবী মঙ্গলময়ী হউন, বায়ু কল্যাণপ্রদ হউন, আকাশ কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমাদিগের প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও যেন আমাদিগকে পরম মঙ্গলময়ের চরণে পৌঁছিবার উপায় স্বরূপ হয়। তাই অন্যত্র শ্রুত্যুক্ত প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়,—

"শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ।"

প্রার্থনা-মূলক স্বীকার করিয়াও ভাষ্যকার এই মন্ত্রটীকে ভিন্ন রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা গরু বাছুর প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা মাত্র। 'গবে' 'অর্ব্বতে' প্রভৃতি পদে কি অর্থ সূচিত করে, তাহা আমরা বহুত্র বলিয়াছি - এখানেও সেই সকল অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। এখানে সেই সকল ব্যাখ্যার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই তাহা উপলব্ধ হইবে। (১অ - ১খ—১২ - ৩সা)। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
দবিদ্যুতত্যা রুচা পরিষ্টোভন্ত্যা কৃপা।
১ ২ ৩ ১ ২র
সোমাঃ শুক্রা গবাশিরঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সামের একটী গেয় গান আছে।

গেয়-গানং।

৩ ৪　　৪ ২ ৫র ৫ ২ ১
॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ দবা২৫ য়িদ্বা। তা৩তী৩য়ারুচা। পা৩রী-

২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১র র
য়িষ্টো৩ভা। তা২৩আ। হুম্মায়ি। কা৩র্পা। সোমাঃ শুক্রাগবা

∧ ৩ ২ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ ২
২শিরাউ॥ বা (১) হায়ি। ত্বানোহোত্ ৩ ভায়িহী৩ য়িভাঃ।

১র — ১ র ২ ১ ২ ২ ১
আবা২ জম্। বাকা২৩য়া। হুম্মায়ি। ক্রা৩মীৎ। সায়ি-

র ৩ ∧ ৩ ২ ১ ২ ১ র ২
দস্তোবমুষো২ যণাউ॥ পা (২) বা। দকসোমা। সু৩

১ ২ ২ ১ —১র র ২ ১
বাস্তো৩য়ায়ি। সঞ্জা২গ্মা। নোদা২৩ য়িশা হুম্মায়ি।

২ ২ ১৫ র ∧ ৩২
কা৩বায়ি। পাবস্বসুরিয়ো২ দৃশাউ॥ ১।২।৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কৃপা' (কৃপয়া, ভগবৎকৃপয়া ইত্যর্থঃ) তথা 'পবিত্রবত্যা রুচা' (অতিশয়দীপ্ত্যা, শক্তিসমন্বিতয়া) 'পরিষ্টোভন্ত্যা' (পরিতঃ শব্দায়মানয়া, ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'শুক্রাঃ' (শ্বেতবর্ণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'গবাশিরঃ' (শ্রেষ্ঠজ্ঞানযুক্তাঃ, পরজ্ঞানযুক্তাঃ—ভবন্তি ইতি শেষঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সত্ত্বভাবসমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ জনঃ পরাজ্ঞানং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১অ-১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকৃপায় এবং শক্তিসমন্বিত ঐকান্তিক প্রার্থনায় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব পরাজ্ঞানযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সত্ত্বভাবসমন্বিত প্রার্থনাপরায়ণ ব্যক্তি পরাজ্ঞানলাভ করেন।)॥ (১অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দবিদ্যুতত্যা রুচা' অতিশয়দীপ্ত্যা 'পরিষ্টোভন্ত্যা' পরিতঃ শব্দায়মানয়া 'কৃপা' ধারয়া চ যুক্তাঃ 'সোমাঃ' 'গবাশিরঃ' গবাশিরাঃ ভবন্তু গব্যেন পয়সা মিশ্রিতা ভবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রথম (৬৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। ভাষ্যকারও মন্ত্রটিকে 'নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যায় মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যাতে ভাষ্যার্থই অনুসৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "শুক্লবর্ণ সোমরসগুলি অত্যন্ত দীপ্তিশালী রূপ ধারণ পূর্ব্বক এবং ধারা সহযোগে শব্দ করিতে করিতে ক্ষীরের সহিত যাইয়া মিশ্রিত হইতেছে।" ভাষ্যকার 'শুক্রাঃ' পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। উপরোক্ত বঙ্গানুবাদে 'শুক্রাঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে — 'শুক্লবর্ণ।' কিন্তু 'সোমাঃ' পদে প্রচলিত 'সোমরস' অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহা 'শুক্লবর্ণ' হয় কিরূপে? 'সোমরস' তো শুক্লবর্ণ নয়! তাই অন্য একজন ব্যাখ্যাকার এই সমস্যার সমাধানকল্পে লিখিতেছেন,—'কথং শুক্লবর্ণা ভবন্তি? গবাশিরঃ কারণে কার্য্যবদুপচারঃ গোক্ষীরাশিরঃ। আশিরং মিশ্রং।" কিন্তু উপরোক্ত বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হয় যে, ব্যাখ্যাকার এই কৈফিয়ৎও গ্রহণ করেন নাই, তিনি সোমরসকেই শুভ্রবর্ণ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মতেই সোমরস শুভ্রবর্ণ নয়। কিন্তু মূলেই গোল রহিয়াছে। 'সোম' বলিতে কোন মাদক দ্রব্য বুঝায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ তাই নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দিয়াও সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—১খ ২সূ - ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ২ক ১র
হিন্বানো হেতৃভিঃ হিত আ বাজং বাজি অক্রমীৎ।

১ ২ ৩ ১ ২
সীদন্তো বনুষো যথা ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্ঠীতম সূক্তের অষ্টাবিংশতি ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সীদন্তঃ' (অবসন্নাঃ দুর্ব্বলাঃ) 'বনুষঃ' (জনাঃ, মানুষাঃ) 'হেতৃভিঃ' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ)। 'যথা' (যং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অক্রমীৎ' (আক্রামতি, প্রাপ্নোতি) 'বাজী' (শক্তিমান, পরমশক্তিসম্পন্নঃ দেবঃ) 'হিয়ানঃ' (প্রীয়মাণঃ, প্রীতিযুক্তঃ) তথা 'হিতঃ' (হিতকারকঃ, সন্ ইতি যাবৎ) 'আ' (আযচ্ছতু দুর্ব্বলেভ্যঃ অস্মভ্যং তাং আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকোঽয়ং। ভগবান কৃপয়া প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দুর্ব্বল মানুষ প্রার্থনা দ্বারা যে আত্মশক্তি লাভ করে, পরমশক্তিসম্পন্ন দেবতা প্রীতিযুক্ত এবং হিতকারক হইয়া দুর্ব্বল আমাদিগকে সেই আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক প্রার্থনাকারী আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (১গা—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজী' বলবান সোমঃ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ স্তোতৃভিঃ 'হিয়ানঃ' স্তোত্রৈঃ প্রের্য্যমাণঃ 'হিতঃ' অভীষ্টকারী সন্ 'বাজং' সংগ্রামং যুদ্ধং 'আ অক্রমীৎ' আক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা— 'বনুষ' ভগ্নারো ভটাঃ 'সীদন্তঃ' যুদ্ধং প্রাবিশন্তঃ আক্রামতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § • • § ——

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত কাহারও সম্পূর্ণ মিল হয় নাই। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "যেমন যুদ্ধারা (বিপক্ষদিগের দর্শন পরিহারের জন্য) বসিতে বসিতে (গুঁড়ি মারিয়া) গিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দ্রুতগামী সোমরস সতর্কভাবে যজ্ঞে প্রবেশ করিলেন, কারণ যাঁহারা তাঁহাকে প্রস্তুত করেন তাঁহারা তাঁহাকে চালাইয়া দিলেন।" প্রধানতঃ 'সীদন্তঃ বনুষঃ যথা' পদত্রয় হইতেই অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যেও যুদ্ধের উপমার একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা সেই ক্ষীণ আভাষকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অথচ তাঁহাদের ব্যাখ্যামতই সোমরসের কল্পনা করিলেও, সেই সোমরস কাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহার কোন সন্ধান

পাওয়া যায় না। তারপর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় 'দ্রুতগামী' এবং 'সতর্কভাবে' পদদ্বয় কোথা হইতে আসিল তাহা বুঝা যায় না। অন্যান্য দু-একজন ব্যাখ্যাকার এ প্রসঙ্গে দ্রোণকলশ, প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। "বাজং দ্রোণকলশং আক্রমীৎ সোমঃ......যথা উপাবিশন্তঃ মনুষ্যাঃ আসনং আক্রমন্তি তদ্বৎ দ্রোণকলশং সোমঃ"—ইত্যাদি। কিন্তু এত কষ্ট কল্পনায় যাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। দুর্ব্বল মানুষ ভগবানের নিকট প্রার্থনার দ্বারা শক্তি লাভ করে, দুর্ব্বল প্রার্থনাকারীও তজ্জন্য ভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন - ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অর্থ। 'বস্তুবঃ' এবং 'অক্রমীৎ' পদদ্বয় একবচনান্ত; তাই আমরা 'বস্তুবঃ' পদের বিশেষণ 'সীদন্তঃ' পদের একবচনান্ত অর্থ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণীর অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে।। (১অ—১খ—২সূ—২সা)।•

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩১ ২ ৩১২ ৩২ ৩১ ২
ঋধক্ সোম স্বস্তয়ে সঞ্জগ্মানঃ দিবা কবে।
১২৩ ১২ ৩২
পবস্ব সূর্য্যো দৃশে॥ ৩॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'ঋধক্' (পৃথক্, স্বতন্ত্রঃ যদ্বা দীপ্তিমান) 'সঞ্জগ্মানঃ' (সঙ্গচ্ছানঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যঃ' (জ্যোতিঃসমন্বিতঃ, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ) ত্বং অস্মাকং 'দৃশে' (দৃষ্টিশক্তিলাভায়, দিব্যদৃষ্টিলাভায়) তথা 'স্বস্তয়ে' (পরমকল্যাণপ্রাপ্তয়ে) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ, ভগবতঃ সকাশাৎ আগত্য ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদয়ং প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমকল্যাণদায়কং সত্ত্বভাবং লভেমহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—১খ-২সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্ব-তন্ত্র (অথবা দীপ্তিমান্) সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ পরমজ্যোতির্ম্ময় আপনি আমাদিগের দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য এবং পরম কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট হইতে আগমন করিয়া আমাদিগের

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমকল্যাণদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'। 'কবে' ক্রান্তদর্শিন্! 'সুর্যাঃ' সুবীর্যাঃ ত্বং 'ঋদক্' ঋধুগন্। তথা চ যাস্কঃ—ঋধগিতি পৃথগ্‌ভাবস্যানু প্রবচনং ভবত্যপা পূর্যেষ্মোত্তার্থে দৃশ্যতে (নিরু০ নৈ০ ৪।২৫) ইতি। 'সঞ্জগ্মানঃ' সঙ্গচ্ছমানঃ 'সন্তয়ে' 'দৃশে' দর্শনায় 'দিবা' দিবঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ॥ 'পবস্ব'—'ক্ষর'—দিবাকরে—'দিবাকবিঃ'—ইতি পাঠৌ॥৩॥

* * *

তৃতীয় (৬৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ *: §——

মন্ত্রটী প্রার্থনা মূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনা-মূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। অনেকস্থলে ব্যাখ্যা মন্ত্র হইতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'ঋধক্' পদের ব্যাখ্যা ভাষ্যে পরিষ্কার হয় নাই। আমরা ঐ পদের নিরুক্ত-সম্মত দুইটী অর্থ প্রদান করিয়াছি। 'সুর্যাঃ' পদে ভাষ্যকার এক নূতন ব্যাখ্যা,-'সুবীর্যাঃ'—অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বানুসারেই অর্থ গ্রহণে সঙ্গতি লক্ষ্য করি।

ভগবানের নিকট হইতেই সত্ত্বভাব আসে। সেই সত্ত্বভাব লাভ করিলে মানুষের দিব্যজ্ঞান বিকশিত হয়,—পরম কল্যাণের পথে মানুষ অগ্রসর হয়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যার অনেকস্থলে আমাদিগের ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। যথা "হে সোমরস! তুমি কর্ম্মকুশল, তুমি দীপ্তিমান ও বলশালী, তুমি দর্শন দাও, তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল কর।" এই অনুবাদের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের শব্দগত পার্থক্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। (১অ-১খ-২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একচত্বারিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

১২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পবমানস্য তে কবে বাজিন্ত্সর্গা অসৃক্ষত।

১ ২ ৩ ১ ২৩১২

অর্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৪৩ ২র ৩ ২ ৪র ৫ ২

॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)। পবাহ৫মা। না৫স্যা৩তেকাবা২ি। বা৬

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২র

জায়িন্ৎসা৩র্গাঃ। আ২৩সা। হুম্মায়ি। ক্ষা৩তা। আর্বন্তোন-

৫ ৩ ২ ২ ২ ১ই ২র ২ ১২

শ্রবা২স্যবাউ। বা(১)আ। চহাকোশাম্। মা৩ধুশ্চ্৩

২ ১—১ ২র ২ ১ ২ ১

তাম্। অপা২প্রি২ম্। বাসো২৩আ। হুম্মায়িবয়া৩য়ায়ি।

১র ৫ ৩২ ১ ২ ১ ২

আপবিপস্যবা২স্যি৫য়াউ। বা(২)আ। চহাসমু। ভ্রা

১ ২ ১ ১—১র ২র ২

৩মায়িন্দা৩বাঃ। অস্থা২সা। বোনা২৩বে।

১ ২ ২ ১ ৩

হুম্মায়ি। না৩বাঃ। আগ্মন্‌ঋতস্যবো২নি-

২ ১৫ ১ ১ ১

মাউ। বা৩১৫॥ ৮।২।৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন্, সর্ব্বজ্ঞ) 'বাজিন' (শক্তিমন্, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হে দেব!) 'শ্রবস্যবঃ' (আত্মশক্তিকামিনঃ) 'অর্বন্তঃ ন' (যজমানাঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ যথা তেষাং হৃদয়ে অমৃত ধারাং সৃজন্তি তদ্বৎ) এবং 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) 'সর্গাঃ' (রসধারাঃ, অমৃতধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (সৃজন, অস্মাকং হৃদি উৎপাদয়)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ-১খ ৩দ্—১সা)॥

অথবা,

'কবে' (ক্রান্তদর্শিন, সর্ব্বজ্ঞ) 'বাজিন' (শক্তিশালিন, সর্ব্বশক্তিমন হে দেব) 'অর্ব্বন্তঃ শ্রবস্যবঃ ন' (আত্মশক্তিকামিনঃ পাপিনঃ যথা পাপমার্গং পরিত্যজন্তি তদ্বৎ) যঃ 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তে' (তব) 'সর্গাঃ' (রসধারাঃ অমৃতধারাঃ) 'অসৃক্ষত' (বিসর্জ্জয়, পরিত্যজয়, অস্মাকং হৃদি প্রদদস্ব ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্। অস্মাকং অমৃতং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ২খ-৩সূ ১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হে দেব! আত্মশক্তিকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ যেমন তাঁহাদিগের হৃদয়ে অমৃতধারা সৃজন করেন, সেইরূপ পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে উৎপাদন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিকে অমৃতত্ব প্রদান করুন)॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

অথবা,

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমন হে দেব! আত্মশক্তিকামী পাপী যেরূপ পাপমার্গ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আপনি পবিত্রকারক আপনার অমৃতধারা পরিত্যাগ করুন অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রর্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন।)। (১অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মার্জ্জন প্রসঙ্গাৎ—হে 'কবে' ক্রান্তপ্রজ্ঞ! হে 'বাজিন' অন্নবন্ সোম! 'পবমানস্য' দশাপবিত্রেণ পূয়মানস্য 'তে' তব 'সর্গাঃ' সৃজ্যন্তে ইতি সর্গাঃ ধারাঃ। কীদৃশাঃ? 'শ্রবস্যবঃ' হৃদয়ানি পরেচ্ছায়াং ক্যচ্ (৩,১৮ বা০) যই পামন্নং কামযমানা দ্বিতীয়া ধারাঃ 'অসৃক্ষত' নিসৃজ্যন্তে নিগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'অর্ব্বন্তো ন' যথা অশ্বা সঙ্গ্রামেভ্যো নির্গচ্ছন্তি তদ্বৎ পবিত্রাৎ নিঃসরন্তীত্যর্থঃ। প্রয়োগাপেক্ষং চাত্র ধারাবাহুল্যং॥ ১॥

প্রথম (৬৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনা-মূলক মন্ত্রটীর দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 'অর্ব্বন্তঃ' পদে, আমরা, 'পাপী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বিবরণকার ঐ পদের 'যজমানাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ

অর্থও সঙ্গত বলিয়া তাহাও গৃহীত হইয়াছে, এবং তদনুসারে দুইটী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যারই মূলভাব এক। উভয় ব্যাখ্যাতেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্যভাব পরিদৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। 'হে সৎকর্ম্মশীল বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও ঐক্য নাই। বিশেষতঃ 'অর্কাঃ ন শ্রবস্যবঃ' পদসমূহের—'যেরূপ ঘোটকগণ অন্ন আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে'—অর্থ ভাষ্যানুগত নয়, সঙ্গতও নয়। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে বিবৃত হইয়াছে। (১অ—১খ-৩সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অচ্ছা কোশং মধুশ্চুতং অসৃগ্রং বারে অব্যয়ে।

১ ২ ৩ ১ ২

অব অবশন্ত ধীতয়ঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধীতয়ঃ' (ধীসম্পন্নাঃ,) 'মধুশ্চুতং' (মধুস্রাবিণং, অমৃতপ্রবাহং) 'কোশং অচ্ছ' (হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'অবাবশন্ত' (কাময়ন্তে); তে 'অব্যয়ে বারে' (নিত্যজ্ঞান প্রবাহে, নিত্যজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজন্তি, লভন্তে ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য-মূলকঃ। সাধকাঃ অমৃতং তথা পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (১অ—১খ—৩সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ধীসম্পন্নব্যক্তিগণ অমৃতপ্রবাহ তাঁহাদিগের হৃদয়ে কামনা করেন; তাঁহারা নিত্যজ্ঞান লাভ করেন; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধক-গণ অমৃত এবং পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (১অ—১খ—৩সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

সায়ন-ভাষ্যং।

ধারানির্গমনপ্রসঙ্গাদভিধীয়তে — 'মধুশ্চুতং' মধুররসস্য চ্যাবয়িতারং ক্ষারয়িতারং 'কোশং' দ্রোণকলশং 'অচ্ছা' অভিলক্ষ্য 'অবারে' অনিময়ে অনিয়মভূতে পারে' পালে দশাপবিত্রে 'অসৃগ্রন্' সোমাঃ ঋত্বিগ্‌ভিরভিসৃজ্যন্তে (সৃজেঃ কর্ম্মণি লিঙ্ঙাদিষ্বেবোপসর্গত্বাদ্ জগতীতি চৈরমাদেশঃ)। কিঞ্চ 'ধীতয়ঃ অঙ্গুলি নামৈতৎ দধাতু প্রিনতমাভিরিতি অঙ্গদীয়া অঙ্গুলয়ঃ 'অবাবশন্ত' তান্‌ সোমান্‌ ন পুনঃ পুনর্মার্জ্জনার্থং কাময়ন্তে॥ (১অ-১খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারাই মঙ্গলের পথে নিজকে পরিচালনা করেন। তাঁহাদের হৃদয়ে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাকে তাঁহারা পূর্ণ করিবার উপায়ও অবলম্বন করেন। নিজকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করেন, সৎপথে চলেন, সচ্চিন্তায় নিজের হৃদয়কে মনকে পবিত্র করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। যিনি যেমন ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, যাঁহার হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের মূলনীতির বিরোধী না হইলে ভগবান তাহা পূর্ণ করেন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা চরম মঙ্গলজনক অমৃত প্রার্থনা করেন এবং ভগবানের কৃপায় তাহা প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার 'ধীতয়ঃ' পদে অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'ধীসম্পন্নাঃ, জ্ঞানিনঃ' প্রভৃতি স্বাভাবিক অর্থেই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। বিবরণকারও ঐ মত গ্রহণ করিয়াছেন। 'বারে অবারে' পদদ্বয় সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র (সামবেদ, পবমানং পর্ব্ব) আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (১অ—১খ ৩সূ—২সা)। *

— —:•:——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২
অচ্ছা সমুদ্রং ইন্দবঃ অস্তং গাবো ন ধেনবঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্মন্ ঋতস্য যোনিং আ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়্‌ষষ্টিতম সূক্তের একাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধেনবঃ ন' (জ্ঞানকিরণাঃ, জ্ঞানপ্রবাহঃ যথা) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং-প্রাপ্নোতি ইতি যাবৎ) তথা 'গাবঃ' (জ্ঞানানি) যথা 'ঋতস্য যোনিং' (সত্যস্য উৎপত্তিস্থানং সাধকহৃদয়ং ইত্যর্থঃ) অগ্মন' (গচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি) তদ্বৎ 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্তং অচ্ছ'। (গৃহং, আগমস্থলং, অস্মাকং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আ' (আগচ্ছন্তু); মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানপ্রবাহ যেমন অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, এবং জ্ঞান যেমন সাধক-হৃদয়কে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি। (১অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দবঃ' ক্ষরন্তঃ সোমাঃ 'সমুদ্রং' সোমানামেকত্রৈব সঙ্গমনস্থানং শ্রোণকলশং 'অচ্ছ' অভিগচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'ধেনবঃ' পয়ঃপ্রদানেন জনানাং প্রীণয়িত্র্যো নবপ্রসূতিকা গাবঃ 'অস্তং' গৃহং যথা অভিগচ্ছন্তীতি তদ্বৎ। কিঞ্চ তে সোমাঃ 'ঋতস্য যোনিং সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য যোনিং স্থানং 'আ' 'অগ্মন' আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তি। গমের্লুঙি মন্ত্রে লুঙি উপধালোপঃ। (১অ–১খ–৩খ—৩সা)।

ইতি প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১।

* * *

তৃতীয় (৬৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

———:§*§:———

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রের মধ্যে দুইটী উপমা পরিদৃষ্ট হয়। 'গাবঃ' এবং 'ধেনবঃ' পদদ্বয় একার্থক। সুতরাং 'গাবঃ ন ধেনবঃ' পদে একটীমাত্র উপমা বুঝায় না। ভাষ্যকার ঐ পদসমূহের দ্বারা একটী উপমা প্রকাশ করিতে গিয়া 'ধেনবঃ' পদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। সাধারণতঃ ভাষ্যকার 'ধেনবঃ' এবং 'গাবঃ' পদদ্বয়কে একার্থক বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ভিন্নপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। 'সমুদ্রং' পদেরও একটী নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু 'গাবঃ ন' এবং 'ধেনবঃ ন' এই দুইটী উপমা স্বীকার করিলে এত কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না এবং একটা সুসঙ্গত অর্থও পাওয়া যায়।

সাধক আপনার হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং সেই প্রাপ্তির স্বরূপ বুঝাইবার জন্য দুইটী উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। 'জ্ঞান প্রবাহ যেমন অমৃত সমুদ্রকে

প্রাপ্ত হয়'—ইহা জ্ঞান ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। সেইজ্ঞানধারা সাধকের হৃদয়কেও শীতল ও সরস করে। তাই যাহাতে প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে এই উভয় ভাবের মিলন হইতে পারে, তিনি সেই জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিণতি বশেই জ্ঞান যেন তাঁহাদের হৃদয়ে উপজিত হয়। মন্ত্রে আমরা এই প্রার্থনাই দেখিতে পাই। (১অ-১খ- ৩সূ-৩সা)। *

—·—

প্রথমং সাম।

২৩　১　১　৩ ১ ২　৩ ২　৩ ১ ২
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।

১র　২ ৩　৩ ১ ২
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে অজ্ঞনাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন জ্ঞানদেব) 'গৃণানঃ' (অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ, অস্মাভিঃ অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) 'বীতয়ে' (যজ্ঞভাগগ্রহণায়, অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'হব্যদাতয়ে' (দেবেভ্যঃ হবিঃপ্রদানায়, অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায়, অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি করণায় ইত্যর্থঃ) 'আযাহি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা সন) 'বর্হিষি' (আস্তীর্ণে দর্ভে, অস্মাকং হৃদয়ে কর্ম্মণি বা ইত্যর্থঃ) 'নি সৎসি' (নিষৎসি - নিষীদ, উপবিশ, অবস্থানং কুরু স্বামিতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্র। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে জ্ঞানদেব! ত্বং হি সর্ব্বব্যাপী; অস্মাসু প্রকটিতঃ ভব; অস্মান্ দেবভাবসমন্বিতান্ কুরু। (১অ—২খ-১সূ—১সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

অজ্ঞনাদিগুণবিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপিন্ হে জ্ঞানদেব! অস্মৎকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, যজ্ঞাংশ-গ্রহণের নিমিত্ত—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষড়্‌ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, অষ্টমীবর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী সাম-মন্ত্রের একটী সেবংশাম আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

আমাদিগের কর্ম্মের সহিত মিলনের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে জ্ঞানসমন্বিত করিবার জন্য, এবং সর্ব্বদেবসমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন করিবার জন্য অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব-সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন; দেবগণের অর্থাৎ দেবতাসমূহের আহ্বাতা হইয়া, বিস্তীর্ণদর্ভে অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে উপবেশন করুন—অবস্থান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে জ্ঞানদেব! আপনি সর্ব্বব্যাপী; আমাদিগের মধ্যে প্রকটিত হউন; আমাদিগকে দেবভাবসমন্বিত করুন।)॥ (১অ—২খ—১সূ—১সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট! ত্বং 'আয়াহি' অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ। কিমর্থং? 'বীতয়ে' হবিষাং চরুপুরোডাশাদীনাং ভক্ষণায়। কীদৃশঃ সন্? 'গৃণানঃ' অস্মাভিঃ স্তূয়মানঃ (ব্যত্যয়েন: কর্ম্মণি কর্তৃপ্রত্যয়ঃ)। পুনশ্চ কিমর্থং? 'হব্যদাতয়ে' দেবেভ্যো হবিঃ প্রদানায়। আগত্য চ হোতা দেবানামাহ্বাতা সন্ 'বর্হিষি' আস্তীর্ণে দর্ভে 'নিষৎসি' নিষীদ। সদেঃ ছান্দসঃ শপো লুক্ ॥ (১অ ২খ ১সূ ১সা)॥

প্রথম (৬৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে সকল সাম-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান—এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রে ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাবও পৃথক রূপে এবং একযোগে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে।

তিন শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ তিন ভাবে এই সামের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। কেহ মনে করিতে পারেন,—অগ্নি একজন ঋষি ছিলেন; দেবগণের নিকট তাঁহার গতিবিধি ছিল; তাঁহাকে হোতৃপদে বরণ করিলে তাঁহার দ্বারা যজমানের প্রার্থনা দেবসমীপে পৌঁছিতে পারিত। কোনও রাজার সহিত বা কোনও বড়লোকের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এবং তাঁহার অনুগ্রহ পাইতে হইলে, সময় সময় যেমন একজন মধ্যস্থের প্রয়োজন হয়, অগ্নিদেব যেন সেই মধ্যস্থ-স্থানীয় ছিলেন। মন্ত্রে তাই তাঁহার উপাসনা।

সাধারণ যাজ্ঞিকগণ মনে করিতে পারেন,—তাঁহাদের সম্মুখে যে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিকুণ্ড,

উহারই মধ্যে অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান হইয়াছে; ঐ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করিলে বা উহার নিকট প্রার্থনা জানাইলে, সে প্রার্থনা দেবসমীপে ঐ অগ্নিদেব পৌঁছাইয়া দিবেন। এ ক্ষেত্রে অগ্নিদেব যে কখনও মূর্ত্তিমান্ প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাহা অনুভব করিয়া লইতে হয়। কারণ, তাঁহার সেই প্রকাশের বিষয় পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও কলির মানুষ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সে ভাব অনুভাবনার বিষয় মাত্র।

অন্য এক শ্রেণীর সাধক অগ্নিদেবকে আর এক মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকেন। সায়ণ যে 'অগ্নে' শব্দের প্রতিবাক্যে 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট' পদ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের অনুভাবনায় ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, বুঝিতে পারেন— সত্যই অগ্নিদেব 'অঙ্গনাদিগুণবিশিষ্ট।' যিনি সর্ব্বত্রগতিশীল অর্থাৎ যাঁহাতে সর্ব্বব্যাপকত্ব ভাব আসে, ঐ শব্দে তাঁহাকেই বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতিরূপে, তেজোরূপে, অগ্নিরূপে প্রকাশমান ভগবদ্বিভূতি যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সে দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া যায়; মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য দ্রব্যের আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে উদয় হয়; আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করিবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে কর্ম্মফলকে জ্ঞানসমন্বিত করার আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'হব্যদাতয়ে' পদেও ঐরূপ বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম পক্ষের সম্বন্ধে মনুষ্যরূপ বা ঋষিরূপ দেবমধ্যস্থকারীকে পূজোপহার প্রদান অর্থ সূচিত করে। যাজ্ঞিক বিশ্বাস করেন,—তাঁহার প্রদত্ত আহবনীয় দ্রব্যাদি অগ্নি-মুখেই দেব-সমীপে সংবাহিত হইতেছে। তৃতীয় স্তরের সাধক বুঝিতেছেন,—'ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করিতেছে; আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন; তাহা হইলেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই।' তাই দীনতা জানাইয়া সাধক যেন কহিতেছেন,—হে দেব! এস; আমার হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর, আমার হৃদয়-সঞ্জাত ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃত-কৃতার্থ কর। জানি, তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমিই অনন্ত। কিন্তু দেখিতে পাই, তুমি অসংখ্য অনন্ত রূপে বিরাজমান্। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও তুমি প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্গুণ-সন্তান-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস, তদুপরি উপবেশন কর।'

'বর্হিষি নিষৎসি' পদদ্বয়ে, সাধারণ দৃষ্টিতে কুশাসনে উপবেশন, যজ্ঞপক্ষে মানসনেত্রে যজ্ঞক্ষেত্রে কুশাসনে উপবেশন দর্শন, এবং সাধনার পক্ষে হৃদ্দেশে সদ্বৃত্তির মধ্যে ওতঃপ্রোতঃ অবস্থান—বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদিগের ব্যাখ্যায়

নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত বা দেবভাববিমণ্ডিত করিবার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
তং ত্বা সমিদ্ভিঃ অঙ্গিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি।
৩ ১ ২
বৃহৎ শোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরঃ' (জ্যোতির্ম্ময় হে দেব) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ত্বা' (ত্বাং) বয়ং 'সমিদ্ভিঃ' (সমিন্ধনহেতুভিঃ ইন্ধনৈঃ, সৎকর্ম্মসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধয়ামসি' (প্রবর্দ্ধয়াম, অস্মাকং হৃদি সম্যক্ প্রাপয়াম ইত্যর্থঃ); 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, নবশক্তিসম্পন্ন, নবজীবনপ্রদাতঃ হে দেব) ত্বং 'ঘৃতেন' (অমৃতেন সহ) 'বৃহৎ' (অত্যন্তং, সর্ব্বতোভাবেন) 'শোচ' (দীপ্যস্ব, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান্ কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—২খ—১সূ—২সা)।

• * •

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে দেব! প্রসিদ্ধ আপনাকে আমরা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে যেন সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হই; নবজীবনপ্রদাতঃ হে দেব! আপনি অমৃতের সহিত সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (১অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গনাদিগুণযুক্ত! অঙ্গিরসঃপুত্র বা অগ্নে! তং পূর্ব্বোক্তগুণং 'ত্বা' ত্বাং 'সমিদ্ভিঃ' সমিন্ধন হেতুভিঃ দারুভিঃ 'ঘৃতেন' আজ্যেন চ 'বর্দ্ধয়ামসি' বর্দ্ধয়ামঃ। অতো হে 'যবিষ্ঠ্য' যুবতমাগ্নে! 'বৃহৎ' মহৎ অত্যন্তং 'শোচ' দীপ্যস্ব। ২।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের আগ্নেয় পর্ব্বের প্রথম অর্থাৎ সামবেদেরই প্রথম মন্ত্র। উহা ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। উত্তরার্চ্চিকে এই খণ্ডের দ্বাদশটি মন্ত্রের কোন গেয়-গান নাই।

দ্বিতীয় (৬৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রথম অংশের প্রার্থনাটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়মন পবিত্র হইলে সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাই বলা হইয়াছে—"আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হই। সৎকর্ম্মসম্পাদনের দ্বারা যেন আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রস্তুত করিতে পারি।"

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপা চাই। সেইজন্য, সেই কৃপালাভের জন্য, মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। "হে ভগবন! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। আমরা দুর্ব্বল, আপনার কৃপা ব্যতীরেকে আপনার নিকটে যাইতে অসমর্থ। আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন। আমরা অজ্ঞান, কি উপায়ে আপনার পূজা করিব তাহা জানি না, আপনিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনার পূজা শিখাইয়া দিন। আপনার দেওয়া উপচারে তোমারই পূজা করিব প্রভো, আমাদিগের নিজের বলিতে যে কিছুই নাই! এস, এস প্রভো, তোমার আবির্ভাবে তপ্তমরুহৃদয় শীতল হউক, প্রাণ চিদানন্দরসে ডুবিয়া যাউক।" ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (১অ—২খ—১সূ—২সা)॥•

——•——

তৃতীয়ং* সাম।

১　২　৩২　৩২৩　১ ২

স নঃ পৃথু শ্রবায্যং অচ্ছা দেব বিবাসসি।

৩১　২　৩১২

বৃহৎ অগ্নে সুবীর্য্যম্॥৩॥

•
•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সঃ' (ত্বং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'শ্রবায্যং' (প্রশস্তং, প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষনীয়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং) 'পৃথু' (বিস্তীর্ণং, প্রভূত-পরিমাণং, পরমধনং ইতি যাবৎ) 'নঃ অচ্ছ' (অস্মান্ অভিলক্ষ্য, অস্মভ্যং) 'বিবাসসি' (প্রযচ্ছ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—২খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডল, ষোড়শ সূক্তের একাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়া কণ্ডিকা।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি মহৎ আকাঙ্ক্ষণীয় আত্মশক্তিদায়ক প্রভূত-পরিমাণ পরমধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১অ—২খ—১সূ—৩সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব' দ্যোতমানাগ্নে! স পূর্ব্বোক্তগুণস্তং 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং প্রশস্তং 'বৃহৎ' মহৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং 'নঃ' অস্মান 'অচ্ছ' 'বিবাসসি' অভিপ্রবম। অত্র বাজসনেয়কং— অচ্ছাদেববিবাসসীতি তন্নোঽগ্নিমেয়েভোবৈতদাহেতি॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৬৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক! ভাষ্যের সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। ভগবানের নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কোন কোনও ব্যাখ্যায় এই ভাবের ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে দেব অগ্নি। তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি লক্ষণে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর।" মূলমন্ত্রে পুত্রপৌত্রাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্যাখ্যায় তাহারা কোথা হইতে আসিল, তাহা বলা যায় না। যাহাতে মানুষ সত্যিকার শক্তিলাভ করে, যে শক্তির বলে আপনার গন্তব্যপথ নিরাপদ করিতে সমর্থ হয়, সেই পরমশক্তিদায়ক ধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে—মোহবন্ধন পুত্রপৌত্রাদির জন্য নয়। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—১সূ—৩সা।)। *

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২র
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈঃ গব্যূতিং উক্ষতম্।
২ ৩ ১ ২
মধ্বা রজাং৺সি সুক্রতূ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের যোড়শ সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতূ' (শোভনকর্ম্মাণৌ, সৎকর্ম্মপ্রাপকৌ) 'মিত্রাবরুণা' (হে মিত্রবরুণৌ দেবৌ, মিত্রস্থানীয়ঃ তথা অভীষ্টপূরকঃ তৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোব্যূতিং' (জ্ঞানমার্গং নিবাসস্থানং বা) 'ঘৃতৈঃ' (শুদ্ধসত্ত্বৈঃ, যদ্বা—ভক্তিরসৈঃ) 'আ' (সমন্তাৎ) 'উক্ষতং' (সিঞ্চতং) তথা 'রজাংসি' (রজোভাবানি, পারলৌকিকানি আবাসস্থানানি) 'মধ্বা' (মধুররসেন অমৃতেন বা) সিঞ্চতং ইতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! মিত্ররূপেণ করুণাবারিবর্ষণেন ইহলোকে পরলোকে চ অস্মভ্যং শান্তিং প্রযচ্ছ ॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শোভনকর্ম্মযুক্ত (সৎকর্ম্মপ্রাপক) হে মিত্রবরুণ দেবতাদ্বয়! (মিত্রস্থানীয় আর অভীষ্টপূরক সেই দেবদ্বয়) আমাদিগের জ্ঞানমার্গকে অথবা নিবাসস্থানকে শুদ্ধসত্ত্বের অথবা ভক্তিরসের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিঞ্চন করুন; আর রজোভাবসমূহকে অথবা পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহকে অমৃতের দ্বারা (মধুররসের দ্বারা) অভিসিঞ্চন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! মিত্ররূপে করুণাবারিবর্ষণের দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আমাদিগকে শান্তি দান করুন।)। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুক্রতূ' শোভনকর্ম্মাণৌ! 'মিত্রাবরুণা' হে মিত্রাবরুণৌ! 'নঃ' অস্মাকং 'গব্যূতিং' গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং 'ঘৃতৈঃ' ক্ষরণসাধনৈঃ পয়োভিরুদকৈঃ 'আ উক্ষতং' সমন্তাৎ অভিষিঞ্চতং। অস্মভ্যং দোগ্ধ্রীঃ গাঃ প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'মধ্বা' মধুরেণ সুরসেন 'রজাংসি' পারলৌকিকানি অস্মদ্বাসস্থানানি 'সিঞ্চতং' ॥ (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৬৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———•———

এই মন্ত্রে মিত্র ও বরুণ যুগ্ম দেবতার সম্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। দেবতা—মিত্র; দেবতা—বরুণ। ভাব এই যে,—'দেবতা মিত্ররূপে আসুন—দেবতা অভীষ্টপূরক হউন।' দেবতা কেমন? না—শোভনকর্ম্মকারী বা সুকর্ম্মপ্রাপক। অর্থাৎ, সেই মিত্র-বরুণ দেবতা সৎকর্ম্মের নিয়ন্তা। এখন, তাঁহাদিগের নিকট কোন্ সামগ্রী প্রার্থনা করা হইতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখুন। প্রথম বলা হইয়াছে—"নঃ গোব্যূতিং ঘৃতৈঃ আ উক্ষতং।"

তার পর বলা হইয়াছে—"রজাংসি মধ্বা উক্ষতং।" প্রার্থনা—দ্বিবিধ সামগ্রী। কিন্তু প্রচলিত অর্থসমূহে প্রার্থিতব্য সেই সামগ্রী অতি হেয়-সামগ্রীর মধ্যেই পরিগণিত হইয়া আছে। কেন-না, 'গোব্যূতিং' পদে সাধারণতঃ 'গবাং মার্গং গোনিবাসস্থানং' অর্থাৎ গাভী চলাচলের পথ বা গরুর গৃহ (গোয়াল) অর্থ গ্রহণ করা হয়। গরুর পথকে বা গরুর গৃহকে ঘৃতের দ্বারা সিঞ্চিত কর—মন্ত্রের প্রথমাংশে এই অর্থই সিদ্ধ হয়। যদিও তাহা নিরর্থক, কিন্তু তাহা হইতে ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'আমাদিগকে দুগ্ধবতী গাভীদান করুন।' তার পর 'রজাংসি' পদে পরলোক-সংক্রান্ত বাসস্থানসমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই বাসস্থানকে দুগ্ধের দ্বারা (মধ্বা) সেচন করা হউক—এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। এইরূপে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,'—হে মিত্র-বরুণ দেবদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে কতকগুলি গাভী দান কর; আর, আমাদিগের পরলোকের আবাসস্থান-সকল যেন দুগ্ধ দ্বারা সিঞ্চিত হয়, অর্থাৎ সেখানে গিয়াও যেন পর্যাপ্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হই।'

যাহার যতটুকু আকাঙ্ক্ষা, বেদমন্ত্র তাহার পক্ষে ততটুকু সামগ্রী প্রদানের ভাব দ্যোতনা করে। তাই, পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, এই মন্ত্রে পরমার্থের পরমতত্ত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হই। 'গোব্যূতিং' পদে দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'জ্ঞানমার্গ' অথবা 'নির্ব্বাণ-স্থান' এই দুই অর্থ ঐ পদে প্রাপ্ত হই। 'ঘৃতৈঃ' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা' অথবা 'ভক্তিরসের দ্বারা' অর্থ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে এই মন্ত্রের প্রথমাংশের, 'নঃ' হইতে 'উক্ষতং' প্রভৃতি পদ-কয়েকটীর, প্রার্থনার মর্ম্ম এই দাঁড়ায় যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগের জ্ঞানমার্গ ভক্তিরসের দ্বারা আর্দ্র হউক; অর্থাৎ, আমরা যেন শুষ্ক জ্ঞানের বৃথা বিতর্কে কালাতিপাত না করি।' এক অর্থে এই ভাব আসিতে পারে। আর এক অর্থে,—'আমাদিগের নিবাসস্থানকে অর্থাৎ এই পৃথ্বীলোককে শুদ্ধসত্ত্বসমূহের দ্বারা সিঞ্চিত করুন; ইহলোকে যেন আর অসত্ত্বের প্রাধান্য—পাপের প্রকোপ বৃদ্ধি না পায়, সকলেই যেন সত্ত্বসম্পন্ন হয়;' এই এক ভাব পাওয়া যায়। ফলতঃ মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনায় ঐ দুই সুষ্ঠুভাবই সঙ্গত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে 'রজাংসি' ও 'মধ্বা' পদদ্বয় উপলক্ষে আর দুই সুষ্ঠু ভাব গ্রহণ করা যায়। 'রজাংসি' পদে 'রজোভাবসমূহ' অথবা 'পারলৌকিক আবাসস্থানসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। সে পক্ষে 'মধ্বা' পদে মধুররসের দ্বারা' বা 'অমৃতের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা যায়। মানুষের রজোভাব নাশ করার পক্ষে মধুররসের একান্ত আবশ্যক। আবার পারলৌকিক আবাসস্থানে অমৃতই পরম বাঞ্ছনীয়। স্বর্গাদির পর যে মোক্ষের স্থান, সেই স্থান পাইবার কামনাই 'রজাংসি মধ্বা সিক্ষতং' বাক্যে প্রকাশ পায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ইহলোকে ও পরলোকে শক্তিলাভের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। (১অ-২খ-২সূ ১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের ২অ-১১খ—১১দ—৭ম সাম। ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিষষ্টীতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১২ ১ ১ ২র
উরুশংসা নমো বৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
৩ ২
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শুচিব্রতা' (পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ, পবিত্রকারকৌ হে দেবৌ) 'উরুশংসা' (বহুভিঃ শংসনীয়ৌ, সর্ব্বৈঃ পূজিতৌ পরম মহিমান্বিতৌ) 'দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ নমোবৃধা' (দীর্ঘস্তুতিভিঃ পূজিতৌ, প্রভূত প্রার্থনয়া আরাধনীয়ৌ) যুবাং 'দক্ষস্য' (শক্তেঃ, আত্মশক্তেঃ) 'মহ্না' (মহত্বেন) 'রাজথঃ' (বিরাজথঃ, যদ্বা বিশ্বস্য প্রভূ ভবথঃ); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। ভগবান্ সর্ব্বৈঃ আরাধিতঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ বিশ্বস্বামী ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১অ—২খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে দেবদ্বয়! পরম মহিমান্বিত, প্রভূত প্রার্থনা দ্বারা আরাধনীয় আপনারা আত্মশক্তির মহত্বে বিরাজ করেন (অথবা বিশ্বের প্রভু হয়েন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সকলের আরাধিত পরম শক্তিসম্পন্ন বিশ্বস্বামী হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—২সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শুচিব্রতা' পরিশুদ্ধকর্ম্মাণৌ। হে মিত্রাবরুণৌ! উরুশংসা উরুভিঃ বহুভিঃ শংসনীয়ৌ যদ্বাত্র বৃহচ্ছংসঃ শস্ত্রং যয়োস্তৌ। 'নমোবৃধা' নমসা হবির্লক্ষণেনান্নেন স্তোত্রেণ বা বর্দ্ধমানৌ। 'দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ' অত্যন্তদীর্ঘস্তুতিলক্ষণাভির্যুক্তৌ যুবাং 'দক্ষস্য' দক্ষতে সমর্থো ভবত্যনেনেতি দক্ষং ধনং বলং বা তস্য 'মহ্না' মহত্বেন 'রাজথঃ' ঈশাথে। ২।

• • •

দ্বিতীয় (৬৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § • • § ——

ভগবান্ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজ করেন। তিনি শক্তির আধার, তাঁহা হইতেই জগৎ শক্তি লাভ করে। জগৎ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। বিশ্ববাসী আপনার পরম-মঙ্গলের জন্য, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, সেই পরমমহিমাময় দেবতার শরণ গ্রহণ করে।

তিনি জগতের মিত্রভূত, এবং মানবের অভীষ্টবর্ষক। ভগবানের এই দুই স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র তাঁহার মহিমাখ্যাপন করিয়াছেন। সেই জন্যই দ্বিবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। "হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপাসনাদ্বারা বর্দ্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর।" (১অ—২খ—১সূ—২সা)। *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩১২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গৃণানা জমদগ্নিনা যোনৌ ঋতস্য সীদতম্।

৩ ১ ২র

পাত৺ সোমং ঋতাবৃধা ॥ ৩ ॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'জমদগ্নিনা' (প্রজ্জ্বলিতজ্ঞানাগ্নিনা, পরাজ্ঞানসম্পন্নেন জনেন ইত্যর্থঃ) 'গৃণানা' (আরাধিতৌ সন্তৌ) যুবাং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য উৎপত্তিস্থানং, তস্য হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'সীদতং' (উপবিশতং, প্রাপ্নুতং); 'ঋতাবৃধা' (সত্যস্য বর্দ্ধয়িতারৌ, সত্যপ্রাপকৌ হে দেবৌ) যুবাং কৃপয়া 'সোমং' (সত্ত্বভাবং, অজ্ঞানানাং অস্মাকং হৃদি সত্ত্বভাবং উৎপাদ্য তং ইত্যর্থঃ) 'পাতং' (পিবতং, গৃহ্নীতং); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সত্ত্বভাবং প্রদায় অস্মান্ মোক্ষলাভসমর্থান্ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—২খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! পরাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া আপনারা তাঁহার হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন; সত্যপ্রাপক হে দেবদ্বয়! আপনারা কৃপাপূর্ব্বক অজ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন করিয়া তাহা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া আমাদিগকে মোক্ষলাভসমর্থ করুন।)। (১অ—১খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিষষ্ঠীতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'জমদগ্নিনা' এতন্নামকেন মহর্ষিণা যদ্বা জমদগ্নিনা প্রজ্জ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ 'গৃণানা' স্তূয়মানৌ যুবাং 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য 'যোনৌ' দেবযজনাখ্যে দেশে 'সীদতং' উপবিশতং' 'ঋতাবৃধা' ঋতস্য কর্ম্মফলস্য বর্দ্ধয়িতারৌ যুবাং 'সোমং' 'পাতং' অস্মাভিরভিষুতং সোমং পিবতং। (১অ-২খ-২সূ-৩সা)।

• . •

তৃতীয় (৬৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

জ্ঞানীর হৃদয়ই জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিবাস স্থান। প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানাগ্নি সাধকের হৃদয়ের সকল আবর্জ্জনা পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয়। হৃদয় বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলেই তাহাতে ভগবানের ছায়া প্রতিফলিত হয়। বিশুদ্ধ হৃদয় জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার উৎসাহ ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত, হৃদয়ের সমস্ত শক্তির সহিত, ভগবানের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ভগবানও তপঃশক্তির আকর্ষণে সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, যাহাদের সাধনাগ্নি প্রখর উজ্জ্বল নহে তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিনই পতিত থাকিবে? তাহারা কি মুক্তি পাইবে না? তাহাদিগের মুক্তির উপায়—ভগবানের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা। "হে ভগবন! আমরা অজ্ঞান, দুর্ব্বল। আমাদিগের সাধনশক্তি নাই, হৃদয় সত্ত্বভাবের প্রভাবে বিশুদ্ধ নয়। আমাদিগের কি গতি হইবে প্রভো! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, মোক্ষমার্গে পরিচালিত করুন। আপনিই আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব, পরাজ্ঞান প্রদান করুন। যেন আপনার দেওয়া উপচারে আপনারই পূজা করিতে পারি, আপনার দেওয়া শক্তিবলে আপনারই চরণতলে উপস্থিত হইতে পারি।" (১অ—২খ—২সূ-৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩১উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩২
আয়াহি সুষুমা হি ত ইন্দ্র সোমং পিবা ইমম্।
২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২
এদং বর্হিঃ সদো মম॥ ১॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিপঞ্চাশত্তম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মৎসকাশং ইতি ভাবঃ); 'তে' (তব প্রভাবেন) 'সুষুমা হি' (বয়ং মনুষ্যাঃ মরদেহবিশিষ্টাঃ, যদ্বা—বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবাম তদ্বিধেহি ইতি শেষঃ); অতঃ 'ইমং' (এতং, জন্মসহজাতং অতিসামান্যং যদস্তি ইতি ভাবঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'পিব' (গৃহাণ); 'মম' (মদীয়ং) 'ইদং' (এতৎ, উপেক্ষিতং) 'বর্হিঃ' (হৃদ্রূপং দর্ভাসনং) 'আ সদঃ' (আসীদ, প্রাপয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—'হে ভগবন! কৃপয়া মাং সত্ত্বসম্পন্নং কুরু তথা মদীয়ে এতস্মিন্ উপেক্ষিতে হৃদয়ে আসনং গৃহাণ।' (১অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের নিকটে আগমন করুন; আমরা মরদেহবিশিষ্ট মনুষ্য (অথবা, আপনার প্রভাবের দ্বারা আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারি, তাহা বিহিত করুন); অতএব, জন্মসহজাত এই যে অতি সামান্য শুদ্ধসত্ত্ব আছে, সর্ব্বতোভাবে তাহা গ্রহণ করুন, এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়রূপ দর্ভাসনে আসীন হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাকে সত্ত্বসম্পন্ন করুন এবং আমার এই উপেক্ষিত হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন।)। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'আয়াহি' অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ বয়ং 'তে' ত্বদর্থং 'সুষুমা হি' সোমমভিষুতবন্তঃ খলু তং 'ইমং' অভিষুতং সোমং ত্বং পিব ত্বদর্থং 'মম' মদীয়ং ইদং 'বর্হিঃ' বেদ্যামাস্তীর্ণং দর্ভং 'আ সদঃ' আসীদ অভি নিষীদ। (১অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৬৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সুষুমা' 'সোমং' এবং 'বর্হিঃ'—এই তিনটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে। 'সুষুমা' পদে 'আমরা সোমরস অভিষুত করিয়া রাখিয়াছি'—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়। এ অর্থ যে সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনাপ্রসূত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'সোমং' পদের সঙ্গে ঐ পদের প্রয়োগ রহিয়াছে বলিয়াই এখানে অভিষব-ক্রিয়াকে টানিয়া আনা হইয়াছে। নচেৎ, নিঘণ্টু-নিরুক্ত অনুসারেও ঐ পদের ঐ অর্থ সিদ্ধ হয় না; আবার, যুক্তি অনুসারেও ঐ পদের অন্য অর্থ

সিদ্ধাস্থিত হইতে পারে। 'সুযুজঃ' পদ মনুষ্য নাম মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হয়। সে অর্থের অনুসরণ করিলে 'সুষুমাঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'বয়ং মনুষ্যাঃ নরদেহবিশিষ্টাঃ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'সোমং' পদে যথাপূর্ব্ব শুদ্ধসত্ত্ব অর্থই সঙ্গত হয়। তাহা হইতে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব পাই এই যে,—'হে ভগবন্! আমরা নরদেহধারী, আপনি অশরীরী, সুতরাং আমাদিগের সহিত আপনার সাক্ষাৎ মিলন সম্ভবপর নহে। অপিচ, আমরা এমন কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারি নাই, যদ্দ্বারা আপনাকে লাভ করিতে পারি। তাই প্রার্থনা জন্মসহজাত স্বতঃসঞ্জাত যে শুদ্ধসত্ত্বটুকু হৃদয়ে আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করুন; আর এই হৃদয়ে আসিয়া সমাসীন হউন।'

প্রচলিত অর্থের ভাব,—'হে ইন্দ্র! তুমি এস। তোমার জন্য সোমরস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তাহা পান কর, আর এই কুশের উপর উপবেশন কর।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ হইল,—'আমরা ক্ষুদ্র মানুষ; আমাদিগের কি আছে যে, আপনাকে প্রদান করিব? আপনি কৃপা করিয়া হৃদয়ে আসিয়া আবির্ভূত হউন, আর হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত যে সত্ত্বভাব আছে, তাহাই গ্রহণ করুন।' ভাবের যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দাঁড়াইল, তাহার কারণ—মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর মর্ম্মপারগ্রহণেই উপলব্ধ হইবে। 'সুষুমা হি' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। এক ভাবে 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি, আর এক ভাবে প্রার্থনা প্রকাশ পায়। শেষোক্ত অর্থ প্রকাশে 'সুষুমা হি' পদের প্রতিবাক্যে "বয়ং যেন সত্ত্বসম্পন্না ভবামঃ তাদ্বিধেহি" এইরূপ পদসমষ্টি গ্রহণ করা যায়। 'ইমং' আর 'ইদং' পদে, যথাক্রমে 'অতি সামান্য' এবং 'উপেক্ষিত' ভাব আসে। 'বর্হিঃ' পদ হৃদয়রূপ কুশাসন অর্থ প্রকাশ করে। বহুত্র এসকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এ মন্ত্রে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার আকুল কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই সারমর্ম্ম॥ (১অ—২খ ৩অ ১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২৩ ২৩ ১২ ৩ ১২

আ ত্বা ব্রহ্মযুজা হরী বহতাং ইন্দ্র কেশিনা।

২৩ ১২

উপ ব্রহ্মাণি নঃ শৃণু॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকের ২অ ৮খ—৮দ-সপ্তম সাম। ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব !) 'ব্রহ্মযুজা' (প্রার্থনাসমন্বিতে) 'কেশিনা' (শিখাবন্তৌ, রশ্মিযুক্তে, সুপথপ্রদর্শকে) 'হরী' (পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আ' (অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয়ং অভিলক্ষ্য, সাধকহৃদয় ইত্যর্থঃ) 'বহতাম্' (প্রাপয়তাং) ; হে দেব ! 'নঃ' (অস্মাকং) 'ব্রহ্মাণি' (প্রার্থনাঃ পূজাঃ) 'উপশৃণু' (সম্যক্ আকর্ণয়, গৃহাণ) ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং জ্ঞান-ভক্তিসমন্বিতয়া প্রার্থনয়া সাধকঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—২খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! প্রার্থনাসমন্বিত সুপথপ্রদর্শক পাপহারক ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধকহৃদয়ে প্রাপ্ত করায়; হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনা, পূজা গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানভক্তিসমন্বিত প্রার্থনা-দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—৩সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ব্রহ্মযুজা ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ যুজ্যমানৌ 'কেশিনা' কেশিনৌ কেশবন্তৌ 'হরী' হরণ-শীলৌ বা অশ্বৌ 'ত্বাং' ত্বাং 'অবহতাং' অভিপ্রাপয়তাং। ত্বং চাস্মদ্যজ্ঞমুপেত্য 'নঃ' অস্মাকং 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রাণি শৃণু সম্যক্ চিত্তে ধারয় ॥ (১অ - ২খ - ৩সূ - ২সা) ॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৬৭ সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান ও ভক্তি—এই দুয়ের প্রত্যেকটীই সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। যদি সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির একত্র মিলন হয় এবং তদুপরি প্রার্থনার সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তির বিলম্ব হয় না। তাই বলা হইয়াছে 'প্রার্থনাসমন্বিত ভক্তিজ্ঞান আপনাকে সাধক হৃদয়কে প্রাপ্ত করায়।' ভক্তি ও জ্ঞানই মানুষের মোক্ষমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। মন্ত্রের প্রথম অংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'হরী' পদের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল "হে ইন্দ্র! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্বয় তোমাকে আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর।" 'হরী' পদে ভাষ্যকার 'হরণশীলৌ বা অশ্বৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য একজন ব্যাখ্যাকার উভয়দিক রক্ষা করিয়া "পাপনাশক অশ্ব" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্ব 'হরণশীল' অথবা 'পাপনাশক' অথবা 'ব্রহ্মযুজা' হয় কিরূপে? ঐ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা কি কোন সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমরা পূর্ব্বাপরই 'হরী' পদে 'পাপহারকৌ'

অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও ঐ অর্থে শক্তি লক্ষিত হয়। জ্ঞানভক্তিই পাপহারক; 'হরী' পদে 'জ্ঞানশক্তি' অথবা জ্ঞান ও সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করে। 'কেশিনা' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ৮২সূ—৬ঋ) দ্রষ্টব্য সেখানেই তাহা আলোচিত হইয়াছে॥ (১অ—২খ ৩সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২

ব্রহ্মাণঃ ত্বা যুজা বয়ং সোমপাং ইন্দ্র সোমিনঃ।

৩ ১ ২

সুতাবন্তো হবামহে ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ব্রহ্মাণ যুজা' (স্তোত্রেণ যুক্তাঃ, প্রার্থনাকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমিনঃ' (সোমাভিলাষিণঃ, সত্ত্বভাবকামিনঃ) 'বয়ং' 'সুতাবন্তঃ' (বিশুদ্ধতাযুক্তাঃ, বিশুদ্ধহৃদয়াঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমপাং' (সোমস্য পাতারং, সত্ত্বভাবরক্ষকং, সত্ত্বভাবদাতারং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (আরাধয়াম); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবদায়কং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ. ২খ—৩সূ ৩সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! প্রার্থনকারী সত্ত্বভাবকামী আমরা বিশুদ্ধহৃদয় হইয়া সত্ত্বভাবদাতা আপনাকে যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাবদায়ক ভগবানকে আরাধনা করি।)॥ (১অ—২খ—৩সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মাণঃ বয়ং ত্বাং ত্বা 'যুজা' যোগ্যেন স্তোত্রেণ 'হবামহে' আহ্বয়ামহে. কথম্ভূতং? 'সোমপাং' সোমস্য পাতারং। ঈদৃশা বয়ং 'সোমিনঃ' সোমযুক্তাঃ 'সুতাবন্তঃ' অভিষুতৈঃ সোমৈরুপেতাঃ। 'ব্রহ্মাণস্ত্বা যুজাবয়ং' 'ব্রহ্মাণস্ত্বাবয়ং যুজা'—ইতি পাঠৌ॥ ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। উহার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। ভগবানই সত্ত্বভাবের আধার, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাই, তাঁহাকে আরাধনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে। যাঁহারা সত্ত্বভাব পাইতে কামনা করেন, তাঁহারা সেই কল্পতরুমূলেই কামনা নিবেদন করেন। আর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিলে তাহা কখনও বিফল হয় না।

ভাষ্যকার 'ব্রহ্মাণযুজা' পদের 'ব্রহ্মাণ' অংশের অর্থ করিয়াছেন 'ব্রাহ্মণাঃ' অথচ, তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ব্রহ্মযুজা' পদের 'ব্রহ্ম' অংশের অর্থ করিয়াছেন—মন্ত্র! 'ব্রহ্ম' শব্দ 'পরমব্রহ্ম' ও 'প্রার্থনা' অর্থে শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে বহুত্র আমরা তাহার উদাহরণ পাইয়াছি। ভাষ্যকার এখানে হঠাৎ 'ব্রহ্মাণ' পদে 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। এখানে 'ব্রাহ্মণাঃ' অর্থ করায় অর্থগৌরবেরও হানি হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণ আমরা প্রার্থনা করিতেছি'—একথা বলায় প্রার্থনাকারীদিগের কি কোন বিশেষত্ব প্রকাশ পাইল? মূলার্থের ব্যত্যয় ঘটাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি। প্রচলিত একখানা বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতে 'ব্রহ্মাণ' পদে 'স্তোতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের মতেও উহা সঙ্গত অর্থ। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ—২খ—৩সূ-৩সা)।*

প্রথমং সাম।

১ ২, ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী আগতং সুতং গীর্ভিঃ নভো বরেণ্যং।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অস্য পাতং ধিয়েষিতা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে দেব তথা জ্ঞানদেব) যুবাং 'অস্য' (সাধকস্য) 'গীর্ভিঃ' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'ইষিতা' (প্রেরিতৌ, প্রীতৌ সন্তৌ ইত্যর্থঃ) 'নভঃ' (নভসঃ, দ্যুলোকাৎ) 'আগতং' (আগচ্ছতঃ) তথা 'ধিয়া' (ধীশক্ত্যা, আত্মশক্ত্যা) অস্য 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (রক্ষতঃ, যদ্বা গৃহ্লীতঃ); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকং সর্ব্বতোভাবেন রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-২খ—৪সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতিদেব এবং জ্ঞানদেব! আপনারা সাধকের প্রার্থনাদ্বারা প্রীত হইয়া দ্যুলোক হইতে আগমন করেন এবং আত্মশক্তিরদ্বারা ইহার বরণীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব্ রক্ষা করেন (অথবা গ্রহণ করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।)॥ (১অ—২খ—৪সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবৌ 'সুতং' অভিষবাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতং অতএব 'বরেণ্যং' বরণীয়ং সম্ভজনীয়মিমং সোমং প্রতি 'গীর্ভিঃ' অস্মদীয়াভির্ব্বাগ্‌ভিরাহূতৌ সন্তৌ 'নভঃ' নভসঃ স্বর্গাখ্যাৎ স্থানাৎ 'আগতং' আগচ্ছতং। আগত্য চ 'ধিয়া' অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণেন কর্ম্মণা 'ইষিতা' ইষিতৌ প্রেরিতৌ যুবাং 'অস্য' ইমং সোমং 'পাতং' পিবতং। যদ্বা 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া বুদ্ধ্যা ইষিতৌ প্রাপ্তৌ অস্মত্তক্ত্যা প্রেরিতৌ যুবামিমং সোমং পিবতং॥ ১॥

• • •

প্রথম (৬৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই জগতের রক্ষাকর্ত্তা তিনি বিশেষভাবে সাধকদিগকে রক্ষা করেন। সাধকের হৃদয়ে যে সুকুমার পবিত্র মনোভাব জন্মলাভ করে, তাহা সামান্য আঘাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করা হয়। সাধকের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকেও ভগবান সেইরূপে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করেন। সাধকও আপনার হৃদয়ের প্রার্থনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে থাকেন। সেই প্রার্থনায় প্রীত হইয়া ভগবান সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হয়েন। সাধকের হৃদয়ই স্বর্গ অথবা স্বর্গ হইতেও মহত্তর, পুণ্যতর স্থান। কারণ ভগবান্ স্বর্গ ছাড়িয়া সাধকের হৃদয়ে আগমন করেন। যেখানে ভগবান বাস করেন সেইস্থানই স্বর্গ। আবার, যেখানে সাধক থাকেন, ভগবানও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন— "মদ্ভক্তাঃ যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।" ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

'সুতং' পদ দৃষ্টেই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্তুতিদ্বারা (আহূত হইয়া স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় (এই সোমের উদ্দেশে) আগমন কর। আমাদের ভক্তি

হেতু আগত হইয়া (এই সোম) পান কর।" মূলে সোমরসের উল্লেখ নাই তাহা ব্যাখ্যার বন্ধনী চিহ্ন হইতে উপলব্ধ হইবে। যাহা হউক, আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা হইতে উপলব্ধ হইবে ॥ (১অ—২খ—৪সূ—১সা) ॥ *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী জরিতুঃ স চা যজ্ঞো জিগাতি চেতনঃ।

৩১ ২ ৩২ ৩২
অয়া পাতং ইমং স্তুতম্॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব !) 'জরিতুঃ' (স্তোতুঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'সচা' (সহায়ভূতং—মোক্ষলাভে ইতি যাবৎ) 'চেতনঃ' (চেতয়িতৃ, জ্ঞানদায়কং) 'যজ্ঞঃ' (সৎকর্ম্ম) 'জিগাতি' (যুবাং অভিগচ্ছতি যুবাং প্রাপ্নোতি) 'অয়া' (সাধকস্য প্রার্থনয়া) আগতৌ সন্তৌ যুবাং 'ইমং' (প্রসিদ্ধং, সাধকহৃদয়স্থিতং ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পাতং' (পিবতং গৃহ্নীতং যদ্বা রক্ষতং) ; নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা সাধকঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি,—ইতি ভাবঃ। (১অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে বলাধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! প্রার্থনাকারীদিগের মোক্ষলাভে সহায়ভূত, জ্ঞানদায়ক, সৎকর্ম্ম আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয়; সাধকের প্রার্থনাদ্বারা আগত হইয়া আপনারা সাধকহৃদয়স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবকে গ্রহণ করেন (অথবা রক্ষা করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (১অ—২খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী 'জরিতুঃ' স্তোতুঃ 'সচা' স্বর্গাদিলক্ষণপ্রাপ্তৌ সহায়ভূতো 'যজ্ঞঃ' জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞ সাধনভূতশ্চেতনঃ ইন্দ্রিয়াণাং চেতয়িতা আপ্যায়নকারী সন্নসৌ সোমঃ 'জিগাতি'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সুবানভিগম্মতি 'অয়া' অপনীয়য়া স্তুতিলক্ষণয়া অনয়া বাচা আহুতৌ সন্তৌ যুবাং 'সুতং' অভিষবাদি সংস্কারোপেতং 'ইমং' 'সোমং' পিবতং। (১অ—২খ—৬সূ—২সা)।

দ্বিতীয় (৬৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন সাধনোপায়ের মধ্যে যে কোন একটা দ্বারাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করা যায়। কর্ম্মের দ্বারা মানুষ আপনার হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিতে পারে। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সাধক রুচি প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুযায়ী যে কোন একটার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন। ভগবান সাধকের হৃদয় দেখেন। সেখানে যে ব্যাকুলতা থাকে তাহাই সাধকের উন্নতির সহায়ক হয়। সাধক হৃদয়ে ভগবানের যে সাড়া পান, তাহাই তাঁহাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করে।

ভগবানও ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তিনিও ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। তাই ধ্রুবের কাতর আহ্বানে তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু ধ্রুবের সাধনা কি ছিল? সাধনমার্গে তাঁহার কি সম্বল ছিল? হৃদয়ের পবিত্রভাব আর ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই তাঁহাকে ভগবৎ-চরণে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। প্রার্থনাকারী জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের যে কোন এক আশ্রয় অবলম্বনেই সাধনমার্গে অগ্রসর হউন না কেন, যদি তাঁহার হৃদয়ে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইবেন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—৬সূ—২সা)। *

তৃতীয়ং সাম।

১ ৩ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রমগ্নিং কবিচ্ছদা যজ্ঞস্য জূত্যা বৃণে।

১ ২র ৩ ১ ২
তা সোমস্য ইহ তৃম্পতাম্ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিচ্ছদা' (সাধকানাং ফলপ্রদাতারৌ, সাধকানাং মোক্ষদাতারৌ) 'ইন্দ্রাগ্নিং' (বলাধিপতিং দেবং তথা জ্ঞানদেবং) 'বৃণে' (আরাধয়ামি—অহং ইতি শেষঃ); 'তা' (তৌ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণাং) 'জুত্যা' (সাধনভূতেন) 'ইহ' (অত্র, অত্রস্থিতেন, অস্মাকং হৃদয়স্থিতেন) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবেন ইত্যর্থঃ). 'তৃম্পতাং' (তৃপ্তৌ ভবতাং) অস্মাকং সৎকর্ম্মণা প্রীতঃ সন্ ভগবান্ অস্মভ্যং মোক্ষং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ অন্তর্নিহিতঃ ভাবঃ॥ (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের মোক্ষদাতা বলাধিপতি দেব এবং জ্ঞানদেবকে আমি আরাধনা করিতেছি; তাঁহারা সৎকর্ম্মের সাধনভূত আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবের দ্বারা তৃপ্ত হউন। (প্রার্থনার অন্তর্নিহিত ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রীত হইয়া ভগবান্ আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন।)॥ (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যজ্ঞস্য' যজ্ঞসাধনভূতস্য সোমস্য 'জুত্যা' জূতিঃ প্রেরণং সোমস্যাবস্থানাং প্রেরয়তি। আধ্বনর্যুপলক্ষ্য তৎসাধ্যে ক্রতৌ যজমানঃ প্রবর্ত্তত ইতি হি তস্য প্রেরকত্বং। তয়া প্রেরণ-রূপয়া জুত্যা প্রেরিতোঽহং স্তোতা 'কবিচ্ছদা' কবীনাং স্তোতৃণামুচিতফলপ্রদানেনোপ-চ্ছন্দকৌ ইন্দ্রমগ্নিং চ বৃণাং 'বৃণে' সম্ভজেত আগতৌ চ তাবিন্দ্রাগ্নী 'ইহ' অস্মদীয়ে অস্মিন্ কর্ম্মণি 'সোমস্য' সোমেন সোমযাগেন 'তৃম্পতাং' তৃপ্যতাং। (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)।

ইতি প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (৬৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

———— § :*: § ————

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। "আমরা দুর্ব্বল, আমরা অক্ষম। আমাদিগের ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সাধনা সম্ভবপর হয়, ততটুকুই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছি। তিনি তাহাই গ্রহণ করুন। আমাদিগের নিজের বলিতেই বা কি আছে? তাঁহারই দেওয়া উপচারে তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। তাহাই তিনি গ্রহণ করুন, তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া যেন আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করেন। তিনি মোক্ষবিধাতা, তিনি শক্তিদাতাও বটেন। তাঁহারই নিকট হইতে মানুষ শক্তিলাভ করে; তিনি যদি শক্তি না দেন, তবে আমরা কোথা হইতে শক্তি পাইব? তাই তাঁহার নিকটেই শক্তি লাভের প্রার্থনা করিতেছি।"

আমাদিগের হৃদয়মধ্যে ভগবৎপ্রদত্ত যে সদ্ভাব রহিয়াছে তাহাই মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা দেয়। সান্ত মানুষের মধ্যে যে অনন্তের বীজ রহিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে অনন্তের পথে পাঠায়। সুতরাং মানুষ যা কিছু করে, সমস্তই সেই ভগবৎ শক্তির প্রেরণা-বশে। তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তাঁহার পূজা করা হয়, সুতরাং তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইবেন কেন? মানুষের নিজের কি কিছু আছে, যে তাহা ভগবানের চরণে অর্পণ করিবে? মন্ত্রের মধ্যে এই ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ভূত্যা' পদে আমরা বিবরণকারের অনুসরণে "সাধনভূতেন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। (১অ—২খ—৪সূ—৩সা)। *

—:•:—

প্রথমং সাম॥

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১ ২র

উচ্চা তে জাতং অন্ধসো দিবি সদ্ভূম্যা দদে।

৩ ১র ৩ ২ ৩ ১ ২

উগ্রং শর্ম মহি শ্রবঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

৫ র২ ৪র ৫ ২ ১ ২ — ১

১॥ (আমহীয়বম্) ॥ উচ্চাতা৹ইজাতমন্ধসাঃ। দিবাইসাহ১ভূ২। মিআ২৩

২ ১ ২ ১ ২ ৫ ২ ৪র ৫

দদাই। উগ্রং৹শর্মা। মহা২৩ই শ্রবাঃ। বা ৩। (১) সদশা ৩ ইন্দ্রাযবজা

১২২ — ১ ২ ২ ২র১

তাই। বরুণাহ১র্যা২। মরু২৩ত্তিবাঃ। বরিবোবাইৎ। পরা২৩

২ ৫র র২ ৪র ৫ ২ ১ ২ —

ইবথাউ। বা ৩। (২) এসাবো৩ ইযাসি অর্যআ। দ্যুম্নাসাহ১ইআ২।

২ ১ ২র২১ ২ ২র ১১১১

দুবা২৩গ্নাম। নিধানশ্বাঃ। বনা২৩ম্বাউ। বা ৩। ত্তোবে২৩৪৫। (৩) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

২ র র ১ ২　১ ২ ১　২ ১　২
৯। (অয়াবোধীয়ম্)। উচ্চাত্তেজোবা। ভামন্ধসাঃ। দিবায়িদা ২ ৩ দছু।

র ১　২　৪　৫　৩ ২
মিয়াদাদায়ি। উগ্রাউ্‌ শা ১ র্ম্মা ২ ৩ মা। হি। শ্রবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

২　১ ২　১ ২ ১　২ ১　২　১
(১) সমইন্দ্রোবা। বাযজ্যবায়ি। বরুণা ২ ৩ য়া। মরুদ্ভ্যায়াঃ। বরা-

২　৪　৫　৩ ২　২র র　১ ২
য়িবো ১ বী ২ ৩ ৎপা। য়ি। শ্রবো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২) এমাবিশ্বোবা।

১　২ ১　২ ১　২　১　২　৪　৫র
সা অর্য্যআ। ছায়ানা ২ ৩ য়িমা। ভুবাণাম্। সিষাসা ১ স্তা ২ ৩ বা। না।

৩ ২
মহো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

• • •

২র র　র র　২　১
১০। (অবহঃ পাবমানম্)। হাকাউচ্চাত্তেজা। হা ৩। হা ৩ য়ি।

২　∧ ২　৫　২ ১ র ২　২　২　A　৩
ভামা ২ ন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবিসদ্ভুমিয়া ১ দা ৩ দে। উগ্রঙশা ২ ৩ ৪

৫　১ ২　৪　৫　৪　৫　২র র
র্ম্মা। ওমো ৩। মহোবা। শ্রা ৫ বো ৬ হায়ি॥ (১) হাকাউদনইন্দ্রা।

২　১　A　৩　৫　১ র　২　২
হা ৩। হা ৩ য়ি। য়াযা ২ জ্যা ২ ৩ ৪ বায়ি। বরুণায়মরু ১ দ্ভ্যা ৩

২　৩　৫　১ ২　৪　৫　৪
য়াঃ। বরিবো ২ ৩ ৪ বীৎ। ওমো ৩। পরোবা। শ্রা ৫ বো ৬

৫　২র র র র　২　১　∧　৩
হায়ি॥ (২) হাকাএমাবিশ্বা। হা ৩। হা ৩ য়ি। সাঘ্বা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪

৫　১ র　র ২　২　২　২ ৩　৫　১ ২
আ। ছায়ানিমাম্ ১ যা ৩ নাম্। সিষাসা ২ ৩ ৪ স্তাঃ। ওমো ৩।

৪　৫　৪
মহোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি (৩)॥

• • •

২ ১র র২র১ র　র　২　১
১১॥ (পৌষ্কলম্)। উচ্চাত্তেজতমো। হোহোবাহায়ি। ধসাঃ। দিবি-

র ২　—　৩　১　১
সদ্ভুমিয়ো ২। হবায়ি। হুবা ২ য়ি। দাদা ২ য়ি। উগ্রঙশর্ম্ম-

২ র র ১ ২   ১ ২ ৩   ৫   ১ ২   ১

১৩। (ঐড়গৌপর্ণম্)। উচ্চাতেজোবা। তামন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবাভিমদত্তু।

৭ ∧ ৩   ৩   — ১   ১ ২ ১

মিয়া ২ দা ২ ৩ ৪ দাথি। উ ২ গ্রাম। শা ২ ৩ র্মা। মাহিশ্রবা।

২ ৪ ৫   ২ ১ ৫   ১ ২ ৩   ৫   ২ ১২র ১

ঔ ৩ হোবা॥ (১) সনইন্দ্রোবা। ধাবজ্যা ২ ৩ ৪ বাথি। বরুণায়া।

৭ ∧ ৩   ৫   — ১   ২   ১ ২ ১

মরু ২ দ্ভা ২ ৩ ৪ য়াঃ। বা ২ য়াথি। বো ২ ৩ বীঃ। পাভিস্রবা।

২ ৪ ৫   ২র র ১ ২   ১ ২ ৩   ৫   ২ ১ ২ ১   ∧

ঔ ৩ হোবা॥ (২) এনাবিশ্বোবা। নাঅর্য্যা ২ ৩ ৪ আ। স্থায়ানিমা। নূ ২

৭   ৫   — ১   ২   ১ ২র ১   ২

বা ২ ৩ ৪ পাপ্। পা ২ প্রিবা। পা ২ ৩ স্বাঃ। বানামহা। ঔ ৩

৪ ৫   ৪

হোবা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২ র ১র   —   ১   ২ ১   —

১৪॥ (সুরূপোত্তরম্)॥ উচ্চাতেজোহো ২। ইয়া। তমন্ধাসা ২ঃ। দিথি-

১   —   ১   ২ র ১   —   ১   —   ১

সদজোহো ২। ইয়া। মিয়াদাদা ২ যি। উগ্রঁ শর্মোহো ২। ইয়া।

২ ১   ২   ∧   ২ ১   — ১   ২ ১   —

মহিশ্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩ঃ॥ (১) সনইন্দ্রোহো ২ ইয়া। যযজ্যাবা ২ রি।

১র   —   ১   ২ ১   —   ১র   —   ১

বরুণায়োহো ২। ইয়া। মরুদ্ভায়া ২ঃ। বরিবোবোহো ২। ইয়া।

২ ১   ২∧   ২র র ১   —   ১   ২ ১   —

পরিস্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩। (২) এনাবিশ্বোহো ২। ইয়া। নিঅর্য্যাআ ২।

র ১   — ১   ২১ —   ১ ১   — ১   ২ ১র

স্থায়ানিমোহো ২। ইয়া। নূষাণা ২ ম্। পিবাদস্তোহো ২। ইয়া। বনামা ২ ৩

২∧   ১

হা ৩ ৪ ৩ হি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২র র র   — ১   —   ১ ১ র —

১৫। (অদারসৃৎ)। হাউচ্চাতেআ। তমা ২ ন্ধাসা ২ঃ। দিবিসদ্ভূমিয়া ২

১ —   —   ১ —   ১   ∧ ৩   ৫র র

দাদা ২ রি। উগ্রা ২ ম্ শার্ম্মা ২। মহি। শ্রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

২র — ১ — ১ র — ১ — —
চাউদনইন্দ্রা। য়ষা ২ আবা ২ রি। বরুণায়মরু ২ দ্ভায়া ২ ঃ। বমা ২

১ — ১ ^ ৩ ৫র র ৫র র র
রিবোধী ২ ৎ। পরি। প্রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (২) হাদেনাবিশ্বা।

১ — ১র র ১ — — ১ —
নিআ ২ র্যাআ ২। হুয়্যানিমানু ২ ষাণা ২ ম। দিষা ২ দান্তা ২ ঃ। বনা।

— ৩ ৫র র ২ ১ ২ ১২^৩১ ১ ১ ১
ম্না ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। অম্মাকাস্তান্নমা ২ ৩ ৪ ৫ন (৩) ॥

* * *

২র র ১ ২ র র ৪ ২২ ৩
১৬। (ইডানাঞ্ সংস্কারঃ)॥ ঔহোরি হুবা ৩ হোয়ি। উচ্চাত্তেজা ৩ তা ৩ মন্ধসঃ।

১ ৪ ২^৩৫ ৩২^ ৩ ৫ ২১২ ১
দিবিসদ্ভূমী ৩ যাদদায়ি। উগ্রাঙ্ শা ২ ৩ ৪ র্ম্মা। মহিশ্রবঃ। ইডা ২ ৩।

২ ৪ ২৩৫ ২ র ৪ ২৩ ৫ ৩২^ ৩
(১) দনইন্দ্রা ৩ য়া যজাবায়ি। বরুণায়ো ৩ মা ৩ রুদ্ভিয়ঃ। বয়ারিবো

৫ ২১২ ১ ২র র ৪ ২৩৫র
২ ৩ ৪ বীৎ। পরিস্রব। ইড ২ ৩। (২) এনাবিশ্বা ৩ নী ৩ অর্য্যাআ।

২ র ৪ ২র৫র ২র র ১ ৩২র৩ ৫
দ্যুম্নানিমা ৩ নু ৩ ষাণামু। ঔহোরিষুণা ৩ হোয়ি। সিষাসা ২ ৩ ৪ ন্তাঃ।

২ ১র২র ১ ২ ৪ ৫ ৪
বনামহে। ইডা ২ ৩ ভা ৩। এহীডা। হো ৫ ঈ। ডা (৩) ॥

* * *

২১র র ২র ২ ১ ২ ২
১৭। (আশুভার্গবম্)॥ উচ্চাতে। জাতমন্ধা ৩ সাঃ। দারিবিসদ্ভূ ৩। মায়া ২

৩ ৫ ১ ২ ^ ৩২ ১ ৫
দা ২ ৩ ৪ দায়ি। উগ্রাঙ্ শা ১ র্ম্মা ২। মহা ৩ য়ি। শ্রা ২ ৩ ৪ বো ৬

৫ ১২১ ২র ২ ১ ২ ১ ^ ৩
হায়ি ॥ (১) সনই। ন্দ্রায়যজা ৩ বায়ি। বারুণায়া ৩ঃ। মারু ২ দ্ভ্যা

৪ ১ ^ ৩২ ১ ৫
২ ৩ ৪ য়াঃ। বরাবিবো ১ বী ২ ৎ। পরা ৩ রি। স্রা ২ ৩ ৪ বো ৬

৫ ২র ১র র ২ ২ ১ ২ ১ ^ ৩
হায়ি। (২) এনাবিশ্বানি। অর্য্যা ৩ আ। দ্যুম্নানী ৩। মানু ২ ষা

৫ ১ ২ ^ ৩২ ১ ৫ ৫
২ ৩ ৪ণাম্। সিষাসা ১ ন্তো ২ঃ। বনা ৩। মা ২ ৩ ৪ হৌ ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

২ র র র ২ ১ ২র
১৮॥ (গৌমিত্রম্)॥ উচ্চাতেজাতমন্ধসা ৩ এ। দিবিসদ্ভূমি। আ ২ ১ ২ ৩।

৩ ১ ২ —১ ৪ ৫ ৪
দদা ৩ ৪ ৩ য়ি। উ ২ ৩ গ্রাম্। শর্ম্মা ২ ৩ ২ ৩। মহোবা। শ্রা ৫

৫ ২ র ২ ১ ২র —
বো ৬ হায়ি॥ (১) সনইন্দ্রায়যজ্যবা ৩ এ। বরুণায়ম। রু ২ ১ ২ ৩।

২ ১ ২ র —১ ৪ ৫ ৪
দ্ভ্যিয়া ৩ ৪ ৩ঃ। বা ২ ৩ রায়ি। বোনা ২ ৩ ২ ৩। পরোবা। শ্রা ৫

৫ ২র র র ২ ১র ১২র —
বো ৬ হায়ি। (২) এনারিশ্বাকুর্যা আ ৩ এ। ত্যুম্নানিমা। নু ২ ১ ২ ৩।

র ২ ১ ২ —১ ৪ ৫
ষাণা ৩ ৪ ৩ ম। সা ২ ৩ ষিষা। সন্তা ২ ৩ ২ ৩। বনোবা।

৪ ৫
মা ৫ হো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

১ ২ ১ ২ র র ১ ^ ৩
১৯। (ঐটতম্)। উচ্চা। এউচ্চা। তেজাতম্। অ ৩। ন্ধা ২ মা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ A ৩ ৫ ৩২ ১ A
ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ সাঃ। দিবাস্রিসা ২ ৩ ৪ দ্ভূ। মিয়া ৩। মা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ A ৩ ৫ ৩২
দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ দে। উগ্রাঙশা ২ ৩ ৪ র্ম্মা। মহা ৩

১ A ৩ ২র র ৩ ৫ ১২
য়ি। শ্রা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শ্রা ২ ৩ ৪ বাঃ॥ (১) সনঃ।

১ ২ র ১ A ৩ ৫র র ৩
এসানাঃ। ইন্দ্রায়। যা। ৩। য়া ২ জ্যা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ব্বা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ৩২ A ৩ ৫র র
বে। বরুণা ২ ৩ ৪ য়া। মরু ৩। মা ২ রু ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১ A ৩২A ৩ ৫ ১ র ২ র ১ ২
হোবা। বায়িষা ২। নিআর্যা ২ ৩ ৪ আ। হ্বায়ানিমা। নূপা ১

— ১ র ২A ২A ৩ ৫ ১
শা ২ ম্। সিবা। হা। ঔ ৩ হোয়ি। সা ২ ৩ ৪ স্তাঃ। বা ২

৩ ৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। মহা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি (৩)। ১।২।৩।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'উচ্চা' (উপরি, স্বর্গলোকে) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'অন্ধসঃ' (রসস্য, অমৃতস্য ইত্যর্থঃ) 'জাতং' (জন্ম) ভবতী ইতি শেষঃ ; সত্ত্বভাবঃ দেবলোকজাতঃ ইত্যর্থঃ ; ত্বং 'দিবি' (স্বর্লোকে) 'সৎ' (অবস্থিতঃ সন) 'ভূম্যা' (ভৌমজন্তুঃ, অস্মাদৃশান পাপিনঃ ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (তেজোপূর্ণং, তেজোময়ং) 'শর্ম্ম' (কল্যাণং) 'মহি' (মহৎ) 'শ্রবঃ' (অন্নং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'দদে' (প্রযচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। পরমকল্যাণলাভায় বয়ং সত্ত্বভাবপূর্ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ ৩খ–১সূ ১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! স্বর্গলোকে তোমার সম্বন্ধীয় রসের জন্ম; অর্থাৎ সত্ত্বভাব দেবলোকজাত; স্বর্লোকে অবস্থিত হইয়া অস্মাদৃশ পাপীদিগকে তেজোময় কল্যাণ এবং মহতী শক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমকল্যাণলাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বভাবপূর্ণ হই। (১অ—৩খ—৬সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব সম্বন্ধিনঃ 'অন্ধসঃ' রসস্য 'উচ্চা' উপরি জাতং জন্ম অপিচ 'দিবি' দ্যুলোকে 'সৎ' তব সম্বন্ধিনং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং 'শর্ম্ম' সুখং মহি মহৎ। 'শ্রবঃ' অন্নং 'ভূমি' ভূমিষ্ঠৈঃ যজমানৈঃ 'আদদে' আদীয়তে। 'দিবিসদ্' 'দিবিষদ্' ইতি পাঠৌ। ১ ॥

* * *

প্রথম (৬৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব দেবতার করুণাধারারূপে পৃথিবীর মানবের মস্তকে নামিয়া আসে। দেবতার ধন, দেবতাই কৃপা করিয়া মানুষকে সেই স্বর্গীয় অমৃতের আস্বাদ দেন। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবকেই সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক

এবং তদানুষঙ্গিক পরম কল্যাণ আমরা লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানব তেজস্বী ও আত্মশক্তিশালী হয়। মানুষের মন হইতে পাপের। আবিলতা প্রভৃতির দূরে পলায়ন করে। সুতরাং তিনি কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। ভাষ্যকার সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। একটা মাদক দ্রব্য, যাহা মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিয়া আনে, তাহা যে কিরূপে শক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে, তাহা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। শুধু তাই নয়, সোমকে স্বর্গজাত বলা হইয়াছে অর্থাৎ সোম দিব্যশক্তিসম্পন্ন। এ সম্বন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সাধারণ মাদকদ্রব্য স্বর্গজাত বা দিব্যশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বাপরই 'সোম' শব্দে 'সত্ত্বভাব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও 'সোম' পদে ঐ অর্থের সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। সত্ত্বভাবই দেবভাব, দিব্যশক্তিসম্পন্ন ও কল্যাণদায়ক। তাহাই মানুষকে অনন্ত কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে। তাহাই মানুষকে অসীমশক্তির অধিকারী করে। সত্ত্বভাব পরমব্রহ্মেরই শক্তি। সেই ভাব হৃদয়ে সঞ্জাত হইলে মানুষ ব্রহ্মের শক্তি লাভ করে, সুতরাং স্বতঃই মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় পরিদৃষ্ট হইবে। (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)। •

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
স ন ইন্দ্রায় যজ্যবে বরুণায় মরুদ্ভ্যঃ।

৩ ১ ২র
বরিবোবিৎ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩র ২র ১ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
১। (ঐড়কৌৎসম্) ॥ সনাঔস্রা ২ ৩। য়যজ্যাবঈয়া। বরুণায়মরুদ্ভিয়ঃ।

১ ৩র ৪ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২
বারুণায়। মরুদ্ভ্যো ২ ৩ য়াঃ। বারা ৩ য়িহায়ি। বোবী ৩ হায়ি।

১ ২ ১
পরিস্রা ২ ৩ বা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ-১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টীতম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, উনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। বর্ত্তমান সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত বাবিংশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'বরিবোবিৎ' (পরমধনদাতঃ হে সত্ত্বভাব) 'সঃ' (ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্যবে' (আরাধনীয়ায়) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকদেবায়) তথা 'মরুদ্ভ্যঃ' (বিবেকরূপিভ্যো দেবেভ্যঃ) তেভ্যঃ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ, 'পরিস্রব' (পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সত্ত্বভাবঃ অস্মাকং হৃদয়ে সমুদ্ভবতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতা হে সত্ত্বভাব! আপনি আমাদিগের আরাধনীয় বলাধিপতিদেবতাকে, অভীষ্টবর্ষকদেবকে এবং বিবেকরূপী দেবগণকে প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন।)। (১অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বরিবোবিৎ' ধনস্য লম্ভকঃ সন্মানঃ 'ন' অস্মাকং 'যজ্যবে' যষ্টব্যায় 'ইন্দ্রায়' 'বরুণায়' চ 'মরুদ্ভ্যঃ' চ 'পরিস্রব' ধারয়া ক্ষর। (২অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্ত্বভাবের উপজন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আরাধনার, ভগবৎপূজার প্রধান উপকরণ—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান মানুষের হৃদয়স্থ সত্ত্বভাব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে মানুষ ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন।

এই মন্ত্রে বহুদেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক পরমদেবতার বহু বিভূতিকেই বিভিন্ন নাম দিয়া আরাধনা করা হয়। অ নাম অ-রূপ সেই পরম দেবতাকে মানুষ তাহার সসীম বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাই তাঁহার যে ভাব, যে বিভূতি সাধকের হৃদগত হয়, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইয়া ভগবানের পূজায় রত হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহার বহুত্ব কল্পনা করা হয় নাই। তাঁহার যে বিভূতি বলৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক, তাঁহাকে ইন্দ্রদেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। যে ভাবে তিনি সাধকগণের অভীষ্টপূর্ণ করেন, সেই ভাবকে 'বরুণ' বলিয়া ডাকা হয়। ভগবানের প্রত্যেক বিভূতিই মানবের অভীষ্টবর্ষক হইলেও তাঁহার দানাত্মক বিভূতির বিশেষ নাম—'বরুণ'। এইরূপে সেই একমেব অদ্বিতীয়ং

দেবতার বহুবিভূতিমূলক বহুদেবতার নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক অদ্বিতীয়, অ-রূপ - আবার তিনিই বহু, তিনিই নাম-রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে সেই এক পরমদেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রের এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। (১অ-৩খ-১সূ-২সা)। •

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
এনা বিশ্বান্যর্য্য আ দ্যুম্নানি মানুষাণাম্।
১ ২
সিষাসন্তো বনামহে ॥ ৩ ॥

* *

গেয়-গানং।

২র র র ২ ১র২১র —
১। (সৌমিত্রম্)। এনাবিশ্বান্যর্য্যাআ ৩ এ। দ্যুম্নানিমা। নূ ২ ১ ২ ৩।

র২ ১ ২ —১ ৪ ৫
ষাণা ৩ ৪ ৩ ম্। সা ২ ৩ ষিষা। সন্তো ২ ৩ ২ ৩। বনোবা।

র ৫
মা ৫ হো ৬ হায়ি ॥ (৩)।

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মানুষাণাং, (মনুষ্যাণাং, সাধকানাং) 'এনা' (ইমানি প্রার্থিতানি ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি) 'দ্যুম্নানি' (জ্ঞানানি) 'সিষাসন্তঃ' (প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ, কাময়মানাঃ) 'অর্য্যঃ' (অভিগচ্ছন্তঃ, প্রার্থনাপরায়ণাঃ) বয়ং ত্বাং 'আ বনামহে' (বিশেষেণ আরাধয়ামঃ) অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প-৬অ ১খ—৭সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্ঠিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই মন্ত্রের পৃথক একটী গেয়-গান আছে। তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান কামনাকারী প্রার্থনা-পরায়ণ আমরা আপনাকে বিশেষরূপে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন) (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সাধুষাণাং মহত্মানাং সম্বন্ধীনি 'এনা' এনানি 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'দ্যুম্নানি' দ্যুম্ন-শালানি ধনানি তে সোম। ত্বৎপ্রসাদাৎ 'আ' আভিমুখ্যেন 'অর্য্যঃ' অভিগচ্ছন্তঃ বয়ং 'সিষাসন্তঃ' সম্ভক্তুমিচ্ছন্তশ্চ 'বনামহে' যাং সম্ভজামহে। (২অ ৩খ—১২—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (৬৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : • : §——

'সাধকদিগের প্রার্থিত সকল জ্ঞান যেন আমরা লাভ করিতে পারি'—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনার সারমর্ম্ম। সাধকগণ কিরূপ জ্ঞান কামনা করেন? যাহাতে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, যাহাতে অশান্তি দূরীভূত হয়, তাঁহারা এরূপ জ্ঞানেরই কামনা করেন। সেই জ্ঞান—পরাজ্ঞান। মন্ত্রে এই পরাজ্ঞান লাভের প্রার্থনাই আছে।

ভাষ্যকার 'অর্য্যঃ' পদে 'অভিগচ্ছন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, আমরাও বিশেষ অর্থে ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি; 'গমন করেন' বলিলেই কোথায় গমন করেন—এই প্রশ্ন আসে। জ্ঞানপ্রার্থী ভগবদভিমুখেই গমন করিয়া থাকেন। 'অর্য্যঃ' পদের সহিত ব্যাকরণগতসম্বন্ধযুক্ত 'বনামহে' পদ হইতে প্রার্থনার ভাব পাওয়া যায়। যাঁহারা গমন করেন, যাঁহারা ঊর্দ্ধগমন করিতে অভিলাষী, সেই প্রার্থনাপরায়ণদিগকেই 'অর্য্যঃ' পদে লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত সহস্থলে আমরা ঐরূপ অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। অন্যান্য পদ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ—৩খ—১সূ—৩সা)। *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প ৬অ—১খ—৮সা) প্রাপ্তব্য। এই মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

৪ র ৩ ৪র ৩র৪৫র　২　৪
৭ ॥ (বিভিধনযারাস্তম্) ॥ পুনানঃ সোমধারয়া । এ ৩ । ঔ ৩ হো ৫ বাইহ ।

১ ২　১ ৲　৩২　২ ১১১১১　১ ২১
আপো ৩ । বসা ২ । নষা ৩ ৪ ৫ । বা ৩ সী ২ ৩ ৪ ৫ । আরত্নধাঃ ।

২১　২ ১　২ ৪　৫　২ ১ ২
যোনিমৃতা । স্যাদা ৩ আ । ঔ ৩ হো ৩ । বা ২ ৩ ৪ সী । উৎসাঔ ৩

২ ১ ৲　৩২　২ ১১১১১　৩ ৪র
হো । দায়িবো ২ । হিয়া ৩ ৪ ৫ । ণ্যা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ (১) উৎসো-

র ৩র ৪৫　২　২ ৪　১ ২　১ ৲
দেবোহিরণ্যয়ঃ । এ ৩ । ঔ ৩ হো ৫ বাইহ । উৎসো ৩ । দায়িবো ২ ।

৩ ২　২ ১১১১১　৫ র ২১　২১　২
হিয়া ৩ ৪ ৫ । ণ্যা ৩ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ । দুহানঊ । ধার্দ্দিবিয়াম্ । মাধু ঔ

১　২ ৪　৫　২ ১ ২　২　১ ৲
আ । ঔ ৩ হো ৩ । প্রী ২ ৩ ৪ য়াম্ । প্রত্নাঔ ৩ হো । সাধা ২ ।

৩ ২　২ ১১১১১　৪৩ ৪৩৪৩র৪৫　২
স্থমা ৩ ৪ ৫ । সা ৩ দা ২ ৩ ৪ ৫ ২ ॥ (২) প্রত্নং সধস্থমাসদং । এ ৩ ।

৪ ৪　১২　১ ৲　৩২　২ ১
ঔ ৩ হো ৫ বাইহ । প্রাষ্কা ৩ ষ । সধা ২ । স্থমা ৩ ৪ ৫ । সা ৩ দা

২১১১　১ ২১　২১　২ ১　৪ ৪
২ ৩ ৪ ৫ ২ । আপৃচ্ছিয়াম্ । ধারুণংবা । জায়া ৩ আ । ঔ ৩ হো ৩ ।

৫　৩১২　২　১ ৲　৩২　২
বা ২ ৩ ৪ সী । মৃত্তাঔ ৩ হো । যৌতো ২ । বিচা ৩ ৪ ৫ । ক্ষা ৩

১ ১ ১ ১ ১
ণা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩) ॥

* * *

৫　৪ র ৩ ৪র৩র৪৫র　৩২　৩র৪র৫　২র
৮ । (উৎসেধম্) ॥ পুনানঃসোমধারয়া । পঃ । বসা ৩ ৪ ঔহোবা । নো-

২　২ A　৫　৩র ২　৪　৫র ৪
অর্ষসাং ২ রি । হা ৩ ১ উবা ২ ৩ । উ ৩ ৫ পা । আয়া ৩ ত্নধা । ঔহোবা-

৫　১ ২১　২ র ১২　২ A　৫
হায় । যোনিমৃতা । স্যসীদাসি । হা ৩ ১ উবা ২ ৩ । উ ৩ ৪ পা ।

২ র   র   ২র   ১ ২ ১   ২র ১
১০ ৷ (নিধেধম্) ৷ পুনানঃ সোমো ৩ ধারয়া । অপোবসা । নো অর্ষসা ২ রি ।

১ ২   ১ ২   ৪ ৫   ২A ৩   ৫   ১ ৩ ১   ২ র ১   ২
। ইহা ৩ । আয়া ৩ স্থপাঃ হাহো ২ ৩ ৪ হা । যোনিমৃতা । স্তসীদা ২ ৩ সারি

১ ২   ১ ২   ২ ৫   ২A ৩   ৫   ৬ ২   ৪
ইহা ৩ । উৎসো ৩ দারিবাঃ । হাহো ২ ৩ ৪ হা । হিরা ৩ ণ্যা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ৷৷

২ ২ র র র   ২   ১ ২ র ১   ২ ১ —   ১ ২
(১) উৎসোদেবোহা ৩ রিরণ্যয়াঃ । উৎসোদেবো । হিরণ্যয়া ২ ঃ । ইহা ৩ ।

১ ২   ৪ ৫   ২A ৩   ৫   ১   ২ ১   ২ ১   ২   ১ ২
দুহা ৩ নাউ । হাহো ২ ৩ ৪ হা । ধার্ত্তিবিয়াম্ । মধুশ্চ্যা ২ ৩ য়াম্ । ইহা ৩ ।

১ ২   ৪ ৫   ২A ৩   ৫   ৩ ২   ৪
প্রাত্না ৩ ৮ সাধা । হাহো ২ ৩ ৪ হা । স্থমা ৩ দা ৫ দা ৬ ৫ ৬ ৫ ৷ (২)

১   ২র   ১   ২ ১   ২ র ১ —   ১ ২   ১ ২
প্রত্নৎসধস্থা ৩ মাসদাৎ । প্রত্নাৎসধা । স্থমাসদা ২ ৎ । ইহা ৩ । আপা ৩

৪ ৫   ২A ৩   ৫   ১ ২ ১   ২ ১   ২   ১ ২
চ্ছায়াম্ । হাহো ২ ৩ ৪ হা । ধারুণং বা । জিয়র্ধা ২ ৩ সারি । ইহা ৩ ।

১ ২   ৪ ৫   ২A ৩   ৫   ৬ ২   ৪
নৃমা ৩ নিদ্ধোতাঃ । হাহো ২ ৩ ৪ হা । বিচা ৩ ক্ষা ৫ ণা ৬ ৫ ৬ ঃ ৷

৩ ১ ১ ১ ১
হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ৷

* * *

২ র ১ ২ র ১র২১   ২ ১র   ২র ১   র
১১ ৷ (নমস্তম) ৷ পুনানঃ সোমধারয়া । অপোবসানো অর্ষসারি । আরত্না ২ ৩

২   ১ ২   ১   ২A   ৩র ২   ২র ২   ১
ধাঃ । যোনিমৃত । স্তসীদসা । ঔহো ৩ ৪ বাহারি । উৎ । সোদা ২ ৩

২   ১ ২   ২   ১   ১ র
রিবা ৩ ঃ ৷ হোবা ৩ হারি । হিরণ্যা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ ঃ ৷ (১) উৎসো-

২র র   ২ ১   র র   ২ ১   র   ২   ১   ২
দেবোহিরণ্যয়াঃ । উৎসোদেবোহহিরণ্যয়াঃ । দুহানা ২ ৩ উ । ধার্ত্তিবিয়ম্ ।

১ ২A   ৩র ২   ২র ২   ১   ২   ১ ২   ২
মধুশ্চ্যায়াম্ । ঔহো ৩ ৪ বাহারি । প্র । ত্নাৎসা ২ ৩ ধা ৩ । হোবা ৩ হা ৷

১ র ১২ ২A ৩ ৫
প্রত্ন৺সধস্থমাসদে। এ। প্রত্ন৺সধা ৩ স্থামা ১ সদাৎ। আ ২ ৩ ৪ পা।

২ ২ ১ র ১ ২A ৩ ৫ ২ ২ ১ র
য়ম্ ৩ হা। হুস্করূপবাজায়র্যাসাম্নি। দ্ ২ ৩ ৪ ভীঃ। হা ৩ হায়ি। ধোতো-

১ ২ ৫ ৪ ৫
বিতো ২ ৩ ৪ বা। ক্ষা ৫ পো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২ র ১ ২র ১র ২র র ১ ২ র
২৬। (পৌরুমুদ্গম্)। পুনানঃসোমধারয়া। ঔহোবা। এহিয়া। হাউ।

র ১ — র ১ র ২ — ১ ২ ১ ২A
অপোবসা ২ নোঅর্ষস। আরত্না ১ ধা ২ঃ। যোনিমৃতা ৩। স্থাসা-

৩ ৫ ১ ২A ৩ ৫ ২ ২
য়িদা ২ ৩ ৪ সায়ি। উৎসো। দায়িবৌবাও ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ হায়ি।

৪ ১ র ২র১র৩ ২১২ র ১ ২ র
হিয়া ৫ পায়াঃ। (১) উৎস্রোদেবোহিরণ্যয়ঃ। ঔহোবা। এহিয়া।

র ১র — ১ ২ ১ ২ — ১ ২
হাউ। উৎসোদেবো ২ হিরণ্যয়ঃ। দুহানা ১ উ ২। ধাভিরিয়া ৩ ম্।

১ ২A ৩ ৫ ১ ২ A ৩ ৫ ২ ২
মাধুপ্রা ২ ৩ ৪ য়াম্। প্রত্নাম্। সাধোবাং ঔ ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ হা।

৪ ২ ১ ২১২১র ২ র ১ ২ র
স্থমা ৫ সদাৎ। (২) প্রত্ন৺সধস্থমাসদৎ। ঔহো[illegible]। এহিয়া। হাউ।

১ — র ১২ ১র ২ — ১ ২ ১ ২ ৩
প্রত্ন৺সধা ২ স্থমাসদৎ। আপাচ্ছা ১ য়া ২ ম্। ধারুণংবা ৩। আয়র্যা

৫ ১ ২ A ৩ ৫ ২A
২ ৩ ৪ য়ারি। মৃতায়িঃ। ধোতোবাও ২ ৩ ৪ বা। হা ৩ হায়ি।

৪ ৪
বিচা ৫ ক্ষণাঃ। হো ৫ ঈ। ডা। (৩)।

* * *

৫ র ২ ৪র ৫র৪৫ ১ ২ ২ র
২৭॥ (আক্রায়ণিধনং কাধম্)॥ পুনানা ৩ঃ সোমওধারয়া। আপোবসা।

র ১ ২ র ১ ২ ১ ২রA ৩৪ ৫ ২ ২ র
নোআ ২ ৩ র্ষাউ। বা ৩ ২। আরত্নধাঃ। যোনিমৃতা। স্থসীদা ২ ৩ ৪

৫ ৪ ২ ৪র ৫র ১ র র র০ — ৪
৩১ ॥ (কৌত্সবার্হিষম্)। পুনা ৩ না ৩ঃ সোমধারয়া। অপোবসানোঅ ২ র্ষসা ২ ৩ ৪ সি।

২র র র ১ ২ র ১ -- ১র র র র ২ ১ ৫
আরত্নধাযোনিমার্তা। ঔহোয়ি। স্যা ২ সীদস্যয়ি। উৎসদেবোহিরোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫ ৫ ৪ ২ ৪র ৫ ১ র র র —
ণ্যা ৫ যো ৬ হোয়ি ॥ (১) উৎসো ৩ দ্যা ৩ য়িবোহিরণ্যায়া। উৎসোদেবোহিরা ২

১ ২ র র ১ ২ র ১ — ১
ণ্যায়া ২ ৩ ৪ ঃ। দুহানঊধর্দিব্যায়াম্। ঔহোয়ি। মা ২ ধুপ্রিয়াম্।

২ ১ ৫ ৪ ৫
প্রত্ন৺সধস্থমোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৬ হায়ি। (২)

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ১ — ১
প্রত্না ৩ ৺সা ৩ ধস্থমাসদাৎ। প্রত্ন৺সধস্থমা ২ সাদা ২ ৩ ৪ ৎ।

২র ১ ২ র ১ -- ১ র র
আপৃচ্ছ্যন্ধরুণংবা। ঔহোয়ি। ভা ২ য্বর্ষসায়ি। নৃভির্যতোজোবি-

২ ২ ৫ ৪ ৫
চোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষা ৫ যো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

২র ১২ — ১র রর ২ —
৩২ ॥ (বাশম্)। পুনানঃসো। মধারা ১ য়া ২। অপোবসানো অর্ষ ১ সা ২ সি।

১র র র ২ — ১র ২ ১ ^ ৩
আরত্নধাযোনিমৃতস্যসীদসা ১ সা ২ সি। উৎসদা ২ ৩ য়িবা ৩ঃ। হা ২ য়িরা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ র র ১ ২ — —
ঔহোবা। ণ্য ২ ৩ ৪ ণঃ। (১) উৎসদেবাঃ। হিরাণ্যা ১ য়া ২ য়া ২ ঃ।

১ র র র ২ -- ১ র ২ — ১
উৎসদেবোহিরাণ্যা ১ য়া ২ ঃ। দুহানঊধর্দিব্যম্মধুপ্রা ১ য়া ২ ম্। প্রত্ন৺স

১ A ৩ ৫র র ৩ ৫
২ ৩ ধা ৩। স্থা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। দা ২ ৩ ৪ দাৎ। (২)

২ ১ ২ -- ১ র২ --
প্রত্ন৺সধা। স্থমাসা ১ দা ২ ৎ। প্রত্ন৺সধস্থমাসা ১ দা ২ ৎ।

১র র ২ — ১ ২
আপৃচ্ছ্যন্ধরুণং বাজিয়র্ষা ১ সা ২ সি। নৃভির্যতো ২ ৩ জা।

২ ১ ৫ ৫ ২র
হুবো ২ ৩ ৪ বা। দা ৫ দো ৬ হায়ি। (২) হাউপ্রত্ন৺

র ১ ২ ১৭
নধস্থমানদ্ধাউ। প্রাত্ন৺সধ। স্থমানদা ২ ৩ ৪ ৫।

৩র ২ র ১ ২১২র ১
হাবোয়ি। আপৃচ্ছ্যাঙ্করুণংবা। আয়র্ষস।

৩র ২ ১ ২
৩ ৪ য়ি। হাবোয়ি। নৃভির্দ্ধৌতা।

৩র ২ ২ ১
৩ ৪ ঃ। হাবো৩। বিচো

৫ ৪
২ ৩ ৪ বা। ক্ষা ৫ দো ৬

৫
হায়ি (৩)।

* * *

২১র ৪র ৫র ১Sর র-র. র
৬৬। (বিহিস্কারং বামদেব্যম্)। পুনানা ২ ৩ ঃ সোমধারয়া। আপোবসানোঅর্ষসা

র র ২ ৩র ২ ১ — ১ ২ ১ রর-র ২ ৩র ২
রত্নধাযোনিমৃতাঃস্যদোহো ৩। হুম্মা ২। দা ২ ৩ দায়ি। উৎসোদেবোহিরোহো ৩।

১ — ১ ২^ ৪ ৫ ১ ১র ৪র ৫
হুম্মা ২। দায়া। ঔ ৩ হোবা॥ (১) উৎসোদা ২ ৩ য়িবোহিরণ্যয়াঃ।

১ র র র র ২ র ২ ৩র ১ — ১
উৎসোদেবোহিরণ্যয়োহুহানউধর্দ্ধিবিয়াম্মধোহো ৩। হুম্মা ২। প্রা ২ ৩

২ ১ ২ ৩র ২ ১ — ১
য়াম। প্রত্ন৺সধাস্থমোহো ৩। হুম্মা ২। সদাং। ঔ ২ ৩

৪ ৫ র ২ ১ ৪ ৫র ১
হোবা॥ (২) প্রত্ন৺সা ২ ৩ ধস্থমাসদাৎ। প্রাত্ন৺সধস্থ-

র র ২ ৩র ২ ১ — ১
মাসদদাপৃচ্ছ্যাঙ্করুণংবাহজিয়োহো ৩। হুম্মা ২। বা ২ ৩

২ ১ র ২ ৩র ২ ১ —
সায়ি। নৃভির্দ্ধৌতোহবিচোহো ৩। হুম্মা। ২

১ ২ ৪ ৫ ৪
ক্ষণা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

১ ৫ র ২ ৪র ৫ ৪র ৫ ১ র ২র র ১ ২ A
৩৭। (বৈগতম)। পুনানা ৩ঃ সোমধারয়া। আপোবসা। নোআর্বা ১ সা ২ রি।

৩র ২ S ২ ১ ১ র র ২ — ১
আয়া ৩। হৌ ৩ হো ৩ বা। স্বপাবোনিমৃতস্থাসী ১ দসা ২ রি। উৎসো ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২ — A ৩ ১ ১ ১ ১ ৫
দা ২ রিবা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। হিরা ২ ণায়া ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। (১) উৎ-

র ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ১ র ২র ১ ২ A ৩ ২
সোদা ৩ রিবোহিরণ্যয়াঃ। উৎসোদেবঃ। হিরাণ্যা ১ য়া ২ ঃ। হুহা ৩।

S ২ ২ ১ র ৭ — ১
হৌ ৩ হো ৩ বা। সউর্দ্ধিবিয়ন্মাধুপ্রায়া ২ স। প্রয়া ২ ৩ ম।

১ A ৩ ৫র র ২ ১ — A ৩ ১ ১ ১ ১
দা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহাবা। এ ৩। স্থমা ২ সদা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। (২)

৫ ২ ৪৫৪র ১ ২ ১ ২
প্রত্ন৺সা ৩ ধস্থমাসদাৎ। প্রাত্ন৺সধ। স্থমাসা ১

A ৩র ২ S ২ ২ ১
দা ২ ৎ। আপা ৩। হৌ ৩ হো ৩ বা। আজ্ঞ-

র ৭ — ১
রুপংবাজায়র্ষাসা ২ রি। নৃতা ২ ৩ রিঃ।

১ A ৩ ৫র র ২
ধৌ ২ ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩।

১ — A ৩ ১ ১ ১ ১
বিচা ২ ক্ষণা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)।

* * *

২ র ১ ২র ১র২র ১ ২ ১র ২র র
৩৮॥ (অর্কাপুষ্পাস্তম্)। পুনানঃসোমধারয়া। হুবে ২ ৩। অপোবসানোঅর্ষসি।

১ ১ ২ ১র র ২ ১ ২ র ১ ১ র ২র ১র ১ ২
হুবে ২ ৩। আরত্নধাযোনিমৃতস্তসীদসি। হুবে ২ ৩। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ।

১ ১ র ২র ১র ২ ১ ২ ১ ৩ র ২র ১র ২ ১ ২
হুবে ২ ৩। (১) উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ। হুবে ২ ৩। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ।

১ ২ র ১র ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১র
হুবে ২ ৩। দুহানউর্দ্ধিব্যম্মধুপ্রিয়ম্। হুবে ২ ৩। প্রত্ন৺সধস্থমাস-

২ ১ ২র১ ২১ ৭২র১ ২ ১
দং। হুবে ২৩। আপুঙ্ক্ষাঙ্করুণংণাআর্বণি। হুবে ২৩।

১ ২র ১র ৭১ ৬২ ১ ১ ১২ ২
ভূর্ভর্ম্মোতো/বচক্ষণঃ। হুবে ২৩। হুবে ২৩ হোবা ৩ হা ৩।

২৲ ৫র র ২১র র র S ১র A
বা ৩৪। ঔহোবা। অর্কো।দেবানাং ২ পরমেবিয়ো ২

৩১ ১ ১ ১
মা ২ ৩ ৪ ৫ ন (৩)॥

• • •

২ S ২ S ২ ২ ১ র র A
৩৯॥ (সৌভানম)। হা ৩। ও ৩ হা ৩। ও ৩ হা ৩। হায়ি। উংসোদেবো ২।

৩২A৬ ৫ ১ র র A ৬১৩ ৫ ১ র র A
হিরণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উংসোদেবো ২। হিরণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। ছহানউর্দ্দিবিয়া ২

৩২৩ ৫ ১ A ৫২৲৩ ৫ ২
দা। মধুপ্রা ২ ৩ ন য়ায়। প্রত্নৢ সধা ২। স্থমানা ২ ৩ ৪ দাং। হা ৩।

S ২ S ২ ২৲ ৫র র ১ ১১১১
ও ৩ হা ৩। ও ৩ হা ৩। বা ৩ ৪। ঔহোবা। আ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫ (২)॥

* * *

১ র ৫র৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১র র, ২
৪০। (সৌপমম)। উ ২ ৩ ৪ ৫। সোদেবোভির। ণ্যায়াঃ। উংসোদেবো। হাতু

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১১২ ২ ৩ ৫
বিয়াণ্যা ৩ য়াঃ। দু ২ ৩ হা। নাউনঃ। দিবি। যান। মাধুপ্রা ২ ৩ ৪ য়ান্।

১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৩ ৫
প্রা ২ ৩ ত্নাম। সাধস্থমো ২ ৩ ৪ বা। দা ২ ৩ ৪ দাং (২)॥

* * *

৩ ৪র র৩র ৪৫ ৩ ২ ৩র৭র৫ ১ র ২র
৪১। (সৈত্তবম)। উংসোদেবোতির। ণ্যয়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উংসোদেবঃ।

১ ৭ ৫ ৫ ২র১ র২ ১ ২ ১ A
হিয়াণায়া ২ ৩ ৪ ঃ। ও ৬ হা। দুহানউনঃ। দাদ্বিবা ২ ৩ য়ান্। মধু ২।

৩ ৫ঃ ২ ২ ১ ১ A ৩
প্রা ২ ৩ ৪ দাম। প্রত্নৢ সধাহা ৩ বা। ছদ্মাদ্বি। সা ২ দা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। বা ২ ৩ ৪ দ্ (২)॥

• • •

২র র র　　২　　১২　　৩র ২　　১ র
এ২ ॥ (কণ্বরহৎ)। ঔহোপুনানঃসো ৩ এ। মধারা ১ যা ২ ৩ ৪। হাহোয়ি। আপো-

২ র র　　১র ২　　৩র ২　　১ ২　　১ ২
বসানোঅর্ষসি। আরাত্না ১ ধা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোয়ি। যোনিমৃত। স্যসীদ্দা ১

৩র ২　　১ ২　　৩র ২A　　৩ ২
সা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। উৎসোদা ১ য়িবা ২ ৩ ৪ ঃ। হাহো। হিরা ৩।

১　　৫　　৫　　২র র　২র র　　২
ণ্যা ২ ৩ ৪ য়াঃ। উহুবা ৬ হাউ। বা ॥ (১) ঔহোউৎসোদেবা ৩ এ।

১　　৩র ২　　১ র ২র র　　১ ২
হিরাণ্যা ১ য়া ২ ৩ ৪ ঃ। হাহোয়ি। উৎসোদেবোহিরণ্যয়ঃ। দুহানা ১

৩র ২　১　২　　১২　২　　৩র ২
উ ২ ৩ ৪। হাহো। ধার্দ্দিবিয়ম্। মধুপ্রা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্। হাহোয়ি।

১র২র　১　২　　৩র ২　　১২
দুহানউ। ধর্দ্দাদ্বিবা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্। হাহোয়ি। মধুপ্রা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্।

৩র ২　　১　২　　৩র ২A　　৩ ২
হাহোয়ি। প্রত্নাং৺সা ১ ধা ২ ৩ ৪। হাহো। স্থমা ৩।

১　　৫　　৫　　২র র
সা ২ ৩ ৪ দাৎ। উহুবা ৬ হাউ। বা ॥ (২) ঔহোপ্রত্নং৺-

২　　১ ২　২　　৩র ২
সধা ৩ এ। স্থমাসা ১ দা ১ দা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি।

১　২　র　　১র　২
প্রাত্নং৺সধস্থমাসদৎ। আপার্চ্ছা ১ য়া ২ ৩ ৪ ম্।

৩র ২　　১ ২ র　　১ ২
হাহোয়ি। ধারুণংবা। জিয়ার্ধা ১ দা ২ ৩ ৪

৩র ২　　১　২　　১　২
য়ি। হাহোয়ি। আপৃচ্ছ্যম্। ধরুণা ১ বা

৩র ২　　১　২
২ ৩ ৪। হাহোয়ি। জিয়ার্ধা ১ দা ২ ৩ ৪

৩র ২　　১　２
য়ি। হাহোয়ি। নৃভাহিদ্ধৌ ১ ভা

৩র ২A　　৩ ২
২ ৩ ৪ ঃ। হাহো। বিচা ৩।

১　　৫　　৫
ক্ষা ২ ৩ ৪ পাঃ। উহুবা ৬ হাউ।

বা (৩) ॥ ১॥২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) 'পুনানঃ' (শোধকঃ, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'অপঃ' (অমৃতং), 'বসানঃ' (আচ্ছাদয়ন, ধারয়ন, প্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মান প্রাপয়); 'দেবঃ' (দ্যুতিমান, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হিরণ্যয়ঃ' (লোকানাং হিতরমণীয়ঃ, পরমহিতসাধকঃ) 'উৎসঃ' (শ্রেষ্ঠধনানাং উৎসস্বরূপঃ) 'রত্নধা' (রত্নধাতা, পরমধনদাতা ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য যোনিং' (সংকর্ম্মণাং উৎপত্তিস্থলঃ যদ্বা সত্যস্বরূপঃ) ত্বং 'আসীদসি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্যস্বরূপং পরমধনদাতারং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৩খ—২সূ ১সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! পবিত্রকারক তুমি অমৃত প্রদান করিবার জন্য ধারারূপে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও; জ্যোতির্ম্ময়, লোকের পরম হিতসাধক, শ্রেষ্ঠধনের উৎসস্বরূপ, পরমধনদাতা, সত্যস্বরূপ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্যস্বরূপ পরমধনদাতা সত্ত্বভাবকে আমরা যেন প্রাপ্ত হই) ॥ (১অ—৩খ—২সূ—১সা) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম ! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'অপঃ' উদকানি বসতীবর্য্যাখ্যানি 'বসানঃ' আচ্ছাদয়ন্ 'ধারয়া' 'অর্ষসি' পবিত্রং গচ্ছসি ততো 'রত্নধা' রত্নানাং রমণীয়ানাং ধনানাং দাতা চ 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসীদসি' কীদৃশস্ত্বং ? 'উৎসঃ' প্রস্যন্দনশীলঃ 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'হিরণ্যয়ঃ' হিরন্ময়ঃ সুবর্ণেষু পাত্রস্থানমিত্যর্থঃ। 'উৎসো দেবঃ' উৎসো দেব ইতি পাঠৌ ॥ (১অ—৩খ—২সূ—১সা) ॥

প্রথম (৬৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

— ‡ —

প্রার্থনা-মূলক এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। অধিকন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের মধ্যেও যথেষ্ট অনৈক্য আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতে ভাষ্যের সহিত উহার কি পার্থক্য তাহা বোধগম্য হইবে। "হে সোম ! তুমি শোধিত হইতে হইতে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধারার আকারে যাইতেছ। হে দেব ! তুমি স্বর্ণের আকারধর, তুমি উত্তম বস্তু দিবে বলিয়া যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতেছ।"

এই মন্ত্রের 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ের দুইটী অর্থ হইতে পারে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিলাম। সেই ভগবান্ হইতেই সত্য প্রকাশিত হয়, তিনি সত্যস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার শক্তি সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও ঐ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পারে। তাই 'ঋতস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'সত্যস্বরূপঃ' অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (১অ—৩খ ২সূ ১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩২৩ ১ ২

দুহান ঊধঃ দিব্যং মধু প্রিয়ং প্রত্নং সধস্থম্ আসদৎ।

২ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২

আপৃচ্ছ্যং ধরুণং বাজী অর্ষসি নৃভিঃ

৩ ১ ২ ৩ ২

ধৌতো বিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মধু' (মধুময়ঃ, অমৃতময়ঃ) 'প্রিয়ং' (সর্ব্বেষাং প্রীতিকরঃ, আনন্দদায়কঃ) 'দিব্যং' (দ্যুলোকজাতঃ) 'প্রত্নং' (পুরাতনঃ, সনাতনঃ) 'ঊধঃ দুহানঃ' (রসদোহনকারী, অমৃতদাতা সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'সধস্থং' (সহাভিষ্ঠন্ত্যত্রেতি সধস্থং, স্থানং, অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদৎ' (আগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু); 'বাজী' (শক্তিশালী যদ্বা শক্তিদায়কঃ) 'বিচক্ষণঃ' (সর্ব্বজ্ঞ দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'ধৌতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন) 'আপৃচ্ছ্যং' (কর্ম্মণা প্রার্থনীয়ং, বিশ্বস্য অবলম্বনভূতং) 'ধরুণং' (ধারকং, বিশ্বধারকং বিশ্বরক্ষকং ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'অর্ষসি' (অভিগচ্ছতি প্রাপয়তি); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রভাবাৎ ভগবন্তং লভন্তে; বয়ং তং অমৃতদায়কং সত্ত্বভাবং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৩খ ২সূ ২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ ৫খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিকশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বিচত্বারিংশৎটী গেয় গান আছে, তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতময়, সকলের আনন্দদায়ক, দ্যুলোকজাত, সনাতন, অমৃতদাতা সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউক; শক্তিশালী (অথবা শক্তিদায়ক) সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব সাধকগণকর্তৃক বিশুদ্ধ হইয়া বিশ্বের অবলম্বনভূত বিশ্বরক্ষক ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবপ্রসাদে ভগবানকে লাভ করেন; আমরা সেই অমৃতদায়ক সত্ত্বভাবকে যেন প্রাপ্ত হই)। (১অ—৩খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মধু' মদকরং 'প্রিয়ং' প্রীণনকারি 'দিব্যং' দিবিভবং 'উধঃ' সোমবল্লীলক্ষণং 'দুহানঃ' পবমানঃ সোমোদেবঃ 'প্রত্নং' পুরাতনং 'সধস্থং' সহ তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি সধস্থং স্থানমন্তরিক্ষং। 'আসদৎ' আসীদতি (সদেলুঁঙি রূপং) তদনন্তরং 'আপৃচ্ছ্যং' কর্ম্মণা প্রষ্টব্যং 'ধরুণং' কর্ম্মণো ধারয়িতারং যজমানং 'বাজী' অন্নবান সন হে সোম! ত্বং 'অর্ষসি' তস্মৈ অন্নং দাতুমভিগচ্ছসি কীদৃশঃ? নৃভিঃ কর্ম্মনেতৃভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'ধৌতঃ' অদাভ্যগ্রহে পরিশোধিতঃ 'ত্রৈরেনং চতুরাধুনোতি পঞ্চ কৃত্বঃ সপ্ত কৃত্বো বা' (১২।৫।১৭) ইত্যাপস্তম্বেন সূত্রিতং। 'বিচক্ষণঃ' সর্ব্বস্য বিদ্রষ্টা। 'নৃভির্ধৌতঃ'—'নৃভির্য্যুতঃ—ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৬ সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি। যেখানে শুদ্ধসত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করা যায়। সাধকগণ তাঁহাদিগের সাধনপ্রভাবে হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের উপজন করেন। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের কল্যাণে তাঁহারা ভগবৎ চরণে পৌঁছিতে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

যে বস্তুর সাহায্যে মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়, যে পরম ধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য সাধক প্রার্থনা করিতেছেন। "হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অমৃত ভাণ্ডার হইতে এককোটা অমৃতদান কর, আমাদিগের অনন্ত অতৃপ্ত পিপাসা চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হউক। তোমার চরণে পৌঁছিবার উপায়ভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত কর, আমরা যেন তৎপ্রসাদে তোমার নিকট পৌঁছিতে পারি। আমরা দুর্ব্বল, অক্ষম, তোমার পূজা করিবার শক্তি নাই।

যদি তুমি কৃপা বিতরণে, নিজশক্তিতে আমাদিগকে তোমার কোলে তুলিয়া লও, তাহা হইলেই আমাদিগের জীবন সার্থক হয়। কৃপা কর প্রভো, দয়া কর, আমাদিগকে পরমধন দানে কৃতার্থ কর, ধন্য কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রান্তর্গত 'অর্বদি' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 'হে সোম!' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হয়। (১অ—৩খ—২সূ ২সা)। *

— • —

প্রথমং সাম।

১　২র ৩　২ ৩　২ ৩　১ ২ ৩　১ ২

প্র তু দ্রব পরি কোশং নিষীদ নৃভিঃ

৩ ২　৩ ১র　২র

পুনানো অভি বাজং অর্ষ।

২ ৩　১　২　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ১　২

অশ্বং ন ত্বা বাজিনং মর্জ্জয়ন্তো অচ্ছা

৩ ১　২ ৩ ১ ২

বর্হী রশনাভিঃ নয়ন্তি ॥ ১ ॥

* * *

১ ২　১　৩র　২　২ ১　২১　২

১॥ (ঔশনম্)। প্রাতূ। দ্রবাপরিকোশাম্। নিষী ৩ দা। নৃভাইঃপুনা। নো ৩

১　২৩৪৫　১ রর　৭　২　১র২১　২১র

অভি। বাজমর্ষা। অশ্বন্নত্বাবাজিনম্মা। জয় ২ ৩ ন্তাঃ। অচ্ছাবর্হীহিঃ। রশনা।

২　২ ৪　১ ২　১　২

ভা ৩ ৪ ৩ ইঃ। না ৩ য়া ৫ স্তা ৬ ৫ ৬ ই॥ (১) শ্যা। সুধাঃপবতেদাই।

২ ২　১ ২ ১　২ ১ র　২ ৩ ৪ ৫　১ র র র র

বর্জ ৩ দ্ধঃ। অপাস্তিহা। বৃজনা। বৃজমানাঃ। পিতাদেবানাঞ্জনিতা।

৭　২　১ ২র ১　২ ১　২　২

সুদা ২ ৩ ক্ষাঃ। বিষ্টম্ভোদাই। বো ৩ দক্ষ। পা ৩ ৪ ৩ ঃ। পা ৩

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের পঞ্চত্রিংশ ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৪ ১২ ১ ৱ ২
র্ষাঃ ৫ ইয়া৬৫৬ঃ॥ (২) আর্ষাঃ। বিপ্রাঃপুরএতা। জনা৩

২ ১২র১ ২১র ২৩৪৫ ১ র
নাম্। ঋভূর্দ্ধীরাঃ। উশনা। কাবিযেনা। দচিদ্বিদে-

৭ ২ ১ ২১
নিহিতাম্। যদা২৩নাম। অপাইচিয়াম্। গুহিয়ম্।

২ ২ ৪
না৩৪৩। মা৩গোহ্৫না৬৫৬ম্ (৩)॥

* * *

২১ ২১র ২A৩৪৫ ২১ ২
২॥ (বৈশ্বজ্যোতিষাত্তম্)॥ প্রাতুত্রবা। পত্নিবক্ষ্যঃ! শশ্রিযীদা। নৃভিঃপুনা। নো৩-

১ ২A৩৪৫ ২১ ২ ১ ২A৩৪৫ ২১র
অভি। বাজমর্ষা। অশ্বয়ুবা। বা৩জিনম্। মর্জ্জয়ুধাঃ। অচ্ছাঽর্হাম্নিঃ।

২১র ২ ২ ৪ ২১র
বৃশপা। জা৩৪৩ম্নিঃ। না৩মা৫জ্যা৬৫৬ম্নি॥ (১) সুশাসুবাসঃ।

২১র ২A৩৪৫ ২১ ২১র ২A৩৪৫ ২১রর
পবতে। দেবইন্দুঃ। অশস্তিহা। বৃজনা! রক্ষমাণঃ। পিতাদেবা।

২ ১ ২A৩৪৫ ২১র ২ ১ ২A
না৩ঞ্জনি। তাসুদক্ষাঃ। বিষ্টম্ভোদাম্নি। বো৩ধরু। ণা৩৪৩ঃ।

২ ৪ ২১ ২১২
পা৩র্ষাঃ৫ম্নিবা৬৫৬ঃ॥ (২) ঋর্ষিবিপ্রাঃ। পুরএত্রী।

২A৩৪৫ ২১র ২১র ২A৩৪৫
তাজনানাম্। ঋভুর্দ্ধীরাঃ। উশনা। কাবিযেনা।

২১ ২ ১ ২A৩৪৫ ২১র
দচিদ্বিদে। দা৩নিহি। তংযদাপান্। অপী-

২১ ২ ২
চিয়াম্। গুহিয়ম্। না৩৪৩। মা৩

৪
গো৫না৬৫৬ম্ (৩)॥১।২।৩।॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সু' (ক্ষিপ্রং) 'প্রদ্রব' (আগচ্ছ); আগত্য চ 'কোশং' (পাত্রং, অস্মাকং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পরিনিষীদ' (নিষণ্ণো ভব, অধিষ্ঠানং কুরু); 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মকর্তৃভিঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসম্পন্নঃ) ত্বং 'বাজং' (শক্তিং) 'অভার্ষ' (প্রযচ্ছ); 'মর্জ্জয়ন্তঃ' (শোধয়ন্তঃ, আত্মহৃদয়ং পবিত্রং কুর্ব্বন্তঃ, সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) 'অশ্বং ন' (পালকঃ যথা অশ্বং মার্জ্জয়ন্তি তদ্বৎ) 'বর্হি' (শোধনেন প্রবৃদ্ধং) 'বাজিনং' (শক্তিসম্পন্নং) 'অচ্ছ' (পবিত্রং) 'ত্বাং' 'রসনাভিঃ' (বাগ্‌যন্ত্রেন, প্রার্থনয়া ইত্যর্থঃ) 'নয়ন্তি' (গৃহ্ণন্তি, পূজয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান সাধকান আত্মশক্তিং প্রযচ্ছতি; সাধকাঃ অপি ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শীঘ্র আগমন করুন; এবং আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; সৎকর্ম্মকারীদিগের দ্বারা পবিত্রতাসম্পন্ন আপনি শক্তি প্রদান করুন; আত্মহৃদয়-পবিত্রকারী সাধকগণ—অশ্বের ন্যায় মার্জ্জনে প্রবৃদ্ধ, শক্তিসম্পন্ন ও পবিত্র আপনাকে প্রার্থনাদ্বারা পূজা করিতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকগণকে আত্মশক্তি প্রদান করেন; সাধকগণও ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'সু' ক্ষিপ্রং 'প্রদ্রব' অস্মদযজ্ঞং প্রকর্ষেণাগচ্ছ। গত্বাচ 'কোশং' দ্রোণকলশং 'পরিনিষীদ' নিষণ্ণো ভব। 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বাজং' অন্নং হবীরূপং ত্বং 'অভার্ষ' অভিগচ্ছ। 'বাজিনং' বলবন্তং 'অশ্বং ন' অশ্বমিব ত্বং যথা মার্জ্জয়ন্তি। তদ্বদ্বাজিনং ত্বাং 'মর্জ্জয়ন্তঃ' শোধয়ন্তং অধ্বর্য্যু প্রমুখা ঋত্বিজঃ 'বর্হি' 'অচ্ছ' অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রতি 'রশনাভিঃ' রশনাবদায়তাভিরঙ্গুলীভিঃ 'নয়ন্তি'॥ (১অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৬৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই ভাগ প্রার্থনা-মূলক এবং শেষাংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপন আছে।

ভগবানকে পাইবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রার্থনাংশে লক্ষিত হয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান অথচ শক্তির অভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ

আছেন, তাঁহাদিগের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাহাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্ব্বলতার জন্ত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিতেছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'পবিত্রতার আধার, জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন্! তুমি আমাদের এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার উপযুক্ত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া লও। আমাদিগের শক্তি নাই যে, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদিগের মলিন অন্তরকে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে পুণ্যোজ্জ্বল কর। আমাদিগকে রক্ষা কর।"

দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, সেই চির-পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান দেবতার চরণে আপনার প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা নিজকে উন্নত পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই। মন্ত্রান্তর্গত 'নৰ্ত্তী' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'প্রবৃদ্ধং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অচ্ছা' পদে অভিধানসঙ্গত 'পবিত্রং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (১অ ৩খ ৩সূ ১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩১ ২র ৩ ২ ৩ ২৩ ১ ২

স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুঃ অশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২

পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'অশস্তিহা' (রিপুনাশকঃ, অমঙ্গলনাশকঃ) 'বৃজনা' (বৃজনাৎ, উপদ্রবাৎ, বিপদাৎ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষমাণঃ' (রক্ষাকারী) 'দেবানাং' (দেবতাবানাং) 'জনিতা' (জনয়িতা (তথা 'পিতা' (পালকঃ) 'সুদক্ষঃ' (শক্তিসম্পন্নঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'বিষ্টম্ভঃ' (স্তম্ভয়িতা, ধারয়িতা) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ) 'স্বায়ুধঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১প—৫অ-৬খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(শোভনায়ুধঃ, রক্ষাস্ত্রধারী) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুতিমান্, অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী, দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক, শক্তিসম্পন্ন, দ্যুলোকের ধারণকারী ভূলোকের রক্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।) ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বায়ুধঃ' শোভনায়ুধঃ 'ইন্দুঃ' সোমো দেবঃ 'পবতে' স চ দেবঃ অশস্তিহা· রক্ষোহা 'বৃজনা' বৃজনানি উপদ্রবাণি পরিহৃত্যেতি শেষঃ 'রক্ষমাণঃ' 'পিতা' পালকঃ 'দেবানাং' তথা 'জনিতা' উৎপাদকঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলঃ 'দিবঃ' 'বিষ্টম্ভঃ' বিশেষেণ স্তম্ভয়িতা 'পৃথিব্যাঃ' চ 'ধরুণঃ' ধারকঃ। এবং মহানুভাবঃ পবতে। 'বৃজনা'—'বৃজন'—ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল—পাপের পথে পদার্পণ—অধঃপতন। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বিপদ—রিপুর আক্রমণ। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁহার এই বিপদের, এই অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। তাই সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক।

সত্ত্বভাব দ্যুলোক ভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী। সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে। ত্রিগুণের মধ্যে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখনই জগৎ স্থৈর্য্যলাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোকভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী বলা হইয়াছে।

সত্ত্বভাব—দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক। মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবের উপজনের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের জন্যই

অছেন, তাঁহাদিগের একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। যাহাদের হৃদয় কলুষিত, অথচ দুর্ব্বলতার জন্য হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিতেছে না, ভগবানের করুণাবারিই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'পবিত্রতার আধার, জ্যোতির্ম্ময় হে ভগবন্! তুমি আমাদের এই মলিন হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার উপযুক্ত সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া লও। আমাদিগের শক্তি নাই যে, সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই, তুমি আমাদিগকে শক্তি দাও। তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদিগের মলিন অন্তরকে তোমার পবিত্র পাদস্পর্শে পুণ্যোজ্জল কর। আমাদিগকে রক্ষা কর।"

দ্বিতীয় অংশে সাধকের সাধনার চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, সেই চির-পবিত্র, সর্ব্বশক্তিমান দেবতার চরণে আপনার প্রার্থনা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা নিজকে উন্নত পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহারা ভগবানের চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্ত্রে আমরা এই চিত্রই দেখিতে পাই। মন্ত্রান্তর্গত 'বর্ণী' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'প্রবৃদ্ধং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অচ্ছা' পদে অভিধানসঙ্গত 'পবিত্রং' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। (১অ ৩খ ৩দ ১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

স্বায়ুধঃ পবতে দেব ইন্দুঃ অশস্তিহা বৃজনা রক্ষমাণঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২

পিতা দেবানাং জনিতা সুদক্ষো বিষ্টম্ভো

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দেবঃ' (দ্যুতিমান) 'অশস্তিহা' (রিপুনাশকঃ, অমঙ্গলনাশকঃ) 'বৃজনা' (বৃজনাৎ, উপদ্রবাৎ, বিপদাৎ ইত্যর্থঃ) 'রক্ষমাণঃ' (রক্ষাকারী) 'দেবানাং' (দেবতাবানাং) 'জনিতা' (জনয়িতা) তথা 'পিতা' (পালকঃ) 'সুদক্ষঃ' (শক্তিসম্পন্নঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'বিষ্টম্ভঃ' (স্তম্ভয়িতা, ধারয়িতা) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য) 'ধরুণঃ' (ধারকঃ, রক্ষকঃ) 'স্বায়ুধঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১প—৫অ—৬খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(শোভনায়ুধঃ, রক্ষাস্ত্রধারী) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুতিমান্, অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী, দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক, শক্তিসম্পন্ন, দ্যুলোকের ধারণকারী ভূলোকের রক্ষক, রক্ষাস্ত্রধারী সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করিতে পারি।) ॥ (১অ—৩খ—৩সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বায়ুধঃ' শোভনায়ুধঃ 'ইন্দুঃ' সোমো দেবঃ 'পবতে' স চ দেবঃ অশস্তিহা রক্ষোহা 'বৃজনা' বৃজনানি উপদ্রবাণি পরিহৃত্যেতি শেষঃ 'রক্ষমাণঃ' 'পিতা' পালকঃ 'দেবানাং' তথা 'জনিতা' উৎপাদকঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলঃ 'দিবঃ' 'বিষ্টম্ভঃ' বিশেষেণ স্তম্ভয়িতা 'পৃথিব্যাঃ' চ 'ধরুণঃ' ধারকঃ। এবং মহানুভাবঃ পবতে। 'বৃজনা'—'বৃজন্'—ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রার্থনার মধ্যে সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক, বিপদ হইতে রক্ষাকারী। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গল—পাপের পথে পদার্পণ—অধঃপতন। সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বিপদ—রিপুর আক্রমণ। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বভাব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়, তাঁহার এই বিপদের, এই অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। তাই সত্ত্বভাব অমঙ্গলনাশক।

সত্ত্বভাব দ্যুলোক ভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী। সত্ত্বভাবের প্রভাবেই জগৎ সৃষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে। ত্রিগুণের মধ্যে যখন সত্ত্বের প্রাধান্য ঘটে, তখনই জগৎ স্থৈর্য্যলাভ করে। তাই সত্ত্বভাবকে দ্যুলোকভূলোকের ধারণকারী ও রক্ষাকারী বলা হইয়াছে।

সত্ত্বভাব—দেবভাবসমূহের জনয়িতা ও পালক। মানুষের হৃদয়ের সমস্ত সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাবের উপজনের সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হয় ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের জন্যই

পাপতাপ মানুষকে আক্রমণ করিতে পারেনা—আলোকাগমে অন্ধকারের ন্যায়, মোহ অজ্ঞানতা দূরে পলায়ন করে—সত্ত্বভাবের এই জ্যোতিঃই তাহার রক্ষাস্ত্র। তাই সত্ত্বভাব রক্ষাস্ত্রধারী। (১অ-৩খ-৩সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ঋষিঃ বিপ্রঃ পুর এতা জনানাম্

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

ঋভুঃ ধীর উশনা কাব্যেন।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স চিৎ বিবেদ নিহিতং যৎ আসাম্

৩ ২ ২ ৩ ২ ২

অপীচ্যাই৩ং গুহ্যং নাম গোনাম্ ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যঃ 'ঋষিঃ' (মন্ত্রদ্রষ্টা, তত্ত্বদর্শী) 'বিপ্রঃ' (মেধাবী) 'ধীরঃ' (ধীমান্) 'জনানাম্' (লোকানাং) 'পুরএতা' (পুরতঃ গন্তা, সৎকর্ম্মণি অধিনায়কঃ) 'উশনাঃ' (ভগবন্তং কাময়মানঃ মোক্ষাভিলাষী) 'ঋভুঃ' (নরদেবঃ, সাধকঃ) 'সঃ চিৎ' (সঃ এব) 'আসাং গোনাং' প্রসিদ্ধানাং জ্ঞানরশ্মিনাং, জ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) 'অপীচ্যং' (অন্তর্নিহিতং) 'নিহিতং' (নিগূঢ়ং) 'গুহ্যং' (গোপনীয়ং, দুর্লভং) 'যৎ নাম' (যৎ রসং, যৎ অমৃতং) তৎ 'কাব্যেন' (স্তোত্রেণ প্রার্থনয়া) 'বিবেদ' (লভতে); নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষাভিলাষী প্রার্থনাপরায়ণঃ সাধকঃ অমৃতং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১অ ৩খ—৩সূ-৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

যিনি তত্ত্বদর্শী, মেধাবী, ধীমান্ লোকদিগের সৎকর্ম্মে অধিনায়ক মোক্ষাভিলাষী সাধক তিনিই জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্লভ অমৃত তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী প্রার্থনাপরায়ণ সাধক অমৃত লাভ করেন।)॥ (১অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋষিঃ' অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'পুর এতা' পুরতো গন্তা জনানাং মরুত্বানাং 'ঋভুঃ' উরুভাসমানঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'উশনাঃ' এতন্নামকঃ ঋষিঃ স 'স চিৎ' স এব 'কাব্যেন' স্তোত্রেণ 'বিবেদ' লভতে। কিমিতি? উচ্যতে। 'আসাং' 'গোনাং' গবাং সম্বন্ধি 'যৎ' 'অপীচ্যং' অন্তর্হিতনামৈতৎ অন্তর্হিতং 'নাম' নামকমুদকং পয়োলক্ষণং। কীদৃশং 'গুহ্যং' গোপনীয়ং॥ (১অ ৩খ—৩সূ—৩সা)॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (৬৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

মন্ত্রটী নিত্য সত্য-প্রখ্যাপক। কিরূপ সাধক অমৃত লাভের অধিকারী, তাহাই মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য কিরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন, সাধককে কেমন ভাবে আপনার জীবন গঠন করিতে হইবে, মন্ত্রে তাহার একটা উজ্জ্বল আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ অমৃতলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকা চাই। প্রাণের ব্যাকুলতা না থাকিলে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। আবার, শুধু ব্যাকুলতাটাই যথেষ্ট নহে। ব্যাকুলতা প্রাথমিক উদ্দীপক বটে, কিন্তু সঙ্গে অভীষ্ট সাধনের উপযোগী সৎকর্ম্মেও আত্মনিয়োগ করা চাই। জ্ঞানলাভ করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করা চাই। শুধু বিদ্যা অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা আত্মলাভ হয় না। অমৃতলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী হইতে হইবে। ধীরভাবে, অন্তরের সমগ্রশক্তির সহিত, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা চাই। তবেই অমৃতলাভ সম্ভবপর হয়।

জ্ঞানের মধ্যে যে অমৃত লুক্কায়িত আছে, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। তাই এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন 'নমেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন'। যে পর্য্যন্ত পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত শুধু পাণ্ডিত্যই লাভ হইবে,—পরাজ্ঞান বা অমৃতত্ব লাভ ঘটিবে না। তাই অমৃতকে "জ্ঞানের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় দুর্ল্লভ" বস্তু বলা হইয়াছে। সকলের ভাগ্যে এই বস্তু লাভ ঘটে না। যিনি ভগবৎপরায়ণ একনিষ্ঠ সাধক, সৎকর্ম্ম ও প্রার্থনা বলে তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রে এই সত্যই প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রান্তর্গত 'উশনাঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৩সূ—৫ঋ) দ্রষ্টব্য॥ (১অ—৩খ—৩সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ঈশানম্ অস্য জগতঃ স্বর্দৃশম্ ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র২র ১ক২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১। (কণ্বরথন্তরম্) আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩ ধায়িনা ৩ বাঃ।

র র ৩ ৫র ২র২র ৫ ২ ১
ঈশানমস্যজগতঃস্বুবদৃ। শা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী। ভ্রস্ ৩ আউবা ২ ৩॥

২ ২৩২ র র২২ ১২১ ২র১র ২ ১২ ২
এ ৩। স্তুষআ॥ (১) আয়িশানামিন্দ্রতস্থুষাঃ। ঈশানমায়ি। দ্রা ৩ স্থস্থু ৩ বাঃ।

র র র র র A৩ ৫র ২১র ৫
নত্বাবাঁ৺ অন্যোদিবিযোনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঐহী। নজাতো ২ ৩ ৪ না।

২ ২ ২৩২ র র ১র
জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ষ্য ৩ আ॥ (২) নাজাতো-

২ ১ ২১র র ২ ১ ২ ২ র
নজানিষ্যতায়ি। নজাতোনা। জা ৩ নায়িষ্যা ৩ তায়ি। অশ্বা-

র র র৩ ৫র ২১
য়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবাজিনা ২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যন্তা ২ ৩ ৪

৫ ২ ২ ২৩২
ত্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। মহআ (৩)।

* * *

২র ১র২র ১র২১ ২১র ২
২। (ককুবুত্তরেকণ্বরথন্তরম্)। আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩

১ ২ ২ র র ৩ ৫র ২র১র ৫
ধায়িনা ৩ বাঃ। ঈশানমস্যজগতঃস্বুবর্দশা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী।

২ ১ ২ ২৩২ ২র র ২ ১২২ ২
ভ্রস্ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩। স্তুষআ। (১) আয়িশানমিন্দ্রতস্থুবাঃ। না ৩

১ ২　২　র　র ২ ৩　৫র　২ ১র
স্বাবা ৩ ৮ আন্। যোদিবিক্ষোনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঔহো। নজাতো

৫　২　২　২৩ ২
২ ৩ ৪ বা। জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। স্তুতশা॥ (২)

র র ১র ২　১　২　১ ২　২　১　র ৬
নাজাতোনজনিষ্যতায়ি। অশ্ব ৩ খায়া ৩ স্তঃ। মঘবান্নিন্দ্রবাজিনা

৫র　২ ১　৫　২
২ ৩ ৪ ঔহো। গব্যান্তা ২ ৩ ৪ স্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২　২৩২
এ ৩। মহশা (৩)॥

* *

২　র র র ১ ১　র৩　৪　২ র　র১
৩। (বারবন্তীয়ম্)। অভিত্বাশ৷ঔহোহায়ি। রানোনু ২ ৩ ৪ বাঃ। অদুগ্ধাইবধেনাবো ২ ৩ ৪

৫　১১র　২　৫র৪র৫　১৩　৫　২ ৩　৫
হায়ি। ঈশানমস্যজগত:স্বর্দ্দৃ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ শাম্॥

২র১র২　১　৭　২　৩র৪র৫　১৩　২ ১　৩র ২　১
ঈশানম্। আয়িন্দ্রতস্থু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা

৫　৩র ২　৫র　৫　২রর
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ষাঃ। এহিয়া ৬ হা। (১) ঈশান-

র র র ২　৩　৫　২ ১　৫　১ র
মা৷ঔহোহায়ি। ত্রাতস্থু ২ ৩ ৪ ষাঃ। নত্বাবা৺ ২ ৩ ৪ হায়ি। অন্যোদিবি-

র　র২　৩র৪র৫　১৩　৫　২ ৩　৫
য়োনপার্থা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ বাঃ।

৩১র　১ ৭　২　৩র৪র৫　১৩　৫　৩র ২
নজাতঃ। নাজনিষ্যা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ২　৫　২র র র র ১ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। তায়ি। এহিয়া ৬ হা। (২) নজাতোনা৷ঔহোহায়ি।

র　৩　৫　২ ১　৫　১র
জানায়িষ্যা ২ ৩ ৪ তায়ি। অশ্বায়া ২ ৩ ৪ হা। তোমঘবন্নিন্দ্র

র২　৩র৪র৫　১৩　৫　২ ৩
বাজা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫　২১২　১৭র　৩র৪ ৫　১২　৫
নাঃ। গব্যন্তঃ। স্বাহবামা৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২　৫র　৫
ঔহো ৩ ১২ ৩ ৪। হায়ি। এহিয়া ৬ হা (৩)॥ ১২॥

* * *

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ঈশানম্ অস্য জগতঃ স্বর্দ্দৃশম্ ঈশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥ ১॥

* * *

গেয়-গানং।

২র ১র২র১র২১ ২১র ২ ১ ২ ২
১। (কণ্বরথন্তরম্) আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩ ধায়িনা ৩ বাঃ।
র র ৩ ৫র ২র২র ৫ ২ ১
ঈশানমস্যজগতঃসুবদৃ। শা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী। দ্রস্থ ৩ আউবা ২ ৩।
২ ২৩২ র র৫২ ১২১ ২র১র ২ ১২ ২
এ ৩। স্তুষআ॥ (১) আয়িশানমিন্দ্রস্তুস্থুষাঃ। ঈশানমায়ি। দ্রা ৩ স্থু ৩ ষাঃ।
র র র র র A৩ ৫র ২১র ৫
নত্বাবাঁ অন্যোদিবিয়োনপার্থিবা ২ ৩ ৪ ঐহী। নজাতো ২ ৩ ৪ না।
২ ২ ২৩২ র র ১র
জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ষ্য ৩ আ॥ (২) নাজাতো-
২ ১ ২১র র ২ ১ ২ ২ র
নজানিষ্যতায়ি। নজাতোনা। জা ৩ নায়িষ্যা ৩ তায়ি। অশ্বা-
র র র৩ ৫র ২১
য়ন্তোমঘবন্নিন্দ্রবাজিনা ২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যন্তা ২ ৩ ৪
৫ ২ ২ ২৩২
স্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। মহআ (৩)॥

* * *

২র ১র২র ১র২১ ২১র ২
২॥ (ককুবুত্তরেকণ্বরথন্তরম্)॥ আভিত্বাশূরনোনুমাঃ। অদুগ্ধাআয়ি। বা ৩
১ ২ ২ র র ৩ ৫র ২র১র ৫
ধায়িনা ৩ বাঃ। ঈশানমস্যজগতঃসুবর্দ্দশা ২ ৩ ৪ মৈহী। ঈশানা ২ ৩ ৪ মী।
২ ১ ২ ২৩২ ২র র ২ ১২২ ২
দ্রস্থ ৩ আউবা ২ ৩। এ ৩। স্তুষআ। (১) আয়িশানমিন্দ্রস্তুস্থুষাঃ। না ৩

১ ২ ২ র র ২ ৩ ৫র ২ ১র
ম্বাবা ৩ ৮ আন্। যোর্দ্দিবিয়োনপার্ত্থিবা ২ ৩ ৪ ঐতী। নজাতো

৫ ২ ২ ২৩ ২
২ ৩ ৪ না। জনা ৩ ১ উবা ২ ৩। এ ৩। ম্বতআ॥ (২)॥

র র ১র ২ ১ ২ ১ ২ ২ ১ র ৬
নাজাতোনজনিষ্যতায়ি। অ ৩ খায়া ৩ স্বাঃ। মঘবান্নিন্দ্রবাজিনা

৫র ২ ১ ৫ ২
২ ৩ ৪ ঐহী। গব্যান্তা ২ ৩ ৪ ম্বা। হবা ৩ ১ উবা ২ ৩।

২ ২৩ ২
এ ৩। মহআ (৩)॥

* * *

২ র র র ১ ১ র৩ ৪ ২ র র১
॥ (বারবন্তীয়ম্)॥ অভিত্বাশূঔহোহায়ি। রানোনু ২ ৩ ৪ বাঃ। অদুগ্ধাইবধেনাবো ২ ৩ ৪

১ ১১র ২ ৫র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫
হায়ি। ঈশানমস্যজগতঃস্বর্দ্দৃ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ শাম্॥

২র১র২ ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ২ ১ ৩র ২ ১
ঈশানম্। আয়িন্দ্রস্থস্থু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ২রর
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১) ঈশান-

র র র ২ ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ র
মাঔহোহায়ি। ত্রান্থস্থু ২ ৩ ৪ বাঃ। নত্বাবা৺ ২ ৩ ৪ হায়ি। অন্যোদিব্বি-

র র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
য়োনপার্থী ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ বাঃ।

৩১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
নজাতঃ। নাজনিষ্যা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ২ ৫ ২ র র র র ১ ২
৩ ১ ২ ৩ ৪। তায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) নজাতোনাঔহোহায়ি।

র ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১র
জানায়িষ্যা ২ ৩ ৪ তায়ি। অশ্বায়া ২ ৩ ৪ হা। তোমঘবন্নিন্দ্র

র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩
বাজা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২১২ ১৭র ৩র৪ ৫ ১২ ৫
নাঃ। গব্যন্তঃ। ঘাহবামা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫
ঔহো ৩ ১২ ৩ ৪। হায়ি। এহিয়া ৬ হা (৩)॥ ১।২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (শৌর্য্যসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অস্য' (দৃশ্যমানস্য) 'জগতঃ' (জঙ্গমস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং) 'তস্থুষঃ' (স্থাবরস্য) 'ঈশানং' (ঈশ্বরং চ) 'স্বর্দৃশং' (সর্ব্বদৃশং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, প্রতি) 'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ' (ভক্তিসহযুতা জ্ঞানিন ইব, যদ্বা—ভক্তিশূন্যাঃ বৃথাতর্কপরায়ণা ইব, চার্ব্বাকধর্ম্মিণ ইব ইতি ভাবঃ) বয়ং 'নোনুমঃ' (ভৃশং, আরাধয়ামঃ)। স্থাবরজঙ্গমাত্মকচরাচরাণাং বিশ্বেষাং পতিং ভগবন্তং পূজয়িতুং মূঢ়াঃ বয়ং সঙ্কল্পয়ামহে - ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১অ - ৪খ—১সূ—১সা)

* . *

বঙ্গানুবাদ।

শৌর্য্যসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দৃশ্যমান জঙ্গমের ঈশ্বর এবং স্থাবরের ঈশ্বর সর্ব্বদ্রষ্টা আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, ভক্তিসহযুত জ্ঞানিগণের ন্যায় অথবা ভক্তিশূন্য বৃথা-তর্কপরায়ণগণের ন্যায় (অর্থাৎ চার্ব্বাক-ধর্ম্মানুসারিগণের ন্যায়) আমরা আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী আত্মো-দ্বোধনমূলক। এই মন্ত্রের ভাব এই যে,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-চরাচর-বিশ্বের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করিতে মূঢ় আমরা সঙ্কল্প-বদ্ধ হইতেছি)। (১অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শূর' বিক্রান্তেন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'অভিনোনুমঃ' বয়ং ভৃশমভিষ্টুমঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ— 'অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ' অকৃতদোহা গাবঃ আদরেণ বৎসান প্রতি হম্বারবং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ বয়ং স্তুমঃ ইত্যর্থঃ। কীদৃশং? 'অস্য' 'জগতঃ' জঙ্গমস্য 'ঈশানং'। 'ঈশ্বরং 'তস্থুষঃ' স্থাবরস্য চ 'ঈশানং' 'স্বর্দৃশং' সর্ব্বদৃশং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ॥ (১অ—৪খ—১সূ—১সা)।

. . .

প্রথম (৬৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' উপমাংশ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে উহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'দুগ্ধপূর্ণ পালান-বিশিষ্ট গাভীসমূহের ন্যায়।' তাহা হইতে ভাব পরিগৃহীত হইয়া থাকে - 'সোমরসপূর্ণ চমসের সহিত বিদ্যমান'। দুগ্ধবতী গাভীসকলকে যেমন লোকে আদর করে, সোমরসপূর্ণ চমস-পাত্র-বিশিষ্ট মনুষ্যকে ইন্দ্রদেব সেইরূপ আদর করিয়া থাকেন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ উপমাংশে এবম্বিধ ভাবই পরি-গৃহীত হইতে দেখি। এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনায় ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক যেন

বলা হইতেছে,—'হে শূর ইন্দ্র! স্থাবরসমূহের ঈশ্বর এবং জঙ্গমসমূহের ঈশ্বর যে আপনি, সেই আপনার জন্য চমসে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্য প্রস্তুত রাখিয়া আমরা নমস্কার করিতেছি।' ভাব এই যে,—'আমরা সোমরসের প্রস্তুতকারী; সোমরস প্রস্তুত রাখিয়াছি; আপনি আসিয়া তাহা গ্রহণ করুন।'

মন্ত্রের ব্যাখ্যাদি-বিষয়ে অপর কোনও অংশের সহিত আমাদিগের মতান্তর নাই। এক মাত্র মতান্তর—"অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" উপমার অর্থ-বিষয়ে। 'অদুগ্ধাঃ' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যাহাতে দুগ্ধ নাই, তৎপক্ষেও 'অদুগ্ধাঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। আবার, যাহাতে দুগ্ধ আছে, তৎসম্বন্ধেও ঐ পদের প্রয়োগে সঙ্গতি দেখি। তদনুসারে "অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ" বাক্যাংশে 'দুগ্ধবতী ধেনুসমূহের ন্যায়' অথবা 'দুগ্ধহীন গাভীসমূহের মত' দুই অর্থই পাইতে পারি। মন্ত্রার্থে সেই দুই রূপ ভাবেরই সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাহা হইতে 'দুগ্ধবিশিষ্ট গাভীর মত আমরা' অথবা 'দুগ্ধশূন্য গাভীর ন্যায় আমরা' এই দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখন বুঝিয়া দেখুন—এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি! সেই তাৎপর্য্যের অনুসরণেই ভাষ্যাদিতে চমসের ও সোমরসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তদ্রূপ সামগ্রীর পরিকল্পনা করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। দেবতার আরাধনায় বা ভগবানের পূজায় প্রয়োজন কোন্ সামগ্রীর? হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্ব—জ্ঞানসমন্বিতা ভক্তি—তাহাই কি দেবতার পূজায় নৈবেদ্য নহে? তাহাই হবিঃ—তাহাই পূজোপকরণ—তাহাই ভগবানের প্রীতির আস্পদ। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন—'অদুগ্ধাঃ ইব ধেনবঃ' আমরা। ইহাতে কি ভাব সহসা অন্তরে উপস্থিত হয়? প্রধানতঃ, এখানে দ্বিবিধ ভাব অধ্যাহার করিতে পারি। এক ভাবে—আপনাদিগের অক্ষমতা প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, 'অতি-নীচ অতি-হেয় আমরা'—এই অর্থ ব্যক্ত হয়। অন্য ভাব—ভক্তিযুত জ্ঞানসমন্বিত হইয়া যেন (অর্থাৎ আপনার উপাসনার যোগ্যতা লাভ করিয়া যেন) আমরা আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি—এইরূপ অর্থ আমনন করা যায়। আমরা তাই 'অদুগ্ধাঃ' পদে 'ভক্তিহীন' বা 'ভক্তিযুক্ত' এই দুই অবস্থারই পরিকল্পনা করিয়াছি। 'ধেনবঃ' পদে 'জ্ঞানরশ্মিসমূহ' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথবা, 'একান্তানুরাগী' অর্থও পাইতে পারি। এই পদের বিষয় পূর্ব্বে আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, এই উপমায় ভক্তিসংযুত জ্ঞানী হইয়া অথবা একান্তানুরাগী হইয়া আমরা যেন আপনার উপাসনায় ব্রতী হইতে পারি,—এই এক ভাব প্রকাশ পায়। আর এক ভাবে, বৃথা-তর্কপরায়ণ চার্ব্বাকধর্ম্মী আমরা যেন আপনার পূজায় ব্রতী হইতে পারি—এইরূপ অর্থের সঙ্গতি দেখি। মন্ত্র আত্মোদ্বোধক। আপনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রার্থনাকারী সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। ১অ—৪খ—১সূ—১সা)॥ *

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—১দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশৎ সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ং সাম।

১র ২র ৩ ১ ৩ ২ ২র ৩
ন ত্বাবাঁ৺ অন্যো দিব্যো ন পার্থিবো

২ ৩ ১র ২র
ন জাতো ন জনিষ্যতে

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অশ্বায়ন্তো মঘবন্নিন্দ্র বাজিনো গব্যন্তঃ ত্বা হবামহে॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (পরমধনদাতঃ) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'দিব্যঃ' (দিবিভবঃ, দ্যুলোকজাতঃ) 'অন্যঃ' (অন্যঃ কঃ অপি ইত্যর্থঃ) 'ন' (ন অস্তি); 'পার্থিবঃ' (ভূলোকজাতঃ কঃ অপি) 'ন' (ন অস্তি) ত্বাবান্ 'ন' (ন কঃ অপি) 'জাতঃ' (উৎপন্নঃ, সৃষ্টঃ অভবৎ) তথা 'ন' (ন কঃ) 'জনিষ্যতে' (ভবিষ্যতি); ভগবান্ দেশকালপাত্রং অতি বর্ত্ততে—ইতি ভাবঃ; হে দেব! 'অশ্বায়ন্তঃ' (ব্যাপকজ্ঞানকামিনঃ) 'বাজিনঃ' (আত্মশক্তিলাভার্থিনঃ) 'গব্যন্তঃ' (পরাজ্ঞানপ্রাপ্তিকামাঃ) বয়ং 'ত্বা (ত্বাং) 'হবামহে' (আরাধয়ামঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং তথা আত্মশক্তিং প্রযচ্ছ ইতিপ্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনদাতঃ বলাধিপতি হে দেব! আপনার সদৃশ দ্যুলোকজাত অন্য কেহই নাই; ভূলোকজাত কেহও নাই; আপনার সদৃশ কেহই সৃষ্ট হয় নাই এবং কেহ হইবে না; (ভাব এই যে,—ভগবান্ দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন); হে দেব! ব্যাপকজ্ঞানকামী আত্মশক্তিলাভার্থী পরাজ্ঞান প্রাপ্তিকামী আমরা আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (১অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মঘবন্নিন্দ্র'! 'দিব্যঃ' দিবিভবঃ 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশঃ 'অন্যঃ' ন জায়তে। 'পার্থিবঃ' পৃথিব্যাং ভবোঽপি ত্বাবান্ 'ন জাতঃ' ন জায়তে দিব্যঃ পার্থিবো বা ত্বাবান্ ন জাতঃ ন চ 'জনিষ্যতে' নোৎপৎস্যতে লোকদ্বয়েঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু তাদৃশঃ কশ্চিন্নাস্তি ত্বমেব সমর্থো ভবসীত্যর্থঃ। 'অশ্বায়ন্তঃ' অশ্বানিচ্ছন্তঃ 'বজিনঃ' বাজমন্নমিচ্ছন্তঃ (ইচ্ছায়াং সিন প্রত্যয়ঃ) হবিষ্মন্তো বা 'গব্যন্তঃ' গা ইচ্ছন্তশ্চ বয়ং হে ইন্দ্র! 'ত্বা' ত্বাং 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (৬৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে, ভগবানের মহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে তাঁহার নিকট পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভগবান্ দেশ কালের অতীত। দেশ ও কাল তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। বিশ্ব তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং দ্যুলোকভূলোকে অর্থাৎ সমগ্রবিশ্বে তাঁহার সমান কেহই নাই এবং থাকিতে পারে না। তাঁহার শক্তি পাইয়া জগৎ শক্তি লাভ করে, তাঁহার কৃপায় বিশ্ব বাঁচিয়া আছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নিঃ,
তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

তাঁহার জ্যোতিঃ পাইয়া চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ হয়, তাঁহার শক্তিতে সকলে শক্তি লাভ করে। তিনিই জগতের শক্তির ও জ্যোতির উৎস। তিনি বিশ্ববিধাতা, বিশ্বের রক্ষা কর্ত্তা ও পালন কর্ত্তা। তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিলে মানুষ আপনাকে মহাশক্তিশালী মনে করে, সুতরাং ক্ষুদ্র মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ শক্তি ও জ্ঞান লইয়া তাঁহার অসীম শক্তির ধারণাই করিতে পারে না। সাধক এইমাত্র বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত ও পরিচালিত হয়। সুতরাং তাঁহার সমান কে থাকিতে পারে? মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

সেই পরম পুরুষের নিকটেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে,—"হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন, আমরা যেন তৎসাহায্যে আপনার চরণে পৌঁছিতে পারি। আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন, যেন আমরা রিপুজয় করিতে পারি, পাপমোহের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" ইহাই প্রার্থনার সার-মর্ম্ম। (১অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের দ্বাত্রিংশ সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী সদা বৃধঃ সখা।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৩ র ৪ ৪র ৪র ৫ ১ র ২১র ২ ১
১। (মহাবামদেব্যম্)। কাহ ৫ য়া। নশ্চা ৩ ইত্রা ৩ আভুবাৎ। উ। তীসদাবৃধঃস। খা।

২ র ১ ১ ২A ৩ র ২ ১ —— ২
ঔ ৩ হোবাই। কয়া ২ ৩ শচাই। ষ্ঠয়োহো ৩। হুম্মা ২। বা ২ র্তো ৩ ২ ৫ হাই॥

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২ ২
(১) কাহ ৫ স্বা। সত্যো ৩ মা ৩ দানাম্। মা। হিষ্ঠোমাৎসান্ধ। সা। ঔ ৩

র ১ ১ ২A ৩ র ২ ১ —— ১ ২
হোহাই। দৃঢ়া ২ ৩ চিদা। রুজোহো ৩। হুম্মা ২। বাহ ৩ সো ৩ ২ ৫ হায়ি।

৩ র ৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২র
(২) আহ ৫ ভী। যুণাতঃসা ৩ খীনাম্। আ। বিতাজরায়িতৃ।

১ র ২ ১ ২A ৩ র ২ ১ ——
ণাম্। ঔ ২ ৩ হোহায়ি। শতা ২ ৩ ভুবাসিয়োহো ৩। হুম্মা ২।

১ ২
ত্যাহ ২ য়ো ৩ ২ ৫ হায়ি॥

* * *

২ র র ২ ৪র৩র ৪র৫ র ১
২। (বারবন্তীয়ম্)॥ কয়ানশ্চিত্রআ। ভু ৩ বাৎ। উতীসদাবৃধাঃ। স্থা।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
সা ২ ৩ ৪ খা। কায়া ৩ উবা। শচি। ষ্ঠয়ো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ র্তো ৬ হায়ি॥

২ র র ২A ৩ ৪ র ২ ৪৫র ১ ৩ ৫ ১ ২
(১) কস্ত্বাসত্যোমদা ৩ নাম্। মং হিষ্ঠোমৎসদা। স্থা। ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। দাঢ়া ৩

২ ১র ২ ৫ ৪ ৪ ৫ ২ র
উবা। চিদা। রুজো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ হায়ি॥ (২) অভিযুণঃসখী

২৮ ৩ ৪৫ ৪ র ১ ৩ ৫ ১২ ২ ২
ওনায়্। অবিতাজয়া। হুস। তু ২৩৪পায়। পাতা ০ উবা। ভবা।।

২ ১ ৫ ৪ ৫
শিয়ো ২৩৪বা। ভা ৫ যো ৬ হায়ি॥ ১২৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সদাবৃধঃ' (নিত্যবর্দ্ধমানঃ, চিরনবীনত্বসম্পন্নঃ) 'চিত্রঃ' (বৈচিত্র্যবিশিষ্টঃ, অভিনব-কর্ম্মযুতঃ) 'সখা' (মিত্রভূতঃ, সুহৃৎস্থানীয়ঃ স দেবঃ) 'কয়া ঊতী' (কীদৃশেন কর্ম্মণা তর্পণেন বা) 'নঃ' (অস্মান) 'আ ভুবৎ' (আভিমুখ্যেন ভবেৎ); তথা 'শচিষ্ঠয়া' (প্রজ্ঞানত্তময়া, প্রজ্ঞানসহিতমনুষ্ঠীয়মানেন) 'কয়া বৃতা' (কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা বা) স এব প্রাপ্তব্যঃ ইতি শেষঃ। কেন কর্ম্মণা ভগবান প্রাপ্তব্যঃ তদ্বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসুঃ ভবতি; মন্ত্রঃ তস্য ব্যাকুলতাপ্রকাশকঃ—ইতিভাবঃ॥ (১অ ৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

চিরনবীনত্বসম্পন্ন, অভিনবকর্ম্মযুত, সুহৃৎস্থানীয় সেই দেবতা—কি প্রকার কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখী হয়েন? আর, প্রজ্ঞা-সহ-অনুষ্ঠীয়মান্ কোন কর্ম্মের দ্বারাই বা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন? (কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কি প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে প্রার্থনাকারী অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন; মন্ত্র তাঁহার সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১অ—৪খ—২সূ—১সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সদাবৃধঃ' সদা বর্দ্ধমানঃ 'চিত্রঃ' চায়নীয়ঃ পূজনীয়ঃ 'সখা' মিত্রভূতঃ ইন্দ্রঃ 'কয়া' 'ঊতী' ঊত্যা তর্পণেন 'নঃ' অস্মান 'আ ভুবৎ' আভিমুখ্যেন ভবেৎ? 'শচিষ্ঠয়া' প্রজ্ঞাবত্তময়া প্রজ্ঞানসহিতানুষ্ঠীয়মানেন। 'কয়াবৃতা'? কেন বর্ত্তনেন কর্ম্মণা চ অভিমুখো ভবেৎ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটি পাঠ করিলে এবং ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলেই একথা মনে হয়—এই মন্ত্রে যেন কেহ কাহারও নিকট ভগবানের পূজার পদ্ধতি শিখিতে চাহিতেছেন। তিনি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কিরূপ তর্পণের দ্বারা বা কিরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ নিকটে আসেন?'

প্রশ্ন এইরূপই বটে ; তাবার্থে এইরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ই মনে আসে সত্য। কিন্তু এ প্রশ্ন যে একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমরা মনে করি না। আমাদিগের মতে, মন্ত্রটী আত্মজিজ্ঞাসামূলক। কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আবার কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি নিকটে আসেন,—এইরূপ আত্মানুসন্ধানই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। সাধক ব্যাকুল হইয়াছেন ; কি করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন—তাহারই সন্ধান করিতেছেন। মন্ত্র এই আত্মানুসন্ধানের ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

মন্ত্রে প্রশ্নমূলক দুইটী 'কয়া' পদ আছে। সেই দুই পদের সহিত যথাক্রমে 'ঊতী' ও 'বৃতা' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ মাত্র একটী আছে। সেটী—'ভুবৎ'। সুতরাং ঐ ক্রিয়াপদকে উভয় প্রশ্নের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। আমরা এখানে ভাব-পক্ষে 'স এব প্রাপ্তব্যঃ' প্রতিবাক্য শেষাংশে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাকে কি প্রকারে কীদৃশ কর্ম্মের দ্বারা অভিমুখে আনয়ন করা যায়—এবম্বিধ প্রশ্নেও যে ভাব ব্যক্ত করে ; কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য হয়েন অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়,—এরূপ প্রশ্নেও সেই ভাবই প্রকাশ পায়। এখন 'ঊতী' আর 'বৃতা' পদদ্বয়ে কি মর্ম্ম প্রকাশ করে, তাহা একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া দেখুন। দুই পদেই ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভাব প্রকাশ পায়। যে কর্ম্মে আত্মরক্ষা হয়, তাহাই 'ঊতি' পদের লক্ষ্য ; আর যাহা নিত্য-অনুষ্ঠিত, তাহাই 'বৃতা' পদে নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবদুদ্দেশে কর্ম্ম দুই প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দুই প্রকার কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দুই কর্ম্মের ভাব 'ঊতী' ও 'বৃতা' পদদ্বয়ে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। (১অ—৪খ—২সূ ১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসৎ অন্ধসঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দৃঢ়া চিৎ আরুজে বসু ॥ ২ ॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৭খ—৭দ—৫সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। অধিকন্তু উহা যজুর্ব্বেদের (ষড়্বিংশ অধ্যায়, চতুর্থ কণ্ডিকা) এবং অথর্ব্ববেদেরও (২০কা—১২৪সূ—১ম) মন্ত্র। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদানাং' (মাদয়িতৄণাং, আনন্দদায়কানাং বস্তুনাং - মধ্যে ইতি যাবৎ) 'কঃ' (কঃ বস্তু) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৎসৎ' (মাদয়তি, আনন্দং প্রযচ্ছতি) ? 'চিৎ' (নিশ্চয়মেব) সাধকানাং হৃদিস্থিতং 'সত্যঃ' (সত্যভূতং) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য, সত্ত্বভাবজাতং ইত্যর্থঃ) 'মংহিষ্ঠঃ' (পূজনীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'বসু' (ধনং, পরমধনং) ত্বাং আনন্দং প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ ; হে দেব ! 'দৃঢ়া' (দৃঢ়ানি, কঠোরাণি - রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'আ' (সমন্তাৎ, সম্যক্‌রূপেণ) 'রুজে' (বিনাশয়) ; অয়ং মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। সাধকানাং বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন ভগবান্ প্রীতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আনন্দদায়ক বস্তুদিগের মধ্যে কোনবস্তু আপনাকে আনন্দ প্রদান করে ? নিশ্চয়ই সাধকদিগের হৃদয়স্থিত সত্যভূত সত্ত্বভাবজাত শ্রেষ্ঠ ধন আপনাকে আনন্দ প্রদান করে ; হে দেব ! কঠোর রিপুদিগকে সম্যক্‌রূপে বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন) ॥ (১অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'মংহিষ্ঠঃ' পূজনীয়ঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ মদানাং মাদয়িতৄণাং মধ্যে 'কঃ' মদকরঃ ? 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য রসঃ। 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বসু' শত্রুসম্বন্ধি গবাদিকং ধনং 'আরুজে' আ সমন্তাৎ ভঙ্‌ক্তুং হে ইন্দ্র ! 'ত্বা' ত্বাং 'মৎসৎ' মাদয়েৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—:•:—

পিতা আপনার সন্তানকে উন্নত ও পবিত্র দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়েন, তেমন আর কিছুতেই নয়। জগৎপিতা ভগবানও সেইরূপ তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে বিশুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চার দেখিলে আনন্দলাভ করেন। বিশ্ব তাঁহারই প্রতিচ্ছবি। তাই, এই বিশ্ব যত তাহার আদি উৎপত্তিনিলয়ের দিকে অগ্রসর হয়, ততই আনন্দের বিষয়। তাই প্রশ্ন করা হইয়াছে "কোন বস্তু আপনাকে আনন্দদান করে" ? তাহার অবিসংবাদী উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই প্রদত্ত হইয়াছে—'সাধক হৃদয়ের সত্ত্বভাব'। মঙ্গলময় ভগবান্ ইহাই ইচ্ছা করেন যে, বিশ্ববাসী সকলই মঙ্গলের পথে চলুক। তাই সাধকের এই উন্নতিতে তাঁহার আনন্দ ; বেদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। ভাষ্যকার 'বসু' পদের অর্থ করিয়াছেন "শত্রুসম্বন্ধি গবাদিকং ধনং"। কিন্তু 'বসু' পদের সহজ সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এত দূরার্থ গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিনা। আমরা 'বসু' পদে 'ধনং' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ ৪খ - ২সূ—২সা)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অভী ষু ণঃ সখীনাম্ অবিতা জরিতৃণাম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শতং ভবাসি উতয়ে॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'সখীনাং' (তব সখীভূতানাং) 'জরিতৃণাং' (প্রার্থনাকারিণাং, সাধকানাং) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) ত্বং 'শতং' (শতসংখ্যাকং, বহ্বীভিঃ ইত্যর্থঃ) 'উতয়ে' (রক্ষায়ৈ, ঊতিভিঃ, রক্ষাশক্তিভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ, সম্যক্‌প্রকারেণ) 'অভিভবাসি' (অভিমুখঃ ভব, প্রাপন্ন ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৪খ - ২সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সখীভূত সাধকদিগের রক্ষক আপনি বহুরক্ষা-শক্তির সহিত আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমা-দিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।)। (১অ—৪খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'সখীনাং' সমানখ্যাতীনাং 'জরিতৃণাং' 'অবিতা' রক্ষিতা ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'শতং' শতসংখ্যাকং উতয়ে রক্ষায়ৈ 'সু' সুষ্ঠু 'অভিভবাসি' অভিমুখো ভব। 'শতম্ভবা-স্যূতয়ে' 'শতম্ভবাস্যূতিভিঃ' - ইতি পাঠৌ। (১অ - ৪খ - ২সূ - ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্বিংশবর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানই মানুষের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহার মঙ্গলনীতিবলেই আমরা সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি। সাধকগণ তাঁহারই রক্ষাশক্তির আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম' সেই পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

সাধকগণ ভগবানের মিত্রভূত—অতিশয় ঘনিষ্টবন্ধু। 'সমপ্রাণঃ সখামতঃ'—তিনি সাধকদিগের সেই এক-প্রাণ সখা। ভক্তগণ তাঁহার এমনই প্রিয়-পাত্র যে তাঁহাদিগকে তিনি আপনার প্রাণের তুল্য মনে করেন। সাধকের এই সৌভাগ্য মানব জাতির অনুধ্যানের বিষয়।

মানবের একমাত্র রক্ষক সেই ভগবানের নিকটেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'উতয়ে' পদে বিবরণকারের মতানুসারে আমরা 'উতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শতং' পদ বহুত্ববাচক, উহা দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় নাই। তাই 'উতয়ে' শব্দের বিশেষণ 'শতং' পদের 'বহুভিঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রচলিত ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। তাহা সায়ণভাষ্য এবং মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে॥ (১অ—৪খ—২৮—৩সা)।•

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২.৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

তং বো দস্মম্ ঋতীষহং বসোঃ মন্দানম্ অন্ধসঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩

অভি বৎসং ন স্বসরেষু ধেনব

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রং গীর্ভিঃ নবামহে॥ ১॥

গেয়-গানং।

১ ২র ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫ ২ ১র

১॥ (নৌধসম্)॥ তা ২ ৩ ৪ ম্। বোদস্মমৃতী। ষাহাম্। বসোর্ম্মন্দা।

১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র ৩

না ৩ ন্ধা ৩ সাঃ। আ ২ ৩ ভী। বাৎসন্ন। স্বস। রায়ি। যুধেনঃ।

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (তৃতীয় অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ১ ২ ১ ২ ১ ৫ ৩
২ ৩ ৪ বাঃ। আ ২ ৩ য়িন্দ্রাম্। গায়িভির্ম্বো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩

৫ ১ ৫র ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১র
৪ হে।(.) আ ২ ৩ ৪ য়ি। অ্রর্কোভির্ম্ব। মাহায়ি। ইন্দ্রগীর্ভায়িঃ।*

২ ১২ ২ ১ ২ ২ ২ ১ ২ ১
মা ৩ বাম্মা ৩ হায়ি। দূ ২ ৩ ক্ষাম্। সুদান্ধুম্। তবি। ষায়ি।

২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
ভায়িরাণা ২ ৩ ৫ র্ভাম্। গা ২ ৩ য়িরীম্। নপুরুক্তো ২ ৩

৫ ৩ ৫ ১
৪ বা। আ ২ ৩ ৪ সাম্॥ (২) গা ২ ৩ ৪ য়ি।

২ ৪র ৫ ২ ১ ২ ১ ২
রিম্রপুরুতো। আসাস্। গিরম্রপূ। রু ৩ হোতা

২ ১ ২ ১ ৪২ ১২
৩ সাম্। ক্ষ ২ ৩ মা। ভংবাজম্। শৃতি।

১ ২৩ ৫ ১ ২
নাম্। সাহস্রা ২ ৩ ৪ ইণাম্। মা ২ ৩ ক্ষু।

১ ২ ১ ৫ ৩
গোমন্তমো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩ ৪ হে॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১র ২র
২॥ (অভীবর্ত্তম্)॥ ভংবো ৩ দা ৩ স্মাহম্ভীষহোণা। বাসোর্ম্মন্দা।

১২ — ১ ২ ৩ ৪৫র ২১ ২
নমাধা ১ সা ২ ঃ। আভিবৎসা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। নস্বসরে। সুধায়িনা

— ১২ A ৩২ ১ ৩
১ বা ২ ঃ। ইন্দ্রাঙ্গা ১ য়ির্ভা ২ ঃ। নবা ৩। মা ২ ৩ ৪ ৫। হা

১ ১ ১ ১ ৫ ৪ ২ ১ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ য়ি। (.) ইন্দ্রা ৩ ঙ্গ ৩ য়ির্ভির্ম্বামহোবা। আয়িন্দ্রগীর্ভিঃ।

১২ — ১ ২ ৩ ৪৫র
নবামা ১ হা ২ য়ি। দুক্ষ৺সুদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুস্তবিবী।

২ ১ ২ = ১ ২ A ৩ ২ ১
ভিরাবা ১ স্তা ২ মৃ। গিরাগ্নিয়া১পূ২। রুভী ৩। জা ২ ৩ ৪ ৫।

১র ১ ১ ১ ১ ৫ ১ ২ ৪ ৫র ৪ ৫
সা ২ ৩ ৪ ৫ মৃ॥ (৩) গিরা ৩ য়িষা ৩ পুরুভোজগোবা।

১ ২ ১ ২ — ১ ২
গায়িরিয়পু। রুভোজা ১ সা ২ মৃ। ক্ষুমস্তবা ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ — ১ ২ A
জও শক্তিনম্। সহাস্রা ১ য়িণা ২ মৃ। মক্ষুগো ১ মা ২।

৩ ২ ১ ৩ ১ ২ ১ ১
ভমা ৩ য়ি। মা ২ ৩ ৪ ৫। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥

* * *

৫ র ২ ৪ ৫ ৪ র ৫ ২ ১ —
৩। (অনিত্রাঙ্গম্)॥ তংবোদা ৩ স্ময়২মৃতীষহাস্। হুবেহো ২ য়ি।

১ র র ২ — ১ — ৩ ২ A ৩
বসোর্ম্মন্দানমান্ধা ১ সা ২ঃ। অভিবৎসম্নস্ব ২ য়ি। মুধায়িনা ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১র A ৩
বাঃ। ইন্দ্রো৩ও হোয়ি। গীর্ভা ৩ য়িহো। নণা। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৫র র ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ২ ১ —
ঔহোবা॥ (১) ইন্দ্রঙ্গা ৩ য়ির্ভির্ন্নবামহায়ি। হুবেহো ২ য়ি।

১ র ২ — ১ র A
ইন্দ্রগীর্ভির্ন্নবামা ১ হা ২ য়ি। দ্যুক্ষও সুদানুস্তবিষা ২ য়ি।

৩ ২ A ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ ১
ভিয়াবা ২ ৩ ৪ র্ত্তাম্। গিরা ৩ য়িও হোয়ি। নপূ ৩ হো।

২ ১র — ৩ ৫র র ৫ ২
রুভো। জা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) গিরিয়া ৩

৪ ৫ ৪র ৫ ২ ১ — ১ ২
পুরুভোজসাম্। হুবেহো ২ য়ি। গিরিয়পুরুভো ১

— ১ র A
জাসা ২ মৃ। ক্ষুমন্তংবাজও শক্তিনা ২ মৃ।

৩২A৩ ৫ ১২ ১
সহাস্রা। ২ ৩৪ য়িণাম্। মক্ষ ০ হোয়ি।

র২ ১ ২১র A৩
গোমা ৩ হো। ভমী। মা ২ হা ২ ৩ ৪

৫রর ২১ ১১১১
ঔহোবা। ভনিত্রা ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥

* . *

১ র২১ ২র১ র র২১ ২
৪। (শুদ্ধাশুদ্ধীয়াত্তম্)॥ ভংবোদস্মমৃতীষহাম্। বসোর্মন্দানমন্ধা ২ ৩ সাঃ।

১ র২১র ২ ১ ২ ১A
অভিবৎসমস্বসরেষুধেনা ২ ৩ বাঃ। ইন্দ্রম্গা ২ ৩ য়িষী ৩ য়িঃ। না ২।

৩র২A ৫রর ৩১১১১ ১ ২র১ ২র১
বামা ৩ ৪ ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি॥ (১) ইন্দ্রগীর্ভির্নবামহায়ি।

র ২১র ২ ১ র ৫ ২১র
ইন্দ্রগীর্ভির্নবামা ২ ৩ হায়ি। দ্যুক্ষং সুদানুস্তবিষীভিরাবা২ ঊ

২ ১ ২ ১A ৩২A ৫রর
র্ত্তাম্। গিরিম্না ২ ৩ পূ ৩। রু ২। ভোজা ২ ৪ ঔহোবা।

৩১১১১ ২১২ ১র২১
সা ২ ৩ ৪ ৫ ম্॥ (২) গিরিম্নপুরুভোজসাম্।

২১র ২ ১ র
গিরিম্নপুরুভোজা ২ ৩ সাম্। ক্ষুমন্তবাজং-

র ২১ ২ ১র
শতিনং সহস্রা ২ ৩ য়িণাম্। মক্ষু গো ২ ৩

২ ১A ৩র২
মা ৩। ভা ২ ম্। ঈমা ৩ ৪

৫র২ ৩১১১১
ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ ৫ মি॥

* . *

৩-৪র ৩৪৫র ৩২ ৪-র র
॥ (অনিষ্টোত্তরম্)-॥ তবোদস্মমৃতী। ষহাতম্। যশোর্শ্বা।

১ র ৭ ৩-৪ ৩ ৪৫র
হোয়ি। হো'য়। দানাযস্কানা ২ ৩ ৪ ঃ। অভিবৎসমস্বসরে।

৩২ ৪৫ ১ ২র ২ A
যুধা ৩ য়িনাগাঃ। আয়িন্দ্রজীর্ভর্ন বো ৩। হো ৩ ১ য়ি। মা ২

৩ ৫র র ৩৪র ৩৪৫র ৩২ ৪ ৫
হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (১) ইন্দ্রজীর্ভিষবা। মহা ৩ য়ি ইন্দ্রস্বায়ি।

১ ২ ৩
হোয়ি। হোয়ি। ভির্ম্বা ২ মাহা ২ ৩ ৪ য়ি। দ্যাক্ষ

৪-৩র৪৩৪৫র ৩-২ ৪৫ ১ ২ S
সুদানুস্তবিষী। ভিরা ৩ বাৰ্ত্তাম্। গায়িরিয়পুরুভো ৩।

২ A ৩ ৫র র ৪ ৩
হো ৩ ১ য়ি। আ ২ মা ২ ৩-৪ ঔহোবা ॥ (২) গিরিম্ন-

৪৫ র ৩২ ৪ ৫ ১
পুরুভো। জমা ৩ মঃ। গিরিমা। হোয়ি।

৪ ৪৩৪
হোয়ি। পুরুভো ১ জানা ২ ৩ ৪ মঃ। ক্ষুমন্তং

৩র৪ ৩৪৫ ৩-২ ৪ ৫ ১র
বাজভশতিনম্। সহা ৩ স্রায়িণাম্। মাক্ষু

২র ১ ২ A ৩
গোমন্তমো ৩। হো ৩ ১ য়ি। মা ২ হা ২৩৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। জনী ৩ স্রা ২ ৩ ৪ ৫ ম্ (৩) ॥

* * *

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ ক্র র
৮ ॥ (গৌতমস্য) ॥ তংবো ৩ দ ৩ স্মাহমৃতীষহোবা। যশোর্স্মন্দান

র — ১ ৭ ১ ৩ ৫
মন্ধসাভিবৎসমস্বনা ২ রায়িযুধা ২ ৩। হোয়ি। না ২ ৩ ৪ বাঃ ॥

১ র S ২ ১ A ৩ ৫র র
ইন্দ্রগীর্ভিঃ। নবা ৩ হা ৩ য়ি। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১ র র র
ইন্দ্রা ৩ ম্বা ৩ য়ির্ভির্ম্বামহোবা। ইন্দ্রঙ্গীর্ভির্ন্বামহেচ্ছাক্ষ্ম্

র — ১ ৭ ১ ৩ ৫
দুদানুস্তবা ২ য়িষায়িভিরা ২ ৩। হো। বা ২ ৩ ৪ ভাম্।

১ S ২ ১ A ৩ ৫র র
গিরিষপু। ক্ষতো ৩ হা ৩ য়ি। জা ২ গা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

৪৫ ২ ৪ ৫র ৪৫ ১
(২) গিরা ৩ য়িম্বা ৩ পুরুভোজসোবা। গিরিষ্মপুরু

র র — ১ ৭ ১
ভোজসংক্ষুমস্তংবাজম্শতা ২ য়িনাম্সহা ২ ৩। হো।

৩ ৫ ১ র র S ২
স্রা ২ ৩ ৪ য়িণাম্। মক্ষূগোম। স্তমা ৩ হা ৩

১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
য়ি। মা ২ হা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ র
৭॥ (আক্ষারনিধনং কাণ্বম্)॥ তংবোদা ৩ স্মমৃহতীষহাম্। বাসো

২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১
র্মন্দা। নমা ২ ৩ ন্ধসাউ। বা ৩ ২। অভিবৎসাম্। নস্বসরায়ি।

২ ১র ৫ ১ ২ ১র ২ ১র
মুধেনা ২ ৩ ৪ বাঃ। আ ২ ৩ য়িন্দ্রাম্। গীর্ভির্ম্। বামা ২ ৩ ৪ ৫

৫ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১ ২র
হা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ (১) ইন্দ্রঙ্গা ৩ য়ির্ভির্ম্বামহায়ি। আয়িন্দ্রঙ্গীর্ভিঃ।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১
নবা ২ ৩ মহাউ। বা ৩ ২। দ্যুক্ষম্সুদা। সুস্তবিশায়ি।

২ ১র ৫ ১ ২ ১ ২ ১র
ভিরাবা ২ ৩ ৪ র্ধাম্। গা ২ ৩ য়িরীম্। নপুরু। ভোজা ২ ৩ ৪ ৫

১ ২ ১২ ৫র ৪ ৫

গা ৬ ৫ ৬ ॥ (২) গিরিয়া ৩ পুরুহ্ভোজসাম্ ॥

১ ২ ১ ২

গায়িরিয়পু। রুভো ২ ৩ জসাউ। বা ৩ ২।

১ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২ ১ ৫

ক্ষুমস্তংবা। অ৺শতিনাম্। সহস্রা ২৩৪য়িণাম্।

১ ২ ১র ২ ১র

মা ২ ৩ ক্ষ। সোমস্তম। ঈমা ২ ৩ ৪ ৫

৩ ১ ১ ১ ১

হা ৬ ৫ ৬ য়ি অ ২ ৩ ৪ ৫ ম (৩) ॥

* . *

১ র ৫ ৪ ৫ র ৪ ৫

৮॥ (কংকুবুত্তরনৌপগম্)॥ তা ২ ৩ ৪ ম্। বোদস্মমৃতৌ। মাহায়্।

২ ২র ২ ১ ২ ২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২

বসোর্ম্মন্দা। না ৩ মান্ধা ৩ সাঃ। আ ২ ৩ ভী। বাৎসয়। স্বপ।

১ ২A ৩ ৫ ১

য়ায়ি। মৃধেণা ২ ৩ ৪ বাঃ। আ ২ ৩ য়িন্দ্রাম্। গায়িভির্ম্মরো ২ ৩ ৪

৫ ৩ ৫ ১ ৫র ৪ ৫ র

বা। মা ২ ৩ ৪ হে॥ (১) আ ২ ৩ ৪ য়ি। সুদক্ষৈভির্ম্মবা।

৪ ৫ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১

মাহায়ি। দূ ৩ ক্ষা৺সু ৩ দা। নূ ২ ৩ স্তা। বি। ষায়ি।

২A ৩ ৫ ১ ২ ১ ২

ভায়িয়ানা ২ ৩ ৪ র্ত্তাম্। গা ২ ৩ য়িরাম্। নপুরুভো ২ ৩ ৪

৫ ৪ ৫ ১ ৫ ৪র

বা। জা ২ ৩ ৪ সাম্॥ (২) গা ২ ৩ ৪ য়ি। রিয়পুরুভো।

৫ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১

জাসাম্। ক্ষু ৩ মাস্তা ৩ বা। অ ২ ৩ ৺শা। তি।

২A ৩ ৫ ৫ ২

নাম্। সাহস্রা ২ ৩ ৪ য়িণাম্। মা ২ ৩ ক্ষু।

১ ২ ১ ৫ ৪ ৫

সোমস্তমো ২ ৩ ৪ বা। মা ২ ৩ ৪ হে (৩)॥

* * *

২ ১ ২ ৫র
১। (বাভ্রিধনং ক্রৌঞ্চম্)। তমোবোদাস্ম ৩। ১ ২ ৩ ৪ ম্। আ ও॥

৩ ২ ২ ১র ২ ৫ ৩ ২ ২ ১
মহা ৩ ম্। বসোর্মন্দা ৩ ১ ২ ৩ ৪। মম। ধমা ৩ঃ। অভীবাহ্

২ ৩ ৪ ৫র ২ ৩ ২ ২ ১ ২
সা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ম্। নস্বসরেষুধে। নবা ৩ঃ। ইন্দ্রোঙ্গায়িভি ৩ ১ ২ ৩

৪ ২ ১ ২
য়িঃ। নবা ৫ ম হাউ॥ (১) ইন্দ্রোঙ্গাবিভা ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়িঃ।

৫র ৩ ২ ২ ১ র ২ ৫র
নবা। মহা ৩ য়ি। ইন্দ্রঙ্গীর্ভা ৩ ১ ২ ৩ ৪ য়িঃ। নবা।

৩ ২ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫র র
মহা ৩ য়ি। দ্যুক্ষাঁ সুদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুস্তবিমীভিরা।

৩ ২ ২ ১ ২ ৪
মৃতা ৩ ম্। গিরায়িম্মাপু ৩ ১ ২ ৩। রুভো ৫ জনাউ॥

২ ১ ২ ৫র ৩ ২
(২) গিরায়িম্মাপু ৩ ১ ২ ৩ ৪। রুভো। জনা ৩

২ ১ ২ ৫র ৩ ২
ম্। গিরিম্মপু ৩ ১ ২ ৩ ৪। রুভো। জনা ৩

২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
ম্। ক্ষুমাস্তাংবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। জঁ শতিনঁ সহ।

৩ ২ ২ ১ ২
স্রিণা ৩ ম্। মক্ষূগোমা ৩ ১ ২ ৩।

৪
ন্তমা ৫ য়িমহাউ (৩)॥ ১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ মনঃ বা! 'বঃ' (যুষ্মদর্থং, অস্মাকং আত্মনাং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'দস্মং' (দর্শনীয়ং, সত্যপ্রদর্শকং) 'ঋতীষহং' (শত্রুনাশকং) 'বসোঃ' (আত্মনঃ বাসযোগ্যস্য, আত্মপ্রীতিকরস্য ইতি ভাবঃ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বস্য—গ্রহণেন ইতি যাবৎ) 'মন্দানং' (মোদমানং, আনন্দিতং ইতি ভাবঃ) 'তং ইন্দ্রং' (তং প্রসিদ্ধং ইন্দ্রদেবং) 'অভি'

(অভিলক্ষ্য, অভিমুখোম) 'বৎসং ন ধেনবঃ' (বৎসং প্রতি ধেনুবৎ, আপ্রদুগ্ধাঃ ভগবন্তং প্রতি একান্তানুরাগিণো ভক্তিমন্ত ইব) 'স্বসরেষু' (যজ্ঞগৃহেষু, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রেষু—তং স্থাপয়িত্বা ইতি যাবৎ) 'গীর্ভিঃ' (স্তুতিমন্ত্রৈঃ) 'নবামহে' (আহ্বয়ামঃ, অভিষ্টুমঃ,)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। আত্মহিতসাধনায় ভগবান্ আরাধনীয়ঃ। বয়ং তৎ-সঙ্কল্পবদ্ধাঃ ভবাম—ইতি ভাবঃ। (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ অথবা হে আমার মন! তোমাদিগের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের আপনার মঙ্গল-সাধনের জন্য, সত্যপ্রদর্শক, শত্রুনাশক, আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দিত, সেই ইন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহার অভিমুখে) একান্তানুরাগী ভক্তি-মানের ন্যায়, আত্মহৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্থাপন-পূর্ব্বক, স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করিতেছি। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আত্মহিতসাধনের জন্য ভগবানের আরাধনা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)। (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোধা নাম ঋষিরিন্দ্রং স্তৌতি। হে ঋত্বিগ্ যজমানাঃ! 'দস্মং' দর্শনীয়ং 'ঋতোষহম্' ঋতয়ো বাধকাঃ শত্রবঃ তেষামভিভবিতারং। পুনঃ কীদৃশং? বসোঃ বাসয়িতুর্দুঃখস্য বিবাসয়িতুর্নি-বারয়িতুঃ, যদ্বা 'বসোঃ' পাত্রে নিবসতঃ স্থিতস্য তাদৃশস্য অন্ধসঃ সোম-লক্ষণস্যান্নস্য পানেন 'মন্দানং' মন্দমানং মোদমানং 'বঃ' ষষ্ঠ্যর্থেন যুষ্মৎসম্বন্ধিনং তং যাদৃশমিন্দ্রং 'গীর্ভিঃ স্তুতি-লক্ষণাভির্ব্বাগ্ভিঃ 'নব্যমহে' (ণু স্তবনে, শব্দে বা) অভিষ্টুমঃ। কুত্রেতি 'স্বসরেষু' (অত্র যাস্কঃ—স্বসরাণ্যহানি স্বয়ং সারীণি অপি বা স্বয়াদিত্যো ভবতি স এতানি সারয়তীতি নিরু০ নৈ০ ৫।৪) সূর্য্য-নেতৃকেষু দিবসেষু বয়ং 'অভিষ্টুমঃ' অভিতঃ শব্দয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎসং ন' যথা ধেনবো নব প্রসূতিকা গাবঃ স্বসরেষু গোষ্ঠু অন্তস্তে প্রেরয়ন্তে গাবো২-ত্রেতি স্বসরাণি গোষ্ঠানি তেষু বৎসমভিলক্ষ্য শব্দয়ন্তি তদ্বৎ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত "বঃ" পদ এবং "বসোঃ মন্দানং অন্ধসঃ" ও "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" বাক্যাংশত্রয় মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে নানাবিধ সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহাতে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রের যে বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রচারিত আছে এবং আমাদিগের

পরিগৃহীত অর্থ যে সে সকল ব্যাখ্যা হইতে অন্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত পদ ও বাক্যাংশদ্বয়ই তাহার মূলীভূত কারণ।

"বঃ" পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী ঋত্বিগ্-যজমানগণের সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তবে তাহাতে ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, ঐ 'বঃ' পদের অর্থ অনুরূপ পরিকল্পিত; তাহার ভাব তোমাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে অবস্থিত' বা 'দুঃখনাশক', 'অন্ধসঃ' পদে 'সোমরস-পানে' এবং 'মন্দানং' পদে 'মত্ততাবিশিষ্ট' বা 'প্রমত্ত' অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে ঐ বাক্যাংশ ইন্দ্রের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়া, উহার ভাবে ইন্দ্রদেব যে সোমরস পানে প্রমত্ত আছেন—তাহাই প্রকাশ পায়। তার পর, "বৎসং ন স্বসরেষু ধেনবঃ" এই উপমাংশের অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়,—'নবপ্রসূতা গাভীসকল যেমন বৎসের অনুসরণে গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে হম্বারব করিয়া ধাবমান হয়, তদ্রূপ উচ্চৈঃস্বরে।'

এইরূপে ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিগ্-যজমানগণ! তোমাদিগের সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই দর্শনীয়, শত্রুর অভিভবকারী, পাত্রস্থিত অথবা দুঃখনাশক সোমরসপানে প্রমত্ত, ইন্দ্রদেবের অভিমুখে, নবপ্রসূতা গাভী যেমন বৎসের অনুসরণে হম্বারব করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে বা দিবসে ধাবিত হয়, আমরা সেইরূপভাবে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিমন্ত্রে স্তব করি।' অপক্ষে 'বসোঃ' পদে 'পানপাত্রে' অথবা 'দুঃখনাশক' এবং 'স্বসরেষু' পদে 'গোষ্ঠে' বা 'দিবসে' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রচলিত বঙ্গানুবাদে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর ও সোমরস-পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।" বলা বাহুল্য, এখানে 'স্বসরেষু' পদের অর্থ 'দিবসে' এবং 'গোষ্ঠে' দুই-ই রাখা হইয়াছে।

এইরূপ, ইংরাজী অনুবাদে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—

"As cows low to their calves in stalls, so with our songs we glorify

This indra, even your wondrous God who checks attack, who takes delight in precious juice."

আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মউদ্বোধনমূলক। তদনুসারে মন্ত্রের সম্বোধ্য চিত্তবৃত্তিসমূহ বা মন। 'বঃ' পদে 'তোমাদিগের জন্য' অথবা 'আমাদিগের আপনার হিতসাধনের জন্য' এই ভাব গ্রহণ করি। পূর্ব্ব-মন্ত্রেও এতদর্থে 'বঃ' পদের প্রয়োগ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। 'বসোঃ' ও 'অন্ধসঃ' পদদ্বয়ে 'আপনার প্রীতিকর শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে' ভাব প্রাপ্ত হই। 'মন্দানং' পদে শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে আনন্দের ভাব প্রকাশ পায়। 'অন্ধসঃ' ও 'মন্দানং' পদের মর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে বহুল আমরা আলোচনা করিয়াছি। আনন্দময়ের আনন্দ-নিবাস হৃদিস্থিত শুদ্ধসত্ত্বের অভ্যন্তরে। এখানে তাহাই পরিকীর্ত্তিত। 'বসোঃ অন্ধসঃ মন্দানং' পদত্রয়ে দেবতার সেই আনন্দের অবস্থাই প্রকাশ পায়। অতঃপর 'বৎসং ন ধেনবঃ' উপমার তাৎপর্য্য অনুধাবনীয়। উহাতে একাত্মানুরাগিতার আকুলতার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই উপমার বিষয়ও পূর্ব্বে

বহুস্থানে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বৎসের অভিমুখে গাভীর অনুসরণের উপমার ভাব গ্রহণ করিলে, সেই একান্তানুরাগিতা অর্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা যেন একান্ত অনুরাগের সহিত সর্ব্বথা ভক্তিমান হইয়া ভগবানের আরাধনায় ব্রতী হই, এবম্বিধ আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। 'স্বসরেষু' পদে হৃদয়রূপ যজ্ঞগৃহে তাঁহাকে স্থাপন করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভগবানকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আমরা যেন একান্তে তাঁহার পূজায় ব্রতী হই,—এই ভাবই এখানে প্রকাশমান। (১অ—৪খ—৩সূ-১সা)॥০

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুক্ষং সুদানুং তবিষীভিঃ আবৃতং

৩ ১ ২র ৩ ১ ২
গিরিং ন পুরুভোজসম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তং বাজং শতিনং সহস্রিণং

৩ ১র ২র
মক্ষূ গোমন্তমীমহে॥ ২॥
* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'দ্যুক্ষং' (দীপ্তিমন্তং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুদানুং' (শোভনদানং, পরমধনদাতারং) 'পুরুভোজসং' (বহুনাং পালয়িতারং, বিশ্বপালকং) 'গিরিং ন' (পর্ব্বততুল্যং) 'তবিষীভিঃ আবৃতং' (বহুবলযুক্তং, মহাশক্তিসম্পন্নং—ভগবন্তং ইতি যাবৎ) 'ঈমহে' (যাচামহে, আরাধয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ); সঃ অস্মভ্যং 'ক্ষুমন্তং' (শব্দবন্তং, জ্ঞানযুক্তং) 'শতিনং সহস্রিণং' (শতসহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং) 'গোমন্তং' (পরাজ্ঞানযুতং) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'মক্ষূ' (শীঘ্রং, নিত্যকালং) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৪খ—৩সূ—২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটি ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-১খ—১দ-৪সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটি মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টি গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় পরমধনদাতা বিশ্বপালক পর্ব্বততুল্য মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে আমরা আরাধনা করিতেছি; তিনি আমাদিগকে জ্ঞানযুক্ত, প্রভূত-পরিমাণ পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তি নিত্যকাল প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (১অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দ্যুক্ষং' দীপ্তিমন্তং নিবাসস্থানং অতিশয়িতদীপ্তিমিত্যর্থঃ। যদ্বা দ্যুক্ষং দিবি দ্যুলোকে ক্ষিয়ন্তং নিবসন্তং 'সুদানুং' শোভনদানং 'তবিষীভিঃ' বলৈঃ 'আবৃতং' আচ্ছাদিতং। পুনঃ কীদৃশং? 'পুরুভোজসং' সোমাদি-হবিঃপ্রদানেন বহুভির্যজমানৈর্ভোজয়িতব্যং। যদ্বা বহূনাং পালয়িতারং ইন্দ্রং 'ক্ষুমন্তং' (টু ক্ষু শব্দে) শব্দবন্তং অনেন পুত্রাদিকং লক্ষ্যতে; স্তোত্রাদীনি কুর্ব্বাণং 'শতিনং সহস্রিণং' শতসহস্রসংখ্যাকধনযুক্তং 'গোমন্তং' গবাদিযুক্তং 'বাজং' অন্নং 'মক্ষু' শীঘ্রং 'ঈমহে' যাচামহে। যদ্বা পূর্ব্বার্দ্ধো বাজবিশেষণত্বেন যোজনীয়ঃ প্রদীপ্তং শোভনদান-যোগ্যং বলাদিযুক্তং বহুভিঃ পুত্রামিত্রাদিভির্ভোক্তব্যং শব্দাদিযুক্তং অন্নং ইন্দ্রং যাচামহে ইতি। (১অ ৪খ ৩সূ- ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৬ সামের মর্ম্মার্থ।

—‡ * ‡—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। ভগবানের নিকট পরমধনের, পরাজ্ঞানসমন্বিত আত্মশক্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে মন্ত্রের প্রথমাংশে ভগবানের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

তিনি বিশ্ব-পালক। জগতের সকল প্রাণীকেই তিনি অপার করুণায় পালন করিতেছেন। তাঁহার কৃপা লাভেই মানুষ বাঁচিয়া আছে। তিনি পর্ব্বততুল্য মহাশক্তি-সম্পন্ন। আপনার শক্তিতে বিশ্বকে তিনি পালন ও রক্ষা করিতেছেন। পর্ব্বত যেমন অচল অটল, সমস্ত শক্তিই যেমন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়, ভগবানও সেইরূপ অনন্ত অপ্রতিহত শক্তির আধার। অবশ্য পর্ব্বতের বা জাগতিক কোন শক্তির সহিতই তাঁহার তুলনা হয় না। কিন্তু সসীম মানুষ তাহার সান্ত জ্ঞানের দ্বারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সাহায্যেই, সেই অনন্তের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চায়। তাই জাগতিক বস্তুর সহিত তাঁহার তুলনা করে। সেই 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' দেবতার নিকটেই পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার কি কারণে জানিনা তুলনার্থক 'ন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। 'ন' শব্দের ব্যাখ্যা না দিলে 'গিরিং' পদেরও অর্থ পরিষ্কার হয় না সুতরাং তাঁহাতে 'গিরিং ন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য উপরেই বিবৃত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (১অ ৪খ-৩সূ-২সা)। *

প্রথমং সাম।

১ ২　　　৩ ১ ২ ৩ ১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ১ ২
তরোভির্বো বিদদ্বসুমিন্দ্রꣳ সবাধ উতয়ে।

৩ ১র ২র　　৩ ১ ২　　৩ ২　৩ ১উ
বৃহদ্গায়ন্তঃ সুতসোমে অধ্বরে হুবে

৩　২　৩ ১ ২
ভরং ন কারিণম্॥ ১॥

গেয়-গানং।

৫ র ২　　৪র ৫র ৫　　২ ১ ২ ১
১। (মহাকালেয়ম্)। তরোভা ৩ ইর্বো বিদদ্বসুম্। ইন্দ্রাꣳ সবা।

২৩র২১　　২ ৩ র ২　　১　　৩ ৪র ৫র
ধউভয়া ২ ৩ ই। বৃহদ্গায়া ৩। ন্তা ২ ৩ ৪ঃ। সুতসোমেঅ।

২ ২　　১ ৩ ২　　২ A ৫　　৫
ধ্বা ৩ রাই। হুবাই ভরোঁ। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। নকাহ৫

৫ র ২　৪ ৫ ৪র　　২ ১ ২ ১　　২ ৩র
রিণাম্। (১) হুবেভা ৩ রম্কারিণাম্। হুবাই ভরাম্। নকা-

২ ১　　১ ৩ ২　　১　　র ৩ ৪ ৫র
রিণা ২ ৩ ম্। নয়ন্দুধ্রা ৩ঃ। বা ২ ৩ ৪। রস্তেনাঙ্গিরাঃ।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টাশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদ দিলে সপ্তসপ্ততিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, একাদশ অথবা দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

২ ২ ১ ৩ ২ ২A ৫ ৪
সু ৩ রাঃ। মদাইমুশো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। প্রমাহ ৫

৫ র ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
ন্ধসাঃ ॥ (২) মদেষু ৬ শাইপ্রমন্ধসাঃ। মদাইমুশাই।

২ ৩ ২ ১ ২ ৩র ২ ১ র
প্রমন্ধসা ২ ৩ঃ। যম্যাদৃত্যা ৩। শা ২ ৩ ৪। শমী-

৩র ৪ ২ ২ ১র ৩ ২
নায়সু। স্বা ৬ ত্তাই। দাস্তাজরৌ। বা ৬ ৪ ৩

২A ৫ ৪
ও ৩ ৪ বা। ত্রউহ ৫ কৃথিয়াম্।

৪
হোহ ৫ ই। ডা (৩) ॥

* * *

২ র ২ র র ১ ৫ ৩
২ ॥ (বারবন্তীয়োত্তরম্) ॥ তরোভির্ব্বাঔহোহায়ি। বায়িদদ্বা ২ ৩ ৪

৫ ২ র র ১ ৫ ১ র র র
সুম্। ইন্দ্র৺সবাধউতায়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। বৃহদ্গায়ন্তঃসুতসোমে-

২ ৩র ৪র ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
অধ্বা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রায়ি।

২ ১র ২ ১ ১ র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র র
হুবেভ। রায়কারা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র র ১
৩ ১ ২ ৩ ৪। বাম্। এহিয়া ৬ হা ॥ (১) হুবেভরাঔহো-

২ ৩ ৫ ২ র ২ ১
হায়ি। নাকারা ২ ৩ ৪ য়িণাম্। হুবেভরয়কারায়িণো ২ ৩ ৪

১ র র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
হায়ি। নয়ন্দুগ্রাবরস্তেনস্থিরায়ু ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রাঃ। মদেষু। শায়ি-

১ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
প্রযন্ধা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র
৩ ১ ২ ৩ ৪। সাঃ। এহিয়া ৬ হা। (২) মদেষু শা-

র ১ ২ ৩ ৫ ২ র
ঔহোহায়ি। প্রাযন্ধা ২ ৩ ৪ সাঃ। মদেষু শি-

১ ৫ ১র র র র
প্রযন্ধাসো ২ ৩ ৪ হায়ি। যআদৃত্যাশশমানায়

২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩র ৫ ২ ৩
সুন্বা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ৩ হায়ি। উহুবা

৫ ২র ১র ২ ১ ১ ২
২ ৩ ৪ তায়ি। দাতাক। রায়িত্রউকৃথা

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। যাম্। এহিয়া ৬

৫ ৪
হা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)। ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং হিতসাধনায় অস্মাকং আত্মনাং মঙ্গলার্থং যথা— যূয়ং) 'সবাধঃ' (বাধাপ্রাপ্তাঃ সন্তোঽপি, রিপুভিঃ আক্রান্তাঃ যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'উতয়ে' (আত্মরক্ষণায়, আত্মহিতসাধনায়) 'সুতসোমে' (বিশুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে) 'অধ্বরে' (হিংসারহিতে যাগে, সৎকর্ম্মণি) 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' (সর্ব্বথা স্তোত্রপরায়ণাঃ সন্তঃ) 'নিদযস্থং' (ধনবেদকং, পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপকং) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'ভরোভিঃ' (অখিলৈঃ, সর্ব্বৈঃ ইতি ভাবঃ) পূজয়ত ইতি শেষঃ; তদর্থং 'ভরং ন কারিণং' (সৎকর্ম্মকারিণং যথা আত্মীয়-পোষকং তদ্বৎ উপাসকানাং ভক্তানাং পালকং তং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'হবে' (আহ্বয়ামি, পূজয়ামি—অহং ইতি শেষঃ)। স ভগবান্ অস্মাসু প্রসন্নো ভবতু—অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ অনুসারিণঃ করোতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১প-৪খ-৪সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের হিতসাধনের জন্য (আমাদিগের আত্মমঙ্গলসাধনের নিমিত্ত) বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও (রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত তোমরা) আত্মরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মে (হিংসারহিত-যাগে) সর্ব্বথা স্তোত্রপরায়ণ হইয়া পরমার্থতত্ত্বজ্ঞাপক ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে অবিলম্বে (সত্বর) পূজা কর; তজ্জন্য উপাসক-গণের পালক সেই ভগবানকে আমি আহ্বান করিতেছি। (সেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহকে তদনুসারী করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ)। (১অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'তবোভিঃ' সেটৈররৈশ্বর্যপেতং সেটৈরেব বা 'বিদদ্বসুং' বেদনবসুং ধনাবেদকং 'ইন্দ্রং' 'সবাধঃ' বাধাসহিতাঃ 'উতয়ে' রক্ষণায় 'বৃহদ্গায়ন্তঃ' বৃহৎ সংজ্ঞকং সাম গায়ন্তঃ সন্তঃ পরিচরতেতি শেষঃ। কুত্র? ইতি, তদুচ্যতে 'সুতসোমে' অভিষুত সোমকে 'অধ্বরে' যজ্ঞে সোমযাগে অহং স্তোতা যুষ্মদর্থং হুবে' আহ্বয়ামি। কমিব? 'ভরং ন' ভরং ভর্তারং কুটুম্বপোষকং 'কারিণং' স্বহিত করণশীলং যথা স্বহিত-করণায়াহ্বয়ন্তি পুত্রাদয়স্তদ্বৎ। তথা তমিন্দ্রং হুবে ইতি। (১অ—৪খ ৪সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (৬৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

——:০:——

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। এখানে চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিয়োজিত করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইতেছে,—'তাহাদিগকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি।' মনোবৃত্তিসমূহ সহসা ভগবৎ-কার্য্যে বিনিযুক্ত হইতে চাহে না। রিপুগণের প্রলোভন রূপ বাধা আসিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য চেষ্টা পায়। চিত্তবৃত্তি-সমূহ সেই সকল বাধা বিদূরিত করিয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউক—আপনাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুক,—ইহাই এখানকার প্রধান কামনা। সেই কামনারি বশবর্ত্তী হইয়াই প্রার্থনাকারী ভগবানের পূজায় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবানের অনুসারী হউক।'

কোন্ পদে কি ভাব গ্রহণে ঐরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সবাধঃ' পদ, ভগবানের প্রতি অগ্রসর হইবার পথে যে সকল

যাহা আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বাধাই এখানকার লক্ষ্যস্থল। 'উতয়ে' পদে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পায়। 'সুতসোমে' ও 'অধ্বরে' পদদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। ঐ দুই পদে সত্ত্বভাব-সমন্বিত সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বৃহৎ গায়ন্তঃ' পদদ্বয়ে প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চনার ভাব প্রাপ্ত হই। 'তরোভিঃ' পদে সত্বর অর্থাৎ অবিলম্বে ভগবৎকার্য্যে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে—এইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। 'ভরং ন কারিণং' বাক্যাংশে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-কারিগণের রক্ষক ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আসে। তিনি 'কারিণং' অর্থাৎ সৎকর্ম্মকারীকে 'ভরং' অর্থাৎ পোষণ করেন—এই ভাব ঐ বাক্যাংশে প্রাপ্ত হই। উপমার ভাব বিশ্লেষণ করিতে গেলে বলা যায়, সৎকর্ম্মকারিগণের তিনি যেমন পোষণকর্ত্তা, আমাদিগেরও সেইরূপ পোষণকর্ত্তা হউন। তদ্‌গুণান্বিত সেই তাঁহাকে, তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য, আমি অর্চ্চনা করিতেছি। (১অ ৪খ—৪সূ-১সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

২উ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২উ

ন যং দুধ্রা বরন্তে ন স্থিরা

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

মুরো মদেষু শিপ্রমন্ধসঃ।

১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

য আদৃত্যা শশমানায় সুন্বতে দাতা

৩ ২ ৩ক ২র

জরিত্র উক্থ্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুশিপ্রং' (জ্যোতির্ম্ময়ং) 'যং' (যং দেবং) 'দুধ্রাঃ' (দুর্দ্ধরাঃ, রিপবঃ ইতি যাবৎ) 'ন বরন্তে' (সংগ্রামে পরাজেতুং ন শক্নুবন্তি, নবারয়ন্তি), 'স্থিরাঃ' (দেবাঃ) তথা 'মুরঃ' (মরণশীলাঃ, মনুষ্যাঃ) 'ন' (ন বারয়ন্তি) 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মদে'

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—১খ—১দ-৫সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষড়ষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টচত্বারিংশত্তম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(মদায়, পরমানন্দায়) 'আদৃতা' (আদরপূর্ব্বকং) 'শশমানায়' (প্রশংসাকারিণে, ভগবৎপরায়ণে) 'সুন্বতে' (পবিত্রহৃদয়ায়) 'জরিত্রে' (প্রার্থনাকারিণে) 'উক্‌থ্যং' (স্তোত্যং প্রার্থনীয়ং ধনং ইত্যর্থঃ) 'দাতা' (দাতা ভবতি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) তং দেবং বয়ং আরাধয়াম— ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমমঙ্গলময়ং ভক্তবৎসলং ভগবন্তং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৪খ ৪সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় যে দেবতাকে দুর্দ্ধর রিপুগণ সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারে না, দেবগণ এবং মনুষ্যগণও বারণ করিতে পারে না, যে দেবতা সত্ত্বভাবের পরমানন্দের জন্য আদরপূর্ব্বক ভগবৎপরায়ণ পবিত্রহৃদয় প্রার্থনাকারীকে প্রার্থনীয় ধন প্রদান করেন, সেই দেবতাকেই আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলময় ভক্তবৎসল ভগবানকে আরাধনা করি।)। (১অ—৪খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুশিপ্রং' শোভন-হনুকং শোভন-নাসিকং বা শিপ্রেহনুনাসিকে বা (৬।১৭) ইতি যাস্কঃ। 'যং' ইন্দ্রং 'উগ্রাঃ' উদ্ধরাঃ অসুরাদয়ঃ 'ন বরন্তে, সংগ্রামে ন বারয়ন্তি তথা 'দেবাঃ' দেবাঃ ন বরন্তে। কিঞ্চ 'মর্ত্তাঃ' মরণশীলাঃ মনুষ্যাঃ ন বরন্তে, যঃ চ ইন্দ্রঃ 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্যান্নস্য 'মদে' মদায় সোমপানজনিতায় 'আদৃতা' 'শশমানায়' 'সুন্বতে' অভিষবং কুর্ব্বতে 'জরিত্রে' স্তোত্রে চ 'দাতা' ভবতি। কিং? উক্‌থ্যং স্তুত্যং ধনং। তং হুবে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'মদেষু শিপ্রং' 'মদেষু শিপ্র' ইতি যকারসকারৌ পাঠৌ॥২॥

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥৪॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

ভগবানের শক্তি অপ্রতিহত। স্বশক্তিতে তিনি জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাঁহার অসীমশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য না হয়। তাঁহার মঙ্গলময় শক্তি অপ্রতিহতপ্রভাবে জগৎকে পরিচালনা করিতেছে বলিয়াই অমঙ্গল স্থায়ী অধিকার বিস্তার করিতে পারে না। আপাতঃদৃষ্টিতে কখনও কখনও অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা আমাদিগের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফলমাত্র।

প্রকৃত পক্ষে কোন অমঙ্গলই স্থায়ী হয় না, হইতে পারে না। অমঙ্গল, পাপ আমাদিগের অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক (Relative) স্বাধীনতার ফল। যখন আমরা সেই অসম্পূর্ণতাকে জয় করিতে পারি, যখন আমাদিগের শক্তি ও প্রবৃত্তি ভগবন্মুখী হয় তখন সূর্য্যোদয়ে শিশিরকুহেলিকার ন্যায় তাহা অন্তর্হিত হয়। ভগবানের শক্তিবলেই তাহা সম্ভবপর হইয়া থাকে। মানুষ যে পরিমাণে ভগবৎপরায়ণ হয়, সেই পরিমাণে সে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, সেই পরিমাণে ভগবৎ-শক্তির বিকাশে তাহার হৃদয় হইতে মোহ অজ্ঞানতা, অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হয়। তখন মানুষ ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে সকল বিরুদ্ধশক্তিকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। তাই বলা হইয়াছে—দেবাসুর-মানব কেহই ভগবানের শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে না।

তিনি শুধু পূর্ণশক্তি, পূর্ণমঙ্গলের অধিকারী নহেন—সেই শক্তি, সেই পরমানন্দ তিনি মানবকেও বিতরণ করেন। তাঁহার প্রিয় সন্তানকে তাঁহার পরমধন হইতে বঞ্চিত করেন না। তাই মানুষ তাঁহার নিকটে পরমানন্দের জন্য প্রার্থনা করে এবং অতাই ধনও লাভ করিয়া ধন্য হয়। মন্ত্রে প্রার্থনার মধ্যে এই সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে মন্ত্রান্তর্গত 'অশিপ্রং' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮১সূ—৪ঋ) দ্রষ্টব্য। (১অ—৪খ-৪সূ-২সা)। *

—•—

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।

১ ২ ২ ১ ২ ৩ ২
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥ ১॥

গেয়-গানং।

১র ২র — ১ ২ — ১ ২
॥ (সও বিক্রম) ॥ স্বাদিষ্ঠয়া। ম। ২ ইষ্ঠয়া। পবা ২। স্ব ২ ৩ সো।

— ১ ২
ধা ২ রায়া। আ। ২ ৩ ইন্দ্রা। যা ২ পা। তবা ২ ৩। সুতঃ। ৩।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ষড়্ ষষ্ঠীতম (অথবা বালখিল্য ব্যতীত পঞ্চ পঞ্চাশত্তম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৫ ২ র ১র — ১ ২ —
সু ২ ৩ ৪ তাঃ। (১) রক্ষোহাবিশ্ব। চা ২ র্ষণাঈঃ। অভা ২ ই।

১ ২ ১ — ১ ২ — ১
যো ২ ৩ নীম্। অয়ো ২ হাতাই। দ্রো ২ ৩ ণে। সা ২ ধা।

৭ ২ ৫ ২ র ১র
স্থমা ২ ৩। হাউবা ৩। সা ২ ৩ ৪ দাৎ॥ (২) বরিবোধাত।

— ১ ২ — ১ ২ ১ — ১
মো ২ ভুবাঃ। মও্হা ২ ই। ষ্ঠো ২ ৩ বা। ত্রহা ২ স্তামাঃ।

২ — ১ ২
পা ২ ৩ র্যী। রা ২ ধো। মা ২ ৩। হাউবা ৩।

৫
ধো ২ ৩ ৪ নাম্ (৩)॥

* *

৪র ৩ ৪ ২ ৩ ৫ ১ র-র
২। (ক্ষুল্লকবৈষ্টস্তম্)। স্বাদাহ ৫ য়িষ্ট। যা ৩ মদিষ্ঠয়া। পাবস্বসো।

১ র ১ ২ ২ ১ ১ ২
মধারা ১ য়া ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। ইন্দ্রায়া ১ পা ২ ৩। হোবা ৩

২ ১র ^ ৩ ৫র র ৪ ৩ র
হা। তবে। সু ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) রক্ষোহ ৫ হা।

৪ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১ ২
বা ৩ য়িশ্চচর্ষণায়িঃ। আভিয়োনিম্। অযোহা ১ তা ২ ৩ য়ি।

১ ২ ২ ১র ২ ১ ২ ২ ১র
হোবা ৩ হায়ি। দ্রোণেসা ১ ধা ২ ৩। হোবা ৩ হা। স্থমা

A ৩ ৫র ৪ ৪ ৩ ৪
সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) বরাহ ৫ য়িবঃ। ধা ৩

২ ৩র ৫ ১ ২ র ১ ২
তমোভুবাঃ। মাও্হিষ্ঠোব্র। ত্রহাহা ১ মা ২ ৩ঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২
হোবা ৩ হায়ি। পর্ষায়িরা ১ ধা ২ ৩ঃ। হোবা ৩

২ ১ A ২ ৫র র
হায়ি। মঘো২। না ২ ৩ ৪ ঔহোবা।
৩ ১
দী ২ ৩ ৪ শাঃ (৩)॥

* . *

২র ১২ ১ ২১ ২১ ২
৩॥ (জরাবোধীয়ম্)॥ স্বাদিষ্ঠয়োবা। মাদিষ্ঠয়া। পবাস্বা ২ ৩ সো।
র ১ ২ ৪ ৫র ৩ ২
মধারয়া। ইন্দ্রায়া ১ পা ২ ৩ তাই। বে। সুতো ৩ ৪ ৫ ঈ।
২ র র ১২ ১ ২১ ২১
ডা॥ (১) রক্ষোহাবোবা। শ্বাচর্ষণায়িঃ। অভায়িয়ো ২ ৩
২ র ১ র ২ ৪ ৫র
নীম্। অয়োহাতায়ি। দ্রোণেসা ১ ধা ২ ৩ স্থাম্। আ।
৩ ২ ২ র ১২ ১ র
সদো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥ (২) বরিবোধোবা। তাসো-
২১ ২ ১ ২ ১
ভুবাঃ। ম৺হায়িষ্ঠো ২ ৩ বা। ব্রহস্তানাঃ। পর্ষা-
৪০ ৫ ৩র ২
য়িরা ১ ধা ২ ৩। ম। ঘোনো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* . *

১র র র ১২ ১১ র ২
৪॥ (হাবিষ্কৃতম্)॥ স্বাদিষ্ঠয়ামদাহাউষ্ঠায়া। পবস্বসো। মধারা ২ ৩ য়া।
১ — ২ ১র A ৩ ৫র র
ইন্দ্রা ২ হো ১। যা ২ ১ পা। তবে। সু ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)
২ র র র র ১২ ১ র ৫ র ২
রক্ষোহাবিশ্বচাহাউর্ষণায়ি। অভিয়োনায়িম্। অয়োহা ২ ৩ তায়ি।
১র A ২ ১র A ৩ ৫র র
দ্রোণে ২ হো ১ য়ি। সা ২ ৩ ধা। স্থমা। সা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥
১ র র র র ১২ ১ র
(২) বরিবোধাতমোহাউভুবাঃ। ম৺হিষ্ঠোবা। ব্রহস্তা ২ ৩

১　—　১　১ ৫ ৩　৫ র ২
হবামিঁ। হবা ২ মি। সুতা ২ ৩ম্। হো ২ বা ২ ৩৪ ঔহোবা।

২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১　৫
অগ্নিরাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (১)॥

* * *

২ র ১র　—　১　২ ১ —
৭। (সুরূপোত্তরম্)॥ রক্ষোহাবৌহো ২। ইয়া। শ্বচর্ষণা ২ য়িঃ।

২ ১র　—　১　২ র ১　—　২র র　—　১
অভিঘোনৌহো ২। ইয়া। অয়োহাতা ২ য়ি। দ্রোণেসধৌহো ২। ইয়া।

২ ১র　২　১
স্বমাসা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ ৎ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (২)॥

. . .

৫র　২　৪র　৫ ২ ১　২ ১ ২ ১র　২ ১
৮। (কাক্ষীবন্তম্)॥ স্বাদিষ্ঠা ৩ য়ামদিষ্ঠয়া। পবাস্বসো। মধারয়া ৩।

২　৩র ২　১　২　৩র ২　৩র ১　৫
ও ৩ ৪। হাহোয়ি। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। তবৌহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা।

৪　৫　৫ র ২　৪　৫　২ ১　২র ১
সু ৫ তো ৬ হায়ি। (১) রক্ষোহা ৩ বিশ্বচর্ষণায়িঃ। অভায়িযোনিম্।

২ র ১ S　২　৩র ২　১র S　২　৩র
অয়োহতা ৩ য়ি। ও ৩ ৪ হাহোয়ি। দ্রোণেসা ২ ৩ ধা। স্বমৌ-

২　৩র ১　৫　৪　৫　৫　২　৪র
হোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। সা ৫ দো ৬ হায়ি। (২) বরিবো ৩ ধা ৩

৫র　২ ১　২র ১　২ ১ S　৫
মোভুবাঃ মংহায়িষ্ঠোবৃ। ত্রহন্তমা ৩ঃ। ও ৩ ৪।

২　১　২　৩র ২
হাহোয়ি। পর্ষায়িরা ২ ৩ ধাঃ। মঔহোয়ি।

৩র　৫　৫
ঔহো ২ ৩ ৪ বা। স্তো ৫ নো ৬ হায়ি (৩)॥

৫র ২ ৪S৫ ৪৫ ১ ২ —
৯॥ (ভাসম্)॥ স্বাদি। ষ্ঠা ৩ য়ায়া। ঈয়া। দায়িষ্ঠা ৩ য়া ২।

১ ২ র S ২রA ৩র২ ১ — ১
পাবস্বসো। ম। ধৌ ৩ হো। বাহায়ি। য়য়া ২। ইন্দ্রা ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২২A৩২ ৫ ২
য়া ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ভবেস্থুতা ১॥ (১) রক্ষঃ। হা ৩

৪S ৫S ৪৫ ১২ — ১ ২র
বায়ি। শ্বা। ঈয়া। চার্ষা ১ ণা ২ য়িঃ। অভিযোনিম্।

S ২রA ৩র২ ১ — ১র
অ। যৌ ৩ হো। বাহায়ি। হতা ১ য়ি। দ্রোণে ২ ৩।

১ A ৩ ৫র র ২রA৩২ ৫
সা ২ ধা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। স্থমাসদা ১ ৎ॥ (২) বরি।

২ ৪S ৫S ৪৫ ১ ২ —
বো ৩ ধা। তা। ঈয়া। মোভূ ১ বা ২ঃ।

১ ২র S ২রA ৩র২
মাঁহিষ্ঠোর। ত্র। হৌ ৩ হো। বাহা।

১ — ১ ১ A ৩
ভমাঃ ২ঃ। পর্যা ২ ৩য়ি। রা ২ ধা ২ ৩ ৪

৫র র ২A৩র২
ঔহোবা। মঘোনা ১ ম্ (৩)॥

* * *

২র র ১২ ১ ১ র ২১র
১০। (শৈশবম্)॥ স্বাদিষ্ঠয়ামদিষ্ঠায়া। পবস্বসোমধারয়া। ইন্দ্রায়া

৫ ৩২ ৪ ২ র র
২ ৩ ৪ পা। তবা ৩ য়িসূ ৫ তা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (১) রক্ষোহাবিশ্ব-

১ ২ ১ র র ২র ১র
চর্ষাণায়িঃ। অভিযোনিময়োহতায়ি। দ্রোণেসা ২ ৩ ৪

র ৩২ ৪ ২ রর
ধা। স্থমা ৩ সা ৫ দা ৬ ৫ ৬ৎ॥ (২) বরিবোধাত

র ১ ২   ১ র   ২ ১
মোভুবাঃ। মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমাঃ। পর্ষিয়া ২ ৩ ৪

৫   ২   ৪
ধাঃ। মা ৩ ঘো ৫ না ৬ ৫ ৬ মৃ (৩)॥

* * *

২র৲ ৩র ৪ ৫   র   ২ ১
১১॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আওহোবাহায়ি। স্বাদিষ্ঠয়া। মদায়ি।

২   ২র ৲ ৩র ২   ২ র ৩ র   ২র ৩র ২
ষ্ঠয়া। ঐহীহৈহী ১। পাবস্বসোমধারয়া। ঐহীহৈহী ১।

—   ১   — ১   —   ১র   ৩
আ ২ য়ি। আয়িন্দ্রা ২ য়াপা ২। তবে। সূ ২ তা ২ ৩ ৪

৫র   র   ২ ১ র ২৲ ৩ ১ ১ ১ ১
ওহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (১)॥

* * *

৩ ২   র র   র   ৫   ৫
১২॥ (গত্রাসাহীয়ম্)॥ বরা ৩ ৪ য়ি। বোধাত্তমোভুবঃ। ও ৬ বা।

১   র   — ১   — ১   ২   ১ ৫ ২র৲
মংহিষ্ঠোবৃত্রহন্তা ২ মাঃ। পা ২ র্ষায়ি। রা ২ ৩ ধাঃ। মওহো।

৩র ২   ১   ৫   ৫
বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। ঘো ২ ৩ ৪ নো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩র র ২ ১   ৪র   র ৫   ১ ২
১৩॥ (স্বারকৌৎসম্)॥ স্বাদীহিষ্ঠা ২ ৩। য়ামদিষ্ঠয়াঈয়া। পবস্ব-

র ১র ২র   ১ ২ র   ১র   ২   ১   ২   ২
সোমধারয়া। পাবস্বসো। মধারা ২ ৩ য়া। আয়িন্দ্রা ৩ হা।

১ ২   ২   ১র   ২   ৩ র ২র ১
য়াপা ৩ হা। তবেসূ ২ ৩ তা ৩ ৪ ৩ ঃ॥ (১) রক্ষোহীহা ২ ৩।

৪   ৫   ২ ১ র ২ ১ র ২ র   ১   ২র
বিশ্বচর্ষণিরহীয়া। অভিযোনিময়োহতে। আভিযোনিম্।

১র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২
অয়োহা ২ ৩ ভায়ি। ত্রোয়ে ৩ হায়ি। সখিয় ৩ হা।

১র ২ ৩র২র১
সুমাগা ২ ৩ দা ৩ ৪ ৩ ৫॥ (৫) বরীহাউবা ২ ৩।

৪র র ৫ ১ ২র ১ ১ ১
ধাতমোভুবঈয়া। ম৺ হিষ্ঠোব্রত্রহন্তমঃ। মা৺ হি-

২র ১ ২ ১ ২ ২
ষ্ঠোর। ব্রহন্তা ২ ৩ মাঃ। পার্ষা ৩ য়ি হায়ি

১ ২ ২ ১ ২৮
য়াধো ৩ হায়ি। মঘো ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ মৃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩) ॥ ১।২।৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম হৃন্নিহিত 'সোম' (শুদ্ধসত্ত্ব) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায় পাতবে' (ইন্দ্রস্য পানার্থং, যদ্বা অস্মান্ ভগবৎসমীপে নয়নার্থং ইতি ভাবঃ) 'স্বাদিষ্ঠয়া' (স্বাদুতময়া, প্রীতিজনকেন) 'মদিষ্ঠয়া' (পরমানন্দদায়কেন) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'পবস্ব' (ক্ষর, প্রবহ)। সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপ্রাপ্তায় অস্মাকং হৃন্নিহিতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ উদ্বোধিতো ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১অ—৫খ—১সূ—১সা)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার হৃন্নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব! বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে ভগবৎ সমীপে লইবার জন্য প্রীতিজনক পরমানন্দদায়ক ধারারূপে প্রবাহিত হও। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব উদ্বোধিত হউক)। (১অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'ইন্দ্রায়' 'পাতবে' পাতুং 'সুতঃ' অভিষুতঃ সন্ 'স্বাদিষ্ঠয়া' স্বাদুতময়া মদিষ্ঠয়া অতিশয়েন মাদয়িত্র্যা ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর। (১অ—৫খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৬৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সকলের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছে। সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহা মানুষকে মোক্ষলাভের পথে প্রেরণ করে। মানুষের হৃদিস্থিত সুপ্ত দেবভাব যখন জাগরিত হয়, সাধনার দ্বারা মানুষ যখন অন্তরস্থ সুপ্তচৈতন্যকে আপনার বশীভূত করিয়া উর্দ্ধমুখে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, প্রকৃত পক্ষে তখনই তাহার আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয়। সেই দেবভাবকে জাগাইবার জন্য সাধনার ও প্রার্থনার প্রয়োজন। হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে উদ্বোধিত করিবার প্রার্থনাই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ আমাদিগের হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করেন হৃদয়ের ভক্তি দিয়াই তাঁহার আরাধনা করিতে হয়। ভগবান্ যখন আমাদিগের হৃদয়ের সেই ভাবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, তখনই আমাদিগের পূজা আরাধনা সার্থক হয়। প্রকৃত পূজা পুষ্প বিল্বদল দিয়া নয়—উহা তো একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। প্রকৃত পূজা হৃদয়ের পূজা। এখানে সেই মহাপূজারই প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'আমাদিগের বিশুদ্ধ ভাব-কুসুম দিয়া যেন তাঁহার চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারি, আমাদিগের পূজা যেন তাঁহার পদতলে পৌছে, সেই পূজা যেন তাঁহার গ্রহণযোগ্য হয়, এই প্রার্থনাই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই। (১অ - ৫খ - ১সূ - ১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩১ ৩ ২উ ৩ ১ ২
রক্ষোহা বিশ্বচর্ষণিঃ অভি যোনিম্ অয়োহতে।
১ ২ ৩১৩১২
দ্রোণে সধস্থমাসদৎ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রক্ষোহাঃ' (রিপুনাশকঃ) 'বিশ্বচর্ষণিঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞঃ—দেবঃ ইতি যাবৎ) সাধকানাং 'অয়োহতে' (হিরণ্ময়ে, পরমবিশুদ্ধে) 'দ্রোণে' (পাত্রে, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'আসদৎ' (আসিদতি, আগচ্ছতি); নঃ কৃপয়া 'যোনিং' (উৎপত্তিস্থানং—সত্ত্বভাবস্য ইতি

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১খ—২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়ের, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তেরটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

যাবৎ) অস্মাকং 'সধস্থং' (সহস্থানং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'অস্তি' (অভ্যাগচ্ছতু, প্রাপয়তু) ; হে ভগবন্! অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক সর্ব্বজ্ঞ দেবতা সাধকদিগের পরমবিশুদ্ধ হৃদয়ে আগমন করেন ॥ তিনি কৃপাপূর্ব্বক সত্ত্বভাবের উৎপত্তিস্থান আমাদিগের হৃদয়কে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) ॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রক্ষোহাঃ' রক্ষসাং হন্তা 'বিশ্বচর্ষণিঃ' বিশ্বস্য দ্রষ্টা সোমঃ 'অয়োহতে' অয়সা হিরণ্যেন হতে। তথা চ শ্রূয়তে—হিরণ্যপাণিরভিষুণোতি ইতি। দ্রোণে দ্রোণকলশেন অধিষবণফলকাভ্যাং বা সধস্থং সহস্থানং যোনিং অভিষবস্থানং অভ্যাসদৎ আভিমুখ্যেনাসীদতি। অয়োহতে—অয়োহতে দ্রোণে দ্রুণা ইতি চ পাঠৌ ॥ (১অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় সোমরসকে টানিয়া আনিয়াছেন। নিম্নে একটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল। "রাক্ষসহন্তা সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণকলসবিশিষ্ট অভিষবণ স্থানে উপবিষ্ট হয়েন।" ভাষ্যকার আবার 'অয়ঃ' শব্দে হিরণ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু উপরের ব্যাখ্যায় উক্ত পদে লৌহ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

আমরা এই সকল মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হিরণ্ময় দ্রোণ' সাধকের পবিত্র হৃদয়কে লক্ষ্য করে। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন। 'দ্রোণ' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি ও বিকাশস্থান মানুষের হৃদয়। সত্ত্বভাবের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থল হৃদয়েই ভগবানের আবির্ভাব হয়। তাই মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার অর্থ,—'ভগবান্ যেন

আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন।' অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-১সূ-২সা)॥ *

— • —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বরিবোধাতমো ভুবো মংহিষ্ঠো বৃত্রহন্তমঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পর্ষিরাধো মঘোনাম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বরিবোধাতমঃ' (অতিশয়েন ধনানাং দাতা, শ্রেষ্ঠধনপ্রদাতা) তথা 'বৃত্রহন্তমঃ' (পরমরিপুনাশকঃ) 'ভুবঃ' (ভবসি); 'মংহিষ্ঠঃ' (শ্রেষ্ঠতমদাতা, সর্ব্বধন-প্রদাতা) ত্বং 'মঘোনাং রাধঃ' (ধনবতাং ধনং, পরমধনসম্পন্নানাং ধনং, সাধকাঃ যং পরমধনং লভন্তে তং ধনং ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'পর্ষি' (প্রযচ্ছ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শ্রেষ্ঠতমঃ দাতা ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি শ্রেষ্ঠধনদাতা এবং পরমরিপুনাশক হয়েন; সর্ব্বধনদাতা আপনি সাধকগণ যে পরমধন লাভ করেন, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠতম দাতা ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (১অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! ত্বং 'বরিবোধাতমঃ' অতিশয়েন ধনানাং দাতা 'ভুবঃ' ভব। 'বেদঃ' 'বরিবঃ' ইতি ধননামসু (নি০২।১০।৪-৫) পাঠাৎ। 'মংহিষ্ঠঃ' দাতৃতমশ্চ ভব। সর্ব্বদাতৃত্বমত্রোচ্যতে ইত্যপুনরুক্তিঃ। 'বৃত্রহন্তমঃ' অতিশয়েন শত্রূণাং হন্তা চ ভব। কিঞ্চ মঘোনাং ধনবতাং শত্রূণাং 'রাধঃ' ধনঞ্চ 'পর্ষি' অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। 'ভুবঃ' 'ভব' ইতি পাঠৌ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের, দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (৬৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভগবানের পরম দানের ও রিপুনাশক শক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে তাঁহার স্বর্গীয় ভাণ্ডারের পরমধন পাইবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভগবান রিপুনাশক। মানুষ যখন রিপুর আক্রমণে বিব্রত হইয়া পড়ে, তখন একমাত্র ভগবানের শরণ গ্রহণ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। দুর্ব্বল মানুষের এমন শক্তি নাই যে, সে ভীষণ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। তাই মানুষ রিপুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করে,—"ত্রাহি মাং মধুসূদন!" দৈত্যারি সেই ভগবানই আসিয়া মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" ইহাই তাঁহার কার্য্য। তারপরে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়" তিনি মানুষকে তাঁহার ভাণ্ডারের পরমধন বিতরণ করেন। মানুষ তাঁহার কৃপা লাভে বিশুদ্ধ হৃদয় হয়, পাপশূন্য নির্ম্মল হয় জগতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়।

সাধকগণের দ্বারাই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে হৃদয়ের পবিত্রতা, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব লাভ করেন, তাহা প্রত্যেক মানবেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। প্রত্যেকের অন্তরেই সেই ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী হইবার অভিলাষ বিদ্যমান আছে। তাই সাধকবাঞ্ছিত সেই পরমধন লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১অ—৫খ—১সূ—৩সা)।•

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
পবস্ব মধুমত্তম ইন্দ্রায় সোম ক্রতুবিত্তমো মদঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহি দ্যুক্ষতমো মদঃ ॥ ১ ॥

* * *

গেয় গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ র ২ ১ —
১। (সফম্)।। পবস্বা ৩ মধু। মত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। ইন্দ্রায়সোমা ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ২ ১ ২ ৪
ক্রতুবাইত্তা ৩ মো ৩। মা ৩ ২ ৩ ৪ দাঃ। মহাই। দ্যুক্ষাতা ৩ মো ৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ৫ ২১২ ৪৫ ২৩ ৫
মা ৩ ৪ ৫ দো ৬ হাই ॥ (১) অহিদ্রু ৬ অন্ত ৬ সোমা ২ ৩৪ দাঃ।

২১২র১ — ১ ২ ৪ ২ ৫ ২১
যস্তেপাইৰা ২। বৃষভোবা ৩ র্ষ৬৩। বা ৩২৩ ৪ভাই। অন্তা।

র ২ ৪ ২ ৫ ১১২
পীত্বাসূ ৩ বা ৩ঃ। বা ৩৪৫ ইদো ৬ হাই ॥ (২) অস্তপী ৩

৬র৫ ২৩ ৫ ২১২১ — ১
ত্বাসূ। বর্ব্বা ২৩৪ ইদাঃ। সম্প্রকাইভো ২। অভি-

২ ৪ ২ ৫ ২১
য়াক্রা ৩ মী ৩ ৫। বা ৩। ৩৪ ইন্নাঃ। অচ্ছা।

র ২ ৪ ২ ৫
নাজাম্রা ৩ এ ৩। ভা ৩৪৫ শো ৬ হাই (৩)॥

* * *

১২ ১র — ১ র
২॥ (শঙ্কুনাম)॥ পবস্বমা। এ ২। ধুমা। তমাঃ। ইন্দ্রায়

র ২১র ২ ১ —১ ২১
সোমক্রতুবিত্তমোমা ২৩ দাঃ। মাহী ২ দুক্ষা ২৩। তমো ২

৫ ৪ ৫
৩৪ বা। মা ৫ দো ৬ হায়ি (১)॥

* * *

১২ ১র — ১ ২
৩॥ (শঙ্কু)॥ পবস্বমা। এ ২। ধুমা। তমাঃ। ইন্দ্রায় সোমক্রতু-

২১র ২ ১ —১ ২১ ৫ ৪
বিত্তমোমা ২৩ দাঃ। মাহী ২ দুক্ষা ২৩। তমো ২৩৪ বা। মা ৫

৫ ১ ২ ১র — ১ র
দো ৬ হায়ি। (১) মহিহ্ন্যক্ষা। এ ২। তমাঃ। মদো। যস্ত-

রর র২১র ২ ১ ১ ২১
ভেপীত্বাবৃষভোবৃষায়া ২৩ ভারি। আত্ত্বা ২ পারিষা ২৩। সুবো ২

৫ ৪ ৫ ২১২র১র — ১
৩৪ বা। বা ৫ রিদো ৬ হায়ি॥ (২) অস্তপীবা। এ ২। মুনাঃ।

র র ২১র ৫ ১ —
বিদাঃ। সম্প্রকেতোঅভিয়াক্রমীদা ২ ৩ য়িষাঃ। আচ্ছা ২

১ ২১ ৫ ৪ ৫
বাজা ২ ৩ ম্। নও ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ শো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩২ ৫ ৫ ১১
৪॥ (সত্রাসাহীয়ম্)॥ পবা ৩ ৪। স্বমধুমত্তমঃ। ও ৬ বা। ইন্দ্রায়-

র ২ —১ —১ ২ ১S ২রA
সোমক্রতুবিত্তমোমা ২ দাঃ। মা ২ হায়ি। দ্যূ ২ ৩ ক্ষা। তমৌ ৩ হো।

৩র ২ ১ ৫ ৩২
বাহা ৩ ৪ ত য়ি। মা ২ ৩ ৪ দো ৬ হায়ি॥(১) মহা ৩ ৪ য়ি।

র ৫ ৫ ১ ররর রর —১
দ্যুক্ষতমোমদঃ। ও ৬ বা। যস্যতেপীত্বাবৃষভোবৃষায়া ২ তায়ি।

—১ ২ ১S ২রA ৩র ২
আ ২ স্থা। পা ২ ৩ য়িবা। সুগৌ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩

১ ৫ ৫ ৩২
য়ি। বা ২ ৩ ৪ য়িদো ৬ হায়ি॥ (২) অস্যা ৩ ৪।

রর ৫ ৫ ১ র র র —
পীত্বাস্বর্ব্বিদঃ। ও ৬ বা। সম্প্রকেতোঅভিয়াক্রমীদা ২

১ —১ ২ ১S ২রA
য়িষা। আ ২ চ্ছা। বা ২ ৩ জাম্। নও ৬ হো।

৩র ২ ১S ২রA ৩র ২
বা ২ ৩ জাম্। নও ৬ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি।

১ ৫ ৫
তা ২ ৩ ৪ শো হায়ি (৩)॥

* * *

২র র ১ ২
৫॥ (ইডানাংসঙ্কারম্)। ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। পবস্বমা ৩

৪ ২৩৫ ২২ ৪ ২র৩৫
ধু ৩ মত্তমঃ। ইন্দ্রায়সোমক্রতুবা ৩ য়িত্তা ৩ মোমদঃ।

২র র ১ ৩২ক ৩ ৫ ২ ১র ২
ঔহোয়িহুবা ৩ হোয়ি। মহায়িদ্র্য ২ ৩ ৪ ক্ষা। স্তমোমদঃ।

১ ২ ৪ ৫ ৪
ইডা ২ ৩ ভা ৩। এহীডা। হো ৫ ঈ। ড ॥

* * *

৫ ২ ৪৫৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ৩
॥ (কালেয়ম্) ॥ পবস্ব। ০ মধুমত্তমাঃ। ইন্দ্রায়সো। মা ২ ৩।

২ ১ ৫ ২ ২ ১ ৩ ২
ক্রতু ৩। বা ২ ৩ ৪ য়িৎ। তমঃ। মা ৩ দাঃ। মহায়িদ্যুক্ষৌ।

২ক ৫ ৪ ৫ ২
বা ৩ ৪ ৩ ঔ ৩ ৪ বা। স্তমো ৫ মদাঃ। (১) মহিদ্র্য ০

৪ ৫ ৪র ৫ ২ ২র ১ ২
ক্ষতমোমদাঃ। যস্তেপায়ি। বা ২ ৩। বৃষা ৩।

১ ৫র ২ ২ ১ ৩র ২
ভো ২ ৩ ৪। বৃষা। যা ৩ তায়ি। অস্থাপীশৌ। বা ৩ ৪ ৩

২ক ৫ ৪ ৫ ২ ৪র ৫ ৪
ঔ ৩ ৪ বা। সুবা ৫ র্বিদাঃ। (২) অস্তপী ০ স্বাসুব-

৫ ২ ১ ২ ১ ২
র্বিদাঃ। সস্প্রকায়ি। তো ২ ৩। অভা ৩ য়ি।

১ ৫র ২ ২ ১ ৩র ২
আ ২ ৩ ৪। ক্রমীৎ। আ ৩ য়িষাঃ। অচ্ছাবাজৌ।

২ ৫ ৪
বা ৩ ৪ ৩ ঔ ৩ ৪ বা। নএ ৫ তশাঃ।

৪
হো ৫ ইডা (৩) ॥

* * *

৩ ৫ ৩ ৫
(চ্যাবনম্) ॥ পবা ২ ৩ ৪। স্বম। ধুমা ২ ৩ ৪ ত্তমা ৬ঃ।

৫ ২ A ৩ ৫ ২ র ১
হাউ। আয়িন্দ্রায়া ২ ৩ ৪ সো। মক্রতুবিত্তমোমাদো ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ২ ১ ২
হায়ি। মহায়িদ্যু ৩ ক্ষা ৩। তামা ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩য়ি।

১ ৫ ৫
মা ২ ৩ ৪ দো ৬ হায়ি (১)॥

* * *

১ ২ — ১ র ২
৮॥ (প্রতীচীনেডক্কাশীতম্)। পবস্বমধু। মা ২ ত্তমাঃ। আয়িন্দ্রায়-

র ১ ৭ ৩র ২ ১ ৪ ২
সোমক্রতুবিৎ। তমোমদা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি। মহিদ্যুক্ষতা ৩

২ ১ ৪ ৫ ১ ২ —
মাঃ। মদা। ঔ ৩ হোবা। (১) মহিদ্যুক্ষত। মো ২

১ ২র র র ১ ৭
মদাঃ। যাস্যতেপীয়াবৃষভঃ। বৃষায়তা ২ ৩ ৪ য়ি।

৩র ২ ১ র ২ ২ ১ ২ ৪ ৫
হাহোয়ি। অস্যপীত্বাস্য ৪ বাঃ। বিদা। ঔ ৩ হোবা॥

২ ১ ২র১র২ — ১ ২ র র
(২) অস্যপীত্বাস্য। বা ২ র্বিদাঃ। গাস্যপ্রকেতো

১ ৭ ৩র ২
অভিয়। ক্রমায়িদিষা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি।

১ র র ২ ২ ১ ২
অচ্ছাবাজাম্মা ৩ এ। তশা। ঔ ৩

৪ ৫ ৪ ৪
হোবা। ঈডা (৩)॥

* * *

১ ২ ऽ ২ ২
৯। (ধুরাসাকমশ্বম্)॥ পবস্বমা ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। ধুমত্তমা ৩ঃ।

ऽ ২ র ২ ऽ ২ র
হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি। ইন্দ্রায়সো ৩। হৌ ৩ হো ৩ ১। মক্রতুবিত্তমো

২ ऽ ২ ১ ২ ऽ
মদা ৩ঃ। হৌ ৩ হো ৩ ১ য়ি। মহিদ্যুক্ষা ৩। হৌ ৩

২ র ২ S ১
হো ৩ ১। তমোমদা ৩ঃ। হো ৩ হো

৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) 'মধুমত্তমঃ' (অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতঃ, অমৃতময়ঃ) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'ক্রতুবিত্তমঃ' (সৎকর্ম্মপ্রাপকঃ যদ্বা প্রজ্ঞাদায়কঃ) 'মহি' (মহান) 'দ্যুক্ষতমঃ' (অত্যন্তদীপ্তঃ, পরমদীপ্তিমান) ত্বং অস্মাকং 'মদঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ সন) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবার্থং ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতপ্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! অমৃতময়, পরমানন্দদায়ক, সৎকর্ম্মপ্রাপক, (অথবা প্রজ্ঞাদায়ক) মহান্, পরমদীপ্তিমান্ আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতপ্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতস্ত্বং 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'মদঃ' মদকরঃ সন্ 'পবস্ব' ক্ষর। কীদৃশঃ? 'ক্রতুবিত্তমঃ' অত্যন্তং প্রজ্ঞায়াঃ কর্ম্মণো বা লম্ভকঃ, মহি, 'মংহনীয়ঃ' দ্যুক্ষতমঃ অত্যন্তং দীপ্তঃ 'মদঃ' মদহেতুঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৬৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

—§ * §—

মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার একাংশে আছে "পরম আনন্দদায়ক আপনি আমাদিগের পরমানন্দদায়ক হইয়া আবির্ভূত হউন।" যিনি পরমানন্দদায়ক তাঁহাকে পরমানন্দদায়ক হইবার জন্য প্রার্থনা কেন? তাহার উত্তর এই যে, সূর্য্যের আলোকে তো জগৎ উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তাহাতে কি অন্ধের কোন উপকার হয়? ভগবান্ তো 'আনন্দং

অমৃতস্বরূপং'—তাঁহার আনন্দ-প্রবাহে জগৎ প্লাবিত হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে কি সেই আনন্দের স্পন্দন অনুভূত হয়? উৎসবের আনন্দকোলাহল কি অন্ধকার কারাগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে? আর তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিলেও হস্তপদশৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুপথযাত্রীর বুকে এই আনন্দতরঙ্গ কি কোন সাড়া জাগাইতে পারে? যাহার উপভোগ করিবার শক্তি নাই, যাহার গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহার নিকট বিশ্বের সম্পদ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেও তাহা তাহার কোন কাজে লাগে না।

সত্ত্বভাব আনন্দদায়ক নিশ্চয়ই, সত্ত্বভাবের সঙ্গে আনন্দের মিলন হয় সত্য, কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে আমরা সেই আনন্দ লাভ করিব কিরূপে? তিনি যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার ধন উপভোগ করিবার অধিকার দেন, শক্তি দেন, তবেই আমরা তাহা উপভোগ করিতে পারি। তাই বলা হইয়াছে "পরমানন্দদায়ক আপনি আনন্দদায়ক হইয়া" ইত্যাদি। সত্ত্বভাব অমৃতময়, অর্থাৎ অমৃততুল্য উপকারী; সত্ত্বভাবই মানুষকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাই মন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে॥ (১অ-৫খ-২সূ ১সা)।

—:•:—

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩২৩
যস্য তে পীত্বা বৃষভো বৃষায়তে
২ ৩২ ৩ ১২
অস্য পীত্বা স্বর্বিদঃ।
২ ৩১২ ৩ক২র
স সুপ্রকেতো অভ্যক্রমীৎ
২র ৩ ২৩ ১২
ইষোঽচ্ছা বাজং ন এতশঃ॥ ২॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (যস্য সাধকস্য) 'পীত্বা' (গৃহীত্বা—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অস্য' 'বৃষায়তে' (বর্ষয়তি, প্রযচ্ছতি—অভীষ্টং ইতিযাবৎ) হে সত্ত্বভাব! 'স্বর্বিদঃ'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

(সর্ব্বজ্ঞস্য) 'তে' (তব—তৎ অমৃতং ইতি যাবৎ) 'পীত্বা' (লব্ধ্বা) 'সুপ্রকেতঃ' (প্রাজ্ঞঃ, জ্ঞানবান্ সন্) 'এতশঃ ন বাজং' (মোক্ষপ্রদং জ্ঞানং যথা আত্মশক্তিং লভতে তদ্বৎ) 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং, আত্মশক্তিং) 'অচ্ছ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'অত্যাক্রমীৎ' (অতিক্রামতি, লভতে ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবেন মোক্ষং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকের সত্ত্বভাব গ্রহণ করিয়া অভীষ্টবর্ষক দেব উঁহার অভীষ্ট প্রদান করেন, হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বজ্ঞ তোমার সেই অমৃত লাভ করতঃ জ্ঞানবান্ হইয়া, মোক্ষপ্রদ জ্ঞান যেরূপ আত্মশক্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই সাধক আত্মশক্তি সম্যক্‌রূপে লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের দ্বারা মোক্ষ এবং আত্মশক্তি লাভ করা যায়।)। (১অ—৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষকঃ ইন্দ্রঃ। হে সোম! 'যস্য' যং 'তে' ত্বাং 'পীত্বা' 'বৃষায়তে' বৃষভ ইবাচরতি কিঞ্চ স্বর্বিদঃ সর্ব্বং জানতঃ অস্য তব পীত্বা পানে সতি 'সু প্রকেতঃ' শোভন-প্রজ্ঞঃ সঃ ইন্দ্রঃ বৃষভঃ শত্রূণাং অন্নানি অত্যাক্রমীৎ অতিক্রামতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'নঃ' 'এতশঃ'—ইত্যশ্বনাম (নিঘ॰ ১।১৪।১১) যথা অশ্বঃ 'বাজং' সংগ্রামং অভি গচ্ছতি তদ্বৎ। 'স্বর্বিদঃ'—'স্বদৃশঃ'—ইতি পাঠৌ। (১অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার 'যস্য' 'তে' পদদ্বয়ের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও এই ব্যাখ্যার অনৈক্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র তোমাকে পান করিয়া বৃষের ন্যায় বলবান্ হন। তুমি তাবৎবস্তু দান করিতে পার, এতাদৃশ তোমাকে পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি সুন্দররূপ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, যেমন ঘোটক যুদ্ধে যায়, তিনি তদ্রূপ শত্রুর আহারীয় সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে যান।"

আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করি নাই। অর্থ সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'সত্ত্বভাবঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে আনা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রায়ই লুণ্ঠনাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র অথবা অন্য কোন দেবতা শত্রু-

গণের গোমহিষাদি এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতেছেন—এরূপ বর্ণনা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যাখ্যা হইতে আবার প্রাচীন ভারতের অবস্থাও চিত্রিত হইয়া থাকে। অথচ মূলবেদে এই সকল অপকর্ম্মের কোন উল্লেখ নাই। যিনি চুরি প্রভৃতি বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই দেবতাই বা কেমন—আর তাঁহাদিগের উপাসকরাই বা কিরূপ প্রকৃতির লোক? এই সকল ব্যাখ্যা পড়িয়া যদি সাধারণ অনভিজ্ঞ লোক বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অথচ ব্যাখ্যাতাদের দোষেই এইরূপ হইতেছে! একটা উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। এরূপ ব্যাখ্যা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। যাহা হউক আমাদিগের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (১অ—৫খ—২দ—২সা)॥*

—•—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রম্ অচ্ছ সুতা ইমে বৃষণং যন্তু হরয়ঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রুষ্টে জাতাস ইন্দবঃ স্বর্বিদঃ॥ ১॥

• • •

গেয়-গানং।

২ ১ ২ ৪ ৫ ১^৩ ৫ ২ ১ ২ ১
১। (পৌষ্কলম্)॥ ইন্দ্রমা ৩ চ্ছসূ. তাঈ ২ ৩ ৪ মাই বৃষাণ্ণ্যঃ।

২^৩ ৫ ২ ১ র ৭ ৩
তুহারা ২ ৩ ৪ য়াঃ। শ্রুষ্টাইজাতা। সঈ ২ ন্দা ২ ৩ ৪ ৫ বা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ ১৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ৪র৫ ২^৩ ৫
সুর্বিদা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। (১) অয়াম্মা ৩ রায়। সানা ২ ৩ ৪ সাইঃ।

২ ১র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র ১ র ৭ A
ইন্দ্রায়পা। বাতাইসূ ২ ৩ ৪ তাঃ। গোমোগৈ। ত্রা। শুচা ২

৩ ২র ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ইতা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ ই। যথাবিদে ২ ৩ ৪ ৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১র২　৪র ৫　২A ৩　৫　২র১২　১
(২) অপ্যেদী ৩ স্ত্রোম। দাইম্ ২ ৩ ৪ বা। গ্রাভঙ্গুভ্ণা।

২A৩　৫　২১　৭ A　৩
ভাইগানা ২ ৩ ৪ সাইম্। বজ্রাঞ্চবা। মণা২ ভ্মা ২ ৩ ৪ ৫

২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
রা ৬ ৫ ৬ ৫। সমপ্সুজৌ ২ ৩ ৪ ৫ ৫ (৩)॥

* * *

২　র১　২ ১ —
১॥ (স্বজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণংষা ২।

১　২ র১ —　১　A ৩　৫র র
তুহরয়াঃ। শ্রুস্টেজাতা ২। নহ্ট। দা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোনা।

১ ২　১ ১ ১ ১
সুবর্ব্বিদএ ৩ উপা ২ ৩ ৪ ৫ (১)।

* * *

১২ ১　২১র র
৩। (রোহিতকুলীয়াস্থম)। ইন্দ্রমচ্ছা সুতাইমে। বৃষণংযন্তুহরয়ঃ-

২ ১র　২ ১　২ ১ ২　৫
শ্রুষ্টেজ ২ ৩ তা। না ২ ৩ ঈ দানঃসুবা ৩ ১ উবা ২ ৩। বা ২ ৩ ৪ দঃ।

১২ ১　র　র　র　২র১র
(১) অনাস্তরা। যশানশিঃ। ইন্দ্রায়পবতেসুতঃসোমোজা ২ ৩

২　১　২ ১ ২　৫
য়ত্রা। নয়া ২ ৩ চে। ভাতিগণা ৩ ১ উবা ২ ৩ বা ২ ৩ ৪ দে॥

১ ২র　১　২　র　র　১　২ ২
(২) অস্যেদিন্দ্রঃ। মদেষ্বা। গ্রাভঙ্গ্ভ্ণাতিসানসিংবজ্রঞ্চা ২ ৩ বা।

১ ২ ১ ২　৫
দা ২ ৩ ণাম্। ভারৎসমা ৩ ১ উবা ২ ৩। পসূ ২ ৩ ৪ জৌৎ (৩)।

* * *

২　র১　২১ —　১
॥ (স্বজ্ঞানম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাংষ ২। তুহরয়াঃ।

২ র১ —　১　A　৫রর　১ ২
শ্রুস্টেজাতা ২। নহৈ। দা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুবর্ব্বিদএ ৩॥

২ র ১ ২ র ১ — র ১ ২র র
(১) অয়ন্তরা। যদানেদায়িঃ। ইন্দ্রায়াপা২বতেসুতাঃ। সোমো-
১ — ১র A ৩ ৫র র ১ র ২
জায়িত্রা২। দ্যচে। ভা২তা২৩৪ ঔহোবা। যথাবিদএ ॥

২ র র ১ ২র ১ — ২ ১
(২) অস্যেদিন্দ্রাঃ। মদেষুবা। গ্রাভঙ্গার্ভণা২। ভিদান-
২ ১ — ১ A ৩ ৫র র
দায়িম্। বজ্রঞ্চা২। যণম্। ভা২রা২৩৪ ঔহোবা।
১ ১ ১১ ১১
সমপ্সুজিদে৩উপা২৩৪৫ (৩)॥

* * *

১ — ৭ ১ ২১২১ ২৩র১
৫। (শুধ্যম্)। ইন্দ্রমচ্ছা২সু। তাইমোবা। বৃষণংযা। তুহরয়াঃ।
র২র১র২১ ২১ ২ ১র —
শ্রুষ্টেজাতাসইন্দবঃসু। বা২৩ঃ। বিদাউবা। শ্রুধিয়া২॥

১ — র ১ ২১২১ ২২র২১
(১) অয়ন্তরা২য়। সানসোবা। ইন্দ্রায়পা। বতেসুতাঃ।
র২র১র২র ১ ২ ১র —
সোমোজৈত্রদ্যচেতভিয়। থা২৩। বিদাউবা। শ্রুধিয়া২।
১ র — র ১২ ২র১২ ১ ২৩র২
(২) অস্যেদিন্দ্রো২ম। দেষুবোবা। গ্রাভঙ্গৃভণা। ভিদান-
১ ২১২ ১ ২
দায়িম্। বজ্রঞ্চবৃষণস্তুরৎসম্। ভা২৩। প্সুজাউবা।
১র — ১ ২ ১
শ্রুধিয়া২। এ২৩হিয়া৩৪৩। ও২ ৫ঈ। ডা(৩)।

* * *

১২১ ২১র
৬। (ঐড়মায়াস্যম্)॥ আইন্দ্রাম্। আচ্ছা। সুতাইমায়ি।
২ ২১ ২ ২র১
বার্ষণংযা৩১। তুহরয়াঃ। শ্রুষ্টা৩১য়ি। জাতা।
২ ২১ ২
সাইন্দবা৩ঃ। সবর্বা২ঃয়িদা৩৪৩ঃ (১)॥

* * *

২　　১র　　২
৭॥ (ঔপগবাস্তম্)॥ ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাইমায়ি। বৃষণাং ২ ৩ য়া।

র ১র　　২　　১　　২
তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা। সইন্দা ২ ৩ বাঃ। সুবর্ব্বা ২ ৩ য়িদাঃ॥

২　　১র　　র　২　র
(১) অয়ন্তরা। যসানসায়িঃ। ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা। বতেসতঃ

র র ১র　　র　　২　　১র　　২
গোমোক্ষেত্রা। স্যাচেত্তা ২ ৩ তায়ি। যথাবা ২ ৩ য়িদায়ি॥

র　　১ র　　র　　২
(২) অস্মেদিন্দ্রাঃ। মদেষুগা। গ্রাভঙ্‌গ্রা ২ ৩ র্ভ্‌ণা।

র　　১　　২　　১
তিগানদিংবজ্রুঞ্চবা। র্যণন্তা ২ ৩ রাৎ। সমপ্স ২ ৩

২　　র　　১ —　　৩২　　৫র র
জীৎ। ঐ। হিয়া ২ য়ি। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা।

২　　১২　　১ ১ ১ ১
এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

৩ ২　　৩ ২　　৫র
৮॥ (দৈবোদাসম্)॥ ইন্দ্রা ৩ ১ ম্। অচ্ছা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সুত্তাঃ।

২　　২^　　৩ ২　　৩ ২　　৫　　২
আ ৩ য়িমায়ি। বৃষা ৩ ১। ণংষা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুহ। রা ৩

২A　　৩ ২　　৩র ২　　৫　　২
য়াঃ। শ্রুষ্টা ৩ ১ য়ি। জাতা ৩ ১ ২ ৩ ৪। সই। দা ৩

২　　৩২　　৩২　　১　　৫　　৩২
বাঃ। সুবা ৩ ১। বিদা ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ বা॥ (১) অয়া

৩ ২　　৫র　　২　　২A　　৩ ২
৩ ১ ম্। ত্তরা ৩ ১ ২ ৩ ৪। য়সাঃ। না ৩ সায়িঃ। ইন্দ্রা

৩ ২　　৫র　　২　　২^　　৩র ২
৩ ১। য়পা ৩ ১ ২ ৩ ৪। বত্তে। সূ ৩ ত্তাঃ। গোমো

২　　১　　র৫　　১　　৩২
গিত্রা ৩। স্তা ২ ৩ ৪ চেহায়ি। ও। হুবায়ি।

৩　　১　　২　２　１
তা ২ ৩ ৪ তায়ি। হুম্মায়ি। যা ৩ থা ৩। বা

৫র　　৫　　২ র
২ ৩ ৪ য়িদায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) অস্মে-

র র　　২র　　১ ২
দিস্রোহুম্মা ৩ দেবুবা। গ্রা ৩ ভাঙ্গা ৩

২　　১ র　　２
ভঁগা। তিসান। গিবা ২ ৩ জ্রাম্।

১　　২　２　１
হুম্মায়ি। চা ৩ বা ৩। মা ২ ৩ ৪

৫　　১　　৩২　　৩
চেহায়ি। ও। হুবায়ি। স্তা

৫　　১　　২
২ ৩ ৪ রাৎ। হুম্মায়ি। গা ৩

২　　১
মা ৩। প্স ২ ৩ ৪ জৌৎ।

৫র　　৫
এহিয়া ৬ হা। হো ৫

ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২৩র৪র　৫　　２ ১
১০॥ (আশ্বসূক্তম্)॥ আওহোবাহায়ি। ইন্দ্রমচ্ছা। সুতাঃ।

র　২র২৩র২　　২　　１　র　　২ররA
ইমে। ঐহীয়ৈহী ১। বাস ং যস্তু হরয়ঃ শুক্রাস্থায়িজাতা। ঐহী-

৩র২　—　১　—　—　১　—
য়ৈহী ১। আ ২ য়ি। সাআ ২ য়িন্দাবা ২ঃ। সুবঃ। বা ২

৩　　৫র র　　২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ২ ৩ ৪ ওহোবা। শুক্রাহুতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (১)॥

* * *

২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২ ১
১১ । (জরাবোধীয়ম্) ॥ ইন্দ্রমাচ্ছাবা । সূতাইমায়ি । বৃষাণাং ২ ৩

২ র ১র ২ ৪S ৫
স্যা । তুহরয়ঃ শ্রুষ্টেজাতা । সআয়িন্দা ১ বা ২ ৩ঃ । সু । বঃ ।

৩ ২ ২ ১ ২ ১ র ২ ১
বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ । ডা ॥ (১) অয়ন্তুরোবা । যাসানসায়িঃ ।

২ ১ ২ র র র ১র ২
ইন্দ্রায়া ২ ৩ পা । বতেসুতঃ সোমোজৈত্রা । স্যচায়িতা ১

৪S ৫র ৩ ২
ভা ২ ৩ য়িয়া । থা । বিদো ৩ ৪ ৫ ঈ । ডা ॥ (২)

২ র ১ ২ ১ র২ ১ ২র ১ ২
অস্মেদিন্দ্রোবা । মাদেষুবা । ওাভাঙ্গা ২ ৩ ৪ র্ভ্‌ণা ।

র ১ ২ ৪
তিসানসিংবজ্রঞ্চবা । ষণাম্মা ১ রা ২ ৩ ৫ সাস্ ।

৫ ৩ ২
অ । প্সুজো ৩ ৪ ৫ ঈ । ডা (৩) ॥

৫ ৩ ২ ৩র ৪ র ৪
১২ । (আক্ষারম্) ॥ ইন্দ্রম্ । অচ্ছা ৩ ৪ । ঔহো ৫ সুতাইমায়ি ।

১ ২ ১ ২ ৩ ২ ৩র ২ ১
বৃষণংযস্তুহরা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ঃ । শ্রুষ্টা ৩ ৪ য়িজাতা । সইন্দবাঃ ।

২ ৪ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১ ৫ ৩২ ৩র ৪
সু ৩ ববি । দা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥ (১) অয়ম্ । ভরা ৩ ৪ । ঔহো ৫

র ৪ ১ র ২ ১র ২ ৩র ২
যসানসায়িঃ । ইন্দ্রায়পবতেসু ২ ৩ তা ৩ ৪ ঃ । সোমো

৩র ২ র ১ ২ ৪র ৫ ৩ ১ ১ ১ ১
৩ ৪ জৈত্রা । স্যচেতভায়ি । যা ৩ থাবি । দা ২ ৩ ৪ ৫

৫ র ৩ র ৩র ৪
য়ি ॥ (২) অস্মেৎ । ইন্দ্রো ৩ ৪ । ঔহো ৫

২ ৪ ১র র ২ ১র ২
মদেযুবা। প্রাভঙ্গ্ভা্তিসানা ২ ৩ সা ৩ ৪ য়িম্।

৩২ ৩২ ১ ৪ ৪ ৫
বজ্রা ৩ ৫ ঞবা। ষণস্তুরাৎ। সা ৩ মপস্ম্।

৩ ১ ১ ১ ১
জী ২ ৩ ৪ ৫ ৎ (৫) ॥ ১২,৩॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'শ্রুষ্টে' (শ্রুষ্টী, ক্ষিপ্রাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ) 'ইমে আতাসঃ' (অস্মাকং হৃদয়ে উৎপন্নাঃ) 'হরয়ঃ' (পাপহারকাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'সুতাঃ' (অভিষুতাঃ, বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'ইন্দ্রং' (বলাধিপতিদেবং, ভগবন্তং) 'অচ্ছ' (প্রতি) 'যন্তু' (গচ্ছন্তু); প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবসহায়েন বয়ং ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ ৫খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন, পাপহারক, সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া অভীষ্টবর্ষক ভগবানের প্রতি গমন করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব সহায়ে আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।) (১অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শ্রুষ্টে' শ্রুষ্টীতি ক্ষিপ্রনাম (নিরু॰ ৬।১২) ক্ষিপ্রং 'আতাসঃ' আতাঃ 'ইন্দবঃ' পাত্রেষু ক্ষরন্তঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ 'হরয়ঃ' হরিতবর্ণাঃ 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'বৃষণং' কামানাং সেক্তারং 'ইন্দ্রং' 'অচ্ছ যন্তু' অভিগচ্ছন্তু। 'শ্রুষ্টে' 'শ্রুষ্টী ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৬৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

———:০:———

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভগবানের প্রতি গমন করুক অর্থাৎ সত্ত্বভাবযুক্ত হইয়া আমরা যেন ভগবৎচরণ লাভ করি—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। ভগবান অভীষ্টবর্ষক। সেই কল্পতরু-মূলে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। কিন্তু সেই প্রার্থনা বিশ্ব-মঙ্গলনীতির অনুগামী হওয়া চাই, নতুবা প্রার্থনাকারীকেই দুঃখ

পাইতে হইবে। সাধকগণের চিত্ত নির্ম্মল, তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের মঙ্গলনীতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং তাঁহাদের প্রার্থনাও মঙ্গলনীতির অনুগামীই হয়। তাঁহাদের কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না।

সত্ত্বভাব সর্ব্বত্রই আছে। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই সত্ত্বভাব বীজরূপে নিহিত আছে। সেই বীজকে সাধনার দ্বারা বিকশিত করিতে হইবে। বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা দেবপূজা করা যায়। খনিতে রত্ন থাকে বটে, কিন্তু তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হইলে পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য॥ (১অ—৫খ-৩সূ-১সা)॥ •

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ২
অয়ং ভরায় সানসিঃ ইন্দ্রায় পবতে সুতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো জৈত্রস্য চেততি যথা বিদে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভরায়' (সংগ্রামায়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভার্থং ইত্যর্থঃ) 'সানসিঃ' (ভজনীয়ঃ, প্রার্থনীয়ঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রায়' (বলাধিপতিদেবায়, ভগবন্তং লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); 'যথা বিদে' (লোকঃ যথা বস্তুজ্ঞানং লভতে) তদ্বৎ 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'জৈত্রস্য' (জয়শীলং দেবং, জয়শীলং ভগবন্তং) 'চেততি' (জানাতি); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম, ততঃ সত্ত্বভাবসহায়েন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৫খ—৩সূ-২সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুসংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রার্থনীয়, প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হউন; লোক যেমন বস্তুজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব জয়শীল ভগবানকে জানেন।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ-৫দ-১০খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়ধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দ্বাদশটী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি, তারপর সত্ত্বভাব-সহায়ে ভগবানকে যেন প্রাপ্ত হই।)॥ (১অ—৫খ—৩সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ভরায়' সংগ্রামায় 'সানসিঃ' ভজনীয়ঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' 'সোমঃ' 'ইন্দ্রার্থং' 'পবতে' ক্ষরতি গ্রহাদিষু ক্ষরতি। ততঃ সোমঃ 'জৈত্রস্য' ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং (১,২,২১৫ বা০)—ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানসংজ্ঞা চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (পা০ ৩।৩।৩৬) জয়শীলমিন্দ্রং 'চেতিতি জানাতি যথা ইন্দ্রঃ 'বিদে' লোকৈর্জ্ঞায়তে তথা জানাতি॥ (১অ—৫খ-৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (৬৯৫ সামের মর্ম্মার্থ।

—‡•‡—

সত্ত্বভাব মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। ভগবৎচরণপ্রাপ্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ। সেই উদ্দেশ্য সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াই সত্ত্বভাব মানবের এমন একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উদয় হইলে মানুষ রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। সত্ত্বভাব সম্বন্ধে তাই বলা হইয়াছে—"ভরায় সানসি"। রিপুজয় মানবাকাঙ্ক্ষার একটী অংশ মাত্র। রিপুজয়ই চরম সিদ্ধি নয়। অবশ্য রিপুজয়ের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হয়। সেই রিপুজয় করিবার প্রধান অস্ত্র—সত্ত্বভাব। তাই সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ যেমন জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, সত্ত্বভাবসম্পন্ন মানব তেমনি পরম পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। সত্ত্বভাবের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তির অসাধারণ শক্তি, মন্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'জৈত্রস্য' পদে দ্বিতীয়ান্ত 'জয়শীলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ (১অ-৫খ-৩—২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অস্যেৎ ইন্দ্রো মদেষ্বা গ্রাভং গৃভ্ণাতি সানসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
বজ্রঞ্চ বৃষণং ভরৎ সমপ্সুজিৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদেষু' (মদায়, পরমানন্দদানায়' মোক্ষদানায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'অস্ত' (সাধকস্ত) 'সানসিং (সম্ভজনীয়ং) 'গ্রাভং' (গ্রহনীয়ং—সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'আগৃভ্ণাতি' (সম্যকৃরূপেণ গৃহ্নাতি) 'চ' (তথা) 'অপ্সুজিৎ' (অমৃতস্বামী, অমৃতপ্রাপকঃ সঃ দেবঃ) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'বজ্রং' (রক্ষাস্ত্রং) 'সম্ভরৎ' (ধারয়তি —সাধকরক্ষায় ইতি যাবৎ); ভগবান্ সাধকস্ত পূজাং গৃহীত্বা তং সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষতি—ইতি ভাবঃ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষদানের জন্য বলাধিপতি দেবই সাধকের সম্ভজনীয় গ্রহণীয় সত্ত্বভাব সম্যকৃরূপে গ্রহণ করেন এবং অমৃতপ্রাপক সেই দেবতা অভীষ্টবর্ষক রক্ষাস্ত্র সাধকরক্ষার জন্য ধারণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করেন॥ (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥

* *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্তেৎ' অস্ত সোমস্তেব 'মদেষু, 'মন্ত্রাতেষু' 'সানসিং' সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং 'গ্রাভং' গৃহীতব্যং ধনুঃ 'গৃভ্ণাতি' গৃহ্নাতি 'হৃগ্রহোর্ভশ্ছান্দসি'—ইতি ভত্বং কিঞ্চ 'অপ্সুজিৎ।' উদকার্থং বৃত্রস্ত জেতা। যদ্বা, 'আপদন্তান্তরিক্ষনাম (নিঘ০ ১৩৮) অন্তরিক্ষে অহিনামকস্ত জেতা 'ইন্দ্রঃ' 'বৃষণং' বর্ষিতারং 'বজ্রং চ' স্বকীয়মায়ুধং 'সম্ভরৎ' সম্বিভর্ত্তিং বিভর্ত্তেরড়াগমঃ। 'গৃভ্ণাতি-গৃহ্নীত'-ইতি পাঠৌ॥ (১অ-৫খ-৩সূ-৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———‡ • ‡———

ভগবানের পূজার জন্যই মানবের যত কিছু উদ্যোগ আয়োজন। তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন বলিয়াই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার সত্ত্বভাব লাভের জন্য সাধনা। তিনি যখন সেই পূজা গ্রহণ করেন তখনই সাধনা জপতপ প্রভৃতি উদ্যোগ আয়োজন সার্থক হয়। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি—সত্ত্বভাব উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় পরিমার্জ্জিত হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। তিনি বাহ্য জপতপে তুষ্ট নহেন। তিনি চাহেন

— মানবের অন্তরের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ হৃদয়, শুদ্ধসত্ত্বই তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে হয়। তাই সাধক গাহিয়াছেন,—

"চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চাওনা চতুর্ব্বিধ রস,
তুমি কেবল ভাবের ভাবুক ভাবগ্রাহী ভাবের বশ।)"

তাই যখন তিনি সেই বিশুদ্ধভাব গ্রহণ করেন, তখনই সাধকের জীবন ধন্য হয়। তখন আর তাঁহার দুঃখ তাপ, কামনাবাসনা কিছুই থাকেনা। কারণ তখন তিনি সিদ্ধার্থ। যিনি আপনাকে ভগবানের চরণে বিলাইয়া দিলেন, তাঁহার তো নিজের বলিতে আর কিছুই রহিল না! তিনি তখন বলিতে পারেন,—

"মা আছে আর আমি আছি ভাবনা কিরে আর আমার
আমি মায়ের হাতে খাই পরি মা নিয়েছে সকল ভার।"

তখন ভগবান্ সাধকের সকল ভারই গ্রহণ করেন। (১অ—৫খ—৩সূ—৩সা)। •

———•———

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরোজিতী বো অন্ধসঃ সুতায় মাদয়িত্নবে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
অপ শ্বানং শ্নথিষ্টন সখায়ো দীর্ঘজিহ্ব্যম্ ॥ ১ ॥

• ৬ •

গেয়-গানং।

৩ ২ ২ ৪ র ৫ ২ ৪
১। (শাবাশ্বম্)॥ পুরো ৩ ১। জো ৩ তী। বোআ। ধা ৩ সঃ।

৫ ১ র র ২ ১ — ১র —
এহিয়া। সূ। তায়মাদা। য়ি। ত্নবা ২ ই। এহিয়া ২।

১র ২ ৪ ২র — ১র
আপশ্বানাং শ্না ৩ থী ৩। ষ্টা ২ ৩ ৪ না। ঔহা ২ ই। এহি

— র ১র ২ ৪ ২ ৫
য়া ২। সখায়োদাইর্ঘা ৩ জী ৩। হ্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই॥ (১)

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়াধিক শততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় নবম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ ২ ৪ ৫ ২ ৩ ৫
সখা ৩ ১। য়ো ৩ দী। ঘজি। হ্বা ৩ য়াম্। এহিয়া।

১ র র ২ ১ — ১র — ১
যো। ধারয়াপা। ব। কয়া ২। এহিয়া ২। পরিপ্র

২ ৪ ৫ ২র — ১র —
স্কান্দা ৩ তা ৩ ই। সূ ২ ৩ ৪ তাঃ। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২।

১ ২ ৪ ২ ৫ ৩২
ইন্দুরশ্বোনা ৩ কা ৩। স্বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই। (২) ইন্দ, ৩ ১ঃ।

২ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ১ র
আ ৩ খো। নক্ত। স্থা ৩ য়ঃ। এহিয়া। তাম্। তুরোবমা।

২র ১ — ১র — র ১ ২ ৪
ভী। নরা ২ঃ। এহিয়া ২। সোমংবিশ্বাচী ৩ য়া ৩। ধা-

৫ ২র — ১র — র ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ য়া। ঐহা ২ ই। এহিয়া ২। যজ্ঞায়দাস্ত, ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হাই (৩)॥

* * *

২ র র ২ ১র র
২। (আক্ষীগবম্)। পুরোজিতীবো ১ হ্বাসাঃ। সুতায়। মাদা

২ ১ — ১ র র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ য়া। হুম্মা ২ ১ হ্ব ২। শ্ববেশপশ্বানঁ শ্নথিষ্টনা ২ ৩ ৪ ৫।

১ ২ ২ — ১ ২ ১
সাখা ৩ উবা। য়ো ২ দী। ঘা ২ ৩ জো। হ্বিয়াম্। ঔ ২ ৩

৪ ৫ ২ র র র ২ ১র র র
হোবা। (১) সখায়োদীর্ঘজাহ ১ রিহ্বায়াম্। যোধার। য়াপা-

২ ১ — ১ র ২ ১ ২র৩২
২ ৩ বা। হুম্মা ২ ১ হ্ব ২। কয়াপরিপ্রস্কন্দতেসুতা ১ঃ।

২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২
আইন্দা ৩ উবা। আ ২ খো। না ২ ৩ কা। ম্বিয়া। ঔ ৩

৪ ৫　২ র　২　১ র
হোবা॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকাহ্ ১ র্ষায়াঃ। তন্দুরো। যমা

২　—　১ র ২ ১র ∧২র৩২
২ ৩ত্তী। হুম্মা ২ হ্ ১ ২। নরঃ সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়াহ্ ১।

২ ২ —১ ২ ১ ২ ৪ ৫
যাজ্ঞা ৩ উবা। ষা ২ ন। ভু ২ ৬ বা। ত্রয়া। ঔ ৩ হোবা।

৪
হোহ্ ৫ ই। ডা (৩)॥

* * *

৪ ৩র ৪ ৫র র　৩২　৪ ১
॥ (নানন্দম্)॥ পুরোজিতীবোন্ধ। ধসা ৩ঃ। সূ ২ ৩ ৪।

র ৫ র　৪ ৫　৩ ৪ ৩র৪ ৫　৩　৫
তায়মাদয়ি। ত্নাবায়ি। অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৬ ৪ হায়ি।

৪ ৩র ৪ ৫　৩　৫　১২ ১২　১
অপশ্বান৺শ্নথি। ষ্টনো ২ ৩ ৪ হায়ি। সাখায়োদী। ঘজো ২ ৩ ৪

৫　৪　৫　৩৪র ৫র র　৩ ২
বা। হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সখায়োদীর্ঘজি। হ্বিয়া ৩

১　র ৫ র　৪ ৫　৩ ৪ ৩ ৪ ৫ র
ম। ঘো ২ ৬ ৪। ধারয়াপাব। কায়া। পরিপ্রস্থন্দতে।

৩　৫　৪　৩ ৪ ৫র　৩　৫
স্থতো ২ ৩ ৪ হায়ি। পরিপ্রস্থন্দতে। স্থতো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১ ২ ১ ২　১　৫　৪　৫
আয়িন্দ্রাশ্বাঃ। নকে ২ ৩ ৪ বা। ষা ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২)

৩ ৪ ৩ ৪র ৫　৩২　১　র ৫ র
ইন্দুরশ্বোনকৃ। তিয়া ৩ঃ। ত্তা ২ ৩ ৪ ম্। তুরোষমস্তী।

৪ ৫　৩র ৪ ৩ ৪র ৫ র　৩　৫　৪র ৩র
নাম্নাঃ। সোমংবিশ্বাচিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। সোমবিশ্বা-

৪৫র　৩　৫　১ ২ ১ ২　৫
চিয়া। ধিয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। যাজ্ঞায়াস। তুবো ২ ৬ ৪

৫　৪
রা। ত্রা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

* * *

৫ ৩২ ৪র ৫ ১র
৪ । (গৌরীবিতম্) পুরঃ । জিতা ৩ য়ি । যোঅন্ধসাঃ । সুতায়-

র ১ র২ ৪
মাদয়িত্নবা ২ ৩ য়ি । অপশ্বানা ৩ ১ ২ ৩ ম্ । শ্নথা ৫ য়িষ্টনা ।

১র র২ ৪ ৫ ৪ ৫
সাখায়োদা ৩ ১ ২ ৩ য়ি । ঘ:জাবা হবা ৫ য়ো ৬ হায়ি ॥ (১)

৫র ৩র২ ৪ ৫ ১রর র
সখা । য়োদা ৩ য়ি । ঘর্জিহ্বিয়াম্ । যোধারয়াপাবকয়া ২ ৩ ।

১ ২ ৪ ১ ২
পারিপ্রস্যা ৩ ১ ২ ৩ । দস্তা ৫ য়িসুতাঃ । আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ ২ ৩ঃ ।

৪ ৫ ৪ ৫ ৩ ২
নকোপা । হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি ॥ (২) ইন্দুঃ । অশ্বো ৩ ।

৪ ৫ ১ র র ১ ২
নক্ত্বয়াঃ । তন্দুরাবমন্তীনরা ২ ৩ঃ । গোমবিশ্বা ৩ ১ ২ ৩ ।

৪ ১র ২ ৪ ৫
চিয়া ৫ ধিয়া । যাজ্জায়সা ৩ ১ ২ ৩ । তুবোবা

৩ ৫
হ্বা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩) ॥

* * *

২ র র A ৩ ৫ ২র ১ ২
৫ । (কার্ত্তযশম্) ॥ পুরোহাহাউ । জা ২ ৩ ৪ য়িতা । যোআউ ৩

২ ৪ ৫ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৫
হো ৩ । ধাসাঃ । সুতাউ ৩ হো ৩ । যায়া ৬ । হাউবা ।

২ ১ — ১ ২ ১ র ২ ২ ২ ১ ২
দয়িত্নবে ২ । উপা । অপশ্বান৩ শ্নথা ১ য়িষ্টা ৩ না । সখাউ ৩ ।

২ ৪ ৫ ৫ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
হো ৩ । যোদ ৬ । হাউবা ঘর্জহ্বিয়াম্ । উপা ২ ৩ ৪ ৫ ॥ (১)

২ র র A ৩ ৫ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫
সখাহাহাউ । যো ২ ৩ ৪ দা । যজাউ ৩ হো ৩ । হ্বায়াম্ ।

৩ ৫ ১র ২১র ২র৩২ ২১র
য়ি। না২৩৪র়াঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১। যজ্ঞায়া২৩

২ ১ ২ ১
সা। ভুবন্না২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড (৩)॥

* * *

২ র ২র র১২১ — ১
৭॥ (উর্দ্ধেড়ষাষ্ঠীসাম)॥ পুরোজিতীবোঅন্ধসাঃ। সুতা২য়মা২।

৩২ ৩ ৫ ১২১র ২ ৩১১১১
দয়া৩৪৫য়ি। ত্না২৩৪বে। অপশ্বানচ্শ্নথিষ্টনা২৩৪৫।

৩র২র১ ২১ ২ ১র২র
সাখায়োদায়ি। ঘজিহ্বা২৩য়া৩৪৩ম্॥ (১) সখায়ো-

র১ ২১ —১ ৩র২ ৩
দীর্ঘজিহ্বিয়াম্। যোধা২য়ায়া২। পাবা৩৪৫। কা২৩৪

৫ ২ ৫ ২৩২ ৩ ২১ ২১
য়া। পরিপ্রস্যন্দতেসুতা১ঃ। ইন্দুরশ্বাঃ। নক্কৃত্বা২৩

২ ১২১২র১ ২১ —১র A
য়া৩৪৩ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তান্দ২রোষা২ম্।

৩২ ৩ ৫ ১র ২১র ২র ৩২
অন্তা৩৪৫য়ি। না২৩৪র়াঃ। সোমংবিশ্বাচিয়াধিয়া১।

৩র২১২১ ২ ১
যজ্ঞায়ণাভুবন্না২৩য়া৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ড। (৩)

* * *

২র র র ২ র রS
৮॥ (মধুশ্চ্যন্নিধনম্)। পুরোজিতীবোঅন্ধসা৩এ। সুতায়মা৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — র
দায়িত্নবা৩। হা৩হা। ঔ৩হোবা। আয়িহী২। অপশ্বা-

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
নাচ্৩শ্নাথিস্টনা৩। হা৩হায়ি। ঔ৩হো৩বা। আয়িহী২।

১ র র ২ ২ ২ S ২ ২ ১ —
সাধায়োদা ৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২।

১ A ৩ ৫র র ২ র র র
ঘজি। হ্বা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) সধায়োদীর্ঘ জহ্বিয়া ৩

২. র র Sর ১ ২ ২ ২ S ২ ২
মে। যোধারয়া ৩ পাবকয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ — ১ র ৩ ২ ২ ৪
আয়িহী ২। পরিপ্রস্থা ৩ ন্দাস্তেসুতা :। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ — ১ ২ ২ ২ ৪
হো ৩ বা। আয়িহী ২। আয়িন্দুরশ্বা ৩ :। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩

২ ২ ১ ১ A ৩ ৫র র
হো ৩ বা। আয়িহী ২। নক্ল। ঘা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥

২ র ৫ ২ র ১ র ২
(২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়া ৩ এ। স্তন্দুয়োষা ৩ মাস্তীনরাঃ ৩ ঃ।

২ ২ S S ২ ১ — র র S
হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। গোমং বিশ্ব ৩

১ ২ ২ ২ S ২ ২ ১ — ১ র ২
চায়াবিয়া ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। অয়াহী ২। ধাজ্ঞায়সা

২ ২ S ৩ ২ ১ — ১ A ৩
৩। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আয়িহী ২। ভুগা। দ্রা ২ য়া

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। মধুশ্চযতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ (৩)॥

৪ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
৯। (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ পুরোং ৫ জি। তা ৩ য়িবো ৩ অন্ধাসাঃ। সুতায়মা।

২ ১ ২ ২ ১ —১র ২ ১ ২ ২
দা ৩ য়ায়িস্থা ৩ বে। অপা ২ খা। নশ্নো ২ ৩ থা। হুস্মায়ি। ষ্টা ৩ না।

১ র র র A ৩ ২ ১ ২ ১র র র র
পাথাযোদীর্ঘজা ২ য়িহ্বিয়াউ॥ (১) পাথা। যোদীর্ঘজিহ্বায়োধারয়া।

২ ১২ ২ ১ — ১ ২ ১ ২ ২
পা৩বাকা৩য়া । পরা ২ হিত্র । স্তনা ২৩ তা । হম্মায়ি । সূ ৩ ন্যঃ ।

১ র A ৩২ ১ ২ ১ র র
আয়িন্দুরখোনকা২ ব্রি রাউঃ (২) আয়িন্দুঃ । অথোনকব্যক্রন্দুরোবাস ।

২ ১ ২ ২ ১র — ১ র ২ ১ ২ ২
আ ৩ আয়িনা ৩ঃ । পোমা ২ বি । বাচা ২৩ য়া । হম্মায়ি । ধা৩র্মা ।

১র A ৩২ A১ ১ ১
বাজোয়িনক্রয়া ২ ত্রয়াউ । বা ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

২ ১র ২র র ১ ২ ১২১ ২ ১ ২ ১
১০. ৯ (বৃহদাগ্নেয়ম্) । পুরোজিতীবোঅন্ধসঃ । ঔয়ইয়াহায়ি । সুতায় । মা ।

২৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১ ২
দায়িত্না ২৩৪ বায়ি । আঔ ৩৪ হো । ইয়াহায়ি । অপশ্বা । স্নাস ।

৭ A ৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১২ ২
শ্নথা ২ য়িষ্টা ২৩৪ না । আঔ ৩৪ হো । ইয়াহায়ি । সাখা ৩ ঊনা ।

১ ২৩ ৫ ১২ ৫ ৪ ৫
হঃ । দায়ি । বায়িহবা ২৩৪ য়াস্ । আঔ ৩৪ হো । ইয়াহাই (১)

১র২রর ১২১ ১২১ ২ ১র২ ১ ২৩ ৫
সথায়োদীর্ঘজী হ্বয়ম্ । ঔয়ইয়াহায়ি । যোধায় । বা । পাবকা ২৩৪ যা ।

১২ ৫ ৪ ৫ ১ ৭ A ৩ ৫
আঔ ৩৪ হো । ইয়াহায়ি । পরিপ্র । স্যা । ন্দতা ২ য়িন্দু ২৩৪ ভাঃ ।

১২ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ২ ১ ২৩
আঔ ৩৪ হো । ইয়াহায়ি । আয়িন্দা ৩ ঊবা । অ । শ্বো । নাকৃত্ম-

৫ ১২ ৫ ৪ ৫ ১২১২র১ ২
২৩৪ য়াঃ । আঔ ৩৪ হো । ইয়াহাই ॥ (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়ঃ ।

১২১ ২ ১ ৩র ১ ২A ৩ ৫ ১ ৫
ঔয়ইয়াহায়ি । তন্দুরো । বাস । আভায়িনা ২৩৪ য়াঃ । আঔ ৩৪ হো ।

৪ ৫ ২র ৭ A ৩ ৫ ১২ ৫
ইয়াহায়ি । সোঅংবি । শ্বা । চিয়া ২ বা ২৩৪ য়া । আঔ ৩৪ হো ।

৪ ৫ ১২ ১ ২৩ ৫
ইয়াহায়ি । বাজো ৩ ঊবা । য । না । তুবত্রা ২৩৪ য়াঃ ।

১২ ৫ ৪ ৫ ৪
আঔ ৩৪ হোস, ইয়াহা । হো ৫ ঈ । ডা (৩) ॥

* * *

২২র ১ — ২ ২১র ২ ১২৩
১১। (ঔদলম্)। পুরোজিতায়ি। যোঅ। ২ ন্ধসঃ। সুতায়মা ৩। দায়িত্না-

৫ ১২র১ ১ ২২র ২ ১
২৩৪ বায়ি। অপশ্বানম্। শ্নথা ২ য়িষ্টন। সখায়ো ২ ৩ দী ৩। ঘা ২ ৩

২ ২ ৫ ১২র ১ —
আ ৩ য়ি। হুবো ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (১) সখায়োদায়ি। ধারা ২

১ ২র১র ২ ১২৩ ৩ ১২১ — ১
য়িস্থিরয়াম্। যোধারয়া ৩। পাবকা ২ ৩ ৪ য়া। পরিপ্রস্যা। দান্তা ২ য়িন্দুতাঃ।

২১২ ১ ৪ ২ ৫
ইন্দুর! ২ ৩ শ্বা ৩ ঃ। না ২ ৩ কা ৩। হা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥ (২)

১২১ — ১ ২১র২ ১২৭ ৩ ৫
ইন্দুরশ্বাঃ। নাকা ২ ন্তি য়াঃ। তন্দয়োষা ৩ ম্। আত্তায়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ।

১র২ ১ — ১ ২১র ২ ২ ৪
দোমংবিশ্বা। চায়া ২ ধিয়া। যজ্ঞায়া ২ ৩ সা ৩। ভু ২ ৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

১ ২১ ২র ১ র ২
১২। (ঐড়যামাজম্)। আয়িপুরাঃ আয়িত্তায়ি। যো অন্ধসাঃ। সুত্তায়মা ৩ ১।

২১ ২২ ১২ র র২ ২১
দয়িত্রবায়ি। আপশ্বানা ৩ ১ ম্। শ্নথিষ্টনা। সাখায়োদা ১ য়ি। ধজিহ্বা

২ ১ ২১ ৩১ ২১ র ২
২৩ য়া ৩ ৪ ৩ ম্॥ (১) আয়িদথা। যোদায়ি। ধজিহ্বিয়াম্। যোধারয়া

২র১ ২ ২১র ২
৩ ১। পাবকয়া। পায়িপ্রস্যা ৩ ১। দস্তেন্দুতাঃ। আয়িন্দুরশ্বা ৩ ১ঃ।

২১ ২ ১২১ ১২ র২
নক্ষা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩। (২) আইন্দুঃ। আশ্বো। নক্তিয়াঃ। তান্দুয়োষা

২১র ২ ২১র র ২
৩ ১ ম্। অত্তীনয়াঃ। দোমংবিশ্বা ৩ ১। চিয়াধিয়া। যাজ্ঞায়সা ৩ ১।

২১ ২ ১
ভুবত্রা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ঃ। ভ ২ ৩ ৪ ৫ [illegible]। তা (৩)॥

* * *

২র র ২ ১২১ ২১ —
১৩। (নিষেধম্)॥ পুরোজিতীবো ৩ অন্ধসাঃ। সুতায়মা। দয়িত্নবা ২ য়ি।

১২ ১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ২১ ২
ইহা ৩। আপা ৩ খানাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। শ্নথিষ্টা ২ ৩ না।

১২ ১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ৩২ ৪
ইহা ৩। দাখা ৩ যোদায়ি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। যজা ৩ য়িহ্বা ৫

২ররর ২ র১২১ ২র১ —
য়া ৬ ৫ ৬ ম। (১) সখায়োদীর্ঘা ৩ জিহ্বিয়াম। যোধারয়া। পাবকয়া ২।

১২ ১২ ৪৫ ২A৩ ৫ ২র১ ২ ১২
ইহা ৩। পারা ৩ য়িপ্রাপ্তা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। দক্ষেস্ ২ ৩ ভাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪৫ ২A৩ ৫ ৩২ ৪
আয়িন্দ্ ৩ রাখাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। নকা ৩ র্ধা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২)

২ র ২ ১২র১ ২র২ — ১২
ইন্দুরখোনা ৩ কুভিয়াঃ। তন্দুরোষাম্। অভীনয়া ২ঃ। ইহা ৩।

১২ ৪ ৫ ২A৩ ৫ ২র১ ১ ১২ ১২
সোমাস্তংবায়িখা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। চিয়াধা ২ ৩ য়া। ইহা ৩। যাজ্ঞা ৩

৪৫ ২A৩ ৫ ৩২ ৪ ৩১১১১
য়াসা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। ভুবা ৩ ত্রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১২১২ র৫র ১২ — ১র২র
১৪। (আনূপবাধ্রাখম্)॥ পুরাঃপুরাঃ। জিতীবো ৩ আন্ধা ১ সা ২ঃ। সুতায়মা।

১ ২ — ১ — ৫ —১ — ১
দয়ায়িত্না ১ বা ২ য়ি। আপা ২ য়ি। আপা ২ খানা ২ ম্। শ্নথিষ্টা ২ ৩

২ ১ ২ র ২ ১ ৪ ২
না। সখায়ো ৩ দী ত। ঘা ২ ৩ জা ৩ বি। হ্বা ৬ ৪ ৫ যো ৬

৫ ১২ ১২ র র ১ ২ — ১র২র
হায়ি॥ (১) সখাসখা। য়োদীর্ঘা ৩ আয়িহ্বা ১ য়া ২ ম্। যোধারয়া।

র১২ — ১ — ১ — ১র ২ ১ ২
পাবাকা ১ য়া ২। পারা ২ য়িপ্রাপ্তা ২। দক্ষেস্ ২ ৩ ভ্যাঃ। ইন্দ্রা ৩

২ ১ ৪ ২A ৫ ১২১২
খা ৩ঃ। না ২ ৩ কা ৩। ঘা ৩ ৪ ৫ যো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রিন্দ্রঃ।

র　১ ২　—　১ ২র　১ ২　—　১ —
অগ্নোনা ৩ কার্ব্বা ১ য়া ২ঃ। ত্বান্দুরোবম্। অত্যারিনা ১ য়া ২ঃ। সোমা ২১

১　—　১র　১　১ ২　২　১　৪
বারিখা ২। চিরাধা ২ ৩ য়া। যজ্ঞায়া ৩ দা ৩। হু ২ ৩ বা ৩।

২A　৫
ভ্রা ৩ ৪ ৫ বো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩　র　৪　২　৪ ৫
১৫॥ (বৈশ্বহব্যাদ্যোকোনিধনম্)। পূং ৫ রোজি। ত্বা ৩ য়িবো ৩ অশ্বদাঃ।

১র　৭ A ৩　৫　১ A ৩　৫　২
সুতাস্নমা। দস্মা ২ রিস্থা ২ ৩ ৪ বায়ি। অপা ২ খা ২ ৩ ৪ মাদ্। স্নী ৩

১ ২　২　১র২র　১　A ৩　৫র র
থায়িষ্টা ৩ মা। দাধাদ্যোদীর্ধং। আয়ি। হুবা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১)

৩　র　৪　২　৪ ৫　২র　র A ৩
পাহ্‌ ৫ থায়ঃ। দা ৩ য়ির্বা ৩ জিহ্বিষাম্। যোধায়বা। পাবা ২ কা ২ ৩ ৪

৫　৭ A ৩　৫　২　১ ২　২　১ ২১২র১
য়া। পরা ২ রিপ্রা ২ ৩ ৪ স্তা। দা ৩ ত্বায়িন ৩ স্তাঃ। আয়িন্দুরখোম।

১　A ৩　৫র র　৩　৪　২
কা। ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আহ্‌ ৫ য়িন্দুর। খো ৩ মা ৩

৪ ৫　১　র　৭ A ৩　৫　১র A ৩
কৃষ্বিয়াঃ। ত্বান্দুরোবাম্। অস্তা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ য়াঃ। সোমা ২১ বা ২ ৩ ৪

৫　২　১২　২　১র২　১　A ৩
য়িখা। চা ৩ য়াধা ৩ য়া। যাজ্ঞায়মস্ত। আ। ভ্রা ২ য়া ২ ৩ ৪

৫র র　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। ও ১ কা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩)॥

* * *

১র　—　র　১　— ১ —　১
১৬॥ (সোমসাম)॥ পুরোজিত্তা ২ য়িবোঅন্ধসাঃ। সুতা ২ য়ায়া ২। মদয়িত্নবায়ি।

— ১ —　১　— ১ —　১
আপা ২ খানা ২ ন্ন। শ্নথিষ্টনা। সাখা ২ য়োদা ২ য়ি। র্বজিহ্বা ২ ৩

২A　১রর　—　১　— ১ —
য়া ৩ ৪ ৩ ম্॥ (১) দধায়োদা ২ য়ির্ধজিহ্বিয়াম্। যোধা ২ য়ায়া ২।

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১র২র র১ ২১ র র র র ২ ১
ওঁহোবা। য়া ২৩৪৫ম্। (১) সখায়োদীর্ঘজিহ্বিয়ম্। যোধারয়াপাবকা

২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ১ ৯ ৩ ২
২৩য়া। পরিপ্রস্যন্দতেস্ ২৩তাঃ। ইন্দুয়া ২৩খা ৩ঃ। না ২ কুধা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১ ১২১২র১ ২১ র ২ ১র
৩৪ ওঁহোবা। য়া ২৩৪৫ঃ। (২) ইন্দুরশ্বোনকৃত্বিয়াঃ। তম্দুরোষমত্তীনা

২ ১র র ১র ২ ১র ২ ১A ৩২
২৩ য়াঃ। সোমং বিশ্বচিয়াধা ২৩য়া। যজ্ঞায়া ২৩না ৩। তূ ২। অস্ত্রা

৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
৩৪ ওঁহোবা। যা ২৩৪৫ঃ (৩)।

* * *

২ ১র ৪র৫ ২৩ ৫ ১ —১
২১। (আকূপারম্)। পুরোজা ২৩ ঔভাবঃ। অন্ধা ২৩৪ সাঃ। সুতা ২ রমা।

২ ১ ২ ১ — ১ ২ র ১ ১
দরিস্তবারি। অপখামা ২ ম্। স্রুখিষ্টনা। সখায়োদী ২৩। ঘা ২৩

৪ ২ ৫ ২১র ৪র৫ ২৩
৩জা ৩ রি। হ্বা ৩৪৫ য়ো ৬ হারি। (১) সখায়ো ৩ দীর্ঘ। জিহ্বা ২৩৪

৫ ১র —১ ২র ১ ২ ১ — র ১ ২
য়াম্। যোধা ২ রয়া। পাবকয়া। পরিপ্রাতা ২। ষতেসুতাঃ। ইন্দু-

১ ১ ৪ ২ ৫ ২ ১৪র
রাখা ২৩ঃ। না ২৩ কা ৩। ঘা ৩৪৫ য়ো ৬ হারি। (২) ইন্দুরা ৩

৫ ২৩ ৫ ১ —১র ২র১ ২র
শ্বোন। কৃত্বা ২৩৪ য়াঃ। তস্দ্ ২ রোষাম্। অন্তীনরাঃ। সোমং-

১ — র ১ ২র১ ১ ৪
বারিশ্বা ২। চিয়াধিয়া। যজ্ঞায়ানা ২৩। তূ ২৩ বা ৩।

২ ৫
ত্রা ৩৪৫ য়ো ৬ হারি (৩)।

* * *

৫ র২ ৪র ৫র৪ ৫ ২১২১A ৩২
২২। (সাঞ্জম্)। পুরোজা ৩ রিতীবোঅন্ধসাঃ। সুতায়মা ২। দয়া ৩৪৫ রি।

৩ ৫ ১২১র ২A৩ ১ ১ ১ ১ ১২A৩ ৫
ম্বা ২৩৪ বে। অপখামন্‌স্রুখিষ্টনা ২৩৪৫। সাখাও ২৩৪ বা।

২ রS ১ ৭ ^ ৩২ ১ ৩ ৫ ১ A ৩
ইন্দ্রখৌ ৩ নাক্কত্বায়া ২ ঃ। ইন্দূ ৩ হোয়ি। অশ্বো ২ ৩ ৪ হায়ি। না ২ কা ২-

৫রর ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১২১২র১ ২ ১ ২
৩ ৪ ঔহোবা। ম্বিয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫॥ (২) ইন্দ্রখোনক্কাষিয়ঃ। ভন্দূহাউ।

র র৫ ১ ২ A ৩র২ ১ ৭ A ৩ ৫
রো ষা ৩ মাভী ১ নারা ২ ঃ। রোষা ৩ ৮.হোয়ি। অভা ২ য়িনা ২ ৩ ৪ রাঃ।

২র র৫ ১৭র ^ ৩ ২ ১ ৭ A ৩ ৫ ২
সোমংবিশ্বা ৩ চায়াধায়া ২। বিশ্বা ৩ হোয়ি। চি য়া ২ ধা ২ ৩ ৪ য়া। যজ্ঞায়সা-

১ ৭ ^ ৩ ২ ১ ৩ ৫ ১ ^ ৬
৩ স্তু্বপ্রায়া ২ ঃ। যজ্ঞা ৩ হো য়ি। যশো ২ ৩ ৪ হা। ভূ ২ ষা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। দ্রয়া ৩ আ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

২ র র র র ১
৩০। (ক্রৌঞ্চম্)॥ সখায়োদায়ি। সখায়োদায়ি। ষজিহ্বিয়াম্।

র র ১ — র ১ ১ ১ — ১ ২
গোধারায়া ২। পাবকয়া। পরিপ্রায়া ২। ওন্দাভা ১

১ ২ ১ ২ ১
য়িসূতা ২ ঃ। ওইন্দুরা ২ ৩ খাঃ। নাক্কাষিয়ঃ। ইড ২ ৩

২ ১
ভা ৩ ৪ ৩। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ড (২)।

* * *

৪ ৩ ৪ ২
৩১। (ককুবুত্তরংযজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)। পুরোহ ৫ জি। ভা ৩ য়িবো ৩

৪ ৫ ১ র ২ ১ ২ ২ ১ —১র
অন্ধাগাঃ। সুতায়ম। দা ৩ য়ায়িত্বা ৩ বে। অপা ২ খা।

২ ১ ২ ২ ১Sরর র A
নপ্ত্রা ২ ৩ থা। হুম্মায়ি। ষ্টা ৩ না। সখায়ো। দীর্ঘজা ২

৩ ২ ১ ২ ১র ২ ১ ২ ২
য়িহ্বিয়াউ। (১)॥ যাঃয়াঃ। ধারয়া। পা ৩ বা কা ৩ য়া।

২ — ১ — ১র র ২ ১ ৲
ষ্টা। ১ না। ২। ষ্টানা ২। সখায়ো। দীর্ঘজা ৩ ম্নি। হ্বা। ২

৩ ৫র র ১ ১ ১ ২র ১ ২
য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) হাউসখা। য়োদী। র্ঘা। জিহ্বযা

১ ২ ১র র র র র ১
ম্। জিহ্বয়াম্। যোধারয়াপাবকয়াপরিপ্রস্যন্দতামি। সু ১

— ১ — ১ র ২ ১র ২
তা ২ ঃ। সুতা ২ ঃ। ইন্দুরা। শ্বোনকা ৩। শ্বোনকা ৩।

১ ৲ ৩ ৫র র ১ ২ ১ ২ ১
ষা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) হাবিন্দুঃ। আশ্বঃ। না।

২ ১ ২ ১ র র র ৫ র
কৃত্বিয়া ৩ঃ। কৃত্বিয়াঃ। ইন্দুরোমন্যৌনরস্যোন বিশ্বাচয়া।

২ — ১ — ১র ১ ১ ২
ধা ১ য়া ২। ধায়া ২। যজ্ঞায়া। সস্তুবা ৩। সস্তুবা ৩।

১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
দ্রা ২ য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ঈ ২ ৩ ৪ ৫ (৩)॥

* * *

১ ২ ১ র ২র
৩৬। (সরায়ম্)॥ পুরাঃ। আয়িতৌগোঅন্ধসঃ। সঃ। সঃ।

১ ২ ১ ২ র র ১ ২ ১ র ২
সুতা। মমা। দয়িত্বেবেঅপাশ্বানশ্রথিস্টননন। সাখা। য়োদীর্ঘ-

১ ২ ১ র ২
জিহ্বয়ম্। যম্। যম্॥ (১) সাখা। য়োদীর্ঘজিহ্বয়ম্।

১ ২ ১ র ২ র
যম্। যম্। যোধা। রয়া। পাবকয়াপরিপ্রস্যন্দতেসুতঃ।

১ ২ ১ ২
তঃ। তঃ। আয়িন্দুঃ। অশ্বো। নকৃত্বিয়ঃ। যঃ। যঃ॥ (২)

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১
আয়িন্দুঃ। অশ্বো। নকৃত্বিয়ঃ। যঃ। যঃ। তান্দু। রোম-

২ র　র　র র　র　র　র　১ ২　১
মন্তীনরসৃসোমংবিশ্বাচ্যাধিয়া। ষা। গা। যাজ্ঞা। ষগা।

২　S S ৭
তুগ্রয়ঃ। যঃ। যঃ। হাউহাউহাউ। বা। ও।

১ ১ ১ ১
ঈ ২ ৩ ৪ ৫ (৬)

২র র র　১　২
৩৭। (মহাবাংগপ্রম্)। হাউহাউহাউ। ও। হোইহাবা।

১র　২　১ র　র
(এগস্তিঃ)। পুরোজিতায়ি। বো। অন্ধসো। ধসো।

র র　২S　১ র　র　র　র
ধসঃ। সুতায়মা। দা। য়িত্নবে। য়িত্নবে। য়িত্নবে। অপখানম্।

২S　১　র র র　২S　১
শ্বা। থিষ্টন। থিষ্টন। থিস্টন। সখায়োদী। ঘ। জিহ্বিয়ম্।

র র র　২S　১
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্॥ (১) সখায়োদী ষা। জিহ্বিয়ম্।

র র র　২S　১ র　র
জিহ্বিয়ম্। জিহ্বিয়ম্। যোদারমা। পা। বকয়া। বকয়া।

র　২S　১র　র　র
বকয়া। পরিপ্রস্ত। দা। তেস্বতঃ। তেস্বতঃ। তেস্বতঃ।

২S　১　১
ইন্দুরশ্বঃ। না। কৃথিয়ঃ। কৃথিয়ঃ। কৃথিয়ঃ॥ (২) ইন্দুরশ্বঃ।

২S　২　র　২S
না। কৃথিয়ঃ। কৃথিয়ঃ। কৃথিয়ঃ। তন্দুরোষম্। আ।

১র　র　র　র　র　২S　১র
তীনরঃ। তীনরঃ। তীনরঃ। সোমংবিশ্বা। চা। য়াধিয়া।

র　র　র　২S　১ র　র
য়াধিয়া। য়াধিয়া। যজ্ঞায়স তু। অক্রস্মো। ক্রসো।

বঙ্গানুবাদ।

ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্মসাধক বিশুদ্ধ যে সত্ত্বভাব পবিত্রকর ধারারূপে সাধকগণের হৃদয়ে উপজিত হয়, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে উপজিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হৃদয়শুদ্ধিকারক সত্ত্বভাব আমরা যেন লাভ করিতে পারি॥ (১অ—৫খ—৪সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ক্রত্বঃ' ক্রতুরিতি কর্ম্মনাম (নিঘ ২।১২০) কর্ম্মণি সাধুঃ ইন্দুঃ সোমঃ 'পাবকয়া' পাবনাৎ শোধয়িত্র্যা 'ধারয়া' 'পরি প্রস্যন্দতে' পরিতঃ ক্ষরতি। কথমিব 'অশ্বো ন' যথা অশ্বো বেগেন প্রগচ্ছতি তদ্বৎ॥ (১অ ৫খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (৬৯৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। সত্ত্বভাব লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। যে পবিত্র সত্ত্বভাব সাধকগণ লাভ করেন, হৃদয়বিশুদ্ধকর সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের অন্তরে উপজিত হউক—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম।

মন্ত্রে একটী উপমা পরিদৃষ্ট হয়। 'অশ্বঃ ন ক্রত্বঃ' অর্থাৎ 'ব্যাপকজ্ঞান তুল্য সৎকর্ম্ম-সাধক।' 'ক্রত্বঃ' পদের ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা—'কর্ম্মণি সাধুঃ'। আমরাও ঐ মত পোষণ করি। যাহা সৎকর্ম্মসম্পাদন করে, বা সৎকর্ম্মসম্পাদনে সাহায্য করে, তাহাই 'ক্রত্বঃ'। 'ক্রত্বঃ' পদের সহিত 'অশ্বঃ' অর্থাৎ ব্যাপকজ্ঞানের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। ব্যাপকজ্ঞান লাভ করিলে মানুষের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তি ঘটিলেও মানুষ সেইরূপ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়। সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 'পাবকয়া ধারয়া'—পবিত্র ধারারূপে হৃদয়ে উপজিত হয়। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে সদসৎবিবেক জন্মে, সুতরাং পবিত্রহৃদয়ব্যক্তি স্বভাবতঃই সৎপথে চলেন। ব্যাপকজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন সৎকর্ম্মান্বিত হয়, সত্ত্বভাবের প্রভাবেও তেমনি সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে—ইহাই উপমাটীর অর্থ। এবং এই উপমাই মন্ত্রের মূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার ভিতর দিয়া সত্ত্বভাবের এই মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। (১অ—৫খ ৪সূ ২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
তং দুরোষম্ অভী নরঃ সোমং বিশ্বাচ্যা ধিয়া।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যজ্ঞায় সন্ত্ব অদ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (সৎকর্ম্মনেতারঃ, সাধকাঃ) 'যজ্ঞায়' (সৎকর্ম্মসাধনায়) 'অদ্রয়ঃ' (পাষাণবৎ-স্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'সন্তু' (ভবন্তি); তে 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'দুরোষং' (দুর্দ্দহং, পাপনাশকং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য, লাভায় ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বাচ্যা' (কামান প্রাপয়িত্র্যা, অভীষ্টপূরণকারিণ্যা) 'ধিয়া' (বুদ্ধ্যা, যদ্বা প্রার্থনয়া) ভগবন্তং আরাধয়ন্তি—ইতি শেষঃ; নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎপরায়ণাঃ সাধকাঃ সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন; তাঁহারা প্রসিদ্ধ পাপনাশক সত্ত্বভাবকে লাভ করিবার জন্য অভীষ্টপূরণকারিণী বুদ্ধি দ্বারা (অথবা প্রার্থনা দ্বারা) ভগবানকে আরাধনা করেন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন।)॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নরঃ' কর্ম্মনেতার ঋত্বিজঃ 'দুরোষং' রোষতের্হিংসার্থস্য (ভ্বা০ প০) রেফলোপে দীর্ঘাভাবে, ওষতের্দ্দাহার্থস্য (ভ্বা০ পা০) বা খল রূপমিতি সন্দেহাদনগ্রহঃ 'তন্দুঃ' বধং দুর্দ্দহং বা সোমং অভিলক্ষ্য বিশ্বাচ্যা সর্ব্বান কামানঞ্চিত্র্যা কামান প্রাপয়িত্র্যা 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'যজ্ঞায়' যজ্ঞার্থং 'অদ্রয়ঃ সন্তু' অদারণযুক্তা ভবন্তু ॥ "যজ্ঞায়সন্ত্বদ্রয়ঃ"—'যজ্ঞং বিষন্ত্যাদ্রিভিঃ'—ইতি পাঠৌ ॥ (১অ—৫খ—৪সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (৬৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। প্রচলিত অন্যান্য ব্যাখ্যার সহিতও আমাদিগের অনৈক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যেও পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই পরিদৃষ্ট হইবে যে, ভাষ্যের সহিত উক্ত ব্যাখ্যার কিরূপ পার্থক্য জন্মিয়াছে। বঙ্গানুবাদটী এই;—"তিনি দুর্দ্ধর্ষ, তিনিই যজ্ঞ; অধ্যক্ষগণ বিবিধ স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে চালাইয়া দিতেছে।" ভাষ্যের ব্যাখ্যা পরিষ্কার না হইলেও মূলের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে' কিন্তু উপরোক্ত অনুবাদটী মূল মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুত বলিয়াই মনে করা কঠিন। 'তিনিই যজ্ঞ' 'প্রস্তর সহকারে নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক' প্রভৃতি বাক্যাংশ কোথা হইতে এই ব্যাখ্যায় আসিল তাহা বুঝা যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অদ্রয়ঃ' পদে 'পাষাণবৎস্থিরাঃ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান মন্ত্রেও ঐ অর্থের কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। অন্যান্য অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যার্থের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। মন্ত্রার্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন॥ (১অ-৫খ—৪সূ—৩সা)॥ *

—•—

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
অভি প্রিয়াণি পবতে চনোহিতো

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
নামানি যহ্বো অধি যেষু বর্দ্ধতে।

১ ২র ৩ ২ ৩২উ ৩
আ সূর্য্যস্য বৃহতো বৃহন্নধি

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
রথং বিষঞ্চম্ অরুহৎ বিচক্ষণঃ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্র্যধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বর্গের প্রথম অন্তর্গত)।

পৈয়-গানং।

২ ১　　২ ১র　　২ র ১ —
১॥ (কাবম্)॥ অভ্যোবা। প্রিয়াণিপবতাই। চনোহাইতা ২ ঃ।

২র র　র　　২ ১ —　　১র র
নামানিযহ্বোঅধিয়াই। যুবর্দ্ধাতা ২ ই। আসূর্য্যস্থবৃহতো।

২ ১　　১ ২　৪ ৫　　২ ১　　১ ২
বৃহন্নাধী২ ৩। রাথা ৩ ং বাইশ্বা। চমরূহা ২ ৩ ৎ। বাইচা ৩

৪　　২ ১　র　　২
ক্ষাহ ৫ ণা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (১) ধাভোবাস্থজিহ্বাপবতাই। মধু-

১ —　১ র　র　　২ র ১ —　১ র
প্রায়া ২ ম্। বক্তাপতির্দ্ধিয়োঅস্যাঃ। অদাভায়া ২ ঃ। দধাতি-

২ র ১ ২　　১ ২　৪ ৫　১ ১
পুত্রঃপিত্রোঃ। অপীচায়া ২ ৩ ম্। নামা ৩ তাত্তা। যমধাইরো

১ ২　৪　　২ ১
২ ৩। চানা ৩ ম্দাহ ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ঃ॥ (২) আবোবা।

র　　২ ১ —　১ র র র
দ্যুতানঃকলশাঁ৺। অচিক্রোদা ২ ৎ। নৃভির্যোমাণকোশআ।

২ ১ —　১ র　র　　২ র ১　২ ২
হিরণ্যায়া ২ ই। অভীঋতস্যদোহনাঃ। অনূষাতা ২ ৩। আধী ৩

৪ ৫　২ ১　　১ ২　৪
ত্রাইপা। ষ্ঠউষাগো ২ ৩। বাইরা ৩ জাহ ৫ গা ৬ ৫ ৬ ই (৩)॥

* * *

৪　৪ ৫ A　৩৪ ৫　৪
২॥ (ঐডকাবম্)॥ এ ৫। অভিপ্রিয়া ২। ণিপবতায়ি। এ ৫।

৪ র ৫　৪　৪র র ৫ ^　৩র ৪ ৫　৪
চনোহিতাঃ। এ ৫। নামানিয়া ২। হ্বোঅধিযায়ি। এ ৫।

৪ ৫　৪　৪র র ৫ ^　৩ ৪ ৫　৪
যুবর্দ্ধতায়ি। এ ৫। আসূরিয়া ২। স্যবৃহতাঃ। এ ৫।

৪ ৫　৪　৪ ৫ ^ ৩৫ ৫　৪　৪ ৫
বৃহন্নধী। এ ৫। রথংবিশ্বা ২। চমরূহাৎ। এ ৫। বিচক্ষণাঃ॥

৪ ৫ A ৩র ৪ ৫ ৪ ৪ ৫
(১) ঋতস্থা ২ য়িঃ। হ্বাপবতায়ি। এ ৫। মধুপ্রিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। বক্তাপতা ২ য়িঃ। দিয়োঅস্তাঃ। এ ৫। অদাভিয়াঃ।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। দধাতিপূ ২ ৎ। ত্রঃপিত্রোঃ। এ ৫। অপীচিয়াম্।

৪ ৪র ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৫
এ ৫। নামতৃতা ২ য়ি। য়ম্দিবা। এ ৫। চনন্দিবাঃ। (২)

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। অবদ্যুতা ২। নঃ কলশাঽ। এ ৫। অচিক্রদাৎ।

৪ ৪ ৫র A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪ ৫
এ ৫। নৃভির্যোমা ২। ণঃ কোশআ। এ ৫। হিরণ্যয়ায়ি।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪র ৫ ৪ ৪ র ৫
এ ৫। অভিক্ষতা ২। স্যদোহনাঃ। এ ৫। অনূষতা।

৪ ৪ ৫ A ৩ ৪ ৫ ৪ ৪র ৫
এ ৫। অধিত্রিপা ২। ষ্ঠউষসাঃ। এ ৫। বিরাজসায়ি।

৪
হো ৫ ঈ। ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
৩॥ (বৈখানসম্)। অভিপ্রী ৩ য়ানিপবতায়ি। চনোহিতাঃ।

২র৩র ২ ১ ২র ৩ ২ ১ ২ ১ ২রA৩ ২ ১
নামানিষা ২ ৩। হ্বো অধিয়ায়ি। ষুবার্দ্ধতায়ি। আসূর্যয়া

৭ — ১ ২ ৩ ২ ১ ১ ২ ৩ ২ ১
স্থব্ ২ হতো ২ ৩। বৃহম্মধায়ি। রথাংবিম্বা। চমরুহা ২ ৩ ৎ

২ ৩ ২A ৫ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১
বিচক্ষণা ৩ ৪ ৩ঃ॥ (১) ঋতস্থা ৩ জিহ্বাপবতায়ি। মধু প্রিয়াম্।

২ ৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ২ ২ ১ ২ ৩র ২ ১
বক্তাপতা ২ ৩ য়িঃ। দিয়োঅস্তাঃ। অদাভিয়াঃ। দধাতিপৎ।

১ — ১ ২৩র ২ র১২১ ২৩২১
ত্রঃ পা ২ গিব্রো ২ ৩ ৪। অপীচিয়াম্। নামাতৃতায়ি। য়মধিয়ো

২৩ ২^ ৫ ২ ৪র৫ ৪ ৫
২ ৩। চনন্দিবা ৩ ৪ ৩ঃ॥ (২) অবদ্যু ৩ তানঃ কলশান্।

১১ ২১ ২৩২র১ ২ ৩র ২ ১২১
অচায়িক্রদাং। নৃভির্য়েমা ২ ৩ ণঃকোশআ। হিরাণ্যয়ায়ি।

২৩র২১ ১ — ১ ২৩র ২ ১ ২১
অভীঋতা। স্যদো ২ হনা ২ ৩ঃ। অনূষতা। অধায়িত্রিপা।

২৩২১ ২৩র ২^ ১
ষ্ঠউষসো ২ ৩। বিরাজসা ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। (৩)॥

* . *

৪৩ ৪ ২ ৪ ৫
৪॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ অভাই ৫ য়িপ্রি। য়া ৩ শা ৩ য়িপবতায়ি।

১ র রর র র ২ ১২ ২
চাইনোহিতোনামানিযাহ্বোঅধিয়ায়ি। য ৩ বার্দ্ধা ৩ তায়ি।

১র — ১ র ৫ ১ ২
আসূ ২ র্য্যস্যবৃহতোবৃহন্ন। ধিরা ২ ৩ থাম্। হুম্মায়ি। বা ৩

২ ১ A ৩ ২ ১২ ১ র
য়িশ্বা। চ। মরুহ্বিচা ২ ক্ষণাউ॥ (১) পাআ। তস্যজিহ্বা-

র র র ২১২ ২ ১ —
পবতেমধুপ্রিয়ং বক্তাপতির্দ্ধিয়োঅস্যাঃ। আদাভা ৩ য়াঃ। দধা ২

১ র র ২ ১ ২
তি পুত্রঃ পিত্রোরপীচি। যন্না ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। তা ৩ র্ত্তা।

১ র A ৩ ২ ১২ ১ র র
যামধিয়োচনা ২ ন্দিবাউ॥ (২) বাআ। বহ্যুতানঃ কলশাঁ-

র র র ২ ১২ ২ ১ —
অচিক্রদম্ভির্য়েমাণঃ কোশআ। হা ৩ য়িরাণ্যা ৩ য়ায়ি। অভী ২

১ র র র ২ ১ ২ ২
শাতস্থদোহনা অনুম। তআ ২ ৩ ধা। হুম্মায়ি। ত্রা ৩ য়িপা।

১ র A ৩ ২ A ১ ১ ১ ১
ষ্ঠাউষগোবিরা ২ জমাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫ (৩) ॥

* * *

২ ১ — ১ A
৫ ॥ (বৈশ্বষ্ঠবাসিষ্ঠম্) ॥ অভিপ্রিয়াণী ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ A
চনোহা ২ ৩ ৪ য়িতাঃ। নামানিয়াহেব্বা ২। অ। ধিয়া ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ — ১ ৩ ২ ২
যুবর্দ্ধা ২ ৩ ৪ তায়ি। আসুরিয়াণ্যা ২। র। হতো ২। বৃহন্

৫ ২ ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ ধায়ি। রথং বিশ্বাঞ্চা ২ মৃ। অ। রুহা ২ ৩ ৫। বিচা ৩

৫ ২ ১ — ১ A
ক্ষা ৫ ণা ৬ ৫ ৬ ঃ। (১) শাতস্যজায়িহা ২। প। বতা ২ য়ি।

৩ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ — ১
মধুথা ২ ৩ ৪ য়াম্। বক্তাপতায়িক্কী ২। যঃ। অস্যা ২ ঃ।

৩ ২ ২ ৫ ২১র ২ ১ — ১ v ৩ ২ ৩
অদাভা ২ ৩ ৪ য়াঃ। দধাতিপুত্রা ২ ঃ। পি। ত্রো ২ ঃ। অপায়িচা

৫ ২র ১ ২ ১ — ১ ২
২ ৩ ৪ য়াম্। নামতৃতায়িয়া ২ মৃ। অ। ধিরো ২ ৩। চনা ৩

৪ ২ ১ — ১ A
ন্দা ৫ য়িবা ৬ ৫ ৬ ঃ ॥ (২) অবদ্যুতানা ২ ঃ। ক। লশাঁ৺ ২

৩ ২A ৩ ৫ ২ ১ ২র ১ — র ১ A ৩ ২ ৩
অচাক্রি ২ ৩ ৪ দাৎ। নৃভির্যেমাণা ২ ঃ কোশআ ২। হিরণ্যা

৫ ১র ২ ১ — র ১ n ৩ ২A ৩
২ ৩ ৪ য়ায়ি। অভীঋতাস্য ২। দো। হনা ২ ঃ। অনুষা

৫ ২ ১ ২ ১ ১ ২
২ ৩ ৪ তা। অধিত্রিপার্ষ্ঠা ২ ঃ। উ। ষসো ২ ৩ বিরা ৩

৪
জা ৫ সা ৬ ৫ ৬ য়ি (৩) ॥ ১,২,৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চনোহিতঃ' (হিতায়ঃ, শক্তিযুক্তঃ, আত্মশক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'প্রিয়াণি' (সর্ব্বস্য প্রীণয়িতৄণি) 'নামানি' (নমনশীলানি উদকানি, অমৃতপ্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবতে' (ক্ষরতি) সত্ত্বভাবঃ অমৃতপ্রবাহেন সহঃ মিলিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'যেষু' (অমৃতেষু অমৃতপ্রবাহে) 'যহ্বঃ' (অয়ং সত্ত্বভাবঃ) 'অধিবর্দ্ধতে' (সম্যকপ্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ ভবতি); 'বৃহন' (মহান) বিচক্ষণঃ' (বিশ্বস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শী—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃহতঃ' (মহতঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানস্য, জ্ঞানমূলকং ইত্যর্থঃ) 'বিষ্বঞ্চং (বিষ্বগ্‌গমনং ভগবৎ-প্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'রথং' (সৎকর্ম্মরূপং যানং) 'অধ্যারোহৎ' (প্রাপ্নোতি) ; নিত্যসত্যমূলকঃঅয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধঃ সত্ত্বভাবঃ জ্ঞানেন তথা সৎকর্ম্মণা সহ মিলিতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ ৫খ-৫সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিদায়ক সত্ত্বভাব সকলের প্রিয় অমৃতপ্রবাহ অভিমুখে ক্ষরিত হয়েন ; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব অমৃতপ্রবাহের সহিত মিলিত হয়েন) ; অমৃতপ্রবাহে ঐই সত্ত্বভাব সম্যক্ প্রকারে প্রবৃদ্ধ হয়েন ; মহান্ সর্ব্বদর্শী সত্ত্বভাব মহাজ্ঞানমূলক ভগবৎপ্রাপক সৎকর্ম্মরূপযানকে প্রাপ্ত হয় ; (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,— বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত হয়েন।) ॥ (১অ—৫খ—৫সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চনোহিতঃ' চন ইত্যন্ননাম চায়ন্তেরস্থূনি চন ইত্যৌণাদিক-সূত্রেণ নিপাতিতঃ চনসে অন্নায় হিতঃ, যদ্বা আহিতান্নঃ সোমঃ প্রিয়াণি' জগতঃ প্রীণয়িতৄণি নামানি নমনশীলানি তান্যুদকানি 'অভি পবতে' অভিতঃ করোতি। 'যেষু' অন্তরিক্ষস্থিতেষু উদকেষু 'যহ্বঃ' —মহানয়ং সোমঃ 'অধিবর্দ্ধতে' অধিকং প্রবৃদ্ধো ভবতি। অপাং মধ্যে সোমো বসতি হ্যু। ততঃ 'বৃহৎ' মহান্ সোমঃ 'বৃহতঃ' মহতঃ পরিবৃঢ়স্য 'সূর্য্যস্য' 'বিষ্বঞ্চং' বিষ্বগ্‌গমনং .'অধিরথং' উপরি রথং 'বিচক্ষণঃ' সর্ব্বস্য বিদ্রষ্টা সন 'অরুহৎ আরোহতি অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে (মনু ০ ৩অ ০ ৭৬) শ্লোক—ইতি। ১॥

* * *

প্রথম (৭০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—:০:—

সত্ত্বভাব-অমৃত-প্রাপক। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষ হইলেই তিনি অমৃতের ধ্যানে নিজকে নিয়োজিত করেন। সুতরাং আপনা হইতেই হৃদয় সৎকর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়। অসৎ তাঁহার বাক্য চিন্তা ও কর্ম্মের বাহিরে চলিয়া যায়। সত্ত্বভাবের সহিত জ্ঞান-

ও কর্ম্ম মিলিত হইলে মানুষের আকাঙ্ক্ষা করিবার মত আর কিছু থাকে না। যাহা কিছু মানুষের প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই তিনি প্রাপ্ত হয়েন। এই নিত্যসত্যই মন্ত্রের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোমরস অন্ন উৎপাদনকারী। তিনি সকলের প্রীতিকর জলের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন, তিনি প্রবল হইয়া জলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি নিজে প্রকাণ্ড ও বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আরোহণ করিলেন।" (১অ—৫খ—৫সূ—১সা) ॥ *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ঋতস্য জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং
৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২র
বক্তা পতিঃ ধিয়ো অস্যা অদাভ্যঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ২
দধাতি পুত্রঃ পিত্রোঃ অপীচ্যাংতন্নাম
৩ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ২
তৃতীয়ম্ অধি রোচনং দিবঃ॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অস্যাঃ' (প্রসিদ্ধায়াঃ, ভগবৎপ্রাপিকায়াঃ) 'ধিয়ঃ' (বুদ্ধ্যাঃ, যদ্বা প্রার্থনায়াঃ) 'পতিঃ' (স্বামী, অধিপতিঃ) 'বক্তা' (শব্দকৃৎ, জ্ঞানদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য জিহ্বা' (সত্যস্য জিহ্বাস্থানীয়ঃ, সত্যপ্রাপকঃ—সত্বভাবঃ—ইতি যাবৎ) 'প্রিয়ং' (প্রিয়করং, কল্যাণকরং) 'মধু' (অমৃতং) 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি প্রযচ্ছতু); 'অদাভ্যঃ' (রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ, রিপুজয়ী) 'পুত্রঃ' (যজমানঃ সাধকঃ) 'পিত্রোঃ' (মাতাপিত্রোঃ, পৃথিব্যন্তরীক্ষয়োঃ) তথা 'তৃতীয়ং' (ভূর্ভুবর্স্বর্লোকানাং মধ্যে তৃতীয়স্থানীয়স্য) 'দিবঃ' (স্বর্লোকস্য) 'অপীচ্যং' (অন্তর্নিহিতং

• উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৯খ—১সা) প্রাপ্তব্য। উ[illegible] ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যা[য়], ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গা[ন] আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

নিগূঢ়ং) 'রোচনং' (দীপ্যমানং, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সামং' (রসং, অমৃতং) 'অধি দধাতি' (ধারয়তি, সম্যক্‌রূপেণ প্রাপ্নোতি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকঃ অমৃতং লভতে ; ভগবৎ-কৃপয়া বয়ং অপি অমৃতং প্রাপ্নুয়ামঃ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-প্রাপিকা বুদ্ধির (অথবা প্রার্থনার অধিপতি), জ্ঞানদায়ক সত্যপ্রাপক সত্ত্বভাব, কল্যাণকর অমৃতকে আমাদিগের হৃদয়ে প্রদান করুন ; রিপুজয়ী সাধক পৃথিবীর ও অন্তরীক্ষের এবং ভূর্ভুবস্বর্লোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয় স্বর্লোকের নিগূঢ় জ্যোতির্ম্ময় অমৃত সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধক অমৃত লাভ করেন ; ভগবৎ-কৃপায় আমরাও যেন অমৃত প্রাপ্ত হই।) । (১অ—৫খ—৫সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'জিহ্বা' মুখবেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ 'প্রিয়ং' প্রিয়করং 'মধু' মদকরং রসং 'পবতে' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'বক্তা' শব্দকৃৎ ; যদ্বা, স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্তুতয়ঃ সাধীয়স্য ইতি প্রতিশ্রবণস্য কর্ত্তা 'অস্য ধিয়ঃ' এতস্য কর্ম্মণঃ 'পতিঃ' পালয়িতা 'অদাভ্যঃ' রক্ষোভির্হিংসিতুমশক্যঃ পুত্রঃ যজমানঃ 'পিত্রোঃ' পিতা মাতা উভয়োঃ 'অপীচ্যং' অন্তর্হিতং যৎ 'নাম' তৌ ন জানীতে নাম কর্ম্মবেলায়াং তস্মাত্তয়োরপরিজ্ঞায়মানং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'রোচনং' দীপ্যমানং 'তৃতীয়ং' নাম সোমেহভিষূয়মাণে 'অধি দধাতি' অত্যন্তং ধারয়তি ; নক্ষত্র-ব্যবহারিক-নাম্নী প্রভাস্য সোমযাজী তৃতীয়মস্য হিরণ্ময়েতি নাম ইতি ভগবতা বৌধায়নে-নোক্তং। 'অধিরোচনং'—'অধিরোচনে' ইতি পাঠৌ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (৭০১) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡ • ‡——

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য-খ্যাপন পরিদৃষ্ট হয়। সাধকগণ অমৃতলাভ করিয়া ধন্য হয়েন। কিন্তু দুর্ব্বলাত্মা আমাদিগের উপায় কি? ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও অমৃতের অধিকারী করুন। সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক ; আমরা সত্ত্বভাবজনিত অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। "সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ ; সেই জিহ্বা হইতে অতি চমৎকার

মাদকতা শক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটী নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাহার পিতামাতা জানিতেন না।" 'পিতামাতা পুত্রের নাম জানিতেন না' ইহার অর্থ কি? 'নূতন' শব্দই বা কোথা হইতে আসিল?

ভাষ্যকার 'নাম' পদে পূর্ব্বে (১অ—৩খ ৩সূ—৩সা; উঃ আঃ) 'পয়োলক্ষণং রসং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহার বিপরীত এক অর্থ করিয়াছেন। 'পিত্রোঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে আমরা অর্থগ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। (১অ—৫খ—৫সূ—২সা)।*

—— • ——

তৃতীয় সাম।

১ ২ ৩ র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২উ
অব দ্যুতানঃ কলশাঁ৺ অচিক্রদৎ নৃভিঃ

৩২উ ৩ ১ ২৩২ ২
যেমাণঃ কোশ আ হিরণ্যয়ে।

৩২ ৩১২ ৩১২ ৩১ ২
অভী ঋতস্য দোহনা অনূষত অধি

৩৩ ৩২ ৩ ১ ২
ত্রিপৃষ্ঠ উষসো বি রাজসি ॥ ৩ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'যেমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, স্তুতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দ্যুতানঃ' (দীপ্যমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ - সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'কলশং আ' (হৃদয়ং অভিলক্ষ্য, তেষাং হৃদি ইত্যর্থঃ) 'অবাচিক্রদৎ' (শব্দায়তে, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য দোহনাঃ' (সত্যস্য দোগ্ধারঃ, সত্যসাধকাঃ) 'হিরণ্যয়ে' (হিরণ্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, বিশুদ্ধে) 'কোশে' (হৃদয়ে) 'অভ্যানূষত' (অভিষ্টুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ); হে সত্ত্বভাব! ত্বং 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' (ত্রিলোকাবস্থানঃ, সর্ব্বব্যাপকঃ) ত্বং 'উষসঃ অধি' (জ্ঞানোন্মেষিকাঃ বৃত্তীন্ অধিকৃত্য,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীন উদ্বোধ্য ইত্যর্থঃ) 'বি রাজসি' (বিশেষেণ দীপ্তো ভবসি)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। প্রার্থনাপরায়ণঃ সত্যব্রতঃ সাধকঃ সত্ত্বভাবং লভতে; সত্ত্বভাবঃ পরাজ্ঞানং যচ্ছতি—ইতি ভাবঃ ॥ (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বভাব তাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন; সত্যসাধকগণ বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে প্রার্থনা করেন; হে সত্ত্বভাব! সর্ব্বব্যাপক আপনি জ্ঞানোন্মেষিকাবৃত্তীকে উদ্বোধিত করিয়া বিশেষরূপে দীপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—প্রার্থনাপরায়ণ সত্যব্রত সাধক সত্ত্বভাব লাভ করেন; সত্ত্বভাব পরাজ্ঞান প্রদান করেন)। (১অ—৫খ—৫সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'জ্ঞাতানঃ' জ্ঞাতদীপ্তৌ (ভ্বা০ আ০) দীপ্যমানো 'নৃভিঃ' কর্ম্মনেতৃভির্ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিরণ্যয়ে' হিরণ্ময়কোশে অভিষবণকর্ম্মাণ তস্য হিরণ্ময়ত্বং 'হিরণ্যপাণিভিষুণোতি' ইতি হিরণ্যসম্বন্ধাৎ; তাদৃশে 'কোশে 'যেমানঃ' (ছান্দসে কর্ম্মণি লিটি কানচি রূপং) নিয়ম্যমানঃ সোমঃ। 'কলশান' দ্রোণাভিধান্ প্রতি 'অচিক্রদৎ' শব্দং করোতি শব্দায়তে। ততঃ 'ঋতস্য' সত্যভূতস্য যজ্ঞস্য 'দোহনাঃ' দোগ্ধার ঋত্বিজঃ 'ইমং' সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি (প্রাণো বৎসা ঋত্বিজো দুহন্তি ইতি তৈত্তিরীয়ক-ব্রাহ্মণে এবাং দোগ্ধৃত্বমভিহিতং) 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' ত্রীণি সবনানি হ্যস্যৈব পৃষ্ঠানি যস্য স তথোক্তঃ (ত্রিষু চ সবনেষু সোমস্য নিষ্পাদ্যমানত্বাৎ। ত্রিচক্রাদিবাহুব্রীহিপদান্তোদাত্তত্বং) হে সোম! তাদৃশস্ত্বং 'উষসঃ অধি' যাগাহনি 'বিরাজসি' অধিশীঙ্স্থাসাং (১।৪।৪৬) ইতি দ্বিতীয়া। তেষ্বহঃসু বিশেষেণ দীপ্যসে। যদ্বা রাজসু দীপ্যার্থঃ অহানি প্রকাশয়সি। 'যেমানঃ' 'যেমাণ'—ইতি, 'অভ্যনূষত'—'অভ্যমূষত' ইতি, 'বিরাজসি'—'বিরাজতি'—ইতি পাঠঃ। (১অ—৫খ ৫সূ ৩সা)॥

প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

* * *

তৃতীয় (৭০২) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § * § ——

নিত্য-সত্য প্রখ্যাপক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। সাধকগণ সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের হৃদয় বিশুদ্ধ, সুতরাং সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজাত হয়। এবং সেই সঙ্গে পরাজ্ঞানের জ্যোতিতেও তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উন্মেষে মানবের সকল উচ্চবৃত্তিগুলি জাগরিত হইয়া উঠে। নব বসন্তের আগমনে যেমন চূতমুকুলের আবির্ভাবে হৃদয়ে নূতন আনন্দ উৎসাহের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তেমনি

হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারে মানবের সকল সুপ্ত সদ্বৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আপনাদের কর্ত্তব্যের সন্ধান পায়। সেই জাগরণে মানব দিব্যজ্যোতির অধিকারী হয়। সত্ত্বভাবের অধিকারী মানব আপনাকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিতে পারেন। সেই শক্তি, সেই উদ্দীপনা, মানুষ সত্ত্বভাব হইতেই লাভ করেন। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'যেমানঃ' পদের ব্যাখ্যায় আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'ত্রিপৃষ্ঠঃ' পদের ব্যাখ্যায়ও আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। 'অবাচিক্রদৎ' পদে 'শব্দায়তি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'শব্দ' অর্থে জ্ঞান বুঝায়, এবং আমরা সর্ব্বত্রই এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এই মন্ত্রেও তাহার কোন ব্যত্যয় লক্ষিত হইবে না। (১অ-৫খ-৫সূ—৩সা)। *

—:•:—

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যজ্ঞা যজ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

প্র প্র বয়মমৃতং জাতবেদসং প্রিয়ং

৩ ১র ২

মিত্রং ন শ৺সিষং ॥ ১ ॥

* * *

গেয়-গানং।

৪ ৩ ৪ ২ ৫ ৫

১॥ (যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্)॥ যজ্ঞাহ ৫ য়া। জ্ঞা ৩ গো ৩ য়ায়াই।

২ র ২ ১ ২ ২ ২ — ২ ৪

আইয়াইয়া। চা ৩ দাক্ষা ৩ সাই। পপ্রী ২ বয়মমৃতম্। জাতা

২ ১ ২ ২ ১ ৩২

২ ৩ বা। হুম্মাই। দা ৩ সাম্। প্রায়ম্মিত্রং ৺ সুশা। ১ ৺ সিসাউ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চসপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ত্রয়োত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ ১ ২ ১ ২ ২ র ১র
(১) প্রায়াগ্। আইত্রায়্। সূ ৩ শাও্ গী ৩ ষায়্। উর্জ্জো-

— ১ র ২ ১ ২ ২
নপা ২ ৩ও্ সহি। ন্নায়া ২ ৩ মা। হুম্মাই। স্মা ৩ য়ুং।

১ র A ৩২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
দাশেমহব্যদা ২ ৩য়াউ ॥ (২) দাশে। মাহা। ব্যা ৩ দাত্তা ৩

২ ১ র — ১ র ২ ১ ২
য়াই। ভুবদ্বাজে ২ ষ্বি। তাভূ ২ ৩ গাং। হুম্মাই। বা ৩

২ ১ র র A ১ ১ ১
য়াই। উত্তরো ৩ানু ২ নাউ। বা ৩ ৭ ৫ (৩) ॥

* * *

২ র র র ২ ১র
২ ॥ (বিশোবিশীয়ম্) ॥ যজ্ঞাযজ্ঞাহুম্। বো ৩ অগ্নয়ায়ি। ইগাইরা ॥

২ ১ ২ ২ ১ — ১ র ২
চা ৩ দাক্ষা ৩ সায়ি। পপ্রী ২ ৩য়মমৃতম্। জাতা ২ ৩ বা।

১ ২ ২ ১ ৫ ১ ৩২A
হুম্মায়ি। দা ৩ সা ৩ স্ম। প্রা ২ ৩ ৪ য়ঙ্ হায়ি। ও। হুবায়ি।

৩ ৫ ১ ২ ২ ১
মা ২ ৩ ৪ য়িত্রাম্। হুম্মায়ি। সূ ৩ শা ৩। সা ২ ৩ ৪ য়িষাম্।

৫র ৫ ২ র ২
এহিয়া ৬ হা ॥ (১) প্রায়স্মিত্রম্। হুম্। সূ ৩ শও্ সিষাম্।

১ ২ ২ ১ র ২ ১ ২
উ ৩ র্জ্জোনা ৩ পা। ৩ও্ সহি। নায়া ২ ৩ মা। হুম্মায়ি। স্মা ৩

২ ১ র ৫ ১ ৩২A ৩ ৫
য়ূ ৩ ঃ। দা ২ ৩ ৪ শেমায়ি। ও। হুবায়ি। ম্য ২ ৩ ৪ দা।

১ ২ ২ ১ ৫র ৫
হুম্মায়ি। ব্যা ৩ দা ৩। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। এহিয়া ৬ হা ॥

২র র র র ২র ১ ২ ২
(২) দাশেমহাহুম্। ব্যা ৩ দাতয়ায়ি। ভু ৩ বাদ্বা ৩ জে।

১ র ২ ১ ২ ২ ১
হৃবি। তাভূ ২ ৩ বাৎ। হুম্মায়ি। বা ০ র্দ্ধা ৩ য়ি। উ ২ ৩ ৪ ৩

৫ ১ ৩২A ৩ ৫ ১ ২ ৩
হায়ি। ও। হুবায়ি। জো ২ ৩ ৪ তা হুম্মায়ি। তা ৩ নূ ৩ ৯

৫র ৫ ৪
৩ ৪ নাঙ্। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২র র র ১ ২ A ৩
৩॥ (বারবন্তীয়োত্তরম্)॥ যজ্ঞাযজ্ঞাঔহোহায়ি। বো অগ্না

৪ ২র র ১ ১ ১ র
২ ৩ ৪ য়ায়ি। ইরাইরাচদক্ষাসো ২ ৩ ৪ হায়ি। পপ্রীবয়মমৃত-

র র২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
ঞ্জাতবেদা ৩ ৪। ঔহোবা ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
সাম্। প্রিয়ম্মি। ত্রাৎসুশৎসা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ৩র ২ ৫র ৫
হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫। হম্। এহিয়া ৬ হা॥ (১)

২ র র ১ ২ A ৩ ৫ ২র ১
প্রিয়ম্মিত্রাঔহোহায়ি। সুশৎসা ২ ৩ ৪ য়িষায়্। উর্জ্জো না ২

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
৩ ৪ হা। পাতৎসহিনায়মস্মা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২র ১র ২ ১ ৭ র ২
হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ য়াঃ। দাশেম। হাব্যদাতা ২ ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোহায়ি ৬ হা॥ (২)

২র র র র ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১ ৫
দাশেমহাঔহোহায়ি। ব্যাদাতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। ভুবাদ্ব ২ ৩ ৪ হা।

১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
জেষ্ঠবিত্তাভুবদ্ধা ৩ ৪ ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২১২র ১ ২ ৩র ৪র ৪
২ ৩ ৪ র্দ্ধায়ি। উতত্রা। তাতনু ৩ ৪। ঔহোবা।
১ ২ ৫ ৩র ২ ১ ২ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো।
৫র ৫
৩ ১ ২ ৩ । নাম্ এহিয়া ৬ হা (৩)॥

* * *

২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২
৪॥ (মহাবৈশ্বামিত্রম্)॥ হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি।
৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র
হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। যজ্ঞা-
A ৩র ২ ১ — র A ৩ ২ ১ — র
যজ্ঞা। বোহয়ায়া ২ য়ি। ইরাইরা। চদক্ষাসা ২ য়ি। পপ্রী-
A ৩ ১র ১ — ২ A ৩ ২ ১ —
বয়ামমৃতজ্ঞা। তবেদাসা ২ ম্। প্রিয়ন্মিত্রাম্। সুশ৬্সায়িষা ২
২ A ৩ ২ ১ র
ম্॥ (১) প্রিয়ন্মিত্রাম্। সুশ৬্সায়িষা ২ ম্। উর্জ্জঃ।
১ — ১ — A ৩ ২ ১ — র র A
নাপা ২। নাপা ২। ত৬্সহিনা। যমস্ময়ু ২ঃ। দাশেমহা।
৩ ২র ১ — র র A ৩ ২র ১ —
ব্যদাতায়া ২ য়ি॥ (২) দাশেমহা। ব্যদাতায়া ২ য়ি। ভুবৎ।
১ — A ৩ ২ ১ — র র ১ —
বাজা ২ য়ি। ষ্বিতা। ভুবদ্বার্দ্ধা ২ য়ি। উতত্রাতা। তনুনা ২
A ৩ ২ ১ — ৪ ৫ ৪ ৫
ম্। উতত্রা। তাতনুনা ২ ম্। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা।
২ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ ৪ ৫
হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহাওহা। হয়ায়ি। হয়া ৩। ওহা
৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
ওহা। হো ৪ ইডা। হো ৪ ইডা।
৩
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)।

• • •

৩র র ৩ ২ ১ ৫
ম্। হাহো। সুশা ৩। সা ২ ৩ ৪ য়িয়াম্। উহুবা ৬

৫ ২র র ২ ১ ২
হাউ। (১) ঔহোপ্রিয়ম্মিত্রা ৩ মে। সুশা ৬ সা ১ য়িবা ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ র ২র ১ ২
ম্। হাহোয়ি। উর্জ্জোনপা। ৬ ৭ সাহা ১ য়িনা ২ ৩ ৪।

৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ১র ২
হাহোয়ি। যমাস্মা ১ য়ু ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি। দাশাম্বিমা ১

৩র ২র ৩ ২ ১ ৫
হা ২ ৩ ৪। হাহো। ব্যদা ৩। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি। উহুবা ৬

৫ ৩র র র র ২ ১ ২
হাউ। বা। (২) ঔহোদাশেমহ্য ৩ এ। ব্যদাতা ১ য়া ২ ৩ ৪

৩র ২ ১ ২র র ১ ২
য়ি। হাহোয়। ভুবস্বাজে। বুবাণা ১ য়িতা ২ ৩ ৪।

৩র ২ ১ ২ ৩র ২ ১ ২
হাহোয়ি। ভুবাম্বা ১ র্দ্ধা ২ ৩ ৪ য়ি। হাহোয়ি। উতাত্রা ১

৩র ২ ৩ ২
তা ২ ৩ ৪। হাহো। তনূ ৩ ১ ২ ৩ ৪ নাম্।

৫ ৫
উহুবা ৬ হাউ। বা (৩)। ৫২॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবতাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকমনুগ্রহেণেতি শেষঃ) 'বয়ং' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'দক্ষসে' (কর্ম্মসামর্থ্যলাভায়) 'অগ্নয়ে চ' (তেজঃস্বরূপজ্ঞানলাভায় চ) 'যজ্ঞা যজ্ঞা' (যজ্ঞে, সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু) 'গিরা গিরা' (স্তুতিরূপয়া বাচা) 'অমৃতং' (মরণরহিতং, নিত্যং) 'মিত্রং ন' (মিত্রমিব) 'প্রিয়ং' (অনুকূলং) 'জাতবেদসং' (সর্ব্বজ্ঞং দেবং) 'প্র প্র শংসিষং' (প্রশংসামঃ, স্তোতুং সমর্থা ভবামঃ ইত্যর্থঃ)॥ (১অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবতাগণসমূহ! তোমাদের অনুগ্রহে আমরা অর্চ্চনাকারিগণ, কর্ম্মসামর্থ্য-লাভের নিমিত্ত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান-লাভের জন্য, স্তুতিরূপ

বাক্যদ্বারা নিত্য মিত্রের ন্যায় অনুকূল সর্ব্বজ্ঞ দেবকে সকল যজ্ঞেই স্তব করিতে সমর্থ হই। (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'যজ্ঞাযজ্ঞা' যজ্ঞে যজ্ঞে সর্ব্বেষু যাগেষু 'দক্ষসে অগ্নয়ে' প্রবৃদ্ধায়াগ্নয়ে 'গিরা গিরা' স্তুতিরূপয়া—বাচাবাচা স্তোত্রং কুরুতেতি শেষঃ। চ শব্দো ভিন্নক্রমো বঃ ইত্যস্মাৎ পরোদ্রষ্টব্যঃ। যূয়ং চ স্তোত্রং কুরুত। 'বয়ং' অপি 'প্রপ্রশংসিষং' প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে (৮।১।৬০)—ইতি প্রশব্দস্য দ্বিরুক্তিঃ পাদপূরণার্থে আত্মনেপদৈকবচনং (৩।৪।৯৮); ছান্দসোলুক (৩।১।৩৯) প্রশংসাম কীদৃশং? 'অমৃতং' মরণরহিতং 'জাতবেদসং' জাতানাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা 'মিত্রং ন' সখিভূতমিব প্রিয়ং অনুকূলং। যথা, সাত্যমেন (৩।৪।৯৮) স্বমিত্যস্য বসাদেশঃ অগ্নয় ইতি চ কর্ম্মণি চতুর্থী 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্য' ইতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাৎ। চ শব্দশ্চ চন্নিতি নিপাতঃ, চেদর্থে বর্ত্ততে; দক্ষস ইতি চ দক্ষের্বৃদ্ধিকর্ম্মণঃ (ভ্বা০ আ) অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদসুন্তি; রূপং; চন-যোগাৎ নিপাতৈর্যদ্যদিহন্তঃ (৮।১৩০—ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তত্রায়মর্থঃ—হে স্তোতঃ! ত্বং যাজ্ঞ যজ্ঞে ইমমগ্নিং গিরা গিরা স্তুত্বা স্তুত্বা চ দক্ষসে চ বর্দ্ধয়সি চেৎ বয়মপি অমৃতত্বাদিগুণকং তং প্রশংসামঃ ॥ (১অ—৬খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (৭০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র-মধ্যে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্বয়মুখে 'হে স্তোতারঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং 'দক্ষসে' 'অগ্নয়ে' পদদ্বয়ের অর্থ 'অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্যের দ্বারা স্তব কর।' মন্ত্রস্থ 'চ' শব্দটিরও ভিন্নক্রম বলিয়া 'বঃ' পদের পরই অন্বয় করিয়াছেন তাহাতে অপরাংশের অর্থ হয়, 'তোমরা স্তব কর এবং আমরাও সেই অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' অন্যান্য পদগুলির যে অর্থ-গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতবিরোধী নহে। ভাষ্যানুসরণে এ মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে,—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা অগ্নিদেবকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য সকল যজ্ঞেই স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা স্তব কর। তোমরাও স্তব কর এবং আমরাও সেই অমরণধর্ম্ম জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন ও সখার ন্যায় অনুকূল অগ্নিকে প্রশংসিত করি।' মন্ত্রের এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে।

এক্ষণে আমরা এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি। আমরা বলি, মন্ত্রান্তর্গত 'বঃ' পদটীতে জ্ঞানহীন দেবভাবকেই বুঝাইতেছে,

সাধক যেন দেবভাব-সমূহকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'আমার কি সাধ্য যে, আমি দেবতার স্তব করিব! তবে যদি কিছু স্তব করিতে সমর্থ হই, হে অস্মদীয় দেবভাব-সমূহ! তাহা তোমাদেরই অনুগ্রহে।' 'দক্ষসে' পদের অর্থ—কর্ম্মসামর্থ্যলাভ-র জন্য এবং 'অগ্নয়ে' পদের অর্থ—অগ্নির ন্যায় জ্ঞানলাভের জন্য। মন্ত্রস্থ 'চ' পদেরও এ পক্ষে সার্থক-প্রয়োগ দেখিতে পাই। তাহাতে এ মন্ত্রের ভাবার্থ হয় এই যে—'হৃদয়ে দেবভাবসমূহ পরিস্ফুট হইলেই সাধক তাঁহার প্রতি কর্ম্মেই নিত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। তৎপ্রভাবে সৎকর্ম্মসাধনে যুগপৎ সামর্থ্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকার জন্মে। তখনই দেবতা, মিত্রের ন্যায়, সাধকের সৎকর্ম্ম সাধনে অনুকূল হন। (১অ ৬থ ১সূ ১সা)॥

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩র
উর্জ্জো নপাতং স হিনা অয়ম্‌

২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অস্ময়ুঃ দাশেম হব্যদাতয়ে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ভুবৎ বাজেষু অবিতা ভুবৎ

৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
বৃধ উত ত্রাতা তনূনাম্‌ ॥ ২ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হিনাঃ' (হীনশক্তিসম্পন্নাঃ, হীনপ্রজ্ঞাঃ বয়ং ইত্যর্থঃ) 'দাশেম' (হবীংষি দত্বাঃ, আরাধয়াম—ভগবন্তং ইতি যাবৎ); 'উর্জ্জ' (বলকরঃ, শক্তিদায়কঃ) 'অস্ময়ুঃ' (অস্মান্‌ কাময়মানঃ, অস্মাসু কৃপাপরায়ণঃ) 'অয়ং সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ, সঃ ভগবান্‌) 'হব্যদাতয়ে' (পূজাকারিণে, প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'নপাতং' (জ্ঞানং) প্রযচ্ছতু—ইতি শেষঃ; সঃ 'বাজেষু' (শক্তেষু, আত্মশক্তিলাভে—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'অবিতা' (রক্ষকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); 'তনূনাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণীনাং ইত্যর্থঃ) 'ত্রাতা'

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১অ—১প্র ৫দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একসপ্ততিতম সূক্তের নবমী ঋক্‌। এই সূক্তের দুইটী মন্ত্রে একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(পরিত্রাণদাতা) 'উত' (অপিচ) 'বৃধঃ' (বৰ্দ্ধকঃ, শক্তিদায়কঃ) 'ভূবৎ' (ভবতু); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ সৰ্ব্ববিপদাৎ রক্ষ, তথা অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হীনপ্রজ্ঞ আমরা ভগবানকে যেন আরাধনা করি; শক্তিদায়ক, আমাদিগের প্রতি কৃপাপরায়ণ, সেই ভগবান্ প্রার্থনাকারী আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন; তিনি আমাদিগের আত্মশক্তিলাভে রক্ষক হউন সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণদাতা অপিচ শক্তিদায়ক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সৰ্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উর্দ্ধঃ' অয়ং বলস্য 'নপাতং' 'পুত্রং' প্রশংসিষমিত্যনুষঙ্গাৎ প্রশংসামেত্যর্থঃ। 'হিনা' (ইতি নিপাতসমুদায়ো হীত্যস্যার্থে) সঃ খলু 'অয়ং' 'অগ্নিঃ' 'অস্ময়ুঃ' অস্মান্ কাময়মানঃ ভবতি। বয়ঞ্চ 'হব্যদাতয়ে' হব্যানাং হাববাং দেবেভ্যো দাত্রে তস্মা অগ্নয়ে 'দাশেম' হবীংষি দদ্যাম। স চ অগ্নিঃ বাজেষু সংগ্রামেষু রক্ষিতা। বৃধঃ বৰ্দ্ধকশ্চ রমাকং ভূবৎ ভবতু 'উত' অপিচ 'তনূনাং' তনয়ানামস্মৎপুত্রাণাঞ্চ 'ত্রাতা' রক্ষিতা 'ভূবৎ' ভবতু। ২।

* * *

দ্বিতীয় (৭০৪) সামের মৰ্ম্মার্থ।

মন্ত্রান্তর্গত দু'একটী পদের ব্যাখ্যার আলোচনা করা প্রয়োজন। 'হিনা' পদকে ভাষ্যকার 'হি' এবং 'ন' এই দুই অব্যয় পদে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণকার 'হিনাঃ' পদে 'মনুষ্যঃ, হীনশক্তিঃ, হীনপ্রজ্ঞঃ মনুষ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাহা সঙ্গত মনে করি। এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। পুনশ্চ বিবরণকার 'তনূনাং' পদের 'শরীরিণাং' অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহাও গ্রহণ করিয়াছি। 'নপাতং' পদে আমরা পূর্ব্বাপরই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। যাহা মানুষকে পতন হইতে রক্ষা করে, তাহাই 'নপাৎ'। সেই 'নপাৎ' পুত্রপৌত্রাদি নয়,—তাহা জ্ঞান। পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা মানুষ পতন হইতে রক্ষা পায়না, তাহারা বরং মায়াজালে মানুষকে জড়াইয়া ধরে, ভগবান্ হইতে দূরে লইয়া যায়। অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে পারে—

জ্ঞান। জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার চরম অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, আপনাকে ভগবৎ-চরণে লইয়া যাইতে পারে। তাই জ্ঞান—'অপাং'। 'হব্যদাতয়ে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও, ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের ঐক্য হয় নাই। ভাষ্যকার 'হব্যদাতয়ে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করিলেই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। আমরা 'হব্যদাতয়ে' পদে 'প্রার্থনাকারিভ্যঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বচন-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সমস্ত মন্ত্রটীতেই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—কেবল মানুষের জন্য নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য প্রার্থনা উহাতে পরিদৃষ্ট হয়। 'বিশ্ববাসী সকলেই যেন শক্তিলাভ করে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়,—সকলেই যেন অন্তিমে ভগবৎচরণ প্রাপ্ত হয়।' তাহার জন্য প্রার্থনাই এই মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়॥ (১অ ৬খ—১সূ - ২সা)॥ *

—:•:—

প্রথমং সাম।

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এহ্য ষু ব্রবাণি তেহগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

এভিঃ বর্দ্ধসে ইন্দুভিঃ ॥ ১ ॥

* * *

৫র র ২ ৪ র ৫ ৫ ১ র র — ১ ২র —

১। এহ্যূষূ ৩ ব্রবাণা ৬ ইতাই। অগ্নইত্থেতরাগা ২ ইরাঃ। এভা। ২

১ ২ ১ ৫ ৫ ৫ ২

ইর্বর্দ্ধা। সন্না ২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। দূ ২ ৩ ৪ ভো ৬ হাই। বত্রেকু ৩

৫ র ৫ ৫ ১ — ১ ২ — ১র ৭

বচত্তেমা ৬ পাঃ। দক্ষত্বধসউত্তা ২ রায়ূ। ভত্রা ২ যোনাইস্র। কৃণা

২ ১ ৪ ৫ ৫ ২

২ ৩ হা ৩ ৪ ৩ ই। যা ২ ৩ ৪ সো ৬ হাই॥ (২) সহিত্তা ০

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের অষ্টচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

৪র ৫ ৫ ১ ৰ র র —১ ২ —১
ইপূর্ত্তিমক্ষা ৬ ইপাৎ। ভুগ্নেস্থানাম্পা ২ তাই। অথা ২ দুবাঃ ॥

A ১ ৫ ৫
বন ২ ৩ হা ৩ ৪ ০ ই। বা ২ ৩ ৪ গো ৬ হাই (৩)॥

• • •

২র র র র ১ ২ A ৩ ৫ ২ ১
২॥ এহিয়ূপাঔহোহায়ি। ব্রোবাণা ২ ৩ ৪ য়িভায়ি। অগ্নাআ ২ ৩ ৪

৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ১ ৩
য়িহায়ি। থেত্তরাগা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২র ১ ২ ১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ২ ৫
২ ৩ ৪ রাঃ। এভির্বর্দ্ধাসইন্দ ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২ র র ১ ২
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ভীঃ। এহিয়া ৬ হা॥ (১) মত্রকুপাঔহোহায়ি।

A ৩ ৫ ২ ১ ৫ ১ ২
বাত্তায়িমা ২ ৩ ৪ নাঃ। দক্ষান্দা ২ ৩ ৪ হা। ধসউত্তা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ রাম্। তত্রয়ো।

১ ৭ ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
নায়িক্ষ্ণব ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৩
সায়ি। এহিয়া ৬ হা॥ (২) নহিতেপূঔহোহায়ি। তামক্ষা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ৫ ১র র ২ ৩র ৪র ৫ ১ ৩
য়িপাৎ। ভুগাম্না ২ ৩ ৪ য়িহায়ি। মানাপা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র ২ ১ ৭ ২
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ তায়ি। অথাদু। যোবসচা ৩ ৪।

৩র ৪র ৫ ১ ৩ ৫ ৩র ২
ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৪ ৫। সাঙ্গী।

৫র ৫
এহিয়া ৬ হা (৩)॥ ১,২,৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'এহি' (অত্রাগচ্ছ, মম হৃদি অধিতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); 'তে' (তুভ্যং, ত্বদর্থোচ্চারিতাঃ) 'গিরঃ' (স্তুতীঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, যথোপযুক্তেন) 'সু' (সুষ্ঠু, ত্বদীয় শ্রবণযোগ্যেন স্বস্বরেণ) 'ব্রবাণি' ('ব্রবাণি' বাক্তসমর্থঃ ভবানি ইতি অধ্যাহৃতে); 'উ' (যদিচ) 'ইতরাঃ' (উচ্চারণবৈকল্যরূপাঃ দোষযুক্তাঃ) তা অপি কৃপয়া শৃণু ইতি শেষঃ; এবং 'এভিঃ' (অন্তরস্থিতৈঃ) 'ইন্দুভিঃ' (অস্মাকং ভক্তিসুধাভিঃ) 'বর্দ্ধসে' (বর্দ্ধস্ব, অস্মাসু পরিবৃদ্ধঃ ভবস্ব) ত্বমিতি শেষঃ। মন্ত্রাঃ হি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাঃ, উচ্চারণবৈকল্যাৎ যদি ইতরাঃ ভবন্তি, তদপরাধঃ ক্ষমস্ব; অস্মাকং প্রার্থনাং শৃণু; অন্তরস্থিতৈঃ ভক্তিসুধাভিঃ প্রহৃষ্টঃ ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আসুন—হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্র যেন যথাযোগ্যরূপে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হই; যদিও উচ্চারণ বৈকল্যাদিরূপ দোষযুক্ত হয়, তথাপি কৃপা করিয়া সে স্তব গ্রহণ করুন; এবং অন্তরস্থিত এই ভক্তিসুধার দ্বারাই আমাদিগের মধ্যে পরিবৃদ্ধ হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—মন্ত্রসকল নিশ্চিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ; উচ্চারণ-বৈকল্য হেতু যদি দোষযুক্ত হয়, সে অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন; আমাদিগের অন্তরস্থিত ভক্তিসুধার দ্বারা প্রহৃষ্ট হউন)। ১অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'এহি' আগচ্ছ। 'তে' তুভ্যং চ তদর্থং 'গিরঃ' স্তুতীঃ 'ইত্থা' ইত্থমনেন প্রকারেণ 'সুব্রবাণি' সুষ্ঠু ব্রবাণীত্যাশাস্যতে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। 'উ'—ইত্যেতৎ পূরকং। 'ইতরাঃ' অন্যৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ। তথাচ ব্রাহ্মণং—'অগ্নিরিত্থেতরাগির ইত্যাহ্রাহি বা ইতরাগিরঃ' ইতি। অপি চ আগতস্ত্বং 'এভিঃ' এতৈঃ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ 'বর্দ্ধসে' বর্দ্ধস্ব। (১অ—৬খ—২সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (৭০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা বড়ই উদার উচ্চভাবপূর্ণ। যদিও বিভিন্ন-ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন দিক দিয়া এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের জন্য সাধকের ভক্তের যাজ্ঞিকের আকুল আহ্বান প্রকাশ পাইয়াছে।

হিত্ব সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং তথায় তুমি অবস্থিতি কর।" এই মন্ত্রে অগ্নিকে আহ্বান করিবার কোনও প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি নাই। আমরা ভগবান সম্বন্ধেই মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (১অ ৬খ-২সূ-২সা)॥০

—•—

তৃতীয়াং সাম।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র
ন হি তে পূর্ত্তম অক্ষিপৎ ভুবৎ নেমানাং পতে।

২ ৩ ১ ২
অথা দুবো বনবসে ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'নেমানাং' (শরীরিণাং, সর্ব্বপ্রাণীনাং) 'পতে' (পালক হে দেব!) 'তে' (তব) 'পূর্ত্তং' (পূরকং, পূর্ণত্ববিধায়কং জ্যোতিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং এব) 'ন অক্ষিপৎ' (ন দৃষ্টিবিঘাতকং অপিচ দিব্যদৃষ্টিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'ভুবৎ' (ভবতি); 'অথ' খং (অতঃ, দিব্যদৃষ্টিপ্রদানায় ইত্যর্থঃ) 'দুব' (পরিচরণং, অস্মাকং আরাধনাং, পূজাং) 'বনবসে' (সম্ভজস্ব গৃহাণ ইত্যর্থঃ)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিভ্যঃ অস্মভ্যং দিব্যদৃষ্টিঃ প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ ৬খ ২সূ ৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বপ্রাণীদিগের পালক হে দেব! আপনার পূর্ণত্ববিধায়ক জ্যোতিঃ নিশ্চয়ই দিব্যদৃষ্টিদায়ক হয়; সেইজন্য অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-প্রদানের নিমিত্ত, আপনি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করুন।)। (১অ—৬খ—২সূ—৩সা)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'তে' ত্বদীয়ং 'পূর্ত্তং' পূরকং তেজঃ 'অক্ষিপৎ' অক্ষ্ণোঃ পাতকং বিনাশকং 'ন হি ভুবৎ' ন ভবতু সর্ব্বদা অস্মাকং দর্শনসামর্থ্যং করোতু হে নেমানাং পতে! নেমশব্দোঽন্য-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্ব্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যাচী, মনুষ্যাণাং মধ্যে কতিপয়ানাং জনানাং পতে পালক! 'অগ' অতঃ কারণাৎ 'স্তুবঃ' স্তাবকৈঃ পরিচরণকর্ম্মা (নিঘ. ৩।৫।৫) অস্মাভিঃ যজমানৈঃ স্তুতঃ পরিচরণং 'বনবসে' সম্ভজন ॥ (১অ ৬খ—২সূ—৩সা)॥

• . •

তৃতীয় (৭০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

মন্ত্রটী দুইটী অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবৎ জ্যোতির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অপর অংশে সেই দিব্যজ্যোতিঃলাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

ভগবানের জ্যোতিঃ দ্বারাই জগৎ আলোকিত হয়। 'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং'—তাঁহার জ্যোতি-কণা পাইয়াই জ্যোতিষ্কগুলী দীপ্তিমান হয়, তাঁহার দিব্য আলোকেই মানবের হৃদয় আলোকিত হয়,—গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। যাঁহার হৃদয়ে সেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তিনি অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া দিগন্তরালস্থিত সুদূরের সেই ধ্রুবতারার দিকে আপনার জীবন-গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তাঁহার দৃষ্টিরোধ হয় না, লক্ষ্য অন্ধকারে ডুবিয়া যায় না। সেই ধ্রুবলক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি শাশ্বতপদ লাভ করিতে সমর্থ হন।

এই পরম জ্যোতিঃ লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। "হে ভগবন! হে জ্যোতির আধার! আমাদিগকে তোমার অনন্ত জ্ঞানলোকে লইয়া যাও। আমরা যেন তোমার চরণে পৌঁছিবার উপযোগী জ্ঞানশক্তি লাভ করি। আমাদিগের চক্ষুর আবরণ ঘুচিয়া যাউক, দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠুক—জীবনের মোহযবনিকা চিরতরে দূর হউক। "তমসঃ মা জ্যোতির্গময়",—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম॥ (১অ ৬খ ২সূ—৩সা)।

— ০ —

প্রথমং সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বয়মু ত্বাম্ অপূর্ব্ব্য স্থূরং ন কচ্চিৎ ভরন্তো অবস্যবঃ ॥

১ ২ ৩ ১ ২

বজ্রিং চিত্রং হবামহে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, চতুর্বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

গেয়-গানং।

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ২র১ ৭ ৭ ৭
১। যয়া৩মূ৩যামপূর্ব্বিয়োবা। স্তুণমকচ্ছিস্তরা২স্তাসবা২৩।

১ ৩ ৫ ১ ৪ ২ ১
হো। স্বা২৩৪বাঃ। বজ্রিক্ষিত্রম্। হবা৩হা৩ই, মা২

৩ ৫র র ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫
হা২৩৪ঔহোবা॥ (১) যজ্ঞা৩ইক্ষা৩ইত্রৎহবামহোবা।

১ র র —১ ৭ ১ ৩ ৫
উপত্বাকর্ম্মন্নূতা২য়াইসনা২৩ঃ। হোই। যূ২৩৪বা।

১ র S ২ ১ A ৩ ৫র র
উগ্রশ্চক্রা। ময়ো৩হা৩ই। ধা২র্ষা২৩৪ঔহোবা॥

৫ ৪ ২ ৪ ৫র ৪ ৫ ১র —১
(২) উগ্রা৩শ্চা৩ক্রামযোধৃষোবা। ত্বামিধাবিতা২রাংবণা

১ ৩ ৫ ১র S ২
২৩। হো। মা২৩৪হাই। সথায়াই। ত্রপা৩হা৩ই।

১ A ৩ ৫র র ৩ ১ ১ ১
না২সা২৩৪ঔহোবা। উ২৩৪৫৬॥

* * *

৫ ২ ৪র৫৪র ৫ ২র১২১ ২ ১ ২
২। যরমূ৩যামপূর্ব্বিয়া। স্তুরাম্নকাৎ। চিস্তরা২৩। স্তা৩ঃ।

১ ৫ ২ ৫ ১ ৩ ২ A ২A
সা২৩৪। বা। স্বা৩বাঃ। যজ্ঞায়িক্ষিত্রৌ। বা৩৪৩৩

৫ ৫ ৫ ২ ৪ ৫৪র ৫
৩৪বা। হবা৫মহায়ি॥ (১) বজ্রিক্ষা৩মিত্রৎহ্বামহায়ি।

২১২র১ ২র১ ২ ১ ৫
উপাত্বাকা। মন্নূতা২৩। যা৩স্নি। সা২৩৪ঃ। নঃ।

২ ২ ১ ৩ ২ A ২A ৫ ৪
যূ৩বা। উগ্রাশ্চক্রৌ। বা২৪৩৩৩৪বা মযো৫যধাৎ॥

৫ ১ ৪র ৫ ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১
(২) উপ্রশ্চ ৩ ক্রামযোক্ষুগাৎ। ভুগানিহারি। অবি৩।২৩।
২ ১ A ২ ২ ১ ০২ A
রা৩স্থ। বা২৩৪। রু। মা৩। হারি। সখায়ত্তৈ। আ.
২A ৫ ৪ ৪
৩৪৩ও৩৪বা। ত্রুগা৫নগায়িম্। হো৫ঈ। ডা(৩)॥১২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রিন' (রক্ষাস্ত্রধারিন্, সর্ব্বশক্তিমান্ ইত্যর্থঃ) 'অপূর্ব্য' (আদিভূত হে দেব) 'স্থূরং ন কচ্চিৎ' (কশ্চিৎ জনঃ, সাধকঃ যথা ত্বাং আহ্বয়তি তদ্বৎ) 'ভরন্তঃ' (রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ) ('বয়ং উ' (বয়মপি) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, বিচিত্রশক্তিযুক্তং) 'ত্বাং' 'অবস্যবঃ' (রক্ষণায়—রিপুকবলাৎ পরিত্রাণলাভায় ইতি ভাবঃ) 'হবামহে' (আরাধয়াম)। অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং ভগবদনুসারিণঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ ৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষাস্ত্রধারী অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ আদিভূত হে দেব! সাধক যেমন আপনাকে আহ্বান করেন, সেইরূপ রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্ত আমরাও যেন বিচিত্র শক্তিযুক্ত আপনাকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবদনুসারী হই)॥ (১অ—৬খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অপূর্ব্য' ত্রিষু সবনেষু প্রাদুর্ভূততয়া পূজনীয়! হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'ভরন্তঃ' সোমলক্ষণৈরন্নৈঃ ত্বাং পোষয়ন্তঃ 'বয়ং' 'চিত্রং' চায়নীয়ং বিবিধরূপং বা 'ত্বামু' ত্বামেব 'অবস্যবঃ' রক্ষণমাত্মন ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ 'হবামহে' আহ্বয়ামঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'স্থূরং ন' যথা ভরন্তঃ ব্রীহ্যাদিভির্গৃহং পূরয়ন্তো জনানাং স্থূরং স্থূলং গুণাধিকং 'কচ্চিৎ' কঞ্চিৎ পুরুষং যথা আহ্বয়ন্তি তদ্বৎ। 'বজ্রিন্' 'বাজে'—ইতি পাঠৌ॥ ১॥

* * *

প্রথম (৭০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § :*: § ——

'হে প্রভো! সাধক যেমনভাবে আপনাকে আহ্বান করেন, আপনাকে যেন আমরা ঠিক তেমনিভাবে আহ্বান করিতে পারি, তেমনিভাবে যেন আপনার অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারি। রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তোমার কৃপালাভ করিয়া যেন রিপুজয়ে সমর্থ হই। তুমিই মানবের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও বিপদ হইতে ত্রাণকারী। তুমিই মানবকে রিপুজয়ের শক্তি

প্রদান কর। আমরা যেন কখনও তোমার চরণ ভুলিয়া না থাকি। আমাদিগের কর্ম্ম চিন্তা ও বাক্য যেন তোমার মঙ্গলনীতির অনুবর্ত্তী হয়। আমাদিগের জীবন যেন তোমার সেবায় উৎসর্গ করিতে পারি।' মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য আছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল, "হে অপূর্ব্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থুলব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ মঙ্গলাদের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানারূপধারী।" এই ব্যাখ্যায় যে উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহার সার্থকতা কি? সাধক বলিতেছেন তিনি দেবতাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করেন। তার পর, পোষণ করিয়া তাঁহাকেই সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন—অবশ্য তাঁহার কৃপায় রক্ষা পাইবার জন্য। এই সকল ব্যাখ্যা দূরেই ভিন্ন-দেশবাসী ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বেদ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল ব্যাখ্যাও যে পাশ্চাত্যের অনুকারী, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। 'স্থুরং' পদেই নানাবিধ অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বিবরণকারের মতানুসারে 'স্থুরং' পদে 'ঈশ্বরং' জগৎস্রষ্টা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে অর্থের ও ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। ভাষ্যকার 'ভরন্তঃ' পদে 'ব্রীহ্যাদিভিঃ পুষ্ণং পূরয়ন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'ভর' পদে নিরুক্তোনুসারে 'সংগ্রাম' অর্থ প্রকাশ করে। একবিধ বাঙ্গলা ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরাও উক্ত পদে 'রিপুসংগ্রামে প্রবৃত্তাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। (১অ—৬খ—৩সূ—১সা)।*

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
উপ ত্বা কর্ম্মন্ উতয়ে স নো

২ ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৩ ২
যুবা উগ্রঃ চক্রাম যো ধৃষৎ।

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাম্ ইৎ হি অন্ধবিতারং ববৃমহে

১ ২ ৩ ২
সখায় ইন্দ্র সানসিম্ ॥ ২ ॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৬খ—৬দ ১০সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একবিংশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয় গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে। এই গানগুলির নাম যথাক্রমে 'সৌভরম্' এবং 'কালেয়ম্'।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'কর্ম্মন্' (কর্ম্ম, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'উতয়ে, (রক্ষণায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, আরাধয়ামি); যদ্বা 'কর্ম্মন্' (হে সৎকর্ম্মন্) 'উতয়ে' (রক্ষণায় পাপকবলাৎ রক্ষালাভায়) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উপ' (উপগচ্ছামি, সম্পাদয়াম ইত্যর্থঃ); 'যঃ' (যঃ দেবঃ) 'ধ্রুবৎ' (ধ্রুবক্তোতি, শত্রুনাশকঃ) 'যুবা' (নিত্যতরুণঃ, নবজীবনদায়কঃ) 'উগ্রঃ' (উদ্গূর্ণবলঃ, মহাতেজসম্পন্নঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'চক্রাম' (আগচ্ছতু প্রাপয়তু); 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'সখায়ঃ' (মিত্রভূতাঃ, তব স্নেহকাময়মানাঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সানসিং' (সম্ভজনীয়ং) 'অবিতারং' (সর্ব্বস্য রক্ষিতারং) 'ত্বামিৎ' (ত্বামেব) 'ববৃমহে' (বৃণীমহে, আরাধয়াম) প্রার্থনামূলকোঽয়ং। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম; ভগবান অস্মান্ পরিত্রায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১অ—৬খ ৩সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি (অথবা হে সৎকর্ম্ম! পাপকবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেন তোমাকে সম্পাদন করিতে পারি); যে দেবতা শত্রুনাশক নবজীবনদায়ক মহাতেজসম্পন্ন, সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; বলাধিপতি হে দেব! আপনার স্নেহকামী আমরা সম্ভজনীয়, সকলের রক্ষক, আপনাকেই যেন আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই; সেই দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

প্রথমপাদঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে 'ইন্দ্র!' 'কর্ম্মন্' অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মণি 'উতয়ে' রক্ষণায় 'ত্বা' ত্বাং 'উপ' গচ্ছামঃ। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ পরোক্ষকৃতঃ। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ধ্রুবৎ' ধ্রুবক্তোস্ত শত্রূনভিভবন্ত। 'এঞ্ছধ্রুবা প্রাগলৃত্তো (স্বা০ প০), 'বহুলং ছন্দসি (২৪৭৩)'—ইতি শ প্রত্যয়ঃ। 'যুবা' তরুণঃ 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণঃ স ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মান প্রতি 'চক্রাম' আগচ্ছতু; যদ্বা, চক্রাম অস্মান্নুৎসাহযুক্তান্ করোতু (ক্রমতেঃ সর্গার্থে ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। পরোক্ষর্চ্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ।) 'সখায়ঃ' সমানাখ্যানাঃ বন্ধুভূতাঃ বা বয়ং 'সানসিং' 'বনষণ সম্ভক্তৌ (স্বা০ প০) সম্ভজনীয়ং 'অবিতারং' সর্ব্বস্য রক্ষিতারং 'ত্বামিৎ' ত্বামেব 'ববৃমহে' বৃণীমহে স্তুমহে। 'হ্রি' প্রত্যক্ষে (হি—প্রয়োগাদ্যবাক্যঃ ৮১০৪)॥ ২॥

* * *

৫ ন — ২ ৩ ৫ ১
২ ৩ ৪ গী। বা ৩। বুধ্বা ২ ৩ ৪ ৺মাম্। চিদস্ত্রিবে। ২।

৫২৲৩ ৫ ১ ৲ ৩র ২৲ ৩
দিবেদা ২ ৩ ৪ য়িবায়ি ॥ (২) যুঞ্জন্তিহা ২। রীআয়িষা ২ ৩ ৪

৫ ১র ৲ ৩ ২ ৩ ৫ ১ ৲
য়িরা। স্তাগাথয়া ২। উরোরা ২ ৩ ৪ থায়ি। উরুযুগে ২।

৩ ২ ৩ ৫ ১ র ৲ ৩ ২ ৩ ৫
বচোযু. ২ ৩ ৪ জা। ইন্দ্রবাহা ২। সুবর্ব্বা ২ ৩ ৪ য়িদা।

২ ऽ ২ ऽ ২ ২ ৫র র
হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। ঔ ৩ হা ৩। হা ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ২ ১ ১ ১ ১
আঔ ৩ হো ২ ৩ ৪ ৫ ॥ ১৷২৷৩ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গীর্ব্বণঃ' (স্তবনীয়, আরাধনীয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'অধা হি' (সম্প্রতি) 'কামঃ' (কামো নিমিত্তে, পরমধনায় ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); 'উদেব' (সত্ত্বভাবেন যুক্তাঃ) 'গ্মন্তঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলাঃ, সাধকাঃ) যথা 'উদভিঃ' (সত্ত্বভাবপ্রবাহৈঃ ত্বাং সংযোজয়ন্তি ইতি ভাবঃ) তথা বয়ং ত্বাং 'উপ সস্বৃগ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ সংযোজয়াম প্রাপ্নুয়াম ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবন্তং লভেমহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আরাধনীয় পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! সম্প্রতি পরমধনের জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি; সত্ত্বভাবযুক্ত সাধক যেমন সত্ত্বভাব প্রবাহের দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমরা যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'গির্বণঃ'! গীর্ভিঃ বননীয় ইন্দ্র! 'অধা হি' সম্প্রতি হি 'ত্বা' ত্বাং 'কামে' কামমভিলষন্তমর্থং 'ঈমহে'। যদ্বা 'কামে' কামান্ কমনীয়ান্ স্তোমান্ 'উপসস্বৃগ্মহে' উপসৃজামঃ ত্বাং প্রাপয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—'উদেব' যথা উদকেন 'গ্মন্তঃ' গচ্ছন্তঃ পুরুষাঃ 'উদভিঃ' অঞ্জলিনোৎক্ষিপ্তোদকৈঃ সমীপস্থান্ পুরুষান্ ক্রীড়ার্থং সংসৃজন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ 'কাম

ঈমহে দস্যুগ্মহে'—'কামান্মচসৃসস্থন্ মহে' - ইতি চ পাঠাঃ। 'উদেবগ্মন্তুঃ'—উদেবগ্মস্তুঃ - ইতি চ পাঠৌ॥ (১অ ৬খ ৪সূ ১সা)।

* • *

প্রথম (৭১০) সামের মর্ম্মার্থ।

——‡ • ‡——

শুদ্ধসত্ত্বভাবময় ভগবানকে লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উন্মেষণ প্রয়োজন। 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' সেই পরমদেবতাকে শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারাই লাভ করা যায়। হৃদয় যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ না হয়, কর্ম্মে বাক্যে চিন্তায় সাধক যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধভাবে না চলিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ হয় না। সমত্বই পরস্পর মিলনের মধ্যে যোগসূত্র। অসম কখনও অসমের সহিত মিলিত হইতে পারে না। ভগবান্ বিশুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আধার। তাই মুক্তিকামী সাধক নিজেকে সর্ব্বপ্রকার অবিশুদ্ধ, অসৎ কর্ম্মের ও চিন্তার সংস্পর্শ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। যে ভাবধারার সাহায্যে সাধক ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারেন, সেই ভাবধারা লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা দেখিতে পাই।

ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যার একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—"হে স্তুতিভাক্ ইন্দ্র! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ যেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল নিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্প্রতি তোমার সহিত মিলিত হইব।" এই উপমার মর্ম্মগ্রহণে আমরা অসমর্থ। 'জলে গমনকারী ক্রীড়ার্থ যে জল বিসৃষ্ট করে'—এ বাক্যের সহিত 'তোমার সহিত মিলিত হইব' বাক্যের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এবং এরূপ প্রার্থনার অর্থই বা কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। উপমা হিসাবেও এই বাক্যদ্বয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই বিবৃত করা হইয়াছে। (১অ ৬খ ৪সূ—১সা)॥০॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
বার্ণ ত্বা যব্যাভিঃ বর্দ্ধন্তি শূর ব্রহ্মাণি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বাবৃধ্বাংসং চিৎ অদ্রিবো দিবে দিবে॥ ২॥

উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ ৬খ ৬দ—৮সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়গান আছে। তাহা প্রথম মন্ত্রের পরেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূর' (মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব) 'বার্ণং' (সমুদ্রং ইব অসীমং) 'ত্বা' (ত্বাং) সাধকাঃ 'যব্যাভিঃ' (বেগবতীভিঃ, ঐকান্তিকাভিঃ) 'ব্রহ্মাণি' (স্তোত্রৈঃ, প্রার্থনাভিঃ) 'বর্দ্ধন্তি' (তব মহিমাং প্রখ্যাপয়ন্তি, হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণ-কঠোর হে দেব) ত্বং 'দিবে দিবে' (প্রত্যহং, নিত্যকালং) 'চিৎ' (এব, নিশ্চিতং) 'বাবৃধ্বাংসং' (প্রবর্দ্ধয় অস্মান্ ইতি শেষঃ); সাধকাঃ প্রার্থনয়া ভগবন্তং লভন্তে ; ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ-৬খ-৪সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মহাশক্তিসম্পন্ন হে দেব! সমুদ্রতুল্য অসীম আপনাকে সাধকগণ ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন; রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব! আপনি নিত্যকাল আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন; ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রিন্! 'শূর' ইন্দ্র! 'বার্ণং' যথোদকমুদকস্থানং 'যব্যাভিঃ' নদীভিঃ, 'অবনয়ঃ' 'যব্যা'—ইতি (নিঘ০ ১।১৩।১-২) নদীনামসু পঠাৎ 'বর্দ্ধন্তি' বর্দ্ধয়ন্তি, তথা 'ব্রহ্মাণি' স্তোত্রৈঃ 'বাবৃধ্বাংসং' 'চিৎ' যথা নিরুদকং দেশং নদীভিঃ তথা ন কিন্তু প্রবৃদ্ধমেব 'ত্বা' ত্বাং 'দিবেদিবে' অহরহং বর্দ্ধয়ন্তি স্তোতারঃ॥ (১অ—৬খ—৪সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৭১১) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকগণ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আপনাদিগের হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রার্থনার বলেই ভগবান সাধকের নিকট আগমন করেন—অবশ্য সেই প্রার্থনা আন্তরিক হওয়া চাই। অন্তরের অন্তর হইতে উদ্ভূত না হইলে সেই প্রার্থনা, প্রার্থনাই নয়। শুধু মুখের কয়টা কথায় কোনও কাজই হয় না। অন্তর যখন ভগবানের অভাব পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে, তাঁহার অভাবে যখন হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাঁহার দর্শন না পাইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তখন স্বতঃই হৃদয় হইতে প্রকৃত প্রার্থনা উত্থিত হয়। সাধক আপনাকে প্রার্থনার সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রার্থনামাঝে পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রার্থনা দ্বারাই সাধক ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ধ্রুবের ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে আপনার কোলে স্থান দিয়াছিলেন।

তাঁহার কৃপায় মানুষের রিপুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, ভববন্ধন টুটিয়া যায়। কাঠার হস্তে তিনি মানুষের রিপুনাশ করেন, মানুষকে রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে পরাজ্ঞান বিতরণ করিয়া চিরদিনের জন্য রিপু-আক্রমণের ভয় নিবারণ করেন। তাই সেই পরাজ্ঞান লাভ করিবার জন্য মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (১অ—৬খ ৪সূ-২সা)।*

— ঃ০ঃ —

তৃতীয়ং সাম।

৩ ২ ৩　১ ২　৩ ১ ৩　১ ২
যুঞ্জন্তি হরী ইষিরস্য গাথয়া

৩ ১　২র ৩ ১ ২　৩ ১ ২
উরৌ রথ উরুযুগে বচোযুজা।

৩　১ ২　৩ ১ ২
ইন্দ্রবাহা স্বর্ব্বিদা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইষিরস্য' (সিদ্ধিপ্রদাতুঃ, অভীষ্টসাধকে ইত্যর্থঃ) 'উরৌ' (মহতে) 'রথে' (সৎকর্ম্মরূপযানে, সৎকর্ম্মণি) সাধকাঃ 'উরুযুগে' (মহাকালে, সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'বচযুজা' (প্রার্থনাসমন্বিতে) 'স্বর্ব্বিদা' (স্বর্গং জানন্তৌ, স্বর্গপ্রাপকে) 'ইন্দ্রবাহা' (ইন্দ্রস্য বাহনভূতে ভগবৎপ্রাপকে) 'হরী' (পাপহারকে ভক্তিজ্ঞানে) 'উরুযুগে' (সর্ব্বকালে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'গাথয়া' (স্তোত্রেন) 'যুঞ্জন্তি' (যোজয়ন্তি, সম্মিলিতে কুর্ব্বন্তি)। নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং।' সাধকাঃ কর্ম্মভক্তিজ্ঞানৈঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসাধক মহৎ সৎকর্ম্মে, সাধকগণ প্রার্থনাসমন্বিত স্বর্গপ্রাপক ভগবৎপ্রাপক পাপহারক ভক্তিজ্ঞানকে নিত্যকাল স্তোত্রের দ্বারা সম্মিলিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (১অ—৬খ—৪সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'ইবিরস্য' গমনশীলস্যেন্দ্রস্য 'উরুযুগে' মহাযুগে 'উরৌ' মহতি 'রথে' 'ইন্দ্রবাহা' ইন্দ্রস্য বাহনভূতৌ 'বচোযুজা' বচনমাত্রেণৈব যুজ্যমানৌ 'স্বর্বিদা' স্বর্গাখ্যমিন্দ্রস্য স্থানং জানন্তৌ 'হরী' এতন্নামকাবশ্বৌ 'গাথয়া' স্তোত্রেণ স্তোতারঃ 'যুঞ্জন্তি' যোজয়ন্তি ॥ 'উরুযুগে বচোযুজাইন্দ্রস্য বাহা স্বর্বিদা' 'ইন্দ্রবাহা বচোযুজা' ইতি পাঠৌ ॥ ৩ ॥

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরার্চ্চিকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইতি উত্তরার্চ্চিকে প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ প্রথমাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ।

—:•:—

তৃতীয় (৭১২) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবৎ-প্রাপ্তির তিনটী পন্থা অথবা সাধনোপায় আছে। তাহারা কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান। এই তিনটীর যে কোন একটীর অবলম্বনে সাধক সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটীর উপস্থিতিতে, উপযুক্ত সাধনায়, অন্য দুইটীর আবির্ভাব অনুমান করা যায়। প্রার্থনাপরায়ণ সাধক এই তিনের সম্মিলন সাধন করতঃ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েন। মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যটি বিবৃত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল। "গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎ রথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাক্যমাত্রেযোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।" স্তোতাগণ স্তোত্রের দ্বারা অশ্বদ্বয়কে ইন্দ্রের রথে যোজিত করেন—এই বাক্যদ্বারা কি ভাব প্রকাশিত হয়? ইন্দ্রের রথই বা কি, আর অশ্বদ্বয়ই বা কি? স্তোতাগণই বা তাহাদিগকে রথে স্তোত্রদ্বারা কিরূপে যোজনা করিবেন? 'রথ' শব্দে পূর্ব্বানুসারে এখানেও আমরা 'সৎকর্ম্ম' অর্থে সঙ্গতি লক্ষ্য করি। 'হরী'—পাপহারক জ্ঞানভক্তি, সাধক প্রার্থনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সমন্বয় সাধন করেন। জ্ঞানভক্তি ভগবৎপ্রাপক—জ্ঞানভক্তির সাহায্যেই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্ভবপর। মন্ত্রে প্রার্থনাপরায়ণ সাধকের জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সাহায্যে মোক্ষলাভের কথাই মন্ত্রমধ্যে বিবৃত হইয়াছে। (১অ—৬খ—৪স্ ৩সা) ॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের, অষ্টানবতিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

—————‡ ০ ‡—————

উত্তরার্চ্চিকে—দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

——ঃ§ * §ঃ——

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

* * *

প্রথমং সাম।

১ ৩২ ৩ ১২৩ ১২ ৩র ২র
পান্তমা বো অন্ধস ইন্দ্রম্ অভি প্র গায়ত।

৩ ১২ ৩১২৩ ১ ২ ৩২
বিশ্বাসাহ৺ শতক্রতুং ম৺হিষ্ঠং চর্ষণীনাম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'অন্ধসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং ৎকর্ম্ম বা) 'আ পান্তং' (সর্ব্বতোভাবেন পানশীলং, গ্রহণকারিণং ইতি ভাবঃ) বিশ্বাসাহং' (সর্ব্বেষাং শত্রূণাং অভিভবিতারং) 'শতক্রতুং' (অশেষকর্ম্মকারিণং, অশেষপ্রজ্ঞানসম্পন্নং) 'চর্ষণীনাং মংহিষ্ঠং' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নানাং সাধকানাং সর্ব্বথা হিতসাধকং) ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'প্র গায়ত' (সম্পূজয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ; সাধনঃ চিত্তবৃত্তীঃ ভগবতি সংন্যস্তায় সঙ্কল্পঃ প্রকাশয়তি। (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্বকে (সৎকর্ম্মকে) সর্ব্বতোভাবে গ্রহণকারী, সকল প্রকার শত্রুর অভিভবকারী, অশেষপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন, সাধকগণের সর্ব্বথা হিতসাধক, ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে সম্যক্ আরাধনা কর। (মন্ত্র আত্মোদ্বোধনমূলক। আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবানে ন্যস্ত করার জন্য সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (২অ—১খ—১সূ—১সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যুষ্মদীয়ং 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণমন্নং 'আ পাতুং' আভিমুখ্যেন পিবন্তং পা পানে (ভ্বা০ প০); ছান্দসঃ শপোলুক্ (২।৪।৭৩); সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে,— ইতি 'ন লোকাব্যয় (২।৩।৬৯) ইতি ষষ্ঠী প্রতিষেধাভাবঃ; ততোঽন্ধস ইত্যস্য কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ (২।৩।৬৫) ইতি ষষ্ঠী। সোমমাভিমুখ্যেন পিবন্তমেতাদৃশং 'ইন্দ্রং' 'অভি প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ অভিষ্টুত। কীদৃশং? 'বিশ্বাসাহং' সর্ব্বেষাং শত্রূণামভিভবিতারং সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং বা, অতএব 'শতক্রতুং' বহুবিধপ্রজ্ঞানং বহুবিধকর্ম্মাণং বা 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণাং 'মংহিষ্ঠং' ধনস্য দাতৃতমং। যদ্বা, যজমানানাং যষ্টব্যত্বেন পূজনীয়মিন্দ্রং প্রগায়তেত্যর্থঃ॥ ১॥

• • •

প্রথম (৭১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— —— * —— ——

ভাষ্যানুসারে এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়। তদনুসারে ঋত্বিগ্‌গণকে বলা হইতেছে,—'হে ঋত্বিগ্‌গণ! সোমলক্ষণ অন্নকে আভিমুখ্যে যিনি পান করেন, এতাদৃশ ইন্দ্রকে তোমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। সে ইন্দ্র কেমন? তিনি সকল শত্রুর বা সকল ভূতজাতের অভিভবকারী, বহুবিধ-প্রজ্ঞান বা বহুবিধ কর্ম্মকারী এবং মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ ধনদাতা অথবা যজমানগণের যষ্টব্য-হেতু পূজনীয়; সেই ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর।' এই মন্ত্রাংশের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ' পদ সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের উদ্দেশে প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রদেব তাহা পানের জন্য একান্ত আসক্ত,—প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ ভাবই পরিব্যক্ত।

আমরা 'অন্ধসঃ' পদে পূর্ব্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেরই সঙ্গতি দেখি। দেবগণ বা ভগবান গ্রহণ করেন—সে কোন্ সামগ্রী? পার্থিব জড়পদার্থ—অন্ন বা সোমলতার রস মাদক-দ্রব্য—অশরীরী দেবগণের কখনই পানীয় হইতে পারে না। তাঁহারা গ্রহণ করেন—সকল দ্রব্যের সারভূত অংশ। তাহা—'দ্রব্য'—পদার্থ নহে—'ভাব'—পদার্থ।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটী ঋত্বিগ্‌গণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উদ্দেশে আপনাদিগের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে বা সৎকর্ম্মকে সমর্পণ করিবার জন্ত উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সৎকর্ম্মে বা সত্ত্বভাবসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও; আর, সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ কর। তাহাই শ্রেয়ঃসাধকঃ॥ (২অ—২খ—১সূ—১সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ২ ২ ১ ২
পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যা৩ং২৩ সনশ্রুতম্।
২ ৩ ১ ২
ইন্দ্র ইতি ব্রবীতন॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'পুরুহূতং' (বহুভিঃ আহূতং, সর্ব্বারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'পুরুষ্টুতং' (বহুভিঃ স্তুতং, সর্ব্বলোকস্মরণীয়ং) 'গাথান্যং' (গানযোগ্যং, যশস্বিনং ইত্যর্থঃ) 'সনশ্রুতং' (সনাতনত্বয়া প্রসিদ্ধং, সনাতনং) 'ইন্দ্র ইতি' (ইন্দ্রাখ্যং, বলাধিপতিদেবং) যূয়ং 'ব্রবীতন' (ব্রুবীধ্বং প্রার্থয়ত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং ভগবৎপরায়ণঃ ভবামি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (২অ—১খ—১সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে মম চিত্তবৃত্তিসমূহ! সর্ব্বারাধনীয় সর্ব্বলোকস্মরণীয় যশস্বী সনাতন বলাধিপতি দেবতাকে তোমরা আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (২অ—১খ—১সূ—২সা)॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২অ—৫খ—৫দ—১সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের একাশীতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'পুরুহূতং' যজ্ঞেষু বহুভিরাহূতং 'পুরুষ্টুতং' বহুভিঃ স্তোত্রশস্ত্রাদিভিঃ স্তুতং অতএব 'গাথান্যং' গানযোগ্যং গাতব্যং 'সনশ্রুতং' সনাতনম্‌ প্রসিদ্ধং এবম্বিধং দেবং ইন্দ্র ইতি যূয়ং 'ব্রবীতন' ব্রুবীধ্বং ব্রূঞ বাক্তোয়াং বাচি (অদা০ উ০) ইত্যস্ত লক্তি ব্যত্যয়েন (৩।৪।৯৮) ধ্বমস্তনবাদেশঃ, অতএব গুণঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৭১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ : ০ : §——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বোধিত করা হইয়াছে। ভগবানের বিশেষণ স্বরূপ চারিটী পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষণগুলি প্রায় একার্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। আর একার্থক বলিয়া গ্রহণ করিলেও পুনরুক্তি দোষ ঘটে না। উহাদ্বারা প্রার্থনার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে মাত্র।

মন্ত্রের মর্ম্মার্থ এই যে, সকলেই সেই নিত্য নিরঞ্জন ভগবানের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করে, কিন্তু হে আমার মন! তুমিই কি একাকী মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে? তোমার কি কখনও চৈতন্য হইবে না?

"পশুপাখী তারা তাঁরে, ডাকে প্রহরে প্রহরে,
তুমি মানব হয়ে এমন করে রৈলে অচেতন?"

তুমি কি পশুর অপেক্ষাও হেয় নিকৃষ্ট? ভগবানের প্রদত্ত মহাদানের কি তুমি এই সদ্ব্যবহার করিলে? জাগো মন, সময় বহিয়া যায়—জীবনের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হও, ভগবানের দেওয়া শক্তির সদ্ব্যবহার কর। হেলায় সুযোগ নষ্ট করিও না! পরম আরাধ্য দেবতার শরণ গ্রহণ কর। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।' (২অ—১খ—১সূ—২সা)॥ *

—— ০ ——

তৃতীয়ং সাম।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্র ইন্দ্রো মহোনাং দাতা বাজানাং নৃতুঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মহা৺ অভিজ্ঞু আ যমৎ॥ ৩॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদ দিলে একাশীতিতম) সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্‌ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিদেবঃ) 'ইৎ' (এব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মঘোনাং' (মঘোনাং পরমধনসমন্বিতানাং) 'বাজানাং' (আত্মশক্তীনাং) 'দাতা' (প্রদাতা, ভবতি ইতি শেষঃ); ভগবান্ হি লোকেভ্যঃ আত্মশক্তিং পরমধনং চ প্রযচ্ছতি-ইতি ভাবঃ ; 'নৃতুঃ' (নৃণাং হিতঃ, লোকানাং হিতকারকঃ) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'অভিজ্ঞুঃ' (সর্ব্বস্য জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞঃ) সঃ দেবঃ 'আযমৎ' (প্রযচ্ছতু—অস্মভ্যং পরমধনম্—ইতি শেষঃ) : প্রার্থনামূলকোঽয়ং । ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (২অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

বলাধিপতিদেবতাই আমাদিগের পরমধনসমন্বিত আত্মশক্তির প্রদাতা হয়েন ; (ভাব এই যে,—ভগবানই লোকদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করেন) ; লোকদিগকে পরমধন প্রদান করুন । (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক । প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন ।) (২অ—১খ—১সূ—৩সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'ইন্দ্র ইৎ' পূর্ব্বোক্তলক্ষণ ইন্দ্র এব 'নঃ' অস্মভ্যং 'মঘোনাং' মঘবানাং ধনবতাং পশ্বাদিলক্ষণ ধনযুক্তানাং 'বাজানাং' অন্নানাং 'দাতা' ভবতু । কীদৃশঃ সঃ 'নৃতুঃ' ('নৃতিপ্রোর্ন্নোঃ তুঃ' ইতি তু প্রত্যয়ঃ, ছান্দসঃ) সর্ব্বস্য নর্ত্তয়িতা, যদ্বা নৃ নয়ে, (ক্র্যা০ প০) ঔণাদিক-তু প্রত্যয়ঃ, ধাতোর্দীর্ঘশ্ছান্দসঃ স্তোতৃভ্যো ধনানাং নেতা ; অত এব 'মহান্' স ইন্দ্রঃ 'অভিজ্ঞু' অভিগত-জানুকং অস্মভ্যং 'আ যমৎ' আযচ্ছতু দদাতু । যদ্বা স ইন্দ্রঃ অভিজ্ঞু অস্মদভিমুখমাগচ্ছত ধনং স্বহস্তয়োঃ পরিগৃহ্য অস্মান্ নয়তু, ধনং গৃহীত্বা অস্মভ্যং দদাতু ইত্যর্থঃ ॥ 'মঘোনাং'—'মহোনাং'—ইতি পাঠৌ ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (৭১৫) সামের মর্ম্মার্থ ।

— * —

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে ।

মানুষের যাহা কিছু আছে, তাহা ভগবানেরই দান । ভগবানের নিকট হইতেই সকলে শক্তি লাভ করে । তাই তাঁহার নিকটেই পরমধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে । মন্ত্রান্তর্গত 'ইৎ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এই পদদ্বারা কেবলমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ॥

একমাত্র তিনিই ধনপ্রদানে সমর্থ। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও কোন শক্তি নাই। 'ইৎ' পদদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় সেই পরম দেবতাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'নৃতুঃ' পদে বিবরণকার 'নৃত্যঃ হিতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত বোধে গ্রহণ করিয়াছি। 'সর্ব্বজ্ঞঃ' পদেও আমরা বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদিগের বিশেষ কোন অনৈক্য ঘটে নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। "ইন্দ্রই আমাদিগের মহাধনের দাতা। তিনিই নর্ত্তনকারী। মহান ইন্দ্র, আমাদের অভিমুখে আগত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।" "ভাষার বৈষম্য হইলেও মূলভাবের বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। 'নর্ত্তনকারী' দ্বারা ব্যাখ্যাকার কি ভাব আনয়ন করিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই আমাদিগের মত প্রকাশিত হইয়াছে॥ (২অ—১খ—১সূ—৩সা)॥০

প্রথমসূক্তস্য গেয়-গানং।

৪ ২ ৪ ৫ ১র ৭
ত্বি ৫ স্তম্। আ ৩ বো ৩ অদ্ধপাঃ। আইন্দ্রামভাই। প্রগা ২

৩ ৫ ১ A ৩ ৫ ২ ১ ২ ২
য়া ২ ৩ ৪ ভা। বিশ্বা২ গা ২ ৩ ৪ হাম্। শা ৩ ভাক্রা ৩ তুম্।

১ ২ ১ ২ ১ A ৩ ৫র র ৩ র
মণ্ড্‌হিষ্ঠক্ষর্য। নাই, না ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) পূহ ৫ রুহু।

৪ ২ ৪ ৫ ১ র ৭ A ৩ ৫
ভা ৩ স্পু ৩ রুষ্টুভাম্। পুরুহূতাম্। পুরু ২ ষ্টু ২ ৩ ৪ ভাম্।

১র A ৩ ৫ ২ ১ ২ র ১ ২ ১ ১ ২
গাথা ২ না ২ ৩ ৪ য়াম্। সা ৩ নাশ্রু ৩ তাম্। আইন্দ্রইতিব্র।

A ৩ ৫র র ৩ ৪
হাই। ভা ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (২) আহ ৫ ইন্দ্রইৎ। নো ৩

৪ ৫ ১ A ৩ ৫ ১র A
মা ৩ হোনাম্। আইন্দ্রইয়ো। মা ২ হো ২ ৩ ৪ নাম্। দাতা ২

এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম (বালখিল্য সূক্ত বাদে একাশীতিতম) সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩　৫　২　২　২　১২র　১২　১র
বা২৩৪কা। না৩১মা তর্দ্রেঃ। মা৩া৮অভিজ্ঞ। আ।

১৩　৫র র　২　১১১১
যা২মা২৩৪ঔহোবা। ও৩কা২৩৪৫ঃ॥ ১২৩॥ *

* * *

প্রথমং সাম।

২　৩　১ ২ ৩　১ ২ ৩　১ ২
প্র ব ইন্দ্রায় মাদন৺ হর্য্যশ্বায় গায়ত।

১ ২　৩　২
সখায়ঃ সোমপাব্নে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়' (হে মম সহচারিণঃ সুহৃৎস্বরূপাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং- সম্বন্ধিনং ইতি যাবৎ) 'মাদনং' (আনন্দপ্রদং স্তোত্রং) 'হর্য্যশ্বায়' (জ্ঞানরশ্মিসম্পন্নায়, জ্ঞানবিতরকায় ইতি ভাবঃ) 'সোমপাব্নে' (শুদ্ধসত্ত্বানাং সৎকর্ম্মণাং বা পাত্রে গ্রহণকারিণে ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'প্র গায়ত' (সর্ব্বথা উচ্চারয়ত, সমর্পয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধক। আত্মনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাঃ স্তোত্রমন্ত্রাঃ চ ভগবতি সংন্যস্তা ভবন্তু— ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—১খ- ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সহচর সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগের সম্বন্ধীয় আনন্দপ্রদ স্তোত্রকে জ্ঞানরশ্মিসম্পন্ন (জ্ঞানবিতরক) শুদ্ধ-সত্ত্বের বা সৎকর্ম্মের গ্রহণকারী ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে সর্ব্বথা সমর্পণ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক; প্রার্থনার ভাব এই যে,—আপনার সকল কর্ম্ম বা সকল স্তোত্রমন্ত্র ভগবানে সংন্যস্ত হউক। (২অ—১খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' স্তোতারঃ! 'বঃ' যূয়ং 'হর্য্যশ্বায়' হরিনামকাশ্বোপেতায় 'সোমপাব্নে সোমানাং পাত্রে 'মাদনং' মদকরং হর্ষকরং স্তোত্রং 'প্রগায়ত' 'সপঠত। (২অ—১খ—২সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী সাম-মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈশ্বহব্যমোকোনিধনম্।"

প্রথম (৭১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— — —:•:— ——

এই মন্ত্রটীও সাধারণতঃ ঋত্বিগ্‌গণের বা পুরোহিতগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখায়' পদ 'হে সখাগণ' এই অর্থে তাঁহাদিগের সম্বোধন-মধ্যে পরিগণিত হয়। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে সখাগণ! তোমরা হরিনামক-অশ্বযুক্ত, সোমরসসমূহের পানকারী, ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র পাঠ কর।'

মন্ত্রের তিনটী অনুবাদ (একটী ইংরাজী, একটী বাঙ্গালা ও একটি হিন্দি) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম বোধগম্য হইবে। যথা;—

(১) "হে সখাগণ। তোমরা সোমপায়ী হর্য্যশ্ব ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর স্তোত্র গান কর।"

(2) "Sing ye a song, to make him glad, to Indra, Lord of tawny steeds, the Soma-drinker, O my friends!"

(৩) "হে সখাওঁ তুম হরিনামক অশ্ববালে সোমপানকরনেবালে ইন্দ্রকে অর্থ প্রসন্ন করনেবালা স্তোত্র গাও।"

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় আলোচনা করিতেছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এখানে 'সখায়ঃ' সম্বোধনে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করা হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি যে মানুষের প্রধান সখা, চিরসহচর—নিত্য সহচর, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। তাহারা যখন সৎপথাবলম্বী হয়, তখনই তাহারা সদ্বন্ধু সুমিত্র। আবার যখন তাহারা বিপথে গমন করে, অসৎকার্য্যের পরিপোষক হয়, তখনই তাহারা কপট-বন্ধু বা কুমিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এ সংসারে সখা দুই অবস্থার, দুই প্রকারের আছে। চিত্তবৃত্তিতে সখিত্বের সেই দুই আদর্শই দেখিতে পাই। আমরা মনে করি, সেই উদ্দেশ্যেই চিত্তবৃত্তি সম্বোধনে 'সখায়ঃ' পদ, এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ কর।' সেই ভগবান ইন্দ্রদেব তিনি যে কেমন, তাহারই পরিচয়-স্বরূপ "হর্য্যশ্বায়" এবং "সোমপাবে" পদদ্বয় দেখিতে পাই। ঐ দুই পদের তাৎপর্য্যার্থের বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। অশ্বের সহিত অথবা সোমরস রূপ মাদক-দ্রব্যের সহিত ঐ দুই পদের সম্বন্ধের বিষয় আমরা স্বীকার করি না। তিনি যে জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত এবং সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের গ্রহণকারী ঐ দুই পদ সেই ভাবই খ্যাপন করে। অবশিষ্ট 'মাদনং প্রগায়ত' পদদ্বয়ে স্তোত্রমন্ত্র সর্ব্বথা তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কর,—এইরূপ উদ্বোধনার ভাবই প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, সকল বাক্য ও কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে বিনিযুক্ত করার কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত॥ (২অ-১খ—২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (২প ৫অ—৫দ—২সা) প্রাপ্তব্য। উহা ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

২উ ৩ ২ ৩১২ ৩২৩২উ ৩১২
শংস ইৎ উক্থং সুদানব উত দ্যুক্ষং যথা নরঃ।
৩ ২ ৩১২
চকৃমা সত্যরাধসে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মন! 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারঃ, সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'দ্যুক্ষং' (দীপ্তিমন্তং, ঐকান্তিকাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাং উচ্চারয়ন্তি ইতি যাবৎ, তদ্বৎ ত্বং 'সুদানবে' (শোভনদানায়, পরমধনদাত্রে) 'উত' (তথা) 'সত্যরাধসে' (সত্যধনায়, সত্যপ্রাপকায় সত্যপ্রাপকদেবপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ইৎ' (এব) ত্বং 'উক্থং' (প্রার্থনাং) 'শংস' (উচ্চারয়); ভগবৎপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণঃ ভব ইত্যর্থঃ; 'চকৃম' (প্রার্থয়াম—বয়ং ভগবন্তং আরাধয়াম ইত্যর্থঃ); অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে বয়ং প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! সৎকর্ম্মসাধকগণ যেমন ঐকান্তিক প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, সেইরূপভাবে পরমধনদাতা এবং সত্যপ্রাপক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্যই তুমি প্রার্থনা উচ্চারণ কর অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা-পরায়ণ হও; আমরা যেন ভগবানকে আরাধনা করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা যেন প্রার্থনাপরায়ণ হই।) (২অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে স্তোতঃ! 'সুদানবে' শোভনদানায় 'সত্যরাধসে' সত্যধনায়েন্দ্রায় 'উক্থং' স্তোমং 'যথা নরঃ' অন্যেস্তোতারঃ 'দ্যুক্ষং' দীপ্তেঃ সাধনভূতং স্তোত্রং শংসন্তি, তদ্বৎ ত্বমপি 'শংস' উচ্চারয়। ইদানীং পূরণং বয়মপি 'চকৃম' স্তোত্রং করবাম। ২॥

দ্বিতীয় (৭১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— :০: ——

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই আত্মোদ্বোধনা পরিলক্ষিত হয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ অনৈক্য লক্ষিত হইবে না। তবে আত্মোদ্বোধনা অর্থেই মন্ত্রের সঙ্গতি লক্ষিত হয়। আমরা এই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার স্তোতাকে সম্বোধন করিয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। যাহা হউক ভাষ্যাদিতেও প্রার্থনার মূল অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে ভাষ্যানুযায়ী একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। 'শোভনদানযুক্ত সত্যধন ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য স্তোতা যেরূপ দীপ্ত স্তোত্র পাঠ করে, আমরাও করিব।"

ভগবান সত্যপ্রাপক, সত্যধনযুক্ত। তিনি 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং'। তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যজ্ঞান, সত্যধন তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ প্রাপ্ত হয়। তিনিই সত্যপ্রাপক। তিনি কেবলমাত্র সত্যধনের উৎস নহেন, জগতে তিনি সেই পরমধন বিতরণও করেন। তিনি শোভন-দানযুক্ত। জগতের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত জনগণের জন্য, তাহাদিগকে অনন্ত মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য, তিনি জগতে সত্যালোক বিতরণ করেন। সেই পরম দেবতাকে লাভ করিবার জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। (২অ-১খ-২সূ-২সা)॥ *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩২উ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্র বাজয়ুঃ ত্বং গব্যুঃ শতক্রতো।
১ ২ ৩ ১ ২
ত্বꣳ হিরণ্যয়ুঃ বসো ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজয়ুঃ' (শক্তিকামঃ, আত্মশক্তিদাতা - ভব ইতি শেষঃ); 'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন, যদ্বা বহুপ্রজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমন, সর্ব্বজ্ঞ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'গব্যুঃ' (জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ—ভব ইতি শেষঃ); 'বসো' (পরমধনরূপ হে দেব) 'ত্বং' অস্মাকং 'হিরণ্যয়ুঃ' (হিরণ্যকামঃ, পরমধনদাতা - ভব ইতি শেষঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং তথা পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (২অ-১খ-২সূ-৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি আমাদিগের আত্মশক্তিদাতা হউন; সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরাজ্ঞানদায়ক হউন; পরমধনবান্ হে দেব! আপনি আমাদিগের পরমধন দাতা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন।)। (২অ—৭খ—২সূ—৩সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'বাজয়ুঃ' অন্নকামো ভব। হে শতক্রতো বহুবিধ কর্ম্মবন্নিন্দ্র! 'ত্বং' 'নঃ' অস্মাকং 'গব্যুঃ' গোকামো ভব। হে 'বসো' বাসয়িতরিন্দ্র। ত্বং 'হিরণ্যয়ুঃ' হিরণ্যকামোঽপি ভব। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি দৃশ্যতে (বা৮ ৩.৩৮) ইতি ক্যচ্॥৩॥

তৃতীয় (৭১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

——§ * §——

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। ভগবানের ত্রিবিধা শক্তিকে সম্বোধন করিয়া ত্রিবিধ দান পাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি বলাধিপতি, শক্তির উৎস। তাই তাঁহার নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবান আত্মশক্তি দান করিবেন কিরূপে? আত্মশক্তি তো সাধক আপনার সাধনার দ্বারা লাভ করিবেন! সত্য কথা। কিন্তু সেই সাধনার শক্তিই যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত লাভ করা যায় না! অপিচ, সাধনার সিদ্ধিও তো নির্ভর করে—ভগবানেরই কৃপার উপর! তাই সেই পরমশক্তিদাতার চরণেই শক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

তিনি পরমজ্ঞানদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। মানুষ তাঁহার নিকট হইতেই জ্ঞান লাভ করে। তাই সেই জ্ঞানময়ের নিকটে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তিনি পরমধনদাতা। মানুষ যে ধনের জন্য ব্যাকুল, যাহা লাভ করিলে জীবনের সকল কামনা-বাসনার অবসান হয়, 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—মানুষ সেই পরম ধন ভগবানের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়। তাই সেই পরম দেবতার নিকটেই মানুষ আপনার প্রার্থনা নিবেদন করে। মন্ত্রে প্রার্থনার ভিতর দিয়া এই সত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। (২অ ১খ ২সূ—৩সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের একত্রিংশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র ত্বায়ন্তঃ সখায়ঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

কণ্বা উক্থেভির্জরন্তে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সখায়ঃ' (অস্মদঙ্গীভূতায় সুহৃৎস্বরূপায় চিত্তবৃত্তয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং কাময়মানাঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ; অস্মাকং চিত্তবৃত্তয়ঃ ভগবৎ-পরায়ণাঃ সন্তু ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। 'কণ্ব' (অকিঞ্চনাঃ, অতিক্ষুদ্রাঃ) 'বয়ং' (ইমে প্রার্থনাকারিণঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তদুদ্দেশ্যপরায়ণাঃ, ত্বয়ি সংন্যস্তপ্রাণাঃ সন্তঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'উক্থেভিঃ' (স্তোত্রমন্ত্রৈঃ) 'জরন্তে' (স্তুবন্তে); চিত্তবৃত্তীঃ ভগবদনুসারিণীঃ করণায় ইমাং প্রার্থনাং জ্ঞাপয়ামঃ—ইতি ভাবঃ। (২অ ১খ ৩সূ—১সা)॥

অথবা,

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বায়ন্তঃ' (ত্বাং আত্মন ইচ্ছন্তঃ, ত্বাং কাময়মানাঃ) 'তদিদর্থাঃ' (তব স্তোত্রপরায়ণাঃ, কেবলং তব সম্বন্ধিনং বাক্যং উচ্চারয়মাণাঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ) যদা 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বলাভসমর্থাঃ, কর্ম্মণা সালোক্যাদেঃ অবস্থাপ্রাপ্তাঃ) ভবামঃ ইতি শেষঃ; তদা 'কণ্বাঃ' (বয়মিব অকিঞ্চনাঃ) 'উক্থেভিঃ' (বেদমন্ত্রৈঃ, বেদমার্গানুসরণৈঃ) 'জরন্তে' (জীর্ণাঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তাঃ বা মোক্ষসাধকাকারিণঃ ভবন্তি)। স্তোত্রেণ কর্ম্মণা চ ভগবতঃ সখিত্বলাভে সমর্থে সতি স্বতএব মুক্তিঃ অধিগতা ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (২অ-১খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের অঙ্গীভূত সুহৃৎস্বরূপ চিত্তবৃত্তিসমূহ আপনাকে কাময়মান হউক; (ভাব এই যে,—আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ ভগবৎপরায়ণ হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা); অকিঞ্চন অতি-ক্ষুদ্র এই প্রার্থনাকারিগণ সেই উদ্দেশে আপনাকে স্তোত্রমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তব করিতেছে। (ভাব এই যে,—চিত্তবৃত্তিকে ভগবদনুসারিণী করিবার জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি।)॥ (২অ—১খ—৩সূ—১সা)॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ ভগবন !) বিধর্ম্মণি' (বিশিষ্টফলসাধকে, মোক্ষফলপ্রাপকে ইত্যর্থঃ কর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) বয়ং 'ত্বাং' (মোক্ষদায়কং ত্বাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (ভগবৎকর্ম্মসাধকৈঃ সত্ত্বাবাদিভিঃ ইতি ভাবঃ) 'অবীবৃধন' (প্রবর্দ্ধয়েম হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়েম ইত্যর্থঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি প্রতিষ্ঠিতঃ সন্) ত্বং 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বসুনঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (বিধেহি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সত্ত্বাদয়ঃ হি ভগবৎপ্রাপকাঃ। সত্ত্বাবেন সাধকঃ মোক্ষং অধিগচ্ছতি। তত ভাবঃ—মোক্ষলাভায় সত্ত্বাবসঞ্চয়িতুং প্রবুদ্ধঃ ভবানি॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবন্! বিশিষ্টফলসাধক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক কর্ম্মে আমরা আপনাকে (আপনার সম্বন্ধি কর্ম্মসাধক) সত্ত্বাবসমূহের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত অর্থাৎ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। অনন্তর (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া) আপনি আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বাবসমূহ ভগবৎপ্রাপক। সত্ত্বাবপ্রভাবেই সাধক মোক্ষলাভ করেন। তাই ভাব এই যে,—আমি যেন মোক্ষলাভের নিমিত্ত সত্ত্বাবসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' শোধ্যমান সোম! ত্বং 'বিধর্ম্মণি' বিবিধ ফলস্য ধারকে যজ্ঞে 'যজ্ঞৈঃ' যজ্ঞসাধনৈঃ 'স্তোত্রৈঃ' 'অবীবৃধন' যজমানা বর্দ্ধয়ন্তি। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)॥

* * *

নবম (১০৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

সৎকর্ম্ম সত্ত্বাব মোক্ষপ্রাপক। সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বাবের উদয়ে অনুষ্ঠানকারী ভগবৎপ্রাপ্তিলাভে সমর্থ হন,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে। মানুষ কর্ম্মগুণে বিবিধ গতি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল শাস্ত্র-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। সৎকর্ম্মের সুফল এবং অসৎকর্ম্মের কুফল—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই শাস্ত্র-বাক্যের অনুসরণে, শাস্ত্রানুমোদিত সৎপথে চলিয়া যিনি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়।

বড় গোলের কথা আসিয়া পড়ে—শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মের নির্ব্বাচন লইয়া। কর্ম্মের বিবিধ স্তর—বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আবার অবস্থাবিশেষে সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মে

এবং অসৎকর্ম্ম সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সে দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব দেখি না। তাই অনেক সময় সৎ ও অসৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া, মোহান্ধ মানব বিষম বিভ্রমে পতিত হয়। বিচার-বুদ্ধির বৈষম্য-বশতঃ মানুষ তাই সৎকর্ম্ম করিতে যাইয়া অনর্থ ঘটাইয়া বসে। সদসৎ বিচারবুদ্ধির উন্মেষণে তাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। জ্ঞান-লাভে বিচারশক্তির পরিস্ফুরণ হইলে তখন সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত হইয়া থাকে। তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ মানুষ ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া পরম কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম বাছিয়া লইয়া, সেই কর্ম্মের সাধন-উদযাপনে সাধক আপনার পরম কল্যাণ বিধান করেন। ভগবৎকর্ম্মে ভগবানের প্রীতি-সাধনে ভগবান স্বয়ং আসিয়া সে কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন এবং কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। ফলতঃ, জ্ঞানোদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই সৎস্বরূপের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তাই কর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাব সঞ্চারের প্রথম প্রয়োজনীয়তার বিষয় মন্ত্রের 'বিদর্ম্মণি' পদে লক্ষিত হইয়াছে।

'যজ্ঞৈঃ' পদে যজ্ঞ সাধনভূত উপাদান সদ্ভাব প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনের একমাত্র উপাদান। ঐ দুইটীর সাহায্যেই কর্ম্ম সাফল্য-মণ্ডিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আকর্ষণ ভগবানের আসন টলে। তিনি তখন জ্ঞানভক্তি রূপ অশ্ব সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে অধিরোহণ করিয়া ভক্তের পূজায় আগমন করেন। ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের অধিষ্ঠান; ভক্তের সাহচর্য্যেই তাঁহার মহিমা প্রকটিত। তিনি ভক্তের ভগবান। ভক্তি-সংযুত কর্ম্মই তাঁহার প্রীতিপ্রদ। মন্ত্রে সেই ভক্তিসংযুত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ লাভের উদ্বোধনাই দেখিতে পাই। সাধক কহিতেছেন, —"হে ভগবন! আমায় সেই কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করুন; আমার কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত হউক। আর আপনি সেই কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হউন; আপনার অনুগ্রহে আমি মোক্ষধনে সমৃদ্ধ হই।"

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে যজ্ঞে বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল সাধন কর।" এ ব্যাখ্যা যে ভাষ্যের অনুসারী নহে, একটু অনুধাবনে করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। * (৭অ—২খ—১সূ—৯সা)।

দশমং সাম।

[দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।]

৩ ২　২ ৫ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ১　২
রয়িং নশ্চিত্রমশ্বিনমিন্দো বিশ্বায়ুমা ভর।
১ ২　৩　১ ২
অথা নো বস্যসস্কৃধি ॥ ১০ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, নবম ঋক) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (স্নেহস্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! ত্বং 'বিশ্বায়ুং' (ভোগায় পর্য্যাপ্তং, সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বিনং' (জ্ঞানময়ং, অক্ষয়ং ইতি ভাবঃ) 'চিত্রং' (বিচিত্রং, মোক্ষসাধকং ইতি যাবৎ) 'রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। 'অথ' (অনন্তরং, পরমধনং বিধায়িত্বা ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বস্যসঃ' (পরমকল্যাণং) 'কৃধি' (কুরু, সাধয়)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ মোক্ষলাভায় প্রার্থয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ পরমধনং প্রযচ্ছ। (৭অ—২খ ১সু—১০সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে ভোগের উপযোগী পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সকলের জীবনস্বরূপ অক্ষয় বিচিত্র মোক্ষসাধক পরমধন প্রদান করুন। অনন্তর আমাদিগের পরমকল্যাণ সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মোক্ষলাভের জন্য সাধক ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্ ! আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—১০সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো'! যাগেষু ক্লিদ্যমান সোম ! ত্বং 'চিত্রং' নানাবিধং 'অশ্বিনং' অশ্ববন্তং চ 'বিশ্বায়ুং' সর্ব্বগামিনং 'রয়িং' ধনং 'নঃ' অস্মভ্যং 'আ ভর' আহর। গতমন্যৎ ॥ ১০ ॥

* * *

দশম (১০৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——

সূক্তের উপসংহারে চরম প্রার্থনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রার্থনাকারী মুক্তি-লাভের জন্য—আত্মায় আত্মসম্মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কহিতেছেন,—'হে দেব ! আমার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার অনুগ্রহে আমার সকল আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি চাই—মোক্ষ। এখন চাই—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি! পার্থিব ধনজনসম্পদে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এমন ধন চাই, যে ধন পাইলে চাহিবার আশা মিটিয়া যায়—সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়। দেব ! দয়া করিয়া আমাকে সেই পরম ধন মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সুতরাং তাহার প্রার্থনারও অবধি নাই। পর্য্যাপ্তেরও অতীত বিবিধ বিচিত্র ধনের অধিকারী হইলেও তাহার পাইবার আশা আর মিটে না। যতই

তাহার কামনার পূরণ হয়, নূতন নূতন কামনা আসিয়া পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়। মানুষের কামনার তৃষ্ণার কি কখনও সীমা আছে! শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—নিঃস্ব যিনি, তিনি শতপতি হইতে কামনা করেন; শতপতি সহস্রপতি, সহস্রপতি লক্ষপতি, লক্ষপতি কোটীপতি হইতে বাসনা করেন। যিনি রাজৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনি রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে চাহেন; যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, তিনি ইন্দ্রত্ব পাইবার কামনা করেন; যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন। এইরূপে উচ্চাবচক্রমে আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। তাই, বিচিত্র পর্য্যাপ্ত—পর্য্যাপ্তের অতীত ধনের অধিকারী হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটে না;—তাই সেই পর্য্যাপ্তেরও অনেক অতীত ধন পাইবার জন্য মানুষ নিযুক্ত হয়। যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর কোনও আশা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ থাকে না, সকল বাসনা কামনার অবসান হয়, সকল তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন সেই ধনের প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়া যায়। ভগবান শ্রেষ্ঠ ধনের অধিপতি; সকল ধনই তাঁহার নিকট বর্ত্তমান। প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট; যাচ্ঞা কর—তাঁহার দ্বারে; তিনি সকল কামনার অবসান করিয়া দিবেন।

সংসারী সাধারণ মানুষ ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া—ধনের অধিপতিকে উপেক্ষা করিয়া—ধনার্জ্জনে প্রয়াস পায়। তাহাতে তাহাদের কর্ম্মফলানুরূপ ধন যে তাহারা প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু সে যত ধনই প্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষাই বাড়িয়া যায়। আর সেই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে অভিভূত করে। শেষ এমন হয় যে, তাহাদের অর্জ্জিত অর্থই যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কেবলমাত্র আপন পৌরুষ প্রাধান্যের উপর নির্ভর করিয়া যে ভোগৈশ্বর্য্য সম্ভোগের প্রয়াস পায়,—বিভব ঐশ্বর্য্য ভোগের এই এক দিক। আর একদিক—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া—তাঁহার দান মনে করিয়া—কর্ম্মফল লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। মন্ত্রে শেষোক্ত রূপ কর্ম্মাচরণেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচিত্র ধন, পর্য্যাপ্ত ধন, আর পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—এই ত্রিবিধ ধনের যে ধনই কামনা কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও। তিনি সকল ধনই বিতরণের জন্য মুক্তহস্ত হইয়া আছেন। পরন্তু, যদি তুমি তাঁহার নিকট বিবিধ পর্য্যাপ্ত ধনেরই অভিলাষ কর, সেই ধনের মধ্য দিয়াই পর্য্যাপ্তের অতীত ধন—মোক্ষধন অবধি—প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ, একটু স্থিরচিত্তে বুঝিলেই বুঝা যাইবে, এখানে সকাম নিষ্কামের কোনও ভেদাভেদ নাই। এখানে ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে,—'তোমার সেই সকাম প্রার্থনার মধ্য দিয়াই তুমি সেই নিষ্কাম মার্গে উপনীত হইবে। তবে প্রার্থী হও—তাঁহার নিকট, প্রার্থী হও;—তিনি সকল ধনের অধিপতি। তোমার ভোগের উপযোগী বিবিধ বিচিত্র পর্য্যাপ্ত ধনও তিনি দিতে পারিবেন; আবার পর্য্যাপ্তের অতীত যে ধন, তাহাও তাঁহার নিকট পাইবে। এখানে একটা পর্য্যায়ের ভাব মনে আসে। এখানে, চাহিতে চাহিতে চাওয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইবার ইঙ্গিত আছে। মন্ত্র কহিতেছে যদি চাহিতে হয়, তাঁহারই নিকট চাও। তোমার সকল কামনা পূরণ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন;—পার্থিব অপার্থিব সকল ধনই তিনি প্রদান করিয়া থাকেন।

মন্ত্রের 'অশ্বিনং' পদে ভাষ্যকার 'অশ্বযুক্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আর 'বিশ্বায়ুং' পদের অর্থ হইয়াছে—'সর্ব্বগামিনং।' * আমাদের পরিগৃহীত অর্থ 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নানাবিধ অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন প্রদান কর।" যাহা হউক, আমাদের ভাব স্বতন্ত্র, পূর্ব্বেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। মন্ত্রের লক্ষ্য পরম-ধন বা মোক্ষ ধন লাভ। সাধকের সেই আকুল প্রার্থনাই মন্ত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। † (১অ-২খ—১সূ ১০সা)।

—— • ——

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয় খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২৩ ২ ১ ২ ১ ১২ ৩১র ২র

তরৎস মন্দী ধাবতি ধারা সুতস্যান্ধসঃ।

২৩ ২ ৩১ ২

তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'অন্ধসঃ' (সত্ত্বভাবস্য) 'মন্দী' (দেবানাং হর্ষকঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'সঃ' 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'তরৎ' (স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন) 'ধাবতি' (প্রবহতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ); 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' (সঃ সত্ত্বপ্রবাহঃ স্তোতৄন পাপাৎ তারয়ন তেষাং হৃদি প্রবহতি)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সত্ত্বভাবঃ স্তোতৄণাং পাপনাশকঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১অ ২খ—১সূ—সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের পরমানন্দদায়ক সেই প্রবাহ স্তোতাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; সেই সত্ত্বপ্রবাহ

---

* এই 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোন্নতির বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তখন বাণিজ্যের প্রসার এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাহাতে বণিকগণ প্রভূত লাভবান হইতেন। 'অশ্ববান সর্ব্বগামী ধন' বলিতে সর্ব্বদিকে—দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধির এবং সেই বাণিজ্যলব্ধ অর্থ অশ্বপৃষ্ঠে সংবাহনের ভাব উপলব্ধ করিতে পারি।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, দশম ঋক) পরিদৃষ্ট হয়।

স্তোতৃদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়; (মন্ত্রটী নিত্যসত্য প্রকাশক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব স্তোতৃদিগের পাপনাশক হয়।)॥ (৭অ—১খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মন্দী' দেবানাং হর্ষকরঃ স সোমঃ 'তরৎ' স্তোতৄন্ পাপ্মনঃ সকাশাৎ তারয়ন্ 'ধাবতি' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষরতি। তদেব দর্শয়তি। 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'অন্ধসঃ' দেবানামন্নাত্মকস্য সোমস্য ধারা ধাবতীতি। পুনরপি তদেবাহাত্ম্যস্তাদরার্থং 'তরৎস মন্দী ধাবতি'-ইতি। যদ্বাস্যা ঋচো যাস্কেনোক্তোঽর্থো দ্রষ্টব্যঃ। তদ্যথা—তরতি স পাপং সর্ব্বং মন্দীয়ং স্তৌতি ধাবতি গচ্ছত্যূর্দ্ধাং গতিং ধারা সুতস্যান্ধসো ধারাভিষুতস্য সোমস্য মন্ত্রপূতস্য বাচা স্তুতস্য (নিরু০ ১৩।৬) ইতি॥ (৭অ ২খ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

সত্ত্বভাবের পাপনাশিনী-শক্তি এই মন্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তরৎ স মন্দী ধাবতি' পদসমূহ মন্ত্রে দুইবার উক্ত হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ার্থজ্ঞাপক। সত্ত্বপ্রবাহ দেবতাদিগেরও আনন্দদায়ক, মানুষের তো কথাই নাই। যেখানে সত্ত্বভাব দেখেন, দেবতারা সেইখানে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সেখানে দেবতার—দেবভাবের আবির্ভাব হয় সুতরাং পাপ দূরে পলায়ন করে। দেবভাব ও পাপ একত্র থাকিতে পারে না। তাই দেবভাব অথবা সত্ত্বভাব উপজিত হইলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয় পরমানন্দ লাভ করে। (৭অ—২খ—২সূ—১সা)। *

— ০ —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উস্রা বেদ বসূনাং মর্ত্তস্য দেব্যবসঃ।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তরৎস মন্দী ধাবতি॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশং সূক্ত প্রথম ঋক্)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প-৪অ—৪খ—৪দা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয় (৮৬ পৃষ্ঠা)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসূনাং' (শ্রেষ্ঠধনানাং) 'উস্রা' (প্রদাত্রী) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ইত্যর্থঃ—ভক্তিরূপিণী দেবী ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলস্য অর্চ্চনাকারিণঃ—মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইত্যর্থঃ)। 'স' (সা ভক্তি ইতি ভাবঃ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন ইতি যাবৎ) 'মন্দী' (অস্মাকং পরমানন্দদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। অয়ং ভাবঃ—অস্মাকং ভক্তি সজ্‌জ্ঞানপ্রদাত্রী ভবতু ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

'উস্রা' (পয়স্বিনী গাভী যথা পয়ঃনিঃসারকং লোকরক্ষাকরং স্তনং ধারয়তি তদ্বৎ) অথবা 'উস্রা' (জ্ঞানকিরণঃ যথা পাপনিঃসারকং বলং ধারয়তি তদ্বৎ) 'দেবী' (দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী) 'বসূনাং' (ধনানাং, লোকহিতকরং শুদ্ধসত্ত্বং সজ্‌জ্ঞানং চ, অথবা সজ্‌জ্ঞানসদ্ভাবরূপৌ পরমধনৌ ইতি ভাবঃ) ধারয়তি ইতি শেষঃ। 'স' (সা দেবী ইতি ভাবঃ) 'মর্ত্তস্য' (মরণশীলস্য শরণাগতস্য মম ইতি ভাবঃ) 'অবসঃ' (রক্ষণং) 'বেদ' (বিধায়তু ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (সা দেবী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকা পরিত্রাণদায়িকা ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবদনুগ্রহেণ অস্মাসু ভক্তিপ্রবাহাঃ প্রবহন্তু। তেন বয়ং পরমধন প্রাপ্নুয়েম। (৭অ—২খ—২সূ—২সা)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠধন সমূহের প্রদাত্রী—সজ্‌জ্ঞান প্রদাত্রী (ভক্তিরূপিণী) দেবী মরণধর্ম্মশীল অর্চ্চনাকারী আমার রক্ষা বিধান করুন। সেই ভক্তিদেবী আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া, আমাদিগের পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভক্তি আমাদিগকে সজ্‌জ্ঞান প্রদান করুন) ॥ (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

অথবা,

পয়স্বিনী গাভী যেমন পয়ঃনিঃসারক লোকরক্ষাকর স্তন ধারণ করে, অথবা জ্ঞানকিরণ যেমন পাপনিঃসারক বল ধারণ করে, সেইরূপ দ্যোতমানা ভক্তিরূপিণী দেবী লোকহিতকর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সজ্‌জ্ঞান অথবা সদ্ভাব-সজ্‌জ্ঞানরূপ পরমধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবী মরণশীল শরণাগত আমার রক্ষার বিধান করুন। অপিচ, পরমানন্দদায়িকা

সেই দেবী আমাদিগের পাপনাশিকা এবং পরিত্রাণসাধিকা হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের অনুগ্রহে আমাদিগের মধ্যে ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হউক। আর তাহাতে যেন আমরা পরমধন প্রাপ্ত হই)। (৭অ—২খ—৫সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বস্বনাং' ধনানাং 'উস্রা' উৎসরণশীলা প্রদাত্রী 'দেবী' দ্যোতমানা স্রুয়মানা বা যস্ত সোমস্ত ধারা 'মর্ত্তস্ত' মনুষ্যং' যজমানং 'অবসঃ' রক্ষিতুং 'বেদ' জানাতি। সিদ্ধমন্তৎ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রে একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় অর্থের একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা এই,—"সেই সোম ধনের প্রস্রবণস্বরূপ, সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ সোম মানুষকে রক্ষা করিতে জানেন। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" এইরূপ অর্থ হইতে কি ভাব উপলব্ধ হইতে পারে? যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, যে সোম ধনের প্রস্রবণ,—সেই সোমই বা কি পদার্থ? আর যে সোম গড়াইয়া যায়, সেই সোমই বা কি সামগ্রী? সোমের এইরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির মনে নানা বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই মাদক দ্রব্য উপহার দিয়া, সদ্ভাবের অধিকারী হইতে পারা যায় কি? যে সোম জ্যোতিঃপুঞ্জ—দীপ্তি-দানাদিগুণযুক্ত, যে সোম ধনের প্রস্রবণ, যে সোম মানুষকে রক্ষা করে, সে সোম মাদক-দ্রব্য হইতে পারে কি? আর যে সোম মাদকতা উৎপন্ন করে, তাহাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করা চলে কি? সে ভ্রান্ত ভাব অজ্ঞ-জনের হৃদয়েই উদয় হয়। কিন্তু বিবেকিজনের বিশ্বাস—মাদকদ্রব্য ভগবানকে অর্পণ করা বলিতে মাদকদ্রব্য পরিবর্জ্জনের ভাবই বুঝাইয়া থাকে। মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, মাদকদ্রব্য উন্মত্ততা জন্মাইয়া তাহার অনিষ্টই অধিক করিয়া থাকে। ফলতঃ, 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিরুদ্ধবাদী হয় তো, আপনার অজ্ঞতানিবন্ধন তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নানা প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু যত প্রমাণই প্রদর্শন করুন না কেন, বেদের সোম কখনই তথাকথিত মাদক দ্রব্য নহে। বেদের সোম—অন্তরের অন্তরতম সামগ্রী—শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভৃতি।

মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে আমরা পাপমুক্ত হইয়া যেন ভগবৎসম্মিলন লাভে সমর্থ হই। আর সেই জ্ঞান ও ভক্তি যেন আমাদিগের

পরমার্থসাধক হয়।' এখানে 'উস্রা' পদে দ্বিতীয় অন্বয়ে আমরা একটী উপমার ভাব লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিকে সদ্ভাব-প্রদানে সদাই উন্মুখ রহিয়াছেন। এই ভাবে ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়—'পয়স্বিনী গাভী যেমন লোকরক্ষার নিমিত্ত পয়নিঃসারক স্তন ধারণ করেন, সেইরূপ ভক্তিরূপিণী দেবী ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির হিতের জন্ত সদ্ভাব প্রদান করেন।' আবার জ্ঞানকিরণের সম্বন্ধ খ্যাপন করিলে, ঐ 'উস্রা' পদের উপমার অর্থ হয়,—'জ্ঞানকিরণ যেমন পাপ-তমোনিঃসারক বল ধারণ করে, ভক্তিরূপিণী দেবীও—হৃদয়ে সদ্ভাবাদি সঞ্চারে সেইরূপ অন্তরের পাপরূপ অন্ধকারকে সবলে নিঃসারণ করেন। 'উস্রা' পদের উপমার এই অভিন্ন ভাববোধক দ্বিবিধ সঙ্গত অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাই। এই তাৎপর্য্যে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদিগের ব্যাখ্যায় তাহা পরিদ্রষ্টব্য।

ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তি—অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করে অনুসারী জনকে আশ্রয় দেয়। হৃদয় যখন ভগবদ্ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই ভক্তির ডালি লইয়া সাধক যখন ভগবানের চরণে অঞ্জলি দানে প্রস্তুত হন, তখনই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কি অনুপম অত্যুত্তম সামগ্রী লাভ করিয়াছেন। যে ভক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, যে ভক্তি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সৎসরতা রূপ আনন্দ সঞ্জাত হইতে পারে; দ্বিতীয় অবস্থায়—আনন্দের মাদকতায় সাধক বিহ্বল হইতে পারেন; তৃতীয় অবস্থায়, বিন্দু বিন্দু ধারায় চিদানন্দে আত্মানন্দ মিলিত হন; পরিশেষে মিলনের মধুরতা, জীবন জনম মধুময় করিয়া তুলে। তখন বিশুদ্ধ ভক্তির আধার অন্তরে পরিণত হইয়া থাকে।

মানুষের পাপের অন্ত নাই। জ্ঞানবুদ্ধির ইতর বিশেষ জন্ত সে জ্ঞানে অজ্ঞানে বিবিধ পাপাচরণ করিয়া বসে। কিন্তু অন্তরে যদি বিশুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়, হৃদয়ে যদি ভক্তির সমাবেশ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না। তখন, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষণে সে সদসৎ বিচারে সমর্থ হইয়া, পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহাই তাহার 'তরৎ' অর্থাৎ পাপসমুদ্র উত্তরণের অবস্থা। ভক্তি যখন অনন্যভাবে ভগবানে ন্যস্ত হয়, আর সেই ভক্তির মাহাত্ম্যে যখন ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হই, তখনই সে ভক্তির পাপনাশিকা শক্তি প্রকাশ পায়। ভাব এই যে,—মানুষ যখন ভগবদনুসারী হয়, তাহার চিত্ত যখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, তখন সদসৎ-বিচারে সমর্থ হইয়া সে পাপ পথ পরিহার করে। ভক্তির ইহাই পাপনাশিকা শক্তি। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবমূলক। মানুষ জন্মজরামৃত্যুর অধীন। যাহাতে আর জন্মজরামৃত্যুর অধীন না হইতে হয়, যাহাতে জন্মগতি রোধ হইতে পারে এবং পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে 'মর্ত্তম্' পদে এই ভাব দ্যোতনা করে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—২খ—২সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোরা সহস্রাণি দদ্মহে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপধ্বংসকরেণ জ্ঞানভক্তীপ্রভাবেন ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (বহূনি ধনানি ইতি যাবৎ) 'আদদ্মহে' (প্রাপ্নুযাম, বিন্দাম বয়ং ইতি শেষঃ)। অথবা 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' (পাপনাশকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'সহস্রাণি' (সহস্র-সংখ্যাকানি, বহূনি ধনানি ইত্যর্থঃ) 'আদদ্মহে' (সম্যক্‌প্রকারেণ প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ)। অনন্তর 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকা) 'স' (জ্ঞানভক্তী) 'তরৎ' (অস্মাকং পাপনাশিকে পরমার্থদায়িকে ইত্যর্থঃ) 'ভবতি' (ভবতং ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ। জ্ঞানভক্তী পরমার্থদায়িকে ভবতাং ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপধ্বংসকারী জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন বহু ধন প্রাপ্ত হই। অথবা পাপনাশক শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে সম্যক্‌প্রকারে বহু ধন প্রদান করুন। অনন্তর পরমানন্দদায়িকা সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপনাশিকা ও পরমানন্দদায়িকা হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তির প্রভাবে আমরা যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই)॥ (৭অ—২খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ' ধ্বস্রঃ কশ্চিদ্রাজা তথা পুরুষন্তিশ্চ। তয়োরুভয়োরন্যেতরযোগ-বিবক্ষয়া দ্বিবচনং দ্রষ্টব্যং। 'সহস্রাণি' ধনানাং সহস্রাণি 'আ দদ্মহে' বয়ং প্রতিগৃহ্ণীমঃ। তদনন্তিঃ প্রতিগৃহীতং ধনমুক্তমনয়াস্তিত ঋষিঃ সোমং প্রার্থয়ত ইতি সোমস্য স্তুতিঃ। নিষ্কমস্তং

যথাবৎসায় এতয়োর্দ্ধনানি প্রতিজগ্রাহ এবং তরন্ত-পুরুমীঢৌ প্রতিজগৃহতুঃ। তথা চ শাট্যায়নকং-"অথ হ বৈ তরন্তপুরুমীঢৌ বৈদশ্বী ধ্বস্রয়োঃ পুরুষন্ত্যোঃ বহু প্রতিগৃহ্য গরগিরাবিব মেনাতে তৌ হ স্বাসুপ্যা শান্তং প্রতিমৃশাতে তাবকাময়েতামসাতন্নাবিবেদ শাতংস্বাদান্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতমিতি ভাবে তচ্চতুর্দ্ধচমপশ্যতাম্বরেণ প্রত্যৈতাং তয়োর্ব্বৈতয়োরসাতংসাতমভবদান্তমিবৈব ন প্রতিগৃহীতং স যঃ প্রতিগৃহ্য কাময়েত"-ইত্যাদি। ৩।

* * *

তৃতীয় (১০৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ভাব সরল। কিন্তু ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। ভাষ্যের ভাবে মন্ত্রের সহিত একটী উপাখ্যানের সম্বন্ধ সূচনা দেখি। ব্যাখ্যার ভাব এই-"ধ্বস্র নামক দুই ব্যক্তির এবং পুরুষন্তি নামক দুই ব্যক্তির নিকট আমরা সহস্র ধন গ্রহণ করিতেছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।' ভাষ্যেও ধ্বস্র এবং পুরুষন্তি নামক রাজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই রাজার সহিত সোমের সম্বন্ধ খ্যাপনে এই বুঝিতে পারি যে, সোমরূপ মাদকদ্রব্য ভক্ষণে রাজাদের মত্ততা জন্মাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা হইয়াছে। আর সেই উত্তম ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঋষি সোমের স্তুতি করিতেছেন। অথবা ঋষিরা রাজাদিগের উত্তম মদ্য যোগাইতেন, আর সেই মদ্যের মূল্যস্বরূপ বহু অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করি না। বেদমন্ত্রের সহিত মনুষ্যসম্বন্ধ খ্যাপন শাস্ত্র-নীতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃত হিন্দু যিনি, তিনি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রের সহিত অনিত্য পার্থিব-সামগ্রীর সম্বন্ধ-সংস্রব কদাচ অনুমোদন করিবেন না। তাই আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ পরিগ্রহণ করিল।

মন্ত্রের মধ্যে সমস্যামূলক পদ দুইটী-'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ'। ঐ দুই পদের বিবরণ-কার 'পাপধ্বংসকরয়োঃ' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি এবং তাঁহারই পরিগৃহীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপহারক যে জ্ঞানভক্তি, যে জ্ঞানভক্তি প্রভাবে পাপ ধ্বংস হয়, প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,-সেই জ্ঞানভক্তি আমাদিগের পাপ ধ্বংস করিয়া, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করুন। 'সহস্রাণি' পদে ধনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও ঐ পদে সংখ্যার বহুত্ব বুঝায়; কিন্তু তথাপি ঐ বহুত্ব হইতেই শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা করে। জ্ঞান-ভক্তি শুদ্ধসত্ত্বই যে পাপনাশের প্রধান সহায়, তদ্বিষয় অনেকত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাপ আর কি? অজ্ঞানতাই মানুষের পাপ-পদবাচ্য। অজ্ঞানতা নষ্ট হইলেই সকল পাপ-প্রবৃত্তি তিরোধান হয়। এখানে পাপ বলিতে সেই অজ্ঞানতার প্রতিই লক্ষ্য পড়িয়াছে।

মন্ত্রের ভাব এই যে,-জ্ঞানভক্তি প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হউক। অজ্ঞানতা রূপ মূল শত্রুনাশে কামনা-বাসনাদি রূপ অন্তরের হীন প্রবৃত্তিগুলি তিরোহিত হউক। নির্ম্মল হৃদয়ে পবিত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চরণে ভক্তিচন্দন মিশ্রিত কুসুমাঞ্জলি

প্রদান করি। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগের পাপমোচন করুন। তাঁহারই করুণায় তাঁহারই চরণে চিরতরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হই।০ (৭অ—২খ-২সূ—৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১　১র ৩ ২৩　১২ ৩১২　৩ ১২

আ যদ্বোস্ত্রিংশতং তনা সহস্রাণি চ দদ্মহে।

২৩ ২ ৩১ ২

তরৎস মন্দী ধাবতি ॥ ৪ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

পাপপ্রভাবেন বয়ং 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' (অশেষাণি, বহুনি ইতি ভাবঃ) 'তনা' (জন্মানি ইত্যর্থঃ) 'আ দদ্মহে' (প্রতিগৃহ্নীমঃ, ধারিতবন্তঃ ইতি যাবৎ) 'যদ্বোঃ' (পাপক্ষালনেন—জ্ঞানভক্তীপ্রভা ন ইত্যর্থঃ) তানি জন্মানি অস্মাভিঃ অপ্রতিগৃহীতানি ভবন্তু, যদ্বা—জন্মগতিনিরোধঃ ভবতু ইতি শেষঃ। 'মন্দী' (পরমানন্দদায়িকে) 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মান্ পাপাৎ তারয়ন্) 'ধাবতি' (প্রবহতাং—হৃদি ইতি ভাবঃ)। অথবা 'স' (তে জ্ঞানভক্তী ইতি যাবৎ) 'তরৎ' (অস্মাকং জন্মগতিং নিরোধয়ন ইতি ভাবঃ) 'মন্দী' (পরমানন্দহেতুভূতে) 'ধাবতি' (ভবতাং ইত্যর্থঃ)। সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ প্রার্থনা-মূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র জন্মগতিরোধায় প্রার্থনাকারিণঃ সঙ্কল্পঃ বর্ত্ততে। নরাঃ যদা জ্ঞানভক্ত্যনুসারিণঃ ভবন্তি তদা তেষাং পুনর্জ্জন্মং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—জ্ঞান-ভক্তীপ্রভাবেন বয়ং পুনর্জ্জন্মানি রোধং সাধয়াম ইতি ভাবঃ (৭অ—২খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপপ্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে পাপক্ষালন দ্বারা আমাদিগের জন্মগ্রহণ অপ্রতিগৃহীত হউক অর্থাৎ আমাদিগের জন্মগতি রোধ হউক। পরমানন্দদায়িকে জ্ঞানভক্তী আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রবাহিত হউন। অথবা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল একোনষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)।

সেই জ্ঞানভক্তী আমাদিগের জন্মগতি-নিরোধ করিয়া পরমানন্দহেতু-ভূত হউন। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক ও প্রার্থনামূলক। জন্মগতি-রোধের নিমিত্ত এখানে সঙ্কল্প বিদ্যমান। মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তির অনুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহাদের আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে আমরা যেন পুনর্জ্জন্ম-নিরোধে সমর্থ হই)। (৭অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যয়োঃ' ধ্বস্রপুরুষন্ত্যোঃ 'ত্রিংশতং' ত্রীণি শতানি 'সহস্রাণি' চ 'তনা' বস্ত্রাণি 'আদদ্মহে' বয়ং 'প্রতিগৃহ্নীমঃ' তয়োরশ্বাভিঃ প্রতিগৃহীতং তৎ সর্ব্বং অপ্রতিগৃহীতমস্থিতি সোমং ঋষিঃ প্রার্থয়তে ইতি সোমস্যৈব স্তুতিঃ। গতমন্যৎ। (৭অ—২খ—৩সূ—৪সা)॥

* . *

চতুর্থ (১০৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এ মন্ত্রও বিশেষ জটিলতা সম্পন্ন। পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-খ্যাপনেই সে জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে ধ্বস্র ও পুরুষন্তি নামক রাজাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে ঐ অর্থের সহিত বস্ত্রাদি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি দেখিতে পাই। সোমদানকারীরা কেবল যে রাজাদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহারা সোমরস পান করাইয়া অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এক আধ খানি বস্ত্র নহে; 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ সহস্র বস্ত্র সে লুণ্ঠন ব্যাপারে তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এইরূপ উপাখ্যানের অবলম্বনেই ভাষ্যকার মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"ঐ দুই জনের নিকট ত্রিশ সহস্র বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছি। সেই আনন্দকর সোম গড়াইয়া যাইতেছেন।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণস্বরূপ। যিনি যে চিত্র দেখিবার সাধ করিবেন, সে দর্পণে সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হইবে।

যাহা হউক, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিল। আমরা মন্ত্রের মধ্যে কোনও উপাখ্যানের সম্বন্ধ-সূচনাই দেখিতে পাইলাম না। আমাদের মতে মন্ত্রটী অতি উচ্চভাবমূলক। মন্ত্রে জন্মগতি রোধের প্রার্থনা রহিয়াছে। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা কয়েকটী পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়েও বাধ্য হইয়াছি। মন্ত্রের 'ত্রিংশতং সহস্রাণি' পদদ্বয় সংখ্যাধিক্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 'তনা' পদে আমরা 'জন্মানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'তনু' বা 'তনা' পদের অপভ্রংশে ঐ 'তনা' পদ সিদ্ধ বলিয়া মনে

করি। 'আদদ্মহে' ক্রিয়াপদের যে অর্থ ভাষ্যে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়া পদের সহিত 'ত্রিংশতং সহস্রাণি তনা' মন্ত্রাংশের সমাবেশে অর্থ হয়,—'অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছি'। তাহার সহিত 'যয়োঃ' পদের সংযোজনে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম ধারণ করিয়াছি।' 'যয়োঃ' পদের লক্ষ্য, ভাষ্যানুসারে, 'ধ্বস্র' ও 'পুরুষন্তি'। তাঁহারা নর—জন্মজরামরণশীল। মানুষ অনন্ত পাপের আধার। পুনরাবর্ত্তন সেই পাপের প্রতিক্রিয়া। পুনর্জ্জন্ম-রোধ করিতে হইলে—জন্মগতি নিবারণ করিতে হইলে, পাপের উৎসকে সমূলে নাশ করিতে হয়। জ্ঞান এবং ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তিতে সেই পাপ ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'ধ্বস্রয়োঃ' 'পুরুষন্ত্যোঃ' পদদ্বয়ের এবং বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের 'যয়োঃ' পদের অর্থ এইভাবেই আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হইয়াছে এই যে,—'পাপ প্রভাবে আমরা বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। এখন জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তির সহায়তায় আমরা সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া জন্মগতি রোধে উদবুদ্ধ হইতেছি। জ্ঞান ও ভক্তি আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।'

ফলতঃ কর্ম্মই মূল। কর্ম্ম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম—জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত হইলেই কর্ম্মবন্ধন - ভববন্ধন ছিন্ন হয়; সেই কর্ম্মই জন্মগতি-রোধে সহায় হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মই সাধনার সামগ্রী, জ্ঞান ও ভক্তি সংযুত কর্ম্মই ভগবৎকর্ম্ম। তাহাতেই ভগবানের প্রীতি সাধিত হয়। সেই কর্ম্মসাধনে, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনে, সংসারে গতাগতি নিরোধের উপদেশ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ ২খ ৩সূ ৪সা)।

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২র ২র ৩ ২

এতে সোমা অসৃক্ষত গৃণানাঃ শবসে মহে।

৩ ১ ৩ ৩ ১ ২

মদিন্তমস্য ধারয়া ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তমস্য' (পরমানন্দদায়কেন ইত্যর্থঃ) 'ধারয়া' (প্রবাহেন) 'এতে' (অস্মাভিঃ আকাঙ্ক্ষিতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ) গৃণানাঃ' (প্রার্থনাকারিণঃ শরণাগতানাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, অষ্টপঞ্চাশৎ সূক্ত, চতুর্থ ঋক)।

—অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'মহে' (মহতে) 'শ্রবসে' (বলপ্রাণসংরক্ষণায়, সৎস্বরূপেণ সহ সম্মিলনায়, যদ্বা—অস্মাকং পূজাং সর্ব্বদেবেভ্যঃ সংপ্রাপণায় ইত্যর্থঃ) 'অস্রক্ষত' (ক্ষরন্তু —স্রবন্তি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। সম্ভাবাঃ অস্মান্ পরমার্থসাধনসমর্থান্ কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-২খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমূহ পরমানন্দদায়ক প্রবাহে প্রার্থনাকারী শরণাগত আমাদিগের বলপ্রাণ সংরক্ষণের নিমিত্ত (অথবা সৎস্বরূপের সহিত মিলনসাধনোদ্দেশ্যে) অথবা আমাদিগের পূজা সর্ব্ব-দেবগণকে প্রাপ্ত করাইবার নিমিত্ত (আমাদিগের হৃদয়ে) ক্ষরিত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সম্ভাবসমূহ আমাদিগকে পরমার্থসাধন-সমর্থ করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদিন্তমাঃ' দেবানাং মাদয়িতৃতমস্য রসস্য সম্বন্ধিন এতে সোমা অভিষুতাঃ স্বরূপাঃ 'গৃণানাঃ' স্তূয়মানাঃ 'মহে' মহতে 'শ্রবসে' অস্মাকং বলায় 'ধারয়া' 'অস্রক্ষত' গচ্ছন্তি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভাবপ্রভাবে সৎস্বরূপে আত্মসম্মিলন জন্য উদ্বোধনা মন্ত্রের অন্তর্নিহিত। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—আমাদিগের আকাঙ্ক্ষিত সদ্ভাব-সমূহ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যেন আমাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করে, এবং আনন্দময়ের সহিত সম্মিলন সংঘটন করাইয়া দেয়।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ আছে, তাহা এই,—"ঋত্বিকগণ এই সকল সোমরস উৎপাদন করিয়াছেন, ইহাদের গুণকীর্ত্তন হইতেছে, ইহারা প্রচুর অন্ন বিতরণ করিবে, ইঁহাদিগের ধক্তি অতি চমৎকার ও আনন্দপ্রদ।' বলা বাহুল, ব্যাখ্যার ভাষ্য সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত হয় নাই।* (৭অ—২খ-৩সূ—১সা)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় ঋকের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দ্বিষষ্টিতম সূক্ত, দ্বাবিংশ ঋক)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ১ ৩
অভি গব্যানি বীতয়ে নৃম্ণা পুনানো অর্ষসি।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সনদ্বাজঃ পরিস্রব ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'নৃম্ণা' (বলেন, কর্ম্মশক্ত্যা ইতি ভাবঃ) তথা 'গব্যানি' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ) 'পুনানঃ' (প্রবর্দ্ধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'বীতয়ে' (অস্মাকং কর্ম্মণা সহ মিলনায়, যদ্বা—কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি সংপাদনায় ইতি ভাবঃ) 'অভ্যর্ষসি' (আগচ্ছ, অস্মাসু অধিতিষ্ঠ)। অপিচ হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'সনদ্বাজঃ' (সদ্ভাবজনকঃ ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরি' (পরিতঃ, সর্ব্বতোভাবেন) 'স্রব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা সমুদ্ভব)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ভবতাং অনুগ্রহেণ অস্মাকং কর্ম্মাণি দেবভাবসমন্বিতানি ভবন্তু। অপিচ তানি কর্ম্মাণি অস্মান্ পরমপদে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তু। (৭অ - ২খ - ৩সূ—২ম)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! কর্ম্মশক্তির দ্বারা এবং জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মের সহিত সম্মিলনের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্মসকলকে দেবভাব সমন্বিত করিবার জন্য, আপনি আগমন করুন—আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্ভাবজনক আপনি, দেবগণ-সমীপে আমাদিগের পূজা সংবাহন জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সমুদ্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার অনুগ্রহে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ দেবভাব-সমন্বিত হউক; অপিচ, সেই কর্ম্ম আমাদিগকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করুক)। (৭অ—২খ—৩সূ—২ম)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণায় 'নৃমণা' নৃমণানি ধনবৎ প্রিয়তরাণি 'গব্যানি' গো-সম্বন্ধীনি ক্ষীরাদীনি 'পুনানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'অভ্যর্ষসি' অভিগচ্ছসি। হে সোম! 'সনদ্বাজঃ' দীয়মানান্নঃ ত্বং 'পরি' পরিতঃ 'স্রব' দশাপবিত্রাদধঃ ক্ষর ॥ (৭অ ২থ—৩সূ - ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইতে পারে। কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি - এই তিন ভাব, ব্যষ্টিভাবে ও সমষ্টিভাবে প্রতি মন্ত্রেই ব্যক্ত করা যায়। আবার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক---তিন ভাব সমষ্টিভাবে ও পৃথকরূপে প্রতি মন্ত্রে প্রকাশ পাইতে পারে। এই দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় আমরা তাই ভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছি। ভাষ্যকারের সহিত মত-পার্থক্যেরও তাহাই একমাত্র কারণ। শাস্ত্রবাক্যানুসরণে আমরা বেদমন্ত্রকে নিত্য অপৌরুষেয় মানিয়া লইয়া এবং বেদমন্ত্র পরমার্থ-সাধক তাহাই উপলব্ধি করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়াছি। তাই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল পুরুষসম্বন্ধখ্যাপক অনিত্য সামগ্রীর সমাবেশ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহা আমরা আদৌ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"দেবগণের ভক্ষণের নিমিত্ত প্রিয়তর ক্ষীরাদির সংমিশ্রণে পূয়মান সোম ক্ষরিত হও। অন্নের দাতা হে সোম! তুমি দশাপবিত্রে ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের এই অর্থের অনুসরণে ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইয়াছে,—"হে সোম! তুমি শোধনকালে গব্য ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভক্ষণের উপযোগী হইয়া থাক। সেই তুমি এক্ষণে অন্নদান করিতে করিতে ক্ষরিত হও।"

আমরা কোনও ব্যাখ্যাই অনুমোদন করি না। আমাদের 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহারের বিষয় মনে আসে; যজ্ঞ পক্ষে দেখিতে গেলে, চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনে আসে; আর সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাহারা তাঁহাদের ভক্তিসুধা পান করাইবার নিমিত্ত যেন তাঁহাদের ইষ্টদেব ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—কর্ম্মসকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার এবং সেই জ্ঞানসমন্বিত কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে। 'সনদ্বাজ' পদেও ঐরূপ ত্রিবিধ সম্বন্ধ খ্যাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ভগবানের অনুগ্রহের উপর সকলই নির্ভর করে। আমরা যে দেবোদ্দেশে হবিরাদি প্রদান করি, সে সামগ্রী গ্রহণাদির কর্ত্তাও তিনি, আবার প্রদানের কর্ত্তাও তিনি। অতএব নির্ভর তাঁহারই উপর। তিনি আসিয়া যদি হোতৃরূপে যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন,

এবং যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই সত্র সিদ্ধ হয়। তিনি ভিন্ন হোতাও কেহ নাই, হবির্দ্দানকর্ত্তাও কেহ নাই। তিনিই কর্ম্মের প্রেরক, মানুষকে তিনিই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনিই সে কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। আবার তাঁহার কর্ত্তৃকই কর্ম্মের নিবৃত্তি ঘটে; তিনি কর্ম্মের প্রেরণা দেন, আবার তিনিই সেই কর্ম্মকে গ্রহণ করেন। সাধক তাই প্রার্থনা জানাই-তেছেন,-'এস, আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর। আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। নির্ভর তোমারই উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সদ্ভাবরূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' আমরা মন্ত্রে এই ভাব উপলব্ধি করি। মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মজ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাব-সমন্বিত হইলে তাহাই পরমার্থসাধক হয়। সেই দেবভাব সঞ্চিত হইয়া ভগবৎকর্ম্মের সাধনে ভগবৎ-প্রাপ্তির কামনায় এখানে সাধক অন্তরের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। (১অ—২খ ৩সূ ২সা)॥

* ——

তৃতীয় সাম।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

উত নো গোমতীরিষো বিশ্বা অর্ষ পরিষ্টুভঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২

গৃণানো জমদগ্নিনা ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উত' (অপিচ) হে ভগবন্! 'জমদগ্নিনা' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেন সাধকেন ইতি ভাবঃ অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমানেন তন্নাম্না ঋষিণা ইতি যাবৎ) 'গৃণানঃ' (সম্পূজ্য-মানঃ, অনুসৃতঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং) 'গোমতীঃ' (বিশুদ্ধজ্ঞানসমন্বিতানি) 'পরিষ্টুভঃ' (স্তোত্রাণি—গৃহীত্বা ইতি ভাবঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাং) 'ইষঃ' (অভীষ্টং) সম্পূরয় ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। কর্ম্মণা পরিতুষ্টঃ সন্ ভগবান্ অস্মাকং পরমমঙ্গলং বিধায়তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১অ-২খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অপিচ হে ভগবন্! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক কর্ত্তৃক অথবা কালচক্রে চিরবর্ত্তমান জমদগ্নি নামক ঋষি কর্ত্তৃক সম্পূজিত অর্থাৎ অনুসৃত আপনি, আমাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞানসহযুক্ত স্তোত্র-সমূহ গ্রহণ করিয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, [illegible]তম সূক্ত, ত্রয়োবিংশী ঋক)।

প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান আমাদিগের পরমমঙ্গল বিধান করুন)। (৭অ—২খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ হে সোম! 'জমদগ্নিনা' জমদগ্নিনাম্না ঋষিণা ময়া 'গৃণানঃ' স্তূয়মানঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'গোমতীঃ' গোভির্যুক্তানি 'পরিষ্ঠুতঃ' পরিতঃ স্তোতব্যানি সর্ব্বাণি 'ইষঃ' অন্নানি দেহীত্যর্থঃ। (৭অ-২খ ৩সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী জটিলতা-সম্পন্ন। প্রথম দৃষ্টিতেই অনিত্যবস্তুর সহিত এ মন্ত্রের সম্বন্ধের বিষয় মনে আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়,—জমদগ্নি ঋষিই যেন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তিনিই যেন মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, আর তিনিই যেন অন্ন-ধনাদি প্রার্থনা করিতেছেন। আর তাঁহারই প্রসঙ্গে এই মন্ত্র উত্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার সকলেই মন্ত্রের সহিত জমদগ্নি ঋষির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। ঋষি সোমরস প্রস্তুত করিয়া যেন কহিতেছেন,—'হে সোম! আমি জমদগ্নি ঋষি তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে অন্ন এবং গোধন প্রদান কর।' ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভাষ্যের ভাব হইতে আরও একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। ব্যাখ্যাকারের সে ব্যাখ্যা এই,— "হে সোম, আমি জমদগ্নি, তোমার স্তব করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রশস্ত খাদ্যদ্রব্য ও গোধন আহরণ করিয়া দাও।"

যাহা হউক, মন্ত্রের অর্থ যিনি যাহাই নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রমধ্যে যাঁহার নিকট যে ভাবই প্রতিভাত হউক না কেন; আমরা কিন্তু ভিন্ন ভাবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করি। আমরা দেখিতেছি,—এ মন্ত্রে কোনও মরণশীল ঋষির সম্বন্ধ নাই, নাম নাই; অথবা, অনাদি অনন্ত কাল হইতে জমদগ্নি প্রভৃতি যে সকল ঋষি অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্বুদের ন্যায় উদ্ভূত ও বিলীন হইয়াছেন, মন্ত্রে তাঁহাদের প্রতিও লক্ষ্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও দুই পক্ষে একই অর্থ অধ্যাহৃত হয়। দুই একটী পদের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ভাবকুসুম আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

আমাদিগের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রথমেই 'জমদগ্নিনা' পদের প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। 'জমৎ'—'জম' ধাতু হইতে 'জমদগ্নি' পদ নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—ভক্ষণ করা। তাহা হইতে ভক্ষণ করে যে অগ্নি, তাহাকেই 'জমদগ্নি' বলা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—'অগ্নি কি ভক্ষণ করেন?' লৌকিক অগ্নি এখানকার লক্ষ্য নহে। এখানে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—পাপরাশি; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কলুষ-ক্লেদ; সে অগ্নি ভক্ষণ করেন—কামক্রোধাদি রিপুশত্রু। যাহারা

সাধনার প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদের অন্তরস্থিত অগ্নিই পাপরাশি ভস্মের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়াগ্নিই কাম-ক্রোধাদি রিপুশত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে পারিয়াছে। ফলতঃ, যিনি আত্মদর্শী—যাঁহার আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, 'জমদগ্নি' পদে সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন আত্মদর্শী সাধককেই বুঝাইতেছে। আত্মদর্শী যিনি, জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাঁহার হৃদয় স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই ভগবানের পূজায় সমর্থ। তাঁহার পূজাই ভগবান গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জমদগ্নিনা গৃণানঃ' পদদ্বয়ে তাই 'আত্মদর্শীদিগের পূজাই ভগবান গ্রহণ করেন', এই নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। ভাব এই যে,—'আত্মদর্শী যাঁহারা, ভগবান যখন তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করেন, সুতরাং সদ্‌জ্ঞান-লাভে আমরাও যেন তাঁহার পূজায় সমর্থ হই।'

ফলতঃ, সূক্ত-শেষে, মন্ত্র এক উচ্চ আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ, সদ্‌বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি, এবং সৎ-স্বরূপের সহিত সম্মিলন, ইহাই মন্ত্রের লক্ষ্য। রূপ দেখিতে দেখিতে রূপসাগরে ডুবিয়া যাইবার এবং গুণ শুনিতে শুনিতে সেই গুণে গুণান্বিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাহাতে অন্তরে উপজিত হয়, মন্ত্র সেই আদর্শই ধারণ করিয়া আছে। মন্ত্রের তাই তাৎপর্য্য এই বলিয়া মনে করি—'হে ভগবন! আমাদিগকে আত্মদর্শনের সামর্থ্য প্রদান করিয়া, আপনার সামীপ্য সাযুজ্য লাভের অধিকার প্রদান করুন। আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হউক।' * (৭অ-২৭-৩সূ-৩সা)।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয় খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে রথমিব

১ ২ ৩ ১ ২
সং মহেমা মনীষয়া।

২ ২উ ৩ ৩ ১ ৩ ১র ২র ৩ ১র
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ন্তব ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অর্হতে' (পূজ্যায়, সদৈব অনুসরণায় ইত্যর্থঃ) 'জাতবেদসে' (জাতপ্রজ্ঞায় দেবায়, জ্ঞানদেবায় ইত্যর্থঃ) 'রথমিব' (পরিত্রাণোপায়স্বরূপং, যদ্বা—ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব) 'ইমং' (বক্ষ্যমাণং শ্রেষ্ঠং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'মনীষয়া' (বুদ্ধ্যা সহ, বিচারপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সং মহেম' (সম্যক্ পূজয়াম, হৃদি অনুধ্যায়েম); জ্ঞানলাভায় বেদমন্ত্রানুধ্যানং অবশ্যকর্ত্তব্যং—ইতি ভাবঃ; 'অস্য' (জ্ঞানদেবস্য) 'সংসদি' (সখ্যতায়াং, জ্ঞানানুসারিতায়াং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রা' (কল্যাণদায়িকা) ভবতি ইতি শেষঃ; জ্ঞানানুসারিতায়াং কল্যাণং অবশ্যম্ভাবিনং—ইতি ভাবঃ; 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে, ত্বদ্ভাবসম্পন্নে সতি, ত্বদনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (অনুসারিণঃ, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'মা রিষাম' (কেনাপি হিংসিতা মা ভবাম, সর্ব্বত্রমেব রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারিতয়া জ্ঞানং হি অস্মান্ রক্ষতু ইতি প্রার্থনা॥ (১অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পূজ্য সদাকাল অনুসরণযোগ্য জাতপ্রজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ অথবা অভীষ্টদেব ভগবানের চরণস্বরূপ, বক্ষ্যমাণ শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) মনীষার দ্বারা অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক আমরা সম্যক্ পূজা করিব—হৃদয়ে অনুধ্যান করিব; (ভাব এই যে, জ্ঞানলাভের জন্য বেদমন্ত্রানুধ্যান অবশ্য কর্ত্তব্য; এই জ্ঞানদেবতার সখ্যতার অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমাদিগের প্রকৃষ্টা বুদ্ধি নিশ্চয়ই কল্যাণদায়িক হয়; (ভাব এই যে, জ্ঞানানুসারিতায় কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী); হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে, আপনার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আপনার অনুসারিতার ফলে, অনুসরণকারী অর্চ্চনাকারী আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—সর্ব্বত্রই যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই; (প্রার্থনা এই যে,—জ্ঞানানুসারিতার ফলে জ্ঞানই আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (১অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অর্হতে' পূজ্যায় 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপন্নানাং বেদিত্রে জাত-প্রজ্ঞায় জাতধনায় বা অগ্নয়ে 'মনীষয়া' নিশিতয়া বুদ্ধ্যা 'ইমং' এতৎ সূক্তরূপং স্তোমং রথমিব যথা তক্ষা রথং সংস্করোতি তথা 'সম্মহেম' সম্যক্ পূজিতং কুর্ম্মঃ। তস্যাগ্নেঃ 'সংসদি' সম্ভজনে 'নঃ' অস্মাকং

'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ 'ভদ্রা হি' কল্যাণী সমর্থা খলু অতস্তয়া বুদ্ধ্যা স্তুম ইত্যর্থঃ। হে 'অগ্নে' 'তব সখ্যে' অস্মাকং ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি বয়ং 'মা রিষাম' হিংসিতা ন ভবামঃ অস্মান্ রক্ষেত্যর্থঃ। অর্হতে—অর্হ পূজায়াং, (ভ্বাদি) অর্হঃ প্রশংসায়ামিতি (৩।২।১৩৩) শতঃ শত্রাদেশঃ, শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং (৩।১।৪) শতুশ্চাদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং (৬।১।১৮৬)। মহে মহ পূজায়াং (ভ্বা০ প০)। রিষাম রিষ হিংসায়াং (ভ্বা০ প০)। ব্যত্যয়েন শঃ (৩।১।৮৫)। তব যুষ্মদস্মদোর্ঙসি (৬।১।২১১) ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ১॥

* * *

প্রথম (১০৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

— * —

সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়ব-সমূহের একীকরণ-কার্য্যে এই ঋকটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রটীতে প্রধানতঃ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশমান। উহার প্রথম চরণটী সঙ্কল্পমূলক—আত্মোদ্বোধনা চক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশমান; এবং ঐ চরণের দ্বিতীয় পাদে প্রার্থনার ভাব সংসূচিত। জ্ঞানের অনুসরণে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানানুসারিতার শুভফল প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক, জ্ঞানসংযোগে রিপুনাশের আত্মরক্ষার প্রার্থনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্ব্বে, তৎপক্ষে কি প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং কি প্রকারে সে অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথমিব' উপমা উপলক্ষে নানা জনের নানারূপ গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। সায়ণ ঐ উপমার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 'তক্ষণকারী সূত্রধার যেমন রথের সংস্কার করে, সেইরূপে আমরা অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করি।' অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ 'রথের ন্যায়' মাত্র প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। * অপিচ, ব্যাখ্যাকারগণের প্রায় সকলের ব্যাখ্যাতেই 'রথের ন্যায়' এই

---

* গ্রিফিথ্‌স লিখিয়াছেন "We frame with our mind their eulogy as it were a car." তিনি পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন,—"As it were a car:—as a carpenter constructs a car or wain." রমেশ বাবু লিখিয়াছেন—"রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি।" ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে প্রকাশ,—"We have sent forward with thoughtful mind this song of praise like a chariot to the worthy Jatavedas." ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Let us build up this hymn of praise." কিন্তু রোথ্ লিখ রোথ মন্ত্রের পাঠ পরিবর্ত্তন কল্পনা করেন। তাঁহার মতে—'সংমহেমা' স্থলে 'সম্যাঁচ' 'সম-অহেমা' পাঠ হওয়াই সমীচীন। এই উপলক্ষে ওল্ডেনবর্গ পূর্ব্বের একটী মন্ত্র। (১ম-৬৪সূ-৪ঋ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার

মন্ত্র আমরা প্রস্তুত করিয়াছি* এইরূপ ভাবই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের রচনা-উপলক্ষেই যে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই সিদ্ধান্তিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু আমরা বলি, এখানকার এই 'রথমিব' উপমায় 'পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ' অর্থই সঙ্গত হয়। এই উপমা, এই ভাবে, এই অর্থেই পূর্ব্বেও (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি। 'সংমহেম' পদে, 'সম্যক্ পূজা করিব সর্ব্বথা অনুসরণ করিব' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে জ্ঞানলাভ হয়; এবং সেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা বেদমন্ত্রের অনুধ্যান করিব;—মন্ত্রের প্রথমাংশে ঐ বাক্যাংশে, এইরূপ লক্ষ্যই প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু ঐ 'রথমিব' পদের আরও এক সুষ্ঠু অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'ভগবতোঽভীষ্টদেবস্য চরণমিব' পদ গ্রহণ করা যায়। চরণার্থ গ্রহণের যুক্তি এই যে, শব্দমাত্রেই ব্রহ্মস্বরূপ, স্তোত্রে তাঁহারই পাদবন্দনাভিব্যঞ্জক। স্তব, মন্ত্র, জপ, পূজা ও ধ্যানাদির দ্বারা মানব দেবভাব প্রাপ্ত হয়। দেবভাব প্রাপ্ত হইলে, মানবের আর হিংসার ভয় থাকে না অর্থাৎ কেহ তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রটী ভগবদুপাসনা দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত ও হিংসাতীত অবস্থায় উপনীত হইবার প্রার্থনামূলক।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনীষয়া', 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' প্রভৃতি পদের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'মনীষয়া' পদে 'বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক' অর্থ প্রাপ্ত হই। উহার ভাব এই যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেই হইল না; মন্ত্রোচ্চারণে আমরা যে সুফল প্রাপ্ত হই না, তাহার কারণ এই যে, মনীষার দ্বারা আমরা মন্ত্রের অনুধ্যানে প্রবৃত্ত নহি। এখানে তাই স্মরণ করান হইয়াছে,—মনীষার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক গুরূপদেশক্রমে বেদমন্ত্র অনুধ্যান করিবে। উহা হৃদয়ের সামগ্রী; উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ইহাই 'মনীষয়া' পদের তাৎপর্য্য। 'সংসদি' ও 'তব সখ্যে' পদদ্বয়ে, একই ভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানের 'সংসদি' এবং 'সখ্যে' বলিতে, জ্ঞানের সহিত সখিত্ব আত্মীয়তা স্থাপনের ভাব আসে। সে আত্মীয়তা—সে সখিত্ব স্থাপন করিতে পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের সমাবেশে সমর্থ হইলে, সর্ব্বথা শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন, কোনও শত্রুই আর হিংসা করিতে সমর্থ হয় না; কামক্রোধাদি রিপুগণ বশীভূত হয়,—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি আসে। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—আমরা যেন মন্ত্রমাহাত্ম্যে জ্ঞানলাভে সমর্থ হই, এবং তাহার ফলে আমাদিগের শত্রুগণ যেন পর্য্যুদস্ত হয়। * (১অ-৩খ-১সূ-১সা)।

অর্থে লিখিয়াছেন, "To him I send forward a song of praise as a carpenter (fits out) a chariot." যাহা হউক, 'এইরূপ ভাবই প্রধানতঃ প্রকাশমান। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেখানে (১ম—৬৪সূ—৪ঋ) এবং এখানে উভমন্ত্রে আমরা 'রথমিব' উপমায় একই ভাব গ্রহণ করি। রথ যে পরিত্রাণোপায় অর্থে এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, সর্ব্বথা তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায় ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত (প্রথম মণ্ডল, ৯৪ সূক্ত, প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

[তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।]

১ ২ ৩ ২　৪ ১ ২　৩ ১ ২　৩ ১ ২ ৩
ভরামেধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে চিতয়ন্তঃ

২ ২　৩ ২
পর্ব্বণাপর্ব্বণা বয়ম্।

৩ ১ ২　৩ ১　২ ৩ ১　২র ৩ ১
জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে

২র　৩ ১র　২র
মা রিষামা বয়ং তব॥২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ইধ্মং' (ইন্ধনসাধনং জ্ঞানোদ্দীপকং উপকরণং ইত্যর্থঃ) 'ভরাম' (হৃদি সম্পাদয়াম, সঞ্চয়েম ইত্যর্থঃ); 'পর্ব্বণাপর্ব্বণা' (প্রতিকর্ম্মানুষ্ঠানে ইত্যর্থঃ) 'চিতয়ন্তঃ' (ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ উদ্বোধয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং যেন) 'তে' (তুভ্যং) 'হবীংষি' (কর্ম্মাণি) 'কৃণবাম' (করবাম); 'জীবাতবে' (অস্মাকং জীবনৌষধায়, অস্মাসু চিরকালাবস্থানায়) 'ধিয়ঃ' (অস্মাকং কর্ম্মাণি) 'প্রতরং' (প্রকৃষ্টতরং) 'সাধয়' (নিষ্পাদয়); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ভবদীয়স্য সখিত্বে সতি, জ্ঞানসংসর্গ-লাভে) 'বয়ং মা রিষাম' (কদাচ বয়ং শত্রুভিঃ হিংসিতা ন ভবাম, সদৈব রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং যুগপৎ সঙ্কল্পপ্রার্থনামূলকঃ। ভাবঃ হি—বয়ং হৃদি জ্ঞানসঞ্চয়ায় জ্ঞানানুমোদিতস্য কর্ম্মণঃ সম্পাদনায় চ প্রতিজ্ঞাবদ্ধাঃ ভবাম; সঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (৭অ—৩খ—১সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! ইন্ধনসাধন জ্ঞানোদ্দীপক উপকরণকে যেন হৃদয়ে সম্পাদন করি—উৎপাদন করি; প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে প্রজ্ঞাপিত করিয়া—উদ্বোধিত করিয়া উপাসক আমরা যেন আপনার উদ্দেশে কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করি; আমাদিগের জীবনৌষধের নিমিত্ত, চিরকাল আমাদিগের মধ্যে অবস্থানের নিমিত্ত, আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে নিষ্পাদন করিয়া দিউন। হে জ্ঞানদেব! আপনার সখিত্বে—জ্ঞানসংসর্গ-

সাতে আমরা যেন হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী যুগপৎ সঙ্কল্প ও প্রার্থনামূলক। ভাব এই,—হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চয়ের নিমিত্ত এবং জ্ঞানানুমোদিত কর্ম্মের সম্পাদন জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি; সেই জ্ঞানদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (৭অ—৩খ—১সু—২সা)॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে! 'ত্বদর্থাগার্থং 'ইধ্মং' ইন্ধনসাধনং একবিংশতিদ্রব্যাত্মকং সমিৎসমূহং 'ভরাম' সম্ভরাম সম্পাদয়াম, তদনু 'তে' তুভ্যং 'হবীংষি' চরুপুরোডাশাদি-লক্ষণান্যন্নানি বয়ং 'কৃণাম' করবাম। কিং কুর্ব্বন্তঃ? 'পর্ব্বণা পর্ব্বণা' প্রতিপক্ষমাবৃত্তাভ্যাং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং 'চিতয়ন্তঃ' ত্বাং প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ স ত্বং 'জীবাতবে' অস্মাকং জীবনৌষধায় চিরকালাবস্থানায় 'ধিয়ঃ' কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি 'প্রতরাং' প্রকৃষ্টতরং 'সাধয়' নিষ্পাদয়। অন্যৎ সমানং॥ চিতয়ন্তঃ—চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ পা০) সংজ্ঞাপূর্ব্বস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ লঘূপধগুণাভাবঃ। পর্ব্বণা—'নিত্য-বীপ্সয়োঃ (৮।১।৪)' ইতি বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ, 'তস্য পরমাম্রেড়িতং (৮।১।২)'—ইতি পরস্যাম্রেড়িত-সংজ্ঞায়াং অনুদাত্তত্বং (৮।১।১৯)। প্রতরাং তরবন্তাৎ প্রশব্দাৎ ক্রিয়া-প্রকর্ষে বর্ত্তমানাৎ 'কিমেত্তিঙব্যয়াদাম্বদ্রব্যে (৫।৪।১১)'-ইত্যামুপ্রত্যয়ঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রেরও 'ইধ্ম' পদ মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে অন্তরায় আনয়ন করিয়াছে। ঐ পদ উপলক্ষে অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করিবার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাই সাধারণতঃ প্রখ্যাত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মন্ত্রটীতে যুগপৎ আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা আছে, ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সে পক্ষে 'ইধ্মং ভরাম' বাক্যাংশে হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উদ্দীপনার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়। এইরূপ "পর্ব্বণাপর্ব্বণা চিতয়ন্তঃ বয়ং তে হবীংষি কৃণবাম" বাক্যাংশে, জ্ঞানকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া জ্ঞানানুসারী কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত দেখি এইরূপে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুইটী অংশে সম্পূর্ণরূপ আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের দুই অংশ প্রার্থনা বা কামনা-মূলক বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম প্রার্থনার মধ্যে 'জীবাতবে' পদ প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ পদের প্রতিবাক্য -'জীবনৌষধায়।' ভাব এই যে,—জ্ঞান যেন আমাদিগের জীবনের ঔষধ-স্বরূপ হয়, জ্ঞান যেন চিরকাল আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া থাকে, আমরা যেন কখনও জ্ঞানহারা হইয়া বিপথে বিভ্রান্ত না হই। এই অংশের দ্বিতীয় আলোচ্য পদ—'ধিয়ঃ'। ঐ পদে কর্ম্মসমূহকে বা বুদ্ধিসকলকে বুঝায়। কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত হউক, বুদ্ধি জ্ঞানহারা না হয়—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

উপসংহারে যথাপূর্ব্ব সেই একই কামনা—জ্ঞানাধিকারী হইয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই—শত্রু যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * (৭অ-৩খ-১সূ—২সা)।

— • —

তৃতীয় সাম।

(তৃতীয় খণ্ড। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ২৩ ১
শকেম ত্বা সমিধং সাধয়াধিয়স্ত্বে

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দেবা হবিরদন্ত্যাহুতং।

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২র ৩ ১
ত্বমাদিত্যাং আ বহ তান্হ্যুশ্মস্যগ্নে সখ্যে

২র ৩ ১র ২র
মা রিষামা বয়ং তব॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানদেব! 'ত্বা' (ত্বাং) 'সমিধং' (সম্যক্‌প্রদীপ্তং কর্ত্তুং, হৃদি উদ্বোধয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'শকেম' (বয়ং সমর্থাঃ ভবেম); হে দেব! 'ধিয়ঃ' (অস্মদীয়ানি কর্ম্মাণি জ্ঞানানি বা) 'সাধয়' (সম্পাদয়, প্রবৃদ্ধয় বা); 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'আহুতং' (প্রদত্তং সম্মিলিতং ইতি ভাবঃ) 'হবিঃ' (হবনীয়ং কর্ম্ম, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দীপ্তিদানাদিগুণাঃ দেবভাবাঃ বা) 'অদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি, তৎকর্ম্ম সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ মিলিতং ভবতু ইতি ভাবঃ); 'আদিত্যান্' (অদিতেঃ অনন্তস্য সকাশাৎ উৎপন্নান সর্ব্বান্ দেবভাবান, সকলান সদ্‌গুণান্ ইত্যর্থঃ) 'আবহ' (ত্বং অস্মান্ প্রাপয়, অস্মাসু প্রতিষ্ঠাপয়); 'তান্' (দেবান্) 'হি' (সদৈব) 'উশ্মসি' (বয়ং কাময়েমহি); 'অগ্নেঃ' (হে জ্ঞানদেব) 'তব সখ্যে' (ত্বয়া সহ সখিত্বে সতি, জ্ঞানানুসারিণি সতি) 'বয়ং মা রিষামা' (বয়ং কেনাপি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (১ম-৯৪সূ-৪ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

হিংসিতা ন ভবাম, সর্ব্বথা রক্ষাং প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানানুসারী জনঃ সকলদেবভাবস্য অধিকারী ভবতি সর্ব্বথা রক্ষাং চ প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ। (১অ—৩থ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতে অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যেন আমরা সমর্থ হই; হে দেব! আমাদিগের কর্ম্মসমূহকে আপনি সম্পাদন করিয়া দিউন অথবা আমাদিগের জ্ঞানসমূহকে বর্দ্ধিত করিয়া দিউন; আপনাতে প্রদত্ত অর্থাৎ সম্মিলিত হবনীয় কর্ম্মকে—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে দেবগণ গ্রহণ করুন, অর্থাৎ সকল দেবভাবের সহিত মিলিত হউক; অদিতির অর্থাৎ অনন্তের সকাশ হইতে উৎপন্ন সকল দেবভাবকে (সকল সদ্‌গুণকে) আপনি আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন—আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন; সেই দেবগণকে যেন আমরা সর্ব্বদা কামনা করি। হে জ্ঞানদেব! আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে—জ্ঞানানুসারী হইয়া, আমরা যেন কাহারও কর্তৃক হিংসিত না হই—যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই। (ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসারী জন সকল দেবভাবের অধিকারী হয়েন এবং সর্ব্বথা রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন।)। (১অ—৩থ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'ত্বা' ত্বাং 'সমিধং' সম্যগিদ্ধং কর্ত্তুং 'শকেম' শক্তা ভূয়াস্ম। ত্বঞ্চ 'ধিয়ঃ' অস্মদীয়ানি দর্শপূর্ণমাসাদীনি কর্ম্মাণি 'সাধয়' নিষ্পাদয়। ত্বয়া হি সর্ব্বে নিষ্পদ্যন্তে যস্মাৎ 'ত্বে' ত্বয়ি অগ্ন্যাবাহিতং ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রক্ষিপ্তং চরুপুরোডাশাদিকং হবিঃ দেবা 'অদন্তি' ভক্ষয়ন্তি, তস্মাত্ত্বং সাধয়েত্যর্থঃ। অপি চ ত্বং 'আদিত্যান্' অদিতেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ দেবান্ 'আবহ' আনয় সম্ভার্যমাণয়। তান্ হি ইদানীং বয়ং 'উশ্মসি' কাময়ামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ শকেম শক্লৃ শক্তৌ—(স্বা০ প০) লিঙি আশিষি (৩।১।৮৬) অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োর্দীর্ঘঃ (৬।১।৮৬) অত্র এব স্বরঃ লিঙ্গাত্ সামধং—এঃ স্কন্দ দীপ্তৌ (রুধা) অস্মাৎ সম্পদাদি-লক্ষণকর্ম্মণি কিপ্। তে স্মপাংসুলুক্ (৭।১।৩৯) সপ্তম্যেকবচনস্য শে আদেশঃ। উশ্মসি—বশ কান্তৌ (অদা০ প০). ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬) অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্ (২।৪।৭২), গ্রহিজ্যা-ত্যাদিনা সম্প্রসারণং (৬।১।১৬)। (১অ—৯খ—১সূ ৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীও প্রথম মন্ত্রটীর সহিত সামবেদীয় সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকার পরিসমূহন-কার্য্যে অর্থাৎ অগ্নির বিক্ষিপ্তাবয়বসমূহের একীকরণ-কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

সাধারণ অগ্নির উপলক্ষেই এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। তদনুসারে অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'হে অগ্নি! তোমাকে যেন আমরা প্রজ্বলিত করিতে পারি; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেও; কেন-না, তোমাতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দেবগণই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। অদিতির পুত্র দেবগণকে তুমি আনিয়া দেও; আমরা তাঁহাদিগকে কামনা করিতেছি। তোমার সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করায়, শত্রুগণ রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করিতে না পারে।' এই মন্ত্রের এই ভাবের অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত আছে দেখিতে পাই।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবপ্রবাহ অন্য পথে প্রধাবিত। মন্ত্রে আছে—'ত্বা সমিধং শকেম।' অগ্নিতে সমিধ প্রদান করিলে অগ্নি প্রজ্বালিত হয়; অতএব, ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে—'হে অগ্নি, আপনাতে যেন সমিধ নিক্ষেপ করিতে পারি।' কিন্তু এ কি আর প্রার্থনা? সমিধ জ্বালানই কি প্রকৃষ্ট কার্য্য হইল? কিন্তু তাহা নহে। আমরা বলি, এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। 'সমিধং' পদে অগ্নি জ্বালাইবার ইন্ধন অপেক্ষা জ্ঞানাগ্নিকে উদ্বুদ্ধ করার উপকরণ-পক্ষেই মন্ত্রার্থে আমরা সঙ্গতি দেখি। এইরূপে "ত্বা সমিধং শকেম" বাক্যাংশে ভাব পাই এই যে, 'হে জ্ঞানাগ্নি! আপনাকে যেন আমরা হৃদয়ে উদবুদ্ধ জাগরূক করিতে পারি।' তবে 'ধিয়ঃ সাধয়' পদদ্বয়ের ভাব-বিষয়ে ভাষ্যাদির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা কোনই মতান্তর প্রকাশ করি না। কর্ম্ম বা বুদ্ধিকে দেবতা প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিউন—ইহাই ঐ অংশের মর্ম্মার্থ।

উপসংহারে "ত্বয়ি আহুহং হবিঃ দেবাঃ অদন্তি" এবং "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই দুই বাক্যাংশে আমরা সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মত পোষণ করি। ঐ দুই অংশ রূপকে দেবত্ব প্রখ্যাত রহিয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, জ্ঞানের সহিত মিলিত জ্ঞানে উৎসৃষ্ট—কর্ম্মই দেবগণ গ্রহণ করেন; সেইরূপ কর্ম্মই সকল দেবভাবের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মই সকল সদ্গুণের প্রাপক হইয়া থাকে। তার পর, অদিতিই বা কে আর আদিত্যই বা কে—তাহা বুঝিলেই "আদিত্যান্ আবহ" বাক্যাংশের মর্ম্ম অনুভূত হয়। 'অদিতি' ও 'আদিত্য' শব্দের মর্ম্ম আমরা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মস্বরূপ ভগবান এবং তাঁহার অঙ্গীভূত বিভূতিনিচয় যথাক্রমে অদিতি ও আদিত্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের সহিত মিলিত কর্ম্ম সেই বিভূতি-সমূহকে দেবভাবনিবহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই মর্ম্মার্থ * (৭অ ৩থ ১সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিশ বর্গের (১ম—৯৪সূ—৩ঋ) অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান *

২১ র২১২রর১ র২১ ৩ র র র
ইন্দ্র৺ স্তোমমর্হতেজাতবেদসায়ি। রথমিবসম্মহে মামনীষয়া।

র ২ ১২ ১
ভদ্রাহা২০য়িনাঃ। প্রামতিরস্য সৎ৺স। স্তয়ায়ি॥ (১)

১র২র৪২১র২র ১র ২১ র
ভরামেধ্মঙ্কৃণবামাহবী৺ষিতায়ি। চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণাপর্ব্বণাবয়াম্।

রর ২ ১ ২র র র১
জীবাতা ২ ৩ বায়ি। প্রাতরা৺ সাধয়াধি। যোয়ায়ি॥

২১র ২র ২র১র৩১ ১রর র র
(২) শকেমত্বাসমিধ৺ সাধয়াধিয়াঃ। ত্বদেবাহবিরদন্ত্যাহুতাম্।

২ ১ র২ র ১ ২A ৫র২
তুবমা ২ ০দী। ত্যা৺আবহতানুহ্যাশ্ম। স্তয়ায়ি সাখ্যাং। ঔহো

৩র২ ১র ২ ১২ ২
৩ ৪ বাহায়ি। মা। রায়িষা ২ ৩ মা ৩। হোবা ৩ হায়ি।

১ ২n ১
মযাস্তা ২ ৩ বা ৩৪৫। ঔ২৩৪৫ই। ড (৩) ॥১।২।০॥

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১২ ৩ ২৩ ১২ ৩১ ২ ৩ ১২৩
প্রতি বা৺ সূর উদিতে মিত্রং গৃণীষে বরুণম।

৩ ১২ ২ ১২
অর্য্যমণ৺ রিশাদসম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম সদসৎচিত্তবৃত্তী! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদিতে প্রকাশিতে সতি ইতি ভাবঃ) 'মিত্রং' (মিত্রস্থানীয়ং, মিত্রবৎপরমহিতাকাঙ্ক্ষিণং ইত্যর্থঃ) 'রিশাদসং'

---

* প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়গান আছে। সেই গেয়-গানটীর নাম—'সমন্তং'।

(শত্রূণাং অভিভবিতারং.) 'বরুণং' (স্নেহকারুণ্যসম্পন্নং, পরমদয়ালং—অস্মান্ প্রতি কৃপাপরায়ণং ইতি ভাবঃ) 'অর্য্যমণং' (শ্রেষ্ঠং—আত্মোৎকর্ষসাধকং—ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'বাং' (যুবাং) 'প্রত্যেকং (উভৌ ইত্যর্থঃ) 'গৃণীষে' (প্রার্থয়তং প্রতিষ্ঠাপয়তং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। যদা জ্ঞানসম্পন্নঃ ভবতি তদা নরঃ ভগবৎপূজায়াং সমর্থঃ ভবতি। জ্ঞানং বিনা ভগবৎপূজনং ন সম্ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং জ্ঞানলাভায় যতয়াম। (১অ-৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্রাবরুণৌ দেবৌ! 'সূরে' (জ্ঞানসূর্য্যে) 'উদিতে' (হৃদি সমুদ্ভাসিতে সতি) 'মিত্রং' (মিত্রদেবং) 'রিশাদসং' (শত্রুনাশকং) 'বরুণং' (বরুণদেবং) 'বাং' (যুবাং) তথা 'অর্য্যমণং' (অর্য্যমাদেবং) 'প্রতি' (প্রত্যেকং) 'গৃণীষে' (স্তৌমি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ভগবৎপূজনায় বয়ং জ্ঞানসমন্বিতাঃ ভবাম। তেন ভগবৎকরুণালাভঃ সুগমঃ ভবতি। (১অ-৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার সদসৎচিত্তবৃত্তি! জ্ঞানসূর্য্য হৃদয়ে সমুদিত হইলে, মিত্রস্থানীয় অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুদিগের অভিভবকারী স্নেহ-করুণাসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মোৎকর্ষসাধক ভগবানকে তোমরা উভয়ে প্রার্থনা (প্রতিষ্ঠিত) কর। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক ও আত্মোদ্বোধক। মানুষ যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখনই সে ভগবানের পূজায় সমর্থ হইয়া থাকে। জ্ঞান ভিন্ন ভগবৎপূজাসম্পাদন হয় না। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের পূজার জন্য আমরা জ্ঞানলাভে যেন প্রযত্নপর হই। (১অ—৩খ—২সূ—১সা)।

অথবা।

হে মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়! মিত্রদেব আপনি এবং শত্রুনাশক বরুণ দেব—আপনাদিগের উভয়কে এবং অর্য্যমা দেবতাকে প্রত্যেককে স্তুতি করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের পূজায় আমরা যেন জ্ঞানসম্পন্ন হই, আর তাহাতে যেন ভগবানের করুণা লাভ করিতে পারি)। (১অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাবরুণৌ! 'মিত্রং' ত্বাং 'বরুণং' চ 'বাং' যুবাং 'রিশাদসং' শত্রূণামত্তারং 'অর্য্যমণং' চ 'প্রতি' প্রত্যেকং 'গৃণীষে' স্তবে। কদা? ইতি উচ্যতে 'সূরে' সূর্য্যে দেবে 'উদিতে' সতি প্রাতরিত্যর্থঃ। (১অ—৩খ—২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১০৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

(*)

বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইবে। বৈজ্ঞানিক এক দৃষ্টিতে ইহার অর্থ নিষ্কাশন করিবেন, পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকার কর্তৃক আর এক দৃষ্টিতে মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে; আর ভক্ত সাধক মন্ত্রের মধ্যে অন্য ভাব প্রতিভাত দেখিবেন। ফলতঃ, অধিকারী ভেদে মন্ত্রের অর্থের বিভিন্নতা উপলব্ধ হইবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে মিত্রের খরকরতাপে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘসঞ্চার প্রতিভাত হইবে। আর সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সুকর্ষণে প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হইতেছে। লৌকিক হিসাবে, মিত্র ও বরুণ উভয়ের সাহায্যে বর্ষণ ক্রিয়া সমাহিত হয়; আর অর্য্যমার প্রভাবে কর্ষণ ও শস্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিক যজ্ঞাদির দ্বারা, হবিরাদি আহুতি প্রদানে তাঁহারা পরিতুষ্ট হন; ফলে, আকাশে মেঘসঞ্চারে সুবর্ষণ সুকর্ষণে ধরিত্রী ফলশস্য-সমন্বিতা হয়েন; তাঁহাদেরই কৃপায় যথাকালে বারিবর্ষণে ধরণী শস্যশ্যামলা হন। সুশস্যের প্রভাবে সুপ্রজাদির উদ্ভব ঘটে। তাহাতে জনসমাজ শান্তিসুখে কালযাপন করিতে পারে। পশ্চাত্যভাবাপন্ন ব্যাখ্যাকারও ইহার অধিক উচ্চভাব ধারণা করিতে পারেন না।' তাই তাঁহাদের মতে মন্ত্রের অর্থ হয়,—"সূর্য্য উদিত হইলে মিত্র ও শুদ্ধবল বরুণ, তোমাদের দুইজনকে সূক্ত দ্বারা আহ্বান করি। ইহাদের উভয়ের বল অক্ষীণ ও প্রভূত; সংগ্রাম আরব্ধ হইলে উহা জয়লাভ করে।"

কিন্তু ভক্ত সাধক এ মন্ত্রকে অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে—মন্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই প্রভাব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হইলেই মানুষ ভগবৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।' তাই জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভগবৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ স্তরে গমন করিতে পারিলে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এইরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। দেবতা ও দেবভাবসমূহ সকলেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি মাত্র। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ—প্রথম অন্বয়ে সেই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। মিত্ররূপে, বরুণরূপে, অর্য্যমারূপে তাঁহারই বিভিন্ন বিভূতি জগতে প্রকাশমান্। ইহাই আমাদিগের প্রথম অন্বয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অন্বয়ে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হইয়াছে—"হে মিত্রদেব ও বরুণদেব আপনারা উভয়েই প্রভূত বলশালী এবং হিংস্রস্বভাব শত্রুনাশক। আপনারা অর্য্যমা দেবতার সহিত আমাদের স্তুতি গ্রহণ করুন।' ভাব এই যে,—'আপনাদের অনুগ্রহে আমাদিগের অন্তঃশত্রু যেন নাশ প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। আর আমরা যেন অনুক্ষণ ভগবানের অনুধ্যানে নিরত থাকি।' ফলতঃ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম—মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা দেবের স্বরূপ; তাই মিত্রের সহিত জ্ঞানের, বরুণের সহিত ভক্তির এবং অর্য্যমার সহিত কর্ম্মের উপমার ভাব আমরা মন্ত্রে প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সেই উপমা লক্ষ্য

করিবার হেতু এই যে,—লৌকিক হিসাবে সূর্য্য যেমন বরুণের (জলের) জনয়িতা, সূর্য্যরশ্মি-সম্পাত ভিন্ন যেমন বারিবর্ষণ হয় না; জ্ঞানের (জ্ঞানসূর্য্যের উদয় ভিন্ন তেমনি ভক্তি (ভক্তিবারি) বর্ষণ হইতে পারে না। লৌকিক জগতে মিত্রের প্রভাবে বরুণ যেমন অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া ধরণীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ জ্ঞান-প্রভাবে ভক্তির অমৃত উৎস উৎসরিত হইয়া হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সমূহকে জাগরিত করিয়া তুলে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—'হে মিত্রদেব ও হে বরুণদেব! লৌকিক জগতে সুবর্ষণের দ্বারা আপনারা যেমন জন-সমাজের শান্তিসুখ বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ আপনারা উভয়ে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার (ভগবানের)' সাযুজ্য-লাভে পরাশান্তি দানে সহায় হউন।'

মন্ত্রের 'সূরে উদিতে' পদের 'জ্ঞানোদয়ে' অর্থ হয়। তাহা হইতে 'জানা বুঝা' প্রভৃতি ভাব আসে। তাঁহাকে (ভগবানকে) জানিতে হইলে—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেই তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সে জানা কেমন জানা? আর সে বুঝাই বা কেমন বুঝা? তিনি যে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি যে সেই অক্ষর সদ্বস্তু; এমনই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হইবে, আর এমনি ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহার পূজায় অধিকার আসিবে। এখন বুঝিতে হইবে—সেই যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, সে জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই অন্তঃশত্রু নাশের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি—আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি অজ্ঞানতা-প্রসূত আসুরবৃত্তিসমূহ। সেই সকল শত্রুর বিনাশ সাধনে হৃদয়ে সদ্ভাবের সঞ্চার করিয়া, ক্ষমা সত্য সরলতা, সদ্গুরুপরায়ণতা, বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধি, স্থিরচিত্ততা, দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সংযমসাধন, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরতি, অহঙ্কার ত্যাগ, পুত্রকলত্রাদির মায়া পরিবর্জ্জন, শুভাশুভ উভয়ে সমবুদ্ধি, জন্মজরামৃত্যুব্যাধি প্রভৃতি দুঃখে দোষদর্শন, অনন্যা নিষ্ঠা দ্বারা ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারিলেই ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান বিষয়ে উপলব্ধি জন্মে। ফলতঃ, নির্ব্বাতপ্রদেশে প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ আত্মযোগ দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সাধিত হইলেই ভগবানের প্রতি অচঞ্চলভাবে ভক্তিকে (কর্ম্মকে) স্থাপন করা সম্ভবপর হয়। এইরূপে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানও অধিগম্য হইয়া থাকে। অহঙ্কারাদি পরিহারে অনন্যনিষ্ঠার দ্বারা জ্ঞেয়বস্তুর অনুধ্যানে নিরত হইলে, ভক্ত সাধক সেই জ্ঞেয়বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারেন; আর বুঝিতে পারেন—সেই জ্ঞেয়বস্তু অনাদি অনন্ত—তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই; বুঝিতে পারেন—তিনিই পর—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। ফলতঃ, তিনিই জ্ঞাতব্য; তিনি ভিন্ন সংসারে অন্য কিছুই জানিবার নাই।

শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।১।৬) তাই বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি।...কারণং করণাধি-

পাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ।" অর্থাৎ 'যিনি নিরন্তর আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মার বিষয় অবগত নহেন; আত্মা যাঁহার শরীর; অন্তর্যামিরূপে যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন; অপিচ, যিনি কারণসংযুক্ত কারণেরও অধিপতি; তাঁহার কেহই জনয়িতা নাই—তাঁহার অধিপতিও কেহ নাই এবং থাকিতে পারে না। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি ও গুণেশ।' গীতায়ও এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার প্রসঙ্গে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্য শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

ভক্ত সাধক যখন এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন, তিনি যখন এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তখনই তিনি অমৃতরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মন্ত্রে সাধক তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে মিত্রদেব! হে বরুণদেব! আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা অন্তঃশত্রুদিগের বিনাশে সমর্থ হই। আমাদিগকে সেই জ্ঞান প্রদান করুন—যাহাতে আমরা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন যাহাতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই।'

'সূরে উদিতে' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"সূরে সূর্য্যদেবে উদিতে সতি প্রাতরিত্যর্থঃ"; অর্থাৎ,—প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইলে। এ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত ভাবের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। রজনীর অন্ধকারে ধরণীর ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারে হৃদয় সমাচ্ছন্ন থাকে। উষাকালে সূর্য্যোদয়ে রজনীর অন্ধকার-বিনাশের ন্যায়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে অন্তরের অন্ধকারসমূহ বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উদয়ে ধরণী যেমন প্রফুল্লিতা মুখরিতা হয়েন, তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে অন্তরের মলিনতা নাশ লইয়া অন্তর প্রফুল্ল হয়। সূর্য্যের উদয়ে সুপ্ত ধরণী যেমন জাগ্রত হয়, জ্ঞান-সূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ও তেমনি জাগরিত হইয়া উঠে। অন্তঃশত্রুর নাশও এইরূপেই সাধিত হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'রিশাদসং' পদের এই অর্থেই সার্থকতা। 'অর্য্যমণ' পদে আমরা আত্মোৎকর্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করি। 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন। তাহা হইতে, যে উত্তমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কৃষিকার্য্য প্রাপ্ত হয়—সেই অর্য্যমা। ধাতু নানা অর্থ জ্ঞাপন করে। 'ঋ' ধাতু কর্ষণ অর্থেও প্রযুক্ত হয়। কর্ষণের দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়; তেমনি কর্ষণের দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। সাধনা উপাসনা-রূপ কর্ম্মই সেই কর্ষণ-পদবাচ্য। সাধনার দ্বারা—সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা যিনি আত্মার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই 'অর্য্যমণ' বা 'অর্য্যমা'। আমরা এই ভাবে 'অর্য্যমণং' পদের অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায়ই প্রকাশ

পাইয়াছে। ফলতঃ, মন্ত্র উচ্চভাবদ্যোতক। আত্মোৎকর্ষসাধনে প্রকৃত জ্ঞানলাভে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ভগবৎপ্রেরণায় ভগবৎকর্ম্মে নিরত হইবার সঙ্কল্প এই মন্ত্রে বর্ত্তমান। * (৭অ—৩খ ২সূ—১সা)॥

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ২
রায়া হিরণ্যয়া মতিরিয়মবৃকায় শবসে।
৩ ১ ১ ২র ৩ ১ ২
ইয়ং বিপ্রা মেধসাতয়ে॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'ইয়ং' (অনুষ্ঠীয়মানং) 'মতিঃ' (কর্ম্ম) রায়া (পরমধনলাভায়) 'অবৃকায়' (শত্রুনাশেন ইতি ভাবঃ) 'শবসে' (বলায়, কর্ম্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) ভগবতি সমর্পয়তি ইতি শেষঃ। অতএব 'ইয়ং' (অস্মাভিঃ অনুষ্ঠিতং তৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'মেধসাতয়ে' (যজ্ঞফললাভায়, যদ্বা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায়) বিনিযুক্তং ভবতু, ভবিতুমর্হতি বা ইতি ভাবঃ। সঙ্কল্প-মূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। আত্মোৎকর্ষসম্পন্নস্য সাধকস্য কর্ম্মফলং ভগবন্তং প্রতি স্বয়মেব গচ্ছতি। তেষাং পদাঙ্কানুসরণেন বয়মপি ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণসামর্থ্যলাভায় প্রবুদ্ধাঃ ভবামঃ ইতি ভাবঃ॥ (৭অ ৩খ—২সূ—২সা॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মেধাবী অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম, পরমধনলাভের নিমিত্ত, এবং অন্তঃশত্রুনাশে কর্ম্মশক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণে বিনিযুক্ত হউক অথবা যেন বিনিযুক্ত হয়। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের কর্ম্মফল স্বয়ং ভগবানে সংন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্)।

আমরাও ভগবানে কর্ম্মফলসমর্পণের সামর্থ্যলাভের জন্য উদ্বোধিত হইতেছি)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিরণ্যয়া' হিতরমণীয়েন 'যাম্না' গমনেন সহিতয়া 'অব্রুকায়' অহিংস্রায় 'শবসে' অস্মাকং বলায় 'ইয়ং' ইদানীং ক্রিয়মাণা 'মতিঃ' স্তুতির্ভবত্বিতি শেষঃ। হিরণ্যয়া—ইত্যত্র সুপাং সুলুগিতি (৭।১।৩৯) তৃতীয়ৈকবচনস্য যাজাদেশঃ॥ কিঞ্চ হে 'মিত্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ! 'ইয়ং' এব স্তুতিঃ 'মেধসাতয়ে' যজ্ঞলাভায় চ ভবতু। (৭অ—৩খ ২সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনার ভাবও প্রকাশ পাইয়াছে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ আপনাদিগের সাধনা প্রভাবে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের কর্ম্ম ভগবান আপনিই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্ম্মের শুভফলস্বরূপ মোক্ষধন তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরেও যাহাতে সদ্ভাব-সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মে নিয়োজিত হয়,—মন্ত্র সেই উপদেশ প্রদান করিতেছে।' মন্ত্রের উদ্বোধনা এই যে,—'আমরাই বা কেন পারিব না? আমরাই বা সে আদর্শের অনুবর্ত্তনে কেন সমর্থ হইব না? সম্মুখে এমন উচ্চ আদর্শ পড়িয়া রহিয়াছে; পরম দয়াল ভগবান আমাদিগের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া, এমন উজ্জ্বল আলেখ্য সম্মুখে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তাহার অনুবর্ত্তনে কেনই বা সমর্থ হইব না? আমরাও তো সেই মানুষ! মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, আমাদের পক্ষেই বা তাহা সম্ভবপর না হইবে কেন?' এইরূপ উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রে ভগবৎকার্য্যে আত্মনিয়োগের সংকল্প প্রকাশ পাইয়াছে

ভাষ্যের ভাব একরূপ, ব্যাখ্যার ভাব একরূপ, আর আমাদিগের ভাব অন্যরূপ। প্রচলিত একটী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা, "তাঁহারা দেবগণের মধ্যে অসুর। তাঁহারা আর্য্য, তাঁহারা আমাদের প্রজা প্রবৃদ্ধ করেন। হে মিত্র ও বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ব্যাপ্ত করিব। তোমাদের ব্যাপ্তিতে (দ্যাবা পৃথিবী) আমাদিগকে দিবা (রাত্রি) আপ্যায়িত করিবে।" কি হইতে কি ভাবে যে মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ব্যাখ্যাকার ভাষ্যকারের অনুসরণ করেন নাই, পরন্তু ভাষ্য হইতে ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। আমরা মনে করি,—সম্ভবতঃ অন্য কোনও মন্ত্রের অর্থ ভ্রমবশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা, নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রার্থ এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভাষ্যকারের বা

ব্যাখ্যাকারের—কাহারও সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই। আমাদের ভাব 'মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায়' এবং বঙ্গানুবাদে পরিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক যাঁহারা—সাধনা প্রভাবে যাঁহাদের অন্তর কলুষ কালিমা পরিশূন্য তাঁহাদের কর্ম্ম তো স্বতঃই ভগবদভিমুখী হয়। কিন্তু পাপনিমগ্ন প্রকৃতি যাহারা তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি তবে ভগবদনুগ্রহলাভে কদাচ সমর্থ হইবে না? তাহারা কি চিরকালই পাপপঙ্কে নিমগ্ন রহিয়া যাইবে? কিন্তু তাহা তো নহে। আদর্শ তো সম্মুখেই বর্ত্তমান! সাধকগণই তো আপনাদের সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিত্রাণ-সাধন করিয়া থাকেন? তাহারা যদি সেই আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও পরিত্রাণের পথ সুগম হইয়া আসে। তাই মন্ত্রে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে, সত্ত্বভাবসমন্বিতচিত্তে সৎকর্ম্মের উদ্‌যাপনে সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে ন্যস্ত করিবার উদ্বোধনা ও সঙ্কল্প দেখিতে পাই। মন্ত্র এই ভাবেই অনুপ্রাণিত। * (৭অ-৩খ ২সূ ২সা)।

—— • ——

তৃতীয়া সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়া সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।

২ ৩ক ২র

ইষঁ স্বশ্চ ধীমহি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেব' (জ্যোতর্ম্ময় স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ) 'বরুণ' (হে করুণাময় ভগবন্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সমৃদ্ধাঃ সন্তঃ, বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম ইতি ভাবঃ); তথা হে 'মিত্র' (মিত্রদেব, অথবা পরমমঙ্গলময় ভগবন্!) 'সূরিভিঃ সহ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সমুদ্ভাসিতাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) বয়ং 'তে' (তব) 'স্যাম' (শরণং গচ্ছাম)। হে ভগবন্! বয়ং 'ইষং' (অভীষ্টং) 'স্বশ্চ' (পরাগতিং চ) 'ধীমহি' (যাচামহে)। প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং পরাগতিং বিধেহি ইতি ভাবঃ। (৭অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (সপ্তম মণ্ডল, পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

দ্যোতমান স্বপ্রকাশ করুণাময় হে ভগবন (অথবা হে বরুণদেব)! জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। অপিচ, হে মিত্রদেব অর্থাৎ মিত্রবৎ পরমকল্যাণময় হে ভগবন্! জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্! আমরা (আপনার নিকট) অভীষ্ট এবং পরমগতি যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পরাগতি বিধান করুন)। (৭অ—৩খ—১সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেব বরুণ'! 'তে' বয়ং তব স্তোতারঃ 'স্যাম' সমৃদ্ধা ভবেম। ন কেবলং বয়মেব যজমানাঃ কিন্তু 'সূরিভিঃ' স্তোতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ; তথা 'মিত্র' দেব! 'তে' বয়ং 'সূরিভিঃ' সহ 'স্যাম' ভবেম। কিঞ্চ ইষং অন্নং 'স্বশ্চ' রুচকঞ্চ 'ধীমহি' ধারয়ামহে। ৩।

• . •

তৃতীয় (১০৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে, ভগবান জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে আমাদিগের অন্তরের অন্ধকার রাশি অপনোদন করিয়া আমাদিগকে পরাগতি বা মোক্ষ প্রদান করুন। জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠগতি লাভে একমাত্র সহায়—জ্ঞানই যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন, মন্ত্র তাহা প্রকটিত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—যদি ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, জ্ঞানধনে ধনী হও; যদি মোক্ষলাভের কামনা কর, তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনি স্বয়ং তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন, তিনি স্বয়ংই যে বলিয়াছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—সে বিচার না করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই শরণ লইলে তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানে সংন্যস্তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিলে তাঁহাকেই যে পাওয়া যায়,—ভগবান প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়া দিয়া, শেষ কহিলেন,—সকল ধর্ম্ম (কর্ম্মফল) পরিত্যাগ (তাঁহাকে সমর্পণ) করিয়া একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই মানুষ তাঁহাকে পাইতে পারে। ভগবান স্বয়ং তাহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, পরমস্থানে স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই ভাবে শরণ গ্রহণের বিষয়ই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ ৩খ—২সূ—৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)
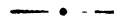
৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র

ভিন্ধি বিশ্ব অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ১ ২র

বসু স্পার্হং তদা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন্, অস্মাকং অজ্ঞানরূপা অবিদ্যা ইতি ভাবঃ) 'অপ ভিন্ধি' (বিনাশয় ইত্যর্থঃ); 'বাধঃ' (পীড়নকারিণঃ) 'মৃধঃ' (কামসংগ্রামান্) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জহী' (জহি, দূরীকুরু ইত্যর্থঃ); তদনন্তরং 'তৎ' (প্রসিদ্ধং ত্বদীয়মিতি যাবৎ) 'স্পার্হং' (অস্মাকং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'বসু' (জ্ঞানরূপং ধনং) 'আ ভর' (সমাহরেতি, হৃদয়ে জনয় ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—'অজ্ঞাননবৃত্তো সত্যাং কামনা-নিবৃত্তিস্ততোহজ্ঞানং সংপ্রকাশতে।' (৭অ-৩খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অজ্ঞানরূপ আমাদিগের অবিদ্যা-শত্রুদিগকে আপনি বিনাশ করুন, এবং পীড়নকারী কামনা-সংগ্রামকে সর্ব্বপ্রকারে দূরীত করুন। তার পর, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞানধন প্রদান করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দিউন। —(ভাব এই—

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে নবম বর্গের চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, কামনার নিবৃত্তি হয়; তার পর, প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রকাশিত হয়।)॥ (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! ত্বং 'বিশ্বাঃ সর্ব্বাঃ' 'দ্বিষ' দ্বেষ্ট্রীঃ শত্রুসেনাঃ 'অপ ভিন্ধি' বিদারয়। তথা 'বাধঃ' হিংসকান 'মৃধঃ' সংগ্রামান ত্বং 'পরি জহি' পরিভাবয়। হে সোম যাসকেন্দ্র! 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং দ্বেষ্ট্রীণাং 'বসু' ধনং যদস্তি 'তৎ' 'আভর'। (৭অ—৩খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রে প্রাণের কথা, হৃদয়ের উদ্বেগ, অন্তরের প্রার্থনা-সকল ভগবানকে জানান হইতেছে। বলা হইতেছে,—'দেব! আমাদের অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ শত্রুসকলকে বিনাশ করুন; প্রত্যহ কামনার সঙ্গে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা বিদূরিত করুন, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই জ্ঞান ধন প্রদান করুন।' সাধক যেন নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন,—যেন নিজের দোষ ত্রুটি অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার নিজের রিপুগণ যে শত্রুর কার্য্য করিতেছে, তাহা যেন অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাই আজ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কাতরতা আসিয়াছে, ভগবানে প্রার্থনা জানান হইতেছে। মন্ত্রার্থ একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিলে এই ভাবই মনে উদিত হয়।

ভাষ্যকার সাধারণ দিক্ ধরিয়া মন্ত্রার্থ নিবৃত্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোক বহির্জ্জগৎ লইয়াই থাকে; তাই বাহ্যবস্তু টাকাকড়ি শত্রুযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় লইয়াই তিনি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে অপৌরুষেয় নিত্য-সত্য জ্ঞানাধার বেদ-মন্ত্রের যে একটু অগৌরব হয়, তাহার প্রতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়,—'হে ইন্দ্র! সকল শত্রুসেনা বিদারণ কর, হিংসা-ক্ষেত্রে সংগ্রামসমূহে (তাহাদিগকে) বধ কর, তার পর তাহাদিগের স্পৃহণীয় সেই ধন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও।' সাধারণতঃ লোকের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, এ অর্থে সেই ভাব প্রকাশমান হইয়াছে।

এখন আমরা যে দিক্ দিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। 'বিশ্বাঃ' এই বিশেষণ পদটী বিসর্গান্ত থাকায় 'দ্বিষঃ' এই বিশেষ্য পদ এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। সেই জন্য ভাষ্যকার 'দ্বিষঃ' পদের "দ্বেষ্ট্রীঃ" এইরূপ প্রতিবাক্য দিয়া শত্রুসেনা অর্থ করিয়াছেন। আমরাও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ঐ পদে অজ্ঞানতারূপ "অবিদ্যা" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাৎপর্য্য,—শত্রুসেনা যেরূপ জীবের অপকার সাধন করে, অজ্ঞানতা-রূপ অবিদ্যাও সেইরূপ অপকার সাধিত করে। এই সাদৃশ্য এখানে পরিব্যক্ত। তার পর, 'বাধঃ'

(হিংসিত্রোঃ) 'মৃধঃ' (সংগ্রামান্) 'জহী' (হিন্ধ্যাঃ); অর্থাৎ, হিংসাকারী সংগ্রামকে হিংসা কর। এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য বোধ হয়,—হিংসাক্ষেত্র সংগ্রামসমূহে (সংগ্রামস্থ) শত্রুদিগকে বধ কর। নতুবা সংগ্রামকে হিংসা করা কিরূপ হয়? আমরা এক্ষেত্রে "জহী মৃধঃ' স্থলে 'জহি ই-মৃধঃ' অথবা 'জহি মৃধঃ' (জহি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত ধরিয়া) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, 'বাধঃ' পীড়নকারী কাম সংগ্রাম-সকল বিদূরিত কর এই অর্থ লইয়াছি। ভাব এই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির সংগ্রাম বড় সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামে মানুষ বড়ই বিধ্বস্ত হয়। এ সংগ্রামের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা হইতেছে,—'হে ভগবন্! আমাদের এই কামনা প্রলোভন প্রভৃতিকে দূরীভূত করুন।' আরও, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পৌনরুক্ত্য ভাব আসে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শত্রুসেনাকে বধ কর; আবার বলা হইল সংগ্রামকে (সংগ্রামস্থ শত্রুকে) হিংসা কর। ফলতঃ, একরূপ অর্থই দাঁড়াইল। সাধারণ ব্যাকরণ নিয়ম অনুসারে 'হন্' ধাতুর লোট্ 'হি' বিভক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন 'জহি' পদ হ্রস্ব ইকারান্তই হয়। সাধারণ লোকে তাহা' জানেন। এইরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন করিলেই, কূট প্রক্রিয়া অবলম্বন করা অনুচিত মনে করি। তাই আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছি। উহাতে বাণীও সঙ্গত মনে হয়। "বসু' সাধারণ ধন অপেক্ষা জ্ঞান-ধন যে বেশী 'স্পার্হং' স্পৃহণীয় আকাঙ্ক্ষণীয়, এ কথা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে কি? যে ধন পাইলে অন্য সকল ধনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, সেই ধন কাহার না প্রার্থনীয়? এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা "বসু" পদের জ্ঞান-ধন অর্থই সঙ্গত মনে করিয়াছি * (৭অ ৩থ ২দ ১সা)।

---

* ১। এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের এক-চত্বারিংশৎ ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ঊনপঞ্চাশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। এই সাম-মন্ত্রের ছন্দ আর্চ্চিকেও (২অ ২প্র ২দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

২। এই মন্ত্রের 'জহী' পদ পাঠান্তরে জহি-রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা ব্যাখ্যায় সেই ভাবই প্রকাশ করিয়াছি। 'জহী' পদের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি (৬।১।১৩৫) দীর্ঘঃ।"

৩। মন্ত্রান্তর্গত 'অপ' পদ সম্বন্ধে বিবরণকারের মত; যথা,—'অপ উপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহ্রিয়তে, অপেতা অস্মত্তঃ অপনীয়েতার্থঃ' ইতি। নিঘণ্টুতে (২।১৭।১৯) 'স্পৃধ.' 'মৃধঃ' প্রভৃতি পদ সংগ্রাম-নাম মধ্যে পরিগণিত আছে।

৪। এই মন্ত্রের একটী হিন্দী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—

"হে ইন্দ্র সম্পূর্ণ বেধকরনেবালী শত্রুসেনাওঁকো বিদীর্ণ করো নাশকরনেবালে সংগ্রামোঁকো নষ্ট করো, তদনন্তর উনকে স্পৃহা করনে যোগ্য উস প্রসিদ্ধ ধনকো হমেঁ লাকর দো।"

"হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে যাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহণীয় ধন আহরণ কর।"

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২

যস্য তে বিশ্বমানুষগ্‌ভূরের্দত্তস্য বেদতি।

২ ৩ ১র ২র

বসুস্পার্হং তদা ভর ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব, ত্বত্তঃ) 'দত্তস্য' (দত্তং) 'ভূরি' (প্রভূতং—শ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ) 'যস্য' (যদ্ধনং) 'বিশ্বং' (বিশ্বে সর্ব্বে) 'আনুষক্' (ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'বেদতি' (লভন্তে) তৎ 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) বসু (ধনং) 'আভর' (প্রযচ্ছ—অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ পরমধনং মোক্ষধনং চ প্রদেহি। (১অ ৩খ ৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রদত্ত যে শ্রেষ্ঠঃ ধন বিশ্বের যাবতীয় ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ লাভ করেন; সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই পরম ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে পরমধন—মোক্ষধন প্রদান করুন)। (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বাং। বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'দত্তস্য' দত্তং 'ভূরি' বহু 'যস্য' যৎ ধনং সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বেদিতব্যা 'বিশ্বং' সর্ব্বং জনং 'আনুষক্' ইতি আনুপূর্ব্ব্যা সততং সর্ব্বো মনুষ্যো 'বেদতি' জানাতি তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আভর'। (১অ—৩খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব সরল সহজবোধ্য। সুতরাং ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের সহিত মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনেও বিশেষ কোনও মতান্তর নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যাটী এই,—'হে ইন্দ্র! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া লোকে জানে, সেই স্পৃহনীয় ধন আহরণ কর।"

ভগবদনুসারী যাঁহারা, তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে কি ধন লাভ করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয়ই বা কি সামগ্রী হইয়া থাকে?' ইহলৌকিক ধনসম্পৎ কখনই তাঁহাদের প্রার্থনার সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—বন্ধনমোচন। সুতরাং যে অনিত্য ইহ-লৌকিক ধনসম্পৎ বন্ধনের হেতুভূত, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অতি তুচ্ছ। তাঁহারা বন্ধন-মোচনের হেতুভূত সেই পরমার্থ ধন পাইবারই কামনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রে সেই ধনলাভের প্রার্থনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমোদরে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—মিছা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অনিত্য ঐহিক সুখে সারা জীবন প্রমত্ত রহিলাম। তথাপি ভোগসুখের অবসান হইল না। এখন পারের উপায় কি? তাই ভাবিয়াই আকুল হইয়াছি। কাতরকণ্ঠে তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—'হে ভগবন্। ঐহিক সুখসাধক পরিণামবিরস অনিত্য ধনের আকাঙ্ক্ষা আর আমার নাই! আপনার ভক্ত সাধক আপনার নিকট হইতে যে শ্রেষ্ঠধন লাভ করিয়া থাকেন, যে ধন পাইলে তাঁহাদের চাহিবার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি সাধিত হয়, হে ভগবন্! আমায় সেই পরমধন প্রদান করুন। আমার ভোগসুখের অবসান হউক—আমার জন্মগতি নিরোধ হইয়া যাউক।' মন্ত্র এই আকুল আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—'হে ভগবন্! আপনি সকল ধনের অধিকারী। সে ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—মোক্ষধন! আপনি আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অনিত্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষা আমরা করি না। আপনি সেই মোক্ষ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে আপনার পাদ-পদ্মে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখুন,—ইহাই আমাদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

ভাষ্যকারের পদাঙ্কানুসরণে আমরা নানা স্থানে মন্ত্রের অন্তর্গত কোনও কোনও পদের বিভক্তি প্রভৃতি ব্যত্যয়ে বাধ্য হইয়াছি। 'সেদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ, আমাদের মতে হইয়াছে —'লভতে।' 'সদ' ধাতু বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে 'লাভ' অর্থ অন্যতম। আমরা এখানে সেই অর্থেই সুসঙ্গতি দেখি। তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ হইয়াছে,—তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। 'আনুষক্' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'সর্ব্বো মনুষ্যো' বলিয়াছেন। আমরা ঐ পদের 'ভগবৎপরায়ণাঃ জনাঃ' অর্থেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান পাইবার অধিকারী হয়েন, 'আনুষক্ সেদতি' পদদ্বয়ে এই ভাবই প্রকাশ করে, আর এই ভাবেই মন্ত্রের অর্থের সঙ্গতি রক্ষিত হয়। ভগবান যে অশেষ ধনশালী, মানুষ তাহা জানিলে কি লাভ হইল — যদি সে ধন পাইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত না হয়! সেই ধন লাভের চেষ্টায়ই—তাঁহাকে শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী এবং তাঁহার শরণপরায়ণ ব্যক্তিই সে ধন লাভ করে—বলিবার তাৎপর্য্য। * (৭অ-৩খ-৩সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনপঞ্চাশৎ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (অষ্টম মণ্ডল, পঞ্চচত্বারিংশৎ সূক্তের দ্বিচত্বারিংশ ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
যদ্বীড়াবিন্দ্র যৎ স্থিরে যৎপর্শানে পরাভৃতম্।
১ ২ ৩ ১র ২র
বসু স্পার্হং তদা ভর ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (ধনং) 'বীড়ৌ' (দৃঢ়স্থানে সুরক্ষিতাবস্থায়াং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং' (নিক্ষিপ্তং, রক্ষিতং), তথা 'যৎ' (ধনং) 'স্থিরে' (অপরিবর্ত্তনীয়ে অবস্থায়াং, নিত্যাং ইতি ভাবঃ) পরাভৃতং, তথা 'যৎ' (ধনং) 'পর্শানে' (বিমর্শাক্ষমে, অজ্ঞাত প্রদেশে) পরাভৃতং' 'তৎ' (সর্ব্বং) 'স্পার্হং' (স্পৃহণীয়ং) 'বসু' (ধনং) 'আভর' (আহর, প্রযচ্ছ)। দৃঢ়রক্ষিতং দুষ্প্রাপ্যং অজ্ঞাতং নিত্যস্বরূপং যদ্ধনং ত্বয়ি বিদ্যমানং অস্তি, অস্মভ্যং তৎ প্রযচ্ছ—ইত্যেবং প্রার্থনা। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যে ধন দৃঢ়-স্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, যে ধন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রক্ষিত আছে, আর যে ধন অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত আছে, সেই সকল প্রকার ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে—দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অজ্ঞাত নিত্যস্বরূপ যে ধন আপনাতে বিদ্যমান আছে, সেই ধন আমাকে প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা)। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বয়া চ 'বীড়ৌ' দৃঢ়ে পরৈঃ কম্পয়িতুমশক্যে 'যৎ' ধনং 'পরাভৃতং' বিসৃষ্ট 'যৎ' চ 'স্থিরে' স্বয়মচলে পরাভৃতং, 'যৎ' চ 'বিপর্শানে' বিমর্শনক্ষমে পরাভৃতং তৎ 'স্পার্হং' স্পৃহণীয়ং 'বসু' 'আ ভর' আহর। (৭অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

——×‡*‡×——
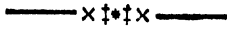
এই মন্ত্রে ধনের প্রার্থনা আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ধন রক্ষিত হইয়া থাকে; পার্থিব অপার্থিব সকল প্রকার ধনের সম্বন্ধেই এইরূপ পরিকল্পনা করা যাইতে পারে। 'বিড়ৌ' 'স্থিরে' ও 'বিপর্শানে'—এইরূপ ত্রিবিধ স্থানে—ত্রিবিধ আবরণে আমাদিগের স্পৃহনীয় (স্পার্হং) ধন রক্ষিত আছে। ভগবান ইন্দ্রদেবের নিকট সেই ধনের প্রার্থনা করা হইতেছে। বলা হইতেছে—'যে ধন 'বিড়ৌ' অর্থাৎ দৃঢ়স্থানে আছে অর্থাৎ অপরে যে ধনকে কাঁপাইতে বা নড়াইতে সমর্থ নহে, হে ভগবন! আমাদিগকে সেই ধন আপনি প্রদান করুন; অর্থাৎ, আপনি ভিন্ন অন্যে যে ধনের অধিকারী নহে, সেই ধন আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। আর যে ধন 'স্থিরে' অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আছে; অর্থাৎ যে ধন নিত্য, সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়তঃ, যে ধনের বিষয় সকলে জ্ঞাত নহে অর্থাৎ আমাদিগের সকলের অজ্ঞাত স্থানে (বিপর্শানে) যে ধন রক্ষিত আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।' ফলতঃ, দৃঢ়রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য অপরের অপরিজ্ঞাত নিত্য-স্বরূপ পরমার্থরূপ যে ধন একমাত্র আপনারই অধিকারে আছে, হে ভগবন! সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন,—প্রার্থনার ইহাই ভাবার্থ। (৭অ—৩খ ৩সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যজ্ঞস্য হি স্থ ঋত্বিজা সস্নী বাজেষু কর্ম্মসু।

১ ২ ৩ ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ ইত্যর্থঃ) 'ঋত্বিজা' (প্রজ্ঞাপকৌ, সম্পাদকৌ বা) 'স্থঃ' (ভবথঃ); অতঃ 'সস্নী' (সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ যুবাং) 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফললাভায়,

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে, তৃতীয় অধ্যায়ে, একোনপঞ্চাশৎ বর্গে ষষ্ঠ সূক্তের অন্তর্গত। (অষ্টম মণ্ডল পঞ্চচত্বারিংশ সূক্ত একচত্বারিংশ ঋক্) ছন্দ আর্চিকেও (প্রথম ভাগে ৩প্র—১প্র—১০সূ পরিদৃষ্ট হয়)।

অথবা ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অত্র সাধকঃ আত্মানং উদ্বোধয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ কর্ম্মশক্তিং দিব্যজ্ঞানং চ প্রদেহি; অস্মাকং কর্ম্মক্ষয়ং ভবতু। (৭অ-৩খ-৫সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তিজ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! আপনারা সৎকর্ম্মের প্রজ্ঞাপক ও সম্পাদক হয়েন। অতএব সৎকর্ম্মের সুফলপ্রদায়ক আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে, সৎকর্ম্মের সুফললাভের নিমিত্ত অর্থাৎ ভগবানে কর্ম্মফল-সমর্পণের জন্য উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সাধকের আত্মোদ্বোধনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্ম ক্ষয় হউক)। (৭অ—৩খ—৫সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! যুবাং 'যজত্র' জ্যোতিষ্টোমাদেঃ 'ঋত্বিজা স্থঃ' ঋত্বিজৌ ঋতৌ কালে কালে যষ্টব্যৌ ভবথঃ। অতো 'বাজেষু' সংগ্রামেষু কর্ম্মসু যজ্ঞাখ্যেষু চ 'সস্নী' সস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ 'তস্য' তং মাং হে ইন্দ্রাগ্নী! 'বোধতং' অথবা তস্য মম স্তুতিং জানীতং॥ ১॥

* * *

প্রথম (১০৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে সৎকর্ম্মের সুফল লাভের এবং সর্ব্বকর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মার উদ্বোধনার সঙ্গে সঙ্গে সাধক প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান প্রদান করুন এবং আমাদিগের কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষধন প্রদান করুন।'

মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা বিশুদ্ধ ও ঋত্বিক, যুদ্ধে এবং কর্ম্মে আমাকে অবগত হও।" বলা বাহুল্য, এ অর্থ ভাষ্য হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র প্রকারের। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ ভিন্নরূপে গ্রহণ করিয়াছি। 'সস্নী' পদের ভাষ্যানুগামী অর্থ—'সস্নাতৌ শুদ্ধৌ সন্তৌ' অর্থাৎ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইয়া।' কিন্তু বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'সাধনস্বভাবঃ'। আমরা তাহা হইতে 'সৎকর্ম্মণঃ সুফলদায়কৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান এবং শক্তি—সৎকর্ম্মের সুফল প্রদান করে। তাদের সাহায্যে কর্ম্মের সম্যক্ নিষ্পাদন

করিবার শক্তির উন্মেষ হয়। আর সেই শক্তিতেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অর্থেই আমাদিগের অর্থের সার্থকতা। * (৭অ ৩খ—৪সূ-১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২   ৩ ১ ২   ৩১ ২র

তোশাসা রথযাবানা বৃত্রহণাপরাজিতা।

১ ২ ৩   ১ ২

ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'তোশাসা' (বহিঃশত্রুনাশকৌ, পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্নৌ ইতি ভাবঃ) বৃত্রহনা' (অন্তঃশত্রুনাশকৌ) 'অপরাজিত' (সর্ব্বজয়যুক্তৌ) 'রথযাবানা' (কর্ম্মরূপে যানে গন্তারৌ) যুবাং 'তস্য' (শরণাগতং মাং) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সৎকর্ম্মণঃ সুফলদাতার নিকট ভগবতি কর্ম্মফলসমর্পণায় ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সদ্বৃত্তেরুন্মেষণায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে দেব! অস্মাকং বহিরন্তঃশত্রূন নাশয়। শত্রুনাশেন জ্ঞানজ্যোতিষা হৃদয়ং সমুদ্ভাসয়ন অস্মান পরাগতিং বিধেহি। (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি ও জ্ঞান রূপ হে দেবদ্বয়! পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন বহিরন্তঃশত্রু-নাশক সর্ব্বত্রজয়যুক্ত কর্ম্মরূপ রথে গমনকারী আপনারা উভয়ে শরণাগত আমাকে সৎকর্ম্মের সুফললাভের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশে সদ্বৃত্তিরুন্মেষণের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু নাশ করুন। আর শত্রুনাশে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণে হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগকে পরাগতি প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—৮সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের প্রথম সূক্তে (অষ্টম মণ্ডল-অষ্টত্রিংশৎ সূক্তের প্রথম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রাগ্নী'! 'তোশাসা' শত্রূন হিংসন্তৌ, 'রথপাবনা' রথেন গচ্ছন্তৌ 'বৃত্রহণা' বৃত্রস্য হন্তারৌ 'অপরাজিতা' কেনাপ্যপরাজিতৌ 'তত্' তং মাং 'বোধতং'। (২অ-৩খ ৪সূ—২সা)।

* • *

দ্বিতীয় (১০৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত বিশেষণ পদগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে সতঃই প্রশ্নের উদয় হয়— নির্গুণ গুণাতীত যিনি, তাঁহাকে এ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার আবশ্যক হয় কেন? গুণাতীত যিনি, অনন্ত যিনি গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে, অনর্থের সূচনা হয়। কিন্তু অনেক সময় মহাপুরুষগণ অনন্তের রূপগুণ-অবস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাৎপর্য্য সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

অরূপের অনন্ত রূপ ধারণা হয় না বলিয়াই অরূপে রূপের কল্পনা করা হয়। অগুণের (নির্গুণের) অনন্ত গুণ বলিয়া, নির্গুণে গুণ-কল্পনা দেখিতে পাই। তাই আমরা মনে করি, অরূপ শব্দে রূপশূন্যতা নহে। তাঁহার রূপ অনন্ত; তাই তিনি অরূপ। কোনও গুণ নাই বলিয়াই যে তিনি নির্গুণ, তাহা নহে। তিনি গুণের অতীত, তাঁহাতে গুণের শেষ নাই অথবা তাঁহার অনন্ত গুণ - এই জন্যই তাঁহার নির্গুণ (অনন্ত গুণ) বিশেষণ। তাঁহাকে অনন্ত জানিয়াও - তাঁহাকে অনন্তরূপ অনন্তগুণ জানিয়াও তাঁহাতে যে রূপ বিশেষের বা গুণ-বিশেষের আরোপ করি, সে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য। সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা অতি আয়াসসাধ্য; তাই আবশ্যক অনুসারে অনন্তে গুণ-রূপের আরোপ। লক্ষ্য যদি সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তে পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক সময় সেই অরূপে রূপের আরোপে, নির্গুণে গুণের সমাবেশে অনর্থের সূচনা হয় বলিয়া সাধক তাঁহাকে রূপগুণে বিশেষিত করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।"

অর্থাৎ,—রূপবিবর্জ্জিত তুমি; তোমাতে রূপের আরোপ করি। গুণাতীত তুমি; তবে তোমায় গুণযুক্ত করি। সর্ব্বব্যাপী তুমি; তীর্থাদির কল্পনায় তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করি। হে জগদীশ! তোমার কৃপায় বিকলতাসম্পাদন বিষয়ক আমার এই ত্রিবিধ দোষ নিরাকৃত হউক। তুমি ক্ষমা কর।

সাধকের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রার্থনা করেন,—'যেন এই রূপের মধ্য দিয়াই

তোমায় পাই, যেন এই গুণের মধ্য দিয়াই তোমায় পাই, যেন এই স্থানের গণ্ডীর মধ্য দিয়াই তোমায় আবদ্ধ দেখি। তাই তাঁহারা বলেন,—

"খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্ ।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ।"

'কি আকাশ, কি অনিল, কি সলিল, কি পৃথিবী কি নক্ষত্রদল, কি পৃথিবীর প্রাণিসকল, কি দিকসমূহ, কি তরুলতা ফলমূল, কি সরিৎ, কি ভূধর, কি কন্দর—ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সকলই শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।' ভক্ত এই ভাবেই তাঁহাকে দর্শন করেন, এই ভাবেই তাঁহাকে প্রণাম করেন; সাধক এই ভাবেই তাঁহাতে পূজাপরায়ণ হন; যোগী এই ভাবেই তাঁহাতে যুক্ত হইয়া থাকেন; এইভাবে তাঁহাতেই ন্যস্তচিত্ত হন। অরূপে রূপের আরোপ নির্গুণে গুণের সমাবেশ—তাহার তাৎপর্য্য এই বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হয়; এই কারণেই রাম-নৃসিংহ-কৃষ্ণ-শঙ্কর-ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধনা; এই কারণেই জগন্নাথজগদ্ধাত্রী-কালী-তারা-দুর্গা প্রভৃতির অর্চ্চনা; এই কারণেই অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয়, অনন্তের ধারণায় অসমর্থ বলিয়াই অনন্তকে সান্তরূপগুণে বিভূষিত করিয়া সান্তের মধ্য দিয়াই, অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা করিয়া থাকে। রূপবিবর্জ্জিতে রূপের আরোপ, বাক্যাতীতকে বিশেষণে সীমাবদ্ধ, সর্ব্বব্যাপীকে স্থানবিশেষে অবস্থিতির পরিকল্পনা - এই কারণেই বিহিত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে 'তোশাসা', 'রথযাবানা' 'বৃত্রহণা' প্রভৃতি পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সকল পদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ সরল ও সহজবোধ্য হইয়া আসিবে। 'বৃত্রহণা' পদের বিশ্লেষণে অন্তঃশত্রুনাশের বিষয়ই উপলব্ধি হয়। অজ্ঞানতারূপ বৃত্রকে হনন করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যকে প্রতিভাত করিয়া দেন—এই জন্যই ইন্দ্র ও অগ্নি 'বৃত্রহণা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের শত্রুনাশ-সামর্থ্যের বিচিত্রতা লোকপ্রসিদ্ধ। জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা বিনাশে সদ্ভাবের উদয়ে কর্ম্মশক্তির পরিস্ফুরণে অজ্ঞানতা-রূপ বৃত্রের যথকার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। এই ভাবেই 'বৃত্রহণা' পদের সার্থকতা। তার পর 'রথযাবানা' পদে 'যিনি রথে গমন করেন' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করেন। আমরাও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমাদের সে রথ স্বতন্ত্র প্রকারের। 'তোশাসা' পদের সহিত 'রথযাবানা' পদের সংযোগে ভাষ্যকার সাধারণ লোকপ্রচলিত রথের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'রথযাবানা' পদে 'কর্ম্মরূপ যানে যিনি বা যাঁহারা গমন করেন'—এই ভাব উপলব্ধি করি। 'তোশাসা' পদের অর্থ, বিবরণকারের অনুসরণে, 'কর্ম্মরূপযানে গন্তারৌ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেরূপ তাৎপর্য্য-গ্রহণের সার্থকতাও আছে। জ্ঞান ভক্তি-কর্ম্মের প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। সৎকর্ম্মের দ্বারা সদ্ভাবের উদয় হয়। সেই সদ্ভাবেই জ্ঞান-ভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানভক্তি সংবাহিত কর্ম্মরূপ যানে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবপূর্ণ হৃদয়মন্দিরে ভগবান আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। 'তোশাসা' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের কথঞ্চিৎ মতান্তর ঘটিয়াছে। বিবরণগ্রন্থে ঐ পদের

অর্থ হইয়াছে 'দীপ্তিসম্পন্নৌ'। তাহা হইতে আমাদিগের অর্থ হইয়াছে—'পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্নৌ।' ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা 'শত্রূন্ হিংসন্তৌ' হইতেও আমাদিগের এই অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ের অন্ধকাররাশি এবং রিপুশত্রু বিদূরিত হইলেই তাহাদের (কর্ম্মের ও ভক্তির) জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে অথবা তাহাদের বিমল জ্যোতিতে অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়। 'বহিঃশত্রু বিনষ্ট হয়' বলিতে বিশ্বপ্রীতির উদয়ে শত্রু মিত্র সম সমান হইয়া যায়, তখন আর ভেদাভেদ কিছুই থাকে না এই ভাবই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের ভাব এই যে,—'কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভাবে আমাদিগের বহিরন্তঃশত্রু বিনষ্ট হউক; বিশ্বপ্রীতির উদয় হউক। সৎকর্ম্মের শুভফলাতে, জ্ঞানজ্যোতিতে হৃদয় সমুদ্ভাসিত হউক। এইরূপে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরাগতি প্রাপ্ত হই।* (৭অ—৩খ—৪সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইদং বাং মদিরং মধ্বধুক্ষন্নদ্রিভির্নরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রাগ্নী তস্য বোধতম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী!' (শক্তিজ্ঞানরূপৌ হে দেবৌ!) 'বাং' (যুবাং) 'নরঃ' (সৎকর্ম্মণাং নেতারৌ সৎকর্ম্মণি নিয়োজকৌ বা নরান ইতি ভাবঃ) ভবতং ইতি শেষঃ। যুবয়োঃ অনুগ্রহেণ 'অদ্রিভিঃ' (অদ্রিবৎপাপকঠোরহৃদয়াদপি ইতি ভাবঃ) 'মদিরং' (মদকরং, পরমানন্দদায়কং ইত্যর্থঃ) 'মধু' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'অধুক্ষন' (ক্ষরন্তি)। অতঃ যুবাং 'ইদং তস্য' (পাপকলুষপূর্ণং বজ্রকঠোরহৃদয়ং মাং ইতি ভাবঃ) 'বোধতং' (উদ্বোধয়তং—সত্ত্বভাবসমন্বিতং কুরুতম ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া পাপাত্মানঃ অপি সাধুরেব মন্যতে। অতঃ প্রার্থনা-হে ভগবন! পাপকলুষপূর্ণং মম বজ্রকঠোরহৃদয়ং উদ্ভিন্নং কৃত্বা মাং সত্ত্বাসমন্বিতং কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৩খ—৪সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শক্তি-জ্ঞানরূপ হে দেবদ্বয়! তোমরা উভয়ে সৎকর্ম্ম-সমূহের নেতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের নিয়োজক হও। তোমাদিগের অনুগ্রহে অদ্রিবৎ পাপ-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গে দ্বিতীয় ঋক্তের অন্তর্গত। (ষষ্ঠ মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত দ্বিতীয় ঋক্)।

কাঠোর হৃদয়েও পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত-ধারা ক্ষরিত (বিগলিত) হয়। অতএব তোমরা পাপ-কলুষ-পূর্ণ কঠোর-হৃদয় আমাকে (সত্ত্বভাব-জনন জন্য) উদ্বোধিত কর। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। ভগবৎকৃপায় পাপাত্মাও সাধু বলিয়া পূজিত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! পাপ-কলুষ-পূর্ণ আমার কঠোর-হৃদয় উদ্ভিন্ন করিয়া আমাকে সত্ত্বভাব-সমন্বিত করুন। (৭অ—৩খ—৪সূ—৫ম)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্রায়ী'! 'মাং যুবাং উদ্দিশ্য 'নরঃ' যজ্ঞস্য নেতারঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'মদিরং' মদকরং 'মধু' সোমাত্মকং অমৃতং 'অধুক্ষন' অপূরয়ন। সিদ্ধমন্যৎ॥ (৭অ—৩খ—৪সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য-প্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত দেখি। মানুষ যদি নিতান্ত পাপাত্মাও হয়, আর সে যদি একবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেও সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদনুগ্রহ-লাভে তাহার পাপকলুষিত পাষাণ হৃদয়েও সত্ত্বভাবের অমৃতধারা প্রবাহিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই। তিনি সাধক ভক্ত অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন,—

> "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
> যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"
> অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
> কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ,—ভগবান সর্ব্বভূতেই সমান; তাঁহার শত্রু মিত্র কেহ নাই। এই জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি ভক্তি সহকারে তাঁহার ভজনা করেন, তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা তাঁহাতেই থাকেন, ভগবানও সেই সকল ব্যক্তিতেই অবস্থান করেন। এমন কি, অতি কঠোরচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভজনশীল হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে, সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়। ভগবানকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—'হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও।' ফলতঃ,

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে যে কেহ তাঁহাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। কস্তুরী মৃগ যেমন আপনার নাভির গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সেই গন্ধের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সাধনাহীন অজ্ঞান ব্যক্তি আপনার অন্তরেই ভগবান অবস্থিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করে। কিন্তু অনন্যভাক্ হইয়া ভগবানকে ভজনা করিতে পারিলে, ভগবানকে অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রত্নাকর এবং বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অতি দুরাচার হইলেও যে তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের একনিষ্ঠতার প্রভাবে। সেইরূপ একনিষ্ঠ - সেইরূপ অনন্যভাক্ হইবার উপদেশই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা 'নরঃ' 'অদ্রিভিঃ' প্রভৃতি পদের বিভক্তিব্যত্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাতে মন্ত্রের যে সঙ্গত অর্থ হইয়াছে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি—সৎকর্ম্মে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদের সাহায্যতায়ই মানুষ ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদে পাষাণতুল্য কঠিন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য আছে। পর্ব্বত যেমন সুকঠিন দুর্ভেদ্য; পাপকলুষিত হৃদয়ও তেমনি দুর্ভেদ্য। সারাজীবন যে পাপরত, তাহার অন্তর হইতে দয়া মায়া ভক্তি সরলতা প্রভৃতি চিরতরে নির্ব্বাসিত;—পর্ব্বতের ন্যায় তাহার হৃদয় কঠিনতাপ্রাপ্ত। তাই সেই হৃদয় বা অন্তর 'অদ্রি' বা পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হয়। পাষাণ হইতে যেমন বারিধারা সময় সময় নির্ঝররূপে নির্গত হয়; সেইরূপ পাপকঠোর হৃদয় হইতে স্নেহপ্রবৃত্তির উন্মেষও অসম্ভব নহে। তবে তৎপক্ষে ভগবানের করুণা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তিনি দয়াপরবশ হইলে—অসাধুও সাধুর শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। মন্ত্রের শেষাংশে তাই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে,—'হে ভগবন। জানি আমি—আপনি সব; জানি আমি—আপনার কৃপায় পাষাণে বারিনির্ঝর প্রবাহিত হয়; শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাই জানিয়াই আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। প্রকৃতি অধম আমরা; সারাজীবন পাপাচরণে অন্তরের স্নেহসদ্ভাবরাশি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর পর্ব্বতবৎ কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে। আপনি দয়া করুন; কৃপা করিয়া পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিউন; হৃদয়ে সদ্ভাবের স্নেহধারা প্রবাহিত হউক। আর সেই অমৃতধারা-প্রবাহে অভিষিক্ত হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করি; এবং স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাতে লীন হইয়া যাই। * (৭অ—৩খ ৪সূ ৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হইবে। (অষ্টম মণ্ডল, অষ্টাত্রিংশৎ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

এই মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তর দ্বারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন। তোমারা আমাকে অবগত হও।"

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　　৩ ১ ২ ৩　১ ২ ২　১ ২
ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতে পবস্ব মধুমত্তমঃ।
৩ ২ ৩　১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব) ত্বং 'মরুত্বতে' (বিবেকলাভায়) 'অর্কস্য' (জ্ঞানযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) 'যোনিং' (উৎপত্তিমূলং—হৃদয়ং ইতি ভাবঃ) 'আসদং' (প্রাপ্নুহি ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'ইন্দ্রায়' (ভগবৎপ্রীত্যর্থং) 'মধুমত্তমঃ' (মধুরতমঃ, অভীষ্টবর্দ্ধকঃ সন্ ইতি যাবৎ) 'পবস্ব' (ক্ষর, করুণাধারয়া মম হৃদি উপজিতঃ ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবৎপ্রাপ্ত্যায় মম হৃদি সত্ত্বভাবঃ আবির্ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকলাভের জন্য জ্ঞানযজ্ঞের উৎপত্তিমূল আমার হৃদয়কে প্রাপ্ত হও; অপিচ ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত মধুরতম অর্থাৎ অভীষ্ট-পূরক হইয়া করুণাধারায় আমার হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—ভগবানকে লাভের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাব আবির্ভূত হউক)। (৭অ—৪খ—৪সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মধুমত্তমঃ' অতিশয়েন মধুমান্ ত্বং 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য যজ্ঞস্য 'যোনিং' স্থানং 'আসদং' উপবেষ্টুং 'মরুত্বতে ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ-৪খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———— ⁐:*:⁐ ————

হৃদয়েই জ্ঞানের জন্ম। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে হৃদয়কে লক্ষ্য করে। হৃদয়ই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসস্থানীয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে, হৃদয় পবিত্র হইলে, এই হৃদয়েই বিবেক-জ্ঞানের—পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তাই সেই পরমজ্ঞানলাভের জন্য সত্ত্বভাবের আবাহন

করা হইয়াছে। দেবতা ও সত্ত্বভাব অভিন্ন। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই দেবতাকে লাভ করা যায়। আর, তাহাই মানব জীবনের চরম ও পরম পুরুষার্থ। ভগবচ্চরণে আত্মলীন হওয়াই মানবের চরম পরিণতি। সেই পরিণতির দিকে চালনার সামর্থ্য-লাভের জন্যই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চারের প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল,—"হে সোম! ইন্দ্রের পানের জন্য এবং তাঁহার সহচর মরুৎগণের পানের জন্য, তুমি অতি চমৎকার আস্বাদন ধারণ পূর্ব্বক ক্ষরিত হও, যজ্ঞের স্থানে উপবেশন কর।" * (৭অ-৪খ-১সূ-১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ০ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

তং ত্বা বিপ্রা বচোবিদঃ পরিষ্কৃণ্বন্তি ধর্ণসিম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সং ত্বা মৃজন্ত্যায়বঃ ॥ ২ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তং' (শরণাগতপালকং) 'ধর্ত্তারং' (জগতাং ধারকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ ইতি ভাবঃ) 'বচোবিদঃ' (ভগবৎপূজায়াং অভিজ্ঞাঃ,—যদ্বা স্তোত্রাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' (পরিচরন্তি, পূজায়াং শক্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। 'আয়বঃ' (অকিঞ্চনাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং—ভবতাং অনুগ্রহং ইতি ভাবঃ) 'সম্মৃজন্তি' (কাময়ামহে ইত্যর্থঃ)। আত্মোদ্বোধকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—বয়ং ভগবদনুগ্রহলাভায় সমুৎসুকাঃ ভবাম। (৭অ-৩খ-১সূ-২সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! শরণাগতপালক জগতের ধারক আপনাকে ক্রান্তপ্রাজ্ঞ এবং আপনার পূজায় অভিজ্ঞ (স্তোত্রাভিজ্ঞগণ) আপনার পূজায় সমর্থ হন। অতএব অকিঞ্চন আমরা আপনাকে (আপনার অনুগ্রহ) প্রার্থনা করিতেছি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চত্বারিংশত্তম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চিকেও (৩প্র—৫অ—১খ ৬সা) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

(মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অস্যং ভাবঃ—আমরা ভগবানের অনুগ্রহ-লাভের জন্য যেন উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তং' পবমানং 'ত্বা' ত্বাং 'ধর্ণসিং' ধর্ত্তারং 'বিপ্রাঃ' প্রাজ্ঞাঃ 'বচোবিদঃ' স্তোতারঃ 'পরিষ্কৃণ্বন্তি' অলঙ্কুর্বন্তি। অপিচ 'ত্বা' ত্বাং 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ 'সম্মৃজন্তি' সম্যক্ শোধয়ন্তি। (৭অ - ৩খ - ১সূ—২স)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রও আত্মোদ্বোধক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। মন্ত্রের ভাব এই যে, যাঁহারা সৎজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবৎপূজায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ভগবানের পূজায় সমর্থ হয়েন। ভগবানের পূজা করিতে হইলে, তাঁহার পূজায় সামর্থ্য লাভ করিতে হইবে; আর তাঁহাকে ডাকিতে হইলে, কি বলিয়া ডাকিলে ডাকার মত ডাকিতে পারা যায়, তাহা শিখিতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহাতে ভগবানের পূজায় সমর্থ হই। আমাদিগের ডাক তাঁহার নিকট যাহাতে পৌঁছিতে পারে,—আমরা সেই সামর্থ্য লাভে যেন উদ্বুদ্ধ হই। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন।' অর্থাৎ,—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, তাঁহার পূজার সামর্থ্য লাভ করিয়া, আমরা যেন তাঁহারই সাযুজ্য লাভ করি,—এইরূপ কামনাই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের বিশেষ মতানৈক্য ঘটে নাই। তবে ব্যাখ্যায় ভাষ্যের ভাবের একটু ইতর-বিশেষ হইয়াছে। প্রথমে ব্যাখ্যাটী উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—'হে সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন বচনরচনাকুশল ব্যক্তিগণ তোমাকে সুশোভিত করে। অন্যান্য লোকে তোমাকে শোধন করে।' ব্যাখ্যার ভাবে স্তোত্র-মন্ত্র রচনার ভাব আসে। কিন্তু ভাষ্যে সে ভাব পরিব্যক্ত নহে। তাই আমাদের অর্থ ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার অনুসারী হয় নাই।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিশ্লেষণেই আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের 'বচোবিদঃ' পদে—ভাষ্যমতে 'স্তোতারঃ' এবং বিবরণমতে 'ঋত্বিজঃ' অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি—এই পদে 'ভগবৎ-স্তোত্রে অভিজ্ঞগণকেই' বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা ডাকার মত তাঁহাকে ডাকিতে পারেন, আমাদিগের মতে 'বচোবিদঃ' তাঁহারাই। কি ভাবে ডাকিলে, কি বলিয়া ডাকিলে কিরূপ স্তবস্তুতি করিলে—সে ডাক, সে স্তবস্তুতি তিনি শুনিতে পান,—ভক্ত যিনি, সাধক যিনি, তিনিই তাহা অবগত আছেন। এখানে 'বচোবিদঃ' বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সেই ভাবেই

আমাদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিপ্রাঃ' পদে আমরা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্রান্তপ্রজ্ঞদিগকেই বুঝি। কারণ, ভগবানের নিকট ডাক বা কর্ম্ম পৌঁছাইতে হইলে, প্রথমে তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তাঁহার স্বরূপ যদি না বুঝিতে পারি, তিনি কেমন যদি না জানিতে পারি, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? যদি বুঝি, তাঁহার এই রূপ—এই গুণ, তবে তাঁহাকে সেই রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, সেই ভাবে ডাকিতে সমর্থ হইব। তবেই সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছাইবে। তাই দেবদেবীর পূজায় ধ্যানে রূপগুণের পরিকল্পনা বলিয়া মনে করি। তাঁহাকে যদি না বুঝিলাম, তাঁহার স্বরূপ যদি অবগত না হইলাম, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাকিতে পারা যায় কি? আমাদের মতে তাই 'বিপ্রাঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'মেধাবিনঃ, ক্রান্তপ্রাজ্ঞাঃ।' অর্থাৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই 'বিপ্রাঃ' নামে অভিহিত। 'আয়বঃ' পদ মনুষ্য-নামের মধ্যে নিরুক্তে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে 'মরণধর্ম্মশীল' অর্থাৎ 'অনভিজ্ঞ আমাদের' অর্থ ঐ 'আয়বঃ' পদে আমরা গ্রহণ করি।

এইরূপে মন্ত্রের যে অর্থ হয়, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! অতি অকিঞ্চন আমরা; আমরা ভজনপূজন কিছুই জানি না। কি বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, কেমন করিয়া তোমার পূজা করিতে হয়—সকলই আমাদের অবিদিত। তাই ডাকি, হে দেব! কৃপা করিয়া শিখাইয়া দেও—তোমাকে কি বলিয়া কেমন করিয়া ডাকিব? শিখাইয়া দেও প্রভু—কি দিয়া কোন্ উপচারে তোমার পূজা করিব? সম্বল কিছুই নাই। আছে মাত্র তোমার শ্রীচরণ ভরসা। তাই কাতরে জানাইতেছি,—হে দেব! শিখাইয়া দেও, বুঝাইয়া দেও—দেখাইয়া দেও! তুমি তো দেব—সকলই জান! তুমি তো দেব সকলই দেখিতেছ! আর মোহঘোরে নিমজ্জিত রাখিও না—প্রভু! অন্ধকার-হৃদয়ে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরণ কর দেব! আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।' * (৭অ ৪খ ১সূ-২সা)।

—•—

তৃতীয়ঃ সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
রসং তে মিত্রো অর্য্যমা পিবন্তু বরুণঃ কবে।

১ ২ ৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (নবম মণ্ডল, চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশ ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন্, বিশ্বকর্ম্মন্ ইত্যর্থঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানস্য' (সদ্ভাবসঞ্চারকস্য) 'তে' (তব) রসং' (অমৃতধারাং) 'মিত্রঃ' (পরমমঙ্গলদায়কঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (আত্মোৎকর্ষসাধকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'বরুণঃ' (স্নেহকারুণ্যসঞ্চারকঃ বরুণদেবঃ) 'মরুতঃ' (বলপ্রাণসঞ্চারকঃ মরুদ্দেবঃ) সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা ইতি ভাবঃ 'পিবন্তু' (গৃহ্নন্তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং শুদ্ধসত্ত্বং গৃহীত্বা অস্মান্ অনুগৃহ্নন্তু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ-৪খ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ক্রান্তকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) হে শুদ্ধসত্ত্ব! সদ্ভাব-সঞ্চারক আপনার অমৃত-ধারা, পরমমঙ্গলদায়ক মিত্রদেবতা, আত্মোৎকর্ষসাধক অর্য্যমাদেবতা, স্নেহ-কারুণ্য-সঞ্চারক বরুণদেবতা, বলপ্রাণ-সঞ্চারক মরুদ্দেবতা—সর্ব্বদেবগণ গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের প্রদত্ত শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন)। (৭অ—৪খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্ সোম! 'পবমানস্য' ক্ষরতঃ 'তে' তব রসং মিত্রঃ 'অর্য্যমা' চ 'বরুণঃ' চ 'মরুতঃ' চ এতে সর্ব্বে দেবাঃ 'পিবন্তু'। (৭অ—৪খ-১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

'সোম প্রস্তুত হইলে সকল দেবতারা আসিয়া সেই সোমরস পান করুন',—মন্ত্রের সেইরূপ অর্থই দেখিতে পাই। 'সোম' বলিতে সোমলতার রসরূপ মাদকদ্রব্য অর্থই তদনুসারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

মন্ত্রের অর্থ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবে—বেদমন্ত্র এমনই দর্পণ স্বরূপ। আমরা তাহা নানা স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থার লোক, লতাপাতার রসরূপ মাদকদ্রব্যকেই প্রিয় সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থই হৃদয়গ্রাহী হইবে। আর তাহারা যে মন্ত্রের উপচারে আপন দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যাঁহারা সে মত্ত রসে বঞ্চিত, পরন্তু অন্য রসে—ভক্তিরসে যাঁহাদিগের হৃদয় পরিপ্লুত, তাঁহারা আবার কেহই ভক্তিরূপ রস দিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। জ্ঞানী যিনি, তিনি অবশ্যই ঐ দুই রসের কোন

রূপ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, তাহা বুঝিয়া, হৃদয়ে সেই রূপ সঞ্চারেরই প্রয়াস পান। 'সোম' শব্দে যে মাদক-দ্রব্য অর্থ প্রচলিত আছে, অসুরকুলের ধ্বংসসাধনোদ্দেশ্য ভিন্ন তাহার অপর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই যিনি অধঃপাতের—ধ্বংসের অতলতলে নিমজ্জিত হইতে চাহেন, 'সোম' শব্দে মাদক-দ্রব্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার অনুবর্তন করেন; আর যিনি শ্রেয়ঃ-অর্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, 'সোম' বলিতে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহারই আহরণে প্রবৃত্ত হয়েন। দেবগণ দেহধারী নহেন। তাঁহারা স্থূল উপাদানভূত তোমার আমার প্রদত্ত অন্নজল অথবা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করিতে আসেন না। অথবা উপস্থিত হয়েন না। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকারী এমন কেহ বোধ হয় এ জগতে নাই—যিনি তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন! তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে দেবতার আবির্ভাব বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে কি ভাবেই বা তবে যজ্ঞক্ষেত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হয়? কেমন করিয়াই বা তাঁহারা কৃপাবিতরণে মানব-সমাজকে কৃতকৃতার্থ করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান বড়ই কঠিন। এক কথায়ও তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। আবার যতই অধিক কথা কহিবে, ভাবগ্রহণ ততই জটিল হইয়া পড়িবে। তাই আমাদের মনে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তর বাক্যে নহে—অনুধ্যানে—অনুভাবনায়; ভাষায় নহে—চিন্তায়।

দেবগণ দেহধারী নহেন—অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহারা ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন ও বিচরণ করিতেছেন। তেজোরূপে, বায়ুরূপে, অপরূপে, সত্যরূপে সৎস্বরূপে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে। প্রাণ তোমার যে ভাবে তাঁহাদিগকে পাইতে চাহিবে, সেই ভাবেই সূক্ষ্মতত্ত্ব পরমাণুরূপে আসিয়া তাঁহারা তোমার সহিত মিলিত হইবেন। বীজটীকে তুমি যখন মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাকে মুকুলিত মুঞ্জরিত পল্লবিত করিবার পক্ষে কে সহায়তা করে? ঝড়-বৃষ্টি রৌদ্র তখন আর তোমার আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা রাখে না; তাহারা আপনিই আসিয়া বীজটীকে নবজীবন প্রদান করে। কেহ দেখিতে পায় না, কাহারও দেখিবার অপেক্ষাও থাকে না। এমনই ভাবে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সহিত দেবগণের সম্বন্ধ সম্পর্কেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। তোমার বীজবপনরূপ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে তোমার দেহ মন প্রাণ এক হইয়া সদনুষ্ঠানে উন্মুখ হইলে, তখন একে একে সর্ব্বদেবগণ—তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব ভাববিভূতি—তোমার সর্ব্বপ্রকার সদ্বৃত্তি-সন্তানের মধ্য দিয়া তোমার মধ্যে প্রকট হইবেন। দেবতার অধিষ্ঠান—দেবতার আগমন তাহাকেই বলে। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশই সেই দেবাধিষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে মাদক-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া বা তাঁহাদিগকে সেই মাদক-দ্রব্য উপহার দিয়া, সে শুদ্ধসত্ত্বভাব কখনই আসিতে পারে কি? সে ভ্রান্ত বিশ্বাস মূঢ়জনের হৃদয়েই উদয় হয়। পরন্তু বিবেকিগণ বিশ্বাস করেন,—মাদক দ্রব্য ভগবানকে অর্পণ বলিতে, মাদক-দ্রব্য পরিবর্জ্জন এই অর্থই সঙ্গত মনে করি। তীর্থবিশেষে দ্রব্য-বিশেষ প্রদানে, সেই সেই সামগ্রীর স্পৃহা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে হয়। মাদকদ্রব্য ভগবানকে দেওয়া বলিতে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করি। সেই দানই 'আত্যন্তিক দান।' তত্ত্বসাধক সেইরূপ দানের আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকেন। ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে 'সোম' বলিতে সোমলতার রস রূপ মাদকদ্রব্য অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। দেবগণ অশরীরী। শুদ্ধসত্ত্বভাবে সূক্ষ্মদেহে বর্ত্তমান আছেন। দেহধারী শরীরী জীবের সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে শরীরের দেহের ক্রিয়া আবশ্যক করে। স্থূলের সহিত স্থূলেরই মিলন সাধিত হয়। কিন্তু যাহা স্থূলের অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, তাহার সম্বন্ধ লাভ করিতে হইলে সে কি স্থূলের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? সেখানে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সামগ্রীর সহায়তার আবশ্যক হইয়া পড়ে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। বহির্জ্জগতে যে কর্ম্মের যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে সে কর্ম্ম আদৌ কার্য্যকরী হয় না। স্থূলের পক্ষে এক, বহির্জ্জগতের পক্ষে এক, অন্তর্জ্জগতের পক্ষে এক;—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির কার্য্যকারিতা আছে। যাহা দৈহিক শক্তির কার্য্য, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক করে। যাহা মানসিক শক্তির কার্য্য, তাহা মানসিক বলের অপেক্ষা করে। যে কার্য্যে দৈহিক বলের প্রয়োজন, তাহাতে মানসিক শক্তি কার্য্যকরী হয় না; আবার, যে কার্য্যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহাতে দৈহিক বলের আবশ্যক হয় না। তাই মানসিক বলের দ্বারা সূক্ষ্ম সামগ্রী এবং দৈহিক বলের দ্বারা স্থূল সামগ্রী গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রখ্যাপিত। স্থূল ও সূক্ষ্মের কার্য্য প্রধানতঃ এই ভাবেই বোধগম্য হয়। অতএব সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবের দ্বারা সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিতে হইবে। স্থূলের দ্বারা সে সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্ব কদাচ লাভ করিতে পারা যায় না। অন্তর্নিহিত সদ্‌বৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বভাবে মিলিত হইয়া,—সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া—তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধা ভক্তি সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবের জনয়িত্রী। হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিনিচয়কে তদ্ভাবে ভাবিত এবং তদঙ্গে অঙ্গীকৃত করে। ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তিভাবের উন্মেষণই সুসংস্কৃত সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেবগণের উদ্দেশ্যে সোম দান—সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বমূলক বিশুদ্ধা ভক্তি সমর্পণ। ইহাই সেই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সহিত আমাদিগের সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের সম্মিলন। সোম যে সেই সৎস্বরূপেরই বিভূতি-বিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবদুক্তিতেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ভগবান বলিয়াছেন,—গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥" অর্থাৎ রসময় সোমরূপে তিনি ওষধি-সমূহকে সংবর্দ্ধিত করেন। সুতরাং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সোমস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সদ্ভাব-সমূহেরই আবশ্যক হয়। এতদর্থই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের মধ্যে মিত্রাদি যে বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে, তাহাতেও এক উচ্চ আদর্শের কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বুঝিতে পারি, মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি সকলেই সেই একেরই অভিব্যক্তি, সকলেই সেই একেরই ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির বিকাশ। আর বুঝিতে পারি,—তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতি ভুবনে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন; আর সকলই তাঁহাতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। মন্ত্রে সোমরূপে সেই বহুরূপের—সেই বিশ্বরূপের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। মিত্ররূপে, অর্য্যমারূপে, বরুণরূপে, মরুৎরূপে যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি সোমরূপে পরিচিত।

সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। মন্ত্রে তাঁহারই রূপ-গুণের ব্যাখ্যান হইয়াছে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই উপলব্ধ হয়; ভক্তসাধক সেই ভাবেই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; সেই ভাবেই তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন,—"হে ভগবন! আপনি আমার অন্তরের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" * (৭অ—৪খ—১সূ - ৩সা).

—— • ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র ১ ২ ১ — ১ ২ ১ —
১। ইন্দ্রায়েন্দাউ। মরুত্বতায়ি। পবস্বামা ২। ধুমত্তমাঃ। অর্কস্বায়ো ২।

১ র ১ A ৩ ৫ র র ২ র র ১
নিমা। স্বা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔ.হোবা। (১) ত্বাবিপ্রাঃ। বচোবিদাঃ।

২ ১ — ১ ২ র ১ — ১ র n ৩
পরিষ্কার্বা ২। ভিধর্ণসায়িম। নম্বামার্জ্জা ২। ভিঅ। য়া ২ বা ২ ৩ ৪

৫ র র ২'র র ১ ২ ১ — ১
ঔহোবা। (২) রসস্তেমায়ি। ত্রোঅর্যমা। পিবন্ত্ব ব ২। রুণঃকবায়ি।

২ ১ — ১ n ৩ ৫ র র ৩ র ২
পবমানা ২। ত্তম। রূ ২ ভা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ইবোবৃধে ১ (৩)।

* * *

২ র র ২ S ২ ৩ ৫ ১ ২ ১ ২ s ২n
২। ইন্দ্রায়েন্দা ১ ঔ হো। মা ৩ রুত্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পাবস্বামা। ধ ৩ ম।

৩ ৫ ১ s ^ ৩ ৫ ১ র
ত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। মাঃ। পবস্বমধুমা ৩ ২। ত্তা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্বযোনা

৪ ৫ ১ ৫র ৫
২ ৩ য়িম। অ। বাহায়ি। সা ২ ৩ ৪ দাম্। এহিয়া ৬ হা। (১)

২ র ২ s ২n ০ ৫ ১ ২ ১ ২
ত্বাং বিপ্রা ১ ঔ হো। বা ৩। চো। বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পারিষ্কার্বা।

২n ৩ ৫ ১ s ৩ ৫
ভা ৩ য়িধা। সা ২ ৩ ৪ সায়িম্। পরিষ্কর্ত্বধা ৩ ২। সা ২ ৩ ৪ সায়িম।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ বর্গে চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডলে চতুঃষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক)। এ মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ,—"হে কার্য্যকুশল সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন মিত্র অর্য্যমা বরুণ ও আর আর তাবৎ দেবতা তোমার রস পান করেন।"

১ র ৪ ৫ ১ ৫র ৫
সম্বাম্বৃজস্তা ২ ৩ ম্বি। অ। বাহাম্বি। বা ২ ৩ ৪ বাঃ। এতিয়া ৬ তা॥ (২)

২ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ . ২ ১ ২n
রূপক্ষেমা ১ ঔ হো। ক্রো ৩ অর্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পাম্বিবস্তুবা। স্ন ৩ পঃ।

৩ ৫ ১ ৪ n ৩ ৫ ১ র
কা ২ ৩ ৪ পাম্বি। পিবস্তুবরুণা ৩ ২ঃ কা ২ ৩ ৪ বাম্বি। পবমানস্য ২ ৩।

৪ ৫ ১ ৫র ৫ ৪
ম। বাহাম্বি। রু ২ ৩ ৪ ভাঃ। এতিয়া ৬ তা। হো ৫ ঈ ডা (৩)॥

* * *

২ র ০ ১ n ৩ ৫ ১ n ৩ ৫ ২ ১ —
৩। ইন্দ্র'য়েন্দ্রাউ। মরু ২ ত্বা ২ ৩ ৪ তাম্বি। পবা ২ ম্বা ২ ৩ ৪ মা। ধুনত্তা ২

১ ২ —১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
মাঃ। অ ২ ৩ র্ক। ত্বা ২ যো। নিযো ২ ৩ ৪ ব। সা ৫ দো ৬ হাম্বি॥

২ র ১ ^ ৩ ৫ ১ n ৩ ৫
(১) ত্বম্বা বিপ্রাঃ। বচো ২ বী ২ ৩ ৪ দাঃ। পরা ২ ম্রিক্ষা ২ ৩ ৪ এর্মা।

২ ১ ১ ২ — ১ ২ ১ ৫ ৪
তিধর্না ২ সাম্বিম্। সা ২ ৩ স্তু। মা ২ র্জ্জা। তিয়ো ২ ২ ৪ বা। যা ৫

৫ ২ র ১র n ৩ ৫ ১ n ৩
বো ৬ হাম্বি॥ (২) রূপক্ষেমাম্বি। ক্রোশা ২ র্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবা ২ স্তু

৫ ২ ১ — ১ ২ — ১ ২ ১ ৫
২ ৩ ৪ বা। রুণঃ কা ২ বাম্বি। পা ২ ৩ বা। মা ২ না। স্তুমো ২ ৩ ৪ বা।

৪ ৫
রু ৫ তো ৬ হাম্বি (৩)॥

* * *

২n৩র ৪ ৫ র র ২ ১ র ২রর৩র২ ২
৪। আঔহোবাহাম্বি। ইন্দ্রায়েন্দ্রাউ। মরু। ত্বতে। ঐগীম্বেহী ১। পাবস্ব-

১ ৩ র র২র১ — — ১ — ১ র
মধুমাত্তমঃ। ঐহীবৈম্বেহী ১। অ ২ ম্বি। অর্কা ২ স্তাযো ২। নিমা।

n ৩ ৫র র ২n৩র ৪ ৫ র ২ ১
দা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ (১) আঔহোবাহাম্বি। ত্বম্বাবিপ্রাঃ। বচো।

২রর৩র২ ২ ১ ২র র ২ র —
বিদঃ। ঐহীবৈম্বেহী ১। পারিক্ষণম্ভির্ণসম্। ঐহীবৈম্বেহী ১। অ ২ ম্বি।

১ — ১ — ১র n ৩ ৫র র ২৲৩র ৪
দাম্বা ২ মার্জ্জা ২। তিআ। বা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ॥ (২) আঔহোবা-

৫ র ২ র ১ র ২রর৩র২ ১ ২ ১
হায়ি। রণস্তেমায়ি। ত্রোআ। র্ধামা। ঐহীয়হী ১। পায়িবস্তুবরুণাঃ

র ২রর৩র২ — ১ — ১ — ১ ৲
কবে। ঐহীহৈহী ১। আ ২ য়ি। পাবা ২ মানা ২। স্পম। রূ ২

৩ ৫র র ২ ১ ১ ২ ১ ১
স্তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। শুক্রআহুতা ২ ৩ ৪ ৫ : (৩)॥

* * *

৫ র ২ ৪র ৫ ২ ১ ৩ -- ১ ১ ১ ২ ১
৫। ইন্দ্রায়া ৩ য়িন্দোমরুত্বতায়ি। পবাবা ১ মা ২। ধুবা ২ ৩ স্তমাঃ। অর্কদায়ো।

২ ২র ২ ১ ২ ১
নিমা ২ ৩ সদাউ। বা ৩। স্তৌবে ৩ ৪ ৫ (১)॥

* * *

২ ১ র র — ১ ২ ১ —
৬। ইন্দ্রো। ইহা। যেন্দোমরু ২ ত্বতায়ি। ইহা। পবা। ইহা। স্বমধুমা ২

১ ২ ১ র — ১ ২
স্তমাঃ। ইহা। অর্কা। ইহা। স্বয়োনিম্না ২ সদাম্। ইহা ১॥

২ ১ র -- ১ ২ ২ ১ --
স্তবা। ইহা। বিপ্রাবচো ২ বিদাঃ। ইহা। পরায়ি। ইহা। কুর্যস্তিবা ২

১ ২ ১ -- ১ ২
র্ধাসায়িষ্। ইহা। সস্রা। ইহা। মৃজাস্ত আ ২ য়বাঃ। ইহা ১॥

২ ১ র র -- ১ ৩ ১ --
রণাম্। ইহা। তেমিস্রো আ ২ র্ধামা। ইহা। পিবা। ইহা। ত্তুবরুণা ২ঃ

১ ২ ১ র -- ১ ২
কবায়ি। ইহা। পবা। ইহা। মানস্তমা ২ ক্রতাঃ। ইহা ১॥

* * *

২ র র র র ১ ২ n৩ ৫ ২ ১ ৫ ২ ১ ২
৭। ইন্দ্রায়েন্দ ঔহোহায়ি। মাবস্বা ২ ৩ ৪ তায়ি। পবাবা ২ ৩ ৪ হায়ি। মধুমত্তা

৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ মাঃ। অর্কস্য

১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১৺৩ ৫ ৩র ২
যোনিমানা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪ দাম্।

৫র ৫ ২ র র র ১৺২ ১৺৩ ৫ ২ ১
এহিয়া ৬ হা॥ ত্বস্মাবিপ্রাঔহোহায়ি। গাচোগা ২ ৩ ৪ দাঃ। পরায়িষ্কা

৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হা। পৃস্তির্ণা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহ্বা ২ ৩ ৪

৫ ২ ১ ২ ১ ৭ র ২ ৩র৪র৫ ১৩ ৫ ৩র ২
সীম্। সপ্তাম্। জায়ি অমা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো

৫র ৫ ২ র র র ১ ২ ৩
৩ ১ ২ ৩ ৪। বাঃ। এহিয়া ৬ হা। রণস্তেমা। ঔহোহায়ি। ত্রোঅর্য্যা

৫ ২ ১ ৫ ১ ২ ৩র৪র৫ ১৩
২ ৩ ৪ মা। পিবাতু ২ ৩ ৪ হায়ি। বরুণঃ কা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪

৫ ২ ৩ ৫ ২১১র ১ ৭ ২ ৩র৪র৫ ১৩
হায়ি। উহ্বা ২ ৩ ৪ বায়ি। পবমা। নাস্থমরা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ৩র ২ ৫র ৫ ৪
২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। তাঃ। এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥

*

১২র১ র ২ র ১ ২ ১ — ১২ ১র --
৮। ত্বস্মাবিপ্রাবচোবিদঃ। ইহা। পরিষ্কৃণ্বন্ধর্ণসা ২ য়িম্। ইহা। সপ্তামুজস্থা ২

১২ ১ ৫ ৫
য়ি। ইহা ৩। যা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি॥

* * *

২র ১ ২ ১ ৩র ২৩ ৫ ১ ১ ১ ২
৯। রণোহোবা। স্তেমা ২ য়ি। ত্রো অর্য্যা ২ ৩ ৪ মা। পিবন্তু। রুণাঃ কা ২

— ১র ২ ২ন ৩ ৫ ১ ৩ ৫র র
বা ২ য়ি। পব। ঔ ৩ হোয়ি। মা ২ ৩ ৪ না। স্থা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২১১১
এ ৩। ক্রতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥ ১।২।৩॥ *

---

* পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের প্রথম সূক্তের তিনটী মন্ত্রের একত্র-সংগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। সেই গানকয়টীর নাম,—'ইহোবৃধীয়ং', 'গায়ত্রীকৌঞ্চং', 'বাজদাবদান্যং', 'অশ্বসূক্তং', 'আমহীয়বং', দাঢ়চ্যুতং, 'বারবন্তীয়োত্তরং', 'ইহবদ্বামদেব্যং', এবং সাপৌষ্ণসাম্নং'।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা সমুদ্রে বাচমিন্বসি।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ক ২র
রয়িং পিশঙ্গং বহুলং পুরুস্পৃহং পবমানাভ্যর্ষসি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুহস্ত্যা' (শোভনহস্ত, শোভনকর্ম্মসম্পাদক, সৎকর্ম্মণাং আধার হে পরমদাতঃ ইতি ভাবঃ) 'মৃজ্যমানঃ' (শোধ্যমানঃ, পবিত্রতাসাধকঃ) ত্বং 'সমুদ্রে' (ইহজগতি, যদ্বা সমুদ্রবৎবিশালে ইতি ভাবঃ, হৃৎপ্রদেশে) 'বাচং' (জ্ঞানং) 'ইন্বসি' (প্রেরয়সি, প্রযচ্ছসি); 'পবমান' (হে পবিত্রকারক দেব!) ত্বং 'বহুলং' (প্রভূতপরিমাণং) 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয়ং) 'পিশঙ্গং, (শ্রেষ্ঠং) রয়িং' (ধনং, পরমধনং) 'অভ্যর্ষসি' (প্রযচ্ছ, প্রার্থনাকারিণঃ অস্মভ্যং ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং পরমধনং চ প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমদাতঃ! পবিত্রতাসাধক আপনি ইহজগতে অথবা সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদ্‌প্রদেশে জ্ঞান প্রদান করেন; হে পবিত্রকারক দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণে সর্ব্বলোকপ্রার্থনীয় পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রকাশক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞানরূপ পরমধন প্রদান করুন।) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুহস্ত্যা'—হস্তে ভবা হস্ত্যা অঙ্গুলয়ঃ শোভনাঙ্গুলিক সোম! 'মৃজ্যমানঃ' শোধ্যমানঃ ত্বং 'সমুদ্রে' অন্তরিক্ষে কলশে বা 'বাচং' শব্দং 'ইন্বসি' প্রেরয়সি। কিঞ্চ হে 'পবমান' 'পূয়মান' পূয়মান সোম! 'পিশঙ্গং' হিরণ্যৈঃ পিশঙ্গবর্ণং 'বহুলং' প্রভূতং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং 'রয়িং' ধনং 'অভ্যর্ষসি' স্তোতৃণামভি ক্ষরসি প্রযচ্ছসি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১০৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-স্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ পরম পবিত্র ভগবানই জগতে জ্ঞান ধন বিতরণ করেন। জগতের যত আবিলতা, যত মলিনতা তাঁহারই কৃপায় দূরীভূত হয়; পৃথিবী শান্তি-সুখে সুখী হইয়া থাকে। জ্ঞান-স্বরূপ তিনি। তাঁহারই জ্ঞানালোকে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়। তিনি মানুষকে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া পুণ্য পবিত্র পথে চলিবার শক্তি প্রদান করেন। তাঁহারই কৃপায় মানুষ আপনার চরম গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তিনি মোক্ষপ্রদায়ক। যে ধন লাভ করিলে মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় আর কিছু থাকে না, সেই পরম ধনের জন্য মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি পরমদাতা। তাঁহারই কৃপায় মানব আপনার অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই সেই কল্পতরুমূলেই মানব আপনার বাসনা কামনা নিবেদন করে।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'সমুদ্রে' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'ইহজগতি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (৭অ—৪খ—২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩

পুনানো বারে পবমানো অব্যয়ে

১ ২ ৩ ১ ২

বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

৩ ১ ২ ৩ ১র

দেবানা৺ সোম পবমান নিষ্কৃতং

২র ৩ ১ ২

গোভিরঞ্জানো অর্ষসি ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তাধিক শততম সূক্তের একবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ষোড়শ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (৩প—৫খ—৫খ—৭সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

অর্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'অয়ং' (হৃদ্গতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অব্যয়ে বারে' (সত্ত্বাববরোধকানাং শত্রূণাং হৃদয়েঽপি) অপিচ 'বনে' (অরণ্যবৎ-শুষ্কহৃদয়েঽপি) 'পবমানঃ' (ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (অতাড়য়ৎ, যথা তান্ পরিত্রায়তি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'উদকে' (উদকবৎস্রাবকে সত্ত্বাবসমন্বিতে হৃদয়েঽপি স্বতঃ-ক্ষরন্) 'অচিক্রদৎ' (পরিত্রায়তি, রক্ষতি ইতি যাবৎ)। অথবা সত্ত্বাবপ্রভাবেন অতিপাষাণ-কঠোরহৃদয়েঽপি 'উদকে' (উদকবৎস্রাবকঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'অচিক্রদৎ' (প্রক্ষরতি, প্রবহতি ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'পবমান' (পবিত্রতাসাধক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং 'গোভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ তথা ভক্তিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'অজ্ঞানঃ' (মিশ্রণকারকঃ সম্মিলনসাধকঃ বা, যথা—সঙ্গতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং আধারং ইতি ভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (নিত্যং, শাশ্বতং স্থানং) 'অর্ষসি' (গচ্ছসি, প্রাপ্নোষি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ সঙ্কল্পজ্ঞাপকশ্চ। অতিকঠিনহৃদয়ং অপি সত্ত্বাবপ্রভাবেন বিগলিতং ভবতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়ং সত্ত্বাবং সঞ্চয়েম ॥ (৭অ ৪খ-২সূ—২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক পবিত্রতাসাধক হৃদ্গত শুদ্ধসত্ত্ব, সত্ত্বাব-অবরোধক শত্রুগণের হৃদয়েও এবং অরণ্যবৎশুষ্কহৃদয়েও ক্ষরিত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। অপিচ, উদকবৎদ্রাবক সত্ত্বাবসমন্বিত হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে। (অথবা সত্ত্বাবপ্রভাবে অতিপাষাণকঠোর হৃদয়েও উদকবৎস্রাবক শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হয়)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পজ্ঞাপক। অতি কঠিন হৃদয়ও সত্ত্বাবে বিগলিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পের ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বাব-সঞ্চারে সমর্থ হই) ॥ (৭অ—৪খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'বৃষঃ' বৃষভসদৃশঃ সন্ 'পুনানঃ' অভিষূয়মাণঃ সর্ব্বং শোধয়ন্ 'অব্যয়ে' অবিময়ে 'বারে' বালে পবিত্রে 'পবমানঃ' পূয়মানঃ সন্ 'বনে' বননীয়ে 'উদকে' কাষ্ঠে কলশে বা 'অচিক্রদৎ' শব্দমকরোৎ। অথ প্রত্যক্ষবাদঃ। হে 'সোম'! পবমান ! ত্বং 'গোভিঃ' গবোঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'অজ্ঞানঃ' অজ্যমানঃ সন্ 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং 'দেবানাং' স্থানং 'অর্ষসি' গচ্ছসি। (৭অ ৪খ-২সূ ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের ভাব পরিগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাবে একটু জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহা এই,—"মেষলোমের উপর ক্ষরিত হইয়া তুমি শোধিত হইতে হইতে রসবর্ষণ কর এবং জলের মধ্যে শব্দ করিতে থাকে। হে ক্ষরণশীল সোম! তুমি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া তুমি দেবতাদিগের ভবনে গমন কর।" জলের মধ্যে যে সোম শব্দ করেন, তিনি আবার দুগ্ধের সহিত দেবতাদিগের ভবনে গমন করেন। এই যে সোম, সে কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারে? তাই আমাদের অর্থ অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে।

দেবতা ও সোম এতদুভয়ের সম্বন্ধ খ্যাপনে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রে বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে যে ভাব পরিব্যক্ত, তদ্বিষয়ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব প্রভাবে অতি অজ্ঞান হৃদয়ও জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হয়, পাপী ব্যক্তির হৃদয়ও নির্ম্মলতা ধারণ করিতে পারে—মন্ত্রে এই নিত্য-সত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অরণ্যবৎ নিবিড় অন্ধতমসাচ্ছন্ন রিপুরূপ হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল হৃদয়ও জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়েও অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার সদ্ভাবসম্পন্ন হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সহিত মিলিত হইয়া, পরম স্থানে লইয়া যায়। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব; সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগকে পরম-স্থান প্রদান করুন।' ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বই মূলীভূত, শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত করে, শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেই মানুষ, মানুষ হইয়াও দেবত্ব—অমরত্ব লাভ করিতে পারে। ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য।* (৭অ—৪খ—২সূ-২সা)॥

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২ র ১২ ৪ ৫ ২ ১ ২
১। মৃগামামাঃ। সুহস্তিয়া ৩। সামৃ ৩ ভ্রাম্বিবা। চামিষসা ৩ ম্বি। রাম্নী ৩
৪ ৫ ২ ১ ^ ৩ ৫ ১ ২র ১
স্পাম্বিশা। পষহলা ৩ মা' পূরূ ২ ষ্প ২ ৩ ৪ হাম্। পবমা। না।
২ ২ ৩ ৪ ৫ ২ র
ঔ ৩ হো। ভিয়ো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ সো ৬ ডারি। পবমানা।

---

* সামবেদের এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক শততম সূক্তের দ্বাবিংশ ঋক)।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫
ভিরর্ষণা ৩ য়ি। পাবা ৩ মানা। ভিরর্ষণা ৩ য়ি। পুনা ৩ নোবা।

২র ১র ^৩ ৫ ১র২ ১ ২ ২
রেপবমা ৩। নোআ২ব্যা২৩৪য়ারি। বৃষোঅ। চা। ঔ৩হো।

^ ৫ ৪ ৫ ২র
ক্রেদো ২৩৪ বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি॥ বৃষোঅচায়ি। ক্রন্দমা ৩ য়ি।

১২ ৪৫ ২ ১২ ৪৫ ২
বার্ষো ৩ আচায়ি। ক্রন্দমনা ৩ য়ি। দায়িবা ৩ না৺গো। মপবমা ৩।

১ ^ ৩ ৫ ১র ২ ১ ২ ২
অনা ২ য়িক্রা২৩৪র্ত্তান্। গোভির। জা। ঔ৩হো।

১ ৫ ৪ ৫
অও২৩৪বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি॥

* * *

২১রর র র ১২ ১২১ ৭ ২ ২ ২
২। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যা। সমুদ্রেবোবা। চামিম্বনি। রায়িম্পিশা ৩। হা ৩ হা।

১২র ২১২ ১ ২ ২ ২ ১
গম্বহুলম্পুরুস্পৃহম্। পবমানা ৩। হা ৩ হা। ভিরর্ষা ২৩৪ য়ি॥

১২রর ১২ র ১২ ১২ ১রর২ ২ ২র
পবমানাভিরর্ষসি। পবমানোবা। ভার্য্যর্ষসি। পুনানোবা ৩। হা ৩ হা।

র ২রর ১৩র ১র ২ ২ ২ ১ ৩
ধেপবমানোঅব্যয়ে। বার্ষোঅচা ৩ য়ি। হা ৩ হায়ি। ক্রন্দষা ২৩ সা

১র২ ১র ২র ১২ ১২র ১রর ২
৩৪৩ য়ি॥ বৃষোঅচিক্রন্দমনে। বৃষোঅচোবা। ক্রোদমনে। দায়িবানা৺গো ৩।

২ ২ ১২র ১ র ২ ২ ২ র৫
হা ৩ হা। মপবমাননিষ্কৃতম্। গোভায়িরঞ্জা ৩। হা ৩ হা। মোঅর্ষা

২ ২
২৩সা৩৪৩য়ি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২১র২ ১ — ১ -- ১ র -- ১
৩। মৃজ্যমানঃসহ। স্তিয়া ২। সমু ২ হো। দ্রেবা ২ হো।

২র১ — ১ — ১ ২১
চামিম্বসায়ি। রয়া ২ য়িম্৺হোয়ি। পিশা ২ হো। গম্বহুলাম্।

২র১ -- ১ র -- ১ ২র১'২
পুরুস্পৃহাম্। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্ষণা ৩১ উবা২৩।

১ ২র র ১ — ১ — ১ র ২র১
পবমা নাযিয়া। যমা ২ য়ি। পবা ২ হো। মানা ২ হো। ভীরর্ষণায়ি। পুনা

— ১ র — ১ ২র১ ২র ১ — ১
২ হো। নোবা ২ হো। য়েপবমা। নো অবায়ায়ি। বৃষো ২ হোয়ি।

— ১ ২র১ ২ ১ র ২ ১ —
অচা ২ য়িহোয়ি। ক্রন্দদ্বনা ৩ ১ উবা ২ ৩। বৃষোঅচিক্রদাৎ। যমা ২ য়ি।

১ — ১ — ১ ২র১ ২ র — ১ র
বৃষো ২ হোয়ি। অচা ২ য়িহোয়ি। ক্রন্দদ্বনায়ি। দেবা ২ হো। মা৵:

— ১ ২১ ২র১ র ১ — ১
সো ২ হো। মপবমা। নানিষ্কৃতাম্। গোভা ২ য়িহোয়ি। অঞ্জা ২ হো।

২র ১ ২ ২র১র ২ ২
নোঅর্ষণা ৩ ১ উবা ২ ৩। বাজাজিগী ৩ বা৵১।

* * *

২ র ১ ২ ১২ ১ ২রর ১ ২ — ১ ২
৪। মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্যোবা। ওবা। সামুদ্রেবা। চমায়িবা ১ সী ২। রা ২ ৩ য়ীস।

১ ২ ১ ২১ ২ ১S ২ ১২রর১২
পা ২ ৩ য়িশা। গদ্বহুলম। পুরূ ২ ৩ হায়ি। স্পৃহা ও মা। পবমানাভির-

১ ২ ১র২ ২ ৫ ৪
র্ষসি। পা ২ ৩ বা। মানাভয়ো ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫

৫ ২রর ১২ ১২ ১২রর ১২ —
সো ৬ হায়ি। পবমানাভির্ষর্ষসোবা। ওবা। পাবমানা। ভিরার্ষা ১ সা ২ য়ি।

১ ২ ১ ২ ১র২র ১র ২ ১৪
পূ ২ ৩ মা। সো ২ ৩ বা। য়েপবমা। নো আ ২ ৩ হায়ি। বায়া ৩

২ ১র ২ ১২র ১ ২ ১ ২ ২
আ। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। বা ২ ৩ র্ষো। আচিক্রদো ৩। হো ৩১

৫ ৪ ৫ ২র ১ ২ ১২ ১র
২ ৩ ৪। বা। বা ৫ নো ৬ হায়ি। বৃষো অচিক্রদদ্বনোবা। ওবা। বার্ষো

২ ১২ — ১ ২ ১ ২ ১২র
অচি। ক্রদাবা ১ সা ২ য়ি। দা ২ ৩ য়িবা। না ২ ৩ ৵সো। মপবমা।

১ ২ ১২ ২ র ২ র১র ২ ১ ২
মজা ২ ৩ হায়ি। কৃত্ত ৩ মা। গোভি রজ্ঞানো অর্ষসি। গো ২ ৩ ভায়িঃ ৮

১র২২ ২ ১ ৫ ৪ ৫
আঞ্জান ঔ ৩। হো ৩ হো ২ ৩ ৪। বা। বা ৫ সো ৬ হায়ি।

* * *

১ ২ ১ ২র১ — র ১ররর২র১ ২র র ১ ৩র ১
ভিরর্ষণি। হুবাগ্নি। ঔহোবা ২। পুনানোবারেপবমানোঅবায়ে। হুবাগ্নি।

২র১ — ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ⁿ ৩
ঔহোবা ২। বৃষাঅচিক্রদদ্বনে। হুবাগ্নি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪।

৫র র ১ র ২ ১২র ১ ২র ১ — ১ র ২ ১২র
ঔহোবা। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে। হুবাগ্নি। ঔহোবা ২। বৃষোঅচিক্রদদ্বনে।

১ ২র ১ — র১রর ২র র ১ ২র ১ —
হুবাগ্নি। ঔহোবা ২। দেবানাঁ সোমপবমান্নিষ্কৃতম্। হুবাগ্নি। ঔহোবা ২।

১র ২ র ১র ২ ১ ২র ১^ ৩ ৫র র
গোভিরঞ্জানোঅর্ষণি। হুবাগ্নি। ঔ। হো ২। বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ১ ২ র১র ২ ১র — ৩ ১ ১ ১ ১
অর্কপুষ্পেবাঃ পয়মেধিয়ো ২ মা ২ ৩ ৪ ৫ ন্ন ॥ ৩

—— • ——

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
প্রত্নমু ত্যং দশ ক্ষিপো মৃজন্তি সিন্ধুমাতরম্।

১ ২ ৩ ১ ২
সমাদিত্যেভিরখ্যত ॥ ১ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকং ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' (তং) 'প্রত্নং' (অনাদিমহিমান্বিতং সত্ত্বভাবপ্রেরকং ইতি ভাবঃ ভগবন্তং ইতি শেষঃ) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (পরিচরন্তি—অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। অপিচ, তং ভগবন্তং 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমখ্যত' (আত্মনা সহ সম্যক্ যোজয়ন্তি—তে অর্চ্চনাকারিণঃ ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ সাধকাঃ জ্ঞানপ্রভাবেন ভগবতা সহ আত্মানং সংমিলয়ন্তি ইতি ভাবঃ। (৭অ-৪খ ৩দ-১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চতুর্দ্দশটী-গেয়গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "ঔক্ষোরন্ধ্রম্" (২) "সাবৈরুদ্মোক্ষোরন্ধ্রম্" (৩) "বাজজিৎ" (৪) "বরুণসাম" (৫) "আজিগ্লাজোষ্ঠম্" (৬) "সপ্তহম্" (৭) "ত্রিণিধনমায়াস্যম্" (৮) "অভীবর্ত্তম্" (৯) "কালেয়ম্" (১০) "পৌরুমীঢ়ম্" (১১) "আঙ্গিরসাঙ্গোষ্ঠম্" (১২) "কশ্যপস্তরম্" (১৩) "কশ্যপস্তরম্" এবং (১৪) "অর্কপুষ্পোত্তরম্"।

অথবা

'সিন্ধুমাতরং' (স্নেহধারাভিঃ মাতৃবৎ সর্ব্বলোকপালকঃ ইতি ভাবঃ) 'ত্যং' 'এতং' (মহামহিমান্বিতঃ সদ্ভাবপ্রেরকঃ সঃ ভগবান) 'দশক্ষিপঃ' (সর্ব্বাসু দিক্ষু আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং বিশ্বভুবনং ইতি ভাবঃ) 'মৃজন্তি' (সদ্ভাবেন পরিব্যাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। স ভগবান্ 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সমধাত' (সমুত্থানমতি—শরণাগতান ইতি ভাবঃ)। অথবা সঃ ভগবান 'আদিত্যেভিঃ' (জ্ঞানজ্যোতিভিঃ) 'সমধাত' (সজ্জাতি—সাধকৈঃ সহ ইতি ভাবঃ)। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক মহামহিমান্বিত সদ্ভাবপ্রেরক ভগবানকে অর্চ্চনাকারিগণ সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করেন। অপিচ সেই অর্চ্চনাপরায়ণগণ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা সেই ভগবানকে আপনাদিগের সহিত সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-নিত্যসত্যখ্যাপক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবসম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানপ্রভাবে ভগবানের সহিত আত্মসম্মিলন সাধন করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

অথবা

মাতার স্নেহধারার দ্বারা সর্ব্বলোকপালক, মহামহিমান্বিত ও সদ্ভাবপ্রেরক সেই ভগবান আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনকে সদ্ভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন; এবং সেই ভগবান জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা শরণপরায়ণদিগকে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ভাসিত করেন। (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সিন্ধুমাতরং' যস্য সোমস্য সিন্ধবো নদ্য মাতরো ভবন্তি। 'ত্যং' তং 'এতং' ইমং সোমং 'দশক্ষিপঃ' দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়ো 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। অপি চ সোহয়ং 'আদিত্যেভিঃ' আদিত্যৈঃ 'সমধাত' সংগচ্ছতে॥ (৭অ—৪খ—৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী সোম-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই,—"নদীগণ এই সোমের মাতা। দশ অঙ্গুলি মিলিত হইয়া ইহাকে শোধন করে। ইনি আদিতির সন্তান দেবতাদিগের সহিত মিলিত হয়েন।" বলা বাহুল্য, সায়ণের ব্যাখ্যার

অনুসরণেই এই ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তবে 'আদিত্যেভিঃ' পদের 'অদিতির সন্তান' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। পরন্তু উহা যে ব্যাখ্যাকারেরই কল্পিত অর্থ; ভাষ্য-দৃষ্টেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের বিষয় আলোচনা করিলেই, কোন পক্ষে মন্ত্রের কোন অর্থ সঙ্গত, তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পদ—'সিন্ধুমাতরং' এবং দ্বিতীয় পদ 'দশক্ষিপঃ'। 'দশক্ষিপঃ' পদের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তদনুসারেই আমরা ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'বিশ্বভুবন।' 'সিন্ধুমাতরঃ' পদের অর্থ উপলক্ষে নানা গবেষণা দেখিতে পাই। নিঘণ্টু নিরুক্তে 'সিন্ধু' পদ নদী-সমূহের নামের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। তদনুসারে সিন্ধু পদে স্যন্দমান নদী-সমূহকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যানুসারে 'সিন্ধুমাতরং' পদে 'সিন্ধবো নব মাতরো' প্রভৃতি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রী, পরুষ্ণী (ইরাবতী), অসিক্লী, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, আর্জ্জিকায়া (বিপাট) প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। ভাষ্যের ভাবেই তাহাই উপলব্ধ হয়। নদীর স্যন্দমান জলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই 'সিন্ধুমাতরং' বলা হইয়াছে। অথবা জলের দ্বারা সোমাভিষব-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, তদর্থেই উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। 'নদীগণ সোমের মাতা' বলিতেও সেই ভাবই উপলব্ধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মতে ঐ 'সিন্ধুমাতরং' পদের কি অর্থ সঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয় অনুধাবন করুন। যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন,—তিনিই মাতা। যিনি স্নেহধারা-প্রদানে জীবনরক্ষা করেন'—তিনিই মাতৃ-পদবাচ্য। 'সিন্ধু' পদে সেই স্নেহধারাকেই বুঝাইতেছে। জননী যেমন স্নেহধারা-দানে সন্তানকে পালন করেন; সেইরূপ 'সিন্ধুমাতরং' পদে সেই স্নেহধারা-প্রদানের ভাব আসে। ভগবান, মাতৃদেবীর স্নেহধারার দ্বারা সদাকাল আমাদিগকে পালন করেন ও রক্ষা করেন;—'সিন্ধুমাতরং' প্রভৃতি মন্ত্রের প্রথম অংশে সেই ভাবই প্রস্ফুট বলিয়া মনে করি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বভুবনাত্মক প্রাণিপর্য্যায়কে—চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ জড় অজড় সকলকেই ভগবান রক্ষা করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে করুণাধারা-বিতরণে পালন করেন,—'দশক্ষিপঃ' ও 'সিন্ধুমাতরং' পদদ্বয়ে এই ভাবই উপলব্ধি করি। আর 'আদিত্যেভিঃ' পদের 'জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ' অর্থই আমাদিগের মতে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বহুবচনান্ত পদ বলিয়াই বোধ হয় ব্যাখ্যাকার 'অদিতির পুত্র দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সপ্তরশ্মির বিষয় অনুধাবন করিলে ঐ 'আদিত্যেভিঃ' পদে 'সপ্তরশ্মিসমন্বিত সূর্য্যদেবকে' এবং তাহা হইতে 'অশেষশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানজ্যোতিকেই' বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন সংঘটন করিতে হইলে, জ্ঞানই তাহার একমাত্র অবলম্বন; জ্ঞানসমন্বিত সদ্ভাবই - জ্ঞানবিমিশ্র সৎকর্ম্মই সে অঘটন-সংঘটনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সদ্ভাবই যে ভগবৎপ্রাপ্তির মূলীভূত, মন্ত্রে তাহাই উপলব্ধ হয়। তাই 'সমাদিত্যেভিরখ্যত' অংশের অর্থ জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত করেন,—নিষ্পন্ন হইয়াছে।

মন্ত্রের যে দ্বিবিধ অন্বয় আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে সর্ব্বত্র একই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। উভয়ত্রই আকাঙ্ক্ষা—আত্মায় আত্মসম্মিলন। আমরা মনে করি—সেই অন্তই মন্ত্রের উদ্বোধনা। * (৭অ ৪খ-৩সূ-১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩২ ১২৩ ৩১ ২ ৩২৩ ২
অমিন্দ্রেণোত বায়ুনা সুত এতি পবিত্র আ।
১ ২র ৩১ ২
সং সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুত' (অভিষুত, পবিত্রশুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি যাবৎ) 'পবিত্রে' (বিশুদ্ধে হৃদ্রূপে আধারে ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রেণ' (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নেন ভগবতা সহ ইতি যাবৎ) 'সং' (সম্যক্‌-প্রকারেণ) 'আ এতি' (সঙ্গচ্ছতে, সম্মিলিতঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বায়ুনা' (পাবককারকেন জীবনস্বরূপেণ বায়ুদেবেন সহেতি যাবৎ) তথা 'সূর্য্যস্য' (স্বপ্রকাশস্য সূর্য্যদেবস্য) 'রশ্মিভিঃ' (কিরণৈঃ সহ,—যদ্বা, জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ সহ ইতি ভাবঃ) সঙ্গচ্ছতু ইতি শেষঃ। (৭অ-৪খ—৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র শুদ্ধসত্ত্ব বিশুদ্ধ হৃদ্রূপ আধারে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত সম্যক্‌প্রকারে সম্মিলিত হয় বা হউক। অপিচ, সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রকারক জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার এবং স্বপ্রকাশ সূর্য্যদেবের কিরণসমূহের সহিত অর্থাৎ জ্ঞানজ্যোতির সহিত সঙ্গত হউক। (৭অ—৪খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুতঃ' অভিষুতঃ সোমঃ 'পবিত্রে' 'ইন্দ্রেণ' 'সম্ এতি' সংগচ্ছতে। 'উত' অপিচ 'বায়ুনা' সমেতি 'সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ' কিরণৈরপি সমেতি। (৭অ-৪খ-৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, সপ্তম ঋক্)।

দ্বিতীয় (১০৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে সৎস্বরূপ ভগবানের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের মিলন—সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েই হইয়া থাকে। আর সদ্ভাব-সমন্বিত হৃদয়েই জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথমতঃ পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের সহিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিভূতিসমূহ-ক্রমে সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত মিলাইয়া দিউক, এই ভাবেই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে মিলনের তাৎপর্য্য। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে ব্যাখ্যাকারের সহিত বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই নিষ্পীড়িত সোম পবিত্রের উপর যাইয়া ভগের সহিত, বায়ুর সহিত এবং সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইতেছেন।"

এস্থলে 'পবিত্রে' শব্দে কুশ অর্থ গ্রহণ না করিয়া আমরা ঐ পদে 'হৃদয়রূপ আধারক্ষেত্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভগবৎসম্মিলনের—হৃদয়ই পবিত্র স্থান। ইহাই আমাদের অর্থের তাৎপর্য্য। এখানে মানস-পূজার মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৪খ—৩দ ২সা)।

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স নো ভগায় বায়বে পূষ্ণে পবস্ব মধুমান্।

১ ২ ৩ ২র

চারুর্ম্মিত্রে বরুণে চ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মধুমান' (পরমানন্দময়ঃ) 'চারুঃ' (পরমকল্যাণসাধকঃ) অসি ইতি শেষঃ। তথাবিধঃ ত্বং 'নঃ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলায় ইতি ভাবঃ) 'ভগায়' (সৌভাগ্যবিধাতার ভগদেবায়) 'বায়বে' (জীবনস্বরূপায় বায়ুদেবায়) 'পূষ্ণে' (পুষ্টিসাধকায় পূষাদেবতায়) 'মিত্রে' (মিত্রবৎ পরমোপকারিণে মিত্রদেবায়) 'বরুণায়' (স্নেহকারুণ্যরূপিণে বরুণদেবায়) সর্ব্বদেবপ্রীত্যর্থং ইতি ভাবঃ 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রকর্ষেণ অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইতি ভাবঃ)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গে তৃতীয় ঋকের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একষষ্টিতম সূক্ত, অষ্টম ঋক)।

প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বদেবপ্রীতয়ে বয়ং সত্ত্বাবসঞ্চয়ায় উদ্বুদ্ধাঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৪খ. ৩সূ -৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি পরমানন্দময় এবং পরমকল্যাণসাধক হও। সেই তুমি (শুদ্ধসত্ত্ব) আমাদিগের পরমমঙ্গলের জন্য, সৌভাগ্য-বিধাতা ভগদেবতার, জীবনস্বরূপ বায়ুদেবতার, পুষ্টিসাধক পুষাদেবতার, মিত্রের ন্যায় পরমোপকারী মিত্রদেবতার এবং স্নেহকারুণ্যস্বরূপ বরুণদেবতার—সর্ব্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত, আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হও। (মন্ত্র প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বদেবতার প্রীতির নিমিত্ত আমরা যেন সত্ত্বাবসঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হই)। (৭অ—৪খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মধুমান্' মধুররসঃ 'চারুঃ' কল্যাণ-রূপশ্চ সোহভিষুতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং যজ্ঞে 'ভগায়' ভগাখ্যায় দেবায় 'বায়বে' 'পূষ্ণে' চ 'মিত্রে' মিত্রায় দেবায় 'বরুণায়' চ 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৭অ ৪খ -৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ॥ ৪॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার এবং সমষ্টিভাবে সেই বিশ্বদেবরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ভগবানের পূজার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দেবতা ও ভগবান্ যে অভিন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্র বিশেষে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভগ, বায়ু, মিত্র প্রভৃতি—সেই একেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভূতির বিকাশ। বিভিন্ন দেবতার উল্লেখে সেই একেরই বিভিন্ন রূপের এবং তাঁহারই বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। অনন্ত রূপগুণের আধার গুণাতীত রূপাতীত ভগবানের ধারণা সান্ত হৃদয়ে অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট রূপগুণে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস। নচেৎ, যিনিই ভগ, যিনিই বায়ু, যিনিই বরুণ, যিনিই মিত্র, যিনিই পুষা—তিনিই সেই বিশ্বদেবময় ভগবান।

দেবগণ অশরীরী—সূক্ষ্ম। তাঁহাদিগকে পাইতে হইলে সেই সূক্ষ্ম সামগ্রীরই আবশ্যক হয়। তাই সূক্ষ্ম শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উপদেশ মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবানকে যদি পাইতে চাও—সত্ত্বভাব সঞ্চয় কর। সত্ত্বভাব প্রদানে স্বস্বরূপের পরিতুষ্টি সাধন করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত কর—মন্ত্রে এই উপদেশই প্রদত্ত

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥ ১ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রে' (দেবে, পরমাত্মনি) 'সধমাদে' (প্রীতিযুক্তে) 'ক্ষুমন্তঃ' (স্তুতিসন্তঃ, বয়ং) 'যাভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'মদেম' (আনন্দং অনুভবেম), 'নঃ' (অস্মাকং) তাঃ বা 'রেবতীঃ' (রেবত্যঃ, পরমার্থযুক্তাঃ) 'সন্তু' (ভবন্তু)। ভগবৎপ্রীতিসাধনকামনয়া উদ্বুদ্ধমানাঃ বয়ং অস্মদানন্দপ্রদং যং শুদ্ধসত্ত্বভাবং লভামঃ, তে সর্ব্বে সত্ত্বভাবাঃ ভগবতি বিনিযুক্তা ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ-১সূ-১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই পরমাত্মাতে (ইন্দ্রদেবে) প্রীতিযুক্ত হইলে, স্তুতিপরায়ণ আমরা যে শুদ্ধসত্ত্বভাবের উদয়ে আনন্দ অনুভব করি, আমাদিগের সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ পরমার্থযুক্ত (পরমাত্মায় বিনিবদ্ধ) হউক। (ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রীতিকামনায় উদ্বুদ্ধমনা আমরা সেই আনন্দতম শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রাপ্ত হই, আর সেই শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবানের প্রীতিসাধনে বিনিযুক্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ক্ষুমন্তঃ' অন্নবন্তঃ যাভিঃ গোভিঃ সহ 'মদেম' হৃষ্যেম 'ইন্দ্রে' 'সধমাদে' অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি 'নঃ' অস্মাকং তা গাবঃ 'রেবতীঃ' ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ 'তুবিবাজাঃ' প্রভূতবলাশ্চ 'সন্তু'॥ রেবতীঃ রয়ি-শব্দাৎ মতুপি রয়ের্মতৌ বহুলং (৬।১।৩৪ বা০) ইতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বে ছন্দসীরঃ (৮।২।১৫) ইতি মতুপো বত্বং 'বাচ্ছন্দসি' (৬।১।১০) ইতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘ, রেশব্দাচ্চ মতুপ উদাত্তত্বং বক্তব্যং (৬।১।১৭৬ বা০) ইতি রে-শব্দাদুত্তরস্যাপি ভবতীতি পূর্ব্বমেবোক্তং। সধমাদে মদ তৃপ্তি যোগে চৌরাদিকঃ, সহ মাদয়ন্তীতি

সধমাদঃ, সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি (৬।৩।৯৬) ইতি সহ শব্দস্য সধাদেশঃ, থাথাদিনা (৬।২।১৪৪) উত্তর-পদান্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে, পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং (৬।২।১৯৯) ইতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তুবিবাজাঃ - বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৮।২।১)। ক্ষুমন্তঃ - টু ক্ষু রু কু শব্দে (অদা০ প০), অস্মাৎ ক্বিপি তুগভাবশ্ছান্দসঃ, হ্রস্বনুড্ভ্যাং মতুপ্ (৬।১।১৭৬) ইতি মতুপ উদাত্তত্বং। মদেম - মদী হর্ষে (দি০ প০) ব্যত্যয়েন শপ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং ততো ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। (৭অ - ২খ - ১সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই বঙ্গদেশেই এ মন্ত্রের দ্বিবিধ বিপরীত অর্থ প্রচলিত আছে। কেহ অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের সহিত সোমরস পান করিয়া হর্ষযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট সম্পৎ প্রদান করুন, যদ্দ্বারা আমরা অন্নযুক্ত হইতে পারি।" কেহ বা অর্থ করিয়াছেন,—"ইন্দ্রদেব আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বলশালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।" সায়ণের ভাষ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের ব্যাখ্যা, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্যাখ্যা হইতে একটু স্বতন্ত্র প্রকার হইল। আমরা দেখিতেছি, ইন্দ্রদেবের সহিত একত্র বসিয়া সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য-পানের প্রসঙ্গ এখানে নাই; অপিচ, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির বিষয়ও ঋকের কোথাও প্রখ্যাত হয় নাই। পরন্তু, আমরা যে অর্থ আমনন করিলাম, তাহাতে পূর্ব্বাপর অর্থ-সঙ্গতি থাকে, এবং শব্দার্থেরও বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয় না। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথম—'রেবতীঃ' পদ; বহুল সম্প্রসারণ অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-ভাবদ্যোতক 'রায়' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। তাহা হইতে টানিয়া-বুনিয়া সায়ণ ক্ষীরাজ্যাদি ধনের সম্বন্ধ আনিয়াছেন, এবং অপর ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণ সম্পত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অতিব্যাপ্তি-বিশেষণ সর্ব্বতোভাবে ভগবানেই প্রযুক্ত হইতে পারে। মন্ত্রসকল গরু-ঘোড়া প্রার্থনার কথায় পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু মন্ত্র পরমার্থ-বিষয়ক মনে করিলে, 'রেবতীঃ' পদে পরমার্থের সম্বন্ধই প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে 'রায়' শব্দ ধনার্থ-বাচক হইলেও সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধনের—পরমার্থরূপ ধনের সংশ্রবই 'রেবতীঃ' পদে খ্যাপন করিতেছে না কি? তার পর—'সধমাদ' পদ। ধাতুপ্রত্যয়ানুসারে ঐ পদে 'আনন্দযুক্ত' 'প্রীতি-যুক্ত' 'শ্রদ্ধাসমন্বিত' প্রভৃতি ভাবই আছে। উহাতে 'সধ' (সহ) যোগ আছে বলিয়াই যে একসঙ্গে সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের সখ্যতা বুঝাইবে, তাহা কখনও মনে করিতে পারি না। 'ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া'—এই ভাবই 'সধমাদ' পদে প্রকাশ পাইতেছে। 'ক্ষুমন্তঃ' পদে সায়ণ 'অন্নবন্তঃ' লিখিয়াছেন। কিন্তু শব্দার্থমূলক 'ক্ষু' ধাতু হইতে (সায়ণেরই মত)

যখন ঐ পদ বহুবচনে, তখন শব্দের সহিত—মন্ত্রের সহিত—স্তুতির সহিত—তাহার সম্বন্ধ অবশ্যই সূচনা করা যায়। আমরা তাই 'সুমন্তুঃ' পদে 'স্তুতিমন্তঃ' 'মন্ত্রবিশিষ্টঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে চাহি। পূর্ব্বাপর মন্ত্রগুলিতে শুদ্ধসত্ত্বভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'তাভিঃ' পদ সেই ভাব-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রতিপন্ন হয়।

ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া, ভগবৎকার্য্যে - ভগবানের উপাসনায়—প্রবৃত্ত হইলে, সত্ত্বভাবোদয়ে হৃদয়ে স্বতঃ-আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই ভাব সেই আনন্দ, ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া চির বিদ্যমান রহুক ইহাই এখানকার প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। কর্ম্ম, ভাব, আনন্দ ভগবানে মিলিত হইলে, শ্রেয়োলাভের পক্ষে আর বিঘ্ন থাকে কি? এখানে তাহাই সূচিত হইয়াছে। * (৭অ -৫খ—১সূ—১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

আ ঘ ত্বাবাং ত্মনা যুক্তস্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবীয়ানঃ।

৩ ২উ ৩ ২ ৩ক ২র

ঋণোরক্ষং ন চক্র্যোঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধৃষ্ণো' (জগদ্ধারক হে দেব!) 'ত্বাবান্' (ত্বৎসদৃশঃ) 'আপ্তঃ' (বন্ধুঃ, অনুগ্রহপরায়ণঃ) নাস্তীতি শেষঃ; 'চক্র্যোঃ' (চক্রয়োঃ, আবর্ত্তনে ইত্যর্থঃ) 'ন' (যথা) 'অক্ষং' (অক্ষদেশঃ, পরিধাংশবিশেষঃ) ভূমিং স্পৃশতি তদ্বৎ, হে দেব! 'স্তোতৃভ্যঃ' (স্তোতৃণাং অভীষ্টসিদ্ধার্থং) 'ইয়ানঃ' (আরাধকঃ অহমিতি শেষঃ) 'ত্মনা' (ভবদীয়ানুগ্রহেণ) 'ঘ' (অবশ্যং) 'আ ঋণোঃ' (ত্বাং প্রাপ্নু যামিত্যাশয়ে)। মন্ত্রাভ্যন্তরে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। অক্ষাংশো যথা চালকসাহায্যেন ভূমিং স্পৃশতি, তদ্বৎ ভগবদনুকম্পয়া সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণঃ পুরুষঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—১সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জগদ্ধারক হে দেব! আপনার তুল্য অনুগ্রহপরায়ণ সখা আর নাই; চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশ যেমন ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকে, তদ্রূপ হে দেব,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (প্রথম মণ্ডল ত্রিংশৎ সূক্ত, ত্রয়োদশ ঋক্)।

স্তোতৃগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, প্রার্থনাকারী আমি আপনার অনুগ্রহে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার আশা করিতেছি। (মন্ত্রের মধ্যে সুষ্ঠু উপমা বিদ্যমান। চালক সাহায্যে অক্ষাংশ যেমন ভূমিস্পর্শ করে, সেইরূপ ভগবানের অনুকম্পায় সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়)। (৭অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হে ধৃষ্ণো! ধার্ষ্ট্যযুক্তেন্দ্র! 'ত্বাবান্' ত্বৎসদৃশো দেবতাবিশেষঃ, 'ত্মনা' আত্মনা অস্মদনুগ্রহবুদ্ধ্যা পুনঃ 'ঈয়ানঃ' অস্মাভির্যাচ্যমানঃ 'স্তোতৃভ্যঃ' স্তোতৄণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং 'ন' অবশ্যং 'আ ধশোঃ' আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'চক্র্যোঃ' রথস্য চক্রয়োঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ॥ ত্বাবান্ বতুপ্ প্রকরণে 'যুষ্মদস্মদ্ভ্যাং ছন্দসি সাদৃশ্য উপসংখ্যানম্' (৫।২।৩৯ বা) ইতি বতুপ্ 'প্রত্যযোত্তর-পদয়োশ্চ (৭।২।৯৮) ইতি মপর্যন্তস্য ত্বাদেশঃ; আ সর্ব্বনাম্নঃ (৬।৩।৯১) ইতি দকারস্যাত্বং বতুপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে (৩।১।৪) প্রাতিপদিকস্বরঃ শিষ্যতে। ত্মনা 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ (৬।৪।১৪১)—ইত্যাকার লোপঃ। ধৃষ্ণো – ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ, আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। ঈয়ানঃ—ঈং গতৌ (দি, আ) ছন্দসি লিট্ (৩।২।১০৫) তস্য লিটঃ কানজ্বা (৩।২।১০৬) – ইতি কানজাদেশঃ অচিশ্নু ধাতু (৬।৪।৭৭) ইত্যাদিনা ইয়ঙাদেশঃ চিতঃ (৬।১।১৬৩) ইত্যন্তোদাত্তত্বং, ধশোঃ — ধশ-গতৌ (তনা-উ) লঙি ব্যত্যয়েন তিপঃ সিপি (৩।১।৮৫) ইতশ্চ (৩।৪।৯৭) — ইতীকারলোপঃ তনাদি-কৃঞ্ভ্যঃ উঃ (৩।১।৭৯) সর্ব্বধাতুকগুণঃ (৭।৩।৮৪) বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যড়াগমাভাবঃ, বিকরণস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। অক্ষং অক্ষস্যাদেবনস্য (ফি ২১২) — ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। চক্র্যোঃ — অকারস্যেকারশ্ছান্দসঃ (৩।১।৮৫)। (৭অ ৫খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জীব নিরন্ত সংসার-চক্রে পরিভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে। কিরূপে সুখ, কিরূপে শান্তি অধিগত হইবে,—কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। সে কেবল নিরতই ঘুরিয়া মরিতেছে। সে যখন আপনার অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তখন যে আকাঙ্ক্ষায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে, এই প্রার্থনায় সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন) সে যখন বুঝিতে পারে, কি অবস্থায় কি ভাবে সে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে; তখনই কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহে,—'হে ভগবান! এই সংসাররূপ চক্রনেমীর চক্র-আবর্ত্তনে অক্ষাংশের ন্যায় আমি অহর্নিশ ঘুরিয়াই মরিলাম! অক্ষাংশ কচৎ আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার আশ্রয়স্থান শান্তিনিকেতন কোথাও দেখিতে পাই না। তাই প্রার্থনা করিতেছি,—অক্ষাংশের ভূমি প্রাপ্তির ন্যায় একবার আমায় আপনাতে আশ্রয়স্থান প্রদান করুন।

বড় গভীর ভাব উপমার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অক্ষাংশে পূর্ব্বে ভূমিস্পর্শ করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থিত ছিল; বিঘূর্ণিত হওয়ার পর সে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। বিঘূর্ণনের পর ভূমিস্পর্শ-রূপ তাহার পুনরাশ্রয় প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এখানে সেই উপমায় প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে জগদাধার! আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছি; সংসারচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইয়াছি; জন্মের পর জন্ম অতিবাহিত হইয়া গেল; কর্ম্মঘোরের অবসান হইল না! এখন যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে;—এখন আমার যন্ত্রণার আর পরিসীমা নাই! তাই প্রার্থনা জানাইতেছি,—যে আশ্রয় হইতে আসিয়াছি, এ চক্র আবর্ত্তন করিয়া, আপনি আবার আমাকে সেই আশ্রয়ে পুনর্গ্রহণ করুন। চালক, রথ পরিচালনা করে; চক্র তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হয়। সংসার-রথ আপনিই তো পরিচালন করিতেছেন! চক্র তো তাহারই ফলে বিঘূর্ণিত হইতেছে! কর্ম্মবশে আমার অদৃষ্টচক্র বিঘূর্ণিত। আপনি দয়া করিয়া আমার সে কর্ম্মগতি রোধ করিয়া দেন।* আমার জীবনরূপ অক্ষাংশ পরমশান্তিধামে আশ্রয়প্রাপ্ত হউক;—আমি আপনাতে লীন হই।' (৭অ—৫খ—১সূ ২সা)॥ †

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄণাম্।
৩ ২উ ৩ ১র ২র
ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'অক্ষং ন চক্র্যোঃ' বাক্যে, উপমান উপমেয় বিষয়ে, ব্যাখ্যাকার-গণের মধ্যে বিবিধ মত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। সায়ণের অভিমত তাঁহার ভাষ্যেই পরিব্যক্ত। বঙ্গানুবাদকারিগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,— যদ্রূপ চক্রের উপর রথ আপনা-আপনি শীঘ্র আগমন করে'; কেহ লিখিয়াছেন,—'চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে।' ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলসন লিখিয়াছেন,—

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolution of the wheels of a car turn upon the axle."—Wilson. ষ্টিভেন্স লিখিয়াছেন, "That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—Stevenson. রোয়ার বলেন,—"As a wheel is brought to a chariot."—Roer. এইরূপ বিভিন্ন জনের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বিভিন্নরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

† এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, চতুর্দ্দশী ঋক্) অন্তর্গত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব!) 'যৎ' (তৎসামীপ্যলাভরূপং) 'দ্যুম্নং' (ধনং) 'জরিতৃণাং' (প্রার্থনাকারিণাং মাদৃশাং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'কামং' (কামনাযোগ্যং, প্রার্থিতং); 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ, চক্রবিবর্ত্তনরূপশক্তিভিঃ) 'অক্ষং ন' (অক্ষাংশমিব ঘূর্ণ্যমানং মাং) 'আ ভরো' (ত্বাং প্রাপয়)। হে দেব! ত্বৎসামীপ্যলাভরূপপরমধনং অহং প্রার্থয়ামি; অক্ষাংশস্য ভূমিপ্রাপ্তিমিব মাং ত্বাং প্রাপয় ইতি ভাবঃ প্রার্থনা। (৭অ-৫খ-১সূ ৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞানসম্পন্ন হে দেব! আপনার সামীপ্যলাভরূপ ধনই আমার ন্যায় প্রার্থনাকারীর সর্ব্বতোভাবে কামনার বিষয়; চক্রবিবর্ত্তন-রূপ কর্ম্মের দ্বারা অক্ষাংশ যেমন ভূমি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপভাবে আমাকে আপনাকে পাওয়াইয়া দেন। (অর্থাৎ, সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়া কর্ম্মদ্বারা আমি যেন আপনাকে প্রাপ্ত হই)। (৭অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুম্নং' ধনং কামিতার্থরূপং স্তোতৃভিঃ আপ্তুমিষ্যতে তং কামং 'জরিতৃণাং' স্তোতৄণামনুগ্রহায় 'আ ভরোঃ' আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শচীভিঃ' কর্ম্মভিঃ শকটোচিত-ব্যাপার-বিশেষৈঃ 'অক্ষং ন' যথা অক্ষং প্রক্ষিপতি তদ্বৎ। শচীভিঃ—শচী-শব্দঃ শাক্বরবাদিত্বাৎ (৪।১।৭৩) ঙীবন্তাদাদ্যুদাত্তঃ (৩।১৪)॥৩॥

* * *

তৃতীয় (১০৮৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ০ ✝ ০ ✝ ০ ——

এ মন্ত্র পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সংসারচক্রে কেন জীব বিঘূর্ণিত হইতেছে? সে তাহার কর্ম্মফল। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র আছে; এ মন্ত্রে সে ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট। এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন কর্ম্মের দ্বারা (শচীভিঃ) আমার এই জীবন-রূপ ঘূর্ণ্যমান অক্ষাংশকে আপনার সহিত সম্মিলিত করিতে সমর্থ হই।' চক্রবিবর্ত্তন-রূপ শক্তির দ্বারা অক্ষ চালিত হইয়াছিল। আবার পুনরায় সেই শক্তির সহায়তা লাভ না করিলে, অক্ষাংশ ভূমিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই সাধক তাই জানাইতেছেন, —'আত্মকর্ম্মফলে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম; এখন, আমার আত্মকর্ম্ম তোমাতে সংযুক্ত হইয়া, যেন তোমাকেই প্রাপ্ত হয়! প্রার্থনাকারী আমি; আমি ধনলাভের কামনা করিতেছি। কিন্তু কি ধনের কামনা করি? আমি ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি; আমি

মান যশ প্রভৃতিরও কামনা করি না। আমি চাই—পরম-ধন—তোমার সামীপ্যলাভরূপ পরম ধন। হে পরম-প্রজ্ঞাসম্পন্ন শতক্রতো জ্ঞানাধার। আপনি জ্ঞানধনদানে আপনার সামীপ্যলাভ পক্ষে আমার সহায় হউন।' * (১ম খ—১২ সা)।

—*—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২ র র র র ১ ২ n ৩ ৫ ২ ২ ১ ৫ ১
রেবতীর্না ঔহোহায়ি। সাধামা ২ ৩ ৪ দায়ি। ইন্দ্রোয়্সা ২ ৩ ৪ হা। তুবু

২ ৩র৪র৫ ৩ ৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২
বিবা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি উহুবা ২ ৩ ৪ জাঃ। ক্ষুমন্তঃ।

১ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ৩র২
যাভির্মদা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। মা।

৫র ৫ ২র র র র ১ ২ ৩ ৫ ২র ১
এহিয়া ৬ হা। আঘহাবাম্‌ ঔহোহায়ি। স্থানায়ু ২ ৩ ৪ কা। স্তোতৃভ্যো

৫ ১ র ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫ ২ ৩
২ ৩ ৪ হায়ি। ধৃষ্ণবীয়া ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা

৫ ২ ১র ২ ১ ১ ২ ৩র৪র৫ ১ ৩ ৫
২ ৩ ৪ দাঃ। খণোর। কামচক্রা ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৫র ৫ ২র র র ১ ২ ১ ৩
ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। ষোঃ। এহিয়া ৬ হা। আযন্দ্‌ গা ঔহোহায়ি। শতক্রা

৫ ২র ১ ৫ ১ ১ ৩র৪র৫ ১ ৩
২ ৩ ৪ তাউ। আকামা ২ ৩ ৪ ৮ হায়ি। অরিক্ত ৩ ৪। ঔহোবা। ইহা

৫ ২ ৩ ৫ ২ ১র২ ১ ১ ২ ৩র২র৫
২ ৩ ৪ হায়ি। উহুবা ২ ৩ ৪ পাম্‌। খণোর। কামুশচা ৩ ৪। ঔহোবা।

১ ৩ ৫ ৩র ২
ইহা ২ ৩ ৪ হায়ি। ঔহো ৩ ১ ২ ৩ ৪। তাঃ।

৫র ৫ ৪
এহিয়া ৬ হা। হো ৫ ঈ। ডা॥ ১।২ ৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রিংশ বর্গের (প্রথম মণ্ডল, ত্রিংশ সূক্ত, পঞ্চদশী ঋক্) অন্তর্ভুক্ত।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"রৈবতীয়োত্তরম্‌।"

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

২ ৩ ২ ৩ ২
জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং রক্ষার্থং) 'দ্যবিদ্যবি' (প্রতিদিনং) 'সুরূপকৃত্নুং' (শোভন-কর্ম্মকর্ত্তারং, যজ্ঞাদিসৎকর্ম্মসাধকং, সৎকর্ম্মপোষয়িতারং, কর্ম্মশ্রেষ্ঠত্বকর্ত্তারং বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'জুহূমসি' (আহ্বয়ামঃ, প্রার্থয়ামহে); 'গোদুহে সুদুঘামিব' (স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধচন্দ্রসুধামিব, সকলরত্নপ্রদাং পৃথ্বীমাতামিব, গোদোহনার্থং অক্লেশদোহনীয়াং গামিব) আগচ্ছ-তমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়া ভাবঃ যথা চন্দ্রকিরণঃ স্বতঃবর্ষণশীলঃ, অভিন্নভাবেন সর্ব্বলোক-তৃপ্তিসাধকঃ, হে দেব, তদ্বৎ ত্বং অস্মাকং প্রতি করুণাপরো ভব। (৭অ ৫খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মশীল (অথবা—সৎকর্ম্মের পোষণকর্ত্তা, অথবা,—সৎকর্ম্মের শ্রেষ্ঠসম্পাদয়িতা) ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আমাদের রক্ষণার্থ প্রত্যহ আহ্বান করিতেছি (অথবা, তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি); তিনি 'গোদুহে সুদুঘার' ন্যায় (অর্থাৎ, স্বতঃবর্ষী স্নিগ্ধ চন্দ্রসুধার ন্যায়, অথবা—সুদোহা গাভীর ন্যায়) আমাদিগের নিকট আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—চন্দ্র কিরণ যেমন স্বতঃবর্ষণশীল, অভিন্নভাবে সর্ব্বলোকের তৃপ্তিসাধক, হে দেবগণ, সেইরূপভাবে আপনি আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন।)॥ (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুরূপকৃত্নুং' শোভন-রূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমিন্দ্রং 'ঊতয়ে' অস্মদ্রক্ষণার্থং 'দ্যবিদ্যবি' প্রতিদিনং 'জুহূমসি' আহ্বয়ামঃ॥ হ্বে-শব্দ প্রাতিপদিক-স্বরেণান্তোদাত্তঃ (ফি০ ১।১), 'নিত্যং মন্ত্রে (৬।১।২১০)'—ইতি দ্বিত্বং বা; 'তত্পুরুষে তুল্যার্থ (৬।২।২)' অনুদাত্তং (৬।১।২)।

— ইতি দ্বিতীয়স্যাদ্যুদাত্তত্বং। জুহুমসি—ইত্যত্র 'ইদন্তো মসি (৭।১।৪৬)'—ইতি ইকার আগমঃ, প্রত্যয়-স্বরেণ (৩।১।৩) ইকার উদাত্তঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ—'গোদুহে' গোধুগর্থং। গাং দোগ্ধীতি গোধুক্; সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা (৩।২।৬১) ক্বিপ্, কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং (৬।২।১৩৯)। 'সুদুঘাং ইব' সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব যথা লোকে যো দোগ্ধা তদর্থং তস্য আভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম্ আহ্বয়তি তদ্বৎ। সুষ্ঠু দুগ্ধে ইতি সুদুঘা, 'দুহঃ কপ্ ঘশ্চ (৩।২।৭০)'—ইতি কপ্ প্রত্যয়ঃ হকারস্য চ ঘকারঃ, কিত্ত্বাদ্ গুণাভাবঃ (১।১।৫), কপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণোকার উদাত্তঃ (৬।১।১৬২)। (৭অ—৫খ ২সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ প্রধানতঃ এই ঋকের "সুদুঘামিব গোদুহে" উপমার অর্থ নিষ্কাশনে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অর্থ করিয়াছেন,—'গোদুহে (গোদোহনায় গোধুগর্থং) সুদুঘাং (সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব)'; অর্থাৎ, দোহনকালে অনায়াসে যে গাভীর দুধ দোহন করা যায়, সেই গাভীর ন্যায়। ইহা হইতে অর্থ-নিষ্পন্ন করা হইয়াছে,—'দুগ্ধ-দোহনকালে সুদোগ্ধ্রী গাভীকে যেমন লোকে আহ্বান করে, হে শোভন-কর্ম্মশীল ইন্দ্রদেব, আমরা সেইভাবে তোমাকে আহ্বান করিতেছি।' বেদ যে কৃষকের গান, বেদের সহিত যে কেবল কৃষকেরই সম্বন্ধ, তাহা প্রতিপাদন করার পক্ষে এরূপ অর্থের যথেষ্ট সার্থকতা আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পাশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐরূপ অর্থের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলে আরাধ্য-দেবতা ইন্দ্রদেবকে যে অতি নিম্ন-পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনও ভক্ত, কোনও সাধক, কখনও আপনার আরাধ্য-দেবতাকে এরূপভাবে নিম্ন-পর্য্যায়ের সহিত তুলনা করিতে পারেন না।

তবে 'সুদুঘামিব গোদুহে' বাক্যে কি সমীচীন অর্থ উপলব্ধি হয়? 'গো' শব্দে পৃথিবীমাতাকে বুঝায়, চন্দ্রদেবকে বুঝায়। রঘুবংশে দেখি, রাজা দিলীপ পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন। যথা,—

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥"

এখানে 'দিলীপ গাভী দোহন করিয়াছিলেন' অর্থ সঙ্গত হয় নাই। এখানে অর্থাগম হয়,—তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ,—পৃথিবীর ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাকবির 'কুমারসম্ভবেও' এইরূপ উক্তি—এইরূপ উপমা—দৃষ্ট হয়; যথা,—

"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীংশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥

অর্থাৎ,—'দোহনকর্ম্মসমর্থ দোগ্ধা সুমেরু গিরি বর্ত্তমান থাকিতে হিমালয়কে বৎস-পরিকল্পনা করিয়া পৃথু-রাজার উপদেশ অনুসারে পর্ব্বতগণ ধরিত্রী হইতে দীপ্তিশীল রত্ন এবং মহৌষধিসমূহ দোহন করিয়াছিল।'

'কুমারসম্ভবের' অন্যত্র দেখিতে পাই,—"দুদোহ গোরূপধরামিবোর্ব্বীং।" অর্থাৎ,—'গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।'

মন্ত্রের 'গোদুহে' শব্দে আমরা তাই মনে করি, পৃথ্বীমাতাকে বা চন্দ্রদেবকে দোহনের অর্থ আসিতেছে। 'সুদুঘাং'—সহজে দোহন করিবার উপযোগী—আপনা হইতে অমৃতধারা ক্ষরণের উপযোগী তাঁহাদের ন্যায় আর কে আছে? চন্দ্রের রশ্মিকণা যাচ্ঞা করিতে হয় না; আপনা-আপনিই সেই স্নিগ্ধ-রশ্মি সর্ব্বত্র ক্ষরিত হয়। আবার পৃথ্বীমাতা যে সুদুঘা—তিনি যে অনন্ত-রত্ন আপনিই বিতরণ করিয়া থাকেন,—তাহার কি তুলনা আছে? তিনি আপন বক্ষের উপর শ্যামল শস্যরূপ, ফলপুষ্পভারাবনত বৃক্ষাদি-রূপ, অনন্ত দুগ্ধভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছেন। 'সুদুঘা' বিশেষণের সার্থকতা তাঁহাতে যেমন দেখিতে পাই, তিনি যেমন অকাতরে ফলশস্য-প্রদানে প্রাণিজগৎকে পরিতৃপ্ত করেন, এমন আর কোথায় আছে? যাহাতে যে গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান, উপমায় তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়। আমরা তাই মনে করি, মন্ত্রে পৃথ্বী-মাতার কথা বলা হইয়াছে;—মন্ত্রে চন্দ্রকিরণের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রদেবকে মেঘাধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলে, ঐ দুই-এর সম্বন্ধ-বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না। মেঘ উৎপন্ন হয় কিরূপে? বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সঞ্চার করে। বাষ্প সে তো ধরিত্রী-মাতাকে দোহন করিয়াই উৎপন্ন হয়! সুতরাং এ মন্ত্রে যেন বলা হইতেছে—'হে মঘবন্ ইন্দ্রদেব! ধরিত্রী মাতাকে তুমি যেমন করিয়া দোহন কর, তুমি যেমন তাঁহার স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হও, তোমার অস্তিত্ব যেমন তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত কণা কণা অমৃতবিন্দুর উপর নির্ভর করে; আমরাও যেন সেইরূপভাবে তোমাকে পাইয়া তোমারই প্রভায় প্রভান্বিত হই,—তোমারই গুণে গুণান্বিত হইয়া সৎস্বরূপ তোমাতেই লীন হই।' মেঘের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধও অল্প নহে। তাঁহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে অনেকাংশে মেঘের সঞ্চার ঘটে;—পৃথিবীর বক্ষে বারিরাশি স্ফীত হইয়া উঠে। গোদোহনে চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পৃথ্বীমাতার দোহন বা চন্দ্র-রশ্মির দোহন অনায়াস-সাপেক্ষ। 'সুদুঘাং' তাহাকেই বলে না কি—যাহা সুখের সহিত অনায়াসে দোহন করিতে পারা যায়।

মন্ত্রে বলা হইতেছে, 'হে দেব! তুমি আপনিই করুণা কর। আমরা অকৃতী অধম। আমাদের কর্ম্ম-সামর্থ্য এমন কিছুই নাই যে, তোমাকে আকর্ষণ করি! পৃথ্বীমাতার রসরূপ দুগ্ধ যেমন আপনিই আকৃষ্ট হয়, চন্দ্রের রশ্মি যেমন আপনিই ক্ষুদ্র মহৎ উচ্চ নীচ সর্ব্বনির্ব্বিশেষে নিপাতিত হয়, তুমি সেইরূপভাবে এস! আমাদিগকে আশ্রয় দান কর।' মন্ত্রের এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই সঙ্গত। কেন-না, তিনি—'সুরূপকৃত্নুং।' অর্থাৎ—শোভনকর্ম্মশীল, প্রতিপালক। শরণাগত জনের উদ্ধারের অপেক্ষা শোভনকর্ম্ম আর কি আছে? তিনি শরণাগত-পালক। তিনি পৃথ্বীমাতার ন্যায় 'সুদুঘা'।

তিনি স্বতঃস্নেহশীল। তিনি স্বতঃকরুণাবর্ষী হইয়া আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন;—আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্মার্থ। * (৭অ—৫খ—২সূ—১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

৩ ২উ ৩২ ৩ ১২
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোমপাঃ' (হে অমৃতপায়িন্, হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সবনা' (সবনানি, ত্রিসবনানি প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনসবনং সায়ংসবনঞ্চ—ত্রৈকালিকযজ্ঞাঃ, সর্ব্বকালিককর্ম্মাণি) 'উপ' (সমীপে) 'আগহি' (আগচ্ছ); 'সোমস্য' (ভক্তিসুধায়াং, সত্ত্বভাবস্য সারভূতাংশং) 'পিব' (গৃহাণ) স্বমিতি শেষঃ; 'রেবতঃ' (রয়ির্ধনং অস্যাস্তীতি রেবান্ তস্য রেবতো—ধনবতস্তব, পরমধনসম্পন্নস্য তব) 'মদঃ' (হর্ষঃ) 'গোদা' (ধনপ্রদ, ধনদানেন প্রবর্দ্ধিতঃ) 'ইৎ' (এব) ভবতীতি শেষঃ। হে দেব! অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি তব সম্বন্ধোঽস্তু; অস্মভ্যং পরমার্থদানেন তব প্রীতিঃ ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (৭অ-৫খ—২সূ—২সা)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতপায়ি (হে শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণশীল)! আপনি আমাদিগের ত্রৈকালিক যজ্ঞে (সর্ব্ব কর্ম্মে) আগমন করুন; আপনি আমাদিগের ভক্তিসুধা (সারাংশভূত সত্ত্বভাব) গ্রহণ করুন; পরমধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আপনার আনন্দ, আমাদিগকে পরম ধনদানে প্রবর্দ্ধিত হউক। (ভাব এই যে—হে দেব! আমাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত আপনার সম্বন্ধ হউক; আমাদিগকে পরমার্থদানে আপনার প্রীতি হউক)। (৭অ—৫খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, প্রথমা ঋক্) অন্তর্গত।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোমপাঃ' সোমস্য পাতরিন্দ্র! সোমং পাতুং 'নঃ' অস্মদীয়ানি 'সবনা' সবনানি ত্রীণি 'উপ' সমীপে 'আ গহি' আগচ্ছ। সবনা—সূয়তে সোম এ'ষ্বিতি সবনানি সুপো ডাদেশঃ (৭।১।৩৯) টিলোপশ্চ (৬।৪।১৪৩), 'লিতি' (৬।১।১৯৩)—ইতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্য উদাত্তত্বং। গহি—ইত্যত্র গমেঃ 'বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্, হের্ডিত্বাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা (৬।৪।৩৭) মকার-লোপঃ, 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)' ইত্যাসিদ্ধ-শাস্ত্রীয়ে লুকি কর্ত্তব্যে 'অসিদ্ধবদত্রাভাৎ (৬।৪।২২)' ইতি আভাচ্ছাস্ত্রীয়ো মকার-লোপোঽসিদ্ধবদ্ভবতি। আগত্য চ 'সোমস্য' সোমং 'পিব', 'রেবতঃ' ধনবতঃ তব 'মদঃ' হর্ষঃ 'গোদা ইৎ' গো প্রদ 'এব' ত্বয়ি হৃষ্টে সতি অস্মাভির্গাবো লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ। (৭অ-৫খ ২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ব্যাখ্যাকারগণ এই মন্ত্রের যে অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সে অর্থের অনুসরণ করিলে কোনও দেবতার অর্চ্চনায় এ মন্ত্র কদাচ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর, সে অর্থের অনুসরণ করিলে মনে হয়, আমরা যেন কোনও নরপাংশুল রাক্ষসের পূজায় ব্রতী রহিয়াছি।

ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ অর্থ করিয়া গিয়াছেন—'হে সোমপায়ী মদ্যপ ইন্দ্রদেব আমাদের ত্রৈকালিক যজ্ঞে তুমি আগমন কর। সোম মদ্য পান কর। আর মদ্যপানের মত্ততা জনিত আনন্দে বিভোর হইয়া আমাদিগকে গোধনাদি দান কর।' কোনও দেবতাকে তো দূরের কথা; কোনও মানুষকেও যদি এইরূপভাবে উপাসনা করা হয়, সে মানুষও হৃষ্ট বা তুষ্ট হন না। কিন্তু এইরূপ অর্থই প্রচলিত।

অথচ, এ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাত্মক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'হে অমৃত-পায়ী অমর! আপনি সর্ব্বদা আমাদের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। আপনাকে প্রদানের উপযোগী পূজার উপকরণ কি আছে? কি দিয়া আপনার তৃপ্তিসাধন করিব? আপনার পানীয় স্বর্গের সুধা অমৃত, অকিঞ্চন আমরা, কোথায় পাইব? আপনি অমৃতপায়ী চির-আনন্দময়। আপনার ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। আমরা দরিদ্র, আমরা কামনার দাস। আপনি আমাদিগকে ধনাদি দান করুন; আমাদের অভাব দূর হউক।' কামনামূলক এই এক অর্থ এ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

অন্য অর্থে এ মন্ত্রে সাধকের নিষ্কামভাব প্রকাশ পাইতেছে। সাধক বলিতেছেন 'আমি ত্রি-কাল তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিলাম; আমার হৃদয়ের ভক্তি-সুধা তোমার চরণে চির-সমর্পিত রহিল। তুমি আনন্দময়; তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। তুমি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রদান করিতে পার। কিন্তু হে জগদীশ! আমায় আর সে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিও না; আমায় আর সে বন্ধনে আবদ্ধ রাখিও না! তোমার 'গোদা' বা ঐশ্বর্য্য

আমার সম্বন্ধে 'উৎ' হউক অর্থাৎ গত হউক। আমি ধনের ভিখারী নহি। আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না। আমার কামনা নাশ করিয়া দিউন।* (১অ—৫খ—২সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মা নো অতিখ্য আগহি॥ ৩॥

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অথা' (অথ, অনন্তরং, পার্থিবৈশ্বর্য্যানাং সহ বিগতসম্বন্ধানন্তরং) 'তে' (তব) 'অন্তমানাং' (অতিশয়সমীপবর্ত্তিনাং, সামীপ্যপ্রাপ্তানাং সাধকানাং) 'সুমতীনাং' (উত্তমবুদ্ধিযুক্তপুরুষাণাং, অনুগ্রহপ্রাপ্তানাং, শুদ্ধবুদ্ধীনাং, যদ্বা—তেষাং সঙ্গং ইতি যাবৎ) 'বিদ্যাম' (জানীয়াম, লভাম, যদ্বা তবানুগ্রহেণ তে শুদ্ধবুদ্ধিং সম্যক্ লভেমহীতি ভাবার্থঃ)। 'নঃ' (অস্মান) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'মা খ্যঃ' (মা খ্যাতো ভব, তৎস্বরূপং মা কথয়, স্বানুগ্রহং ন প্রকথয়, ন প্রকাশয়েত্যর্থঃ); 'আগহি' (আগচ্ছ) অস্মৎসমীপ ইতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং অস্মান্ শুদ্ধবুদ্ধিং প্রযচ্ছ; স্বরূপং বিজ্ঞাপয়; সকাশং আগচ্ছ; মোক্ষঞ্চ দেহি,—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

বঙ্গানুবাদ।

অনন্তর (পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হওয়ার পর) আমরা আপনার অতিশয়-সমীপবর্ত্তী উত্তমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণকে জ্ঞাত হই, (তাঁহাদিগকে জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গলাভে সমর্থ হই; তখন, আপনার অনুগ্রহে আমরা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই)। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া খ্যাত হইবেন না (অর্থাৎ, আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আপনার স্বরূপ ব্যক্ত করিবেন না—আমাদিগের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ হইবেন)। আপনি আমাদের নিকট আগমন

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গের (প্রথম

করুন। (ভাব এই যে,—আপনি স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমাদিগকে মোক্ষ প্রদান করুন)। (৭অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অথ' সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র! তে' তব 'অন্তমানাং' অন্তিকতমানামতিশয়েন তব সমীপবর্ত্তিনাং 'সুমতীনাং' শোভন-মতি-যুক্তানাং শোভন-প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা 'বিদ্যাম' বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা, সুমতীনাং শোভন-বুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং মধ্যে ... 'নঞ্-সুভ্যাম্ (৬।২।১৭২)' ইত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তঃ। কর্ম্মধারয়-পক্ষেঽপি অব্যয় পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরাপবাদ-কৃৎস্বরেণান্তো-দাত্তত্বেন (৬।২।১৩৯)। অতো মতুপ হ্রস্বাদন্তোদাত্তাচ্চ সুমতি-শব্দাৎ পরস্য নামো 'নামন্যতরস্যাং (৬।১।১৭৭)'—ইত্যুদাত্তত্বং। অপি 'নঃ' অস্মান 'অতি' অতিক্রম্য 'মা খ্যঃ' অন্যেষাং স্বৎস্বরূপং মা প্রকথয়ঃ। খ্যা প্রকথনে (অদা০ প০)—ইত্যস্য লুঙ 'অস্যতিবক্তি-খ্যাতিভ্যোঽঙ্ (৩।১।৫২)।' আগহি—গমেঃ লোটি লুকি ভিন্নাদসুদাত্তোপদেশেতি (৬।৪।৩৭) মকার লোপস্তস্যাসিদ্ধবদত্রাভাদিতি (৬।৪।২২) অসিদ্ধত্বাৎ 'অতো হেঃ (৬।৪।১০৫)'—ইতি লুক্ ন ভবতি। (৭অ-৫খ—২সূ ৩সা)।

* . *

তৃতীয় (১০৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের 'মদ' শব্দের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারগণ যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশেও সেইরূপ নানা সংশয়-সন্দেহের অবতারণা হইয়াছে। 'অথ' শব্দের অর্থে তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সোমপানানন্তরং তব হর্ষে জাতে সতি।' অর্থাৎ—'সোমরস পান করিয়া আপনার হর্ষ উপজাত হইলে।' ভাষ্যকারগণের এই অর্থে, ইন্দ্রদেবকে একজন মদ্যপ ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয়। মনে হয়,—মদ্যপানেই যেন তাঁহার আনন্দ! যিনি তাঁহাকে পরিতোষরূপে মাদক দ্রব্য পান করাইতে পারেন, তিনি তাঁহার প্রতিই অধিকতর সন্তুষ্ট হন।

বেদের অপব্যাখ্যাকারীর নিকট এরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা দেবগণকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া বুঝিতে পারেন; তাঁহাদের নিকট এরূপ ব্যাখ্যা কদাচ আদরণীয় নহে। যিনি প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত সাধক, তিনি আপনার আরাধ্য-দেবতাকে—আপনার ইষ্টদেবতাকে—এরূপ কু-দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারেন না। সতেই সতের আনন্দ; অসতে তাঁহার আনন্দ হয় না। অথবা, সতে সৎ ভিন্ন অসৎ থাকিতে পারে না। যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ; তাহা একবার সৎ, একবার অসৎ হইতে পারে না। দেবতা দেবতাই আছেন; দেবতায় অসদ্ভাবের আরোপ—অন্যায় ও অসঙ্গত।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অথ' শব্দের অর্থ উপলব্ধ হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ

'অথ' পদ পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে, 'অথ' শব্দের অর্থ হয়, 'পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সহিত বিগত-সম্বন্ধ হইবার পর।' এই অর্থই সমীচীন—এই অর্থই যুক্তিসঙ্গত। এখানেও সেই ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবার উদ্বোধনা—এখানেও সেই ত্যাগের ভাব—এখানেও সেই নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ।

সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ—ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের এক প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সুফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে জানিবার—তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার স্পৃহা বলবতী হয়। স্বরূপ বুঝিলেই তন্ময়তা আসে; ফলে মোক্ষ অধিগত হয়। সৎসঙ্গে সুফল লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভগীরথ যখন গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যভূমে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, মাতা সুরধুনী তখন মর্ত্ত্যে আসিতে প্রথমে স্বীকার করেন না। তিনি ভগীরথকে বলেন,—'পৃথিবীতে পাপী মনুষ্যেরা আমার জলে পাপ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব? সে উপায় স্থির না হইলে, আমি মর্ত্ত্যে যাইব না।' গঙ্গাদেবীকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভগীরথ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সাধুসঙ্গে যে সকল পাপ—সকল অপবিত্রতা বিদূরিত হয়, মাতা সুরধুনীকে তাহা বুঝাইয়া তিনি বলিলেন,—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা আপনার কেন? আপনি অনায়াসে সে অপবিত্রতা দূর করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুগণ লোকপাবন তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন।'

সাধু-সঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ॥"

অর্থাৎ,—'ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা যেমন তাঁহাদের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জমান ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন। অন্ন যেমন জীবের জীবন, আমিও তেমনি আর্ত্তের শরণ। পরকালে ধর্ম্ম যেমন মানবের একমাত্র সম্বল; সংসার-

ভয়ভীত জনগণের তেমনি সাধুগণ একমাত্র আশ্রয়। যেমন আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়; তেমনি জ্ঞানাকাশে সজ্জন রবির উদয় হইলে জ্ঞানের অনন্ত-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে; অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠে; আর তাহাতে যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তু বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। সাধু-সজ্জন দেবতার বান্ধব। আমার সহিত তাঁহারা ভেদ-বিরহিত।'

সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ—পরমপদ, প্রভুপদ ও সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূলীভূত। নিরতিশয় নিন্দিত-কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিও যদি সাধুসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানের ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু মধ্যে পরিগণিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—'অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে অনন্য-চিত্তে ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সাধু-মধ্যে গণ্য হইতে পারে।' যথা,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

নারসিংহে কথিত হইয়াছে,—'পাতিত্য মলিন হইলেও মনুষ্য যদি শ্রীহরিপরায়ণ হয় এবং অনন্যচিত্তে তাঁহাকে ভজনা করে, তাহা হইলে সে পরম-শোভাময়রূপে বিরাজ করে। শশাঙ্ক-লাঞ্ছন হইলেও চন্দ্র কখনই তিমিরে পরাভূত হয় না।' শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রধাবিত। তাহাকে কেবল শুভ-পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। মহাপোত সমুদ্রেই বিচরণ করে। সেইরূপ যাঁহারা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্ম্মল-চিত্ত, সাধুসঙ্গ তাঁহারাই প্রাপ্ত হন।'

মন্ত্রের অন্তর্গত "অন্তমানাং সুমতীনাং" পদদ্বয়ে সেই সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গের উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, 'হে ভগবন্! আপনার সমীপবর্ত্তী সুবুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণের মধ্যে থাকিয়া আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সুমতি বা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হই।' সুবুদ্ধিযুক্ত আর কাহারা? 'সু' বা সতের প্রতি যাঁহারা বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা অনুক্ষণ সতের প্রতি সংন্যস্তচিত্ত, তাঁহারাই তো সুবুদ্ধিযুক্ত! সতের জ্ঞানে, যাঁহারা সতের স্বরূপ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুবুদ্ধিযুক্ত বা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁহারাই তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন,—তাঁহারাই সামীপ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছেন,—তাঁহারাই আত্মায় আত্মসম্মিলনে সমর্থ হইয়াছেন;—যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

মন্ত্রে দেবতার নিকট আর প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—"মা নো অতিখ্য"। অর্থাৎ,—'আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আপনার খ্যাতি বা আপনার স্বরূপ যেন প্রকাশ না করেন।' আপনি প্রভূত জ্ঞানশালী। আপনার অনুগ্রহ যাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জ্ঞানী যাঁহারা, আপনার খ্যাতি—আপনার মহিমা—তাঁহাদের নিকট তো সুপরিব্যক্ত আছেই! কিন্তু অজ্ঞান আমরা—অকিঞ্চন আমরা! আমরা আপনার মহিমা—আপনার খ্যাতি কিরূপে বুঝিব, প্রভু! আপনি না বুঝাইলে—আপনি না জানাইলে—কি সামর্থ্য আমাদের যে, আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করি—আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি

উপলব্ধ করিতে সমর্থ হই! আপনি সৎ-শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন। সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন না হইতে পারিলে, সৎকে কিরূপে জানিব, প্রভু! তাই ডাকি দেব!—আমাদের সেই শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা আপনার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করিতে পারি, যাহাতে আমরা আপনার মহিমা, আপনার খ্যাতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

হৃদয় কলুষময়। ঐহিক ঐশ্বর্য্যে চিত্ত চিরপ্রমত্ত—অনুক্ষণ ঐহিক চিন্তায় চিত্ত চিরজর্জ্জরিত। আনন্দময়—তুমি; ঐশ্বর্য্যশালী—তুমি। জানি আমি ইচ্ছা করিলে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। কিন্তু দেব! আমার সে ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আমি যাহাতে বিগতস্পৃহ হইয়া, সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহারই উপায় বিধান কর। সৎ—তুমি; সদ্বুদ্ধিশালী—তুমি। আমাকে সেই সুবুদ্ধি প্রদান কর,—যাহাতে সৎকে—তোমাকে জানিতে পারি,—যাহাতে সতের (তোমার) স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। তোমার মহিমার অন্ত নাই। আমার ন্যায় অকিঞ্চনকে উদ্ধার করিলে, তোমার সে মহিমা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে প্রভু। জ্ঞানী যাঁহারা, পুণ্যাত্মা যাঁহারা, তোমার মহিমা তাঁহাদের নিকট তো স্বতঃপ্রকাশিত! তাই ডাকি দেব! এস হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর; তোমার অনন্ত মহিমা অনন্ত খ্যাতি, দিকে দিকে প্রকাশ পাউক। তোমায় ডাকিবার সামর্থ্য আমার নাই; নিজগুণে হৃদয়-মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও। অকৃতি অধম আমি; আমাকে অতিক্রম (পরিত্যাগ) করিও না, প্রভু! হৃদয়-মন্দিরে শূন্য-সিংহাসন পড়িয়া আছে। এস—এস দেব! তথায় অধিষ্ঠান কর। হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হউক, সকল সংশয় দূরে যাউক, সকল কর্ম্মের অবসান হউক, আলোক-সাহায্যে আলোক লাভ করি। তোমার জ্যোতিঃ-কণা-প্রাপ্তে অমৃতত্ব লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।* (৭অ ৪খ-২সূ ৩সা)।

—•—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গের (প্রথম মণ্ডল, চতুর্থ সূক্ত, তৃতীয়া ঋক,) অন্তর্ভুক্ত।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'উষা ইব' (জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তিঃ যথা অজ্ঞানতাং বিনাশয়তি তদ্বৎ) 'যৎ' (যঃ, ত্বং) 'উভে রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'আপপ্রাথ' (স্বতেজসা পূরয়সি); ততঃ 'মহীনাং' (মহতাং দেবানাং, দেবভাবানাং) 'মহান্তং' (নায়কং, প্রদাতারং) 'চর্ষণীনাং' (আত্মোৎকর্ষসাধকানাং জনানাং) 'সম্রাজং' (ঈশ্বরং, রক্ষকং) 'ত্বা' (ত্বাং) দ্যুলোকভূলোকৌ অনুসরতঃ ইতি শেষঃ; 'দেবী জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (জনয়তি, প্রযচ্ছতি - লোকেভ্যঃ দেবভাবং ইতি যাবৎ); 'ভদ্রা জনিত্রী' (মঙ্গলোৎপাদিকা তব শক্তিঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তি, মঙ্গলং প্রযচ্ছতি লোকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ)। সর্ব্বলোকারাধনীয়ঃ দেবঃ লোকেভ্যঃ দেবভাবং তথা পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছতি— ইতি ভাবঃ। (৭অ ৫খ ৩সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! জ্ঞানোন্মেষিকা বৃত্তি যেমন অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, সেইরূপ আপনিও দ্যুলোকভূলোককে আপনার জ্যোতিতে পূর্ণ করেন; সেই জন্য, দেবভাবপ্রদাতা, আত্মোৎকর্ষসাধক-দিগের রক্ষক আপনাকে দ্যুলোকভূলোক অনুসরণ করে; দেবভাবোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে দেবভাব প্রদান করেন; মঙ্গলোৎ-পাদিকা আপনার শক্তি লোকদিগকে মঙ্গল প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক আরাধনীয় দেবতা মানুষকে দেবভাব ও পরম-মঙ্গল প্রদান করেন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'উভে' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'যৎ' যঃ ত্বং 'আপপ্রাথ' স্বতেজসা আপূরয়সি। প্রা পূরণে, আদাদিকঃ (৫০) ছান্দসো লিট্ (৩২।১০৫)। 'উষা ইব' যথা উষাঃ স্বভাসা সর্ব্বং জগদাপূরয়তি তদ্বৎ ত্বং 'মহীনাং' মহতাং দেবতামপি। 'মহান্তং' অধিকং 'চর্ষণীনাং' মনুষ্যাণামপি 'সম্রাজং' ঈশ্বরং ইন্দ্রং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবী' দেবনশীলা 'জনিত্রী' সাধুজনয়িত্রী অদিতিঃ 'অজীজনৎ' অতঃ কারণাৎ সা 'ভদ্রা' কল্যাণী প্রশস্তা 'জাতা'। জনের্ণ্যন্তাৎ সাধুকারিণি তৃন (৩।২।১৩৪), 'জনিতা মন্ত্রে (৬।৪।৫৩)' - ইতি ইড়াদৌ ণিলোপো নিপাত্যতে, ঋন্নেভ্যো ইতি ঙীপ্ (৪।১।৫)। (৭অ ৫খ ৩সূ - ১সা)।

* * *

প্রথম (১০৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

পূর্ব্বের মন্ত্রে (৪অ ২খ—২দ ৭সা) দ্যাবাপৃথিবীকে দীপ্তিশালী বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে যেন সেই দীপ্তির কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তি পায়, তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতি পায়। জ্ঞানোন্মেষ হইলে হৃদয় তাঁহার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অজ্ঞানতা অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। মনের আনাচে কানাচে যত মলিনতা পঙ্কিলতা থাকে, তাহা আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষের দুর্ব্বলতার কারণ—অজ্ঞানতা। জ্ঞানের বিকাশ হইলে সেই অজ্ঞানতা, সুতরাং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা আবিলতাও, মানুষের হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া যায়—মানুষ আপনার গন্তব্য পথে নিশ্চিন্ত গতিতে চলিতে পারে।

ভগবান যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন—তখন মানুষের পাইবার আর কিছু বাকী থাকে না। জগতের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয়, তখন দিব্য-জ্যোতিতে দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ হইয়া যায়। যাহা কিছু জ্যোতিষ্মান, যাহা কিছু দীপ্তিশালী তাহা সেই ভগবানের নিকট হইতেই আসে। বাহিরের আলোক, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তারকার যে তেজ, তাহা তো সামান্য, জগতের আদিশক্তি যাহা, মূলীভূত জ্যোতি যাহা, সেই জ্ঞান জ্যোতিও ভগবানের দান। এই জ্ঞান না হইলে জগৎ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

মন্ত্র বলিতেছেন,—এই জন্যই সর্ব্বলোক আপনার অনুসরণ করে। এমন যিনি পরমদেবতা, যিনি কৃপা করিয়া মানুষকে দেবত্বাদের অধিকারী করেন, তাঁহার চরণে জগৎ তো লুটাইয়া পড়িবেই। তিনি শুধু পরমদেবতা নহেন, তাঁহার সন্তানগণকে তিনি দেবভাব দান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। তিনি তাঁহার দেবত্বের মহিমায় আপনি বিভোর থাকিলে জগৎ তাঁহাকে অনুসরণ করে কেন? কিন্তু তিনি তো কেবল আপন মহিমায় আপনি নিমগ্ন নহেন, তাঁহার সন্তানদিগকেও তাঁহার পরমধনের অধিকারী করেন। যাঁহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হাতে ধরিয়া তিনি কোলে তুলিয়া লয়েন, যাহাতে তাঁহারা পথভ্রান্ত না হয়েন, পাপের আক্রমণে গন্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হয়েন, তাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার রক্ষাশক্তি দ্বারা সাধককে ঘিরিয়া রাখেন। অন্তরের সহিত যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। তাই তিনি 'চর্ষণীনাং সম্রাজং।'

দেবত্বাবোৎপাদিকা শক্তি ও মঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি মানুষকে মুক্তির পথে, পরমমঙ্গলের পথে টানিয়া আনেন। এখানে শক্তি ও শক্তিধরের অভেদত্ব সূচিত হইয়াছে। ভগবানের বিভূতি যেমন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এই মঙ্গল ও দেবত্বাদের উৎপাদিকা শক্তিও তেমন ভগবান হইতে পৃথক নয়।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে ভাষ্যকারের সহিত আমাদিগের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই সমস্ত বিবৃত করা হইয়াছে। (১অ ৫খ ৩দ ১সা)। •

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

দীর্ঘꣳ হ্যঙ্কুশং যথা শক্তিং বিভর্ষি মন্তুমঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র

পূর্ব্বেণ মঘবন্ পদা বয়ামজো যথা যমঃ।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র

দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্তুমঃ' (পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন ইন্দ্রদেব !) 'দীর্ঘং' (আয়তং, বিস্তীর্ণং - দৃঢ়ং ইতি ভাবঃ) 'অঙ্কুশং' (শাসকং—নিয়ামকং দণ্ডং ইত্যর্থঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) শক্তিং ধারয়তি, তদ্বৎ ত্বং 'শক্তিং' (পরাশক্তিং) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি); অথবা 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' (সুদৃঢ়ং অঙ্কুশং যথা মত্তবারণস্য নিয়ামকং শক্তিং ধারয়তি তদ্বৎ) হে ইন্দ্র ! ত্বং 'শক্তিং' (মত্তবারণসদৃশস্য দুর্দ্দমনীয়স্য মনসঃ চাঞ্চল্যনিবারকং শক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিভর্ষি' (ধারয়সি)। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ ইত্যর্থঃ হে 'মঘবন্' (প্রভূতধনবান ইন্দ্রদেব।) 'পূর্ব্বেণ' (দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন ইত্যর্থঃ) 'পদা' (পাদেন) 'অজঃ' (ছাগঃ) 'যথা' (যদ্বৎ) 'বয়াং' (শাখাং) 'যম' (আকর্ষতি), তদ্বৎ বয়ং হৃদাং পুরতঃ বর্ত্তমানেন জ্ঞানভক্তি-চরণেন আকর্ষণী-সাহায্যেন ত্বাং আকৃষ্যাম ইতি ভাবঃ। অপিচ, হে ভগবন ইন্দ্রদেব ! 'দেবী' (দীপ্তদানাদিগুণযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু—তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ, অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (শক্ত্যুৎপাদিকা সা তব পরাশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু—সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। মনশ্চাঞ্চল্যং হি সর্ব্বানিষ্টানাং মূলং। অতঃ মনশ্চাঞ্চল্যপরিহারেণ জ্ঞানভক্তিরূপ্মেষণেন ভগবতঃ প্রীতিসম্পাদনায় লক্ষ্যঃ অত্র বর্ত্ততে। অতঃ প্রার্থনা—হে ভগবন ! অস্মান সত্ত্বভাবসমন্বিতান্ শুদ্ধপ্রজ্ঞাংশ্চ কুরু ইতি ভাবঃ। (৭অ—৫খ—৩দৃ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! বিস্তীর্ণ সুদৃঢ় অঙ্কুশ-দণ্ড যেমন শক্তি ধারণ করে, সেইরূপ আপনি পরাশক্তি ধারণ করেন।

অথবা সুদৃঢ় অঙ্কুশ যেমন মত্তবারণ নিয়ামক শক্তি ধারণ করে; সেই-রূপ, আপনি মত্তবারণ-সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মনের চাঞ্চল্য-নিবারক শক্তি ধারণ করেন। অতএব প্রভূতধনবান্ হে ইন্দ্রদেব! আপনার অনুগ্রহে মনশ্চাঞ্চল্য-পরিহারের দ্বারা, অজ যেমন বৃক্ষ শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপে আমাদের হৃদয়ের পুরোভাগে বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি-রূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আপনাকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি। অপিচ, হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! দীপ্তদানাদিগুণযুক্ত দেবভাব উৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি, আমাদিগের মধ্যে অনুরূপ শক্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ শক্তির উৎপাদিকা আপনার সেই পরাশক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মনের চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূল। অতএব মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে জ্ঞানভক্তির উন্মেষণে ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে শক্তিদানে সত্ত্বসমন্বিত এবং স্থিতপ্রজ্ঞ করুন)। (৭অ—৫খ—৫সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দীর্ঘং' আয়তং 'অঙ্কুশং' সৃণিং 'যথা বিভর্ষি' এবমায়ুতাং 'শক্তিং' হে 'মন্তুমঃ' মন্তু জ্ঞানে, তদ্বন্। 'মতুবসো রুঃ (৮।৩।১)'—ইতি সম্বুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। ঈদৃশেন্দ্র! বিভর্ষি ধারয়সি। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ জৌহোত্যাদিকঃ, শ্লৌ 'ভৃঞামিৎ (৭।৪।৭৬)' ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র! যথা 'পুরোণ' দেহস্য পূর্ব্বভাগে বর্ত্তমানেন 'পদা' পাদেন 'অজঃ' ছাগঃ 'বয়াং' শাখাং আকর্ষতি তথা পূর্ব্বোক্তয়া শক্ত্যা আকৃষ্যামঃ শত্রূন্॥ নিযচ্ছসি—যমেশ্ছ টাডাগমঃ, বহুলং ছন্দসি (২।৪।৭৩) ইতি শপো লুক্। গতমন্যৎ॥২॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটীর বিশ্লেষণে মন্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মন্ত্রের যে একটী ভাষ্যানুসারী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হে জ্ঞানবান ধনশালী ইন্দ্র! সুদীর্ঘ অঙ্কুশের ন্যায় তুমি শক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করিয়া থাক। ছাগ যেরূপ শরীরের সম্মুখাহৃত চরণের দ্বারা বৃক্ষশাখাকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সেই শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নিপাত কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব

করিয়াছেন।" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমরা মন্ত্রের এবম্বিধ অর্থ গ্রহণ করি নাই। 'তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—ভাষ্যেও এরূপ অর্থ উপলব্ধি হয় না। মন্ত্রের লক্ষ্য যদি ইন্দ্রদেব হয়েন, তাহা হইলে 'কল্যাণময়ী' বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? ইন্দ্রের সম্বন্ধে যে এ বিশেষণ প্রযুক্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর 'মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছেন'—এরূপ অর্থেরই বা তাৎপর্য্য কি? তাই এক বিষম সমস্যার উদয় হইয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মনশ্চাঞ্চল্য পরিহারে সঙ্কল্পসঙ্কল্পে উদ্বোধনার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মন্ত্রের 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' মন্ত্রে সেই ভাব উপলব্ধ হয়। মনশ্চাঞ্চল্যই সকল অনিষ্টের মূলীভূত। মনকে স্থির করিতে না পারিলে কোনও তপস্যাই সম্ভবপর নহে। সন্ধ্যাবই বল আর যাহাই বল, মনশ্চাঞ্চল্য-প্রযুক্ত কিছুই সম্ভবপর হয় না। মত্তহস্তীর মস্তকের উপর বিবেকরূপী মাহুত নিয়ত অঙ্কুশ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। তথাপি মানুষ নিয়ত বিপথগামী হইতেছে। মনশ্চাঞ্চল্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে কি? সাধারণ মানুষ বলিয়া নহে; নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষেও এক দিন সেই মনশ্চাঞ্চল্য নিরোধ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনিও একদিন মুহ্যমান হইয়া ভগবানকে কহিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং।"

অর্থাৎ,—হে ভগবন্! আমি চিত্তকে স্থির করিতে পারিতেছি না। মন অতীব চঞ্চল, অতীব বলিষ্ঠ। বিবেক দ্বারা কোনরূপেই তাহাকে বশ করিতে পারিতেছি না। যে মন এত চঞ্চল, যে মন শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে মন অজেয় অনায়ত্ত কেমন করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করি? কেমন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন হয়? স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুকে যেমন নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, মনকে আয়ত্তাধীন করাও সেইরূপ অসম্ভব। অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যখন চিত্তচাঞ্চল্যের নিমিত্ত এতাদৃশ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন আর অন্য পরে কা কথা! অথচ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রারব্ধের কর্ম্মভোগের নিমিত্ত গৃহীত-জন্ম পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রাগদ্বেষাদি লক্ষণ চিত্তের কম্পনসমূহ তাহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তবৃত্তির নিরোধ না হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে না। অর্জ্জুনের এবম্বিধ সংশয়-প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছিলেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥"

মন চঞ্চল, তাহাকে বশীভূত করা যে দুঃসাধ্য—তাহা স্বীকার করিয়া, ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন,—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে মনকে চঞ্চল বলিলে ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণার

দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান হইলে, যোগলাভে সক্ষম হন।' সুতরাং বুঝা গেল,—অভ্যাস-সহকারে আত্মসংযম করিতে হইবে। সমাধি দ্বারা ও বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মনকে বশীভূত করার নামই—চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তবৃত্তি-নিরোধই মানুষের সকল মঙ্গলের মূলীভূত। চিত্তবৃত্তি-নিরোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মন্ত্রে সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধে সত্ত্বাবলম্বনে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয়েই প্রথমতঃ উপদেশ দেখিতে পাই। মন্ত্রের প্রথম অংশে 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমায় সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। মত্ত হস্তীকে যেমন অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত করিতে হয় সেইরূপ মনকেও বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-রূপ শক্তির সাহায্যে, বশীভূত করিতে হইবে। মত্তমাতঙ্গকে সংযত করিবার শক্তি যেমন অঙ্কুশে বর্ত্তমান, সেইরূপ ভগবানও মানুষের চিত্ত বশীভূতকারী শক্তি ধারণ করেন; প্রার্থনাকারী ভগবানের নিকট সেই শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে শক্তির দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে বশীভূত করিতে হয়, সকল শক্তির আধার ভগবানের নিকট সেই শক্তি লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের অন্তর্গত 'দীর্ঘং অঙ্কুশং যথা' উপমা বাক্যের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

তার পর দ্বিতীয় উপমার (পূর্ব্বেণ পদা বয়ামজো যথা প্রভৃতি) সার্থকতার বিষয় উপলব্ধি করুন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার ভাব এই যে—ছাগ যেমন সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ ভগবানের পূর্ব্বোক্ত শক্তির দ্বারা শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিবা। আমাদিগের অর্থে স্থূলতঃ এই ভাব ব্যক্ত হইলেও মূলতঃ একটু স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। এখানে অজের সম্মুখভাগস্থ দুইটী পদ বলিতে আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীদ্বয়কে উপলব্ধি করি। ভগবানকে আকর্ষণ করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তিই একমাত্র সহায়ক। জ্ঞান-সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ করিয়া ভক্তির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে ভগবান স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন। উপমায় এই ভাবই প্রাপ্ত হই। আবার 'অজঃ' পদে যদি 'আত্মাকে' লক্ষ্য করি, আর 'বয়াং' পদে যদি 'ভগবানকে' বুঝি, তাহা হইলেও উপমার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। গীতায় আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং।" 'অজঃ' বলিতে সেই অনাদি আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছি। 'বয়াং' বলিতে আমরা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করি। নদী বা সমুদ্রে 'বয়া' যেমন পোতাদির আশ্রয়, পরমাত্মা সেই আত্মার 'পদ'-স্বরূপ। এইরূপে উপমার দ্বিবিধ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে! একবিধ অর্থে উপমার তাৎপর্য্য এই যে,—'অজ যেমন তাহার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের দ্বারা বৃক্ষ-শাখা আকর্ষণ করে, সেইরূপ আমরা জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। অন্যবিধ অর্থে ভাব হয়,—জ্ঞান ও ভক্তিরূপ আকর্ষণীর সাহায্যে আত্মা যেন পরমাত্মায় সম্মিলিত হইতে পারে।

তার পর মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে যথাক্রমে সত্ত্বভাব প্রাপ্তির কামনা এবং সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা তাঁর পরমমঙ্গল অর্থাৎ মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রে পর পর স্তর-

পর্য্যায়ে উচ্চাবচক্রমে এইরূপ বিভিন্ন ভাবের কামনার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (৭অ—৫খ—৩প্র—২সা)।

—— * ——

তৃতীয় সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
অব স্ম দুর্হ্ণায়তো মর্ত্তস্য তনুহি স্থিরম্।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অধস্পদং তমীং কৃধি যো অস্মা৺ অভিদাসতি।

৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! ত্বং 'মর্ত্তস্য' (মরণধর্ম্মশীলানাং মনুষ্যানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) 'দুর্হ্ণায়তঃ' (উপক্ষয়িতৄণাং সত্ত্বাবহারকানাং ইতি ভাবঃ বাহিরন্তঃশত্রূণাং ইতি যাবৎ) 'স্থিরং' (সুদৃঢ়ং বলং) 'অব তনুহি স্ম' (নিঃশেষেণ বিনাশয় ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'যঃ' (সত্ত্বাববরোধকঃ যঃ শত্রুঃ) 'অস্মান' 'অভিদাসতি' (অভিভূতান করোতি ইতি ভাবঃ) 'অধস্পদং' (নীচীনং পরাভূতং) 'কৃধি' (কুরু)। হে দেব! 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিযুক্তা) 'জনিত্রী' (দেবভাবোৎপাদিকা—সা তব শক্তিঃ ইতি ভাবঃ) 'অজীজনৎ' (উৎপাদয়তু তাদৃশীং শক্তিং ইত্যর্থঃ—অস্মাসু ইতি যাবৎ); অপিচ, 'ভদ্রা' (মঙ্গলপ্রদা) 'জনিত্রী' (সত্ত্বাবোৎপাদিকা সা তব শক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'অজীজনৎ' (অস্মাকং পরমমঙ্গলং জনয়তু, সাধয়তু বা ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বহিরন্তঃশত্রুনাশেন সত্ত্বাবসংজননায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! অস্মান্ সত্ত্বাবসমন্বিতান কুরু। সৎপথং চ প্রদর্শয়। (৭অ ৫খ—৩প্র—৩সাঃ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যের (আমাদিগের) উপক্ষয়িতা সত্ত্বাবহারক বাহিরন্তঃশত্রুর সুদৃঢ় শক্তিকে নিঃশেষে বিনাশ করুন।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্)।

অপিচ, সদ্ভাবাবরোধক যে শত্রু আমাদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রসিদ্ধ বহিরন্তঃশত্রুকে পরাভূত করুন। হে দেব! দীপ্তিদানাদিযুক্ত দেবভাবোৎপাদিকা আপনার সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে শান্তি উৎপাদন করুক; এবং মঙ্গলপ্রদ আপনার সেই সদ্ভাবজনয়িত্রী শক্তি আমাদিগের পরমমঙ্গল সাধন করুক। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে বহিরন্তঃশত্রুনাশের প্রার্থনা বর্ত্তমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন করিয়া সৎপথ প্রদর্শন করুন)। (৭অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দুর্হ্ণায়তঃ' দুঃখপ্রদহরণমাচরতঃ 'মর্ত্তস্য' মনুষ্যস্য শত্রোঃ 'স্থিরং' দৃঢ়ং বলং 'অব তনুহি' অবততং নীচীনং কুরু। 'স্ম'—ইতি পূরকঃ। 'তং' শত্রুং 'ঈং' এনং 'অধস্পদং' পাদয়োরধস্তাদ্বর্ত্তমানং 'কৃধি' কুরু। 'যঃ' শত্রুঃ 'অস্মান্' 'অভিদাসতি' উপক্ষপতি। সমানমন্যৎ। (৭অ ৫খ ৩সূ—৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১০৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। অন্তঃশত্রুই সদ্ভাব অবরোধ করে; তাহাদের বর্ত্তমানে অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু নাশ করিয়া হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া দিউন। আর সেই সদ্ভাবের সাহায্যে যাহাতে আমরা আপনাতে লীন হইতে সমর্থ হই, তাহার উপায় বিধান করুন।'

পূর্ব্ব মন্ত্রে যে চিত্তস্থৈর্য্যসাধনের বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদিই তাহার প্রধান অন্তরায়। লোভজনক দ্রব্যাদি দর্শনে, তাহা পাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং তাহা অধিগত না হইলে তৎসহ যে দুষ্প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাহারাই চিত্তের চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। অন্তরের সেই সকল শত্রু বিনষ্ট হইলেই বহিঃশত্রুর বিনাশ সুগম হইয়া আসে। মন্ত্রে সেই কামনা—সেই প্রার্থনাই বর্ত্তমান।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। সে অনুবাদটী এই,—"যে দুরাত্মা ব্যক্তি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বল অধিক হইলেও তুমি সেই বলকে ন্যূন করিয়া দেও; যে আমাদিগের অনিষ্ট

চেষ্টা করে, তাহাকে যশোভাগী কর। কল্যাণময়ী তোমার মাতাদেবী তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।" * (৭অ ৫খ—৩সূ—৩সা)।

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
পরি স্বানো গিরিষ্ঠাঃ পবিত্রে সোমো অক্ষরৎ।
১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ১॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গিরিষ্ঠাঃ' (শ্রেষ্ঠতমঃ, যদ্বা ভক্তানাং অভীষ্টসাধকঃ) 'স্বানঃ' (পবিত্রতাসাধকঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পবিত্রে' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নে হৃদয়েষু) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, স্বতঃসঞ্চরতি ইত্যর্থঃ)। অতঃ হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) সর্ব্বধা' (সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ) 'অসি' (ভবসি, ভব ইতি ভাবঃ); নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। ভাবার্থঃ—আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্নানাং সাধুনাং হৃদি শুদ্ধসত্ত্ব স্বতঃমেব সঞ্চায়তে অকিঞ্চনাঃ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রার্থয়ামহে; এবাম্বগঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্টং পূরয়তু—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতা-সাধক শুদ্ধসত্ত্ব আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন-হৃদয়ে স্বতঃসঞ্চারিত হয়। অতএব হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে পরমানন্দ-দানের জন্য তুমি সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক হও। (নিত্য-সত্যপ্রকাশক এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। (ভাবার্থ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের হৃদয়ে স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়। অকিঞ্চন আমরা শুদ্ধ-সত্ত্বকে প্রার্থনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করুন।)॥ (৭অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গে তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (দশম মণ্ডল, চতুস্ত্রিংশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'সোমঃ' 'পবিত্রে' দশাপবিত্রে 'পর্য্যক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। কীদৃশঃ সন্? 'স্বানঃ' শব্দায়মানঃ। 'সুবানঃ'—ইতি বহ্বৃচানাং পাঠঃ। স্তূয়মানঃ 'গিরিষ্ঠাঃ' গিরিস্থায়ী প্রাবসু বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে সোম! স ত্বং 'মদেষু' মাদকেষু সোতৃষু 'সর্ব্বধা অসি' সর্ব্বস্য ধাতা দাতা চ ভবসি। (১অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* . *

প্রথম (১০৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

পবিত্র আধারই পবিত্রতাকে ধারণ করিতে পারে। নির্ম্মল স্ফটিকেই সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়। পবিত্র সাধু হৃদয়েই পবিত্রতার স্বরূপ সত্ত্বভাবের উপজন সম্ভবপর এই মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্যই প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা সৎকর্ম্মপরায়ণ, যাঁহারা হীন বাসনা-কামনা হইতে মুক্ত, যাঁহাদিগের হৃদয় অসত্য বা পাপে কলুষিত নয়, তাঁহারাই ভগবানের পরমদান বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারেন,—তাঁহাদের হৃদয়ে সত্ত্বভাব স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।

হৃদয় উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হইলে, সে হৃদয় ভগবানের দান গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে না এবং সেই দান পাইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই মানুষকে পরিণামে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণের অভীষ্টপূরক পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বলাভের প্রার্থনার মধ্যে হৃদয়ের পবিত্রতালাভের জন্য প্রার্থনাও নিহিত আছে।

হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের প্রার্থনীয় আর কিছুই থাকে না; মানুষ ক্রমশঃ অনন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। তাই সত্ত্বভাবকে সর্ব্বাভীষ্টপূরক বলা হইয়াছে। (১অ-৬খ—১সূ—১সা)॥ *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং বিপ্রস্ত্বং কবির্ম্মধু প্র জাতমন্ধসঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
মদেষু সর্ব্বধা অসি॥ ২॥

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ ১খ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বঃ! ত্বং 'বিপ্রঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ, জ্ঞানদাতা ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (কর্ম্মকুশলঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। অতঃ ত্বং 'অন্ধসঃ প্রজাতং' (সত্ত্বাবসঞ্জাতং ইতি ভাবঃ) 'মধু' (পরমানন্দং) প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ। অপিচ, ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন—অস্মভ্যং ইতি যাবৎ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্য ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি—ভব ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সত্ত্বাবপ্রভাবেন পরমানন্দলাভায় অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অস্মান্ শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতান কুরু পরমানন্দং চ বিধেহি। (৭অ-৬খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি প্রজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা এবং কর্ম্মকুশল হয়েন। অতএব আপনি আমাদিগকে সত্ত্বাবসঞ্জাত পরমানন্দ প্রদান করুন। অপিচ, হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে সত্ত্বাবপ্রভাবে পরমানন্দ-লাভের কামনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত এবং পরমানন্দ প্রদান করুন)। (৭অ—৬খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বং' বিপ্রঃ' বিবিধং প্রীণয়িতা বিপ্রসদৃশো বা ত্বঞ্চ 'কবিঃ' মেধাবী, অতস্ত্বং 'অন্ধসঃ' অন্নাৎ জাতং 'মধু' মধুরসং প্রযচ্ছসীতি শেষঃ। (৭অ-৬খ—১সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১০৯৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অন্ধসঃ প্রজাতং' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের কথঞ্চিৎ অর্থান্তর ঘটিয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় উহার অর্থ হইয়াছে—'অন্ন হইতে সঞ্জাত।' সেই অন্ন হইতে উৎপন্ন 'মধু' মধুরস সোমের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। তার পরই বলা হইয়াছে—'মদেষু সর্ব্বধা অসি' অর্থাৎ মাদক পদার্থের মধ্যে সোম সকলের ধারক। অন্ন হইতে সোম সহযোগে মধুরসযুক্ত মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আর সেই মাদক-দ্রব্য দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত অর্থ হইতে এই ভাবই উপলব্ধ হয়। কিন্তু সোমের যে সকল বিশেষণ পদ—'কবিঃ' 'বিপ্রঃ' প্রভৃতি—মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া প্রতীত হয় না, এবং 'অন্ধসঃ প্রজাতং মধু' মন্ত্রাংশে অন্ন হইতে

উৎপন্ন মধুররস অর্থও পরিগৃহীত হইতে পারে না। 'কবিঃ' এবং বিপ্রঃ' পদদ্বয়ের সহিত অর্থসঙ্গত রক্ষায়, আমাদের মতে উহার অর্থ হয়—সদ্ভাবসঞ্জাত পরমানন্দ। 'অন্ধসঃ' পদের অন্ন অর্থ নিরুক্তসম্মত। কিন্তু যে অন্ন সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন, সে অন্ন সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বলিয়াছি তো—দেবগণ সূক্ষ্ম অশরীরী। স্থূল অন্নব্যঞ্জনাদি তাঁহাদের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা যেমন সূক্ষ্ম অশরীরী, তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য সেইরূপ সূক্ষ্ম সদ্ভাব-শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানেরই আবশ্যক হয়। এখানে 'অন্ধসঃ' পদে সেই সদ্ভাবাদির প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'মধু' পদের পরমানন্দ অর্থই সমীচীন। সদ্ভাব সঞ্জাত হইলে, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবানের অধিষ্ঠান হইলে—হৃদয়ে অনুপম আনন্দের সমাবেশ হয়। এখানে সেই আনন্দই 'মধু' পদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি।

তার পর সোমের বিশেষণ পদদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন। সোমকে 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল বলা হইয়াছে। সোম যে কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সে কোন্ কর্ম্ম? আমরা মনে করি, সে কর্ম্ম—ইন্দ্রিয়নিরোধ। দুর্দ্দম অশ্বকে যেমন রশ্মি দ্বারা সংযত করা হয়, তেমনি প্রমাদকর ইন্দ্রিয়সমূহকে যিনি সংযম-রশ্মি দ্বারা স্থির অবিচলিত রাখেন, তিনিই 'কবিঃ' অর্থাৎ কর্ম্মকুশল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মের দ্বারাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয়। যিনি অন্তরের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এককালে বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কোনও বিষয়ে কোনরূপ কামনা বা তৃষ্ণা যাঁহার নাই, যিনি আত্মায় আত্মসম্মিলনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বরূপ আত্মসম্মিলনে সদা সন্তুষ্টচিত্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মজ্ঞানী। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারা যায় বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। 'বিপ্রঃ' পদের 'জ্ঞানদাতা' অর্থও এই ভাবেই সুসঙ্গত। জ্ঞানী যিনি - ভক্ত যিনি, তিনিই 'কবি' হইবার অধিকারী। ভগবান ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন, ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান, জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন; সত্ত্বের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব বিরাজিত; জ্ঞানের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিভাত। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে 'বিপ্রঃ' বলা হইয়াছে।

এইরূপে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, 'হে দেব! আপনি কর্ম্মকুশল, আপনি জ্ঞানদাতা। আপনি আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুন। সর্ব্ববিধ দেবভাবে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হউক। আপনি একটু কৃপা করুন, একটু জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দিউন, একটু কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন। ঊষার আলোকের ন্যায় হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিকাশ পাইয়া পাইয়া, সদ্ভাব উন্মেষের সহায়ক হউক। সদ্ভাবের উন্মেষণে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করি।' (৭অ - ৬খ - ১২ সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, দ্বিতীয় ঋক্)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহা এই—"হে সোম! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুরস প্রদান কর। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক।"

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১র   ২র   ৩ ১ ২   ৩ ১২   ৩ ১ ২

ত্বে বিশ্বে সজোষসো দেবাসঃ পীতিমাশত।

১ ২   ৩   ১   ২

মদেষু সর্ব্বধা অসি ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিশ্বদেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'সজোষসঃ' (সমানপ্রীতয়ঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বে' (ত্বাং) 'পীতিং' (পালনং গ্রহণং বা ইত্যর্থঃ) 'আশত' (কুর্ব্বন্তু ইতি ভাবঃ)। হে শুদ্ধসত্ত্ব! ত্বং 'মদেষু' (পরমানন্দদানেন-অস্মভ্যং ইতি ভাবঃ) 'সর্ব্বধা' (সর্ব্বস্য ধারকঃ সর্ব্বাভীষ্টপূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি ইতি ভাবঃ) প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। দেবভাবাঃ অস্মাকং রক্ষন্তু, অভীষ্টং পূরয়ন্তু ইতি প্রার্থনা। (৭অ—৬খ—১সূ ৩সা।)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিশ্বের সকল দেবভাব সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আপনাকে গ্রহণ ও পালন করুন। হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমানন্দদানে সর্ব্বাভীষ্টপূরক হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। দেবভাব-সমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন—প্রার্থনায় এই ভাব পরিব্যক্ত)। (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বে' ত্বয়ি 'পীতিং' পানং 'বিশ্বেদেবাসঃ' সর্ব্বে দেবাঃ 'সজোষসঃ' সমানপ্রীতয়ঃ সন্ত 'আশত' প্রাপ্নুবন্॥ (৭অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১০৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে আমরা প্রধানতঃ ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়াছি। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবভাব-সমূহ আমাদিগের প্রতি সমভাবে অনুগ্রহ-পরায়ণ হউন। তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আমাদিগের সকল অভীষ্ট পূরণ হউক।

'পীতিং' পদে মন্ত্রের একটু অর্থান্তর ঘটাইয়াছে। উহাতে সোমপানের ভাব মনে আসে। কিন্তু আমরা পান অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'গ্রহণ' বা পালন' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। আর সেই ভাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই—"সকল দেবগণ সমান-প্রী তযুক্ত হইয়া তোমাকে পালন করেন। তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক হও।" * (৭অ- ৬খ-১সূ—৩সা)।

—— * ——

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

৩ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ১ ২র১র ১র৩২১ ২ ১২র
১। পাহ ৫ রি। স্বানো ৩ গা ৩ য়িরিষ্ঠাঃ। পাবিত্রেণো। সোমক্ষরাৎ। পবিত্রে।

১ ৪ ৫ ৩ ৪ ২ ৪ ৫ ২১২১
সোমো ২ ৩। ক্ষারাৎ॥ ভূহ ৫ বম্। বিপ্রা ৩ স্তু ৩ পক্ষাযিঃ। মধুপ্রজা।

২৩২১ ২১ র ৪৫ ২ র ৪ ২
তমন্ধসাঃ। মধুপ্রজা। তমা ২ ৩। সাসাঃ॥ তূহ ৫ বে। বিশ্বে ৩ সা ৩

৪র ৫ ২র১র২১ ২৩র২১ ২রর র ১ ৪ ৫
জোষসাঃ। দেবাসঃপায়। তিমাশতা। দেবেসঃপী। তমা ২ ৩। শাতা।

১ ২ ২ ৫ ২১ ৩ ১র
ওায়। মদো। বা ৩ ৪ ৩ ও ৩ ৪ বা। যুবা। সম্বধাঃ। অসায়। মা ২

৩ ৫রর ২ ২ ১র ৩ ১১১১
দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। যুসবিধা অসী ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

১২ রর র ১ ৩ ৫ ২র ১ —
২। পারী। স্বানোগিরিষ্ঠাঃ। পবা ২ ত্রিত্রে ২ ৩ ৪ সো। সোমক্ষারা ২ ৫॥

১২ ১ n ৩ ৫ ২ ১ — ১২
তূযাম্। বিপ্রস্তুকবিঃ। মধু ২ প্রা ২ ৩ ৪ জা। তমন্ধামাসা ২ঃ॥ তুবে।

র র ১র n৩ ৫ ২র১ — ১ ২
বিশ্বেসজোষসঃ। দেবা ২ সা ২ ৩ ৪ঃ পী। তিমাশাতা ২। মদাম্নিযূসা ৩।

S ২ ২১ ৫ ৪ ৫
ঈ ৩ য়া ৩। বাঁধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ সো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ষষ্ঠ অষ্টকের অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, অষ্টাদশ সূক্ত, তৃতীয় ঋক)।

s ২ ১৩৩র২১ n ৩ ৫ ২ ৩ ৫
৩। ঔ৩হোয়ি। হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪বা। পরাম্রিস্মা২৩৪নো।

২৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
গিরা২৩৪ম্রিষ্ঠাঃ। পবিত্রে২৩৪গো। গোপক্কা২৩৪রাং।

২৯৩ ৫ ২n৩ ৫ ২ ৩ ৫ ২ ৩
ভুবংবা২৩৪ম্রিপ্রঃ। ভুবক্কা২৩৪নীঃ। মধুপ্রা২৩৪জা। ৩মক্কা

৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২রn৩ ৫
২৩৪সাঃ। ভুবেবা২৩৪ম্নিখে। সস্রোমা২৩৪সাঃ। দেবাসা২৩৪:পীঃ।

২n৩ ৫ ২n৩ ৫ ২n৩ ৫ S ২
ত্তিমাসা২৩৪তা। মদায়িষ২৩৪সা। স্বধাক্কা২৩৪সী। ঔ৩হোয়ি।

১২৩র২১ n ৩ ২ ১৩।১১১
হহহাহহায়ি। ঔ২হো২৩৪৫বা৬৫৬। এ৩। উপা২৩৪৫।

* * *

২ র১ ২র১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ র
৪। পারস্মুবাইহা। নোগায়ি। রায়িষ্ঠাও২৩৪বা। ঈ২৩৪ঠা॥ পবিত্রে-

র র S১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ২ ১
গোমো৩ক্সা। ক্সারাদো২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ভুবংবিপ্রইতা।

২১ ২৯৩ ৫ ৩ ৫ ২ র s১ ২n৩
ভুবাম্। কাবাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। মধুপ্রজাতা৩মা। ধাসাও

৫ ৩ ৫ ২র ১ ২১ ২n৩ ৫
২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। ভুবেবিষ্ণতা। সক্রো। যাসাও২৩৪বা।

৩ ৫ ২রর র ১ ২n৩ ৫ ৩ ৫
ঈ২৩৪হা। দেবাস পীতী৩মা। ক্সাতাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা।

২১ ২n৩ ৫ ৩ ৫ ১ ১ n
মদায়। যসাও২৩৪বা। ঈ২৩৪হা। স্বধাঃ। স্বধা২

৩ ৩ ৫
ক্সা২৩৪৫পা৬৫৬য়ি। ঈ২৩৪ঠা॥

* * *

২ ২র — ১ ২ — ১ ২ ১র
৫। পরিস্মুবানঃ। গা২ম্রিরিষ্টাঃ। পবা২বি। ত্রো২৩গো। মোক্ষা২

১ ২ — ১ ২ — ১ ২ ১ —
ক্ষারাৎ। ভুবংবিপ্রস্ত। বাজ২কবায়ি। মধ২। প্রা২৩জা। তমা২

১ ১ র ২ র ১ ২র — ১ ২ ১ —
ন্দানাঃ। ভুবোবিখেম। জো২ষণাঃ। দেবা২। সা২৩ঃপী। ত্তিমা২

১ ২ — ১ ৭ ২ ৫
শাতা। মা২৩দারি। বৃ২না। ষ্বণা২৩ঃ। হাউবা৩। অ২৩৪নী॥

* * *

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ র র ২
৬। পরিস্রুবোকা। সোগিরিষ্ঠাঃ। পবাগ্নিত্রে২৩ সো। মোঅক্ষারাৎ॥ ভুবৎ-

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ র ১ ২
বিপ্রোকা। ভুবঙ্কবারিঃ। মধুপ্রা২৩জা। তমক্কাসাঃ॥ ভুবেবিখোবা।

১ র ২ ১ ২র১ ২ র ১ ২ ৪
নাজোবনাঃ। দেবানা২৩ঃপী। ত্তিমাপাতা। মদারিষু১সা২৩র্বা।

৫র ৩ ২
ধাঃ। অসো৩৪৫ঔ। ডা।

* * *

২ ১ — ১ ২র ১ — ১র —
৭। পরিস্রুবোহো২। ইয়া। সোগিরাষ্ঠি২ঃ। পবিত্রেসোহো২। ইয়া

১ ২র ১ -- ২ -- ১ ২ ১ — ১
মোঅক্কারা২ৎ। ভুবংবিপ্রোহো২। ইয়া। ভুবঙ্কাবা২রিঃ। মধুপ্রজো-

-- ১ ২ ১ - ২ র ১ — ১ ২ র ১ —
হো২। ইয়া। তমক্কাসা২ঃ। ভুবেবিশ্বোহো২। ইয়া। সজোবানা২ঃ।

র র ১ — ১ ২ র ১ — র ১ — ১ ২১র
দেবাসঃপোহো২। ইয়া। ত্তিমাপাতা২। মদেষুপাহো২। ইয়া। কমণাজ্ঞ

২ ১
২৩সা৩৪৩রি। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * *

২র র র র ১ র ২ ১ ২ ৩ ৫ ২র
৮। হাউপরিষানোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবত্রেসো৩। মোঅক্ষা২৩৪রাৎ। হাউ

১ ২ ১২৩ ৫ ২র র র
ভুবংবিপ্রস্তবর্কাবর্হাউ। মধুপ্রজা৩। তামঙ্কা২৩৪সাঃ। হাউভুবেবিখে-

র র ২র১র ২ ১ ২n ৩ ৫ —
সজোষসোহাউ। দেবাসঃপীত। ভারিমাণা ২ ৩ ৪ ত্তা। ঐ ২ হো ১ আ ২ ৩

২ ১ ২ ২ ১র n ৩ ৫র র ২ ১ ৩১১১১
য়িহী। মদায়িব ৩ সা। স্বধাঃ। আ ২ না ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবয়স্তে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

৩৪৫র র ২n ৩ ৫ ১ — —১s২১ র র র
৯। পরিস্বানঐ। হৌঐহৌ ২ ৩ ৪ য়া। গিরিষ্ঠাঐ ২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া পবিত্রে সোমো

—১ s ২ ৩৪৫ র ২ ৩ ৫ ১
অক্ষরদৈ ২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া॥ ভুবংবিপ্রস্তঐ। হৌঐহৌ ২ ৩ ৪ য়া। বক্ষবরে

—১ -- s ২ ১ র --১ ২ ৩৪র৫ র র ২n
২ হৌঐ ২ হৌ ৩ য়া। মধুপ্রজাতমন্ধসঐ ২ হৌ ৩ য়া॥ ভুবেবিশ্বেসঐ। হৌঐ

৩ ৫ ১র --s ২ ১রর র র —১ s
হৌ ২ ৩ ৩ য়া। জোষসঐ ২ হৌ ৩ য়া। দেবাসঃপীতিমাশতঐ ২ হৌঐ ২ হৌ

২ ১ ২ ২ ১ ৫ ৪
৩ য়া। মাদায়িষুসা ৩ ১ ২ ৩। স্বধো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ গো ৬ হায়ি॥

* * *

২ ১ ৪র র ৫ ১ ২র র র ১ ২
১০। পরিস্বা ২ ৩ নোগিরিষ্ঠাহাউ। পাবিত্রেসো। মোআক্ষা ১ রা ২ ৩ ৎ।

১ ২ ২ ১ ৪ ৫ ১ ২ র ১ ২
হোবা ৩ হায়ি॥ ভুবংবা ২ ৩ য়িপ্রস্তবক্ষণহাউ। মাধুপ্রজা। তমান্ধা ১

১ ২ ২ ২ ১র ৪র র ১ র২র
সা ২ ৩ঃ। হোবা ৩ হায়ি॥ ভুবেবা ২ ৩ য়িশ্বেসজোহাউ। দায়িবাসঃপী।

১র ১ ২ ২ ১ ২ ১ ২ ২
তিমাশা ১ তা ২ ৩। হোবা ৩ হায়ি। মদায়িব ১ সা ২ ৩। হোবা ৩ হা।

১র ৳ ৩ ৫র র ২ ২র১৩১ ১ ১ ১
স্বধাঃ। আ ২ সা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। দাবয় ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১ ২র — ১ ২র র র ৩ ৭ ৩র ২
১১। পরিস্বানঃ। গা ২ য়িরিষ্ঠাঃ পাবিত্রেসো। মোআক্ষরা ২ ৩ ৪ ৎ। হাহোয়ি॥

১ ২ — ১ ২ র ১ ৭ ৫র ২
ভুবদ্বিপ্রঃ। বা ২ ক্ষণায়িঃ। মাধুপ্রজা। তমান্ধসা ২ ৩ ৪ঃ। হাহোয়ি॥

১ র ২ র — ১ র ২ র ১ ৭ ৩র ২
তুবেবিশ্বপ। জো ২ যসাঃ। দায়মানঃপী। তিমাপতা ২ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ র ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
মদেযু়ানি ৩ খাঃ। অসা। ঔ ৩ হোবা। ঈডা (৩) ॥

* * *

২ র র র র ১ ২ ১ র র ২
১২। পরিস্বধানোগাওউরায়িষ্ঠাঃ। পবিত্রেসো। মোআক্ষা ২ ৩ রাৎ। তুবং

র ১ ১ ১ ২ ২ র র র র
বিপ্রস্ত ও হাউকাবায়িঃ মধুপ্রজা। তমক্ষা ২ ৩ সাঃ ॥ তুবোবিশ্বেসজোহাউ-

১ ২ ২১র র ২ ১ -- ২
যাসাঃ। দেবাসঃপায়। তিমাশা ২ ৩ তা। মদা ২ হো ১ য়ি। য ২ ৩ পা।

১র ২৩ ৫র র ২ ১৩১১১১
শবাঃ। আ ২ পা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। হাবিষ্কৃতে ২ ৩ ৪ ৫ ॥

* * *

১ ২ র র র র ২ ১ র র ২ — ১
১৩। পরিস্বধানোগো। হোহোবাহায়ি। রিষ্ঠাঃ। পবিত্রেসোমঔ ২। হুবায়ি।

১ — ১ ৩ ১ র র ২ ২
হুবা ২ য়ি। ক্ষারা ২ ৎ। তুবা বিপ্রস্তবো। হোহোবাহায়ি। কবায়িঃ।

র ১ -- ১ -- ১ -- ১ র ৩ র১ র
মধুপজাতগো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি শাসা ২ ঃ। তুবোবিশ্বেসজো।

র ২ ১ র র র ২ -- ১ — ১
হোহোবাহায়ি। যসাঃ। দেবাসঃপীতমো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা

- র ২ ১ — ১ -- ১ র ২ —
২। মদেষুসর্ব্বধো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা ২। মদেষুসর্ব্বধো ২।

১ -- ১ -- ১ র ২ -- ১ — ১
হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। শাতা ২। মদেষুসর্ব্বধো ২। হুবায়ি। হুবা ২ য়ি। আসা

১ ২৩ ৫র র ২ ১ র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
২ ৩ থি হো ২মা ২ ৩ ৪ ঔ হোবা। অগ্নিরাকৃতা ২ ৩ ৪ ৫ঃ (৩) ॥১।২।৩॥ *

---

* এই স্তুক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ত্রয়োদশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "তৃতীয়ংবৈদেষতম্" (২) "বৈদেষতাস্তম্" (৩) "চতুর্থবৈদেষতম্" (৪) "ঐধ্মাবাস্তম্" (৫) "সপ্তহস্তম্" (৬) "অবাবোধীয়ম্" (৭) "স্বক্রাপোত্তরম্" (৮) "শাবিষ্টতম্" (৯) "শাস্মবম্" (১০) "দাবসুনিধনম্" (১১) "প্রত্যাচীনেডকাশীতম্" (১২) "হাবিষ্কৃতম্" এবং (১৩) "গৌষুক্তম্"।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১র ২র৩ ২
স সুন্বে যো বসূনাং যো

৩ ১ ২ ১ ১র ২১
রায়ামানেতা য ইড়ানাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ১ ॥

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'বসূনাং' (ধনানাং) 'আনেতা' (প্রদায়কঃ) 'যঃ' 'রায়াং' (পরমধনানাং, প্রাপকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'ইড়ানাং' (ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং—প্রেরকঃ ইতি যাবৎ) 'যঃ' 'সুক্ষিতীনাং' (শোভনমনুষ্যাণাং, সাধকানাং রক্ষকঃ ইতি যাবৎ) 'সঃ সোমঃ' (সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'সুন্বে' (স্তূয়তে, অস্মাভিঃ স্তুতঃ ভবতু ইত্যর্থঃ) ; অয়ং মন্ত্রঃ প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং সত্ত্বভাবপ্রাপ্তয়ে প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ ৬খ-২সূ-১সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব ধনপ্রদায়ক, যিনি পরমধনপ্রাপক, যিনি জ্ঞানরশ্মিসমূহের প্রেরক, যিনি সাধকদিগের রক্ষক, সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের দ্বারা স্তুত হউক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হই।) ॥ (৭অ—৬খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'সুন্বে' অভিষুবে ঋত্বিগ্‌ভিঃ, যঃ সোমঃ 'বসূনাং' ধনানাং 'আনেতা', যশ্চ 'রায়াং' রাতি প্রযচ্ছতি ক্ষীরাদিকমিতি রায়ো গাবঃ তেষামানেতা, যশ্চ 'ইড়ানাং' অন্নানাঞ্চ, যশ্চ সোমঃ 'সুক্ষিতীনাং' সুনিবাসানাং শোভনমনুষ্যযুক্তানাং গৃহাণাং আনেতা বিদ্যতে, সোঽভিষুতোঽভূদিতি। (৭অ-৬খ-২সূ-১সা) ॥

* * *

প্রথম (১০৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবের কয়েকটী বিশেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সত্ত্বভাব ধন প্রদান করেন, জ্ঞান দান করেন এবং সাধকদিগের রক্ষক হয়েন। এতদ্দ্বারা কি ভাব বুঝিতে পারি? যে সোম এবম্বিধ গুণসম্পন্ন, তিনি কি কখনও মাদক-দ্রব্য হইতে পারেন! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ গুণশক্তিসম্পন্ন সোমকে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকার মাদকদ্রব্য রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ব্যাখ্যাকার ঠিক সেই পন্থারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"যে সোম অন্ন, ধন ও উত্তম উত্তম গৃহ উপার্জ্জন করাইয়া দেন, তাঁহাকে পুরোহিতেরা প্রস্তুত করিলেন।" বলা বাহুল্য, এরূপ অর্থের কোনও সার্থকতা আমরা উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইলাম না।

যাহা হউক, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। আমরা যেন সত্ত্বভাবের নিকট প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি। সেই সত্ত্বভাব কেমন?—তিনি পরমধনপ্রদায়ক। মানুষ যে ধনলাভের জন্য ব্যাকুল, যে ধন পাইলে মানুষের আর চাহিবার মত কিছু থাকে না, তিনি সেই পরম ধনের দাতা। যে ধন লাভ করিলে সাম্রাজ্য তুচ্ছজ্ঞান হয়, যাহা লাভ করিলে মানুষ স্থিতধী হয়, তিনি সেই ধন প্রদান করেন। কিন্তু মানুষের কি সেই ধন রক্ষা করিবার শক্তি আছে? চারিদিকে দস্যুতস্কর, রিপুকুল রহিয়াছে। তাহারা তো সেই ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারে?—না, তিনি শুধু ধনদাতা নহেন, পরন্তু তিনি সেই ধনের রক্ষাকর্ত্তাও বটেন। তিনি সাধকদিগের রক্ষক। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিপদ হইতে, দস্যুতস্করের হাত হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহার শরণাপন্ন হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আমরা যেন তাঁহার আরাধনায় রত হই, তাঁহাকে পাইবার জন্য যেন আত্ম-নিয়োগ করি। দস্যু তস্কর আর কি? সেই অজ্ঞানতাই—অজ্ঞানতা-সহচর সেই রিপু-শত্রুই তো অন্তরের মূল্যবান বিত্ত-সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়! তাহারাই তো যত কিছু অসৎকার্য্যের, যত কিছু পাপানুষ্ঠানের জনয়িতা। ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারিলে সেই সকল দস্যু তস্কর ভয়ে পলায়ন করে। ভগবদধিষ্ঠানে অন্তর উপদ্রবহীন হয়।

ভাষ্যকার 'ইড়ানাং' পদের ব্যাখ্যা করেন নাই। আমরা ঐ পদের অভিধান-সম্মত 'ধেনূনাং, জ্ঞানরশ্মীনাং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে দ্রষ্টব্য। * (৭অ ৬খ ২সূ—১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—১১খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টাধিকশততম সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম ।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । দ্বিতীয়ং সাম ।)

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
যস্য ত ইন্দ্রঃ পিবাদ্যস্য মরুতো
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যস্য বার্য্যমণা ভগঃ ।
১ ২র ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
আ যেন মিত্রাবরুণা করামহ এন্দ্রমবসে মহে ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যস্য' (সর্ব্বেষাং প্রীতিহেতুভূতং, গ্রহণীয়ং বা ইত্যর্থঃ) 'তে' (ত্বাং) 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'পিবাৎ' (গৃহ্লাতি) ; অপিচ 'যস্য' (ত্বাং) 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ) গৃহ্লন্তি ইতি শেষঃ । 'অর্য্যমণা' (তন্নামকেন দেবেন সহেতি ভাবঃ) 'ভগঃ' (পরমৈশ্বর্য্য-শালী দেবঃ) 'যস্য' (ত্বাং) গৃহ্লাতু ইতি ভাবঃ । 'যেন' (তথাবিধস্য তব প্রভাবেন ইত্যর্থঃ) বাং 'মিত্রাবরুণৌ' (তন্নামকৌ দেবৌ, যদ্বা—মিত্রভূতং স্নেহকারুণ্যময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'আকরামহে' (আকৃষ্যাম) । অপিচ, 'মহে' (মহতে) 'অবসে' (রক্ষণায়, পরমাশ্রয়-লাভায় ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি ভাবঃ । মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পমূলকঃ । সদ্ভাবপ্রভাবেন দেববিভূতিলাভায় তথা ভগবতি আত্মসম্মিলনায় অত্র সঙ্কল্প বর্ত্ততে । (৭অ ৬খ—২সূ—২সা) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সকলের প্রীতিহেতুভূত বা গ্রহণীয় তোমাকে পরমৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান গ্রহণ করেন । অপিচ, মরুদ্দেবগণ তোমাকে অনুগ্রহ করেন । অর্য্যমাদেবের সাহচর্য্যে ভগদেবতা তোমাকে অনুগ্রহ করেন । অতএব সকলের প্রীতিসাধক তোমার প্রভাবে মিত্রভূত স্নেহকারুণ্যময় (মিত্রাবরুণরূপী) ভগবানকে যেন আকর্ষণ করিতে পারি, এবং পরমাশ্রয়-লাভের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে যেন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই । (মন্ত্রটী সঙ্কল্পজ্ঞাপক । সদ্ভাবপ্রভাবে দেববিভূতিলাভের এবং আত্মায় আত্মসম্মিলনের সঙ্কল্প এখানে বর্ত্তমান) । (৭অ—৬খ—২সূ—২সা) ।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'যস্য' প্রসিদ্ধস্য 'তে' তব রসং 'ইন্দ্রঃ' 'পিবাৎ' পিবতি। পা পানে (ভ্বা০ প০), লেটাডাগমঃ। 'যস্য' যস্য সোমং 'মরুতঃ' পিবন্তি, 'বা' অপিচ 'অর্য্যমণা' এতন্নামকেন দেবেন সহ 'ভগঃ' দেবঃ 'যস্য' যং সোমং পিবতি, 'যেন' সোমেন 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ বয়ং 'আকরামহে' অভিমুখীকুর্ম্মহে। তথা 'মহে' মহতে 'অবসে' রক্ষণায় যেন চ সোমেন 'ইন্দ্রং' অভিমুখীকুর্ম্মহে, তং ত্বামাভিষুণোমীত্যর্থঃ। (১অ - ৬খ - ২দ ২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১০৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম মন্ত্রে এক উচ্চ ভাব প্রকটিত। প্রথমে নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষা মনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—'সদ্ভাব সকল দেবতারই প্রার্থনীয়। সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের সদ্ভাবগ্রহণে ভগবান যেন প্রীতি লাভ করেন; আর প্রীত হইয়া তিনি যেন আমাদিগকে পরমাশ্রয় প্রদান করেন অর্থাৎ তাঁহাতে যেন মিশাইয়া লন।' লক্ষ্য—সদ্ভাব লক্ষ্য নয়; লক্ষ্যের পূর্ণ পরিণতি—তাঁহাতে আত্মলীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়।

মন্ত্রের মধ্যে যে, মিত্র, বরুণ, ভগ, অর্য্যমা, মরুত প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ অভিন্ন। তাঁহারা সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। দৃশ্যতঃ তাঁহারা বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন পার্থক্য নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা মন্ত্র বিশেষের আলোচনায় এতদ্বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট যে, বিভিন্ন নামে যে সকল দেবতার উল্লেখ সেই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারা সকলেই সেই একেরই বিভিন্ন বিভূতি-বিকাশ। ব্যষ্টিভাবে বিভিন্ন দেবতার প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও সমষ্টিভাবে সেই একেরই প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা—"আমরা প্রস্তুত করিলে সোমকে ইন্দ্র পান করিলেন এবং মরুদ্গণ ও অর্য্যমা ও ভগ পান করিলেন। যাহার সাহায্যে আমরা মিত্র ও বরুণকে এবং ইন্দ্রকে অনুকূল করিয়া উত্তমরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হই।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দেবগণ সম্বন্ধে যে কত প্রকার উপাখ্যান আছে এবং কতরূপ গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সে সকল গল্প ও রূপক ভেদ করিয়া, সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। সে সকল বিষয় আলোচনায়, মনে হয়, অনেক স্থলে একের মস্তক অপরের দেহের উপর গিয়া সংযোজিত হইয়া আছে। বেদ-মন্ত্রে বৃহস্পতির উল্লেখ দেখিতে পাই। ঐ নাম ভগবানের বিভূতিবাচক। কিন্তু পরবর্ত্তী

কালে, বৃহস্পতি নামক ঋষির আবির্ভাব হইলে, সুদূর ভবিষ্যতের টীকাকারগণ ভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ এই বৃহস্পতির সহিত সেই ঋষি বৃহস্পতির সম্বন্ধ সূচনা করিয়া বসিলেন। একের স্কন্ধে অপরের মস্তক গিয়া সন্নিবেশিত হইল। অন্যত্র এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখিতে পাইবেন। আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ-সম্বন্ধেও এইরূপ নানা জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে তাঁহাদের উৎপত্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে কত অলৌকিক কাহিনীই দৃষ্ট হয়। তার পর, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে ঐ সকল নাম-সংজ্ঞা গৃহীত হওয়ার জন্য, তাঁহাদের সংখ্যারও ঠিক নাই। রমেশ বাবু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন,—ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা একস্থানে (দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে) ছয় জন; আবার অন্যস্থানে (নবম মণ্ডলের ২১৫ সূক্তে) সাত জন; অন্যত্র আবার (দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের হিসাবে) আট জন দাঁড়ায়। বিষ্ণুপুরাণে (প্রথম খণ্ড, ১৫ অধ্যায়) এবং মহাভারতে (আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ দেখি। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে সেই দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, পুরাণাদিতে ইহাই প্রকাশ। তদনুসারে দ্বাদশ আদিত্যের নাম;—বিবস্বান, অর্যামা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ভগ ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিরিক্ত বা উরুক্রম। পুরাণের উক্তি; যথা;—"ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।" কালিকা-পুরাণে একটু পরিবর্ত্তন দেখি। বিধাতার পরিবর্ত্তে 'সোম' নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ঐ দ্বাদশ নামের অনুরূপ পরিবর্ত্তনও দেখিতে পাই। বিষ্ণুপুরাণ মতে,—"তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি। বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ। অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" মহাভারত মতে,—"ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা। ইন্দ্রো বিবস্বান পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা। পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।" এই দুই মতে বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতিও আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ছয় আদিত্য,—মিত্র, অর্যামা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আট আদিত্যের উল্লেখ আছে; যথা—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যামা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩।৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেখানে তাঁহারা অদিতির পুত্র বলিয়া পরিচিত নহেন; দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য রূপে পরিকল্পিত। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" আর এক মত এই যে 'সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থা হইলে তৎপিতা বিশ্বকর্ম্মা-সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বাদশ খণ্ড মাস মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে উদয় হয়; যথা,—"অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্গুনে তথা। চৈত্রে মাসি চ বেদাঙ্গো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি তপেদিন্দ্রঃ আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা। ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে ভবেচ্চিত্রঃ পৌষে বিষ্ণু সনাতনঃ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের অনুসরণ। কিন্তু নাম-সংজ্ঞায় পুরাণের যথাক্রম পার্থক্য যাহা হউক, অদিতির পুত্র আদিত্য—এই মতই প্রবল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে

নানারূপ গবেষণা দেখা যায়। রমেশ বাবু তাঁহার অনুবাদের টীকায় তাহার আভাস দিয়া লিখিয়াছেন,—"অদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে যাহা অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি; সুতরাং অদিতি সকল দেবের জননী এবং যাস্ক তাঁহাকে 'অদিনা দেবমাতা' কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম 'অদিতি'। তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।" এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলার, রোথ প্রভৃতির উক্তি; যথা,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, put the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky". Max Muller's "Rig Veda" (translation) vol. I (1869), P. 230.

"Aditi, enternity or the enternal, is the elements which sustains, and is sustained by the Adityas....This eternal and inviolable principle......is the celestial light." —Roth, translated by Muir, "Sanskrit Texts" vol. V (1884) P. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"উষোদয়ের পরই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।

যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাদৃশ অল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

এইরূপ মরুদ্গণ সম্বন্ধেও অলৌকিক অভিনব কাহিনীসকল প্রচারিত আছে। তাঁহাদের নাম-সংখ্যা উনপঞ্চাশ বা তাহারও অধিক। আর, সে সকল নাম-সংজ্ঞার মধ্যে আদিত্যগণেরও অনেকের নাম বাদ পড়ে নাই। বাহুল্য-হেতু এস্থলে সে পরিচয় প্রদানে বিরত রহিলাম। ফলতঃ, সকল বিষয়েই মতান্তর; এবং সেই সকল মতের আলোচনায়, কেবল একটা অন্ধকারের আবর্ত্তে নিপতিত হইতে হয়;—কুজ্ঝটিকা আসিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। তবে এখানে যে মন্ত্রের আলোচনায় আদিত্য-মরুতাদির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে মিত্রাগ্নি পূষণ ভগ প্রভৃতিকে আদিত্যাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। এখানে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যই পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু যাঁহার উদ্দেশে

প্রযুক্ত ঐ সকল নাম, তাঁহার যে অনন্ত নাম, অনন্ত বিভূতি, অনন্ত শক্তি, তাহার আভাষ দেয়। অপিচ, তিনিই একত্র যে বহু, তাহাও বুঝা যায়। * (৭অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

১২　১র র　২　১ -- ১ --　র র ১　২
১। সায়। ষেযোবসূ ২৩ নায়। যোরা ২ য়ায়া ২। নেতায়ইডা ২৩ নায়।

১　২　১　২ ১　৫　৫　১ ২　১
সো ২ ৩ মাঃ। যঃ সুক্ষিতা ২ ৩ ৪ য়িনো ৬ হায়ি। সোমাঃ। যঃসুক্ষিতা

২　১ — ১ --　র　১　২　১ — ১ —
২ ৩ য়িনায়। যাস্থা ২ তাঈ ২। দ্রঃপিবাস্থগরু ২ ৩ তাঃ। যাস্থা ২ তাঈ ২।

র　১　২　১　২　১র　২১র　৫
দ্রঃপিবাস্থস্থমরু ২ ৩ তাঃ। যা ২ ৩ স্থা। বার্যামণাভা ২ ৩ ৪ গো ৬

৫　১২　১র　র　২　১ -- ১ —　১র　র
হায়ি। যাস্থা। বার্যামণাভা ২ ৩ গাঃ। আযে ২ নামী ২। ত্রাবরুণা

২ র　২　১　২　১ ২র১　৫　৫
করামা ২ ৩ হায়ি। আ ২ ৩ য়িশ্রাম্। অবসেমা ২ ৩ ৪ হো ৬ হায়ি।

* * *

২১ ২　৪　২"৩　৫　২র ১　--　র ১　২　২
২। সমুষে ৩ বঃ। বাসূ ২ ৩ ৪ নায়। যোরায়া ২ য়। আনাম্নিতা ৩ য়া ৩ঃ।

২n　৫　২র ১　২　৪
ইডা ৩ ২ ৩ ৪ নায়। সোনাঃ। যাঃ সূ ৩ ক্ষী ৩।

২n　৫
তা ৩ ৪ ৫ য়িনো ৬ হায়ি॥ ১২॥ †

—— * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১　২　৩　১২　৩ ২ ৩ ১　২
তং বঃ সখায়ো মদায় পুনানমভি গায়ত।

২ ৩　২ ৩ ১　২　৩ ১ ২
শিশুং ন হব্যৈঃ স্বদয়ন্ত গূর্ত্তিভিঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, অষ্টাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋক্)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"দৌর্ঘস" এবং "সক্ষম্।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখিভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ !) 'বঃ' (যূয়ং) 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'পুনানং' (পবিত্রকারকং) 'তং' (তং পরমদেবং, ভগবন্তং) 'অভিগায়ত' (আভিমুখ্যেন প্রার্থয়ত, পূজয়ত ইত্যর্থঃ); 'শিশুং ন' (মানবঃ যথা বালং ক্ষিরাদিভিঃ তৃপ্যতি তদ্বৎ) 'হব্যৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ) তথা 'গূর্ত্তিভিঃ' (প্রার্থনাভিঃ) 'স্বদয়ত' (তর্পয়ত, তৃপ্তং কুরুত, আরাধয়ত—ভগবন্তং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অহং সৎকর্ম্ম-সমন্বিতঃ প্রার্থনাপরায়ণঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা পরমানন্দ-লাভের জন্য পবিত্রকারক ভগবানকে পূজা কর; মানুষ যেমন শিশুকে ক্ষীরাদি দ্বারা তৃপ্ত করে, সেইরূপ ভাবে সৎকর্ম্মসাধন এবং প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমি যেন সৎকর্ম্মসমন্বিত প্রার্থনা-পরায়ণ হই।) (৭অ—৬খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'মদায়' দেবানাং মদার্থং 'পুনানং' পূয়মানং তং সোমং 'অভিগায়ত' অভিষ্টুত। 'তং' ইমং সোমং 'শিশুং ন' শিশুমিব অলঙ্কারৈঃ ক্ষীরাদিভিশ্চ স্বাদূকুর্ব্বন্তি, তদ্বৎ 'হব্যৈঃ' হবির্ভিঃ মিশ্রণৈঃ 'গূর্ত্তিভিঃ' স্তুতিভিশ্চ 'স্বদয়ত' স্বাদূকুর্ব্বন্তি॥ ১॥

• • •

প্রথম (১০৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— • ——

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। পূর্ব্বমন্ত্রটীর ন্যায় এই মন্ত্রেও একই প্রকারের উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশু যেমন ক্ষীরাদি মিষ্টদ্রব্য পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আমাদিগের সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনার দ্বারাও ভগবান্ সেইরূপ সন্তুষ্ট হয়েন। অপরিস্ফুটমতি শিশুর নিকট সুমিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের তুল্য আনন্দপ্রদ, তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই নাই। এখানে শিশুর তৃপ্তির গভীরতার সহিত ভগবানের তৃপ্তির গভীরতার তুলনা হইয়াছে, শিশুর সহিত ভগবানের তুলনা হয় নাই।

আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত ও প্রার্থনাপরায়ণ দেখিলে ভগবান্ যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, এমন আর কিছুতেই নয়। কোন্ স্নেহশীল পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে আনন্দিত না হয়েন? ভগবান জগৎপিতা। তাই তাঁহার সন্তানগণকে সন্মার্গাবলম্বী, মোক্ষপথের যাত্রী দেখিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। উপমা দ্বারা এই আনন্দের ভাবই প্রকাশিত

হইয়াছে। তাঁহার তৃপ্তিতেই আমাদিগের মুক্তি। তাই তাঁহার তৃপ্তিদায়ক সৎকর্ম্ম সাধন ও প্রার্থনাপরায়ণতার জন্য আত্মোদ্বোধন এই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মনই কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাই মনকে চিত্তবৃত্তিসমূহকে, সম্বোধন করা হইয়াছে। (৭অ—৬খ—৩সূ-১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২　৩　১　২　৩ ২ ৩ ১ ২　৩　১　২

সং বৎস ইব মাতৃভিরিন্দুর্হিন্বানো অজ্যতে।

৩　১র　২র　৩ ২ ৩　১ ২

দেবাবীর্ম্মদো মতিভিঃ পরিষ্কৃতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মন্ত্রার্থসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাবীঃ' (দেবভাবানাং সংরক্ষকঃ, উৎপাদকঃ বা) 'মদঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'হিন্বানঃ' (উপাসকান্ শৌর্য্যসম্পন্নান্ কর্ত্তুং কাময়মানঃ ইতি ভাবঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'মতিভিঃ' (মনীষিভিঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নৈঃ সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পরিষ্কৃতঃ' (বিশুদ্ধঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সমজ্যতে' (সম্যক্ যোজিতঃ ভবতি মনীষিভিঃ ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সাধবঃ এব সত্ত্বাধিকারিণঃ। আত্মোৎকর্ষেণ সাধকাঃ সত্ত্বাসান্ সমধিগচ্ছন্তি। তে সাধকাঃ হি কেবলং ভগবৎপূজনায় সমর্থাঃ ভবন্তি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—বয়মপি সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ায় প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৭অ—৬খ—৩সূ-২সা।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবভাবসমূহের সংরক্ষক (উৎপাদক), পরমানন্দদায়ক, উপাসকদিগের শৌর্য্যসম্পাদনে প্রযত্নপর শুদ্ধসত্ত্ব, আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া, বৎসগণ যেরূপ তাহাদের মাতার সহিত সঙ্গত হয় সেইরূপভাবে, মনীষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌প্রকারে যোজিত

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ—১০খ—৪সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতেছেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। সাধকগণই সদ্ভাবের অধিকারী। আত্মোৎকর্ষের দ্বারা সাধকগণ সদ্ভাব প্রাপ্ত হন। সেই সাধকগণই ভগবানের পূজায় সমর্থ। অতএব সঙ্কল্প—আমরা যেন সদ্ভাব-সঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৭অ—৬খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হিন্বানঃ' প্রেৰ্য্যমাণঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ বসতীবরীভিঃ 'সমজ্যতে' সম্যক্ সিক্তো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'বৎস ইব' বৎসো যথা 'মাতৃভিঃ' গোভিঃ সমক্তো ভবতি, তদ্বৎ। কীদৃশঃ? দেবাবীঃ' দেবানাং রক্ষকঃ 'মদঃ' মদকরঃ 'মতিভিঃ' স্তুতিভিঃ 'পরিষ্কৃতঃ।' অলঙ্কৃতঃ। ভূষণার্থে সম্পর্যুপেভ্যঃ (৬.১.১৩৭) ইতি সুড়াগমঃ, পরিনিবিভ্যঃ (৮৩৭০) ইতি ষুটঃ ষত্বং॥ (৭অ - ৬খ—৩সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১০৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রটী সহজবোধ্য বলিয়া প্রতীত হইলেও ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার ভাবে মন্ত্রটী কথঞ্চিৎ জটিলতা-প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, ভাষ্যের ভাব অপেক্ষা তাহা অধিকতর জটিলতাসম্পন্ন। প্রথমে সেই ব্যাখ্যাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"এই দেখ, সোম, যিনি দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিতে যাইবেন বলিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্য-সহকারে উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছেন, তিনি যাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন, যেন গোবৎস তাহার মাতার সহিত মিলিত হইতেছে।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় জলের প্রসঙ্গ নাই। দেবতাদিগের মত্ততা উৎপাদন করিবার উল্লেখও ভাষ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যায় সে ভাব টানিয়া আনা হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার—কাহারও অনুসরণ করি নাই। দেবগণের স্বরূপ বিষয়ে উপলব্ধি জন্মিলে এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সামগ্রী বিষয়ে জ্ঞানোদয় হইলে, আর দেবতাকে মাদক-দ্রব্য-প্রদানের প্রবৃত্তি আসে না। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দুঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন,—'সোমঃ।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদের অর্থ করেন—সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য। 'মদঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'মদকঃ' অর্থাৎ মত্ততাজনক। সুতরাং সোমরূপ মাদকদ্রব্য যে দেবগণের মত্ততা উৎপাদনের জন্য গমন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে ঐ 'ইন্দুঃ' পদের যে সকল বিশেষণ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার অধ্যাহৃত অর্থ কোনক্রমেই আসিতে পারে না। আমরা মনে করি,—ঐ 'ইন্দুঃ' পদে বিবিধ প্রকারে সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাব বা ভক্তিসুধাসমূহ। দেবগণ—ভগবান সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য পান করেন, আর সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি

সাধিত হয়,—এরূপ অর্থ লইয়া ভ্রান্ত যাঁহারা, তাঁহারাই পরিতুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ অর্থ লইয়া জ্ঞানিগণ কখনই সন্তুষ্ট হন না। ফলতঃ, 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দের 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থ কখনই সঙ্গত নহে। 'সোম' বা 'ইন্দু' বলিতে—জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। সোম সুধা—সেই সুধা।

সোমের এইরূপ অর্থে বিশেষণ-পদগুলিরও সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আবার মন্ত্রান্তর্গত উপমা অংশের সুষ্ঠু অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে যে অনুপম অমৃতের উৎস ফুটিয়া উঠে, তাহাতে সদ্ভাব-সমূহ সংরক্ষিত হয়; তাহাতেই অন্তরে বিমল আনন্দ জন্মে,—হৃদয় নির্ম্মলতা ধারণ করে। এই ভাবেই বিশেষণ-পদ-সমূহের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। এইবার মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৎসঃ ইব মাতৃভিঃ' উপমা অংশের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। বৎসগণ যেমন গাভীদিগের সহিত সঙ্গত হয়, গাভীগণ যেমন স্তন্যাদি দানে বৎসের লালন-পালন করে; সেইরূপ, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মে সমুদ্ভূত সেই অনুপম সুধা, সাধকগণ ভগবানে ন্যস্ত করিয়া থাকেন। আর সেই সুধা-গ্রহণে অশেষ-কল্যাণ-সাধনে ভগবান সাধকগণকে রক্ষা করেন। ফলতঃ, সাধনা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিয়া, আত্মার উৎকর্ষ সাধনেই 'ইন্দুঃ' ভগবানে সমর্পিত হয়। এখানে সেই সদ্ভাবসঞ্চয়েরই উদ্বোধনা আছে। (১ম ৬খ ৩সূ—২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
অয়ং দক্ষায় সাধনোহয়ঁ শর্দ্ধায় বীতয়ে।
৩ ১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অয়ং দেবেভ্যো মধুমত্তরঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অয়ং' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'দক্ষায়' (বলায়, কর্ম্মশক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'সাধনঃ' (সাধকঃ, বিধায়কঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। তথা 'অয়ং' (সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইতি ভাবঃ) 'শর্দ্ধায়' (বলায়, শত্রুনাশসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) তথা 'বীতয়ে' (রক্ষণায়, পরিত্রাণায়—যদ্বা, কর্ম্মাণি জ্ঞানসমন্বিতানি করণায় ইতি ভাবঃ) আয়াতু—হৃদি অধিতিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ। 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, জ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ ইতি ভাবঃ) 'অয়ং'

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টক পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের দ্বিতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, ষড়ধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্)।

(সঃ শুদ্ধসত্ত্ব) 'দেবেভ্যঃ' (দেবতানাং প্রীতয়ে) 'মধমত্তর'। (তেষাং পরমানন্দবিধায়কঃ ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্পাত্মকঃ। সত্ত্বাবদানেন ভগবতঃ প্রীতিং সম্পাদয়াম ইতি ভাবঃ। (১ম—৬খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্ব কর্ম্মশক্তি-বিধায়ক হউক। সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য অথবা আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার নিমিত্ত আগমন করুক (হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউক)। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত সেই শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের পরমানন্দ-বিধায়ক হউক। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে, সত্ত্বাব প্রদানে যেন ভগবানের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হই। (১ম—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' সোমঃ 'দক্ষায়' বলায় বর্দ্ধনায় বা 'সাধনঃ' সাধয়িতা ভবতি, তথা 'অয়ং' সোমঃ 'শর্দ্ধায়' বলায় 'বীতয়ে' দেবানাং ভক্ষণার্থং চ ভবতি, 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'অয়ং' সোমঃ 'দেবেভ্যঃ' ইন্দ্রাদিভ্যঃ মধুমত্তরঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যযুক্তো ভবতি, অত্যন্তং মদকরো ভবতীতি বা। (১ম-৬খ-৩সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১০০) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বীতয়ে' পদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের অর্থ দাঁড়াইয়া যায়। মনুষ্যভাবে ভাবিতে গেলে, সুভোজ্য সুপেয় আহার্য্যাদির বিষয় মনে আসে; যজ্ঞপক্ষে চরুপুরোডাশাদি ভক্ষণের ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়। কেহ আবার তাঁহার উদ্দেশ্যে সোমরূপ মাদক-দ্রব্য প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন; কিন্তু আবার অন্য স্তরের সাধকের লক্ষ্য অনুধাবন করিতে গেলে, বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের ভক্তি-সুধা-পান করাইবার জন্য যেন তাঁহারা ভগবানকে আহ্বান করিতেছেন। এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে, কর্ম্ম-সকলকে জ্ঞান-সমন্বিত করিবার জন্যই এখানে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। সাধক দীনতা জানাইয়া, ভগবানকে ডাকিয়া কহিতেছেন,—'হে দেব! এস; আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞ-ক্ষেত্রে আসন গ্রহণ কর; আর আমার হৃদিসঞ্জাত ভক্তি-সুধা গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ কর। জানি—তুমি অভিন্ন, তুমি এক, তুমি অনন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই—তুমি অসংখ্য অনন্তরূপে বিরাজমান। তাই এক ভাবিয়াও পূজা করিতেছি; আবার বহু ভাবিয়াও পূজা করিতেছি। একের পূজাও তুমি গ্রহণ কর; আবার বহুর পূজাও একমাত্র তুমিই

প্রাপ্ত হও। নির্ভর তোমার উপর। হৃদয়ে সদ্‌গুণ সদ্ভাব-রূপ কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এস—তদুপরি উপবেশন কর।' ফলতঃ, কর্ম্মশক্তি লাভের কামনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকে জ্ঞানসমন্বিত ও দেবভাবমণ্ডিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্র-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"এই যে সোম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা হইতে বলাধান হয়, ইনি শীঘ্রই দেবতাদিগের পানের উপযোগী হয়েন, দেবতাদিগের নিকট ইহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই।" ব্যাখ্যাকারের গভীর গবেষণার বিষয় একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। * (৭অ—৬খ—৩সূ—৩স)।

—•—

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৩ ৫ ৩ ৫ ২র১ ২ ১র২
১। তাং২৩৪বঃ। দা২৩৪খা। সা২৩৪খা। য়োমদা২৩য়া। পূনানয়।

র ২ ১ ২১২৲ ৩র ২১ ২৩র ২
ভিগায়া২৩তা। শায়িশুন্নহ। বাঃস্বদয়া২৩। ত্তগূর্ত্তিভা৩৪৩য়িঃ॥

৩ ৫ ৩ ৫ ২১র ২ ১ ২র
সা২৩৪ব। ৎসা২৩৪ঈ। বমাতৃ২৩ভায়িঃ। আয়িন্দুর্হিন্বা

র১ ২ ১ ২র১র ২র৩২১ ২৩ ২
সোঅত্যা২৩তায়ি। দায়িবাবীর্য়া। সোমাতিভা২৩য়িঃ। পরিষ্কৃতা৩৪৩ঃ॥

৩ ৫ ৩ ৫ ৩১র ২ ১ ২র ১র
আ২৩৪যগ্। দা২৩৪ক্ষা। য়সাধা২৩নাঃ। আরব্‌শন্ধাং। যবীতা

২ ৩ ২র১র ২র৩২১২৩ ২
২৩য়ায়ি। আয়ন্দেবে। ভোমধুমাধত্তরঃস্তুতা

১
৩৪৩ঃ। ও২৩৪৫ঈ। ডা॥

* * •

১ র ১র ২র১ — র১ ২১ —
২। তংবঃসখা। য়োমদায়া। পুনানামা২। ভিগায়তা। শিশুন্নাহাহা২।

র ১ n ৫র র ১র২ ১৮১১১
বৈ্যাঃস্ব। দা২য়া২৩৪ঔহোবা। ত্তগূর্ত্তিভরে৩উপা২৩৪৫॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে অষ্টম বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, পঞ্চদিক শততম সূক্ত, তৃতীয় সাম)।

২ র ১ ২ র ১র ২
৩। ভংবঃসখা। যোমদা ২ ৩ য়া ৩ ৪। পুনানমা। ভিগায়া ২ ৩ তা ৩ ৪।

২ র ১র n ৩
শিশুমহা। বৈাঃস্বদয়ন্তগূ। ভা ২ যি। ভা ২ ৩ ৪।

৫র র ৩ ৫
ঔহোবা। উ ২ ৩ ৪ পা। ১।২।৩। *

— — • — —

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সোমাঃ পবন্ত ইন্দবোঽস্মভ্যং গাতুবিত্তমাঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩র ২র ৩ ১ ২
মিত্রাঃ স্বানা অরেপসঃ স্বাধ্যঃ স্বর্ব্বিদঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাতুবিত্তমাঃ' (অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ, সন্মার্গপ্রাপকাঃ) 'মিত্রাঃ' (সখিভূতাঃ—সৎকর্ম্মসাধনে ইতি যাবৎ) 'সোমাঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অস্মভ্যং' (অস্মদর্থং) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু, সমুদ্ভবন্তু হৃদি ইতি যাবৎ); 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'স্বানাঃ (অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'অরেপসঃ' (পাপরহিতাঃ, অপাপবিদ্ধাঃ) 'স্বাধ্যঃ' (শোভনধ্যানাঃ, প্রার্থনীয়াঃ) তথা 'স্বর্ব্বিদঃ' (সর্ব্বজ্ঞাঃ -ভবন্তি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরমধন-প্রাপকং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সন্মার্গপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগের জন্য হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ, অপাপাবদ্ধ, প্রার্থনীয় এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমধন-প্রাপক সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "কার্ণশ্রবসম্", (২) "সুজ্ঞানম্" এবং (৩) "কাশীতম্।"

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গাতুবিত্তমাঃ' অতিশয়েন মার্গস্য লম্ভকাঃ 'ইন্দবঃ' দীপ্তাঃ 'সোমাঃ' 'পবন্তে অস্মভ্যং' অস্মদর্থং ক্ষরন্তি আগচ্ছন্তি বা। কীদৃশাঃ? 'মিত্রাঃ' দেবানাং সখিভূতাঃ, 'স্বানাঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'অরেপসঃ' পাপরহিতাঃ, অতএব 'স্বাধ্যঃ' শোভনধ্যানাঃ 'স্বর্ব্বিদঃ' সর্ব্বজ্ঞাঃ স্বর্গপ্রাপকা বা। (৭অ—৬খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব সন্মার্গপ্রাপক। মানুষের মধ্যে সত্ত্বের উন্মেষ হইলে তিনি সত্ত্বভাবের মূলপ্রস্রবণের দিকেই অগ্রসর হয়েন। তাঁহার অন্তরস্থিত সত্ত্ববিন্দু তাঁহাকে সেই অসীম সিন্ধুর দিকে পরিচালিত করে। যাহার অন্তরে পাপ অপবিত্রতা থাকে সে স্বভাবতঃই অপবিত্র পথে চলে, অসতের অনুসন্ধানে নিজকে নিয়োজিত করিয়া উন্মার্গগামী হয়। সোম, সমেরই অনুসরণ করে; বিষমের দিকে পরিচালিত হয় না। তাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাঁহাদের হৃদয় মহৎ ও উন্নত, তাঁহারা সত্ত্বভাববশেই মহত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, সমধর্ম্মীলাভেই তাঁহার আনন্দ। সত্ত্বভাব ভগবৎশক্তি। সুতরাং তাহা মানুষকে ভগবানের দিকে প্রেরণ করে, ভগবৎপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্ত্বভাবকে 'গাতুবিত্তমাঃ' - সন্মার্গপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

যিনি আমাদিগের এমন কল্যাণ-সাধনের উপায় বিধান করেন, তিনিই প্রকৃত মিত্র। পরম প্রার্থনীয় সত্ত্বভাবকে তাই মিত্রাঃ' বলা হইয়াছে॥ (৭অ—৬খ—৪সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তে পূতাসো বিপশ্চিতঃ সোমাসো দধ্যাশিরঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

সূরাসো না দর্শতাসো জিগত্নবো ধ্রুবা ঘৃতে॥ ২॥

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৮খ-২সা) পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের একাধিক শততম সূক্তের দশমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিপশ্চিতঃ' (মেধাবিনঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দধ্যাশিরঃ' (জ্ঞানভক্তি-সহযুতেন কৰ্ম্মণা ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং 'পূতাঃ' (সম্যক্ বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তী, – হৃদি উদ্দীপয়ন্তি ইতি ভাবঃ) ; এবম্প্রকারেণ প্রবৃদ্ধঃ সন্ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'ঘৃতে' (স্নেহসত্ত্বসমন্বিতে, জ্ঞানভক্তিসহযুতে ইতি ভাবঃ—হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'জিগত্নবঃ' (গমনশীলঃ সন্ গচ্ছন্ ইত্যর্থঃ) 'ধ্রুবাঃ' (স্থিরঃ অবিচলিতঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। তদা 'তে' (সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষনীয়াঃ তে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবাঃ) 'সূৰ্য্যাসঃ ন' (সূর্য্য ইব, সূর্য্যবৎ তেজঃসম্পন্ন ভূত্বা ইতি ভাবঃ) 'দর্শতাসঃ' (সর্ব্বেষাং দর্শনীয়ঃ, সর্ব্বেষাং দ্রষ্টাবঃ ইতি ভাবঃ পরমার্থ-প্রকাশকাঃ যদ্বা – জ্ঞানদায়কাঃ মুক্তিহেতবঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ। নিত্যসত্যমূলক অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি সমুদিতঃ সন্ নরান্ জ্ঞান-জ্যোতিষা উদ্ভাসয়তি মোক্ষপথি চ প্রতিষ্ঠাপয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ - ৬খ ৪সূ—২ম) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মোৎকর্ষ-সম্পন্ন সাধকগণ জ্ঞানভক্তি-সহযুত কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্বকে সম্যক্প্রকারে বিশুদ্ধ অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্দীপিত করেন। (এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া) সেই শুদ্ধসত্ত্ব স্নেহসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানভক্তিসহযুত হৃদয়ে গমন করিয়া স্থির অবিচলিত হয়েন। তখন সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় সেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের দর্শনীয় বা সকলের দ্রষ্টা ও পরমার্থ-প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানদায়ক ও মুক্তির হেতুভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সমুদিত হইয়া মানুষকে জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত করে এবং মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পূতাঃ' পবিত্রেণ পরিপূতাঃ 'বিপশ্চিতঃ' মেধাবিনঃ, 'দধ্যাশিরঃ' দধ্যামিশ্রণাঃ, 'ঘৃতে' বসতীবর্য্যাখ্যে উদকে 'জিগত্নবঃ' গমনশীলাঃ 'ধ্রুবাঃ' তত্র স্থৈর্য্যেণ বর্ত্তমানাঃ 'তে' 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'সূর্য্যাসঃ ন' সূর্য্যা ইব 'দর্শতাসঃ' পাত্রেষু সর্ব্বৈর্দ্দর্শনীয়া ভবন্তি ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১০২) সামের মৰ্ম্মাৰ্থ।

——— (*) ———

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা এই, "ইহারা শোধিত হইয়াছে, ইহারা বিজ্ঞ, ইহারা দধির সহিত মিশ্রিত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় সুদৃশ্য হইয়াছে, ইহারা চলিতেছে, কিন্তু ঘৃতের সংসর্গ ত্যাগ করিতেছে না।" এ অর্থ হইতে কোনও ভাবই উপলব্ধ হয় না। 'ইহারা'

শব্দে ব্যাখ্যাকার কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। ভাষ্যেও যে অর্থ প্রকাশ আছে, ব্যাখ্যায় সে ভাবও পরিগৃহীত হয় নাই। সোম-সম্পর্ক মন্ত্র-প্রযুক্ত। সুতরাং সোমই মন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু বহুবচন প্রয়োগে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাবে, সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে এ সকল অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই।

আমাদিগের মতে মন্ত্রে নিত্যসত্য এবং আত্মোদ্বোধনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব—মানুষের জন্মসহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের বীজ অন্তরে নিহিত থাকে। কর্ম্ম ও সামর্থ্য অনুসারে সে বীজ অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়। অধিকারী অনুসারে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। যিনি যেরূপ অধিকারী, যিনি যেরূপ অনুশীলন-সমর্থ, তিনি তদনুরূপ উৎকর্ষ-সাধনেই সমর্থ হইয়া থাকেন। সংসারের অনন্ত আবিলতায় যিনি নিমজ্জিত, সদ্ভাবের বীজ তাঁহার মধ্যে তাদৃশ প্রবর্দ্ধমান হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সংসারের মোহবন্ধন কাটাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাতেই শুদ্ধসত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তাঁহার হৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান পূর্ণ-রূপে বিরাজিত হন। তাই মন্ত্রের উদ্বোধনা—'হে সংসার-তাপতপ্ত জীব! যদি তোমরা পরমার্থ-লাভে অভিলাষী হও, তোমরা সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হও, সজ্জ্ঞান-লাভে প্রবুদ্ধ হও, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হও। সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান, সদ্ভাবে সদ্ভাবে অবস্থিত, তিনি সৎকর্ম্মে সম্বন্ধযুত। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্ভাবের স্ফুরণে তিনি অধিগত হন। সুতরাং তোমরা সৎকর্ম্মসাধনে সদ্ভাবের উন্মেষণে উৎসৃষ্ট প্রাণ হও। তাহা হইলেই তোমরা অভীষ্ট-লাভে সমর্থ হইবে।' সদ্ভাব শুদ্ধসত্ত্ব—আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অধিগত হইয়া থাকে। যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহাদেরই শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত। ভগবান্ তাঁহাদেরই প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ। সুতরাং আত্মার উৎকর্ষসাধনে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎস্বরূপের সাযুজ্য লাভই পরম শ্রেয়ঃসাধক।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে ভাষ্যকারের সহিত নানা বিষয়ে আমাদিগের মতপার্থক্য ঘটিয়াছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণীর এবং বঙ্গানুবাদের সহিত ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'দধ্যাশিরঃ' পদের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন,—'দধ্যাদিমিশ্রণাঃ' অর্থাৎ দধির সহিত মিশ্রিত। আমরা এই দধি শব্দে সেই সত্ত্বসমন্বিত জ্ঞান ও ভক্তিসহযুত কর্ম্মকে লক্ষ্য করি। জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎপ্রাপক হয়। সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধক ভগবানকে প্রদান করেন, ভগবানও তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'দধ্যাশিরঃ' পদের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে মনে হয়, সোম যেন কোনও নীরস উগ্রগুণবিশিষ্ট মাদক দ্রব্য-বিশেষ। তাহার উগ্রতা-নাশের নিমিত্ত যেন তৎসহ দধি ও অন্যান্য স্নেহ-দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যজমান তাহা দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিতেছেন। ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়। অধুনাতনকালের ন্যায় সেই সুপ্রাচীন কালে মাদকাদির তীব্রতা হ্রাসের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত, সে ব্যাখ্যায়

তাহাই সূচিত হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ কুব্যাখ্যা যে আদৌ অযৌক্তিক, একটু আলোচনায়ই তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'দধি' ও 'আশির পদদ্বয়ে, আমাদের মতে এক অভিনব অর্থের সূচনা করে। 'আশির' শব্দে 'আশীষ' এবং 'দধি' শব্দে 'শান্ত স্নিগ্ধ ধারণক্ষম।' সোম বা ভক্তি-সুধা স্নিগ্ধ অর্থাৎ অবিমিশ্র নির্ম্মল না হইলে তাহাকে ধারণ করিতে পারা যায় কি? যখন ভক্তিতে ঐকান্তিকতা আসে, যখন সংসারের সকল আবিলতা নষ্ট হইয়া যায়, তখনই ভক্তি দোষরহিত বা শোধিত হয়। সে পক্ষে দেবতার 'আশীষঃ' বা আশীর্ব্বাদ প্রথম প্রয়োজন। তিনি যদি অনুগ্রহ না করেন, তিনি যদি সংসারের আবিলতা দূর করিয়া না দেন, তিনি যদি ভববন্ধন মোচনে সহায় না হন, তিনি যদি কৃপাদৃষ্টিপাত না করেন; তাহা হইলে 'সোম' 'দধিমিশ্রিত' হইতে পারে না। অর্থাৎ ভক্তি অনন্যা হইলে, তাহাতে নির্ম্মলতা না আসিলে, সৎস্বরূপকে ধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার জন্মিতে পারে না। সে পক্ষে ঐ 'দধ্যাশিরঃ' পদের অর্থ—'ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্তির হেতু স্নেহার্দ্র যে ভক্তিসুধা।' ভাব এই যে,—ভগবানের উদ্দেশ্যে সেই ভক্তিসুধা সমর্পণ কর। অর্থাৎ ভক্তিডোরে তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য, ভক্তিজোরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য, প্রাণমন তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাহা হইলেই শুদ্ধসত্ত্ব সূর্য্যের ন্যায় প্রখর-দীপ্তিসম্পন্ন এবং পরমার্থপ্রকাশক হইবে।'

এই ভাবেই 'ঘৃত' পদের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ঘৃত' পদে আমরা তাই সদ্ভাবসহযুত হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়াছি। 'বসতীবরি' প্রভৃতি স্থূল পদার্থের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনই সংশ্রব নাই। সূক্ষ্ম অপার্থিব সামগ্রী তদনুরূপ সামগ্রীর সহিতই সঙ্গত হইয়া থাকে। আর দধি বা ঘৃত প্রভৃতি বেদমন্ত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও আমরা মনে করি না। 'দর্শতান.' পদের 'সকলের প্রকাশক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যে ঐ পদের অর্থ হইয়াছে—সকলের দর্শনীয়। প্রকাশিত না হইলে কোনও সামগ্রীই দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্য সর্ব্বপ্রকাশক, শুদ্ধসত্ত্ব তেমনই সর্ব্বপ্রকাশক। পরমার্থ-পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ; শুদ্ধসত্ত্ব তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হিসাবেই মন্ত্রে 'দর্শিতাসঃ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।* (৭অ—৬খ—৪সূ—২সা)॥

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২
সুষ্বাণাসো ব্যদ্রিভিশ্চিতান গোরধি ত্বচি।
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইষমস্মভ্যমভিতঃ সমস্বরন্বসুবিদঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী সপ্তম অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গের প্রথম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্তের দ্বাদশ ঋক্)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতে' (অস্মাকং হৃদিসঞ্জাতাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃয়ঃ) 'অধিত্বচি' (হৃদ্রূপে অভিষবণক্ষেত্রে ইতি ভাবঃ) 'গোঃ' (জ্ঞানকিরণানাং ইতি যাবৎ) 'চিত্তানা' (চেতয়িতারঃ উদ্দীপকাঃ ইত্যর্থঃ) ভবন্তু ইতি শেষঃ। তস্মিন্ হৃদ্রূপে আধারে 'অদ্রিভিঃ (স্থিরাভিঃ জ্ঞানভক্ত্যাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুষাণাসঃ' (পরিস্রুতাঃ ভগবৎসম্বযুক্তাঃ সন্তঃ) তে শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'বসুবিদঃ' (বসূনাং শ্রেষ্ঠধনানাং লম্ভকাঃ প্রাপকাঃ বা ইত্যর্থঃ) ভবন্তু; অপিচ, অস্মান্ 'সমস্বরন্' (পরমানন্দদানেন উন্মাদয়ন ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (অন্নং, অভীষ্টং ইতি ভাবঃ) প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ অস্মাকং পরমার্থলাভায় সহায়কাঃ ভবন্তু। (৭অ—৬খ—৪সূ-৩য)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃদিসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের হৃদ্রূপ অভিষবণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানকিরণ-সমূহের উদ্দীপক হউন। আর সেই হৃদরূপ আধার-ক্ষেত্রে অবিচলিত জ্ঞানভক্তিপ্রভৃতির দ্বারা পরিস্রুত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত হইয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বসমূহ শ্রেষ্ঠধনসমূহের প্রাপক হউন। অপিচ, আমাদিগকে পরমানন্দদানে উন্মাদিত করিয়া আমাদিগের অভীষ্ট প্রদান (পূরণ) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বসমূহ আমাদিগের পরমার্থ-লাভের সহায় হউক)। (৭অ—৬খ—৪সূ—৩য)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গোঃ' অনুক্রুহঃ 'অধিত্বচি' অধিষবণ-চর্ম্মণি 'চিত্তানা' জ্ঞায়মানা 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ বিবিধৈঃ 'সুষাণাসঃ' স্তূয়মানাঃ 'বসুবিদঃ' বসুনো লম্ভকাঃ 'এতে' সোমাঃ অস্মভ্যং 'ইষং' অন্নং অভিতঃ 'সমস্বরন্' সম্যক্ শব্দয়ন্তি প্রযচ্ছন্তীতি যাবৎ॥ (৭অ-৬খ-৪সূ—৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১১০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে মন্ত্রার্থে বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যায় প্রকাশ—"প্রস্তরের আঘাতে চৈতন্যযুক্ত হইয়া ইহারা সশব্দে গোচর্ম্মের উপর ঝরিতেছে। ধন কোথায় আছে, তাহা ইহারা জানে। ইহাদিগের ঐ যে মধুর শব্দ, তাহাই আমাদের অন্ন। ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার এই ভাবে বুঝা যায়, 'সোমলতাকে প্রস্তরে ছেঁচিয়ে রস বাহির করা হইতেছে। আর

সেই প্রস্তর গোচর্ম্মের উপর স্থাপিত আছে। একটী প্রস্তরের উপরিভাগে সোমলতা রাখি
অপর আর একটী প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হইতেছে। আর সেই আঘাতে লতা হইতে
রস নির্গত হইয়া সেই গোচর্ম্মের উপর পতিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিবার পক্ষে কোন
অসুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু পুনরায় যখন বলা হইল,—"ধন কোথায় আছে তাহা ইহা
জানে" এবং "ইহাদের ঐ যে মধুর শব্দ তাহাই আমাদের অন্ন"; অমনি গোল বাধি
গেল। পূর্ব্বের অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের যে কোনই সামঞ্জস্য নাই, এরূপ ব্যাখ্যা
প্রথম-দৃষ্টিতেই তাহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কুব্যাখ্যায়ই বেদ হেয় প্রতিপন্ন হইয়া থাকে
এইরূপ অপব্যাখ্যার ফলেই বেদ কৃষকের গান বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

আমরা মনে করি, এই সাম-মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব সূচিত হইয়াছে। সোম বলিতে আম
সোমলতা উপলব্ধি করি না। 'সোম' শব্দে যেই জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সংমিশ্রণে অন্তরে
সুধার সঞ্চার হয়, আমরা তাহাকেই লক্ষ্য করি। তাহাই দেবতার উপভোগ্য। মন্ত্রে
সহিত গোচর্ম্মের বা সোমলতার কোনই সংশ্রব নাই। ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। (
'গো' এবং 'অধিষবণি' শব্দদ্বয় হইতে ঐ গোচর্ম্ম অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছে, আমাদের মতে
দুই পদে এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। 'গো' পদের 'জ্ঞানকিরণ' অ
নিরুক্ত-সম্মত। আমরা বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐরূ
অর্থ পরিগ্রহের যুক্তি-পরম্পরাও প্রদর্শন করিয়াছি। 'অধিত্বচি' পদে আমরা 'হৃদয়রূ
অভিষবণক্ষেত্রে' অর্থ গ্রহণ করি। 'গোঃ' অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ হৃদয়ের সামগ্রী; শুদ্ধসত্ত্ব
হৃদয়ের সামগ্রী। শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে হৃদয়রূপ অভিষব-ক্ষেত্রেই জ্ঞানের চৈতন্যের সাড়া পড়ি
থাকে। এইরূপ অর্থেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভৃতি হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করি
থাকেন। 'চিতানা' পদে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথ
অংশের অর্থ হইয়াছে,—'হৃদয়রূপ অভিষবক্ষেত্রে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানকে উদ্দীপিত ও বিশুদ্ধীকৃ
করেন।' অর্থাৎ, শুদ্ধসত্ত্বই জ্ঞানের জনয়িতা, শুদ্ধসত্ত্বের উদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ বিচ্ছুরি
হইয়া থাকে। 'অদ্রিভিঃ' পদের 'অভিষবণ-ফলক প্রস্তর অর্থ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় পরিগৃহী
হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ 'অদ্রিভিঃ' পদে স্থির অবিচলিত জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করি
জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের প্রভাবেই শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, জ্ঞান ভক্তি ও ক
যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই তাহারা অদ্রির ন্যায় অচঞ্চল হইয়া থাকে। তখনই সাধ
শ্রেষ্ঠধন পরমধন লাভের অধিকারী হন।

এই ভাবে মন্ত্রে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এই যে,—'শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমাদিগে
অন্তরে জ্ঞানরশ্মি বিচ্ছুরিত হউক, আর কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি এই তিনের সংমিশ্রণে সেই শুদ্ধস
আমাদিগের হৃদয়ে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করুক। ফলে, আমাদের অভীষ্ট-পূরণ রূপ পরমা
প্রাপ্ত হই।' মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। * (৭অ—৬খ—৪সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার সপ্তম অষ্টকে পঞ্চম অধ্যায়ে তৃতীয় বর্গে প্রথ
সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, একাধিকশততম সূক্ত, একাদশ ঋক)।

চতুর্থ সূক্তের গেয়-গান।

৫র র   ৩২   ৪ ৫   ১ র   ১   ১ র
১। সোমাঃ। পবা ৩। ত‌ইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গাতুবিত্তমা ২ ৩ঃ। মাম্নিত্রাসু-

র ২   ৪   ১ র ২   ৪ ৫
স্বানা ৩ ১ ২ ৩ঃ। অরে ৫ পসাঃ। সুবাধিয়া ৩ ১ ২ ৩ঃ। সুবোবা।

৫   ৫র র   ৩র ২ ৪   ৫   ১র র র
বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি। তেপূ। তাসো ৩। বিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসো-

র   ১ র র২   ৪ র   ১ ২
দধ্যাশিরা ২ ৩ঃ। সুরাসোমা ৩ ১ ২ ৩। দশা ৫ তাসাঃ। আগ্নিগন্তবা

৪ ৫ ৪   ৫   ৫ র   ৩র ২   ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবোবা। ষা ৫ র্ষ্ণো ৬ হায়ি॥ সুষা। ণাসো ৩। বিরত্রি-

১ র র র   ১   ২   ৪
ভাম্নিঃ। চিত্তানাগোরধিত্বচা ২ ৩ য়ি। আম্নিবমস্মা ৩ ১ ২ ৩। ভামা ৫ ভিত্তাঃ।

১   ৪ ৪
সামস্বরা ৩ ১ ২ ৩ন্। বসোবা। বা ৫ য়িদো ৬ হায়ি॥

* * *

২র র   ২   র s ১ ২   ২ ২ s
২। সোমাঃপবত্ত‌ইন্দবা ৩ এ। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ তুবিত্তমা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --   র র র s ১র ২   ২ ২ S
হো ৩ বা। আম্নিহী ২। মিত্রাসুস্বানা ৩ আরেপসা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩

২ ২ ১ --   র র ২   ২ ২   s ২ ২
হো ৩ বা। আম্নিহী ২। সুবাধিয়া ৩ঃ। হা ৩ হায়ি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ -- ১ n ৩   ৫র র   র র র র   ২
আম্নিহী ২। সুবঃ। বা ২ য়িদা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তেপূতাসোবিপশ্চিত্তা ৩ এ।

র র র   ১ র ২   ২ ২ s ২ ২ ১ --
সোমাসোদা ৩ ধ্যাআশিরা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২।

র র র   ১ র২   ২ ২ s ২ ২ ১ --
সুরাসোনা ৩ দার্শত্তাস। ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২।

১ ২   ২ ২   s ২ ২ ১ -- ১র
আগ্নিগন্তবা ৩ঃ। হা ৩ হায়ি; ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২। ধ্রুবাঃ।

n ৩   ৫র র   ২ র র র   ২   র র র n ১
ষা ২ র্ষ্ণা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। সুষাণাসোবিরত্রিভা ৩ য়িরে। চিত্তানাগো ৩ র।

১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ — ১
থিবচা ৩। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২। ইষমক্ষা ৩ ত্যান-

২ ২ ২ ৪ ২ ২ ১ ·· ১ ২
ভিত্তা ৩ঃ। হা ৩ হা। ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২। সামবরা ৩ ন্।

২ ২ ৪ ২ ২ ১ ·· ১ ন ৩
হা ৩ হাম্নি। ঔ ৩ হো ৩ বা। আম্নিহী ২। বসু। বা ২ ম্নিদা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা। মধুশ্চ্যুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

২র ১ ২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ৫
৩। সোমাঃপাবা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তই। দবা ৩। অস্মভ্যাঙ্গা ৩ ১ ২ ৩ ৪। তুবি।

৩ ২ ২ ১ ২ ৫ র ৩ ২ ২ ১ ২
ত্তমা ৩ঃ। মিত্রাসত্বানা ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। সয়ে। সধা ৩ঃ। স্বুবাধীম্না

৪ ২র ১ ২ ৫ ৩ ২
৩ ১ ২ ৩ঃ। স্বুবা ৫ র্কিদাউ। ত্তেপূত্তাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪। বিপঃ। চিত্তা ৩ঃ।

২র১র র ২ ৫র ৩ ২ ২র১ ২ ৫
সোমাসোদা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ধিয়া। শিরা ৩ঃ। স্বরাসোনা ৩ ১ ২ ৩ ৪। দর্শ।

৩র ২ ২ ১ ২ ৪ ২ ১ ২
তাসা ৩ঃ। জিগাত্মাবা ৩ ১ ২ ৩ঃ। ধ্রুবা ৫ সৃতাউ॥ স্বষাণাসো ৩ ১ ২ ৩ ৪।

৫ ৩ ২ ২১র র ২ ৫ ৩ ২ ২ ১
বিম্ন। ভ্রিত্তা ৩ ম্নিঃ। চিত্তানাগো ৩ ১ ২ ৩ ৪ঃ। অধি। স্বচা ৩ ম্নি। ইষা-

২ ৫ ৩ ২ ২ ১ ২ ৪
মাম্মা ৩ ১ ২ ৩ ৪। ত্যাম। ভিত্তা ৩ঃ। সমাস্বারা ৩ ১ ২ ৩ ন্। সস্থ ৫ বিদাউ॥

* *

৫র র ৩২৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৫
৪। সোমাঃপবন্তইন্দবাঃ। অস্মভ্যাঙ্গা। তুবিত্তমাঃ। মাম্নিত্রাঔ ২ ৩ ৪ বা।

২র১র ২র১২ ১ ১ ১ ১ ৩ র ২ ১ ২ ১ ২
স্বানাঅরেপসা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। স্বুবাধিয়াঃ। স্বুবর্ব্বা ২ ৩ ম্নিদা ৩ ৪ ৬ঃ॥

৫রর৩র২র ৩ ৪ ৫ ২র১ ২র ১ ২৩র ২ ১ ৩ন ৩ ৫
ত্তেপূতাসোবিপশ্চিত্তাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরাঃ। স্বরাঔ ২ ৩ ৪ বা।

২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ২১র ২ ৫ র৩র
সোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ঃ। জিগত্নবাঃ। ধ্রুবাষা ২ ৩ র্স্তা ৩ ৪ ৩ মি। স্বষাণা-

২র৩৪৫　২১২র১　২৩২১　২৮৩　৫　২১
সোবিশ্রিভাষিঃ। চিত্তানাগোঃ। অধিষ্চায়ি। আয়িবাও২৩৪বা। অম-

২　১৩১১১১　৩২১　২১　২
ভামভিতা২৩৪৫ঃ। সমস্বরান্। বমুবা২৩বিদা৩৪৩ঃ।

২
ও২৩৪৫ঈ। ঈ। ডা॥

* * *

৩র২　২　৪১　৫　২　৫　১　র
৫। সোমা৩১ঃ। পা৩ব। ভই। দা৩বঃ। এহিয়া। আ। স্মভাঙ্গাতু।

২　১—　১র　—　র১র　২　৪　৫
বি। ভমা২ঃ। এহিয়া২। গিত্রাস্থানাআ৩রে৩। পা২৩৪পাঃ।

২র—　১র--　র১২৪　২　৫
ঐহা২য়ি। এহিয়া২। সুবাধিয়াঃস্৩বা৩ঃ। পা৩৪৫য়িদো৬হায়ি॥

৩র১　২　৪১　৫　২　৪　৫　১　রর
তেপূ৩১। তা৩সো। বিপঃ। চ৩য়িতঃ। এহিয়া। সো। মাদো-

২র　১—　১র--　রর১র　২　৪
দধায়ি। আ। শিরা২ঃ। এহিয়া২। সুরাসোনাদা৩র্শা৩। তা২৩৪

৫　২র--　১র　—　১　২　৪　২
পাঃ। ঐহা২য়ি। এহিয়া২। জিগত্নবোঞ্জ৩বা৩ঃ। ষা৩৪৫র্স্তো-

৫　৩২　২　৪১　৫　২　৪　৫　১
৬হায়ি॥ সুষা৩১। পা৩সো। বিয়। ত্রা৩য়িভিঃ। এহিয়া। চায়ি।

ররর　২　১—　১র　—　১　২　৪
ভানাগোরা। ধি। ষচা২য়ি। এহিয়া২। ইবমস্মাভ্যা৩মা৩। ভা-

৫　২র—　১র　—　১২　২
২৩৪য়িতাঃ। ঐহা২য়ি। এহিয়া২। সমস্বরাষা৩সু৩। বা৩৪৫

৫
য়িদো৬হায়ি॥

* * *

২রর　২　১　র　২　১
৬। সোমাঃ পর্বিন্ত আ১য়িন্দাবাঃ। অস্মভ্যম্। গাতু২৩ধা। ত্বর্ষা২১২২।

১র২১র২র১র২র১৩১১১১　১২　২　—১
ভমামিত্রাস্বানাঅরেপসা২৩৪৫ঃ। সুবা৩উবা। ধী২য়াঃ। সু২৩

২　১　২　৪৫　২ররর　র　২　১রর
বাঃ। বিদা। ঔ৩হোবা॥ তেপূতাসোবিপা১শ্চাসিতাঃ। সোমাসঃ।

২ ১ — ১ র র২র১২ ১র৩ ১ ১ ১ ১
দধা ২ ৩ আ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। শিরঃ স্বরাসোনদর্শতাসা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

১ ২ ২ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
আগ্নিগা ৩ উবা। ত্বা ২ বো। ধ্রু ২ ৩ পাঃ। ঘৃতা। ঔ ৩ হোবা॥

২র র র ২ ১র র র ২ ১ —
স্বধাণাসোবিরা ১ জ্রায়িভারিঃ। চিত্তানাঃ। গোরা ২ ৩ ধা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১র ২১২ ১৩ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ২ — ১ ২
শচীবমশ্বত্যমভিতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। পামা ৩ উপা। ত্বা ২ রান্। বা ২ ৩ স্।

১ ২ ৪ ৫
বিদা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ২ ১ ২ ১ ২ ১ — ১ ২ ১
৭। সোমাঃপবস্থা ৩ ইন্দবাঃ। অস্মাভ্যঙ্গা। তুবিত্তমা ২ ঃ। ইহা ৩। মাবিত্রা ৩

৪ ৫ ২^ ৩ ৩ ২ র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫
স্বানাঃ। হাহো ২ ৩ ৪ হা। অরেপা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। স্বপা ৩ দীয়াঃ।

২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪ ২র র র র ২
হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্বুবা ৩ র্ব্বা ৫ বিদা ৬ ৫ ৬ ঃ॥ তেপূতাসোবা ৩ য়িপ-

র ১ ২র ১ ২ র ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
শ্চিতাঃ। সোমাসোদা। ধিয়াশিরা ২ ঃ। ইহা ৩। স্বরা ৩ সোন। হাহো

৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩
২ ৩ ৪ হা। দর্শতা ২ ৩ সাঃ। ইহা ৩। জাবিগা ৩ ত্নাবাঃ। হাহো ২ ৩ ৪

৫ ৬ ২ ৪ ২ র র র ২ ১ ২র ১
হা। ধ্রুবা ৩ ষা ৫ র্ত্তা ৬ ৫ ৬ য়ি॥ স্বধাণাসোবা ৩ য়দ্রিভারিঃ। চিত্তানাগোঃ।

২ ১ — ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ ১
অধিত্বচা ২ য়ি। ইহা ৩। আরিষা ৩ মাম্মা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। আমত্তা

২ ১ ২ ১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩ ২ ৪
২ ৩ য়িতাঃ। ইহা ৩। পামা ৩ স্বরান্। হাহো ২ ৩ ৪ হা বস্ ৩ বা ৫

৩ ১ ১ ১ ১
য়িদা ৬ ৫ ৬ ঃ। হে ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২র র ১ র ২র১ ১ ১ ২ ৪
৮। সোমাঃপবোহো। তাইন্দবাঃ। অস্মভ্যঙ্গা ৩। তুবা ৩ য়িতা ৫ মা ৬ ৫ ৬ ঃ।

২র ১ব র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
মিত্রা বাসোহো। আরেপসাঃ। স্বুবাধিয়া ৩ ঃ। স্বুবা ৩ য়ির্ব্বা ৫ য়িদা

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমং সাম

৩ ২ ৩ ১ ২ ১র ২র
অয়া পবা পবস্বৈনা বসূনি মাং শ্চত্ব

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সরসি প্রধন্ব।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
ব্রধ্নশ্চিদ্যস্য বাতো ন জূতিং

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুরুমেধাশ্চিত্তকবে নরং ধাৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে সত্ত্বভাব! 'অয়া' (অনয়া, তব ইত্যর্থঃ) 'পবা' (পবমানয়া, ধারয়া, পবিত্রয়া ধারয়া সহ) 'এনা বসূনি' (এনানি ধনানি, পরমধনানি ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ); 'ইন্দো' (হে সত্ত্বভাব!) 'মাংশ্চত্বে' (ত্বৎকাময়মানে) 'সরসি' (কলশে, পাত্রে, মম হৃদয়ে ইত্যর্থঃ); 'প্রধন্ব' (প্রগচ্ছ, আবির্ভব); বয়ং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'পুরুমেধাশ্চিৎ' (বহুজ্ঞানসম্পন্নঃ, প্রাজ্ঞঃ জনঃ) 'যস্য' (যস্য দেবস্য) 'বাতঃ নঃ' (বায়ুতুল্যঃ, আশুমুক্তিদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'জূতিং' (গতিং, জ্যোতিঃ) 'ধাৎ' (ধারয়তি, প্রাপ্নোতি) 'ব্রধ্নশ্চিৎ' (সর্ব্বেষাং মূলীভূতঃ সঃ ব্রহ্ম) 'নরং' (সৎকর্ম্মনেতারং) 'তকবে' (প্রাপ্নোতি); নিত্যসত্যমূলকোঽয়ং। জ্ঞানীজনঃ ভগবন্তং প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে সত্ত্বভাব! তোমার পবিত্রকারক ধারার সহিত পরমধন প্রদান কর; হে সত্ত্বভাব! তোমাকে কামনাকারী আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হও (ভাব এই যে, আমরা যেন সত্ত্বভাব লাভ করি) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে দেবতার আশুমুক্তিদায়ক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়েন, সকলের মূলীভূত সেই ব্রহ্ম সৎকর্ম্মনেতাকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করেন।)॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অয়া' অনয়া 'পবা' পবমানয়া ধারয়া 'এনা' এনানি 'বসূনি' ধনানি 'পবস্ব' ক্ষর॥ পবা পূঞ্ পবনে (ক্র্যাদি প০) অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে: (৩।২।১৭৮) ইতি বিচ্ প্রত্যয়া, আর্দ্ধধাতুকলক্ষণো গুণঃ, সাবেকাচ (৬।১।১৬৮)—ইতি তৃতীয়ায়া উদাত্তত্বং॥ তথা হে 'ইন্দো' ... 'মাংশ্চত্বে' মন্মমানানাং চাতকে 'সরসি' উদকে বলতীরর্ত্থাখ্যো 'প্রধন্ব' প্রগচ্ছ। 'যস্য' সোমস্য শোধনে সতি 'ব্রধ্নশ্চিৎ' সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকো মূলভূতো বা আদিত্যোঽপি 'বাতঃ ন' বায়ুরিব 'জূতিং' বেগং প্রাপ্তঃ সন্ কিঞ্চ 'পুরুমেধশ্চিৎ' বহুবিধযজ্ঞ ইন্দ্রোঽপি 'তকবে'। তকতির্গতিকর্ম্মসু পঠিতঃ (নিঘং ২।১৪।৬৯), অস্মাদৌণাদিক উন্-প্রত্যয়ঃ। সোমং গচ্ছত; মহ্যং 'নরং' কর্ম্মনেতারং পুত্রং 'ধাৎ' দদাতু প্রযচ্ছতু। স ত্বং প্রধন্বেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'যস্য' 'অত্র' ইতি পাঠৌ, 'জূতিং'—'জতিং' ইতি, 'ধাৎ' 'দাৎ'—ইতি চ॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—*—

মন্ত্রটী অত্যন্ত জটিল। ভাষ্যকারও মন্ত্রের সকল পদের ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁর মন্ত্রের শেষাংশের 'নরং দাৎ' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। অধিকন্তু 'যস্য' পদে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল পদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও খুব পরিষ্কার হয় নাই।

আমাদের ব্যাখ্যায় মন্ত্রান্তর্গত 'ব্রধ্নশ্চিৎ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে 'ব্রহ্ম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'জূতিং' পদে নিরুক্ত-সম্মত 'জ্যোতিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই মন্ত্রটীর প্রথমাংশে সত্ত্বভাব লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সৎকর্ম্মনিরত, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবানের পরম মঙ্গলদায়ক জ্যোতির সন্ধান পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। সেই সৌভাগ্যশালী সাধকের নিকট ভগবান নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়েন॥ (৭অ—৬খ—৫সূ—১সা)।*

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫অ—৭দ—৯সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের দ্বিপঞ্চাশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে সেই অনার্য্য শবরদিগের প্রতিই লক্ষ্য আছে। কিন্তু আমরা তাহা সমর্থন করি না। বেদমন্ত্র নিত্য। নিত্য-সামগ্রীর সহিত অনিত্য-সামগ্রীর কোনই সম্বন্ধ সূচনা থাকিতে পারে না। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত ভাব-সঙ্গতি রক্ষায় আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মন্ত্রের যে ভাব গ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

কি ভাবে কিঅর্থে আমরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছি, মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থালোচনায়ই তাহা উপলব্ধি হইবে। 'শ্রুতে' 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ভাষ্যানুসারী অর্থ—'শ্রুতি-প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে'। ব্যাখ্যাকারও ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদের সহিত কোনও স্থানের সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। আমাদের অর্থ—'সদ্ভাবসমন্বিত পবিত্র হৃদয়ে।' সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়কেই 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' বলা চলিতে পারে। এখানে একটী উপমার ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। তীর্থক্ষেত্র যেমন পুণ্যপূত পবিত্র, সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ও তদ্রূপ বলিয়া মনে করি। তীর্থে যেমন দেবতার অধিষ্ঠান হয়; সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই তেমনি দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। হৃদয়ে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলেই তাহার মহিমা প্রখ্যাত হয়, তখনই তাহার খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থেই এখানে 'শ্রুতে' ও 'তীর্থে' পদদ্বয়ের সার্থকতা। 'শ্রুতে' এবং 'তীর্থে' পদদ্বয়ের ঐরূপ অর্থে 'শ্রবায়াস্থ' পদেরও এক সুষ্ঠু সঙ্গত হইতে পারে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত তিনি কিরূপ? না, 'শ্রবায়াস্থ' পরমধন-সমন্বিত অর্থাৎ পরমধনের দাতা। হৃদয়ে মানস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমাংশে সাধক সেই যজ্ঞে, ভগবানকে আগমন করিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন। কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ই আপনার প্রধান আশ্রয়স্থান। সৎকর্ম্মেই আপনার প্রীতি। আমরা মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; সদ্ভাব-সঞ্চারে আপনি সেই যজ্ঞে আগমন করুন এবং হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।'

তার পর শত্রুনাশের প্রার্থনা। দ্বিতীয় অংশে সেই প্রার্থনারই বিকাশ হইয়াছে। 'ষষ্টিং সহস্রা' পদদ্বয়ে আমরা 'অসংখ্য অনন্ত-শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করি। সংখ্যাধিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। সে হিসাবে, 'ষষ্টিং সহস্রা ধনানি' বলিতে 'শ্রেষ্ঠধন' 'পরমধন' বলিয়াই বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ধনের অপেক্ষা ইহপরকালে (ইহলোক-পরলোকে) শ্রেষ্ঠধন আর কি থাকিতে পারে? ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সে ভোগ-সুখেরও অবসান হয়। আবার ঐহিক বিত্ত-সম্পত্তিতে কেবল আকাঙ্ক্ষাই বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যে ধন ইহকালপরকালের শ্রেষ্ঠ ধন, যে ধন প্রাপ্ত হইলে সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে; যে ধন প্রাপ্ত হইলে আর চাহিবার আকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, সেই ধনই শ্রেষ্ঠ ধন। সেই ধন লাভের কামনাই মন্ত্রের 'ষষ্টিং সহস্রা সহনি' পদত্রয়ে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে ধন তো সুলভপ্রাপ্য নহে! সে যে এখন শত্রুদিগের করতলগত! 'নিশুতঃ' যে সে ধন ঘেরিয়া বসিয়া আছে। তাহারাই যে সে ধনলাভের অন্তরায় হইয়াছে! সুতরাং

ধনলাভের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নৈশুত্ত' ও 'রণায়' পদদ্বয়ে সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন! আমরা কর্ম্মফলপ্রার্থী। হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষ করিয়া, আমাদিগকে সেই ফল প্রদান করুন। কিন্তু নাথ! হৃদয় যে অন্ধকারময়—শত্রুগণের লীলাভূমি! তাহারা যে আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধনকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আপনি সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করিলে, তবেই আমরা সে ধনলাভে সমর্থ হইব। আমরা পার্থিব ধন চাহি নাই। আমরা সেই অনন্ত ফলের কামনা করি। আপনি অন্তঃশত্রু বিনাশ করিয়া, সদ্ভাবের সমাবেশে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করুন এবং আমাদের কর্ম্মফল-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করুন। ফললাভে ফলদানে আমরা যেন শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হই।'

'বৃক্ষং ন পক্বং' উপমা-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে,—বৃক্ষ উপযুক্ত সময়েই ফল প্রদান করে; আর উপযুক্ত সময়েই সে ফল পরিপক্ব হয় এবং উপযুক্ত কালেই মানুষ সেই সুপক্ব ফল প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফল সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ফল প্রাপ্তিরও একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। নির্দ্দিষ্ট কালেই মানুষ তাহার কর্ম্মের ফল পাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখনই সে কর্ম্মের শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। স্তরের পর স্তরক্রমে কর্ম্ম এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখনই সেই কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরেই সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। উপমায় স্তরের পর স্তরক্রমে সেই অবস্থায় উপনীত হইবারই উপদেশ আছে। যে অবস্থায় জলে জল মিশিয়া যায়, আলোকপুঞ্জ আলোক-পুঞ্জে আত্মলীন করে,—এ সেই পরিপক্ব অবস্থা। * (৭অ-৬-৫সূ-২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। পঞ্চমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩　১　২ ৩　২ ৩ ১ ২　৩ ১র　২র ৩
মহী মে অস্য বৃষনাম শূষে মা৺শ্চত্বে

৩　১ ২　৩　১ ২
বা পৃশনে বা বধত্রে।

১ ২　৩ ১ ২　৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
অস্বাপয়ন্নিগুতঃ স্নেহয়চ্চাপামিত্রা৺

২ ৩ ১ ২　৩ ২
অপাচিতো অচেতঃ ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিকনবতিতম সূক্ত, ত্রিপঞ্চাশৎ ঋক)।

শত্রূণাং হিংসনশীলে ভবতঃ। সোঽস্মং 'নিষ্টতঃ' নীচৈঃ শঙ্কায়মানান্ শত্রূন্ 'অস্বাপয়ৎ' অস্বাপয়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'স্নেহয়ৎ' প্রাদ্রাবয়ৎ সংগ্রামাচ্ছত্রূন্। অথ প্রত্যক্ষঃ। হে সোম! স ত্বং 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'অপাচেত' অপগময়। তথাচ 'অপাচিতঃ' অগ্নিচয়ন-মকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ 'ইতঃ' অস্মচ্ছকাশাৎ অপাচেত অপগময়। অঞ্চতির্গতিকর্ম্মা ভা॰ স॰)॥ (৭অ-৬খ-৫সূ ৩সা)॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* . *

তৃতীয় (১১০৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে শত্রুনাশের প্রার্থনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফলসংপর্শের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের শত্রু দ্বিবিধ—অন্তঃশত্রুঃ এবং বাহ্যশত্রু। অন্তঃশত্রু—অজ্ঞানতা এবং তৎসহচর কামক্রোধাদি, অন্তরেই অবস্থিত। কিন্তু বাহ্যশত্রু যাহারা—আমাদিগের দশেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ীভূত বন্ধনহেতুভূত এই পার্থিব সামগ্রী। বাহ্য দৃশ্যবস্তু অবস্থাভেদে ইন্দ্রিয়বিশেষের বিক্ষোভ জন্মাইয়া অন্তরস্থ কামক্রোধাদি রিপুবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে বহিঃশত্রুর সহায়তায় অন্তঃশত্রু পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যতদিন তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, মানুষের কি সাধ্য যে—সদ্ভাব উন্মেষণে সদ্ভাবসঞ্চয়ে সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয়! এখানে, এ মন্ত্রে সেই দ্বিবিধ শত্রুনাশের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদটী এই,—"ঐ সোমের দুটী বিষয় মহৎ ও সুখকর অর্থাৎ রসসেবন ও স্তুতি পাঠ, ইহাতেই তাঁহার তেজঃ বৃদ্ধি হয়। শত্রুদিগকে তিনি ভূমিশায়ী করিলেন ও তাড়াইয়া দিলেন। হে সোম, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর। যাহারা অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে দূরীভূত কর।" অনুবাদ এবং ভাষ্য হইতে যে পরস্পর-বিরোধী অসামঞ্জস্যমূলক মত-সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, একটু প্রণিধান করিলেই তাহা বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, আমরা এরূপ অর্থ অনুমোদন করি না। আমাদের মতে এখানে সাধক আত্মায় আত্মসম্মিলনের প্রয়াস পাইতেছেন। যত দুশ্চিন্তা, যত কুটিলতা, যত মায়া-মমতা, যত হিংসা-প্রলোভন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। চারি দিক হইতে অন্ধকার আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। তাই তিনি প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেব! একবার জ্যোতিঃ রূপে আবির্ভূত হউন। আমার অন্তর বাহির চারিদিকের অন্ধকার দূর হউক। মায়া-মমতা প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-নিশাচরগণ যেন কোনও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে না পারে। দমন করুন তাহাদিগকে;—ধ্বংস করুন—তাহাদিগকে;—বিদূরিত করুন—তাহাদিগকে। তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেই সাধনার পথ প্রশস্ত হইবে। আলোক-রশ্মির অনুসরণে দিব্য আলোকে মিশিতে পারিব। হে দেব!

আপনি কৃপা পরবশ হইয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দেন;—আমার কর্ম্ম-শক্তির স্ফূরণ করিয়া দেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মক্ষয়ে কর্ম্মময় আপনাতে মিশিয়া যাই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপাচিতঃ' পদের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—'অগ্নিচয়নং অকুর্ব্বতঃ নাস্তিকাংশ্চ।' বিবরণকারের মতে ঐ পদের অর্থ—'পতিতা চেতনা ভবন্তি' অর্থাৎ যাহারা চৈতন্যহীন—অজ্ঞান। আমাদের অর্থ বিবরণকারেরই অনুসারী। অজ্ঞানতাই কর্ম্মপ্রতিবন্ধক। অজ্ঞানতাই মানুষকে নাস্তিক করিয়া তুলে। অজ্ঞানতাই ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়। এখানে সেই অজ্ঞানতা বিদূরণে জ্ঞানরশ্মি-বিচ্ছুরণের ভাব ঐ 'অপাচিতঃ' পদে পরিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। ফলতঃ, অজ্ঞানতা-নাশে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানে আত্মলীন করার উপদেশই মন্ত্রের নিগূঢ় লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৬খ—৫সূ ৩সা)।

পঞ্চম-সূক্তের গেয়-গান।

২র ১ ২ ১ ২ ১ র র র ২ ১ ২ ৫ ২ ২ ২
১। ঔ হোহায়ি। অহোহায়ি। পাপাবৈশ্বাবস্ ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

৫ ১ র ১ র ২ ১ ২ ৫ ২^ ৩২ ৫ ২
ঈ ৩ য়া। মা৺শ্চত্বইন্দ্রোপরাপপ্রধা ২ ৩ ষা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া।

র ১ র ২ ১ ২ ৫ ২^ ৩২ ৫ ২ ১
মা৺শ্চত্বইন্দ্রোপরাপপ্রধা ২ ৩ ষা। ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। ব্রহ্মশ্চি-

র র ২ ১ ২ ৫ ২ ৩২ ৫ ২ ১ র র
ত্তবাত্তোনভ্ ২ ৩ ত্তীগ্। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ৩ য়া। পুরুমেধা-

র ২১ ২ ৫ ২ ৩ ২ ১^ ৩
শ্চিত্তকবেনরা ২ ৩ ধাৎ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঈ ২। য়া ২ ৩ ৪।

৫র র ২র ১ ২ ১ ২ ১র র র ২ ১ ২ ৫ ২
ঔহোবা॥ ঔহোহায়ি। উহোহায়ি। নএনাপবয়াপবা ২ ৩ ষা॥ ঔ ৩ হোয়ি।

৩ ২ ৫ ২ ১ র র ২ ১ ২ ৫ ২ ৩ ২
ইহা। ঈ ৩ য়া। অধিশ্রুতেশ্রবাগ্নিয়স্তা ২ পরিধায়ি। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

৫ ২ ১ র র র ২ ১ ২ ৫ ২^ ৩ ২
ঈ ৩ য়া। বস্তি৺সম্প্রাণেগুত্তোবস্ ২ ৩ নী। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে একবিংশ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তাধিক নবতিতম সূক্তের চতুঃপঞ্চাশৎ ঋক্)।

s ২ ১ র ২১ ২ s ২র ৩২ ১ ৩
ঔ ৩ য়া। বৃক্ষস্যপক্ক্বন্নংশ্রণা ২ ৩ য়া। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা। ঔ ২। বা

৫র র ২র১২ ১২ র ২
২ ৩ ৪ ঔহোবা॥ ঔহোভায়ি। মহোভায়ি। মেঅন্তবৃষনামশূ ২ ৩ ষায়ি।

s ২A ৩২ s ২ ১র র র র র২১ ২ S
ঔ ৩ হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া ৩ মা৺শ্চবেবাপূশনেবাবধা ২ ৩ ত্রায়ি। ঔ ৩

২n ৩২ s ২ ১র র ২১ ২ s ২A ৩২
হায়ি। ইহা। ঔ ৩ য়া। অন্বাগাগ্নিস্ত্তস্নেয়া ২ ৩ চ্ছা। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

s ২ ১র র র র ২১ ২ s ২ ৩২
ঔ ৩ য়া। অপামিত্রাঁ৺ অপাচিত্তোঅচা ২ ৩ স্মিতাঃ। ঔ ৩ হোয়ি। ইহা।

১A ৩ ৫র র ২ ২র৩২
ঔ ২। য়া ২ ৩ ৪। ঔহোবা। এ ৩। দৌদিহী ১॥

* * *

১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র ২১ র ২৩৪৫ ২র ১
২। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অয়াপবা। পবস্বৈ। নাবসূনা। মাঁ৺শ্চত্বআয়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ২ ১র ২৩৪৫ ২১র
দো ৩ সর। নিপ্রধন্বা। ব্রহ্মশ্চন্তঃ। শা ৩ বা। ভোনজূতীস। পুরুমেধাঃ।

২১ ২ ২ ৪ ২১ ২ ১
চিত্তক। বা ৩ ৪ ৩ য়ি। না ৩ য়া ৫ হ্ম ৬ ৫ ৬ ৫। উহনয়। না ৩ পব।

২৩৪৫ ১ ২১র ২৩৪৫ ২১ ২ ১র
য়াপবস্বা। অধিশ্রুতায়ি। শ্রবায়ি। বস্বন্তায়ির্থায়ি। যষ্টিঁ৺শতা। স্রা ৩বৈস্ত।

২ ৩৪৫ ২n ৩১র ২ ২ ৪
তোতোস্থূনী। বৃক্ষস্যশা। ক্বধুম। বা ৩ ৪ ৩ ৫। রা ৩ শা ৫ য়া ৬ ৫ ৬।

২১র র ২ ১ ২৩৪৫ ২র ১ র ২১ র ২৩৪৫
মহীমেশ্বা। সা ৩ বৃষ। নামশ্রুশায়ি। মাঁ৺শ্চবেবা। পূশনে। বাবধত্রায়ি।

২১র ২১ ২৩৪৫ ১র২র৩র২ ১ ৩২ ১র
অশ্বাগন্নাৎ। নিগুক্তঃ। স্নেহয়চ্ছা। ঔহোবাহা ৩ হোয়ি। ইহা। অপা-

২১র ২ ২ ৪
মিত্রাঁ৺। অপাচি। তো ৩ ৪ ৩। আ ৩ চা ৫ স্মিতা ৬ ৫ ৬ঃ॥

* * *

২র১ ২ ২র র ১ ২ ১র র ২১
৩। অয়াপবোবা। পাবস্বৈনা। বসূ ২ ৩ নী। মাঁ৺শ্চত্বইন্দোসরণি। প্রধা

২ ১ ২১২ ১ ২n৩ A ১ ২১
২ ৩ বা। ব্রহ্মশ্চন্তঃ। বা। ভোনাজূ ২ ৩ ৪ তীস। পুরু। মায়ি। বাশ্চি-

১ ৪ ২র ৫ ২ ১২
ত্বাকা২৩। গা২৩য়িনা৩। য়া৩৪৫ঔ৬হায়ি॥ উত্তমণ্ডবা।

১ ২ ১ ২ ১ র র ২১ ২ ১
নাপবয়া। পবা২৩বা। অভিক্রন্তেশ্রবায়িয়। স্তুতা২৩য়ির্বায়ি। মষ্ঠিঌ.

২১২র১র ২৲৩ ৫ ১ ২১
সংস্রাবৈ। গূ। তোবাম্২৩৪নী। বৃক্ষাণ। না। পাকন্ধ,না২৩।

১ ৪ ২৲ ৫ ২র১২ ১২র ১
বা২৩দ্রা৩। পা৩৪৫য়ো৬হায়ি। মতীমণ্ডবা। স্বাবৃষনা। গশূ২৩

২ ১র রর রব ১ ২ ১র২ ১২ ১
মায়ি। মাঌ শচদেবাপূশনেবা। নশা২৩ত্রায়ি। অশ্বাপত্নিগুতঃ। সে।

২র৩ ৫ ১ ২ ১ ১ ৪
হায়া২৩৪চ্ছা। অপা। মায়ি। ত্রাঌ অপাচা২৩য়ি। তো২৩আ৩।

২ ৫
চা৩৪৫য়িতো৬হায়ি॥ ১।২।৩॥

—•—

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ৩ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ উত ত্রাতা

৩ ১ ১ ৩ক ২র
শিবো ভুবো বরূথ্যঃ॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) ত্বং 'বরূথ্যঃ' (বরণীয়ঃ, সংসারবন্ধননাশকঃ পরমাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ) 'শিবঃ' (পরমমঙ্গলময়ঃ) অসি ইতি শেষঃ; 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মাকং) 'অন্তমঃ'

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে,—(১) "শ্রৌতক্ষম্" (২) "হৈতবহানিষ্ঠং" এবং (৩) "বার্জ্জতুরম্।"

(অন্তিকতমঃ, প্রিয়তমঃ—বন্ধুভূতঃ) 'উত' (অপিচ) 'ত্রাতা' (ত্রাণকারী) 'ভূব' (ভব)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! ত্বং অস্মাকং মিত্রস্বরূপঃ ভূত্বা অস্মান্ বিপদি রক্ষ সংসারবন্ধনঞ্চ নাশয় ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৭অ - ৭খ - ১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনি সংসারবন্ধননাশক পরমাশ্রয়স্বরূপ পরমমঙ্গলময়; আপনি আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধুভূত এবং ত্রাণকারী হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আপনি আমাদিগের মিত্রস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং সংসারবন্ধন নাশ করুন।) ॥ (৭অ—৭খ—২সূ—১সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে!' 'বরূথ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অন্তমঃ' অন্তিকতমঃ 'ভুবঃ' ভব। 'উত' অপিচ 'ত্রাতা' রক্ষকঃ 'শিবঃ' সুখকরশ্চ ভব। 'ভুবঃ'—'ভব' ইতি পাঠৌ। (৭অ—৮খ—১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

'সত্যং শিবং সুন্দরং'-তিনি। অনন্তমঙ্গলময় প্রেমময় ভগবান্ জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। তিনি জগতের পরমবন্ধু। তাঁহার কৃপাতে বিশ্ব পরমমঙ্গলের পথে চলিতেছে। তিনি 'শিবঃ'। তাই বিশ্ব তাঁহার মঙ্গলনীতিতে পরিচালিত। জগতে কোথাও অমঙ্গল চিরদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমরা যে অমঙ্গল দুঃখ-বিপদ দেখি, তাহা আমাদের অসম্যক্-দৃষ্টির পরিণাম, অজ্ঞানতার ফল মাত্র। কোনও বস্তুই সম্যক্‌ভাবে দেখিবার শক্তি আমাদের নাই। সসীম দৃষ্টি লইয়া আমরা অসীমের কার্য্যের বিচার করিতে যাই, তাহাতে আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বনীতিতে অমঙ্গলের স্থান থাকিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাইত। কিন্তু তাহা তো হয় না! অনন্তমঙ্গলময় ভগবানের রাজত্বে পাপের বা অমঙ্গলের স্থান নাই। আপাতঃপ্রতীয়মান দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া উচ্চতর লোকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। আমাদের স্বকৃত ভুল ও পাপের শাস্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রাজ্যে লইয়া যান। শাস্তির দুঃখের আগুনে পুড়িয়া আমাদিগকে খাঁটি করিয়া লয়েন। তিনি ব্যথাহারী; তাই ব্যথা দিয়া

ভববাধা দূর করেন। ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথাহারীকে স্মরণ করে না, ব্যথা না পাইলে মানুষ ব্যথার ব্যথীকে চিনিতে পারে না। তাই ব্যথা দিয়া, ব্যথা জাগাইয়া, তিনি ব্যথা দূর করেন। এই পিতার শাসনের অন্তরালে মায়ের স্নেহকোমল হৃদয় বর্ত্তমান আছে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।"

এমন যে পরমদেবতা—যিনি শাসনে পিতা, স্নেহে মাতা, বিপদে রক্ষক,—মানুষ আপনা হইতেই তো তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে, তাঁহাকে নিকট, নিকটতম আত্মীয়রূপে বন্ধুরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে! তাই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—"ওগো, পরমমঙ্গলালয়! এস তুমি, আমার হৃদয়ে এস! তোমার পরশ পাইয়া আমি ধন্য হই। তুমি সখা রূপে আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর; আমি ধন্য হই। দূরে থাকিয়া সাধ মিটে না; শুধু পিপাসা বাড়িয়া যায় মাত্র। নিকটে এস; আরও নিকটে এস, তোমাতে আমি 'আমি-হারা' হইয়া যাই। তোমারও আমার মধ্যে যেন কোনও ব্যবধান না থাকে। নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীদাম সুদাম যেমনভাবে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পায়, 'কভু কাঁধে চাড়ে, কভু পা চড়ায়', আমিও তেমনিভাবে তোমাকে পাইতে চাই। আমি তোমার আশাতেই বসিয়া আছি! কবে আমার আশা পূর্ণ হইবে নাথ! নহিলে পিপাসা মিটিবে না যে!"

ভগবানকে নিকটে, নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের মধ্যে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে থাকিয়া শুধু পূজা অর্চ্চনা করিয়া মানুষ চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না—ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে চায়। ভগবানের সমত্বের যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে আছে, তাহাই তাহাকে সখ্যরসের সাধনায় প্রবৃত্ত করে। এই মন্ত্রে সেই সখ্যরসের বিকাশ দেখা যায়।

মন্ত্রের 'বরুণাঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুক্তে ঐ পদ 'গৃহ' নামের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োবিংশ সূক্তের একবিংশী ঋকে 'বরুণং' পদে 'রোগনাশকং' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় অর্থেই ভাবসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সংসারে গতাগতি—সংসারের বিষম বন্ধন—ইহার অপেক্ষা কঠিন ব্যাধি আর কিছু হইতে পারে কি? সেই ভবব্যাধি নাশ করেন বলিয়া, সংসার বন্ধন-নাশ করেন বলিয়া, ভগবানকে 'বরুণাং' বলা হয়। আবার ভগবানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আবাসও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডচরাচর লীন হইয়া আছে, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের উক্তিতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহাতেই লয় হইতেছে। তাই তাঁহাতে একবার আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, সংসার-বন্ধন টুটিয়া যায়, জন্মগতি রোধ হয়। তখন সাগর জল, নদীর জল—নামরূপ হারাইয়া, এক হইয়া যায়। এই ভাবেই আমরা, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'বরুণাং' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।* (৭অ—১খ—১৭ - ১সা)।

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৩প - ১১খ - ১১দ - ২সা) প্রাপ্তব্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায় ষোড়শ বর্গের প্রথম সূক্তে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্ব্বিংশ সূক্তের প্রথম ঋক্)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ১ ২
বসুরগ্নির্ব্বসুশ্রবা অচ্ছা নক্ষি

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
দ্যুমত্তমো রয়িং দাঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! ত্বং 'বসুঃ' (নিবাসকঃ, সর্ব্বেষাং ধারকঃ ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (সর্ব্বেষাং অগ্রণীঃ, সৎপথপ্রদর্শকঃ, নেতা বা ইত্যর্থঃ) 'বসুশ্রবাঃ' (সদ্ভাবানাং শ্রেষ্ঠধনানাঞ্চ আধারঃ ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ। ত্বং 'অচ্ছ' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন, অস্মান্ ইতি ভাবঃ) 'নক্ষি' (ব্যাপ্নুহি—শ্রেষ্ঠধনেন সদ্ভাবেন চ ইতি ভাবঃ)। অপিচ, 'দ্যুমত্তমঃ' (অতিশয়েন দীপ্তিমান্—পরমতেজঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'রয়িং' (পরমধনং) 'দাঃ' (অস্মভ্যং দেহি)। অথবা 'রয়িন্দাঃ' (পরমধনদাতা ত্বং) 'অচ্ছ' (আগচ্ছ অস্মাকং হৃদি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সদ্ভাবসম্পন্নান্ কুরু পরমধনং চ প্রযচ্ছ (৭অ ৭খ ১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বরূপিন্ হে ভগবন্! আপনি সকলের ধারক, সকলের নেতা—সৎপথ-প্রদর্শক এবং সদ্ভাবসমূহের ও শ্রেষ্ঠধনের আধার হয়েন। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের এবং সদ্ভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করুন। অপিচ, অতিশয়-দীপ্তিমান পরমতেজঃসম্পন্ন আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। অথবা, পরমধনদাতা আপনি (আমাদিগের হৃদয়ে) আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে সদ্ভাবসম্পন্ন এবং পরমধন প্রদান করুন)। (৭অ—৭খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বসুঃ' বাসকঃ 'অগ্নিঃ' সর্ব্বেষামগ্রণীঃ 'বসুশ্রবাঃ' ব্যাপ্তান্নস্থং 'অচ্ছ' আভিমুখ্যেন 'নক্ষি' অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। 'দ্যুমত্তমঃ' অতিশয়েন দীপ্তিমান ত্বং 'রয়িং' পশ্বাদিলক্ষণং ধনং 'দাঃ' অস্মভ্যং দেহি। 'দ্যুমত্তমঃ'—'দ্যুমত্তমং'—ইতি পাঠৌ। (৭অ - ৭অ - ১সূ - ২সা)।

দ্বিতীয় (১১০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রটীর অর্থ হয়,—"হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক হও। হে গৃহদাতা ও অন্নদাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।"

মন্ত্রান্তর্গত 'অগ্নিঃ' পদে ভাষ্যকারের অর্থ এবার আর হোমাগ্নি বা সাধারণ অগ্নিরূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। এখানে তিনি ঐ 'অগ্নিঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'সর্ব্বেষামগ্রণীঃ।' 'অগ্নিঃ'—জ্ঞানাগ্নি তো অগ্রণী বটেনই! জ্ঞানাগ্নি জ্ঞান-দৃষ্টি ভিন্ন কেহ অগ্রসর হইতে পারে কি? জ্ঞানাগ্নিই সকল কর্ম্মের নেতা, জ্ঞানাগ্নিই সকলের সকল সৎপথের প্রদর্শক। জ্ঞানদৃষ্টির - বিচার-বুদ্ধির পরিস্ফুরণে সু-কু, সৎ অসৎ বাছিয়া লইতে পারিলে তো মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে? তাই এখানে 'অগ্নিকে' জ্ঞানাগ্নিকে, সকলের অগ্রণী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 'রয়িং' পদের অর্থে ভাষ্যকার 'পশ্বাদিলক্ষণং ধনং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—এ ধন (রয়িং) পশ্বাদিলক্ষণযুক্ত ধন নহে। 'অগ্নি' যে ধন প্রদান করেন, সে সেই দেবদত্ত রমণীয় ধন; যে ধন পাইলে সাধকের ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই বিনষ্ট হয়! এ ধন - সেই পরমরমণীয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ধন।

মন্ত্রে 'বসুঃ', 'বসুশ্রবাঃ' প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ পদ আছে, মানুষকে ভগবদভিমুখী করাই, তাহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বিশেষণ-বিরহিতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য অন্য আর কিছুই নহে। উদ্দেশ্য এই মাত্র যে,—অনন্তকে সসীম অন্তরে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লইবার প্রয়াস পাই। আমি যদি বুঝিতে পারি—আমার ইষ্টদেবতা এই রূপগুণে বিভূষিত, তাঁহার অর্চ্চন-পূজনে এই ফললাভের সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমার চিত্ত সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে; তাঁহার ভজনপূজনে সহজেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। সকল কার্য্যেই আমরা ফলের আকাঙ্ক্ষা করি। ফলাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আমরা কোনও কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি না। তাই নানা গুণবিশেষণে বিশেষিত করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই—অনন্তকে সান্তে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস; নির্গুণ গুণাতীতকে গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রচেষ্টা।

এইরূপে মন্ত্রের অর্থ হয়—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে জ্ঞানধন ও পরমাশ্রয় প্রদান করুন। আপনি পরমাশ্রয় পরমধনদাতা জানিয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। (৭অ—৭খ—১সূ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ বর্গ, প্রথম ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　　　　　　　৩ ১ ২
তং ত্বা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ সুম্নায়

৩ ১ ২　৩　১ ২
নূনমীমহে সখিভ্যঃ ॥ ৩ ॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শোচিষ্ঠ' (অতিশয়েন তেজঃসম্পন্ন, পরমশক্তিসম্পন্ন ইত্যর্থঃ) 'দীদিবঃ' (স্বজ্যোতিঃ। স্বয়মেব দীপ্যমান্, স্বপ্রকাশ ইতি ভাবঃ) প্রজ্ঞানরূপিন্ হে ভগবন্! তং (প্রসিদ্ধং, শরণাগত-পালনায় মহামহিমান্বিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'সুম্নায়' (সুখায়, পরমসুখায় ইত্যর্থঃ) প্রার্থয়ামি ইতি শেষঃ। অপিচ, 'সখিভ্যঃ' (ভবতাং সখ্যলাভায় চ) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'ঈমহে' (যাচয়ামি)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! ভবতাং অনুগ্রহেন যথা জ্ঞানদৃষ্টিং ভবতাং সখিত্বং চ লভেম তথা বিধেহি। (৭অ—৭খ—২সূ　৩সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

অতিশয় তেজঃসম্পন্ন অর্থাৎ পরমশক্তিসম্পন্ন, আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্যমান্—স্বপ্রকাশ প্রজ্ঞানরূপী হে ভগবন্! শরণাগতপালনে মহামহিমান্বিত আপনাকে পরম সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। অপিচ, আপনার সখ্য-লাভের যাচ্ঞা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে যেন জ্ঞানদৃষ্টি এবং আপনার সখিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই, আপনি তাহা বিধান করুন।) ॥ (৭অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* • *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'শোচিষ্ঠ' অতিশয়েন শোচিষ্মন্! 'দীদিবঃ' স্বতোজ্যোতির্দীপ্যমান! 'তং' 'ত্বা' ত্বাং 'সুম্নায়' সুখায়॥ সুম্নমিতি সুখনামৈতৎ (নিঘ০ ৩৬১৭)॥ তদর্থং। 'সখিভ্যঃ' সমান-খ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ সুখার্থঞ্চ নূনং' 'ঈমহে' যাচামহে॥ (৭অ ৭খ—২সূ—৩সা)॥

* • *

তৃতীয় (১১০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট তাঁহার সখিত্বের এবং পরমসুখলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সখিভ্যঃ' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ—'সমানখ্যাতিভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ।' বিবরণকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন,—'ঋত্বিগ্ভ্যঃ।' আমরা কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা মনে করি, 'সখিভ্যঃ' পদে ভগবানের সখিত্ব বা সখ্য কামনা করা হইয়াছে। সেইভাবেই আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ঐ পদের অর্থ করিয়াছি—'ভবতাং সখ্যলাভায়' অর্থাৎ আমার সখ্যলাভের নিমিত্ত।

ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় মন্ত্রের যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এই,—"হে প্রদীপ্ত অগ্নি! আমরা সুখ ও পুত্রের জন্য হৃদয়ের সহিত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।" আমরা মনে করি,—এখানে সুখ বলিতে পরমসুখের প্রতি লক্ষ্য আছে। আর পুত্র-বিত্তাদি ঐহিক সুখসাধক, সামগ্রী এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনীয় নহে; তিনি মোক্ষকামী। ভগবানের সহিত সখ্য-স্থাপনে পরমসুখ-লাভই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রেরও এই উপদেশ বলিয়া মনে করি। * (৬অ-৭খ—১সূ-৩সা)।

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১২ ১ ২ ১ ৫ ২ ১২র১র২ ১র
১। ওগ্নায়ি। স্বন্নো২৩ আ। হুম্মা ২৩। তা২৩৪মাঃ। উতত্রাতাশিবো-

২৩১১ ১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
ভুবা২৩৪৫ঃ। শিবোভুবা ২৩ঃ। বরোবা। থা ৫ য়ো ৬ হায়ি।

১২ ১ ২ ১ ৫ ১র২
বাস্থঃ। অ। গ্নায়ির্ব্বা২৩স্থ। হুম্মা২৩। শ্রা২৩৪বাঃ। অচ্ছানক্ষি-

১ ২৩১১১১ ২১ ৪ ৫ ৪ ৫
দ্যুমত্তমা২৩৪৫ঃ। দ্যুমত্তমা২৩ঃ। রয়োবা। আ ৬ য়িন্দো ৬ হায়ি॥

১ ২ ১র ২ ১ ৫ ২১র
তাস্বা। শো। চায়িষ্ঠা২৩দী। হুম্মা২৩য়ি। দী২৩৪বাঃ। সুম্নায়-

২র১র২৩ ১১১১ ২১র ৪ ৫ ৪ ৫
নূনমীমহা২৩৪৫য়ি। নমীমহা২৩যি। সখোবা। ভা ৫ যো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টক প্রথম অধ্যায়ে ষোড়শ বর্গে চতুর্থ সূক্তের অন্তর্গত। (পঞ্চম মণ্ডল, চতুর্বিংশ সূক্তের চতুর্থ ঋক)।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১ — ১ — ১
২। অগ্না ৩ ৪ য়ি। বয়োঅন্তমঃ। ও ৬ বা। উত ত্রা ২ তা। শা ২ য়িবো।

২ ১ ৪ ২র ৩র২ ১ ৫ ৫
ভু ২ ৩ বাঃ। বরো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। থা ২ ৩ ৪ য়ো ৬ হায়ি।

৩ ২ র ৫ ৫ ২ ১র — ১ — ১
বসু ৩ ৪ ঃ। অগ্নির্অগ্নিসুশ্রবাঃ। ও ৬ বা। অচ্ছানা ২ ক্ষায়ি। দ্যু ২ মা।

২ ১ ৪ ২র৲ ৩র২ ১ ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ মাঃ। রয়ো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দো ৬ হায়ি।

৩ ২ র র ৫ র ২১র — ১ — ১
তন্ত্বা ৩ ৪। শোচিষ্ঠদীদিবঃ। ও ৬ বা। সুম্নায়া ২ নু। না ২ মায়ি।

২ ১ ৪ ২র৲ ৩র ২
মা ২ ৩ হায়ি। সখো ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি ৬ হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

০ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ইমা নু কং ভুবনা সীষধেমেন্দ্রশ্চ

১ ২ ৩ ২
বিশ্বে চ দেবাঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইমা' (ইমানি পরিদৃশ্যমানানি) 'ভুবনা' (ভুবনানি—মায়াপ্রপঞ্চানি) অস্মভ্যং 'কং' (কং সুখং) 'সীষধেম' (সাধয়ন্তি, প্রযচ্ছন্তি) ; ন প্রকৃতং কমপি সুখং প্রযচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাঃ' (ভগবতঃ বিভূতিরূপাঃ সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা) 'চ' (এব) 'নু' (নিশ্চিতং, যদ্বা—ক্ষিপ্রং) আরাধনয়া প্রীতাঃ সন্তঃ অস্মভ্যং পরমসুখং প্রযচ্ছন্তু। ভগবান হি পরমসুখপ্রদাতা—ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম ; যথাক্রমে,—"সৌর্দ্দম্" এবং "সত্রাসাহীয়ম্।"

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—মায়াপ্রপঞ্চ—আমাদিগকে কি সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ, প্রকৃত কোনই সুখই দিতে পারে না। পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এবং ভগবানের বিভূতিরূপ সকল দেবতাই আরাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে (অথবা শীঘ্র) পরমসুখ প্রদান করুন; (ভাবার্থ,—ভগবানই পরমসুখদাতা।)। (৭অ—১খ—২সূ—১সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইমা' ইমানি পরিদৃশ্যমানানি ভুবনানি 'নু' ক্ষিপ্রং 'সীষধেম' সাধয়েম বশীকরবাম। 'কং' ইতি পূরকঃ। যদ্বা, ইমানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি অস্মভ্যং কং সুখং সীসধেম সাধয়ন্তু। পুরুষব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫)। 'ইন্দ্রশ্চ' 'বিশ্বে' সর্ব্বে অন্যে 'দেবাঃ চ' স্তুতাঃ প্রীতাঃ 'ইমং' অর্থং সাধয়ন্তু। 'সীষধেম'—'সীষধাম' ইতি পাঠৌ। (৭অ ১খ ২সূ ১সা)।

• • •

প্রথম (১১১০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবানের উপাসনায় প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। জগতের মায়াপ্রপঞ্চের মায়ামরীচিকা পথভ্রান্ত পথিককে আরও পথ ভুলাইয়া দেয় মাত্র। অনন্তসুখের আশায় মানুষ সংসারের আপাতঃপ্রতীয়মান সুখের পশ্চাতে ছুটে; কিন্তু পরিণামে হতাশহৃদয়ে দ্বিগুণিত পিপাসায় কাতর হইয়া, ভগবানের নিকট আপনার মর্ম্মব্যথা জ্ঞাপন করে। জগতের এই মোহ-প্রলোভন—এই আপাতঃমধুর সুখের নেশায় ছুটিয়া ছুটিয়া মানুষ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে,—"আমি করিতেছি কি? কেন্ বা কিসের জন্য এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছি? জীবন ভরিয়া তো সুখের সন্ধানে ফিরিলাম। কিন্তু সুখ পাইলাম কৈ? তবে কি এ জগতে সুখ নাই? জগৎ কি তবে কেবল বিষাদময় দুঃখপূর্ণ? তবে কি কেবল কাঁদাইতেই বিশ্বরচয়িতা মানুষকে সৃষ্টি করেন!

ভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠে, সে দেখিতে পায়—সব স্বপ্ন সব মায়া! মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া সে মিথ্যা পরিশ্রমই করিয়াছে। কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি? ওগো, বিশ্ববিধাতা, তুমিই বলিয়া দাও, তোমার জগতে কি প্রকৃত সুখ নাই? প্রকৃত সুখ যদি নাই থাকে, তবে এই ব্যবহারিক জগতের পর কি বাস্তব কিছুই নাই? যদি বাস্তব না থাকে, তবে ব্যবহারিক জগৎ কোথা হইতে আসিল? আর প্রকৃত সুখ যদি না থাকে, তবে এই সুখের ছায়াই বা আসিল কোথা হইতে?

আছে, নিশ্চয় আছে। ক্ষণস্থায়ী আপাতঃ মধুর সুখের—আনন্দের অন্তরালে, তাহার উৎস-স্বরূপ এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে, যাহা পাইলে আমার হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ

হইবে। কিন্তু আমাকে কে বলিয়া দিবে—কি সে সুখ?—কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? ওগো, মহান দেবতা, ওগো অন্তর্যামিন্ বলে দাও—কিরূপে সেই অমৃতের সন্ধান পাইব—কিরূপে এই পিপাসা নিবারিত হইবে? পিপাসা দিয়াছ যখন, তখন নিশ্চয়ই তাহা তৃপ্ত করিবার উপায় বিধান করিয়াছ! কিন্তু তাহা কি এবং কিরূপে তাহা পাইব?"

জগতের মায়া-প্রপঞ্চের বঞ্চনায় ব্যথিত হইয়া মানুষ যখন সত্যসত্যই অবিনশ্বর আনন্দের সন্ধানে আপনাকে নিয়োজিত করে, তখন তাহার অন্তরস্থ অমৃতের বীজই তাহাকে সেই পরম আনন্দের ভূমানন্দের সন্ধান দেয়। অসত্যের দ্বারা সত্য পাওয়া যায় না! মন, সেই অনাদি অবিনাশী আনন্দ-স্বরূপের চরণে আত্ম-সমর্পণ কর, তাহাতেই ভূমানন্দ লাভ করিবে—পরমশান্তি পাইবে; সুখ-শান্তির উৎস, আনন্দের খনি সেই প্রেমানন্দ-সাগরে ডুব দাও—মন! তুমি অমৃত হইবে, ধন্য হইবে।"

এই জাগতিক বস্তু কি আমাদিগকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে? মুহূর্তের দুঃখমিশ্রিত তৃপ্তি, কামনার আবিলতায় পঙ্কিল সুখ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া যায়; পশ্চাতে রাখিয়া যায়—গভীর অবসাদ, দারুণ অতৃপ্তি, দ্বিগুণিত পিপাসা। সংসারের এই সুখের জন্য মানুষ উন্মত্ত; কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ করে না। এই সংসার-সুখ ক্ষণপ্রভার মত পথিকের চক্ষুকে দ্বিগুণিত অন্ধকারে ডুবাইয়া অন্তর্দ্ধান করে মাত্র। মানুষের মনে অতৃপ্তিজনিত এই গভীর জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর এই মন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাই।* (৭অ ১খ-২সূ ১সা)॥

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
যজ্ঞং চ নস্তন্বঞ্চ প্রজাং চাদিত্যৈরিন্দ্রঃ।
৩ ১ ২
সহ সীষধাতু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, যদ্বা—অন্তর্দৃষ্টিসম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান সঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং, শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি যাবৎ) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিতং কর্ম্ম)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (অষ্টম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ আর্চ্চিকেও (২প-৪অ-৪দ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

তথা 'প্রজাং' (বিশ্বপ্রীতিং, জনানুরাগং ইতি ভাবঃ) 'তন্বং' (শরীরং, সৎকর্ম্মশীলং জীবনং ইতি ভাবঃ) 'সীষধাতু' (সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোহয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবতি নির্ভরপরায়ণঃ ভবতি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ হে ভগবন্! অহং শরণং গচ্ছামি। মাং পরিত্রায়স্ব: শরণাগতঃ অহং তব করুণাং যাচে। (৭অ-৭খ-২সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অনন্ত-জ্ঞানরশ্মি-সঞ্চারে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদন করিয়া ভগবান ইন্দ্রদেব—পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের সৎকর্ম্ম (ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্ম), বিশ্বপ্রীতি—জনানুরাগ এবং সৎকর্ম্মশীল জীবন সাধন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! আপনার শরণ লইতেছি। আমাকে পরিত্রাণ করুন। সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করি)। (৭অ—৭খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নঃ' অস্মাকং 'যজ্ঞং' জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ যাগং 'তন্বং' শরীরঞ্চ 'প্রজাং' পুত্রাদিকাঞ্চ 'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈর্দ্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ 'ইন্দ্রঃ' 'সীষধাতু'। সাধয়তু। 'সচনীষধাতু'—'সহচীকৃপাতি' ইতি পাঠে॥ (৭অ-৭খ ২সূ-২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১১১) সামের মর্ম্মার্থ।

গীতায় যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকেই শরণ কর' - মন্ত্রের মধ্যে সেই ভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বস্ব-সমর্পণে সেই সর্ব্বস্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মশক্তির উপর আস্থাহীন হইয়া, সাধক যখন বুঝিলেন,—'আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তিনিই তো সব! তাঁহার কর্ম্ম তো তিনিই করিতেছেন!' তখনই তিনি কহিলেন,—'হে ভগবন! আপনার কর্ম্ম আপনি সম্পাদন করিয়া লউন।' কি ভাবে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে? সাধক কহিলেন,—জনানুরাগ-বর্দ্ধনে, বিশ্বপ্রেম দানে, আর সৎকর্ম্মশীল সাধুজীবন সম্পাদনে। প্রার্থনা হইল আপনি আমাদিগের জনানুরাগ বর্দ্ধন করুন এবং সৎকর্ম্ম—আপনার প্রীতিকর কর্ম্ম-ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বীতরাগ জন্মাইয়া, আপনার কার্য্যে অনুরাগ বর্দ্ধন করুন।

মানুষ যতদিন অহংজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন থাকে, ততদিন 'আমি আমার আমিত্ব' লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত হয়। সে মনে করে,-'আমার কার্য্য আমি করিতেছি। আমি ভিন্ন এ সংসারে

অন্য কেহ কর্ত্তা নাই।' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ নানা লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার এই কর্তৃত্বাভিমান দূর হয়, ভগবানের অনুগ্রহে যখন তাহার অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে—'কি মোহপঙ্কেই সে এতদিন মজিয়া ছিল। কি ভ্রমে পতিত হইয়াই সে বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছিল।' তাই যখনই সে কর্ত্তার সন্ধান পায়, তখনই তাঁহার শরণ গ্রহণে, তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া সে বলিতে সমর্থ হয়—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃপুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপং।"

তখনই সে বুঝিতে সমর্থ হয়, তিনিই "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ফলতঃ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞান দৃষ্টিই মূলীভূত। অন্তর্দৃষ্টি-লাভেই মানুষ বুঝিতে পারে,—'তিনিই সব। তাঁহার কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন; মানুষ নিমিত্ত মাত্র ভগবান যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥"

অন্তর্দৃষ্টি জন্মিলেই মানুষ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈঃ' পদে - ভগবানের গুণ-বিশেষণে সেই অন্তর্দৃষ্টি-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, এখানে অন্তর্দৃষ্টি-লাভে অহংজ্ঞানের তিরোধানে, ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলসমর্পণের ভাব সাধকের মনে জাগরিত হইয়াছে বুঝিতে পারি। মানুষ যখন জ্ঞানপ্রভাবে বুঝিতে পারে - এই বিরাট বিশ্বই তাঁহার স্বরূপ; এই বিশ্বের হিতসাধনেই সেই বিশ্বরূপের প্রীতিবর্দ্ধন হয়, তখনই সে প্রার্থনা জানাইতে পারে,—'হে ভগবন্! আমাতে জনানুরাগ বিশ্বপ্রীতি বর্দ্ধিত হউক। জনহিত-সাধনে আমার প্রবৃত্তি আসুক। 'প্রজাং' এবং 'তন্বং' পদদ্বয়ের এই ভাবেই সার্থকতা।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'আদিত্যৈঃ' পদের ভাষ্যকার যে অর্থ করিয়াছেন 'অদিতিপুত্রৈঃ অন্যৈঃ দেবৈঃ', তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঐ পদে অন্তর্দৃষ্টি-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। 'আদিত্য' পদে সূর্য্যকে বুঝায়। 'আদিত্যৈঃ' বলিতে 'সূর্য্যের সপ্তরশ্মির' ভাবই মনে আসে। তাহা হইতে জ্ঞানসূর্য্য এবং সেই জ্ঞানসূর্য্য হইতে ভাবে অন্তর্দৃষ্টি অর্থ প্রাপ্ত হই। 'তন্বং' পদে ভোগসুখরত অনিত্য জীবনের প্রতি লক্ষ্য আছে বলিয়া মনে করি না। সাধকের নিকট সে অকিঞ্চিৎকর জীবন অতি তুচ্ছ। যে জীবন এই পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, সংসারীর—বিষয়-প্রত্যাশীর তাহা জীবনের লক্ষ্য হয় বটে। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি সে জীবন অপেক্ষা—বিষয়-বিতৃষ্ণা-মূলক সৎকর্ম্মসাধনশীল জীবনেরই প্রয়াসী হন। এখানে 'তন্বং' পদে সেই ভাবই পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি। * (৭অ—৭খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গের দ্বিতীয় ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)।

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩ ২উ ৩ ১২ ৩১ ২৩১২
আদিত্যৈরিন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মভ্যং

৩১ ২
ভেষজাকরৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যৈঃ' (সর্ব্বৈরেব দেবৈঃ সহেতি যাবৎ যদ্বা—অনন্তজ্ঞানরশ্মিভিঃ, সহ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পাদনেন ইতি ভাবঃ) 'মরুদ্ভিঃ' (মরুদ্দেবগণৈঃ প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ, যদ্বা—বলপ্রাণসংরক্ষণেন ভক্তিরূপেণ ইতি ভাবঃ) অপিচ 'সগণৈঃ' (অপরৈঃ দেববিভূতিভিঃ সহ ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ, যদ্বা—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'অস্মভ্যং (শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং অস্মাকং ইত্যর্থঃ) 'ভেষজং' (ভবব্যাধিনাশকানি ঔষধানি ইতি ভাবঃ -পরমমঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'করৎ' (করোতু, সম্পাদয়তু সাধয়তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভববন্ধননাশায় সত্ত্বাবজননায় চ অত্র প্রার্থনা বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ - হে ভগবন্! অস্মাসু সত্ত্বাবরূপং ভেষজং জনয়িত্বা ভববন্ধনং নাশয়তু। (১অ—১৭খ ২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার সহিত অথবা অনন্ত জ্ঞানরশ্মিসকাশে অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পাদন করিয়া, মরুদ্দেবগণের সহিত অথবা প্রাণবায়ুসংরক্ষক ভক্তিরূপিণী দেববিভূতির সহিত অর্থাৎ বলপ্রাণসংরক্ষণের দ্বারা এবং অপরাপর দেববিভূতির সহিত ইন্দ্রদেব অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, শরণাগত প্রার্থনাকারী আমাদিগের ভবব্যাধিনাশক ঔষধিসমূহ (পরমমঙ্গল) সম্পাদন (প্রদান) করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভববন্ধন-নাশের প্রার্থনা বিদ্যমান। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বাবরূপ ভেষজ উৎপন্ন করিয়া ভববন্ধন নাশ করুন)। (১অ—১৭খ - ২সূ—৩সা)।

* * *

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

'আদিত্যৈঃ' অদিতিপুত্রৈঃ মিত্রাদিভিঃ 'মরুদ্ভিঃ' চ 'সগণঃ' গণসহিতঃ 'ইন্দ্রঃ' 'অস্মাকং' অস্মভ্যং 'ভেষজানি' ঔষধানি 'করৎ' করোতু। 'ভেষজাকরৎ'—'ভূতবিত্যাহনুনাং' ইতি পাঠৌ। (৭ম ৭খ—২দ্—৫সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১১২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ স্থূলভাবে আমরা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে প্রকাশ করিয়াছি। প্রতি পদের আলোচনা করিলে, মন্ত্রের নানা অর্থ অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি, মন্ত্রে ভবব্যাধি নাশের এবং তদুপযোগী ঔষধি লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আধি-ব্যাধি-শোক তাপপূর্ণ সংসারে, সংসার-তাপ-তপ্ত জীব—সেই আধিব্যাধির পীড়নে নিষ্পীড়িত হইয়া ভগবানকে কহিতেছেন, 'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ভবব্যাধি দূর করুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভেষজ অবগত আছেন। আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রদান করিয়া আমাদিগের ভবব্যাধির নিবৃত্তি করুন।

এখন বিচার্য্য - সেই ভবব্যাধিনিবারক 'ভেষজ' কি সামগ্রী। তাহাই অনুধাবন করুন। আমাদের মতে মন্ত্রের প্রথমেই 'আদিত্যৈ', 'মরুদ্ভিঃ', 'সগণঃ' প্রভৃতি পদে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'আদিত্যৈঃ' পদের বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হইবে। তদনুসারেই এই মন্ত্রে 'আদিত্যৈঃ' পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। 'মরুদ্ভিঃ' পদে প্রাণবায়ুসংরক্ষক দেববিভূতিকে বুঝাইতেছে। মরুদ্গণ—বায়ু, জীবের জীবন। বায়ু ভিন্ন জীবনধারণ অসম্ভব। আবার বায়ুর পবিত্রকারিতাও শ্রুতি বিশ্রুত। বায়ু সকলের পবিত্রতা-সাধন এবং প্রাণবায়ু সংরক্ষণ করেন,—এই অর্থে 'প্রাণবায়ুসংরক্ষকৈঃ দেববিভূতিভিঃ' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। তাই আমরা মনে করি, 'আদিত্যৈঃ' পদে জ্ঞানলাভের, 'মরুদ্ভিঃ' পদে ভক্তি-সঞ্চারের এবং 'সগণঃ' পদে কর্ম্মের বিষয় খ্যাপিত হইয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনই ভবব্যাধি-মোচনের ভেষজ। সজ্জ্ঞান, অনন্যা-ভক্তি এবং ভগবৎপ্রীতিকর কর্ম্ম - এই তিনই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। ভগবানকে পাইতে হইলে—ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, স্থূলতঃ ভববন্ধন-মোচন করিতে হইলে - এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন, সৎকর্ম্মের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভবপর নহে; জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভক্তির সমাবেশ হয় না; আবার কর্ম্ম ও ভক্তি ভিন্ন দিব্যজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি জন্মে না। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের সমাবেশে, হৃদয়ে সদ্ভাবের উন্মেষে ভবব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি - তাই ভবব্যাধিবিনাশে ভেষজ-স্বরূপ। মন্ত্রে ভগবানের সম্বোধনে, তাঁহার অনুগ্রহলাভে ভবব্যাধিনাশক ঐ ত্রিবিধ ভেষজ প্রাপ্তির প্রার্থনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি।

আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতিকে বিশেষভাবে এবং ভগবানের অন্যান্য বিভূতিকে সমষ্টিভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি হৃদয়ে সমাবিষ্ট হইয়া, সেই ভেষজ প্রদান করুন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত 'বসুভিঃ', 'রুদ্রৈঃ' ও 'আদিত্যৈঃ' পদত্রয়ের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ঐ তিন পদে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে এবং নানা ভাব ব্যক্ত হয়। পুরাণের অনুসরণে, ব্যাখ্যাকারগণ, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন-সংখ্যক আদিত্যের পরিকল্পনা করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে মন্ত্রার্থের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে দেখি। * এ সকল ক্ষেত্রে, আমাদের বক্তব্য এই যে, একই দেবতার বা একই প্রকার দেবভাবের সহিত অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের সংযোগ-সমাবেশ আছে। সৎকর্ম্ম নানাভাবে নানা-রূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই দেবতাকে বা একই দেবভাবকে বিভিন্ন প্রকারে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। পুরাণে যে রুদ্রাদি দেবতার বিভিন্ন পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহারও মূল লক্ষ্য—এ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পরন্তু রুদ্র-দেবতা বা বসুদেবতা বলিতে, তৎপর্য্যায়ভুক্ত বিভিন্ন-সংখ্যক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাকে যদি ধারণা করিয়া লই; যদি বলি ঐ সকল নামে দেবতা বা দেবপর্য্যায়ভুক্ত ঋষি ছিলেন, তাহা হইতেও বড় এক সুন্দর ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল পুরুষের বা ঋষির মধ্যে ঐ সকল দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রভাবেই তাঁহারা ঐ সকল দেবের স্থান প্রাপ্ত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; অর্থাৎ, রুদ্রদেবের গুণধর্ম্মসমন্বিত হওয়ায় কেহ বা রুদ্রত্বের অধিকারী হন; বসু-দেবতার গুণপর্য্যায় অবলম্বনে কেহ বা বসু পদ লাভ করেন! মনুষ্য যে দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সে এই ভাবেই হইয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জন উপেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক এক দেবতার বিভিন্ন নাম রূপের লক্ষ্য ইহাই মনে করিতে হইবে। চিরদিনই মানুষ আপনার কর্ম্মপ্রভাবে

---

* 'বসু' পদে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট-গণদেবতাকে বুঝায়। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। আবার ঐ পদে সূর্য্য অগ্নি রশ্মি কিরণ প্রভৃতি অর্থ হয়। সেই সকল ধরিয়া বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন; এবং মন্ত্রের জটিলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। 'রুদ্র' বলিতে প্রধানতঃ শিবকে বুঝায়। একাদশ গণদেবতা রুদ্র নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের নাম—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু হর, ঈশ্বর। মতান্তরে 'রুদ্র' বলিতে, অজৈক-পাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত ও সাবিত্র নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ 'আদিত্য' সম্বন্ধেও নানা মত আছে। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়। সেই দ্বাদশ আদিত্যের নাম; যথা,- বিবস্বান, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম ইত্যাদি। কোথাও আবার আট আদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন-মাত্র।

বসুর রুদ্রর বা ইন্দ্রের পাইয়া আসিতেছেন। এখানে এই নিত্যাশতা-তত্ত্বই প্রখ্যাত হইয়াছে। * (৭অ—৭খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

অথৈকর্গাত্মকং সূক্তং প্রবোর্চ্চোপেতি, চতুরক্ষরাত্মিকা কাচিদিয়মৃগ্রূপা; যথা বহ্বৃচানাং 'ভদ্রো অপিবাতয়মনঃ' - ইত্যেক এব পাদ ঋগাত্মকশ্চ তদ্বৎ।

— • —

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র
প্র বোঽর্চ্চোপ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং 'উপ' (সমীপে, যুষ্মাকং মানস-যজ্ঞে ইতি ভাবঃ) 'প্রার্চ্চ' (প্রকৃষ্টরূপেণ ভগবন্তং পূজয়ত ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। অত্র সাধকঃ ভগবৎপূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি ইতি ভাবঃ। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা, তোমাদিগের মানসযজ্ঞে, প্রকৃষ্টরূপে ভগবানকে পূজা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ভগবৎপূজার নিমিত্ত এখানে সাধক আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছেন)। (৭অ—৭খ—৩সূ—১সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'উপ' সমীপে 'প্রার্চ্চ' প্রকর্ষেণেন্দ্রং পূজয়ত। ১॥

ইতি সপ্তমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমোহার্দ্দং নিবারয়ন।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্‌ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ॥

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে পঞ্চদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (দশম মণ্ডল, সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত অনুবাদ এই,—"ইন্দ্র আদিত্যদিগকে ও মরুৎগণকে সহকারী-স্বরূপ লইয়া আমাদিগের দেহের রক্ষাকর্ত্তা হউন।"

প্রথম (১১১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অধ্যায়ের উপসংহারে সাধক আপনার আত্মাকে উদ্বোধিত করিয়া কহিতেছেন,—'মন আর কেন মিছা মায়ায় মুগ্ধ থাক! ভগবানের শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় রত হও। দেখিতেছি—সংসার অনিত্য,—এই আছে এই নাই। অনন্ত কালসাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায়—ক্ষণিক জীবন উত্থিত হইয়াই বিলীন হইতেছে। সুতরাং আর কেন ভুলিয়া থাক। অগতির গতি যিনি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি;—সেই পরম-পিতা পরমেশ্বরের চরণ-সরোজ মধুপানে মত্ত হও। সে অম্লান কুসুমের মধুপানে মত্ত হইলে, সেই নিত্য-উদ্যানের প্রকৃত পথের সন্ধান পাইলে, তোমাকে আর সংসার-তাপে বিদগ্ধ হইতে হইবে না। তাই বলি মন! উঠ, জাগ—পরম দয়াল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। একমাত্র তাঁহারই পূজার্চ্চনায় তন্ময় হইয়া যাও। তিনি তোমাকে পরমাশ্রয় প্রদান করিবেন।' মন্ত্রে এইরূপ উদ্বোধনাই বিদ্যমান।

ভাষ্যমতে এই মন্ত্রটী চতুরক্ষরা একপাদ সাম। ভাষ্যে ঋত্বিক্‌ ..মানের সম্বোধন আছে। আমরা কিন্তু মন্ত্রটীকে মনঃসম্বোধনমূলক বলিয়া মনে করি। সেই ভাবেই মন্ত্রে অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (৭অ—৭খ—২স ১সা)।

তৃতীয়-সূক্তের গেয় গান।

২ ১ র ৭ ২ ১ র র ২ ২ ২ ১ ২
প্রাণঃ। আয়িন্দ্রায়বৃত্রহান্তমা ২ ৩ য়া। বায়িপ্রায়বগাণঙ্গা ১ য় ১ তা। যজ্ঞুজোবা ৩।

২ ১ ২ ১ ৭
উপ.। বা হ২ তো২ ৩ ৬ ৫ হায়ি। অর্চ্চা। হাঅর্কার্মিক্রতাঃ পুবা

২ ১ র ২ ২ ১ ১s ২ ২
২ ৩ ক্রাঃ। আস্তোভতি শ্রুতো ১ যু৩ বা। ১.আ ৩ উবা ৩। উপ.।

১n ২ ১ র ৭ ২ ১ র
আহ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫ হায়ি। উপা। প্রাক্ষে মধুমতায়িক্ষিয়া ২ ৩ স্বাঃ। পূষ্যেম-

২৯২ ২ ১ s ২ ২ ১৯
রয়িন্ধা ১ ইর্ম্মা ৩ হায়ি। হুআ ৩ উবা ৩। উপ.। আহ২ য়িন্দ্রো ৩ ৫

২
হায়ি॥ ১।২।৩॥ *

---

* এই সূক্তান্তর্গত মন্ত্রের একটী গেয় গান আছে। উহার নাম—"উদ্বংশপুত্রম্।"

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিকঃ। অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যস্ত নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগং।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥

* * *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প·ম· সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
প্র কাব্যমুশনেব ব্রুবাণো দেবো

৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং জনিমা বিবক্তি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মহিব্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদা বরাহো

৩র ২র ৩ ১ ২
অভ্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উশনা ইব' (ভগবৎকর্ম্মকারিণঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ আত্মোৎকর্ষসম্পনাঃ সাধকাঃ ইব, তে যথা ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি তদ্বৎ ইত্যর্থঃ) 'কাব্যং' (স্তোত্রং, প্রার্থনাং) 'ব্রুবাণঃ' (উচ্চারণকারী) 'দেবঃ' (দেবভাবসম্পন্নঃ জনঃ) 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'জনিমা' (কর্ম্মাণি উৎপত্তিপ্রকারাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রবিবক্তি' (প্রকৃষ্টেন বদতি, কীর্ত্তয়তি); অপিচ সঃ সাধকঃ 'শুচিবন্ধুঃ' (দীপ্ততেজস্কঃ) 'পাবকঃ' (পাপানাং নাশকঃ) 'বরাহঃ' (অবিচলিতঃ, দৃঢ়চিত্তঃ) 'মহিব্রতঃ' (মহতঃ কর্ম্মণঃ ধারয়িতা, সৎকর্ম্মসাধকঃ) 'রেভন্' (স্তবন, স্তুতিপরায়ণঃ সন) 'পদা' (পদানি, স্থানানি পরমং পদং ইত্যর্থঃ) 'অভ্যেতি' (প্রাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সৎকর্ম্মসাধকাঃ প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবন্তি: তে দেবভাবানাং উৎপত্তিপ্রকারাণি প্রব্রুবন্তি, ইহজগতি বিজ্ঞাপয়ন্তি। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন তে মোক্ষং লভন্তে - ইতি ভাবঃ। (৮অ ১খ-১সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎকর্ম্মকারী মোক্ষাভিলাষী আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকদিগের ন্যায় অর্থাৎ তাঁহারা যেমন ভগবৎপরায়ণ হন, সেইরূপ প্রার্থনা-উচ্চারণকারী দেবভাবসম্পন্ন ব্যক্তি দেবভাবসমূহের কর্ম্মসমূহ অথবা উৎপত্তিকারণসমূহ কীর্ত্তন করেন; দীপ্ততেজস্ক পাপনাশক দৃঢ়চিত্ত সৎকর্ম্মকারী স্তুতিপরায়ণ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মকারী জন প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন; দেবভাবসমূহের উৎপত্তি-প্রকার জগতে বিঘোষিত করেন। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।)॥ (৮অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উশনেব' এতন্নামক ঋষিরিব 'কাব্যং' কবি-কর্ম্ম স্তোত্রং 'ব্রুবাণঃ' উচ্চারয়ন 'দেবঃ' স্তোতা 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'জনিমা' জন্মানি 'প্রবিবক্তি' প্রকর্ষেণ ব্রবীতি। বচ পরিভাষণে (অদা০ প০) বাহুলকেন বিকরণস্য শ্লুঃ (৩।১।৩৯), বহুলংছন্দসি (৭।৪।৭৮) ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। 'মহিব্রতঃ' প্রভূতকর্ম্মা, 'শুচিবন্ধুঃ'। বধ্নাতি শত্রূনিতি বন্ধূনি তেজাংসি বলানি বা। দীপ্ততেজস্কঃ। 'পাবকঃ' পাপানাং শোধকঃ, 'বরাহঃ' বরঞ্চ তদহশ্চ বরাহঃ। রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্ (৫।৪।৯১) ইতি টচ্ সমাসান্তঃ; তস্মিন্নহনি অভিষূয়মাণত্বেন তদ্বান্; অর্শআদিভ্যোঽচ্ (৫।২।১২৭)। তাদৃশঃ সোমঃ 'রেভন্' রেভনং শব্দং কুর্ব্বন্ 'পদা' পদানি

পাত্রাণি 'অভ্যেতি' অভিগচ্ছতি; যদ্বা, যথা কশ্চন বরাহঃ পদা পাদেন ভূমিং বিক্রমমাণঃ শব্দং করোতি তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১০১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী নিত্য-সত্য-প্রখ্যাপক। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি সতত প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহার মনে আত্মানুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, নিজের হৃদয়ের কালিমা, তাঁহার দুর্ব্বলতা, হীন কামনা বাসনা তিনি নিজেই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান এবং তাহা দূর করিবার জন্য অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকেন। নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দেন। তিনি সতত ভগবানের গুণগানে রত থাকেন। তাহা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার মন ভগবানের প্রতি অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হৃদয়ের কালিমা দূরীভূত হয়, পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া দৃঢ়চিত্তে তিনি আপনার অভীষ্ট সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যাহার মনের ধারণা যেরূপ ভগবান তাহাকে সেইরূপ সিদ্ধি দান করেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি ঐকান্তিকতার সহিত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে ভগবানও তাঁহাকে আপনার কোলে টানিয়া নেন। তাঁহার যত পাপকালিমা সমস্ত দূরীভূত হয়। তিনি ভগবৎকৃপাসাগরে নিমগ্ন হইয়া অপার আনন্দের অধিকারী হয়েন।

মন্ত্রান্তর্গত 'উশনা' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতায় (১ম—৫১সূ ১০ঋ) দ্রষ্টব্য। 'জনিমা' পদে বিবরণকার-সম্মত 'কর্ম্মাণি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শুচিব্রতঃ' ও 'রেভন' পদদ্বয়ের ব্যাখ্যাতেও বিবরণকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বরাহঃ' পদের ব্যাখ্যার জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম ১১৪সূ ৫ঋ) দ্রষ্টব্য।

'জনিমা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ 'জন্মানি' তাহা হইতে আমাদের অর্থ হইয়াছে—'উৎপত্তিপ্রকারাণি।' কিভাবে, কিরূপ সাধনার দ্বারা হৃদয়ে সদ্ভাবের উদয় হয়, ভগবৎপরায়ণ জনই, সে তথ্য অবগত আছেন। এ সংসারে তাঁহাদের দ্বারাই সে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থে সাধুসঙ্গের, সৎপ্রসঙ্গের মহিমা পরিকীর্ত্তিত। পুষ্পের মধ্যে অবস্থিত কীট যেমন পুষ্পের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মস্তকে আরোহণ করে; সেইরূপে অসৎ পাপী জনও সজ্জনের সহবাসে সৎপ্রসঙ্গের আলাপনে সচ্চিন্তার উন্মেষণে পাপমুক্ত হইয়া সৎস্বরূপের সামীপ্য-লাভের অধিকারী হয়। ইহাই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। * (৮অ—১খ—১সূ ১সা)।

---

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (৫প—৫দ ৬খ—২সা)। পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তনবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, দ্বাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ই ৩ ১ ২
প্র হ৺সাসস্তৃপলা বগ্নুমচ্ছামাদস্তং বৃষগণা অয়াসুঃ।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২
অঙ্গোষিণং পবমান৺ সখায়ো দুর্ম্মর্ষং
৩ ১র ২র ৩ ২
বাণং প্র বদন্তি সাকম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হংসাসঃ' (হংসাঃ ইব আচরন্তঃ, যদ্বা হংসাঃ যথা উদকমধ্যে প্রাণসম্পন্নাঃ প্রকাশিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ঘোরতামসাচ্ছন্নহৃদয়ে সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্ঞানরশ্মীন বিকীরন্তি ইত্যর্থঃ, শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষগণাঃ' (সংঘাতাঃ) 'অমাৎ' (শত্রোরাক্রমণাৎ অজ্ঞান-রূপাৎ ইতি যাবৎ) 'তৃপলা' (লোকত্রয়স্য পালকাঃ ইতি ভাবঃ) ভবন্তি ইতি শেষঃ। তে জ্ঞানরশ্ময়ঃ অস্মান 'বগ্নুং' (বলং — কর্ম্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছ' (প্রযচ্ছন্তু) এবং 'অস্তং' (যজ্ঞগৃহং — হৃদ্‌রূপং ইতি যাবৎ) 'প্রায়াসুঃ' (প্রগচ্ছন্তু, প্রাপ্নোতু ইতি ভাবঃ)। ত্বদনন্তরং 'সখায়ঃ' (তব সখিত্বং কাময়ন্তঃ বয়ং প্রার্থনাকারিণঃ) 'অঙ্গোষিণং' (স্বতেজসা প্রদীপ্তং) 'দুর্ম্মর্ষং' (শত্রুভিঃ দুঃসহং) 'পবমানং' (পবিত্রতাসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) লাভায় 'সাকং' (প্রসিদ্ধং) 'বাণং' (শত্রুনাশকং সায়কং) 'প্রবদন্তি' (প্রার্থয়ামি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রথমাংশঃ নিত্যসত্যং বিজ্ঞাপয়তি। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধা কর্ম্ম-প্রভাবেন শত্রূন বিনাশয়াম শুদ্ধসত্ত্বঞ্চ লভেয়াম। হে দেব! কৃপয়া অস্মান তৎসামর্থ্যং বিধেহি - বিধেতি। (৮অ—১খ - ১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতা হংসের ন্যায় আচরণশীল। তিনি শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে বিদ্যমান আছেন। হংস যেমন উদক মধ্যে প্রাণ-সমন্বিত হইয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ঘোরতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করে। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সেই জ্ঞানরশ্মি-সংঘাত অজ্ঞানরূপ ক্রূর শত্রুর আক্রমণ হইতে তিন লোকের পালক হয়েন। সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ

আমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করুন এবং হৃদ্‌রূপ যজ্ঞগৃহকে প্রাপ্ত হউন। তদনন্তর ভগবানের সখিত্ব কামনাকারী প্রার্থনাপরায়ণ আমরা, স্বতেজ-প্রদীপ্ত শত্রুগণের দুঃসহ পবিত্রতাসাধক শুদ্ধসত্ত্বকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক আয়ুধ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত। প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-দৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্মপ্রভাবে যেন শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই, এবং শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি। হে দেব! কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই সামর্থ্য প্রদান করুন)। (৮অ—১খ—১সূ—২সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হংসাসঃ' শত্রুভির্হন্যমানা হংসা ইব আচরন্তো বা 'বৃষগণাঃ' এতন্নামকা ঋষয়ঃ 'অমাৎ' শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ 'তৃপলা' তৃপলঃ। সুপাং সুলুগিতি সোরাকারাদেশঃ (৭।১।৩৯)। তৃপল-শব্দঃ ক্ষিপ্রবাচী, তদুক্তং যাস্কেন তৃপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী (নিরু॰ নৈ॰ ৫।১২)—ইতি। ক্ষিপ্রং প্রহারিণং 'বগ্নুং' অভিষব-শব্দং 'অচ্ছ' অভিলক্ষ্য 'অস্তং' যজ্ঞগৃহং 'প্রায়াসুঃ' প্রায়াসিষুঃ আগচ্ছন্তি। ততঃ 'সখায়ঃ' স্তুতা-স্তোতৃত্ব-লক্ষণেন সম্বন্ধেন সখিভূতাঃ স্তোতারঃ 'অঙ্গোষিণং' সর্ব্বৈরভিগন্তব্যং। যদ্বা, 'অঙ্গোষিণং' স্তোত্রার্হং, 'দুর্মর্ষং' শত্রুভিঃ দুর্দ্ধর্ষং দুঃসহং; এবংবিধং 'পবমানং' সোমং উদ্দিশ্য 'বাণং' বাদ্যবিশেষং 'সাকং' সহৈব 'প্রবদন্তি' প্রবাদয়ন্তি তদুপলক্ষিতঃ গানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। (৮অ-১খ—১সূ-২সা)॥

* . *

দ্বিতীয় (১১১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী বড়ই সমস্যামূলক। ভাষ্যের পদ-বিন্যাসে এবং অর্থে অধিকন্তু ব্যাখ্যার ভঙ্গিমায় মন্ত্রের জটিলতা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাষ্যের ভাব এই যে,—'শত্রুগণ কর্তৃক হন্যমান অথবা হংসের ন্যায় আচরণশীল বৃষগণা নামক ঋষিগণ শত্রুর বলে ভীত হইয়া, ক্ষিপ্র-প্রহারকারী অভিষব-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, যজ্ঞগৃহে গমন করিতেছেন। তদনন্তর সখিভূত স্তোতৃগণ সকলের অভিগন্তব্য শত্রুগণের দুঃসহ সোমকে উদ্দেশ করিয়া 'বাণ' বাদ্যযন্ত্রবিশেষ সহ স্তুতিগান করিতেছে।' ব্যাখ্যার ভাব আবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্যাখ্যাটীও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা—"সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহে বেগে প্রবেশ করিল। কারণ, দীপ্তিশালী সোমদেব উপস্থিত। বন্ধুগণ সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী বাদ্যবাদনকারী সোমকে

একত্রে মিলিত করিয়া বর্ণনা করিতেছে।" কি হইতে কি অর্থ আসিল! ভাষ্যকার বলিলেন,—'বৃষগণা ঋষিরা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন, আর বাদ্য-সহকারে সোমের স্তুতি আরম্ভ করিলেন; আর ব্যাখ্যাকার কহিলেন,—'সোমরসের অভিষেকগুলি হংসের ন্যায় যজ্ঞগৃহমধ্যে বেগে গমন করিল। আর বাদ্যবাদনকারী সোমের বর্ণনা বন্ধুগণ করিলেন।' ব্যাখ্যায় সোম কখনও সোমরস হইলেন, আবার কখনও সোমদেব হইলেন! সুতরাং মন্ত্রব্যাখ্যানে কিরূপ সমস্যা দাঁড়াইয়া গেল, দেখুন।

আমাদের মতে মন্ত্রের সহিত কোনও ঋষির বা 'বাণ' নামক বাদ্য-যন্ত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। অনিত্য সামগ্রীর সহিত নিত্য বেদমন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার যে কারণে সঙ্গত নহে, ইতিপূর্ব্বে নানা স্থানে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঋষির সম্বন্ধে এই মাত্র বলা চলিতে পারে না, তাঁহারা কালচক্রে নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা নিত্য; সুতরাং নিত্য সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ-সূচনায় বেদ-মন্ত্রের নিত্যত্বে এক হিসাবে কোনও দোষ হইতে পারে না। তবে, সে সকল সম্বন্ধও পরিবর্জ্জনই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, আমরা ভাষ্যের বা ব্যাখ্যার কোনও ভাবই গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে নিত্যসত্যমূলক ভাব পরম্পরার সমাবেশই আমরা স্বীকার করি। সেই হিসাবেই আমাদিগের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়াছে। সোমরসের সঙ্গে মন্ত্রের কোনই সংস্রব নাই। সোমাভিষবণও মন্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে। এখানে মন্ত্রের ভাব অতি উচ্চ সদ্ভাব-মূলক। সদ্ভাব-সঞ্চয়ে কর্ম্মশক্তির সাহায্যে আত্মায় আত্মসম্মিলনই মন্ত্রের প্রধান উপদেশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমা-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করে; শুদ্ধসত্ত্বাঙ্গীভূত জ্ঞানরশ্মিও তেমনি অন্ধকার হৃদয়ে দিব্যদৃষ্টি সঞ্চার করিয়া দিয়া অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুকে বিদূরিত করিয়া দেয়। 'হংসাসঃ' পদে আমরা এই ভাবই উপলব্ধি করি। হংস জলমধ্যে থাকিয়াও যেমন জলে লিপ্ত হয় না। জ্ঞানও তেমনই অজ্ঞানতা দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না। শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে—সৎকর্ম্মের মধ্যে—জ্ঞান যে স্বতঃই উদ্ভাসিত থাকে এবং শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্মই যে জ্ঞানের প্রাণ-স্বরূপ বা উৎপত্তির মূল, 'হংসাসঃ' পদে এই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। এই ভাবেই আমরা উপমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ 'হংসাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছি,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতানাং জ্ঞানরশ্মিনাং।' সৎকর্ম্ম এবং শুদ্ধসত্ত্ব যে মানুষের ভাগ্য-বিধায়ক, সৎকর্ম্মের এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা যে মানুষ শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব এবং সৎকর্ম্ম হইতেই যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়—এখানে আমরা সেই ভাবই উপলব্ধি করিয়াছি। সেই হিসাবেই 'বৃষগণাঃ' পদের অর্থ 'সংঘাতাঃ', 'অমাৎ' পদের অর্থ—'অজ্ঞানরূপশত্রোরাক্রমণাৎ' এবং 'তূপলা' পদের অর্থ—'লোকত্রয়স্য পালকঃ' পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রথমাংশের অর্থ হইয়াছে,—'শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত জ্ঞানের প্রেরণা অজ্ঞানরূপ শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রিলোককে রক্ষা করে।' নিত্যসত্যমূলক এতদুক্তির সার্থকতা বিষয়ে আর বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানই যে ত্রিলোককে পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, জ্ঞানদৃষ্টিই যে পরমার্থ-পথে সকলকে অগ্রসর করে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রার্থনা হইয়াছে,—

'আমাদিগের মধ্যে যেন জ্ঞানদৃষ্টির—দিব্যদৃষ্টির উন্মেষ হয়, আমরা যেন সেই জ্ঞানদৃষ্টি—দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে মোহ-পঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি;—শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়ে যেন পরমার্থ লাভে সমর্থ হই।'

'বগ্নুং' পদে 'অভিষব-শব্দ' অর্থ ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ পদের 'কর্ম্মশক্তি' অর্থ আমনন করি। অভিধানে 'বগ্নু' পদ বাগ্মিতা-রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাগ্মিতা—কর্ম্মশক্তিরই দ্যোতক। বাক্‌শক্তির উৎকর্ষ-সাধনই—বাগ্মিতার মূলীভূত। বাক্‌ কর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই ভাব হইতেই কর্ম্মশক্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মশক্তির স্ফুরণ ভিন্ন সদ্ভাবসঞ্চয় বা জ্ঞানোদয় কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই 'বগ্নুং অচ্ছ' অংশে কর্ম্মশক্তি-লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কর্ম্মশক্তির স্ফুরণে জ্ঞানসঞ্চয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উদয়েই ভগবানের সান্নিধ্য সুগম হইয়া আসে। 'অজোষিণং' পদের 'উষ্‌' ধাতু দান ও দীপ্তি অর্থমূলক। তাহা হইতেই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'স্বতেজসা স্বজ্যোতিষা বা প্রদীপ্তং।' শুদ্ধসত্ত্ব—জ্ঞানের আধার, শুদ্ধসত্ত্ব যে অমিততেজঃসম্পন্ন এবং আপনার জ্যোতিতে আপনিই প্রদীপ্ত, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 'বাণং'—'বাদ্যবিশেষং'—ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বাণ শততন্ত্রী-বিশিষ্ট বাদ্যবিশেষ এবং তাহা হইতে মহান্‌ শব্দ উত্থিত হয়। সোমাভিষব সময়েও—সোমরস নিঃসারণকালেও সেইরূপ শব্দ উত্থিত হয় বলিয়াই ভাষ্যকার এবং বিবরণকার উভয়েই 'বাণং' পদের সহিত বাণ-নামক বাদ্য যন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন। * কিন্তু 'বাণ' বলিতে সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণের বাণকেই বুঝাইয়া থাকে। আমরা সেই সাধারণ লৌকিক ভাব হইতেই 'বাণং' পদে 'শত্রুনাশকং সায়কং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রে শত্রু-নাশের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'বাণং' বাদ্য-বাদনে শত্রুনাশ হয় না। শত্রুনাশে 'বাণ'-রূপ আয়ুধেরই আবশ্যক করে। আর অন্তঃশত্রু নাশে যে বাণ সাধারণ পশুপক্ষি বিদ্ধকারী বাণ নহে। সে বাণ অন্তঃশত্রু-বিদ্ধকারী শুদ্ধসত্ত্ব, কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ শত্রুনাশক অস্ত্রের প্রার্থনায়, সেই তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রাপ্তির প্রার্থনাই সূচিত হইয়াছে। কর্ম্মশক্তি, শুদ্ধসত্ত্ব ও জ্ঞানদৃষ্টি প্রভাবে অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিয়া, আত্মার আত্মসম্মিলনই প্রার্থনাকারীর লক্ষ্য। তাই তিনি তদুপযোগী আয়ুধাদি—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—লাভেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে মন্ত্রের যে উচ্চভাব সূচিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মানুষকে সৎশিক্ষাদানই বেদ-মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথেই আমাদের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। সোমরস বা মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত পরমার্থপ্রদ বেদ-মন্ত্রের কদাচ লক্ষ্যীভূত নহে † (৮অ—১খ ১সূ ২সা)॥

---

* মন্ত্রের অন্তর্গত 'বাণং' বাদ্যযন্ত্র। সম্ভবতঃ আধুনিক 'বীণ' হইবে। বাণেরই অপভ্রংশে 'বীণ' হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে করি। বীণও বহুতন্ত্রী-সমন্বিত।

† এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকে, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, সপ্তনবতিতম সূক্তের অষ্টম ঋক্‌)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
স যোজত উরুগায়স্য জূতিং বৃথাক্রীড়ন্তং

৩ ১র ২র
মিমতে ন গাবঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
পরীণসং কৃণুতে তিগ্মশৃঙ্গো দিবা

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
হরির্দ্দদৃশে নক্তমৃজ্রঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ) 'উরুগায়স্য' (বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য, যদ্বা—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান আত্মোৎকর্ষশীলান ইতি ভাবঃ) 'জূতিং' (গতিং, ঊর্দ্ধগমনং) 'যোজতে' (যুনক্তি, সম্পাদয়তি —ভগবতা সহ সংযোজয়তি ইতি ভাবঃ)। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' (সর্ব্বত্র গচ্ছতঃ স্বচ্ছন্দগমনেন সর্ব্বত্রগমনশীলঃ ইতি ভাবঃ) তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিমানং 'গাবঃ' (আত্মদর্শিনঃ অপি 'ন মিমতে' (পরিমাতুং ন শক্নুবন্তি ইতি ভাবঃ)। 'তিগ্মশৃঙ্গঃ' (তীক্ষ্ণতেজস্কঃ, অমিততেজ ইতি ভাবঃ) 'পরীণসঃ' (জ্যোতিষাং আধারঃ ইত্যর্থঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'কৃণুতে' (সদ্ভাবসম্পন্না পরমপদং স্থাপয়তি ইতি ভাবঃ)। সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'দিবা' (অহনি, জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ এব) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে, প্রকাশতে), কিং 'নক্তৌ' (রাত্রৌ, পাপকলুষপূর্ণে জ্ঞানশূন্য-হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'ঋজ্রঃ' (নিষ্পাষ্টপ্রকাশযুক্তঃ হীনতেজস্কঃ এব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য মহিম্নঃ পারং নাস্তি। জ্ঞানিনঃ অপি তস্য মহিমা বর্ণিতুং ন শক্নোতি। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই শুদ্ধসত্ত্ব, বহুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মোৎকর্ষসম্পন্নদিগকে) ঊর্দ্ধগমন সম্পাদন করেন (অর্থাৎ ভগবানের সহিত সংযোজিত করেন)। স্বচ্ছন্দ-বিহারী সর্ব্বত্রগমনশীল সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা আত্মদর্শিজনও পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অমিত

তেজো জ্যোতিঃসমূহের আধার শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পরমপদে স্থাপন করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত হৃদয়ে পাপহারক-রূপে প্রকাশিত হয়েন; আর পাপকলুষপূর্ণ জ্ঞানশূন্য হৃদয়ে তিনি হীনপ্রভ-রূপে প্রতিভাত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত নাই। জ্ঞানিজনও তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'উরুগায়স্য' বহুভিঃ স্তুত্যস্য আত্মনঃ 'সৃতিং' গতিং 'যোজতে' যুনক্তি অন্তরিক্ষে প্রেরয়তি। 'বৃথাক্রীড়ন্তং' অনায়াসেন বিহরন্তং গচ্ছন্তং সোমং 'গাবঃ' অন্যো গন্তারঃ 'ন মিমতে' ন পরিচ্ছিন্দন্তি মাতুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'তিগ্মশৃঙ্গঃ'। শৃণন্তি হিংসন্তি তমাংসীতি শৃঙ্গাণি তেজাংসি। তীক্ষ্ণতেজস্কঃ 'পরীণসং'। বহুনামৈতৎ (নিঘ০-৩।১৭)। বহুবিধং তেজঃ 'কৃণুতে' করোতু অন্তরিক্ষে বর্তমানো যঃ সোমঃ 'দিবা' অহনি 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'দদৃশে' দৃশ্যতে ন প্রকাশত ইত্যর্থঃ, 'নক্তং' রাত্রৌ তু 'ঋজ্রঃ' ঋজুগামী নিষ্পষ্টঃ প্রকাশযুক্তো দৃশ্যতে। দদৃশে - দৃশেঃ কর্ম্মণি লিটি রূপং। (৮অ -১খ - ১সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কোনও কোনও বিষয়ে আমরা ভাষ্যকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন জন ভগবানের সহিত সঙ্গত হয়েন, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানকে প্রাপ্ত করায়। তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্রগমনশীল। এমন যে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার অন্ত আত্মদর্শিগণও প্রাপ্ত হন না। শুদ্ধসত্ত্বের শক্তি অপরিসীম। হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণে অন্তঃশত্রু বিদূরণ করে বলিয়া তাঁহার শক্তির তুলনা হয় না। অন্তঃশত্রুনাশ কামক্রোধাদির বিদূরণ চিত্তস্থৈর্য্য ভিন্ন সংসাধিত হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব সেই চিত্তস্থৈর্য্য সাধনের ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। চিত্তস্থৈর্য্য-সাধন নিতান্ত দুরূহ। একদিন এই জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই দুষ্কর কার্য্য একমাত্র সদ্ভাবের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। সেই জন্যই শুদ্ধসত্ত্বের ক্ষমতা অসীম। জ্ঞানিজন যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারাই বুঝিতে পারেন—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সকল পাপকলুষ বিদূরিত হয়। তাঁহারাই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমার বিষয় কতক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান—হৃদয় যাহাদের অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, তাহারা ভগবানের মহিমা কিছুই অবগত হইতে পারে না। সেখানে শুদ্ধসত্ত্বের তাদৃশ বিকাশও দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ, উৎকর্ষ-

সাধনই যে বিকাশের প্রধান সহায়, এখানে তাহাই উপলব্ধি হয়। মন্ত্রে তাই উপদেশ - আত্মোৎকর্ষ-সাধন কর। ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। স্বরূপ বুঝিলেই সারূপ্য-সাযুজ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরূক হইলেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রচেষ্টা আসিবে। এইভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ সুগম হইবে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'দিবা' এবং 'নক্তো' পদদ্বয় একটু সমস্যামূলক। ভাষ্যে যথাক্রমে ঐ দুই পদের অর্থ হইয়াছে,—'অহনি' এবং 'রাত্রৌ'। আমাদের মতে অর্থ হয় - 'জ্ঞানালোকোদ্ভাসিতে হৃদয়ে' এবং 'পাপকলুষপূর্ণে অজ্ঞান-হৃদয়ে'। সূর্য্যের উদয়ে যেমন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া উষার অরুণচ্ছটার বিকাশ হয় এবং বিশ্বসংসার আলোকলাভে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; তেমনি জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং হৃদয় জ্ঞানজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে পারা যায়—শুদ্ধসত্ত্ব পাপরূপ অজ্ঞান-শত্রুকে বিনাশ করেন। তখনই অন্তর প্রশান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞানতাপূর্ণ অন্ধকার হৃদয়ে সে আলোক বিচ্ছুরণ সহজে সম্ভবপর হয় না। একটু অগ্রসর না হইলে আলোক লাভ ঘটে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব অপরিসীম। আপনার প্রকাশেই শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে। 'নক্তো' পদে সেই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। যিনি পাপহরণ করেন, তিনিই 'হরিঃ'। 'সোম দিবাভাগে হরিদ্বর্ণ দেখায়, আর রাত্রিতে বিস্পষ্ট প্রকাশযুক্ত হয়'—ভাষ্যের এই ভাবে আমরা পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যই অনুভব করি। 'গাবঃ' পদে ভাষ্যের অর্থ হইয়াছে 'অশ্বো গন্তারঃ।' কিন্তু 'গো' শব্দের 'জ্ঞানকিরণ' অর্থ আমরা নিরুক্তাদির প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাহাতে 'গাবঃ' পদের অর্থ হইয়াছে - 'জ্ঞানকিরণসমূহ' ভাবে ঐ পদের অর্থ হয় প্রজ্ঞানসম্পন্ন আত্মদর্শী ব্যক্তি।

'উরুগায়স্য' পদের ভাষ্যসম্মত অর্থ 'বহুভিঃ স্তুতস্য আত্মনঃ'। তাহাতে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাষ্যানুসারী অর্থ হইয়াছে—'সোম বহুলোকের স্তুত আপনার গতিকে অন্তরিক্ষে প্রেরণ করেন।' কিন্তু আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয়ে ঐ 'উরুগায়স্য' পদের অর্থ করিয়াছি—'বহুকর্ম্মান্বিতস্য জনস্য—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নান্ আত্মোৎকর্ষশীলান্।' ভাব এই যে,—বহুসৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবানে আপনাকে সংযোজিত করিতে সমর্থ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্বই সে মিলনকর্ত্তা। শুদ্ধসত্ত্ব—সৎকর্ম্ম-প্রভাবেই মানুষ ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ। সুতরাং সদ্ভাব-সমন্বিত হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যে সকলেরই কর্ত্তব্য—এই উদ্বোধন-ভাব মন্ত্রের প্রথম অংশে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই নিত্যসত্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত। আমরা বোধসৌকর্য্যার্থে তাই মন্ত্রের কয়েকটী বিভিন্ন বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমাদিগের মন্তব্য পরিদৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ পরিদৃষ্ট হয়, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি; যথা,—"তিনি যশস্বী পুরুষের ন্যায় বেগে চলিয়াছেন, তিনি

অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিতেছেন, গাভীগণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে না। তিনি তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ সঞ্চালনকারী বৃষের ন্যায় আপনার কলেবর স্ফীত করিতেছেন, সেই সরলস্বভাব সোম দিবারাত্র উজ্জ্বল হইয়া থাকেন।" বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের উদ্ভাবনীশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভাষ্যে বৃষের 'ন্যায় কলেবর স্ফীত করা' বোধক কোনও শব্দই পরিদৃষ্ট হয় না। 'গাভী ইহার সহিত যাইতে পারে না' - এই ভাব বুঝাইবার মতও কোনও পদেরই সমাবেশ দেখি নাই। 'গাবঃ ন মিমিতে' অংশে সে অর্থ আসিতে পারে না। ভাষ্য হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা যে আদৌ গ্রহণীয় নহে, মন্ত্রের ও ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সোমকে মাদক-দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে এরূপ বিরোধমূলক অর্থ কদাচ গ্রহণীয় নহে; সোমের শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গ্রহণ-মূলেও এতাদৃশ অর্থ একেবারেই গ্রহণীয় হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমরা আমাদেরই পন্থার অনুসরণে এ সকল ব্যাখ্যা একেবারেই পরিবর্জ্জন করিয়াছি। * (৮অ—১খ—১সূ—৩সা)॥

—— * ——

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র স্বানাসো রথা ইবার্ব্বন্তো ন শ্রবস্যবঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
সোমাসো রায়ে অক্রমুঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (নাদরূপাঃ ব্রহ্মস্বরূপাঃ বা) 'সোমাসঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'রথা ইব' (রথাঃ যথা আরোহিণং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি, তদ্বৎ রথবৎ অভীষ্টসংবাহকাঃ) সন্তঃ অপিচ 'অর্ব্বন্তো ন' (অশ্বাঃ যথা আরোহিণং ক্ষিপ্রং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা অশ্ববৎ ক্ষিপ্রগামিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্রবস্যবঃ' (পরমার্থধনাকাঙ্ক্ষিণাং) রায়ে (শ্রেষ্ঠধনসাধনায় — পরমার্থপ্রাপণায় ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রগচ্ছন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবেন অভীষ্টং প্রাপ্নোতি মোক্ষাভিলাষী জনঃ ইতি ভাবঃ)। (৮অ—১খ ১সূ—৪সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গের তৃতীয় সূক্তে (নবম মণ্ডল, সপ্তষষ্টিতম সূক্তের নবম ঋক্) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

নাদরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, রথের ন্যায় (রথ যেমন আরোহীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ) সুষ্ঠু-সংবাহক হইয়া, অপিচ (অশ্ব যেমন আরোহীকে সত্বর গন্তব্য-স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপে) অশ্বের ন্যায় লক্ষপ্রগামী হইয়া, পরমার্থকাঙ্ক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠধন সাধননিমিত্ত অর্থাৎ পরমার্থপ্রাপ্তি করাইবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে অভীষ্ট প্রাপ্ত হন)। (৮অ—১খ—১সূ—৪সা)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ 'সোমাসঃ' সোমাঃ 'রথা ইব' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো রথাঃ তথা, 'অর্ব্বন্তো ন' যথা শব্দং কুর্ব্বন্তো অশ্বাঃ তথা, 'শ্রবস্যবঃ' শত্রুভ্যঃ সকাশাদন্নমিচ্ছন্তো 'রায়ে' যজমানানাং ধনায় 'প্রাক্রমুঃ' প্রগচ্ছন্তি। (৮অ ১খ-১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে মন্ত্রের অন্তর্গত উপমা দুইটী প্রণিধান-যোগ্য। ঐ উপমাদ্বয়ের অর্থ-নিষ্কাশনেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য অধিগত হইবে। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'স্বানাসঃ' পদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাষ্যকার ঐ 'স্বানাসঃ' পদে 'অভিষববেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোম অভিষবকালে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই ঐ 'স্বানাসঃ' পদের প্রতিপাদ্য, ভাষ্যের অর্থে যেন তাহাই প্রকটিত। কিন্তু একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ 'স্বানাসঃ' পদে পরব্রহ্মের প্রতিই যে লক্ষ্য আছে, তাহা উপলব্ধি হইবে। 'স্বন্' পদ শব্দার্থক স্বন্ হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মনে করি। শাস্ত্রমতে নাদ—শব্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে প্রণব বা ওঁকাররূপী ব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন। তাই 'স্বানাসঃ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করি। ব্রহ্মই যদি ঐ পদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ 'স্বানাসঃ' পদে সোমকে বুঝান হইল কেন? তাহারও হেতু আছে। ভগবান ও ভগবানের বিভূতি অভিন্ন নহেন। যিনিই ভগবান, তিনি আবার তাঁহার বিভূতি; আবার যিনিই ভগবদ্বিভূতি, তিনিই আবার ভগবান্। শুদ্ধসত্ত্বকে আমরা ভগবানের বিভূতি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। সৎস্বরূপে সদ্ভাবেরই অভিব্যক্তি; সৎই সতের আধার। সৎস্বরূপ ভগবান্ নিখিল সদ্ভাবের আধার। তিনিই উৎসস্থানীয়। তাই তাঁহাকে এবং তাঁহার বিভূতিসমূহকে নাদরূপ বা ব্রহ্মরূপ বলা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না।

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
হিন্বানাসো রথা ইব দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
ভরাসঃ কারিণামিব ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'রথা ইব' (রথাঃ যথা গন্তারং প্রতি সংগচ্ছন্তি, যদ্বা—গন্তারং গন্তব্যং প্রাপয়ন্তি তদ্বৎ) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ 'হিন্বানাসঃ' (সদ্ভাবকাময়মানান জনান প্রতি, যদ্বা—তেষাং হৃদয়ং অভিলক্ষ্য ইতি ভাবঃ) গচ্ছন্তি ইতি শেষঃ 'ভরাসঃ কারিণামিব' (রথবাহকাঃ ভারবাহকাঃ বা যথা হস্তদ্বয়েন রথং ভারং বা ধারয়ন্তি তদ্বৎ) সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণঃ জনাঃ 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং) 'দধন্বিরে (ধারয়ন্তে, শুদ্ধসত্ত্বং পরিচরন্তে ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽপি নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। সদ্ভাবশীলাঃ জনাঃ কর্ম্মপ্রভাবেন সত্ত্বাবং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ - ৫সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রথ যেমন গমনকারীর প্রতি সংগাহিত হয়, অথবা রথ যেমন গমনকারীকে গন্তব্য প্রাপ্ত করায় সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বাদি সদ্ভাব-কাময়মান ব্যক্তিগণের প্রতি অথবা তাহাদের হৃদয়কে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। রথবাহক বা ভারবাহক যেমন হস্তদ্বয়ের দ্বারা রথকে অথবা ভারকে ধারণ করে, সেইরূপ সদ্ভাবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্ঞান ও ভক্তি রূপ হস্তের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ অর্থাৎ পরিচর্য্যা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাবার্থ—সদ্ভাবশীল জন কর্ম্মপ্রভাবে শুদ্ধসত্ত্ব অধিগত করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৫সা) ॥

এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজমানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।" ভাষ্যের সহিত এই অর্থের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'রথা ইব' যুদ্ধদেশং প্রতি যথা রথাঃ তথা 'হিয়ানাসঃ' যাগদেশং প্রতি গচ্ছন্তঃ সোমাঃ ঋত্বিজাং 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধন্বিরে' ধীয়ন্তে তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ভরাসঃ' ভরাঃ 'কারিণামিব' যথা ভারবাহানাং বাহ্বোর্দ্ধীয়ন্তে তদ্বৎ॥ (৮অ—১খ ১সূ—৫সা)॥

* • *

পঞ্চম (১১১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সদ্ভাবসম্পন্ন জন আপনাদের কর্ম্মপ্রভাবে সদ্ভাবের আধার ভগবানকে প্রাপ্ত হন, মন্ত্রে এই সত্য প্রকটিত।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় 'রথা ইব' এবং 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমাদ্বয়ে মন্ত্রের এক উচ্চভাব সূচিত হইয়াছে। 'রথা ইব' উপমা-বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে। উভয়ত্রই ভাব অভিন্ন। রথ মানুষকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়; শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে ভগবানের সহিত সংযোজিত করে। 'ভরাসঃ কারিণামিব'—উপমায় শুদ্ধসত্ত্বধারণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার মস্তকস্থিত ভার ধারণ করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' রূপ দুই হস্ত ধারণ করে। 'গভস্ত্যোঃ' পদে সেই জ্ঞান ও ভক্তিরূপ হস্তদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। সেই হিসাবেই আমরা 'গভস্ত্যোঃ' পদের অর্থ করিয়াছি—'জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং। সদ্ভাবকে হৃদয়ে ধারণ—জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যেই হইয়া থাকে। যে কারণে 'গভস্ত্যোঃ' পদের ঐরূপ অর্থ অধ্যাহার করি, সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্র-বিশেষের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি।

প্রার্থনাকারীর আকাঙ্ক্ষা ভগবৎসান্নিকর্ষলাভ। সে পক্ষে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ই প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। আবার জ্ঞান ও ভক্তি বা জ্ঞান ও কর্ম্মই সে শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়। 'ভরাসঃ কারিণামিব' উপমা অংশের সহিত 'গভস্ত্যোঃ' পদের সমাবেশে মন্ত্রের ভাব হইয়াছে এই যে,—ভারবাহী যেমন দুই হস্তের দ্বারা আপনার ভারকে ধারণ করে; তেমনই মোক্ষকামী ব্যক্তি জ্ঞানকর্ম্ম বা জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা আপনার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, সদ্ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি সদ্ভাব-প্রভাবে ভগবদনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন।

মন্ত্রের যে একটী ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; যথা,—"সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেমন (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেইরূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।" বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদিগের প্রকাশিত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা বোধগম্য হইবে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত যিনি, তাঁহার

শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করে। মন্ত্রের প্রথম উপমা বাক্য—'রাজানো ন'। উহার সহিত শেষাংশের সম্বন্ধ খ্যাপনে মন্ত্রের অর্থ হয় এই যে,—রাজা যেমন স্তুতিবন্দনাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; পরমপবিত্র অনন্তশক্তিসমন্বিত জ্ঞানকিরণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি প্রবর্দ্ধিত হন। অতএব ভাব এই যে,—জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ে মানুষের উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প—আমরা যেন তাহাই করিতে সমর্থ হই। * (৮অ—১খ—১সূ—৬সা)॥

—*—

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

পরি স্বানাস ইন্দবো মদায় বর্হণা গিরা।

১ ২ ৩ ১ ২

মধো অর্ষন্তি ধারয়া॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাসঃ' (ভগবতঃ অঙ্গীভূতঃ, ব্রহ্মস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'বর্হণা গিরা' (স্তোত্ররূপেণ, ভগবতঃ প্রীতিসাধকেন কর্ম্মণা ইতি ভাবঃ) প্রবর্দ্ধিত সন 'মদায়' (পরমানন্দ-দানায়—শরণাগতানাং প্রার্থনাকারিণাং ইতি ভাবঃ) 'মধোঃ ধারয়া' (মধুররসযুক্তেন প্রবাহেন, যদ্বা—অমৃতপ্রবাহেন ইতি ভাবঃ) 'পরি অর্ষন্তি' (পরিতঃ গচ্ছন্তি, প্রক্ষরন্তি—তেষাং প্রার্থনা-কারিণাং হৃদি ইতি ভাবঃ)। (৮অ-১খ—১সূ-৭সা)।

অথবা,

'মধোঃ' (মধুবৎ আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ সত্ত্বভাবাঃ ইতি ভাবঃ) 'বর্হণা' (মহত্ত্বা, মহত্ত্বাদি-সম্পন্নয়া ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা, সৎকর্ম্মণা ইতি যাবৎ) 'স্বানাসঃ' (পরিশুদ্ধাঃ) অপিচ 'ইন্দবঃ' (দিব্যজ্যোতিসম্পন্নাঃ ইত্যর্থঃ) সন্তঃ 'মদায়' (পরমানন্দদানায়) 'ধারয়া' (ভগবতঃ করুণাধারারূপেণ ইতি ভাবঃ) 'পর্য্যর্ষন্তি' (ক্ষরন্তি, ভক্তানাং হৃদি সমুদ্ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রকাশকঃ। অয়ং ভাবঃ—সাধকাঃ সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবং লভন্তে ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ।)। (৮অ—১খ-১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের অঙ্গীভূত ব্রহ্মস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা প্রবর্দ্ধিত হইয়া শরণাগত প্রার্থনাকারীর পরমানন্দ-দানের নিমিত্ত

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, তৃতীয়া ঋক্)।

অমৃত প্রবাহে সেই প্রার্থনাকারীদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপ ক্ষরিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিই সদ্ভাবের অধিকারী হইয়া থাকেন। (৮ম—১খ—১সূ—৭সা)।

অথবা,

মধুবৎ আনন্দদায়ক সত্ত্বভাবসমূহ মহত্ত্বাদিসম্পন্ন স্তুতিরূপ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দদানের নিমিত্ত ভগবানের করুণাধারারূপে ভক্তদিগের হৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মপ্রভাবে সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন)॥ (৮ম—১খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'স্বানাসঃ' সুবানাঃ অভিষূয়মাণাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'বর্হণা' মহত্যা 'গিরা' স্তুতি-রূপয়া বাচা যুক্তাঃ সন্তঃ 'মদায়' মদার্থং 'মধোঃ' মধুর-রসস্য 'ধারয়া' 'পরি অর্ষন্তি' পরিতো গচ্ছন্তি। 'পরিস্বানাসঃ'—'পরিসুবানাসঃ' ইতি পাঠৌ, 'মধোঃ'—'সুতাঃ' ইতি চ। ৭।

* * *

সপ্তম (১১২০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রকাশক ও সরল প্রার্থনামূলক। শুদ্ধসত্ত্ব—সদ্ভাবই যে মূলীভূত, আর সদ্ভাবপ্রভাবেই যে দেবত্বের অধিকারী হওয়া যায়,—মন্ত্র এই সত্য প্রকটিত করিতেছে।

সদ্ভাব—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানেরই বিভূতি। তাই সৎস্বরূপ ভগবানকে পাইতে হইলে, জগতে যাহা কিছু সৎ, সে সকলেরই অনুষ্ঠান করিতে হয়। সদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হয়, সচ্চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে হয়, সদালাপ—সৎকর্ম্ম সকলেরই অনুষ্ঠান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মন্ত্র তাই কায়মনোবাক্যে সৎসম্পন্ন হইবার উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

সৎকর্ম্মের দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইলে—হৃদয়ে সদ্ভাবসমূহ ফুটিয়া উঠে। তাই 'গিরা স্বানাসঃ' মন্ত্রাংশের সার্থকতা। বীজ নিহিত থাকে; সেচনাদির দ্বারা তাহা যেমন অঙ্কুরিত মুকুলিত ও ফলপুষ্পসমন্বিত হয়; সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্বের যে বীজ মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থাকে; সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উৎকর্ষ-সাধনে সে বীজ ক্রমশঃ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। সৎকর্ম্মশীল হইয়া, সদ্ভাবের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে, সৎস্বরূপকে প্রাপ্তির মূল মন্ত্র—এস্থলে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ সত্ত্বভাব লাভ করেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবে তাঁহাদিগের হৃদয় পরিপূত হয়। সেই অমৃত-পানে তাঁহারা আপনাদিগের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেন।

দীপ্যমান্ শুদ্ধসত্ত্ব অণু-পরমাণুক্রমে সদ্ভাব সংজনন করে। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—সদ্ভাব-প্রভাবে মানুষ পরমার্থ-লাভে সমর্থ হয়)। (৮অ—১খ—১সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিবস্বতঃ' দীপ্তিমতঃ ইন্দ্রস্য 'আপানাসঃ' আপানভূতাঃ 'উষসঃ' 'ভগং' শোভাং 'জনয়ন্তঃ' প্রেরয়ন্তঃ 'সূরাঃ' সরন্তঃ সোমাঃ 'অণ্বং বি তন্বতে' অভিষব-বেলায়ামুপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্তি। 'জিন্বন্তঃ'—'জনং' ইতি পাঠৌ। (৮অ—১খ—১২ ৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১২১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের ব্যাখ্যায় একটু সমস্যায় পড়িতে হয়। ভাষ্য এবং ব্যাখ্যাই সে সমস্যার মূলীভূত। ভাষ্যের অর্থ একরূপ, আবার প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যরূপ। সমস্যা-সৃষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ। ভাষ্যের অর্থ—'ইন্দ্রের পানযোগ্য উষার শোভাবর্দ্ধনকারী দ্রুতগমনশীল সোম অভিষবকালে শব্দ করেন।' প্রচলিত ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রের আপানভূত উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সুর সোম শব্দ করিতেছেন।'

আমাদিগের অর্থ আবার অন্যরূপ। মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। আমরা মনে করি, মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সদ্ভাবের দ্বারা মানুষ পরমার্থলাভে সমর্থ হয়; সুতরাং সদ্ভাবসঞ্চয়ে পরমার্থ-লাভে সকলেই যেন প্রযত্নপর হয়—মন্ত্র এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ের অর্থে ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় দুইটী বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যা আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। 'উষাকাল'—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে সে হিসাবে উষা বলা যাইতে পারে। সেই জন্যই আমাদের অর্থ হইয়াছে—'জ্ঞানোন্মেষ' সূর্য্যের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় নাই,—পূর্ণ-জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, 'উষসঃ' সেই অবস্থা। সূর্য্যের উদয়ে—জ্ঞানের উদয়ে, উষা অলঙ্কৃত হয়েন। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান হৃদয়ের শোভা প্রবর্দ্ধিত হয়। 'উষসঃ ভগং' পদদ্বয়ে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছে। বিবরণকারের মতে 'সূরাঃ' পদে 'সূর্য্যা ইব দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের অর্থ-নিষ্কাশনে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

তার পর 'অণ্বং বিতন্বতে' মন্ত্রাংশের অর্থ অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে উহার অর্থ হয়,—'অভিষব-সময়ে উপরবে শব্দ করে।' সোমলতার রস নির্গমন মনে করিলে, হয় তো মন্ত্রাংশের এইরূপই অর্থ হয়। কিন্তু আমাদের ভাব অন্যরূপ। আমাদের মতে ঐ অংশের অর্থ হয়,—'অণুপরমাণুক্রমে সদ্ভাবসংজনন করে।' ভাব এই যে,—সূক্ষ্মভাবে

ভগবানের নিকট পৌঁছান যায় না। তাই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে হইলে, সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুরূপে অগ্রসর হইতে হয়। মানুষের সেরূপ একাগ্রতা থাকিলে, অণু-পরমাণুরূপে ভগবানই আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিরণরেখাক্রমে বিশ্বের যাবতীয় অণু-পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েন, শুদ্ধসত্ত্বও সেইভাবে মানুষের অন্তরে উপজিত হয়েন। মন্ত্রাংশে এই উচ্চভাব প্রকটিত বলিয়া মনে করি। * (৮অ—১খ—১সূ—৮সা)।

—— • ——

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অপ দ্বারা মতীনাং প্রত্না ঋণ্বন্তি কারবঃ।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৃষ্ণো হরস আয়ব ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'মতীনাং কারবঃ' (সদ্‌বুদ্ধীনাং প্রজ্ঞাপকাঃ, প্রেরয়িতারঃ বা) শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ সদ্ভাবাঃ বা 'প্রত্নাঃ' (পুরাণাঃ; যদ্বা—নিত্যাঃ বিদ্যমানাঃ চিরনবীনাঃ ইতি ভাবঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য ইত্যর্থঃ) 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, কাময়মানাঃ বা ইতি ভাবঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (সংরচয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি)। অয়মপি নিত্যসত্য-মূলকঃ। তত্ত্বদর্শিনঃ এব সদ্ভাবাঃ সংজনয়িতুং শক্নুবন্তি। তে খলু তেন সদ্ভাবেন পরমার্থং সমধিগচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

অথবা,

'মতীনাং' (সদ্‌বুদ্ধীনাং) 'কারবঃ' (প্রজ্ঞাপকানাং, প্রেরয়িতৃণাং বা) 'প্রত্নাঃ' (পুরাণানাং, নিত্যবিদ্যমানানাং, চিরনবীনানাং ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকানাং) শুদ্ধসত্ত্বানাং 'হরসঃ' (উৎপাদকাঃ, আকাঙ্ক্ষিনঃ ইত্যর্থঃ) 'আয়বঃ' (মনুষ্যাঃ—তত্ত্বদর্শিনঃ) 'দ্বারা' (দ্বারাণি, শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি ইতি ভাবঃ) 'অপ ঋণ্বন্তি' (জনয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, পঞ্চমী ঋক্)।

বঙ্গানুবাদ।

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক শুদ্ধসত্ত্বসমুৎপাদি, পুরাণ অর্থাৎ নিত্য-বিদ্যমান চিরনবীন। অভীষ্টবর্ষণশীল শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদনকারী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকামনাপর তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্বজনক কর্ম্ম সম্পাদন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—তত্ত্বদর্শিগণই সদ্ভাবজননে সমর্থ হয়েন। তাঁহারাই সেই সদ্ভাবের সাহায্যে পরমার্থ অধিগত করিয়া থাকেন)। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)॥

অথবা,

সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক নিত্যবিদ্যমান (চিরনূতন) অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্বের উৎপাদক (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী) তত্ত্বদর্শিগণ শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদনকারী কর্ম্মসমূহই সম্পাদন করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং সঙ্কল্পমূলক। (৮অ—১খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং

'মতীনাং কারবঃ' স্তুতীনাং কর্তারঃ 'প্রত্নাঃ' পুরাণাঃ 'বৃষ্ণঃ' সেচকস্য সোমস্য 'তরসঃ' আহর্তারঃ 'আয়বঃ' মনুষ্যাঃ ঋত্বিজো বা [illegible] যজ্ঞস্য [illegible] 'অপ পাপ্রথি' বিবৃণ্বন্তি ॥ ৯ ॥

* * *

নবম (১১২২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। 'মতীনাং কারবঃ' প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যায় 'স্তোত্রের রচয়িতা' এবং 'প্রত্না' পদের 'পুরাণাঃ' অর্থে সেই সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। ভাব হইয়াছে যেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ নূতন নূতন মন্ত্র রচনা করিয়া সোমের পরিচর্য্যা করিতেছেন। বেদের নানা স্থানে ভাষ্যের এবং ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু বেদমন্ত্র নিত্য—ভগবন্মুখনিঃসৃত। যে কারণে এ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, তত্তৎস্থলে তাহার বিশদ আলোচনা পরিদৃষ্ট হইবে।

আমরা 'মতীনাং' পদের 'সদ্‌বুদ্ধিনাং' অর্থ পরিগ্রহ করি। যিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিকাশ করিয়া সংসারীকে সদ্‌বুদ্ধি দান করেন, তিনিই 'মতীনাং কারবঃ'। সত্যজ্ঞানই মানুষের সদ্‌বুদ্ধির উন্মেষকারী। সত্ত্ব-স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-মানুষকে সেই সত্য-জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তাঁহাকে সদ্‌বুদ্ধির প্রজ্ঞাপক বা প্রেরক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি 'পুরাণাঃ' অর্থাৎ চিরনবীন বা চিরনূতন। তিনি সত্যরূপে চিরবিদ্যমান—তিনি চিরনূতন—তাই

'পুরাণ'। এখানে কালাকালের কোনও সম্বন্ধ নাই। এখানে 'পুরাণাঃ' পদে সেই পুরাণপুরুষ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্বকে বুঝাইতেছে। ভগবান যেমন চিরনূতন, তাঁহার বিভূতিও তেমনই চিরনূতন। তাই 'পুরাণাঃ' বিশেষণ-পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি। 'দ্বারা' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'যজ্ঞস্ত দ্বারাণি' অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বার-সমূহ। যজ্ঞের দ্বার বলিতে কি বুঝিতে পারি? যে সকল উপায়ে বা প্রক্রিয়ায় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকেই যজ্ঞের দ্বার বলা যাইতে পারে। সেই হিসাবে, শুদ্ধসত্ত্ব লক্ষ্যে যে সকল উপায়পরম্পরা অবলম্বন করার আবশ্যক, যে কর্ম্মে অন্তরে সেই সত্ত্বাদের উদয় হয়, আমরা 'দ্বারা' পদে সেই 'শুদ্ধসত্ত্বজনকানি কর্ম্মাণি' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিজন সত্ত্বাবপরিবর্দ্ধক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন,—শেষাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে।* (৮অ-১খ-১সূ ৯সা)।

দশমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সমীচীনাস আশত হোতারঃ সপ্তজানয়ঃ।
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পদমেকস্য পিপ্রতঃ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সমীচীনাসঃ' (সমীচীনাঃ—অভিজ্ঞাঃ, কর্ম্মাভিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) 'জানয়ঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ অর্চ্চকাঃ ইতি ভাবঃ) 'একস্য' (একমেবাদ্বিতীয়স্য শুদ্ধসত্ত্বরূপস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'পদং' (স্থানং, হৃদ্রূপং অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'পিপ্রতঃ' (পূরয়ন্তি, উৎকর্ষসম্পন্নং করোতি ইতি যাবৎ)। তেন প্রীতিযুক্তঃ সন সঃ ভগবান্ 'সপ্তহোতারঃ' (সপ্তধামভিঃ, নিখিলবিশ্বব্যাপনাৎ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, ষষ্ঠ ঋক্)। এই মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"স্তুতিকারী পুরাতন অভীষ্টবর্ষী সোমের মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।' মন্ত্রের 'হরনঃ' পদের ব্যাখ্যায় 'আহারকারী' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যের অর্থ আহরণকারী। তার পর, বিবরণকারের মতে ঐ পদে 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ পরিগৃহীত হয়। 'হরণে দীপ্তৌ' এই অর্থে 'হরনঃ' পদের 'দীপ্তিসম্পন্ন' অর্থ বিবরণকার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'আহারকারী' অর্থ কেহই অধ্যাহার করেন নাই। ব্যাখ্যাকার আপনার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে একটা 'নূতন কিছু' করিয়া গিয়াছেন।

দেবতাবানাং আহ্বাতারং) 'আশত' (ব্যাপ্নোতি)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎ-প্রীণনায় আত্মনঃ উৎকর্ষসাধনং বিধেয়ং। অতঃ আত্মোৎকর্ষসাধনায় বয়ং প্রবুদ্ধাঃ ভবাম ইতি ভাবঃ। (৮অ—১খ—১সূ ১০সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সমীচীন অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন অর্চ্চনাকারিগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ একমেবাদ্বিতীয় ভগবানের অধিষ্ঠান হৃদয়কে উৎকর্ষ-সম্পন্ন করেন। তাহাতে প্রীত হইয়া ভগবান, সেই নিখিল বিশ্বের দেবভাব-সমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত আত্মার উৎকর্ষসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই। (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমীচীনাসঃ' সমীচীনাঃ 'জানয়ঃ' জাতিসদৃশাঃ 'একস্য' সোমস্য 'পদং' স্থানং 'পিপ্রতঃ' পূরয়ন্তঃ 'সপ্ত হোতারঃ' যজ্ঞে 'আশত' ব্যাপ্নুবন্তু। 'আশত'—'আসত'—ইতি পাঠৌ, 'জানয়ঃ'—'জাময়ঃ' ইতি চ। (৮অ-১খ ১সূ-১০সা)॥

* * *

দশম (১১২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'জানয়ঃ', 'সপ্তহোতারঃ' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যামূলক। ভাষ্যে ঐ দুই পদ প্রায় একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে উহার অর্থ হইয়াছে—'জাতিসদৃশাঃ'; কিন্তু বিবরণগ্রন্থে 'সপ্তজানয়ঃ' রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া, সেই 'সপ্তজানয়ঃ' পদের পরিচয়ে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, আচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার হোতার নাম উল্লিখিত দেখি। কিন্তু 'জানয়ঃ' পদে বিবরণকারের অনুসরণে, যাঁহারা কর্ম্মের ক্রমপদ্ধতি অবগত আছেন, তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে। সে হিসাবে, যাঁহারা অভিজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারাই 'জানয়ঃ'। তদনুসারে আমরা 'জানয়ঃ' পদের 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কর্ম্মের জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের ক্রমপর্য্যায় ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, কর্ম্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় কি? কর্ম্মের কত বিভাগ শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও সময় সময় মুহ্যমান হন। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া

যাঁহারা কর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই কর্ম্মের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই হিসাবেই 'আনয়ঃ' পদে 'জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে।

'সপ্তহোতারঃ' পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। 'হোতারঃ' পদের অর্থ—'দেবভাবানাং আহ্বাতারং'। এখানে আমরা বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়াছি। অন্তরে সদ্ভাবের সমাবেশ হইলে, জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত হইলেই সে হৃদয়ে দেবভাবের ও দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাহারাই দেবভাবসমূহকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এখন 'সপ্ত হোতারঃ' পদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যাদির অভিমত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'সপ্ত', 'ত্রি' প্রভৃতি শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাই। সপ্তপৃথিবী পদে 'সপ্তলোক'—বিশ্বভুবন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। তাই 'সপ্তহোতারঃ' পদে, যাঁহারা 'সপ্তভুবন হইতে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দেবভাব-সমূহকে আহ্বান করিয়া আনেন, তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।' এই ভাবে 'সপ্তহোতারঃ' পদের অর্থ হইয়াছে—'সপ্তধামভিঃ, যদ্বা নিখিলবিশ্বব্যাপিনাং দেবভাবানাং আহ্বাতারং।' তাহাতে মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের অর্থ হয়—'সেই শুদ্ধসত্ত্বরূপী ভগবান, নিখিলবিশ্বের দেবভাবসমূহের আহ্বানকারীদিগকে ব্যাপ্ত করেন' অর্থাৎ যাঁহারা সদ্ভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত হন।

'একত' পদের 'সোমস্য' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোমকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে ঐ 'একত' পদের সার্থকতা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের মতে ঐ 'একত' পদে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'সমীচীনাসঃ' এবং 'আময়ঃ' পদের যে অর্থ আমরা পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে 'একত' পদের 'একমেবাদ্বিতীয়স্য ভগবতঃ' অর্থই সুসঙ্গত। মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'কর্ম্মাভিজ্ঞ জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করেন।' অন্তরের উৎকর্ষ-সাধন একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই আপনার অন্তরকে ভগবানের উপযুক্ত আসনে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ই ভগবানের উপযুক্ত আসন। উৎকর্ষসাধন না হইলে সে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান কদাচ সম্ভবপর হয় না। তাই মন্ত্রে প্রার্থনাকারীর সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে 'ভগবানের উপযুক্ত আসন রূপে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হই। আমরাও যেন জ্ঞানদৃষ্টি ও কর্ম্মশক্তি লাভ করিয়া, শুদ্ধসত্ত্বসহকারে ভগবচ্চরণে আত্মবলিদান করিতে পারি।' * (৮অ—১খ—১সূ—১০সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, সপ্তম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—'সমীচীন সপ্তবন্ধুগণ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।' এই ব্যাখ্যাও যে ভাষ্যের সম্পূর্ণ অনুসারী নহে, ভাষ্যের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

একাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩   ১ ২   ৩   ১   ২ ৩   ১ ২ ৩   ১ ২   ৩ ২

নাভা নাভিং ন আ দদে চক্ষুষা সূর্য্যং দৃশে।

৩ ১র ২ ৩ ১   ২

কবেরপত্যমা দুহে ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নাভিং' (সৎকর্ম্মণঃ মূলং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'নাভা' (সৎপ্রবৃত্তি-মূলে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'আদদে' (ধারয়ামি); তস্মাৎ অহং 'চক্ষুষা' (জ্ঞানদৃষ্টিং লব্ধা ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (প্রজ্ঞানস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং শক্নোমি)। কিঞ্চ 'কবেঃ' (ক্রান্তকর্ম্মণঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য ইতি ভাবঃ) 'অপত্যং' (অংশুং, সূক্ষ্মতমাংশং জ্যোতিঃ ইতি ভাবঃ) 'আদুহে' (সম্যক্ দোগ্ধুং শক্নোমি, সংজনয়ামি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রোঽয়ং সঙ্কল্প মূলকঃ। অয়ং ভাবঃ—সদ্ভাবেন সজ্জ্ঞানং প্রাপ্তব্যং। অতঃ সজ্জ্ঞানলাভেন সৎস্বরূপস্য স্বরূপং বিজানীয়াং। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মমূল শুদ্ধসত্ত্বকে আমাদের সৎপ্রবৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি। তদ্দ্বারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়া, আমরা যেন প্রজ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। অপিচ ক্রান্তকর্ম্মা শুদ্ধসত্ত্বের সূক্ষ্মতম জ্যোতিঃ যেন আমরা দোহন করিতে পারি, অর্থাৎ হৃদয়ে উৎপন্ন করি। (মন্ত্রটী সঙ্কল্পমূলক। ভাব এই যে,—সদ্ভাবেই সজ্জ্ঞান লাভ হয়। অতএব সজ্জ্ঞান লাভ করিয়া সৎস্বরূপের স্বরূপ যেন জানিতে পারি)। (৮অ—১খ—১সূ—১১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং' যজ্ঞস্য নাভিভূতং সোমং 'নঃ' অস্মাকং 'নাভা' নাভৌ অহং 'আদদে' সোমং পীত্ব নাভিস্থানে করোমীত্যর্থঃ। কিমর্থং? 'চক্ষুষা' 'সূর্য্যং' 'দৃশে' দ্রষ্টুং। কিঞ্চ, 'কবেঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মণঃ সোমস্য 'অপত্যং' অংশুং 'আ দুহে' আ পূরয়ামি। 'চক্ষুষা সূর্য্যাদৃশে'—'চক্ষুশ্চৎ সূর্য্যে সচা'—ইতি পাঠৌ। (৮অ-১খ—১সূ-১১সা)।

* * *

একাদশ (১১২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যের অর্থ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। ব্যাখ্যার ভাবও তদনুরূপ। ভাষ্যের মত এই যে,—'নাভিভূত সোমকে পান করিয়া আমরা আমাদের নাভিস্থানে রাখিব। কি জন্য?—না, সূর্য্য দেখিবার জন্য। অপিতু ক্রান্তকর্ম্মা সোমের অংশু আমরা পূরণ করি।' এখানেও সোম-মাদক-দ্রব্য পানের প্রসঙ্গ। মাদক-দ্রব্য পানে উন্মত্ততা-হেতু সূর্য্য একরূপ অদর্শনই হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে এ সোমপানে সূর্য্য-দর্শনের সামর্থ্য জন্মে; সুতরাং এ সোম—কোন্ সোম। এ সোম আবার তবে কি পদার্থ? যে সোম পান করিলে জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, যে সোম পান করিলে সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, সে সোম অবশ্যই মাদক-দ্রব্য নহে। সে সোম অবশ্যই কোনও অপার্থিব সামগ্রী। তাই সেই সোম আমাদের ভগবদংশীভূত শুদ্ধসত্ত্ব। জ্ঞানদৃষ্টি—উন্মেষকারী সেই ভগবদ্বিভূতি। সদ্ভাবের উন্মেষক সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

এখন মন্ত্রে আমাদের তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। 'নাভিকে' মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। নাভি কেন্দ্র-স্থানে; নাভিতেই প্রাণ অবস্থিত। "পুরস্তাদ্বৈ নাভ্যাঃ প্রাণঃ পশ্চাদপানঃ।" নাভির পুরোভাগে প্রাণ এবং পশ্চাদ্ভাগে অপান বায়ু বিদ্যমান। যে উভয়বিধ বায়ুর—প্রাণাপান বায়ুর সংরক্ষক—তাহাই নাভিতে সংরক্ষিত। সুতরাং এক হিসাবে নাভিকে মূল বলা চলিতে পারে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'নাভিং' পদে ভাষ্যকার 'যজ্ঞস্য নাভিভূতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হিসাবে, পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে কর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, 'নাভিং' পদে তাহাকেই দ্যোতনা করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আবার কর্ম্মের মূল যেমন 'নাভি'; সদ্বৃত্তির মূলও সেই 'নাভি'। সদ্বৃত্তির মূল সেই 'নাভা' পদে হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে ব'লয়া মনে করি। এই ভাবে, 'নাভা নাভিম্ন আদদে' অংশের অর্থ হইয়াছে,—'সৎকর্ম্মের মূল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাকে সদ্বৃত্তিমূল হৃদয়ে যেন ধারণ করি।' 'সূর্য্যং দৃশে' বলিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি।

ফলতঃ, মন্ত্রে এক আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকটিত হইয়াছে, বুঝা যায়। সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সদ্বৃত্তির উন্মেষণ, সদ্বৃত্তিতে ভগবদ্বিভূতির করুণালাভে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উন্মেষণ এবং জ্ঞানের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি সাধকের সেই আকাঙ্ক্ষাই মন্ত্রে প্রকটিত। এখানে শুদ্ধসত্ত্বকে 'কবেঃ' বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। বিশেষণ-বিরহিতের এরূপ গুণবিশেষণে বিশেষিত করিবার তাৎপর্য্য কি? নির্গুণ গুণাতীতকে সগুণ গুণময় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিবার কি আবশ্যক? একটু অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ভগবানের সন্নিকর্ষে পৌঁছিতে হইবে। সে পক্ষে তদ্গুণে গুণান্বিত ও তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। তবে তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিবে। যদি গুণের অধিকারী না হইলে, গুণাতীতে পৌঁছিবে কি

প্রকারে? যদি কর্ম্মই না করিলে, কর্ম্মাতীতে পৌঁছিতে পারিবে কিরূপে—কিসের সাহায্যে! তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া কর্ম্ম করিতে শিখ, তাঁহার গুণ-বিশেষণ দেখিয়া গুণ-বিশেষণের অধিকারী হও। তবে তো গুণময়ের সন্নিকটে পৌঁছিতে পারিবে! ভগবান বলিয়াছেন,—"বিষয়ান ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে।" অর্থাৎ,—বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; আর ভগবানের অনুস্মরণ করিতে করিতে মানুষ ভগবানেই লীন হইয়া যায়।' ভগবানের যে রূপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, পরমপিতার যে পুণ্যস্মৃতি অনুস্মরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে। তাহার উদ্দেশ্য, তাঁহার সেই রূপগুণ স্মরণ করিতে করিতে, তদ্রূপে রূপান্বিত, তদ্‌গুণে গুণান্বিত, তদ্ভাবে ভাবান্বিত এবং তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। যিনি যে গুণে গুণবান, তিনি সেই গুণেরই আদর করেন। লৌকিক ব্যবহারে যেমন বৈজ্ঞানিকের নিকট বৈজ্ঞানিকের আদর, ধর্ম্মপরায়ণের নিকট যেমন ধার্ম্মিকের আদর, সর্ব্বত্রেই তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,—'আমাদের দেবতাকে বা ভগবানকে যেমন রূপগুণে বিভূষিত করিব, আমাদিগেরও সেইরূপ রূপগুণ-বিশেষণ প্রাপ্তির পক্ষে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন-না, তিনি যাহা তিনি তাহারই আদর করেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মা, তাই তিনি সৎকর্ম্মশীলকে আদর করিয়া থাকেন; তিনি সত্য সৎস্বরূপ, তাই তাঁহার নিকট সত্যের ও সতের সমাদর; তিনি ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ, তাই তিনি ভক্তির ডোরে ভক্তের নিকট চির-আবদ্ধ। * (৮অ—১খ—১সূ ১৭সা)।

—*—

দ্বাদশং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

অভি প্রিয়ং দিবস্পদমধ্বর্য্যুভির্গুহা হিতম্।

১ ২ ৩ ১ ২

সূরঃ পশ্যতি চক্ষসা ॥ ১২ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত। (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, অষ্টমী ঋক্)। এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা; "আমি যজ্ঞের নাভিভূত (সোমকে; আমাদের নাভিদেশে গ্রহণ করি। চক্ষু সূর্য্যে সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশু আপূরিত করিব।"

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূরঃ' (শোভনবীর্য্যবন্তঃ, আত্মোৎকর্ষসম্পন্নাঃ) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধবঃ ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ) 'গুহা' (গুহায়াং—হৃদয়রূপায়াং ইতি ভাবঃ) 'হিতং' (নিহিতং, বিরাজমানং) দিবঃ' (পরমজ্যোতিঃসম্পন্নস্য পরমাত্মনঃ ইতি ভাবঃ) 'প্রিয়ং' (আনন্দময়ং) 'পদং' (স্থানং—অধিষ্ঠানং ইত্যর্থঃ) 'অভিপশ্যন্তি' (দর্শন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যজ্ঞাপকঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মোৎকর্ষসম্পন্নঃ সাধকঃ জ্ঞানপ্রভাবেন পরমাত্মানং হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়তি অথবা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রভাবেন হৃদি ভগবদধিষ্ঠানং পশ্যতি। (৮অ-১খ ১সূ—১২সা)।

অথবা,

'সূরঃ' (জ্যোতিরাধারঃ, যদ্বা—সূর্য্য ইব স্বপ্রকাশঃ পরমশক্তিসম্পন্নঃ—ভগবান ইতি ভাবঃ) 'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, শ্রেষ্ঠজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দীপ্তস্য) 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (সাধকস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে ইতি যাবৎ) 'হিতং' (নিহিতং) 'প্রিয়ং' (পরমানন্দদায়কং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শন্তি, গচ্ছন্তি ইতি ভাবঃ)। মন্ত্রঃ নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং ভগবন্তং প্রাপ্তব্যং। ভগবান শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতে হৃদয়ে স্বয়মেব অধিতিষ্ঠতি। অতঃ সঙ্কল্পঃ—ভগবৎকৃপালাভায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চয়েম। (৮অ ১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

'চক্ষসা' (জ্ঞানদৃষ্ট্যা, যদ্বা প্রকৃষ্টজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ)'দিবঃ' (দীপ্তস্য – আত্মদৃষ্টিসম্পন্নস্য ইতি ভাবঃ) 'গুহা' (গুহায়াং, হৃদয়ে) শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঃ ভগবান্ 'সূরঃ' (সূর্য্যঃ ইব) প্রতিভাষতে ইতি শেষঃ। অপিচ, সঃ ভগবান 'অধ্বর্য্যুভিঃ' (তেষাং জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নানাং ইতি যাবৎ) 'হিতং' (পরমমঙ্গলদায়কং) 'প্রিয়ং' (ভগবতঃ প্রীতিহেতুভূতং) 'পদং' (স্থানং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি ভাবঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পশ্যন্তি' (দর্শন্তি, উদিতঃ ভবতি—তেষাং হৃদি ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। (৮অ—১খ—১—১২সা)।

বঙ্গানুবাদ।

শোভন-বীর্য্যবন্ত অর্থাৎ আত্মদর্শী সাধক জ্ঞানদৃষ্টি-প্রভাবে (আপনার) হৃদয়রূপ গুহায় বিরাজমান পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মার আনন্দময় অধিষ্ঠান দর্শন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক। ভাব এই যে,—আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধক জ্ঞানপ্রভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন অথবা জ্ঞানদৃষ্টিতে হৃদয়ে ভগবদধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন)। (৮অ—১খ—১সূ—১২সা)।

অথবা,

জ্যোতির আধার অথবা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ পরমশক্তিসম্পন্ন ভগবান, জ্ঞানদৃষ্টির অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত সাধকের হৃদয়ে

নিহিত পরমানন্দদায়ক স্থান—শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া দর্শন করেন অর্থাৎ গমন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত হৃদয়ে ভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন। অতএব সঙ্কল্প—ভগবানের কৃপালাভের নিমিত্ত আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ে প্রবুদ্ধ হই)॥ (৮অ—১খ—৫সূ—১২সা)।

* * *

অথবা,

জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা দীপ্ত আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন (সাধকের) হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবান সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হন। অপিচ, সেই ভগবান, সেই জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নদিগের মঙ্গলদায়ক ভগবানের প্রীতির হেতুভূত স্থানকে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া (তাঁহাদের হৃদয়ে) উদিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যখ্যাপক)। (৮অ—১খ—৫সূ—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সুরঃ' সুবীর্য্যঃ ইন্দ্রঃ 'চক্ষসা' চক্ষুষা 'দিবঃ' দীপ্তস্য আত্মনঃ 'প্রিয়ং পদং' অধ্বর্য্যুভিঃ 'গুহা' গুহায়াং হৃদয়ে 'হিতং' নিহিতং পীতং সোমং 'অভি পশ্যতি'। 'প্রিয়ং'—'প্রিয়া' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—১খ—৫সূ ১২সা)।

ইতি অষ্টমপ্রপাঠকস্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বাদশ (১১২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা স্বরূপ উপলব্ধি হইলে ভগবান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া দিব্যজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন, আর সেই জ্যোতিঃ পরমপদ-প্রাপ্তির সহায়ভূত হইয়া থাকে,—মন্ত্রে এই নিত্যসত্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদৃষ্টি-লাভের এবং শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয়ের কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু ভাষ্যের ভাব স্বতন্ত্র। 'সুবীর্য্য ইন্দ্রদেব আপনার পরমপ্রিয় সোমকে হৃদয়ে নিহিত দেখিতেছেন'—ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার, উভয়েরই এই অভিমত। 'দ্রোণকলসে স্থিত' সোম—'গুহায়াং হিতং' পদের এরূপ অর্থও কেহ কেহ অধ্যাহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সোম যে মাদক দ্রব্য এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা দেবগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতাকে এবং ঋত্বিক হোতা প্রভৃতিকে মত্তপ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু দেবতা

কি, দেববিভূতি কি এবং তাঁহাদের গ্রহণীয় সোমই বা কি, তৎসম্বন্ধে একটু দূরদৃষ্টি অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণের প্রয়াস পাইলে, আমরা মনে করি, ভাষ্যের ও ব্যাখ্যার প্রচলিত সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড প্রবল; কর্ম্মকাণ্ডের প্রবল প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান হইয়া, কর্ম্ম কাণ্ডের অনুকূল সিদ্ধান্তই প্রকটিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

দেবতা, সোম প্রভৃতির তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বিবিধভাবে বিবৃত করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গেও আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নরূপ নহে। ভগবান বিশ্বরূপ। তাঁহার নাম রূপের অন্ত নাই। তিনি যেমন অনন্ত, তাঁহার নাম রূপ গুণও তেমনই অনন্ত। তাঁহার অনন্ত নামরূপের মধ্যে 'ইন্দ্র' তাঁহার একটী নাম। তাঁহার নামরূপকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া, তিনি অনন্তকর্ম্মী বলিয়াই—অনন্ত রূপগুণে তাঁহাকে বিভূষিত করা হয়। প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি ভাবে, তাই তাঁহাকে উদ্ভাসিত দেখি যাঁহারা 'ইন্দ্র' নামে সেই বিশ্বকর্ম্মী বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করেন, তাঁহারা ইন্দ্র হইতেই অপর সকলের উদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ;" অর্থাৎ, - ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে উৎপন্ন হন। আবার যাঁহারা বিষ্ণু হরি বা ব্রহ্মাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা তাঁহাদিগকেই সর্ব্বকারণ কারণরূপে ধারণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। যাঁহাদিগের বোধশক্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহারা স্থিরনেত্রে স্থিরচিত্তে মহিমা দর্শন করেন।

দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দ্রষ্টব্য সামগ্রী বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু জগৎ যাহা আছে, তাহাই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা একরূপ, জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে একরূপ এবং যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অন্যরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন, -

"তুচ্ছাঽনির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥"

অর্থাৎ,—জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ তুচ্ছ, যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতে উহা অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে উহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান যে জগৎ, তৎসম্বন্ধেই যখন এইরূপ মতবিরোধ, তখন যিনি বাক্য ও মনের অতীত অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য অভিন্ন; অথচ, জ্ঞানের বা শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন পথ পরিগ্রহণ আবশ্যক হয়। আমাদের শাস্ত্রসমূহ যে কঠিন কঠোর ভাবে অধিকারীর ও অনধিকারীর স্তরপর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ—তাঁহাদিগের পক্ষপাতিত্ব বা একদেশদর্শিতা নহে। সে কেবল জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর বিষয়ে অভিনিবেশ পক্ষে উপদেশ মাত্র। আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই এতদুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি হইতে পারে। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও পরমসুখসাধন। অথচ, পরিগৃহীত পন্থা বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন স্তরের অধিকারী বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হউক,—শাস্ত্রের ইহাই উদ্দেশ্য। নদী বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেও সাগরসম্মিলনই যেমন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য; মানুষের সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশেরও সেইরূপ লক্ষ্যই বুঝিতে

হইবে। সাগরে মিলিত হইলে, যেমন নদীর নাম রূপ সমস্ত লোপ পায়, সচ্চিদানন্দ সাগরে মিলিতে পারিলে চিত্ত-নদী সেইরূপ নামরূপ বিযুক্ত হয়। শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) সেই আত্মার আত্মসম্মিলন সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

মানুষের এইরূপ লক্ষ্য হয়, শাস্ত্রেরও তাহাই লক্ষ্য। জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, নামরূপ বিমুক্ত হইয়া, মানুষ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরে লীন হউক,—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। ইন্দ্র বায়ু, বরুণ,—যে ভাবেই যে নামে যে রূপেই মানুষ তৃপ্তি লাভ করে,—তৎপ্রতি অনুরক্ত হয়, সেই নামে সেই ভাবেই ভগবদভিমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন অধিকারী সম্বন্ধে সেই অনন্তকে বিভিন্ন নাম রূপে প্রকটিত করা হয়। এই ভাবে বুঝিলেই ইন্দ্রকে আর মাদকদ্রব্য প্রদান করিবার প্রবৃত্তি আসে না ; অথবা তাঁহাকে মদ্যপায়ী বলিয়াও উপলব্ধি জন্মে না। তখন তাঁহাকে যে সোম প্রদান করিবার জন্য সাধক উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন, সে সোম সেই মাদকতা-বিশিষ্ট সোমরস নহে। তখন জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই তিনের মিশ্রণে যে সুধা প্রস্তুত হয়, সে সোম তাহাই। সোম-সুধা সেই জ্ঞান-কর্ম্ম মিশ্রিত ভক্তি-সুধা।

'চক্ষসা' অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে যখন এই ভাব উপলব্ধ হয়, তখনই মনোমধুকর ভগবানের চরণ-কোকনদে মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবিরাম-গতিতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কেবলই তাঁহার সন্ধানে ছুটিয়া থাকে। সে তখন বুঝিতে পারে, সেই চরণই এ সংসারের সার-সামগ্রী। সেই চরণে আশ্রয় লইতে পারিলেই তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে,—তাহার সকল জ্বালার শান্তি হয়। এই জ্ঞান যখন হৃদয়ে উপজিত হয়, তখন আর অনিত্য পার্থিব সামগ্রীর প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। তখন সে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারের সকল মায়-মোহে জলাঞ্জলি দিয়া, সেই একই লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে। সাধন-পথের অন্তরায়ের অবধি নাই। তখন কোনও অন্তরায়ই তাহার অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের উন্মাদনা—এমনই তীব্র—এমনই মহান্। ভক্ত সাধক যখন সৎস্বরূপের রূপ দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোতিষ্মানের দিব্যজ্যোতিতে ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। সংসারের মায়ামোহের যে কুজ্ঝটিকা তাঁহার হৃদয় ঘেরিয়া বসিয়া ছিল, তখন ক্রমশঃ তাহা অপসৃত হইয়া যায়। তখন সকল আকাঙ্ক্ষার—সকল কর্ম্মের—সকল দুঃখের অবসান হয়। তখন আর আত্মা পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বই সচ্চিদানন্দরূপ, শুদ্ধসত্ত্বই সেই পরমাত্মা। ভগবানের স্বরূপজ্ঞান হৃদয়ে উপজিত হইলেই তাঁহাকে পাইবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মে। ফলতঃ, জ্ঞানই ভগবানকে এবং তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বরূপ বিভূতি-সমূহকে হৃদয়ে সংবাহিত করিয়া আনে ; জ্ঞান-প্রভাবেই তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সামর্থ্য আসে। মন্ত্রের অন্তর্গত 'সূরঃ' এবং 'চক্ষসা' পদদ্বয়ে এইরূপ ভাবই উপলব্ধি করি। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'জ্ঞানদৃষ্টি-সম্পন্ন আত্মদর্শিগণই অন্তরে ভগবদনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন' ; পূর্ব্বোক্ত ভাব পরম্পরায়ই এতদুক্তির সার্থকতা বলিয়া

মনে করি। মন্ত্রের দ্বিতীয় অন্বয়েও সেই একই ভাব প্রকটিত। তৃতীয় অন্বয়ের ভাবও অভিন্ন। সদ্ভাবেই সৎস্বরূপের অধিষ্ঠান। যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানধনে ধনী হইয়া, সৎস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন, ভগবান সেই সজ্জনের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া তথায় আগমন করেন।' ফলতঃ, জ্ঞান এবং শুদ্ধসত্ত্বই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,—মন্ত্র এই সত্যই প্রকটিত করিতেছে। ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। * (৮অ - ১খ - ৫সূ - ১২সা)।

—•—

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ র ১ ২১র ২৩৪৫ ২র র ১র
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। প্রকাবিয়াম্। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
না ৩ য়ানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধুঃপবাকাঃ। পদাবরা।

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। তী ৩ রা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ ন॥ প্রও৬ সাদাঃ।

২১র ২৩৪৫ ২র১ ২১ ২৩৪৫ ২র১
তৃপলা। বগ্নুমচ্ছা। অমাদস্তাম্। বৃষগ। ণা অয়াশুঃ। অঙ্গোষিণাম্।

২১র ৩৪৫ ২১ ১ ২ ২ ৪
পবমা। নঙ সখায়াঃ। দুর্মর্ষংবা। ণা ৩ ম্প্রা। দা ৩ ৪ ৩। তী ৩ বা ৫

২র১ ২১র ২৩৪৫ ২র১র ২ ১
কা ৬ ৫ ৬ য়॥ নযোজতারি। উরুগা। যন্তজ্যৌম্। বৃথাক্রীড়া। অা ৩ স্নিম।

২৩৪৫ ২র১ ২১র ২৩৪৫ ২ ২ ২
স্তেনপাবাঃ। পরীণসাম্। কৃণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। ও ৩ হো ৩ হোয়ি।

র ১ ২১র ২ ২ ৪
দিবাহরায়িঃ। দদৃশে। না ৩ ৪ ৩। ক্তা ৩ মা ৫ ভ্রূ ৬ ৫ ৬ঃ॥

* • *

২র র ১ ২১র ২১র ২৩৪৫ ২১র র
২। হাউহাউ। হুপ। প্রকাবিয়াম। উশনে। ব্রুবাণাঃ। দেবোদেবা।

২ ১ ২^ ৩৪৫ ২১ ২ ২^ ৩৪৫ ২২র
না ৩ য়ানি। মাবিবক্তী। মহিব্রতাঃ। শুচিবা ৩। ধুঃপবাকাঃ। পদাবরা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত (নবম মণ্ডল, দশম সূক্ত, নবম ঋক)। মন্ত্রের যে একটী বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"গমনশীল, দীপ্ত (ইন্দ্র) আপনার প্রিয় পদার্থ হৃদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।"

২ ১ ২ ২ ৪ ২ ১ র
হো ৩ অভি। আ ৩ ৪ ৩ গ্নি। ভী ৩ য়া ৫ ন্নিন্তা ৬ ৪ ৬ ন। প্রহ৮্সানাঃ।

২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫ ২১র ২ ১ ২n৩ ৪ ৫ ২ ১র ২
তৃপলা। বয়্মচ্ছা। অমাদন্তাম। বৃষগ। ণাঅয়ান্তঃ। অঙ্গোবিণাম্। পবমা।

২ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ২ ^ ১ ২ ২ ৪
ন৮ সথায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণা ৩ প্রব। দা ৩ ৪ ৩। ভী ৩ লা ৫ কা ৬ ৫ ৬ ম॥

২ ১র ২১ র ২৩ ৪ ৫ ২১র র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫
নযোজতাগ্নি। উরুগা। যন্তজ্তীম। বৃথাক্রীড়া। তা ৩ গ্নিম। তেনগাদাঃ।

২১র ২ ১ র ২৩ ৪ ৫ ২র র ১ ২১র
পরীণদাম। ক্লণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ। হাউহাউ। হুপ। দিবাহরাগ্নিঃ।

২ ১ র২^ ২ ৪
দদৃশোনা ৩ ৪ ৩। ক্ষা ৩ মা ৫ জ্র্ণা ৬ ৫ ৬ ঃ॥

* * *

২ র ১ ২ ১ব — ১র ২র র১র ২র ১
৩। প্রকাবিয়াম্। উশনেবা। ব্রু ২ বাণাঃ। দেবোদেবা। নাঞ্জনিমা।

— ১ ২ ১ ২ ১ — ১র ২ র১
বা ২ ন্নিবক্তারি। মাহব্রতাঃ। শুচিবন্ধুঃ। পা ২ বাকাঃ। পদাবরা।

২র ১ ১র ১ ২ ১র ২ ১ র —
হোআভিয়ারি। ভী ২ রেভা ৩ নাউ॥ প্রহ৮্সানাঃ। তৃপলাবা। য়্ ২

১ ২ র১ ২১ —১র ২ র ১ ২ ১র
মচ্ছা। অমাদন্তাম্। বৃষগণাঃ। আ ২ য়াহুঃ। অঙ্গোষণাম্। পবমানাম্।

—১র ২ ১ ২ ১ — ১র২ ১ ২ র ১
লা ২ থায়াঃ। দুর্ম্মর্ষংবা। ণংপ্রাবদাঃ। ভী ২ সাকা ৩ মাউ॥ সযোজতাগ্নি।

২ ১ র —১র ২ র ১র ২ ১ — ১র
উরুগায়া। স্বা ২ জ্তীম্। বৃথাক্রীড়া। তগ্নিমতে। না ২ গাবাঃ।

২ র১ ২ ১ র — ১ ২ র১ ২১র —
পরীণসাম্। ক্লণুতেতাগ্নি। গ্মা ২ শৃগাঃ। দিবাহরাগ্নিঃ। দদৃশেনা। ক্ষা ২

১ ২ ১ ১ ১ ১
মৃজ্রা ৩ ১ উ। বা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ॥

* * *

৩ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ২১র ২ ১ ২ ১ র ২৩ ৪ ৫
৪। হো ৪ বা। উহুবা ৩। হোবা। প্রকাবিয়াম্। উশনে। বক্রবাণাঃ।

২র১র ২র ২ ১ ২^৩ ৪ ৫ ২ ২ ১ ২ ১ ২A ৩৪ ৫
দেবোদেবা। না ৩ প্রানি। মাবিবক্রী। মহিব্রতাঃ। শুচিব। ধূঃপবাকাঃ।

২১র২১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫ ২১ ১র ১ ২ ১ র ২৩ ৪ ৫
পদাবরা। হো ৩ অভি। ঐতিবেতান্। প্রতৎসাসাঃ। তূপলা। বয়ূমচ্ছা।

২১র২ ১ ২১ ২৲৩ ৪ ৫ ২ ১র ২ ১ ২ ১ র ২ ৩ ৪ ৫
অস্মাদস্তাম্। বৃষগ। পারআসৃঃ। অঙ্গোষিণাম্। পবমা। নৎসথায়াঃ।

২১২ ১ ২ ১ ২n ৩৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২ ১ র ২n৩৪ ৫
তুর্ম্ময়ংবা। ণা ৩ প্রব। দক্তিসাকাম্। সযোজতায়ি। উরুগা। যস্তজতৌম্।

২ র২র১ ২ ১ ২৲৩৪ ৫ ২১র২১ ২ ১ র ২n৩৪ ৫
স্বপাক্রীড়া। ত্তা ৩ ন্মিয়। তেনগাবাঃ। পরীপসাম্। ক্রণুতে। তিগ্মশৃঙ্গাঃ।

২ র২১ ২১ র ২ ৩৪ ৫ ৩ ৫ ৩ ২
দিবাতরামি। দদৃশে। নক্তমৃজ্রাঃ। হো ৪ বা। উহুবা ৩।

৫ ৫
হোবা ৬ হাউবা। ১-১২। *

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অসৃগ্রমিন্দবঃ পথা ধর্ম্মন্নৃতস্য সুশ্রিয়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য যোজনা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'ঋতস্য' (সত্যস্য) 'ধর্ম্মং' (ধারণগুণং, ধারণশক্তিং ইত্যর্থঃ, যদ্বা সত্ত্বোৎপাদিকাশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ প্রজ্ঞাপয়ন্তঃ, যদ্বা—তেষু জ্ঞানবিশিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'অস্য' (সত্যস্য) 'যোজনাঃ' (প্রযোজকাঃ) 'সুশ্রিয়ঃ' (শোভনশ্রিয়ঃ, মঙ্গলদায়কাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (মার্গেণ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি ভাবঃ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে—সাধকৈঃ ইতি শেষঃ)। অথবা 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পথা' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থং মার্গং ইত্যর্থঃ) 'অসৃগ্রং' (বিজ্ঞাপয়ন্তি, প্রদর্শয়ন্তি বা ইতি ভাবঃ); অথবা সত্ত্বভাবাঃ 'পথা' (সন্মার্গেণ) 'অসৃগ্রং' (পরিচালয়ন্তি—সাধকান্ ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সৎকর্ম্মসাধনেন শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ।)। (৮অ ২খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত দ্বাদটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত চারিটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম; যথাক্রমে, (১) "পার্থং" (২) "বাহারং" (৩) "প্রবস্তার্গবং" এবং (৪) "কুৎসস্যারথীয়ং।"

বঙ্গানুবাদ।

সত্যের ধারণ-শক্তি বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট অথবা সত্যোৎপাদিকা শক্তির এবং সত্যের প্রযোজক মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। অথবা, সত্ত্বভাব সৎকর্ম্ম সাধন-সমর্থ মার্গ প্রদর্শন করে; অথবা সত্ত্বভাব সন্মার্গে মানুষকে পরিচালিত করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অস্ত' অনেন যজমানেন কৃতাস 'যোজনা' তদ্দেবতাযোগ্যান্ সম্বন্ধান 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'সুশ্রিয়ঃ' শোভনশ্রয়ণাঃ 'অস্‌গ্রং' হবির্দ্ধানাৎ সৃজ্যন্তে। 'যোজনা'—'যোজনং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-২খ—১সূ-১সা)॥

* * *

প্রথম (১১২৬) সামের মর্ম্মার্থ।

যাহা ধারণ করে, যে শক্তির বলে বস্তু বিধৃত আছে, যে শক্তি না হইলে বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না, তাহাই উক্ত বস্তুর ধর্ম্ম। এই দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে এবং সেই ধর্ম্মবলেই বস্তুর পৃথক সত্তা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ইহা বস্তুর একটা দিকমাত্র। সমস্ত বস্তু, সমগ্র বিশ্ব—একই শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে। উহাই বিশ্বের ধর্ম্মশক্তি। সে ধর্ম্মশক্তির মূলে আছে সত্য। ভগবান সত্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিই বিশেষ অনুস্যূত হইয়া আছে—সেই শক্তির বলেই বিশ্ব বিধৃত আছে এবং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রে এই ধর্ম্মশক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার করিতে পারেন, তিনি এই ধর্ম্মশক্তিকে লাভ করিতে পারেন। তিনি সত্যকে লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্য ও শুদ্ধসত্ত্ব উভয়ই ভগবানের শক্তি, উভয়ই ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা মানুষ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে, সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছিতে পারে। মন্ত্রে এই চিরন্তন সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

ভাষ্যে মন্ত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"সুন্দর শ্রীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্যপথে সৃষ্ট হইতেছেন।" ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ মিলন নাই। এই ব্যাখ্যায় কোন উচ্চ ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। "সোমের সম্বন্ধবিৎ সোমসমূহ" বাক্যাংশের কোনও অর্থই হয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ভাষ্য আরও অস্পষ্ট। ভাষ্যকার 'অস্ত'

পদের অর্থ করিয়াছেন,—'অনেন যজমানেন কৃতান্'। কিন্তু এই দূরার্থ যে কিরূপে সম্ভবপর হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায়ও মূলমন্ত্রের ভাবের সহিত কোনও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণেই তাহা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৮অ—২খ—১সূ—১সা)। *

— • —

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩ ১র ২র

প্র ধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বি গাহতে।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

হবির্হবিষু বন্দ্যঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হবিঃষু' (ভগবৎপূজোপকরণেষু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বরূপং অমৃতং) এব 'বন্দ্যঃ' (শ্রেষ্ঠং, প্রার্থনীয়ং); 'হবিঃ' (ভগবৎপূজোপকরণং) 'প্র' (প্রবর্ত্ততে—সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); তেন সহ 'মধ্বোঃ' (অমৃতস্য) 'মহীঃ' (মহান্) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'ধারা' (প্রবাহঃ) 'বি গাহতে' (সম্মিলতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বেন অমৃতং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-পূজোপকরণ-সমূহের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বরূপ অমৃতই প্রার্থনীয়। শ্রেষ্ঠ ভগবৎ-পূজোপকরণ সাধক-হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে; তাহার সহিত অমৃতের মহান্ মঙ্গলদায়ক প্রবাহ সম্মিলিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যমূলক। ভাব এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হয়েন)। (৮অ—২খ—১সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অন্তর্গত নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হবিঃষু' হবিষাং মধ্যে 'বন্দ্যঃ' স্তুত্যঃ 'হবিঃ' হবিরাত্মকঃ যঃ সোমঃ 'মহীঃ' মহতীঃ 'অপঃ' বসতীবরীঃ 'বিগাহতে' তস্য 'মধোঃ' সোমস্য 'অগ্রিয়ঃ' মুখ্যা ধারাঃ প্রপতন্তীত্যর্থঃ। 'মধোঃ' —'মধ্বঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ-২খ-১সূ-২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধকের শক্তি ও প্রবৃত্তি-ভেদে ভগবৎপূজার উপকরণেরও পার্থক্য হয়। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্য প্রতীকোপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ ভগবদারাধনার প্রণালী বর্তমান আছে। সাধক তাঁহার শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। উদার আর্য্যধর্ম্মে তাই নিম্নশ্রেণীর পূজারও স্থান আছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে— শক্তির তারতম্য আছে। সুতরাং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্ম্মের মধ্যেও পার্থক্য আছে। তাই মানুষের ভগবৎপূজাপ্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য আছে। এই বিভিন্নতার আরও একটী বড় কারণ—হৃদয়ভাবের বিভিন্নতা। বাহ্য অনুষ্ঠান যেরূপই হউক না কেন, হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়—পবিত্র হয়, তাহা হইলে সাধক অনায়াসেই ভগ চরণ লাভ করিতে পারেন। তাই বলা হইয়াছে—"হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ অপঃ" ভগবৎ পূজার উপকরণের মধ্যে হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবরূপই শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের পূজাই প্রকৃত পূজা। বাহ্যানুষ্ঠান হৃদয়ভাবের সাহায্য করিতে পারে বটে; কিন্তু উহাই সমগ্র বস্তু নয় বা হইতেও পারে না। হৃদয়ের সংযোগ ছাড়া সকল প্রকারের বাহ্যানুষ্ঠানই সমান শ্রেণীর। হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবই বাহ্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। মন্ত্রে এই হৃদ্ভাবেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি হৃদয়ের এই পবিত্রতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মানুষের হৃদয়। হৃদয়ভাব যদি বিশুদ্ধ পবিত্র হয়, তাহা হইলে মানুষ স্বর্গসুখ-লাভের—অমৃতত্ব-লাভের অধিকারী হইতে পারে। মানুষের হৃদয় যখন পবিত্র বিশুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ অমৃতলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—হৃদ্ভাবামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহ সম্মিলিত হয়। হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বামৃতের সহিত অমৃতপ্রবাহের সম্বন্ধ পরিকীর্ত্তনই আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রে দেখিতে পাই।

ভাষ্যাদিতেও সোমপক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহার্থও উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎজলে বিগাহন করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পতিত হইতেছে'। মন্ত্রের মধ্যে কোথাও সোমের উল্লেখ নাই—শুধু আছে "হবির্হবিঃষু বন্দ্যঃ"। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, 'হবিঃ' নিশ্চয়ই—সোমরস! আমাদের

ব্যাখ্যার সঙ্গতার্থ সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ২ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র যুজা বাচো অগ্রিয়ো বৃষো অচিক্রদদ্বনে।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সদ্মাভি সত্যো অধ্বরঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ) 'অগ্রিয়ঃ' (শ্রেষ্ঠঃ, মঙ্গলদায়কঃ) 'অধ্বরঃ' (হিংসারহিতঃ, অহিংসকঃ) 'সত্যঃ' (সত্যস্বরূপঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'বনে' (বননীয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ে, জ্যোতির্ম্ময়ং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সদ্মাভি' (গৃহং প্রতি, স্থানং প্রতি, হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'যুজাঃ' (যুক্তাং উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠং) 'বাচঃ অচিক্রদৎ' (শব্দং করোতি, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মানবাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন পরাজ্ঞানং লভন্তে ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক, মঙ্গলদায়ক, অহিংসক, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—মানবগণ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করে।)। (৮অ—২খ— সূ—৩সা)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অগ্রিয়ঃ' হবিষাং মধ্যে মুখ্যঃ সোমঃ 'যুজাঃ' যুক্তাঃ 'বাচঃ' প্রকরোতীত্যর্থঃ। এতদেব দর্শয়তি —'বৃষঃ' কামানাং বর্ষকঃ 'সত্যঃ' সত্যভূতঃ 'অধ্বরঃ' হিংসা-বর্জ্জিতঃ সোমঃ 'সদ্ম' যজ্ঞগৃহং 'অভি' প্রতি 'বনে' উদকে অচিক্রদৎ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। 'বৃষো 'অচিক্রদৎ'— 'বৃষাবচক্রদৎ' ইতি পাঠৌ। (৮অ ২খ—১সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সত্ত্বভাব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সত্ত্বভাব— অভীষ্ট-বর্ষক। মানবের বাসনা কামনার যে পর্য্যন্ত অবসান না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাসনা কামনারও অন্ত নাই। কাজেই "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" মানুষের বাসনা বাড়িয়াই যায়, অথচ বাসনার ভোগে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। কামনার উপভোগে কামনা বাড়িয়াই চলে। কিন্তু কামনার শান্তি না হইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তবে কি মানব মুক্তি-লাভ করিবে না?—না তাহার মুক্তির উপায় আছে! সেই উপায় কামনার চরম কামনা যাহা তাহার পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভবপর হয়—ভগবানের কৃপায়। তিনি যখন মানবকে অমৃতবিন্দু দান করেন, তখন মানবের চির-জীবনের সকল পিপাসা দূরীভূত হয়, হৃদয় পরাশান্তিতে পরিপ্লুত হয়। তখন জীবনের কোন দুঃখকষ্ট, বাসনা কামনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার জীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়। তাই ভগবান অভীষ্ট-বর্ষক। তাঁহার শক্তি— শুদ্ধসত্ত্বেও তাই এই অভীষ্টবর্ষক গুণ বর্ত্তমান।

যাঁহার জীবনের সমস্ত কামনা বাসনার অবসান হইয়াছে—তিনি পরম মঙ্গলের সন্ধান পান। হৃদয় মনের বিভ্রম উৎপাদনকারী কামনা না থাকাতে মন বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে পবিত্র হৃদয়ে পরাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, জীবনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়। মন্ত্রে সত্ত্বভাবের এই মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতের ঐক্য নাই। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জ্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভিমুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন"।* (৮অ-২খ ১সূ-৩সা)॥

—— • ——

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

পরি যৎ কাব্যা কবির্নৃম্ণা পুনানো অর্ষতি।

১র ৩ ১ ২

স্বর্ব্বাজী সিষাসতি॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, কর্ম্মকুশলঃ, পরাজ্ঞানদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ ইত্যর্থঃ 'যৎ' (যদা) 'নৃম্ণা' (বলেন সহ, আত্মশক্তিযুতানি ইত্যর্থঃ) 'কাব্যা (স্তোত্রাণি) 'পরিঅর্ষতি' (পরিগচ্ছতি, প্রাপ্নোতি সাধকাৎ ইতি যাবৎ) তদা 'স্বর্ব্বাজী' (ঐশীশক্তিসম্পন্নঃ সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) সাধকং 'সিষাসতি' (ব্যাপ্নোতি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া প্রার্থনয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ ১সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক পরাজ্ঞানদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব যখন আত্মশক্তিযুত স্তোত্র সাধক হইতে প্রাপ্ত হয়েন, তখন ঐশীশক্তিসম্পন্ন সেই শুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধককে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা সোমঃ 'নৃম্ণা' নৃম্ণানি বলানি 'পুনানঃ' শোধয়ন 'কাব্যা' কাব্যানি কবিকর্ম্মাণি স্তোত্রাণি 'যৎ' যদা 'পরি অর্ষতি' পরিগচ্ছতি, তদা 'স্বঃ' স্বর্গে 'বাজী' বলবান্ অয়মিন্দ্রঃ 'সিষাসতি' বাগং প্রত্যাসন্নং স্বকীয়ং বলং সম্ভক্তুমিচ্ছতি। 'পুনানঃ'—'দধানঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১১২৯) সামের মর্ম্মার্থ।
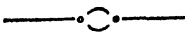
মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে নানাবিধ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতেরও ঐক্য নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে বলবান (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।" এই ব্যাখ্যা কিয়ৎপরিমাণে ভাষ্যানুসারী কিন্তু সর্ব্বত্র ভাষ্যের সহিতও ঐক্য নাই। ভাষ্যকার 'নৃম্ণা' পদের অর্থ করিয়াছেন—'বলেন'; কিন্তু অনুবাদকার উক্তপদে 'ধন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারেরও তাহাই মত। কিন্তু আমাদের ধারণা—বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার-সম্মত 'বল,' 'আত্মশক্তি' অর্থই অধিকতর সঙ্গত। মন্ত্রের অন্যত্র 'স্বর্ব্বাজী' পদ থাকায় আমাদের মতই সমর্থিত হইতেছে। শক্তি শক্তির অনুগামী। যাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ সম্ভাপর, সেখানেই শক্তির খেলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সাধক আত্মশক্তি-লাভে সমুৎসুক, শক্তির আধার ভগবান তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। তাই মন্ত্রান্তর্গত শক্তিবাচক 'নৃম্ণা' এবং 'স্বর্ব্বাজী' পদদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ

সূচিত হইতেছে। 'নৃমণা' পদের ধনবাচক অর্থ গ্রহণ করিলেও উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের অর্থ পরিষ্কার হয় না "কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ" বাক্যাংশের কোনও পরিষ্কার অর্থ হয় না। বিশেষতঃ সোম ধন গ্রহণ করিলে পর স্বর্গে ইন্দ্র বল প্রকাশ করিবেন, ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'স্বর্ব্বাজী' 'সিষাসতি' পদদ্বয়ের মধ্যে 'বলপ্রকাশ করার' কোন ভাব পাওয়া যায় না। 'সিষাসতি' পদ ইচ্ছার্থক ধাতুমূলক। সুতরাং ইহার মধ্যে 'বল প্রকাশ করা' ভাব মোটেই আসে না। ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসারিগণ 'স্বর্ব্বাজী' পদে স্বর্গের বলবান ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মন্ত্রে ইন্দ্রের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা এখানে ইন্দ্রের প্রসঙ্গ আনিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। 'স্বর্ব্বাজী' পদে ঐশীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। 'স্বঃ' অর্থ স্বর্গ এবং 'বাজী' পদের অর্থ শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং উভয় পদের একত্র অর্থ হয় - 'ঐশীশক্তিসম্পন্ন'। উহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত বিশেষণ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। তাই আমরা মনে করি, উক্ত পদে ভগবৎ-শক্তি শুদ্ধসত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

'পুনানঃ' পদে 'পবিত্রকারকঃ' অর্থই সঙ্গত হয়। এখানে 'শোধ্যমান' অর্থ করার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। বর্ত্তমান মন্ত্রের মূলভাব এই যে, সাধক যখন আত্মশক্তিলাভে উন্মুখ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, তখন ভগবান কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদানকরতঃ সাধকের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। শক্তিস্বরূপ তিনি, প্রার্থনাকারীকে আত্মশক্তি প্রদান করে, শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকের হৃদয় ঐশীশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য * (৮অ ২খ-১সূ ৪সা)॥

— • —

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
পবমানো অভি স্পৃধো বিশো রাজেব সীদতি।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যদীমৃণ্বন্তি বেধসঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'বেধসঃ' (সৎকর্ম্মসাধকাঃ) 'ঈং' (এনং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'ঋণ্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি) তদা 'রাজা ইব' (রাজা যথা প্রজানাং শত্রূন বিনাশয়তি

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তথা) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্পৃধঃ বিশঃ' (স্পর্দ্ধমানান্ লোকান্, সৎকর্ম্ম-বিঘাতকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অভিসীদতি' (নাশয়িতুং অভিগচ্ছতি, বিনাশয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকহৃদি পরাজ্ঞানে উৎপন্নে সতি তে রিপুজয়িনঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ ২খ ১সূ ৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যখন সৎকর্ম্মসাধকগণ পরাজ্ঞানকে হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, তখন রাজা যেমন প্রজাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে পবিত্রকারক সেই শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্ম-ঘাতক রিপুদিগকে বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধক-হৃদয়ে পরাজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহারা রিপুজয়ী হয়েন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যং' যদা 'ঈং' এনং সোমং 'বেধসঃ' কর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ ঋত্বিজঃ 'ঋঞ্জন্তি' প্রেরয়ন্তি, তদা 'পবমানঃ' ক্ষরন্নেব সোমঃ 'স্পৃধঃ' স্পর্দ্ধমানান্ যাগবিঘ্নকারিণঃ রাক্ষসাদীন্ 'অভি সীদতি' নাশয়িতুমভিগচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ— 'বিশঃ রাজা ইব' যথা রাজা বিশঃ স্পর্দ্ধমানান্ মনুষ্যান্ নাশয়িতুম্ অভিগচ্ছতি তদ্বৎ। (৮অ—২খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যে পর্য্যন্ত নিজের হৃদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না তাহার মনের আবিলতা কালিমা দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত সে রিপুদের অধীন থাকে। অন্ধকারেই ভূতের ভয় স্বাভাবিক। ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারেই চোর দস্যুগণ তাহাদের ধ্বংস-কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়। আলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার পলায়ন করে, সেইরূপ-ভাবে সেই অন্ধকারের অনুসঙ্গী দস্যুতস্করগণও দূরীভূত হয়। মানুষের হৃদয়েও যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত মানুষ রিপুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ সে ভালমন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, কাঁচে কাঞ্চন-ভ্রম তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অজ্ঞান মানুষ আপাতঃ মনোহর সুখের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি অসার কাজে নিয়োজিত করিয়া নিজেকে হীন ও ঘৃণ্য করিয়া তুলে। কিন্তু জ্ঞানালোকের আবির্ভাবে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। আলোকে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়। যে পর্য্যন্ত না তাহা সম্ভবপর হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ অন্ধকারে

হাতড়াইতে থাকে। জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট হয় না। এই যে জ্ঞানালোক, তাহা পবিত্র হৃদয়েই আবির্ভূত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ যখন তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত মলিনতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, কর্ম্মের দ্বারা অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মকে বিনষ্ট করিতে পারে, তখনই হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞান উপজিত হয়। জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা নষ্ট হয়, সুতরাং আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—"রাজা ইব" অর্থাৎ রাজা যেমন তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের শত্রু বিনাশ করেন, সেইরূপভাবে জ্ঞানও মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের অন্তরস্থিত রিপুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান এখানে মানবের হৃদয়রাজ্যের রাজা। সেই জ্ঞানই মানবের হৃদয় হইতে মানবের চিরন্তন শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে প্রেরণা দিতে পারে। তাই বলা হইয়াছে—হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মানব রিপুজয়ী হয়। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই মহিমাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই, "যখন কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম রাজার ন্যায় যজ্ঞ-বিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে গমন করে।" ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয় নাই। প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস শোধনের ধারণা এখানে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'ঈং' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যত্যয়ের কোন কারণ দেখি না। 'ঈং' পদে 'জ্ঞান' অর্থেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি।* (৮অ-২খ ১সূ-৫সা)॥

— — * ——

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

২ ৩   ২ ৩   ১ ২   ৩ ২উ   ৩ ১ ২

অব্যা বারে পরি প্রিয়ো হরির্ব্বনেষু সীদতি।

৩ ১   ২   ৩ ২

রেভো বনুষ্যতে মতী॥ ৬॥

* . *

মন্ত্রানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়ঃ' (লোকানাং পরমপ্রিয়ঃ, মঙ্গলসাধকঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বনেষু' (জ্যোতিঃষু, জ্যোতির্ম্ময়ে ইতি ভাবঃ) 'অব্যা বারে' (অব্যয়ে জ্ঞানপ্রবাহে,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে ইত্যর্থঃ) 'পরিসীদতি' (নিষণ্ণো ভবতি, অধিতিষ্ঠতি) ; সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'মতী' (মত্যা, স্তুত্যা, প্রার্থনয়া) 'বয়ুয্যতে' (সেব্যতে, প্রীতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'রেভঃ' (শব্দং কুর্ব্বন্, জ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ) প্রার্থনাকারিভ্যঃ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বেন সহ সম্মিলিতং ভবতি। প্রার্থনাপরায়ণাঃ সাধকাঃ নিত্যজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ - ২খ ১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

লোকদিগের মঙ্গলসাধক পাপহারক সত্ত্বভাব জ্যোতির্ম্ময় নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে অধিষ্ঠান করেন ; সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া প্রার্থনা-কারীদিগকে জ্ঞান প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—পরাজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয় ; প্রার্থনাপরায়ণ সাধক নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।)। (৮অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ 'প্রিয়ঃ' দেবানাং প্রিয়তম এব সোমঃ 'বনেষু' উদকেষু সম্পৃক্তঃ 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'পরি সীদতি'। কিঞ্চ 'রেভঃ' অভিসব-বেলায়াং উপরবেষু শব্দং কুর্ব্বন্ 'মতী' মত্যা স্তুত্যা 'বয়ুয্যতে' সেব্যতে। (৮অ - ২খ - ১সূ—৬সা)।

* * *

ষষ্ঠ (১১৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনার শক্তি অসীম। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'হরিনাম হইতে হরি বড়'। এই প্রচলিত বাক্যের একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের নাম ভগবানের বাস্তব প্রতীক। সাধারণ মানুষ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে না। তাহারা ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন, নাম-স্মরণ বন্দনা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ভগবানের পরিচয় লাভ করে। তাই সাধারণ মানবের নিকট ভগবান্ হইতে ভগবানের নাম বড়। এই নাম অথবা প্রার্থনাই মানুষকে ভগবানের নিকট লইয়া যায়। প্রার্থনা মানুষকে আত্মদৃষ্টি প্রদান করে, মানুষ আপনার ভুলভ্রান্তি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, কাজেই তাহা দূর করিবার চেষ্টা আসে। নিজের অপরাধের প্রতি সচেতন হওয়ায় হৃদয় মন নম্র হইয়া উঠে, জগতের অন্যান্য সকলের প্রতি সমবেদনা জন্মে, জগতের প্রতি শ্রদ্ধা আসে। আপনার ভুলভ্রান্তি দর্শন করিয়া ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃর বিকাশ হয়। তাই বলা হইয়াছে—প্রার্থনাকারী নিত্যজ্ঞান লাভ করেন।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত নিত্যজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারেন তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভের অধিকারী হয়েন। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"হরিদ্বর্ণ প্রিয় সোম জলসম্পৃক্ত হইয়া মেষ-লোমোপরি উপবেশন করেন এবং শব্দ-করতঃ স্তুতি-সেবা করেন।" * (৮অ ২খ—১সূ—৬সা)।

— • —

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

২　৩ ১র　২র৩ ১ ২　৩ ১র　২র

স বায়ুমিন্দ্রমশ্বিনা সাকং মদেন গচ্ছতি।

২ ৩　১　২ ৩　১ ২

রণা যো অস্য ধর্ম্মণা ॥ ৭ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ সাধকঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধর্ম্মণা রণা' (ধারণশক্ত্যা সহ রমতে) রক্ষাশক্তিং লভতে ইতি ভাবঃ 'সঃ' (সঃ সাধকঃ) 'মদেন' (পরমানন্দেন) 'সাকং' (সহ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) 'ইন্দ্রং' (ঐশ্বর্য্যাধিপতি দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছতি' (প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বেন লোকানাং সর্ব্বাভীষ্টং লভ্যতে—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধক প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বের ধারণশক্তির সহিত রমণ করেন অর্থাৎ রক্ষাশক্তি লাভ করেন সেই সাধক পরমানন্দের সহিত আশুমুক্তিদায়ক দেবতা ঐশ্বর্য্যাধিপতিদেবতা এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা লোকের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' যজমানঃ 'অস্য' সোমস্য 'ধর্ম্মভিঃ' কর্ম্মভিঃ ক্রয়ণাভিষবাদিভিঃ 'রণা' রমতে, 'সঃ' যজমানঃ 'বায়ুং' 'ইন্দ্রং' 'অশ্বিনা' 'অশ্বিনৌ চ 'মদেন' 'সাকং' সহ 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

* * *

সপ্তম (১১৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ কাঙ্গাল, মানুষ দুর্ব্বল। ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা সে সর্ব্বদাই আক্রান্ত হয়। তাই সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টাকরিয়া আসিতেছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণত্বের বীজ রহিয়াছে, সে চায়—পূর্ণ হইতে, পূর্ণত্বের আস্বাদ অনুভব করিতে। তাই যাহাতে তাহার পরম অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে তাহারই পশ্চাতে ছুটে। কিরূপে ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিবে সে তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত আছে। অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের মনে এই অনুপ্রেরণা আছে। এই অনুসন্ধিৎসা হইতেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রের সার কথা জগৎ দুঃখময়; প্রত্যেক দর্শনের উদ্দেশ্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্দেশ্য মানুষকে দুঃখ ও অপূর্ণতা হইতে মুক্তিদান।

কিন্তু উচ্চ আধ্যাত্মিক উপদেশ বা দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। উচ্চাঙ্গের উপদেশ ধারণ করা, অথবা তদনুরূপ সাধনা দ্বারা অধ্যাত্ম-জীবন উন্নত করা অতিশয় কঠিন কার্য্য—বিশেষতঃ নিম্ন স্তরের সাধক ধর্ম্মসাধনাকে নিরস শুষ্ক জিনিষ বলিয়া মনে করে। মোক্ষলাভ ভগবৎ-প্রাপ্তি প্রভৃতি শব্দ তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। তাই সাধারণ মানবের দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে ধর্ম্ম জীবনের দিকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তাই স্বর্গ নরক প্রভৃতির কল্পনা। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিতে, বাসনা-কামনা বিজড়িত মনকে আশ্বাসিত করিতে, মলিন হৃদয়কে পবিত্র, সংযত করিতে, এই উপায় খুবই প্রয়োজনীয়। পাপীকে নরকের ভয় দেখাইয়া পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করা হয়, সাধারণ মানুষকে স্বর্গের চিত্র দেখাইয়া সৎ পথে প্রবর্ত্তিত করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম্মে স্বর্গের স্থান খুব উচ্চে নয়। এমন কি স্বর্গকামনা করা উচ্চ-শ্রেণীর সাধকের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে গিয়াছেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে স্বর্গভোগ কিছুই নয়, অতি তুচ্ছ জিনিষ। মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য—ভূমানন্দ। কিন্তু ভূমানন্দের স্বরূপ সাধারণ মানুষকে বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত। তাই তাহার নিত্য-পরিচিত সুখ দুঃখের দ্বারা পাপ-পুণ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যিনি শুদ্ধসত্ত্বের রক্ষাশক্তি লাভ করেন তিনি বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। মানুষ ধনের ঐশ্বর্য্যের

কাঙ্গাল। একটা কাণাকড়ির জন্য সে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত। তাই তাহাকে বলা হইতেছে—মানুষ! তুমি সামান্য ধনের জন্য লালায়িত, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন কর দেখিবে তুমি পরমৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতাকে লাভ করিতে পারিবে। অষ্টসিদ্ধি তোমার চরণতলে লুটাইবে। ধনলোভী মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সৎপথে জীবনকে পরিচালিত করিবে। অবশেষে সাধক যখন সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েন তখন দেখিতে পান যে সাধারণ ধনৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কাকবিষ্টার ন্যায় হেয় বস্তু। তখন পরমধন লাভের জন্য মানুষ আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োজিত করে ও তাহা লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের অশান্তির এক প্রধান কারণ—আধিব্যাধি। প্রাকৃতিক কারণে মানুষ রোগজ্বালায় জর্জ্জরিত। সে এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করে। তাই তাহাকে বলা হইতেছে রোগে শোকে মুহ্যমান মানব! তুমি হৃদয় পবিত্র নির্ম্মল কর, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার কর দেখিবে তোমার সর্ব্বব্যাধি নিবারিত হইবে, তুমি নিরোগ সুস্থ সবল শরীরে অটুট স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারিবে। রোগ-জর্জ্জরিত মানবের নিকট এই আশার বাণী, আনন্দের বারতা আনিয়া দেয়। তাই সে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্য লাভের জন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়—এ দেহ প্রকৃত 'আমির' একটা বাহ্য আবরণ মাত্র; ইহার দুঃখ প্রকৃত 'আমিকে' স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আত্মার রোগের জন্য মানুষ সত্যসত্যই দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য হয়। সুতরাং সেই ভবব্যাধি নিবারণ করা চাই। সেই প্রেরণায় মানুষ সত্য পথে অগ্রসর হয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। তাই ঐশ্বর্য লাভ ও রোগশান্তির সহিত মুক্তিলাভের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ যে মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে মানুষ ভুলিয়া না যায়, সেই জন্য ঐশ্বর্য্য লাভও রোগশান্তির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভের কথাও বলা হইয়াছে।

সাধারণ মানুষ ধর্ম্ম-জগতে শিশুস্থানীয়। ছোট শিশুকে যেমন নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া পাঠাভ্যাসে রত করান হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম জগতের শিশুদের জন্যও সেরূপ প্রলোভনের প্রয়োজন। শিশুর নিকট প্রথম পাঠাভ্যাস যেরূপ নিরস বলিয়া মনে হয় ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবও ধর্ম্মসাধনকে সেইরূপ নীরস বলিয়া মনে করে। অভ্যাসে ক্রমশঃ এই নীরসতা দূরীভূত হয়। ধর্ম্মের বিমল আনন্দে তাহার জীবন ভরপুর হইয়া উঠে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার দ্বারাই জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন সুখৈশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন "লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" প্রভৃতির প্রলোভনের মতই অসার।

এই মন্ত্রে ধর্ম্মজগতের শিশুস্থানীয় সাধারণ মানবকে ধর্ম্মসাধনে উদ্বোদ্ধ করা হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে মানবের সর্ব্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। * (৮অ-২খ—১সূ—৭সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম)।

২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ মিত্রে বরুণে ভগে মধোঃ পবন্ত ঊর্ম্ময়ঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বিদানা অস্য শক্মভিঃ ॥ ৮ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

যে সাধকাঃ 'মিত্রে' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণে' (বরুণায়, অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ভগে' (ভগায়, পরমৈশ্বর্য্যদাত্রে দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, সত্ত্বভাবামৃতস্য) 'ঊর্ম্ময়ঃ' (তরঙ্গাঃ, প্রবাহং ইত্যর্থঃ) 'আ পবন্তে' (বিশেষেণ ক্ষরন্তি, তেষাং হৃদি সমুৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ) 'বিদানাঃ' (জানন্তঃ, জ্ঞানিনঃ তে) 'অস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'শক্মভিঃ' (সুখৈঃ, পরমানন্দৈঃ সহ) সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৮অ-২খ-১সূ-৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সাধকগণ মিত্র-স্বরূপদেব, অভীষ্টবর্ষকদেব পরমৈশ্বর্য্যদাতাদেবতাকে লাভ করিবার জন্য সত্ত্বভাবামৃতের প্রবাহকে বিশেষরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে সমুৎপাদন করেন, জ্ঞানী তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরমানন্দ লাভ করেন।)॥ (৮অ—২খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেষাং যজমানানাং 'মধোঃ' সোমস্য 'ঊর্ম্ময়ঃ' তরঙ্গাঃ 'মিত্রাবরুণা' মিত্রাবরুণৌ দেবৌ 'ভগং' ভগাখ্যং দেবঞ্চ প্রতি 'পবন্তে' ক্ষরন্তি, তে যজমানাঃ 'অস্য' সোমস্য ইদং সোমং 'বিদানাঃ' জানন্তঃ 'শক্মভিঃ' সুখৈঃ সঙ্গচ্ছন্ত ইতি শেষঃ। (৮অ-২খ-১সূ-৮সা)।

* * *

অষ্টম (১১৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারে। জ্ঞানবলে মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানালোকে সাধনমার্গের বিঘ্ন অজ্ঞানতার ঘনতমসা ভেদ করিয়া জীবনের স্মৃদৃঢ় লক্ষ্য স্থির করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা আপাতমনোহর এই সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত না হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাই মায়া মরীচিকা লোভ মোহ প্রভৃতি তাঁহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতে পারে না। তাঁহারা মানবের শত্রুদিগের কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া সর্ব্বাভীষ্টদায়ক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়েন। তাঁহার চরণামৃত পান করিবার জন্য সাধকগণ ঐকান্তিকতার সহিত সাধনায় রত হয়েন।

শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করে। তাই জ্ঞানী সাধক হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চার করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হয়েন। শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে ভূমানন্দ প্রদান করে। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা একান্তভাবে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অমৃতত্বের অধিকারী হয়েন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"(যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র, বরুণ ও ভগদেবের অভিমুখে ক্ষরিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।"

ভাষ্যকার মন্ত্রান্তর্গত "মিত্রে বরুণে ভগে" পদসমূহের ব্যাখ্যায় 'মিত্রাবরুণা ভগং' প্রভৃতি ঋগ্বেদীয় পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মতে উক্ত পদত্রয়ে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারই সঙ্গত। তাহাতে অর্থের একটা সৌষ্ঠব সাধিত হয়। বিবরণকারও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অস্য' পদেও ভাষ্যকার বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সোমস্য, ইদং সোমং" এবং 'বিদানাঃ' পদকে ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—সোমকে জানিয়া সুখের সহিত মিলিত হয়েন। 'সোম' শব্দে যদি 'সোমরস' অর্থ করা হয় তাহা হইলে মন্ত্রের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ সোমরস নামক মাদক দ্রব্যকে আবার জানিতে হইবে কিরূপে? মূল মন্ত্রে অবশ্য সোমের কোনও উল্লেখ নাই। 'সোম' শব্দে যদি সোমরসনামক মাদকদ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বস্তুকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে 'বিদানাঃ' পদের ক্রিয়ার্থক 'জানন্তঃ' অর্থের কতকটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়। তবুও এখানে 'অস্য' পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া ষষ্ঠ্যন্ত অর্থ রাখাই অধিকতর সঙ্গত। তাহাতে ষষ্ঠ্যন্ত 'মধোঃ' পদের সহিত 'অস্য' পদের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অধিগত হইবে। * (৮অ—২খ—১প্র—৮সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

* নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মভ্যং রোদসী রয়িং মধ্বো বাজস্য সাতয়ে।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শ্রবো বসূনি সঞ্জিতম্ ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ !) যুবাং 'মধ্বঃ' (অমৃতস্য) তথা 'বাজস্য' (আত্মশক্ত্যাঃ) 'সাতয়ে' (প্রাপ্তয়ে) 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' (পরমধনং) 'শ্রবঃ' (শ্রেয়ং, সুকীর্ত্তিং ইত্যর্থঃ) তথা 'বসূনি' (ধনানি) 'সংজিতং' (সঞ্জয়ন্তং, প্রযচ্ছতাং ইত্যর্থঃ) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্। কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতপ্রাপকং পরমধনং প্রযচ্ছ—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ—২খ-১সূ-৯সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোকভূলোক ! আপনারা অমৃতের এবং আত্মশক্তির প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে পরমধন সুকীর্ত্তি এবং ধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবান্ ! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে অমৃতপ্রাপক পরমধন প্রদান করুন) । (৮অ—২খ—১সূ—৯সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ ! যুবাং 'মধ্বঃ' দেবানাং মাদয়িতুঃ 'বাজস্য' সোমাত্মকস্যান্নস্য 'সাতয়ে' লাভায় 'অস্মভ্যং' 'রয়িং' ধনং 'শ্রবঃ' অন্নঞ্চ 'বসূনি' বাসকান্যন্যান্যপি পশ্বাদীনি 'সঞ্জিতং' সঞ্জয়ন্তং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। (৮অ—২খ-১সূ—৯সা) ॥

* * *

নবম (১১৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে দ্যুলোক-ভূলোককে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের নিকট অমৃতস্বরূপ পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবী অথবা দ্যুলোক-ভূলোক সমগ্র-বিশ্বের অথবা বিশ্ববাসী দেবতাগণের প্রতীক। অর্থাৎ বিশ্ব-স্বরূপ পরম-দেবতাকেই দ্যুলোক-ভূলোক

বলা হইয়াছে। তাই বেদের অন্যত্র আমরা দ্যুলোক-ভূলোককে, সকল দেবতার পিতামাতা-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ভগবানের একটা প্রকাশ মাত্র। সাধারণতঃ দ্যাবাপৃথিবী পদে পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থ করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে পৃথিবী ও স্বর্গ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার নিকট অমৃত লাভের জন্য প্রার্থনার কি অর্থ থাকিতে পারে? এই মাটীর পৃথিবী, এই পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবী মানুষকে কিরূপে অমৃত দান করিতে পারে? আবার স্বর্গ বলিতে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় তাহা হইলে দ্যুলোক বা স্বর্গের নিকট প্রার্থনারও কোন অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ দ্যুলোক ও ভূলোক এই উভয় একত্রে সমগ্র বিশ্বকে বুঝায়, শুধু তাই নয়; এই বিশ্বাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও লক্ষ্য করে। জগতে যাহা কিছু আছে—'সু' 'কু' স্বর্গ নরক সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সংস্কার-বদ্ধ মানবের নিকট যাহা 'পাপ' 'পুণ্য' 'সু' 'কু' বলিয়া পরিচিত, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ সেই পরমপুরুষে তাহা সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্তই তিনি। পাপ-পুণ্য তিনি, স্বর্গ নরক তিনি, সুখ-দুঃখ তিনি। তাঁহাতেই সমস্ত বর্ত্তমান আছে, তাই দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোকভূলোক তাঁহার প্রতীক। এই মন্ত্রে সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সেই প্রার্থনা--অমৃতলাভের জন্য। মানবের মনে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা চিরবর্ত্তমান। মানব অমৃতময় পুরুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, তাই তাহার মনে সেই অমৃতত্বের ক্ষীণ স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। কাহারও বা এই স্মৃতি অতিশয় প্রবল থাকে। তাঁহারা জগতের সমস্ত অসার বস্তু পরিত্যাগ করিয়া "হংসৈঃ যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ" প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। সাধনার প্রভাবে ক্রমশঃ বিনষ্টপ্রায় সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

সাধারণ মানুষের মনেও যতই ক্ষীণভাবে হউক না কেন, এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। মানুষ যতই কেন পাপী অধঃপতিত হউক, তাহার অন্তরের অন্তরে অমৃতের সাড়া জাগিবেই জাগিবে। মানুষ মোহমায়ার সংসারের প্রলোভনে যতই ডুবিয়া থাকুক মোহতন্দ্রাবিজড়িত জীবনের মধ্যেও অনন্তপুরুষের মোহন বাঁশীর অমৃত প্রবাহের সাড়া জাগে। মানুষ হয়তঃ তাহা অগ্রাহ্য করে, হয়তঃ বা জীবনসংগ্রামের তাড়নায় তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু সেই আহ্বান সে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারে না। মনে হয় কোথায় যেন কি ছিল, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, জীবনের মাঝে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা লুক্কায়িত আছে। যিনি সৌভাগ্যবান, তিনি সে শূন্যতাবোধের কারণ অনুসন্ধান করেন, এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার ফল—ভগবচ্চরণে অমৃত লাভের প্রার্থনা। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই প্রার্থনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মন্ত্রে অমৃতলাভের জন্য প্রার্থনা হইলেও তাহা একটু দূরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অমৃতের অনুভূতি জাগিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। তাই সনাও কীর্ত্তির মধ্য দিয়া অমৃতের প্রার্থনা আসিয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত

হইল, "হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্নলাভার্থে আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বস্ত্র দান কর।" * (৮অ ২খ-১সূ-৯সা)।

—— * ——

দশমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দশমং সাম।)

২ ৩ ১২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ তে দক্ষং ময়োভুবং বহ্নিমদ্যা বৃণীমহে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১০ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'ময়োভুবং' (সুখস্য ভাবয়িতারং, সুখকরং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বৈরাকাঙ্ক্ষণীয়ং) 'পান্তং' (শত্রুভ্যো রক্ষকং, রিপুনাশকং) 'বহ্নিং' (জ্ঞানং, পরমধনপ্রাপকং) 'দক্ষং' (বলং, প্রজ্ঞানশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'আ' (বিশেষেণ) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ) মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং আত্মশক্তিং চ প্রদেহি—ইতি ভাবঃ। (৮অ—২খ ১সূ—১০সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! আপনার সম্বন্ধি সুখকর সর্ব্বলোকস্পৃহণীয় রিপুনাশক ও পরমধনপ্রাপক প্রজ্ঞানশক্তি আমরা নিত্যকাল বিশেষরূপে প্রার্থনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—হে ভগবান্! আমাদিগকে পরাজ্ঞান এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন)। (৮অ—২খ—১সূ—১০সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে সোম! যষ্টারো বয়ং 'তে' তব সম্ভূতং 'দক্ষং' বলং 'অদ্য' অস্মিন যাগদিনে 'আ' আভিমুখ্যেন 'বৃণীমহে' সম্ভজামহে। কীদৃশং? 'ময়োভুবং' সুখস্য ভাবকং 'বহ্নিং' ধনাদীনাং প্রাপকং 'পান্তং' শত্রুভ্যো রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহনীয়ং কাময়মানং। ১।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

দশম (১১৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরাজ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভের জন্য এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভের মূল কারণ—শক্তি। শক্তি লাভ না করিতে পারিলে জীবনে উন্নতি লাভ অসম্ভব। প্রজ্ঞানশক্তি ও ভাবশক্তির সাহায্যে মানুষ আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারে। তাই, সেই শক্তিসাগর ভগবানের চরণে শক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বহ্নিং' পদ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা এ স্থলে ঐ পদের অর্থে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছি। 'বহ্নিং' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানবহ্নি অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি—ভগবৎপ্রাপ্তি। স্বরূপ-জ্ঞান ভিন্ন সে অবস্থায় মানুষ কোনমতেই পৌঁছিতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তিই পরমধন লাভ। সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণ-পরিণতিতে জ্ঞানাধার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ পরমধন লাভ হয়। এই তাৎপর্য্যেই আমরা 'বহ্নিং' পদের 'পরমধনপ্রাপক' অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য পদের তাৎপর্য্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। * (৮অ ২খ—১সূ—১০সা)॥

———•———

একাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। একাদশং সাম।)

২ ৩ ১ র ২ ১ ২ উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

আ মন্দ্রমা বরেণ্যমা বিপ্রমা মনীষিণম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মন্দ্রং' (পরমানন্দদায়কং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বরেণ্যং' (সর্ব্বেষাং বরণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি); 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, জ্ঞানস্বরূপং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি) 'মনীষিণং' (মনস ঈষা তদন্তং, তুঙ্গিমন্তং পরমপূজ্যং ইত্যর্থঃ) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি);

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের অষ্টাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৫প ৫অ—৪খ—২সা) এ মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হে দেব। 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) 'পুরুস্পৃহং' (বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং সর্ব্বেষাং আকাঙ্ক্ষণীয়ং) ত্বাং 'আ' (আরাধয়ামি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ উদ্বোধনখ্যাপকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। অহং সর্ব্বতোভাবেন ভগবন্তং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ। (৮অ ২খ—১সূ ১১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! পরমানন্দদায়ক আপনাকে আরাধনা করিতেছি; সকলের বরণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি; জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করিতেছি; পরমপূজ্য আপনাকে আরাধনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক, সকলের আকাঙ্ক্ষণীয় আপনাকে আরাধনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং উদ্বোধনখ্যাপক। ভাব এই যে,—আমি যেন সর্ব্বতোভাবে ভগবানকে আরাধনা করি)॥ (৮অ—২খ—১সূ—১১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মন্দ্রং' মদকরং স্তুত্যং বা ত্বাং 'আ বৃণীমহে' 'বরেণ্যং' সর্ব্বৈর্ব্বরণীয়ং সম্ভজনীয়ঞ্চ; কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং ত্বাং তথা 'মনীষিণং' মনস ঈষা মনীষা তদ্বন্তং স্তুতিমন্তং বা ত্বামাবৃণীমহে। প্রত্যেকং বিশেষণাপেক্ষয়া আ ইত্যুপসর্গঃ কৃতঃ; কিঞ্চ 'পান্তং' সর্ব্বেষাং রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভিঃ স্পৃহণীয়ং চ ত্বাং সম্ভজামহে। (৮অ ২খ ১সূ ১১সা)॥

* * *

একাদশ (১১৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—————•:§:•—————

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবানের মহিমাপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবও আছে। মন্ত্রের প্রার্থনায় ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট। সাধকের মনে যত প্রকার ভগবদ্বিভূতির কথা উদয় হইয়াছে, তিনি সেই সেই প্রত্যেক ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

তিনি—'মন্দ্রং'—মদকর, আনন্দদায়ক। তাঁহার পরমানন্দের অনুভূতি যিনি জীবনে লাভ করিতে পারেন তাঁহার সেই নেশা কখনও নষ্ট হয় না। তিনি চিরজীবন সেই স্বর্গীয় নেশায় ভরপুর থাকেন। ভগবানের নিকট হইতেই সেই পরমানন্দধারা প্রবাহিত হয় এবং মানুষকে সেই ধারায় পরিপ্লাবিত করে। তাই তিনি 'মন্দ্রং'।

তিনি—বরেণ্য। জগতের সকলই তাঁহাকে লাভ করিতে চায়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বরেণ্য। মানুষের আশা কামনার একমাত্র পূর্ণকারী তিনি, তাই তাঁহাকে লাভ করিলে মানুষের পাইবার কিছু আর বাকী থাকে না। তাই সকলেই তাঁহাকে পাইতে চায়।

তিনি—বিপ্রং—জ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানের আধার তিনি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানাধার জ্ঞানময় তাঁহা হইতেই জগতে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়। তিনি—মনীষি। তিনি—পান্তং—জগতের রক্ষক। তাঁহার শক্তিবলেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। তিনি জগতের প্রাণস্বরূপ। জগতের শত্রুগণ হইতে দুর্ব্বল মানুষকে তিনিই রক্ষা করেন তাই তিনি 'পুরুস্পৃহং'—সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়। প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্রের প্রত্যেক শব্দ ভগবানকে লক্ষ্য করে, আমরা ভগবদর্থেই মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি। * (৮অ—২খ—১প—১১সা)।

—•—

দ্বাদশং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। দ্বাদশং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ র ৩ ১ ২ ৩ ২
আ রয়িমা সুচেতুনমা সুক্রতো তনূষা।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পান্তমা পুরুস্পৃহম্ ॥ ১২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুক্রতো' (হে শোভনপ্রজ্ঞ! হে জ্ঞান-স্বরূপ!) তব 'রয়িং' (পরমধনং) বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ); তব 'সুচেতুনং' (সুজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং) বয়ং 'আ' (বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ) তথা 'তনূষু' (অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিষু। তব পরমধনং পরাজ্ঞানঞ্চ 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রার্থয়ামঃ); হে দেব! 'পান্তং' (সর্ব্বেষাং, রক্ষকং) ত্বাং 'আ' (আ বৃণীমহে, প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ) বয়ং ইতি শেষঃ; 'পুরুস্পৃহং' (সর্ব্বৈঃ স্পৃহণীয়ং, সর্ব্বারাধনীয়ং) ত্বাং বয়ং 'আ' (আ বৃণীমহে, সম্ভজামহে; প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! কৃপয়া অস্মভ্যং অস্মাকং পুত্রপৌত্রাদিভ্যঃ চ পরাজ্ঞানং পরমধনঞ্চ প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ২খ—১প—১২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ঊনত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪র্থ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞান-স্বরূপ! আপনার পরমধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি; আপনার পরাজ্ঞান আমরা প্রার্থনা করিতেছি; এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিতে আপনার পরমধন এবং পরাজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছি; হে দেব! সকলের রক্ষক আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি; সর্ব্বারাধনীয় আপনাকে পাইবার জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রাদিকে পরাজ্ঞান ও পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—২খ—.সু—১২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সুক্রতো' শোভন-প্রজ্ঞ সোম! ত্বদীয়ং 'রয়িং' ধনং বয়ং 'আ' বৃণীমহে। কিঞ্চ, 'সু চেতুনং'। চিতী সংজ্ঞানে (ভ্বা০ প০) অস্মাৎ ঔণাদিক উন প্রত্যয়ঃ। সুজ্ঞানঞ্চ। কিঞ্চ 'তনূষু' অস্মৎপুত্রেষু চ ধনং সুজ্ঞানঞ্চ ত্বং 'আ' বিধেহি যদ্বা পুত্রার্থং বয়মাবৃণীমহে। তথা 'পাত্বং' সর্ব্বস্য রক্ষকং 'পুরুস্পৃহং' বহুভির্যাষ্টৃভিঃ কাম্যমানং ত্বাং সম্ভজামহে। ১২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

• • •

দ্বাদশ (১১৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই প্রার্থনার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই যে, সাধকের প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজেদের মঙ্গলের জন্য নয়,—এ প্রার্থনা পুত্রপৌত্রাদির জন্যও বটে। কিসের জন্য এই প্রার্থনা? সাংসারিক ধনদৌলত ঐশ্বর্য্য বিলাসিতার জন্য কি? তাহা মোটেই নয়। পুত্রপৌত্রাদি যাহাতে পরমধন লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা পরাজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, সেই জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মাতাপিতা মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পার্থিব শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁহারা সর্ব্বদাই সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। জন্ম অথবা জন্মের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য সচেষ্ট থাকেন এবং ইহজীবনে সেই চেষ্টার বিরাম হয় না। শুধু তাই নয়, ইহজীবনের পরে পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় রত থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সন্তান পিতামাতার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকে। ইহার কারণও আছে। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র'—মানুষ নিজেই পুত্ররূপে আবার জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং পুত্র মানুষের নিজেরই প্রতিরূপ। সেই জন্যই সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য মাতাপিতা এত উদ্‌গ্রীব থাকেন। সন্তানের অমঙ্গল ঘটিলে তাহা মাতাপিতাকেও স্পর্শ করে—

সন্তানের অধঃপতনে তাঁহারাও পতিত হয়েন। এই জন্যও মাতাপিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সদা জাগ্রত।

এই গেল একদিকের কথা। অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানুষের অমরত্ব সাধিত হয় এই সন্তানের মধ্য দিয়া। মানবজগৎ সন্তানের মধ্য দিয়া বাঁচিয়া আছে। লোক-প্রবাহ রক্ষিত হইতেছে এই সন্তানের দ্বারা। ইহা ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। জগৎ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, ভগবানের সামীপ্যলাভ করিবে,—ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং সন্তান যদি সৎ মহৎ না হয় তাহা হইলে ভগবদিচ্ছার—বিশ্বমঙ্গলনীতির প্রতিকূলতা করা হয়। এই প্রতিকূলতাচরণের জন্য মানুষকে কোন না কোন উপায়ে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে।

মনুষ্যের মধ্যে সন্তানের মঙ্গল কামনা স্বাভাবিক। বিশ্বমঙ্গলনীতির বশেই মানুষ সন্তানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়—পশুজগৎও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। সন্তানের মঙ্গলসাধনের জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষের মনে চিরজাগরূক থাকে, এবং সকলেই সন্তানের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কি উপায়ে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন। রুগ্নসন্তানের প্রতি মমতাবশতঃ মা হয়তো বিষতুল্য আপাতঃ-মুখরোচক কুপথ্য তাহার মুখে তুলিয়া দেন। তিনি তাঁহার অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করেন সন্তান যদি সাময়িক একটু শান্তি ও তৃপ্তি পায় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু দূরদৃষ্টির অভাববশতঃ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, এই সাময়িক সুখাভাষ মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। দৈনন্দিন জীবনে যেমন, ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ অজ্ঞানতাবশতঃ মাতাপিতা সন্তানের অধঃ-পতনের কারণ হয়েন। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহারাই সন্তানকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারেন এবং তদনুরূপ প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমান মন্ত্রে এইরূপ একটী প্রার্থনার পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধক প্রথমতঃ নিজের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রার্থিত বিষয়—পরমধন পরাজ্ঞান। পরাজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভবপর নয়। মুক্তিই মানবের চরম লক্ষ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। তাই সাধক তাঁহার চরণেই আপনার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু সন্তানের প্রকৃত মঙ্গলকামী পিতামাতা কেবলমাত্র নিজেদের জন্য প্রার্থনা করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারেন না। তাঁহারা চাহেন—তাঁহাদের প্রতীকস্বরূপ সন্তানের অক্ষয় মঙ্গল। সেই মঙ্গল কেবলমাত্র ভগবৎ-পরায়ণতার দ্বারা—পরাজ্ঞানলাভের দ্বারা প্রাপ্তব্য তাই সাধক মাতাপিতাস্বরূপ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"দয়াময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার অধম সন্তানদিগকে পরাজ্ঞান শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে তাহারা তোমার চরণতলে পৌঁছিতে পারে।" মন্ত্রের শেষাংশের প্রার্থনার ইহাই সার মর্ম্ম। * (৮অ-২খ—১সূ-১২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ঃ খণ্ড।

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা
২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২
বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
কবিঁ সম্রাজমতিথিং জনানামাসন্নঃ
১ ২ ৩ ২
পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবাঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'মূর্দ্ধানং' (শিরোভূতং) 'পৃথিব্যাঃ' (মর্ত্তলোকস্য, মর্ত্ত্যানাং) 'অরতিং' (গন্তারং, ব্যাপকং, গতিকারকং) 'বৈশ্বানরং' (সর্ব্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং) 'ঋতে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মণি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জাতং' (উৎপন্নং) 'কবিং' (মেধাবিনং, সর্ব্বদর্শিনং) 'সম্রাজং' (সম্যক্ রাজমানং, সর্ব্বপ্রকাশশীলং) 'অতিথিং' (হবির্ব্বাহকং, অতিথিবৎ পূজ্যং) 'আসন্' (দেবানাং মুখস্বরূপং, সত্ত্বভাবগ্রাহকং) 'পাত্রং' (পাতারং, রক্ষকং) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং, জ্ঞানস্বরূপং) 'নঃ' (অস্মাকং মধ্যে) 'দেবাঃ' (দেবভাবাঃ) 'আ জনয়ন্ত' (সর্ব্বতোহজনয়ন, জনয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। সত্ত্বভাবসহযুক্তেন সৎকর্ম্মণা অশেষমঙ্গলদায়ী জ্ঞানাগ্নিরুৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোকের মস্তকস্থানীয়, মর্ত্তলোকের গতিকারক, বিশ্ববাসী নরগণের সৎকর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকাশশীল, হবির্ব্বাহক, সত্ত্বভাবগ্রহণকারী পরিত্রাতা, সেই জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে, আমাদিগের মধ্যে দেবভাবসমূহ উৎপন্ন করিয়াছেন। (ভাব এই যে,—

সত্ত্বভাবসহযুক্ত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মূর্দ্ধানং' শিরোভূতং, কস্য? 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিতায়াঃ ভূমেঃ 'অরতিং' গন্তারং। যদ্বা, গন্তব্যং স্বামিনং। 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং, 'ঋতে' ঋতমিতি সত্যস্য যজ্ঞস্য বা নাম (নিঘ০ ৩।১০৬)। নিমিত্ত-সপ্তম্যেষা (২।৩।৩৬ বা০)। ঋতনিমিত্তং 'আ' আভিমুখ্যেন জাতং সৃষ্ট্যাদাবুৎপন্নং 'কবিং' ক্রান্তদর্শিনং 'সম্রাজং' সম্যগ্রাজমানং 'জনানাং' যজমানানাং 'অতিথিং' হবির্বহনায় সততং গন্তারং। যদ্বা, অতিথিবৎ পূজ্যং 'আসন' আসনি। দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী (৩।১।৮৫) অগ্নি-লক্ষণেনাস্যেন হি দেবা হবীংষি ভুঞ্জতে। 'নঃ' অস্মাকং 'পাত্রং' পাতারং রক্ষকং বৈশ্বানরমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ দেবা এব বা 'অ জনয়ন্ত' যজ্ঞাভিমুখ্যেন অজীজনন অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপাদয়ন্। 'আসন্নঃ পাত্রং'— 'আসন্নাপাত্রং' – ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৩খ ১সূ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

দেবভাব হইতে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের প্রভাবে - জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হন। এ সামের ইহাই মুখ্য বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য—সেই জ্ঞানাগ্নি কি প্রকার?

এখানে যে পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিকে মাত্র লক্ষ্য নাই, অগ্নিদেবের বিশেষণ কয়েকটীতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ সকল বিশেষণের বিষয় বহু স্থানে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে তদালোচনায় বিরত রহিলাম।

এখানে কেবল দুইটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম— "বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং"। দ্বিতীয়—"জনয়ন্ত দেবাঃ"। ইহার প্রথম অংশের অর্থ— 'সকল লোকের ঋত হইতে উৎপন্ন অগ্নিকে।' দ্বিতীয় অংশের অর্থ—'দেবগণ উৎপন্ন করেন।'

এই দুইটী বিষয় লইয়াই বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার এবং অর্থোৎপত্তি-বিষয়ে মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষ্যকার 'ঋত' পদে যজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইতে যজ্ঞে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, - এই ভাব আসিয়াছে। 'দেবাঃ' পদে, তিনি 'ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 'জনয়ন্তঃ' পদে, অরণি-কাষ্ঠ হইতে ঋত্বিক্‌গণ যে অগ্নিকে উৎপাদিত করেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ঐরূপ ব্যাখ্যাই অধুনা প্রচলিত। অরণি-কাষ্ঠ দ্বারা ঋত্বিকেরা যজ্ঞক্ষেত্রে যে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন, তাঁহারই বিষয়

ঐ মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাঁহারই মাহাত্ম্য কথা মন্ত্রে পরিকীর্ত্তিত আছে, ইহাই এখানকার ভাষ্য-ব্যাখ্যার অভিমত।

যে দুই বাক্যাংশ লক্ষ্য করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ঐ দুই মন্ত্রাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আবার আমাদের ব্যাখ্যা অন্য পন্থা পরিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রথম 'ঋত' পদ। ঐ পদের প্রধান অর্থ—'পরব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান।' তাহা হইতে ক্রমশঃ যজ্ঞ অর্থ আসিয়াছে। তাহাতে ভাব পাওয়া যায় এই যে, যে কর্ম্ম পরব্রহ্মের সংশ্রব আছে সত্যের সংশ্রব আছে—জ্ঞানের সংশ্রব আছে, তাহাই ঋত। নিশ্চয়ই তাহা যজ্ঞ। অগ্নিতে আহুত-দান মাত্রই যে কেবল যজ্ঞ-শব্দে অভিহিত হয়, তাহা নহে। ভগবদুদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম-মাত্রই যজ্ঞ-শব্দের বাচক। আমরা 'ঋত'-পদে এখানে সেই ব্যাপক ভাবই গ্রহণ করি। অর্থাৎ, সৎকর্ম্মমাত্রই—ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত অনুষ্ঠানমাত্রই—'ঋত' নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈশ্বানরমৃতে' পদের যে ব্যাখ্যা ভাষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেও এই ভাব আসে। বিশ্ববাসী সকলে—জনমাত্রে যে কোনও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইতেই জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হইবেন;—"বৈশ্বানরমৃত আ জাতমগ্নিং" বাক্যে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই; এবং ঐ ভাবের মধ্যেও ঐ অংশের সঙ্গত অর্থ নিহিত আছে—মনে করি।

অতঃপর "জনয়ন্ত দেবাঃ" বাক্যাংশের ভাবসঙ্গতি লক্ষ্য করুন। 'দেবাঃ পদে আমরা 'দেবভাবসমূহ' 'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। অর্চ্চনাকারী ঋত্বিক্ কেন 'দেবাঃ' হইবেন? দেবতা হইয়া দেবতার পূজাই বা তাঁহারা করিবেন কেন? সে পক্ষেও সঙ্গতি দেখি না। দেবগণ ও দেবভাব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। তদনুসারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, শুদ্ধসত্ত্বভাব, দেবভাব, দেবতা একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ হয়। দেবভাবসমূহই যে জ্ঞানের জনয়িতা তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তারপর দেখুন, দেবভাবের সঙ্গে ও 'ঋতের' সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ-সূত্র রহিয়াছে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে যে মানুষ প্রবৃত্ত হয়, সে কোন্ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে? দেবভাবই কি মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে না? পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেই জ্ঞানোদয় হয়। এখন বুঝা যাইতেছে, দেবভাবই মানুষকে সৎকর্ম্মে বিনিযুক্ত করে। এইরূপে মন্ত্রার্থে ইহাই প্রতিপন্ন হয় না কি? মানুষের সৎকর্ম্ম, তাহার পক্ষে অশেষ সুফলপ্রদ জ্ঞানের উৎপাদক হয়, এবং তাহার সেই জ্ঞানোৎপাদক সৎকর্ম্ম তাহার দেবভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে। ফলতঃ, সত্ত্বভাবযুত সৎকর্ম্মের দ্বারা অশেষশক্তিশালী জ্ঞানাগ্নি উৎপন্ন হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে জ্ঞানার্জ্জন হয়। ইহাই এ সাম মন্ত্রের শিক্ষা ও উপদেশ * (৮অ ৩খ ১সূ—১সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম অনুবাকে সপ্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)। ছন্দ-আর্চ্চিকেও (১অ—১প্র—৭দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ত্বাং বিশ্বে অমৃত জায়মানঁ শিশুং

২ ৩১ ২ ৩ ১র ২র
ন দেবা অভি সং নবন্তে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২ ৩
তব ক্রতুভিরমৃতত্বমায়ন্ বৈশ্বানর

২ ৩ ১র ২র
যৎ পিত্রোরদীদেঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'অমৃত' (হে অমৃতস্বরূপ দেব!) 'শিশুং ন' (শিশুং যথা পিতরঃ আদ্রিয়ন্তে তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি তদ্বৎ) 'জায়মানং' (প্রকাশমানং, বিশ্বস্য নিদানভূতং) 'ত্বাং' বিশ্বে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'অভিসংনবন্তে' (অভিগচ্ছন্তি, তব সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); 'বৈশ্বানর' (হে বিশ্বজ্যোতিঃ!) 'যৎ' (যদা) ত্বং 'পিত্রোঃ' (পালয়িত্রোঃ, তব বহিঃপ্রকাশস্য আধারভূতয়োঃ দ্যুলোকভূলোকয়োঃ মধ্যে) 'অদীদেঃ' (দীপ্যসে, প্রকাশিতঃ ভবসি) তদা 'তব' (তব সম্বন্ধিভিঃ) 'ক্রতুভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) সাধকাঃ 'অমৃতত্বং' 'আয়ন' (প্রাপ্নুবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ হি সর্ব্বদেবভাবানাং আধারভূতঃ ভবতি; তস্য আবির্ভাবাৎ লোকাঃ সৎকর্ম্ম-পরায়ণাঃ ভবন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ ২সা)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে অমৃতস্বরূপ দেব! শিশুকে যেমন পিতামাতা প্রভৃতি আদর করেন, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন, সেইরূপ প্রকাশমান্ বিশ্বের নিদানভূত আপনাকে সকল দেবভাব অভিগমন করে, আপনার সহিত সম্মিলিত হয়। হে বিশ্বজ্যোতিঃ! যখন আপনি আপনার বাহ্যপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েন তখন আপনার সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মের দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী

সিদ্ধান্তমূলক। ভাব এই যে,—ভগবানই সকল দেবতাদের আধারভূত হয়েন; তাঁহার আবির্ভাবে লোকগণ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অমৃত' মরণরহিতাগ্নে! 'দিবে দেবাঃ' স্তোতারঃ 'জায়মানং' অরণ্যোঃ সকাশাৎ উৎপদ্যমানং ত্বাং 'শিশুং ন' পুত্রমিব 'অভি সং নবন্তে' অভিসংস্তুবন্তি। যথা দীব্যন্তীতি দেবাঃ রশ্ময়ঃ তে সর্ব্বে জায়মানং ত্বামভিলক্ষ্যন্তে অভিগচ্ছন্তি, যথা পিতরঃ পুত্রমভি গচ্ছন্তি। অপিচ হে বৈশ্বানর অগ্নে! 'যৎ' যদা 'পিত্রোঃ' পালয়িত্রোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে 'অদীদেঃ' দীপ্যসে, তদানীং 'তব' ত্বদীয়ৈঃ 'ক্রতুভিঃ' কর্ম্মভিঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যাগৈঃ 'অমৃতত্বং' দেবত্বং 'আয়ন্' যজমানাঃ প্রাপ্নুবন্তি। (৮অ—৩খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সিদ্ধান্তমূলক। মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ক্রমশঃ আমরা তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই ভগবানকে অমৃত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি নিজে অমৃত, অমর। তিনি মানবকে অমৃতত্ব প্রদান করেন। 'অমৃত' শব্দের বহুব্যাপক অর্থ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই এক শব্দের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ করা যায়। যাহা অমৃত তাহা চির-মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গলাধার পরমপুরুষ, মানুষ তাঁহারই অপার করুণায় চির-মঙ্গলের পথে চলিতে পারে। যাহা অমৃত তাহা অক্ষয়। অমৃতত্বের অর্থ অবিনশ্বরত্ব। তিনি অবিনাশী অপরিবর্ত্তনীয়। মানুষ তাঁহার কৃপাবলেই অমরত্ব লাভ করে। "স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে রাং হয় সোণা"—অমৃতস্বরূপ সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিলে, তাঁহার চরণে আশ্রয় লইলে মানবের আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না—সেও অমৃতত্ব লাভ করে। লাল রংয়ের হ্রদে অবগাহন করিলে সকলই লাল হইয়া যায়। ভগবানও সেইরূপ অনন্তলাল রং,—তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মানুষের অন্তর বাহির লাল হইয়া যায়। অমৃতের সংস্পর্শে মরজগতের বিনশ্বর মানুষও অমর হইয়া যায়। তাই ভগবান অমৃত।

মন্ত্রে একটী উপমা আছে—'শিশুং ন'। এই উপমাটীও প্রণিধান যোগ্য। মানুষ আপনার সন্তান-সন্ততিকে যেমন ভালবাসে, তেমন আর কাহাকেও নয়। সন্তান পিতামাতার প্রতিরূপ, সন্তানের মধ্যেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। পিতামাতা সন্তানের সহিত একাত্মবোধ করেন। এই উপমা দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জগতের সকল

দেবতাগণ ভগবানে সম্মিলিত হয়। ভগবান হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপন্ন হয়। অথবা 'বিশ্বেদেবাঃ' পদে যদি 'বিশ্বস্থিত সকল দেবতা' অর্থ করা যায়, তাহা হইলেও ইহাই বুঝা যায় যে, বিশ্বের সকল দেবতা সেই পরমদেবতারই অংশ। তাঁহা হইতেই সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিশুং ন' উপমার সংহত মন্ত্রের "বিশ্বে দেবাঃ অভিসংনবন্ত" অংশের সম্বন্ধ সূচিত হয়। অর্থাৎ শিশুর সহিত পিতামাতার যেমন একাত্মবোধ জন্মে ঠিক সেইরূপ সকল দেবতা ও পরমদেবতা ভগবানের সহিত একাত্মবোধ হয়। পিতা হইতে যেমন পুত্র উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ভগবান হইতে সকল দেবতা অথবা দেবভাবের উৎপত্তি হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতা যেমন একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েন, যেখানে সন্তান থাকে সেখানে তাঁহারা ছুটিয়া যাইতে চাহেন, ঠিক সেইরূপভাবে সকল দেবতার কেন্দ্রশক্তি ভগবানের দিকে বিশ্বদেবগণ আকৃষ্ট হয়েন। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব সেখানে সকল দেবতার বিকশিত হয়। 'শিশুং ন' উপমার ইহাই তাৎপর্য্য।

'জায়মানং' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'উৎপদ্যমানং' অর্থাৎ অরণি-কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ভাষ্যকার 'জায়মানং' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মন্ত্র 'অমৃতকে' সম্বোধন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ 'অমৃত' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে তৎসম্বন্ধে উপরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'জায়মানং' পদও সেই 'অমৃতকে' লক্ষ্য করে। তিনি উৎপন্ন হয়েন না—কারণ তিনি অনাদি অনন্ত। তিনি কখনও আত্মসমাহিত স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতি করেন, কখনও বা জগতে অথবা জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন। এখানে 'জায়মানং' পদে এই প্রকাশিত অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন সকল দেবতাব জগতে বিকাশ লাভ করে। মন্ত্রের অপরাংশে এই বিষয়টী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের সারমর্ম্ম—ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হয়েন তখন মানুষ সৎ-কর্ম্মান্বিত পবিত্র হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যখন ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সাধুর রক্ষা, পাপীর বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি জগতে অবতীর্ণ হই। বর্ত্তমান বেদমন্ত্রে এই বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। "তব ক্রতুভিঃ অমৃতত্বং আয়ন্ বৈশ্বানর যৎ পিত্রোঃ অদীদেঃ।"—'যখন বিশ্বজ্যোতিঃ ভগবান জগতে প্রকাশিত হয়েন তখন মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।' জগতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয় তখন বিশ্ব পবিত্র হয়, মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়, পাপের বিনাশ হয়, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। বিশ্বজ্যোতির আগমনে অজ্ঞানতা পাপতাপ প্রভৃতি দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

'পিত্রোঃ' পদে ভাষ্যকার অগ্নিপক্ষে অর্থ করিয়াছেন,—'পালয়িত্রোঃ, দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে'। কিন্তু দ্যাবাপৃথিবী অগ্নির পালনকারী হবেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'পিত্রোঃ' পদে ভগবৎপক্ষে অর্থ করিয়াছি—তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধারভূত দ্যুলোকভূলোক। ভগবান্ এই বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, এই দ্যুলোকভূলোকই তাঁহার বহিঃপ্রকাশের আধার অথবা অবলম্বন বলা যাইতে পারে। সেইদিক দিয়াই ভগবৎপক্ষে 'পিত্রোঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষিত হয়।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যাই পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা যদীয় যাগ-কার্য্য দ্বারা অমরত্ব-লাভ করেন।" * (৮অ-৩খ ১সূ—২সা)॥

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ং খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
নাভিং যজ্ঞানাং সদনং রয়ীণাং
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র
মহামাহাবমভি সং নবন্ত।
৩ ২ ৩২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
বৈশ্বানরং রথ্যমধ্বরাণাং যজ্ঞস্য
৩ ১ ২ ৩ ২
কেতুং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞানাং নাভিং' (সৎকর্ম্মণাং কেন্দ্রস্থানীয়ং) 'রয়ীণাং সদনং' (পরমধনানাং নিলয়ং, পরমধনস্য আধারভূতং, পরমধনদাতারং ইত্যর্থঃ) 'মহাং আহাবং' (পরমং আহবনীয়ং, পরমস্তুত্যং সর্ব্বজনারাধনীয়ং ইত্যর্থঃ) ভগবন্তং 'অভিসংনবন্ত' (স্তুবন্তি, অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তু—সাধকাঃ ইতি শেষঃ); 'অধ্বরাণাং' (অহিংসকানাং রিপুজয়িনাং যদ্বা সৎকর্ম্মণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

ইত্যর্থঃ) 'রথ্যং' (রথিনং, পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'কেতুং' (প্রজ্ঞাপকং, প্রবর্ত্তকং) 'বৈশ্বানরং' (বিশ্বজ্যোতিঃ) 'দেবাঃ জনয়ন্ত' (দেবভাবাঃ অভিগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি যদ্বা সৎকর্ম্মসাধকাঃ তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ভগবন্তং লভন্তে, তে পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ ৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় পরমধনের আধারভূত অর্থাৎ পরমধনদাতা সর্ব্বজনারাধনীয় ভগবানকে সাধকগণ প্রাপ্ত হয়েন; রিপুজয়ীদিগের (অথবা সৎকর্ম্মের) পরিচালক, সৎকর্ম্মের প্রবর্ত্তক বিশ্বজ্যোতিঃকে দেবভাবসমূহ প্রাপ্ত হয় (অথবা সৎকর্ম্মসাধকগণ তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, তাঁহারা পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'সদনং রয়ীণাং' ধনানাং স্থানমেকমিলয়ং, 'মহাং' মহান্তং 'আহাবং' আহ্বয়ন্তে অস্মিন্ হুতয় ইত্যাহাবঃ তাদৃশং। যথা, বৃষ্ট্যুদকধারাণামাধার-স্থানীয়মেবম্ভূতং অগ্নিং 'অভি সং নবন্ত' স্তোতারঃ সম্যক্ স্তুবন্তি। তথা 'বৈশ্বানরং' বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধিনং অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং 'রথ্যং' রথিনং, যথা রথী স্ব-রথং নয়তি তদ্বন্নেতারং সংবাহয়িতারং সমর্থয়িতারং 'যজ্ঞস্য' 'কেতুং' প্রজ্ঞাপকং এবংবিধমগ্নিং 'দেবাঃ' স্তোতার ঋত্বিজো দেবা এব বা 'জনয়ন্ত' জনয়ন্তি মন্থনেনোৎপাদয়ন্তি॥ (৮অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সাধকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি উপলক্ষে ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন আছে, এবং অপর অংশে বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবান সৎকর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয়—'নাভিং যজ্ঞানাং'। এই একটী বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের কর্ম্ম ও ভগবানের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহার মধ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকা উচিত, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। সৎকর্ম্মের লক্ষ্য—আত্মশুদ্ধি, ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই মানুষ তপশ্চর্য্যায় নিয়োজিত হয়, আপনার সমগ্রশক্তি তাঁহার সেবায় লাগাইতে চেষ্টা করে। তাই বলা হয়—'সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরঃ হরিঃ'। তিনিই যজ্ঞের অধিপতি। জগতের সকল কর্ম্মশক্তি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রধাবিত হয়।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে করিতে সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, তখন তিনি যাহা করেন তাহা সৎ ব্যতীত অসৎ হয় না, তাঁহার সমগ্র কর্ম্মশক্তি আপনা-আপনি ভগবদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তখন সাধক বলিতে পারেন—"যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনং"। মুক্তিকামনা থাকিলে জগতের প্রত্যেক প্রাণীকেই এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিবার অধিকার লাভ করিতে হইবে।

তিনি 'রয়ীণাং সদনং'—পরমধনের আধার। বিশ্বের যাবতীয় ধনরাশি তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তিনিই পরমধনদাতা। কল্পতরু, তাঁহার নিকট হইতেই মানুষ আপনার সর্ব্ববিধ অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। তাই তিনি 'রয়ীণাং সদনং'।

তিনি সৎকর্ম্মের পরিচালক। তিনি সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের অধিপতি। জ্যোতিঃরূপে তিনিই আবার মানুষকে সৎকর্ম্মে পরিচালিত করেন। মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তিনিই বিবেকজ্ঞান-রূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন।

'নাভিং যজ্ঞানাং' 'অধ্বরাণাং রথ্যং' এবং 'যজ্ঞস্য কেতুং' এই তিনটী বাক্যাংশের দ্বারা উহাই বুঝা যাইতেছে যে, তিনিই যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, পরিচালক ও অধিপতি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদ্বৃত্তিরূপে মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, বিবেকজ্ঞানরূপে মানুষকে পরিচালিত করেন, আবার যজ্ঞাধিপতিরূপে সকল কর্ম্মে অধিষ্ঠান করেন। মানুষের যাহা কর্ম্ম সকলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

এমন যে পরমদেবতা, তাঁহাকে সাধকগণ সাধনা-প্রভাবে—তপোবলে লাভ করেন। তাঁহারা বিশ্বজ্যোতির, জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হয়েন। এই মন্ত্রে একাধারে ভগবন্মাহাত্ম্য এবং সাধকের সৌভাগ্য এই উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীর অগ্নিপক্ষে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"(স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) নমস্কাররূপে স্তব করেন, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্যসকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতুস্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।" (৮অ ৩খ ১সূ—৩সা)। *

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২

প্র বো মিত্রায় গায়ত বরুণায় বিপা গিরা।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২

মহিক্ষত্রাবৃতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং ইত্যর্থঃ) 'মিত্রায়' (মিত্রস্বরূপায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বরুণায়' (অভীষ্টবর্ষকায় দেবায়, তং প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'বিপা' (ব্যাপ্তয়া, মহত্যা, ঐকান্তিকয়া) 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ) 'গায়ত' (স্তুতিং কুরুত, আরাধয়ত ইত্যর্থঃ); 'মহিক্ষত্রৌ' (প্রভূতবলৌ, পরমশক্তিসম্পন্নৌ হে দেবৌ!) যুবাং 'বৃহৎ ঋতং' (পরমসত্যং, নিত্যসত্যং) অস্মান্ পরিজ্ঞাপয়তং ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণা ভবেম, ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি ভাবঃ। (৮অ-৩খ ২৭-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা মিত্রস্বরূপ দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য, অভীষ্টবর্ষক দেবতাকে প্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে আরাধনা কর; পরমশক্তিসম্পন্ন হে দেবদ্বয়! আপনারা নিত্যসত্য আমাদিগকে পরিজ্ঞাপন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক ও আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন)॥ (৮অ—.খ—.সূ—.সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মদীয়া ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়মিত্যর্থঃ। 'মিত্রায়' 'বরুণায়' 'বিপা' ব্যাপ্তয়া 'গিরা' স্তুত্যা 'গায়ত' স্তুতিং কুরুত। স্তুত্যা স্তুতেতোক্তং পাকং পচতীতিবৎ। হে 'মহিক্ষত্রৌ' প্রভূতবলৌ যুবাং 'ঋতং' যজ্ঞং 'বৃহৎ' মহৎ অপি প্রশস্তং স্তুত্যর্থমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। অথবা 'মহৎ' প্রভূতং 'ঋতং' স্তোত্রং শৃণুতমিতি শেষঃ॥ (৮অ-৩খ—২৭ ১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ আত্মোদ্বোধক। এই অংশে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিকে ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। হে মন! জাগরিত হও, উঠ, সৎকার্য্যে আত্মনিবেশ কর। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে রত হও। জীবনের চরম উদ্দেশ্য যদি সাধন করিতে চাও, তবে সেই একমাত্র পরম আশ্রয়কে তোমার জীবনের চরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর। তাঁহার আরাধনায়, গুণগানে রত হও। তাঁহার নামগান, তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন, তাঁহার মহিমাখ্যাপনকে তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর। তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতে করিতে তৎপ্রতি তোমার অচলা ভক্তি হইবে, শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব হইলেই মুক্তিলাভ ঘটিবে।

শুধু মুখে নাম উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ করিলেই হয় না। প্রার্থনার বা মাহাত্ম্য কীর্তনের সহিত হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। ভাবহীন পূজা পূজাই নয়, উহা বাহ্যিক আচারমাত্র। ভগবান্ বাহ্যিক আড়ম্বর দেখেন না, তিনি দেখেন—মানুষের হৃদয়। হৃদয় যদি নির্মল পবিত্র না হয়, তাহা হইলে যতই কেন উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্রপাঠ কর, আর বাহ্যপূজার আড়ম্বর কর, তাহাতে কোনও কাজই হইবে না। পূজার সহিত হৃদয়ের যোগ না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয় মাত্র। তাই বলা হইয়াছে—'প্র গায়ত'—প্রকৃষ্টরূপে গান কর—স্তুতি পাঠ কর, ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার আরাধনায় রত হও। তিনি মানবের মিত্রস্বরূপ, তিনি অভীষ্টবর্ষক। তিনি মানবকে মিত্রের ন্যায়, সুহৃদের ন্যায়, সন্মার্গে পরিচালিত করেন, তাঁহার কৃপায় মানুষ মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি মানবের চরম অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। তিনি অভীষ্টবর্ষক তিনি বরুণ। মানবের মঙ্গলসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তাঁহার করুণাধারা অযাচিতভাবে মানবের মস্তকে বর্ষিত হয়। জগতের যাহা কিছু মানবের মঙ্গলসাধন করে তাহা সমস্তই তাঁহার করুণার পরিচায়ক। বৃষ্টিধারা মানবের অশেষ মঙ্গলসাধন করে, তাঁহার করুণার এই দিক সাধারণ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া তাঁহাকে বৃষ্টিদাতা বলা হইয়াছে,—তিনি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাধনপথে অগ্রসর হয় তখন দেখিতে পায়, এই বৃষ্টিধারা—যাহাকে সাধারণ মানব আগ্রহের সহিত ভগবানের করুণাধারা বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা ভগবানের অনন্ত করুণাধারার তুলনায় অতি নগণ্য জিনিষ। কিন্তু তাঁহার করুণার এই বাহ্যচিহ্নকে লক্ষ্য করিয়া মানুষকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনের মধ্যে ভগবানের মিত্ররূপ ও অভীষ্টবর্ষকরূপেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আত্মোদ্বোধনের পর দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে। ভগবান্ যাহাতে আমাদিগকে 'ঋতং বৃহৎ' মহান সত্য, নিত্যসত্য পরিজ্ঞাপন করেন, সেই জন্যই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। অনন্ত সত্য, সান্ত মানুষ আয়ত্ত করিতে পারে না; তাহা আয়ত্ত করিতে পারে কেবল-মাত্র ভগবানের কৃপায়। তাই সেই মিত্রস্বরূপ, অভীষ্টবর্ষক পরম দেবতার নিকট সেই অনন্ত নিত্যসত্য লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"(হে মদীয় ঋত্বিগণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক স্তব কর। হে প্রভূতবলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।" * (৮অ-৭খ ২সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ র ২র
সম্রাজা যা ঘৃতযোনী মিত্রশ্চোভা বরুণশ্চ।
৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
দেবা দেবেষু প্রশস্তা ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঘৃতযোনী' (অমৃতোৎপাদকৌ, অমৃতস্বরূপৌ, যদ্বা—অমৃতদাতারৌ) 'সম্রাজা' (সর্ব্বাধীশৌ) 'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং মধ্যে) 'প্রশস্তা' (শ্রেষ্ঠৌ, আরাধনীয়ৌ) 'যা' (যৌ) 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (মিত্রস্বরূপঃ তথা অভীষ্টবর্ষকঃ) 'উভা' (উভৌ) 'দেবা' (দেবৌ) তৌ দেবৌ বয়ং আরাধয়াম - ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতস্বরূপং ভগবন্তঃ আরাধয়াম - ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ—৩খ—২সূ - ২সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অমৃতস্বরূপ (অথবা অমৃতদাতা) সর্ব্বাধীশ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনীয় যে মিত্রস্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ষক উভয় দেবদ্বয়, সেই দেবদ্বয়কে আমরা যেন আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা অমৃত-স্বরূপ ভক্তি ও জ্ঞানকে যেন আরাধনা করি।) ॥ (৮অ—৩খ—২সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'যা' যৌ 'মিত্রশ্চ' 'বরুণশ্চ'। পরস্পরাপেক্ষয়া চ-শব্দঃ। 'উভা' উভৌ 'সম্রাজা' সম্রাজানৌ সর্ব্বস্য স্বামিনৌ 'ঘৃতযোনী' উদকস্যোৎপাদকৌ 'দেবা' দ্যোতমানৌ 'দেবেষু' মধ্যে 'প্রশস্তা' প্রকর্ষেণ স্তুতৌ তৌ স্তুতা গায়তেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ (৮অ—৩খ - ২সূ - ২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও ভগবানের মহিমাখ্যাপক। ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য সাধক নিজেকে উদ্বোধিত করিতেছেন; এবং মনকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রথমে নামগান—গুণ-শ্রবণ। তৎপর

তাহা শ্রবণে কীর্ত্তনে নামে রতি জন্মে, হৃদয়ে ভক্তি উপস্থিত হয়। নাম-শ্রবণে, গুণ-কীর্ত্তনে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাই সাধক আত্মোদ্বোধনকে সফল করিবার জন্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। 'নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি'—এই বাক্যের একটা সার্থকতা আছে। ভগবানের নামগান করিতে করিতে নামে রতি জন্মে, নামে রতি হইলে সেই নামধারীর পরিচয় জানিবার জন্য, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা আসে; তখনই মনপ্রাণে প্রশ্ন জাগে,—'কেমনে পাইব সই তাঁরে?' তখন 'নাম' সাধকের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, সেই নাম হৃদয়ের পরতে পরতে আধিপত্য বিস্তার করে, নাম ও নামধারী এক হইয়া যায়। নামের সঙ্গে নামধারী হৃদয়মন্দিরে দেখা দেন। নাম ও গুণানুকীর্ত্তন তাই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ। উদ্বোধনের সঙ্গেই গুণাকীর্ত্তনও খুব উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ভগবানের দুইটী রূপকেই এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই দুই ভাব—মানবের সহিত মিত্রভাব এবং মানবের অভীষ্টপূরণ গুণ। তিনিই জগতের একমাত্র বন্ধু। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে মানুষকে শান্তি দিতে সমর্থ—একমাত্র ভগবান। মানুষ সু-সময়ে, উন্নতির দিনে, অনেক বন্ধুলাভ করে বটে; কিন্তু বিপদের দিনে তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়—ভগবানের দিকে। সম্পদের বন্ধুও মানুষকে সকল সময় প্রকৃত সৎপথে পরিচালিত করে না, অধিকাংশ স্থলেই অধঃপতনের সহায় হয়। কিন্তু ভগবান মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যান—যাহাতে তাহার জীবনের চরম সার্থকতা সম্পাদিত হয়, তাহার উপায় বিধান করেন। তাঁহার পরিচালনে মানবের জীবনতরণী একটানা স্রোতে অনন্ত উন্নতির পথে চলে। সেই পরম কাণ্ডারীর হাতে পরিচালিত জীবনেনৌকা ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হয় না,—ঝড়ঝঞ্ঝার আক্রমণে অতলতলে ডুবিয়া যায় না। তাই বলা হইয়াছে—

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি। সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।"

শুধু তাই নয়। ভগবান মানবের পরম বন্ধু। মিত্রের ন্যায় তিনি মানবকে আলিঙ্গন করেন। এই মহতী ধারণা মানবের মনে অশেষ আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল মানব যেন তড়িৎশক্তি-প্রভাবে সতেজ সবল হইয়া উঠে। তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আলোকের আবির্ভাব হয়, আপনার সহায়হীনতা ভুলিয়া যায়, আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সহায়-সম্পদবান মনে করে। ভগবান আমার মিত্র—এই ধারণাই মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভগবান্ শুধু মিত্র নহেন, তিনি মানবের অভীষ্টবর্ষকও বটেন। মানবের সর্ব্ববিধ বাসনা কামনা; যাহা মানুষকে অমৃতের পথে লইয়া যায়, সেই সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করেন। মানুষ বাসনা কামনার দাস। তাহার সেই অফুরন্ত কামনা যিনি পূর্ণ করিতে পারেন, মানবের মন স্বভাবতঃই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। তাই ভগবানের মিত্র ও বরুণ অর্থাৎ মিত্র ও অভীষ্টবর্ষকরূপই দুর্ব্বল কামনাবাসনা-বিজড়িত মানবের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় আরাধনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রে আত্মোদ্বোধন-প্রসঙ্গে সাধক

এই দুই রূপের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াই নিজেকে ভগবৎপরায়ণ করিবার পক্ষে চেষ্টা করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল— "যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান ও দেবগণের মধ্যে সমধিক স্তবার্হ"। (৮অ—৩খ—২সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

তা নঃ শক্তং পার্থিবস্য মহো রায়ো দিব্যস্য।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

মহি বাং ক্ষত্রং দেবেষু॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তা' (তৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ দেবৌ) 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'পার্থিবস্য' (পৃথিবীসম্বন্ধস্য, ইহজন্মনঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'দিব্যস্য' (দিবিভবস্য, পরজন্মনঃ ইত্যর্থঃ—ইহকালপরকালয়োঃ ইতি ভাবঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠঃ) 'রায়ো' (ধনস্য—দানায় ইতি ভাবঃ) 'শক্তং' (সমর্থৌ ভবতঃ ইতি শেষঃ)। হে দেবৌ! 'বাং' (যুবয়োঃ) 'মহিং (মহান্তং) 'ক্ষত্রং' (শক্তিং) অপ্রমেয়ং ইতি ভাবঃ। অতঃ যুবাং অস্মান্‌ অনুগৃহ্ণীতং ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যখ্যাপকঃ। ভগবতঃ করুণায়াঃ পারং কোঽপি ন জানাতি ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানভক্তিস্বরূপ সেই দেবদ্বয় আমাদিগের ইহজন্মের ও পরজন্মের অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল-সম্বন্ধী শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে সমর্থ। হে দেবগণ! আপনাদিগের শক্তি মহৎ ও অপ্রমেয়। অতএব আপনারা আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যখ্যাপক। ভগবানের করুণার অন্ত কাহারও বিদিত নহে)। (৮অ—৩খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তা' তৌ দেবৌ 'নঃ' অস্মদর্থং 'পার্থিবস্য' পৃথিবী-সম্বন্ধস্য 'দিব্যস্য' দিবিভবস্য চ 'মহঃ' মহতঃ 'রায়ঃ' ধনস্য 'শক্তং' সমর্থং, ভবতং দাতুমিতি শেষঃ। হে দেবৌ! 'বাং' যুবয়োঃ 'মহি' মহৎ পূজ্যং 'ক্ষত্রং' বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং, অস্ম ইতি শেষঃ। ৩।

* * *

তৃতীয় (১১৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

এই সাম-মন্ত্রটী নিত্যসত্যজ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের ভাব সরল। মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের বিশেষ মতান্তর ঘটে নাই। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ধন—পরমধন প্রদান করুন। আপনি অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন। আমাদিগকে এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সেই শ্রেষ্ঠ-ধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হই।' মন্ত্রে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের যে একটী অনুবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা, "তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদের বল অতি মহৎ।"

ভাষ্যকার 'ক্ষত্রং' পদের 'বলং দেবেষু প্রসিদ্ধং' অর্থাৎ 'দেবগণের মধ্যে বল প্রসিদ্ধ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের এরূপ অর্থে ভগবন্মহিমা সম্যক্ পরিব্যক্ত হয় বলিয়া মনে করি না। ভক্তকে-সাধককে শ্রেষ্ঠ ধন-দানেই তাঁহার মহিমা প্রখ্যাপিত। ভক্তকে তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ বিধান করেন,—তাই তিনি মহামহিমান্বিত।* (৮অ ৩খ—২সূ—৩সা) ।

— * —

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে চতুর্থ অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গে তৃতীয় সূক্তে পরিদৃষ্ট হয় (পঞ্চম মণ্ডল, অষ্টষষ্টিতম-সূক্তের তৃতীয়া ঋক)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চিত্রভানো' (বিচিত্রদীপ্তিবিশিষ্ট, বিচিত্রকান্তে) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'আয়াহি' (আগচ্ছ—অস্মিন্ হৃদি কর্ম্মণি বা); 'অণ্বভিঃ' (অণু-পরমাণুরূপৈঃ) 'তনা' (নিত্যং) 'পূতাসঃ' (পবিত্রাঃ, বিশুদ্ধাঃ) 'ইমে' (পরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুতাঃ' (সুসংস্কৃতাঃ সোমাঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবাঃ, বিশুদ্ধা ভক্তিঃ ইতি ভাবঃ, যদ্বা—বাষ্পনিবহাঃ) 'ত্বায়বঃ' (ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে, ত্বদর্থং প্রস্তুতাঃ সন্তি)। অত্রৈকা সুষ্ঠু উপমা বিদ্যতে। তদ্ভাবঃ—বাষ্পরূপেণ যথা পার্থিবপদার্থা আকাশং প্রাপ্নুবন্তি, বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ তথা ভগবৎসামীপ্যং লভন্তে। (৮অ—৩খ ৩সূ-১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ

বিচিত্র-দীপ্তিশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি (এই হৃদয়ে বা কর্ম্মে) আগমন করুন। সুসংস্কৃত নিত্যপবিত্র সোম (বিশুদ্ধ ভক্তি বা সত্ত্বভাব, অথবা—বাষ্পনিবহ) অণু-পরমাণু-ক্রমে আপনাকে পাইবার কামনা করিতেছে। (এখানে একটী সুন্দর উপমা বিদ্যমান। তাহার ভাব,—বাষ্পরূপে পার্থিব পদার্থসমূহ যেমন আকাশকে প্রাপ্ত হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবসমূহ তদ্রূপ ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চিত্রভানো' হে বিচিত্র-দীপ্তে 'ইন্দ্র'! অস্মিন্ কর্ম্মণি 'আয়াহি' আগচ্ছ। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইমে' সোমাঃ 'ত্বায়বঃ' ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। 'অণ্বীভিঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৫।২) ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ, তে সোমাঃ 'তনা' নিত্যং 'পূতাসঃ' শুদ্ধাঃ ঊর্ণা-পবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ। (৮অ-৩খ-৩সূ ১সা)।

* * *

প্রথম (১১৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী কি গভীর ভাবমূলক। অথচ, কি কদর্থের আরোপেই তাহাকে কলুষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এ মন্ত্রের অর্থ করা হয়,—'সোমরসরূপ মাদক-দ্রব্য ঋষিদিগের অঙ্গুলি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পরিস্রুত সংশোধিত মাদক-দ্রব্য ইন্দ্রদেবকে যেন পাইবার কামনা করিতেছে। অর্থাৎ, তিনি আসিয়া মদ্য পান করুন, ইহাই যেন মন্ত্রের প্রার্থনা।' ঐরূপ ব্যাখ্যা যে কিরূপ বিসদৃশ ও অনিষ্টকর, তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

সোম আপনাকে কামনা করিতেছে,- ইহার মর্ম্মার্থ ঋগ্বেদের বায়বীয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের একটী নূতন শব্দ -"অণ্বীভিঃ সুতাঃ." তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে—অঙ্গুলি দ্বারা সুসংস্কৃত। তদনুসারে ঋষিগণের বা ঋত্বিক্-গণের অঙ্গুলি দ্বারা সোমরস সুসংস্কৃত বা প্রস্তুত হইয়াছে,- এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে। ভাব আসিয়া পড়িয়াছে,- সোমলতার রসের উপরে ফেণা পড়িয়াছিল, ঋষিরা আঙুল দিয়া তাহা সরাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কত দূরান্বয়ে ঐরূপ অর্থ নিষ্কাশন করা হয়, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময় আসে। 'অণু'-শব্দ সূক্ষ্মার্থবাচক। সেই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঙীন' প্রত্যয়ে ঐ শব্দ সিদ্ধ। তাহারই তৃতীয়ার বহুবচনে 'অণ্বীভিঃ' ('অণ্বী' হইতে) নিষ্পন্ন করা হয়। অঙ্গুলির সূক্ষ্মতা আছে বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গান্ত ঐ শব্দ অঙ্গুল অর্থ সূচনা করে। অর্থও তদনুসারে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি 'অণু' শব্দের সূক্ষ্মতা-সূচক মুখ্য অর্থ অনুসরণ করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে সেই মুখ্য অর্থের অনুসরণে, আমরা তাই 'অণ্বীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অণু-পরমাণুরূপৈঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'সুতাঃ' পদ দেখিয়া, 'সুসংস্কৃত সোম বা মাদক-দ্রব্য' অর্থও গ্রহণ করা যায় না। পরন্তু এস্থলে যুগপৎ বিজ্ঞানসম্মত এবং আধ্যাত্মিক-ভাবযুত অতি-উপযোগী দ্বিবিধ অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্রথমতঃ, এখানে বারিবর্ষণে ধরণীর শৈত্যসম্পাদনের স্নিগ্ধতা সঞ্চারের ভাব উপলব্ধ হয়। মনে হয়,- বিচিত্র জ্যোতিষ্মানের জ্যোতিতে সংসারের ক্লেদরাশি দগ্ধীভূত হইয়া সূক্ষ্ম বাষ্পরূপে আকাশে মেঘাকারে পরিণত হইয়া, পরিশেষে বৃষ্টিরূপে সংসারে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করিতেছে। ইন্দ্র-মেঘাধিপতি। বাষ্প হইতে মেঘের সঞ্চার। সকল বিমল সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে অণু-পরমাণু-ক্রমে অভিনব-রূপ ধারণ করিয়া মেঘে পর্য্যবসিত হয়। এখানে সেই অবস্থার বর্ণনা আছে, মনে করা যাইতে পারে। "অণ্বীভিঃ সুতাঃ" তোমাকে পাইবার কামনা করিতেছে; অর্থাৎ পার্থিব জলরাশি-নদী-হ্রদ-তড়াগাদি—তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না; তাহাদের স্থূল দেহ, তোমার নিকট পৌঁছিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা সূক্ষ্ম অণুরূপে তোমার সহিত মিলিবার উদ্দেশে ধাবমান হইয়াছে। তাহাদের সেই একাগ্রতার ফলে, তুমি বারিরূপে বিগলিত হইয়া, তাহাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছ,- তাহাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। মনে হয়, সারা সংসার-প্রকৃতির প্রতি সামগ্রী—অণুরূপে তোমার চরণে মিলিবার জন্য ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

মানুষ কি তাহা পারে না? আমরা কি সেরূপভাবে, হে ভগবন্, তোমার চরণ আকর্ষণ করিতে পারি না? জন্ম-জরা-মরণ-ধ্বংসশীল এই পার্থিব দেহ-পাপপঙ্কিলপূর্ণ মায়াময় এই মিথ্যার দেহ—তোমার নিকট পৌঁছিতে পারে না বলিয়া, মানুষ কি নিরাশ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকিবে? এই ঋক্, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে; বলিতেছে,— 'তোমাতেও তো সোমসুধা সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্থূল দেহের পর সূক্ষ্ম দেহ আছে; স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তোমার হৃদয়, তোমার অন্তর, তোমার চিত্ত—তাহারা তো কখনই স্থূল নহে! তাহারাই তো তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম

অভিব্যক্তি! পবিত্র হইলে, তাহাদের মত পবিত্রই বা কি হইতে পারে? সেই শুদ্ধসত্ত্বশূন্য তোমার অন্তর—সে কেন ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হয় না! তোমার মনোভৃঙ্গ কেন এই পার্থিব সংসার-পঙ্কে মজিয়া রহিয়াছে?—সে কেন তচ্চরণপদ্মরেণুতে আশ্রয় লইতে পারে না! শরণ লও—তাঁহার! আশ্রয় কর—তাঁহার চরণ-পদ্ম! মত্ত হও—তাঁহার প্রেমসুধাপানে! তবেই সুসংস্কৃত সোম তোমায় পাইবার কামনা করিতেছে—এই বাক্যের সার্থকতা হইবে! তবেই তো সোমপানেচ্ছা বলবতী হইবে তাঁহার! তবেই তো দ্রবীভূত মেঘরূপে আসিয়া তোমাতে মিশিয়া যাইবেন—তিনি! তবেই তো মনোবৃত্তিগুলিকে নির্ম্মল করিয়া, অণুপরমাণুক্রমে তাঁহাতে লীন করিতে সমর্থ হইবে তুমি! তবেই তো পরাগতি লাভ হইবে—তোমার! (৮অ-৩খ-৩সূ-১সা)।

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ধিয়েষিতঃ' (ধিয়া ভক্ত্যা বা প্রাপ্তঃ) 'বিপ্রজূতঃ' (জ্ঞানিভিঃ পরিদৃষ্টঃ) স ত্বং 'সুতাবতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বান্বেষিণঃ, ভক্তিমার্গগমনানুসারিণঃ) 'বাঘতঃ' (ঋত্বিজঃ, উপাসকস্য মদীয়স্য উচ্চারিতানি ইতি ভাবঃ) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ জ্ঞানিনঃ ভক্তাশ্চ সুতমেব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি; তেষাং পদাঙ্কানুসারী অয়ং অকিঞ্চনঃ ত্বাং প্রাপ্নোতু—তদ্বিধেহি ইতি প্রার্থনা॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! জ্ঞানের বা ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত, জ্ঞানিগণের পরিদৃষ্ট, সেই আপনি—শুদ্ধসত্ত্বের অন্বেষণকারী (ভক্তিমার্গের অনুসারী)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

এই উপাসক আমার উচ্চারিত বেদমন্ত্র-রূপ স্তোত্র-সমূহের সমীপে আগমন করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ও ভক্তগণ তো স্বতঃই আপনাকে পাইয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসারী এই অকিঞ্চন আপনাকে প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা।)॥ (৮অ—৩খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! ত্বং 'আয়াহি' অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। কিমর্থং ? 'বাঘতঃ'। ঋত্বিঙ্নামৈতৎ (নিঘ০ ৩।১৮।৩)। ঋত্বিজঃ 'ব্রহ্মাণি' বেদ-রূপাণি স্তোত্রাণি 'উপ' এতুং। কীদৃশস্তং ? 'ধিয়া' অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া 'ইষিতঃ' প্রাপ্তঃ, অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। 'বিপ্রজূতঃ' যথা যজমান-ভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথান্যৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য ? 'বাঘতঃ' 'সুতাবতঃ' অভিষুত-সোম-যুক্তস্য॥ (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

• • •

দ্বিতীয় (১১৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

কি ভাবের ভাবুক হইতে পারিলে ভগবানের অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানুষের কি অবস্থায়—কি প্রেরণায়—ভগবান্ আসিয়া সংসারে শান্তিশীলতা বিতরণ করেন;—এই সাম-মন্ত্রে তাহাই খ্যাপন করিতেছে।

এই মন্ত্রে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়ে নিত্য-বিরাজমান্ আছেন, 'ধিয়েষিতঃ' এবং 'বিপ্রজূতঃ' পদদ্বয় তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ শ্রেণীর প্রার্থনাকারী তাঁহাকে পাইবার আশা করিতে পারেন, 'সুতাবতঃ' ও 'বাঘতঃ' এই দুইটী পদ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

জ্ঞানী ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের আবাস-স্থান। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের হৃদয়েই বাস করেন। জ্ঞানীই তাঁহাকে দেখিতে পান; জ্ঞানীরই তিনি দৃষ্টিগোচর আছেন। সত্ত্বের আশ্রয়-স্থান তিনি; সত্ত্বের মধ্যেই তিনি বিরাজমান থাকেন। ভক্তই সৎ; জ্ঞানীই সৎ। জ্ঞানীর—ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বাসস্থান

তিনি তাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

ভক্তের হৃদয়ই যে ভগবানের বাসস্থান, বাহিরের কোটী সহস্র বন্ধনেও যে তাঁহাকে আবদ্ধ করা যায় না, সংসারে তাহার অশেষ দৃষ্টান্ত প্রকট রহিয়াছে। ভগবান্ আপনিই অনেক সময় ভক্ত সাজিয়াছেন; কেমন করিয়া তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে হইবে

দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণবেশে আসিয়া 'রাধা-প্রেম' শিক্ষা দিয়াছিলেন। আবার গৌর-রূপ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ভক্তের ভিতরে তাঁহার প্রভাব—অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সনক, শুকদেব, নারদ প্রভৃতির চিত্র মানুষের চিত্তপটে নিত্য উদ্ভাসিত আছে কুচরিত্র কদাচারীও যে ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে বাঁধিতে পারে, তাহারও শত দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

মনে পড়ে না কি—বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বস্মৃতি! মনে পড়ে না কি-ব্রাহ্মণ-সন্তান বেশ্যা-প্রেমে বিভোর হইয়া কি অপকর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরিশেষে মনে করিয়া দেখুন দেখি, তাঁহার চরিত্র পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র! আরও মনে করিয়া দেখুন দেখি-সংসারের হেয় ঘৃণ্য সেই বিল্বমঙ্গল কেমন করিয়া ভক্তিডোরে ভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন!

চিন্তামণি বলিয়াছিল,-'আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা যদি তুমি ভগবানে অর্পণ করিতে পারিতে, তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত।' চিন্তামণির এই কথা শুনিয়া, বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগী হন,-ভগবানে চিত্ত ন্যস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু কি পাপ—পূর্ব্বসংস্কার! যে শ্রেষ্ঠী তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু তাঁহারই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল! তবে তাঁহার সৌভাগ্য এই যে, তখন তিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন,-ভগবানের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন! সুতরাং বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। বিল্বমঙ্গল মনে মনে কহিলেন,-'মদন! তুই-ই আমার সকল মোহের কারণ! তোর মোহে মুগ্ধ হইয়াই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!' অনুতাপানলে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল লৌহশলাকা গ্রহণ করিয়া চক্ষুরুৎপাটন করিলেন। তারপর অন্ধ হইয়া ভগবানের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন।

দিন যায়! রাত্রি আসে। ক্ষুৎপিপাসায় দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। কে পথ দেখাইবে? কোথায় যাইবেন? কে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে? ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্—কেমন করিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন? গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া, তিনি আহার্য্য লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—'বিল্বমঙ্গল! তুমি অন্ধ; আমার জননী তোমার জন্য কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছেন। লও—আহার কর।' বিল্বমঙ্গল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে কহিলেন,—'ভগবন, এইবার তো তোমায় ধরিয়াছি! আর তুমি কোথায় যাইবে?' এই ভাবিয়া, তিনি দৃঢ়মুষ্টিদ্বারা বালকের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু দৈহিক বলে কে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? বালক অনায়াসে বিল্বমঙ্গলের হাত ছিনাইয়া লইল। বিল্বমঙ্গলের তখন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—'বড় ভুল বুঝিয়াছি!' পরক্ষণেই আবার কহিলেন,—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—'বুঝিলাম,—দৈহিক বল—বল নহে। দৈহিক বলে হাত ছিনাইয়া গেলে! কিন্তু

তাঁহাতেই বা কি আসে যায়! তোমারও এ বলকে তো অমিত-বল বলিয়া মনে করি না! এইবার তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলাম। দেখি,—যাও দেখি—তুমি কোথায় যাইবে? হৃদয় হইতে যদি নিষ্ক্রান্ত হইতে পার, তবেই বুঝিব—তোমার পৌরুষ আছে।' ভগবান্ আর বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

এই মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধন। 'আমি জ্ঞানী নহি, ভক্ত নহি, সাধক নহি; তাই বলিয়া আমার প্রতি কি ভগবানের করুণা হইবে না?'—এইরূপ একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে আসায়, প্রার্থী যেন এখানে, ভক্ত হইবার জন্য—জ্ঞানী হইবার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন।

সে পক্ষে এ মন্ত্রের প্রার্থনা,—'আমি পাই যেন—সেই জ্ঞান—সেই ভক্তি, যে জ্ঞানে, যে ভক্তিতে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ভক্তিই ভক্তি—সেই ভক্তিই পরাভক্তি সেই ভক্তিই অনন্যা—সেই জ্ঞানই পরাজ্ঞান—সেই জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ। এ মন্ত্র যেন বলিতেছে,—'ভক্তি! সেই জ্ঞানই জ্ঞান জ্ঞান-ভক্তির সেই পবিত্র ডোরে ভগবানকে বন্ধন কর। তিনি তোমায় চিদানন্দ প্রদান করিবেন। সোমসুধা—সেই চিদানন্দ'। (৮অ ৩খ ৩সূ—২সা)॥

— * —

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'হরিবঃ' (জ্ঞানরশ্মিসমন্বিত, জ্ঞানশক্তিপ্রদাতঃ) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) ত্বং 'তূতুজানঃ' (ত্বরমাণঃ সন্) 'ব্রহ্মাণি' (বেদমন্ত্ররূপাণি অস্মাকং স্তোত্রাণি) 'উপ' (সমীপং) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুতে' (সত্ত্বভাবসমন্বিতে) 'চনঃ' (কর্ম্মণি) 'দধিষ্ব' (আত্মানং ধারয়, অধিতিষ্ঠ ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাকং স্তোত্রং কর্ম্ম চ ত্বাং প্রাপ্নোতু। (৮অ ৩খ-৩সূ ৩সা)।

এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম অষ্টকে তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম মণ্ডল, প্রথম অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনি ত্বরায় আমাদিগের স্তোত্র-সমীপে আগমন করুন; আর, আমাদিগের সত্ত্বসমন্বিত কর্ম্মে আপনি অবস্থিতি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগের মন্ত্র ও কর্ম্ম আপনাকে প্রাপ্ত হউক।)॥ (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হরি-শব্দঃ ইন্দ্র-সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি০ ১।১৫।১২)'—ইতি তদীয়াশ্ব-নামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে 'হরিবঃ' অশ্ব-যুক্তেন্দ্র! ত্বং 'ব্রহ্মাণি' আনেতুং 'আযাহি'। কীদৃশস্ত্বং? 'তূতুজানঃ' ত্বরমাণঃ। আগত্য চ অস্মিন 'সুতে' সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি 'নঃ' অস্মদীয়ং 'চনঃ'। অন্ননামৈতৎ (নিরু০ নৈ০ ৬১৬)। হবির্লক্ষণমন্নং 'দধিষ্ব' ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। (৮অ—৩খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের 'হরিবঃ' পদ দৃষ্টে ইন্দ্রকে ঘোটকারূঢ় বা অশ্ব-সংযুক্ত রথোপরি অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে করা হয়। হরি নামক অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। 'তিনি সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমার স্তব শ্রবণ করিতে অতিদ্রুত আগমন করুন; আসিয়া আমার প্রদত্ত হবিঃস্বরূপ অন্ন অথবা পূজোপকরণাদি গ্রহণ করুন';—ইহাই এই মন্ত্রের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ।

আমাদিগের দেবতাকে আমরা যেমন রূপ-গুণে বিভূষিত করিব, তিনি তেমনইভাবে আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবেন। তিনি যে রূপ-গুণের অতীত, তাহা ধারণা করা মানুষের পক্ষে বিশেষ আয়াস-সাধ্য। সুতরাং যখন যেমন আবশ্যক হয়, তখন তেমনই রূপ-গুণে তাঁহাকে গড়িয়া লওয়া হয়। রৌদ্রের খরতর তাপে ধরণী বিশুষ্ক দগ্ধীভূত হইতেছে; শস্যশ্যামলা মাতার ক্রোড়স্থিত তৃণ-শস্যাদি বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই অবস্থায়, মানুষ ভগবানকে মেঘাধিপতি ইন্দ্র বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তখন, ভগবানের অন্যান্য অশেষ বিভূতি মানুষের অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যায়। তখন, তাহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়,—তিনি যেন ইন্দ্ররূপে মেঘাধিপতি-রূপে উপস্থিত হইয়া বারিবর্ষণে ধরণীর বক্ষ শীতল করেন। উত্তাপের এতই যন্ত্রণা যে, অশ্ব-বাহনে ত্বরায় না আসিলে প্রাণ-সংশয় হয়। তদনুসারে পূজার উপকরণও তাঁহার চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অন্যপক্ষে সাধক দেখিতেছেন,—যিনিই ইন্দ্র, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সূর্য্য,—তিনি সর্ব্বদেবময়। সে দৃষ্টিতে, ঐ যে 'হরিবঃ' বিশেষণ, তদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বদেবময়ত্ব সূচিত হইতেছে; কেন-না 'হরি' শব্দে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্র যম-সূর্য্য সকলকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হরি' শব্দে রশ্মি, কিরণ ও দ্যুতি বুঝায়। তাহাতে 'হরিবঃ' পদে বিবিধ বিভূতি দ্বারা প্রকাশমান্ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে, 'হরিবঃ' পদে সর্ব্বদেববিভূতিসম্পন্ন সর্ব্বস্বরূপ অর্থই সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আবার ঐ পদে জ্ঞানশক্তিপ্রদাতা অর্থও প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহাতে ভাব আসে,—'হে ভগবন্! আপনিই মন্ত্র, আপনিই কর্ম্ম; আমার মন্ত্র ও কর্ম্ম সকলই আপনাতেই মিলিত হউক।'

এখানে এ মন্ত্রে সাধক যেন ডাকিতেছেন,—'পাপে তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; হৃদন্তেরো আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে; এখনও তুমি নিশ্চিন্ত কেন? এস—দ্রুতগতি এস! মেঘরূপে উদয় হইয়া শান্তিবারি-বর্ষণে আমার দগ্ধ-হৃদয়-ক্ষেত্র শীতল কর! যজ্ঞাহুতির হবিঃস্বরূপ এই অন্তরকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি; এস গ্রহণ কর!' এক পক্ষে মেঘরূপে উদয় হইয়া বারি-বর্ষণে ধরণীর শীতলতা-সম্পাদন; অন্য পক্ষে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা-নিবারণ। মর্ম্মপক্ষে এ মন্ত্রে এই দুই ভাবই প্রকাশ পায়। (৮অ—৩খ—৩সূ ৩সা) ॥

—— * ——

প্রথমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোঁড়িষ্ব যো অর্চ্চিষা বনা বিশ্বা পরিষ্বজৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃষ্ণা কৃণোতি জিহ্বয়া ॥ ১ ॥

* *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ যঃ ভগবান্ ইত্যর্থঃ) 'অর্চ্চিষা' (স্বতেজসা) 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'বনা' (বনানি, যদ্বা অরণ্যসদৃশানি হৃদয়ানি ইতি ভাবঃ) 'পরিষ্বজৎ' (সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি) অপিচ যঃ ভগবান্ 'জিহ্বয়া' (জ্যোতিঃরূপাভিঃ রশ্মিভিঃ, যদ্বা তীব্রৈঃ জ্ঞানজ্যোতির্ভিঃ ইত্যর্থঃ) হৃদিস্থিতানি তানি অরণ্যানি দগ্ধ্বা 'কৃষ্ণা' (কৃষ্ণবর্ণানি, যদ্বা—উৎকর্ষসম্পন্নানি ইতি ভাবঃ) 'কৃণোতি' (করোতি), হে মম মনঃ! ত্বং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

'তং' (অশেষমহিমান্বিতং তং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'ইড়িস্ব' (স্তুহি, শরণং কুরুহি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং ভগবতঃ মাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ আত্মোদ্বোধকশ্চ। ভগবান্ হি অশেষপ্রজ্ঞানাধারঃ। তস্য ভগবতঃ কৃপয়া অতিঅভাজনোঽপি জ্ঞানজ্যোতিঃ লভতে। অত প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চনাঃ বয়ং ভবতাং অনুগ্রহং দিব্য-দৃষ্টিং চ যাচামহে। কৃপয়া অভীষ্টং পূরয়তু। (৮অ—৩খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানস্বরূপ যে ভগবান আপনার তেজের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অরণ্যকে অথবা অরণ্যসদৃশ হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন; অপিচ, যিনি জ্যোতিঃরূপ রশ্মির দ্বারা অথবা জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা সেই হৃদয়স্থিত অরণ্যসমূহকে দগ্ধ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তাহার উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন; হে মন! তুমি সেই অশেষ-মহিমান্বিত ভগবানকে স্তুতি কর অথবা তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। (মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং আত্মোদ্বোধক। ভগবান্ অশেষ প্রজ্ঞানাধার। সেই ভগবানের কৃপায় অতি অভাজনও জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রার্থনা—হে ভগবন্! অকিঞ্চন আমরা আপনার অনুগ্রহ এবং দিব্য-দৃষ্টি প্রার্থনা করি। কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। (৮অ—৩খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্তোতঃ! 'তং' অগ্নিং 'ঈড়িস্ব' স্তুহি, 'যঃ' অগ্নিঃ 'অর্চ্চিষা' জ্বালারূপেণ তেজসা 'বিশ্বা' সর্ব্বাণি 'বনা' বনান্তরণ্যানি 'পরিষ্বজৎ' পরিষ্বজতি পরিতো বেষ্টয়তি, যশ্চ তানি বনানি 'জিহ্বয়া' জ্বালয়া দগ্ধা 'কৃষ্ণা' কৃষ্ণবর্ণানি 'কৃণোতি', তমীড়িস্বেতি সম্বন্ধঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১১৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের মহিমাপ্রকাশক এবং আত্মোদ্বোধনমূলক। ভগবানের মহিমার অন্ত নাই। অতি অভাজনও যদি একবার তাঁহার শরণাপন্ন হয়, কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তিনি তাহার উদ্ধারসাধন করেন।" শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য যেমন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে, মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়, ভগবানের অনুগ্রহে হিংস্র রিপু-

সমাকুল অরণ্যসদৃশ কঠোর হৃদয় জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে নিদগ্ধ হইলে, সে হৃদয়ও তেমনি ভগবানের আসনে—শুদ্ধসত্ত্বভাবের আবাসরূপে পরিণত হয়।

ভাষ্যের ভাবে এখানে সাধারণ অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। সেই অগ্নি বনসমূহে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং দগ্ধীভূত বন ভস্মে পরিণত হইলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত মন্ত্রে অগ্নির দাহিকা-শক্তির বিষয় প্রখ্যাত আর সেই দাহিকা-শক্তি-বিশিষ্ট অগ্নির উপাসনার বিষয়ই মন্ত্রমধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেইভাবেই ফললাভ করিবেন। যিনি জ্ঞানরাজ্যের দ্বারদেশেও উপনীত হইতে পারেন নাই, তিনি অগ্নিদেবকে এক মূর্ত্তিতে দেখিবেন; আবার যিনি জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে সে অগ্নি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে যে বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাই, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; তাহার একমাত্র কারণ - স্তরের পর স্তরক্রমে, পদবীর পর পদবীক্রমে, মানুষকে উন্নত স্তরে উন্নতি করণ। জড় অগ্নির উপাসক প্রথম স্তরের অর্চ্চনাকারী যাঁহারা, তাঁহাদিগকেও একেবারে ভ্রান্ত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐ প্রকারের পূজায় তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্নিদেবের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। পূজাপদ্ধতিক্রমে তাঁহাদের মনে অগ্নিদেবের স্বরূপ-জ্ঞান জাগরূক হইতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কে তিনি, যাঁহার এই রূপ? কোথায় তিনি, তাঁর কি গুণ? এইরূপ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রশ্নের নিরসনের একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে পারে। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে স্বরূপ জ্ঞানলাভ হইয়া তন্ময়তা জন্মিতে পারে। তখন সেই গুণে গুণান্বিত, সেই রূপে রূপান্বিত হইবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তৎস্বরূপত্ব লাভ হয়। অগ্নি নামে আমরা কাহার উপাসনা করি? সে কি জড় অগ্নির উপাসনা? সে কি এই সামান্য অগ্নির উপাসনা? কখনই নহে। হিন্দু পৌত্তলিক হইলেও তাহার সে প্রতিমা-পূজার লক্ষ্য মহান্। সেই জড় পুত্তলিকার মধ্য দিয়াই হিন্দু সেই জগন্মাতার বা জগৎপিতার আবির্ভাব লক্ষ্য করে। সুতরাং অগ্নি নামে সে সাধারণ জড় অগ্নির উপাসনা করে না। পরন্তু যিনি বিশ্বের আদি, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিশ্বের প্রাণ, যিনি বিশ্বেশ্বর-রূপে বিরাজমান; যিনি মাতা, যিনি পিতা, যিনি দয়িতা, যিনি দেব, যিনি অসুর, যিনি মানব, যিনি গন্ধর্ব্ব; ফলতঃ, যিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বকালে সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন - বিশ্বরূপে যিনি বিশ্বেশ্বর, অগ্নি নামে তাঁহাকেই উপাসনা করা হয়; অগ্নিরূপে তাঁহারই গুণমাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী নাম। তাঁহার রূপের অন্ত নাই; তাই অগ্নি তাঁহার একটী রূপ। গুণের অন্ত নাই; তাই তেজঃ তাঁহার একটী গুণ। তাঁহার শক্তির অন্ত নাই; তাই তাঁহার দাহিকা একটী শক্তি। তাঁহার প্রভার অন্ত নাই; তাই দীপ্তি তাঁহার একটী প্রভা। তিনি অনলে, অনিলে, সলিলে, তিনি ভূলোকে, দ্যুলোকে, গোলোকে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি একরূপে অনন্ত নামে, আবার অনন্তরূপে এক নামে ওতঃপ্রোত

অবস্থান করিতেছেন। যখন জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁহার, তখন অগ্নিরূপে মর্ত্ত্যলোকে, সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষলোকে এবং ইন্দ্রদেবরূপে স্বর্গলোকে তিনি বিরাজমান্ আছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম চারি ভাবে বিকাশমান। জাগরণে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র, তুরীয়ে পরমাক্ষর। সেই যে তুরীয় অবস্থা, তখনই তিনি আদিত্য, তিনি বিষ্ণু, তিনিই পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাণ, তিনিই জীব, তিনিই অগ্নি। অগ্নিরূপেই তিনি বিশ্বপ্রকাশক। তাঁহার সেই যে 'বিভা' তাঁহার সেই যে দিব্যজ্যোতিঃ, তদ্দ্বারাই সংসার সংসারের অঙ্কে প্রকাশ পাইতেছে। উপনিষৎ তাই বলিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তিনি আলোকময়; তাই তিনি জগৎ আলো করিয়া আছেন। আমরা যে জগৎকে দেখিতে পাই, মানুষ যে তাহাকে দেখিতে পায়, সে তাঁহারই আলোক সাহায্যে। তিনি যদি জ্যোতি-রূপে আলোক বিকীরণ না করিতেন, তবে কি মানুষ জগৎকে দেখিতে পাইত? না তাঁহারই কোনও সন্ধান জানিতে পারিত?—যেমন বহির্জ্জগতে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে। এই যে অগ্নি—এই অগ্নি, যাঁহার ভাতিবিকাশ, তিনি যখন হৃদয়ে উদিত হন, তাঁহাকে যখন অন্তরে অনুভব করিতে পারি; তখনই অন্তরের আঁধার দূরীভূত হয়,—অন্তর অন্তরাত্মার সন্ধান পায়,—হৃদয় হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। যিনি বিশ্ব-প্রাণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন,—যিনি জগদালোকরূপে জগতের আঁধার দূর করিতেছেন, মন্ত্রের উল্লিখিত অগ্নি—সেই অগ্নি—জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন।

এমন যে অগ্নিদেব, তাঁহাকে জানিতে হইলে—তাঁহাকে চিনিতে হইলে, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে জানিব, কাহার সাহায্যে তাঁহাকে চিনিব? শ্রুতি তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"যেনৈব জানতে সর্ব্বং তং কেনান্যেন জানতাং।" তাঁহার দ্বারাই তাঁহাকে জানা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কি আছে? "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ অরে কেন বিজানীয়াৎ।" তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার বিভূতির দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হয়। অগ্নি—তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভূতির বিকাশ। অগ্নিকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়।

বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই অগ্নির অলৌকিক মহিমার বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। তাঁহার করুণা কত দিকে কত প্রকারে প্রকাশ পায়। পুণ্যজনকে তিনি তো উদ্ধার করিবেনই; তাঁহারা তো আপনাদের সামর্থ্যেই আপনারা উদ্ধার হইবেন। সে আর তাঁহার মহিমার বিশেষ প্রকাশ নহে। কিন্তু পাপী-তাপীর উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকটিত। আমাদের ন্যায় পাপ-সন্তপ্তদিগকে উদ্ধারেই তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত। এইরূপভাবেই 'বনা' পদে হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্য-সদৃশ হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য পড়িয়াছে। হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল বন যেমন দুর্গম, সেইরূপ রিপুশত্রু-পরিবৃত অন্তরও ভগবানের সম্বন্ধে দুর্গম। মন্ত্রের তাই প্রার্থনা—হে ভগবন! অগ্নি-রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি যেমন বনকে ভস্মাবশেষে পরিণত করেন, সেইরূপ আপনি জ্ঞানাগ্নিরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপুশত্রুরূপ হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল হৃদয়রূপ অরণ্যকে দগ্ধীভূত করিয়া, তাহার উৎকর্ষসাধনে তথায় অধিষ্ঠিত হউন।',

মন্ত্রের যে একটী প্রচলিত অনুবাদ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— "(হে স্তবকারী)! যিনি শিখা দ্বারা দগ্ধ বনসমূহকে আচ্ছন্ন করেন এবং (জ্বালারূপ) জিহ্বা দ্বারা তাহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই অগ্নির স্তব কর।" বলা বাহুল্য, এখানেও ভাষ্যে লৌকিক অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাপিত। * (৮অ ৩খ ৪সূ—১সা)।

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩২ ৩ ১২ ৩১র ২র ৩ ১ ২

য ইদ্ধ আবিবাসতি সুম্নমিন্দ্রস্য মর্ত্ত্যঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

দ্যুম্নায় সুতরা অপঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ মানবঃ) 'ইদ্ধে' (প্রজ্বলিতে জ্ঞানাগ্নৌ) 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখকরং, প্রীতিজনকং, সৎকর্ম্ম ইতি ভাবঃ) 'আবিবাসতি' (পরিচরতি, সম্পাদয়তি) ভগবান তস্য জনস্য 'দ্যুম্নায়' (জ্যোতিষ্মানায়, জ্যোতির্ম্ময়ায়, পরমানন্দায়) তং 'সুতরাঃ' (সুখেন তরণীয়াঃ, মোক্ষদায়কং ইত্যর্থঃ) 'অপঃ' (অমৃতং) প্রযচ্ছতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানযুক্তেন সৎকর্ম্মসাধনেন সাধকাঃ মোক্ষং লভন্তে— ইতি ভাবঃ। (৮অ-৩খ-৪সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে মানব প্রজ্বলিত জ্ঞানাগ্নিতে ভগবানের প্রীতিজনক সৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন, ভগবান সেই ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দের জন্য তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধক মোক্ষলাভ করেন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার চতুর্থ অষ্টকে অষ্টম অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ বর্গের পঞ্চম সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (ষষ্ঠ মণ্ডল, ষষ্টিতম সূক্ত, দশমী ঋক্)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'ইন্ধে' দীপ্তে অগ্নৌ 'সুম্নং' সুখকরং হবিঃ 'ইন্দ্রস্ত'। চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী (২৩৬২)। ইন্দ্রায় 'আবিবাসতি' পরিচরতি প্রযচ্ছতি, তস্ম মর্ত্ত্যস্য 'দ্যুম্নায়' দ্যোতমানায়ান্নায় তদর্থং 'সুতরাঃ' সুখেন তরণীয়াঃ 'অপঃ' উদকানি বৃষ্ট্যাত্মকানি, ইন্দ্রঃ করোত্বিতি শেষঃ। (৮অ–৩খ—৪সূ ২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে মানুষ মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। ভগবান্ কৃপা করিয়া সেই সাধককে আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থান-দান করেন। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'ইন্ধে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'দীপ্তে অগ্নৌ'। ভাষ্যাদিতে যজ্ঞার্থে ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে। মন্ত্রের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ এই যে,—"যে ব্যক্তি ইন্দ্রে সুখজনক হব্যাদি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করে সে ব্যক্তির সুখের জন্য ইন্দ্র সুখে তরণীয় জল সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অগ্নিতে হব্যাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করে সে ইন্দ্রের কৃপায় চাষবাসাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়।"

পাশ্চাত্য বেদব্যাখ্যাতাগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। কেহ বা সায়ণাচার্য্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত, আবার কেহ তাঁহাকে মানিতে মোটেই রাজী নহেন। তৃতীয় এক শ্রেণীর পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যকে বিচারাধীন করিয়া যতটুকু মূলার্থের পরিপোষক, ততটুকু মানিতে রাজী আছেন. কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এত মতবিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয় তাঁহাদের সুবিধানুসারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী আছেন। একটী বিষয় এই যে,—প্রাচীন হিন্দুগণ যে জমি চাষবাস করিতেন বেদে তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মন্ত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন,—'ঐ দেখ, তোমাদের সায়ণাচার্য্যই বলিতেছেন, যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন। কৃষি-কার্য্যের জন্যই জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এই মন্ত্র কৃষিকার্য্যের দ্যোতনা করিতেছে।' এইরূপ দুরার্থ হইতেই বেদের নাম হইয়াছে—'চাষারগান'। কিন্তু বেদ সত্যসত্যই 'চাষারগান' কি না, এবং বৈদিক হিন্দুরা কেবলমাত্র চাষা ছিলেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করিবার পথে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে।

বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকার 'ইন্ধে' পদে প্রজ্বলিত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং 'অপঃ' পদে 'বৃষ্টিধারা' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বিষয় বুঝা যাইতেছে যে, মন্ত্রে যজ্ঞাদির সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে এবং বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে।

ভাষ্যকার নিজ মনের ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'ইন্দ্রে' পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিলেও 'অগ্নি' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা ঋগ্বেদের আগ্নেয়-সূক্তের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাষ্যকারের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ না ঘটাইয়াও আমাদের মর্ম্মানুসারিণীধৃত-ব্যাখ্যা অব্যাহত রাখা যায়। কিন্তু 'অপঃ' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর যে অমৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহার ব্যত্যয় করিবার কোন কারণ দেখি না। বরং অমৃত অর্থের ব্যত্যয় করিলে মন্ত্রের মূলভাবই রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—"যে ব্যক্তি হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভগবানের প্রীতিজনক কর্ম্ম করে"। ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে 'অপঃ' পদের পূর্ব্বার্থ অব্যাহত রাখাই অপরিহার্য্য। সুতরাং মন্ত্রের পূর্ব্বাংশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শেষাংশের অর্থ হইল,—'ভগবান্ তাঁহাকে মোক্ষদায়ক অমৃত প্রদান করেন।' (৮অ-৩খ—৪সূ—২সা)।

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

তা নো বাজবতীরিষ আশূন্ পিপৃতমর্ব্বতঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

এন্দ্রমগ্নিং চ বোঢ়বে ॥ ৩ ॥ *

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী হে দেবৌ! 'ইন্দ্রং অগ্নিঞ্চ' (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতী দেবৌ, যুবাং ইত্যর্থঃ) 'বোঢ়বে' (সম্যক্ বোঢ়ুং, সম্যক্‌রূপেণ পূজয়িতুং ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজবতীঃ' (আত্মশক্তিযুতাঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধং) তথা 'আশূন্ অর্ব্বতঃ' (আশুমুক্তিদায়কং পরাজ্ঞানং) 'পিপৃতং' (পূরয়তং, প্রযচ্ছতং)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মান্ পূজাসাধনং শিক্ষয়; অস্মভ্যং তব আরাধনায় পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৩খ ৪সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়কে অর্থাৎ আপনাদিগকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মশক্তিযুত

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দশমী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ঊনবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সিদ্ধি এবং আশুমুক্তিদায়ক পরাজ্ঞান প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পূজা-সাধন শিক্ষা প্রদান করুন; আমাদিগকে আপনার আরাধনার জন্য পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৩খ—৪সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'তা' তৌ যুবাং 'বাজবতীঃ' অন্নবতীঃ 'ইষঃ' ইষ্যমাণা 'বৃষ্টীঃ'; যদ্বা, বাজো বলং তদ্বতীঃ ইষঃ অন্নানি। 'আশূন্' শীঘ্রগান 'অর্ব্বতঃ' অশ্বাংশ্চ 'নঃ' অস্মভ্যং 'পিপৃতং' পূরয়তং প্রযচ্ছতং। কিমর্থং? 'ইন্দ্রং' 'অগ্নিং' 'আ বোঢ়বে' আ সমন্তাৎ বোঢ়ুং হবির্ভিঃ প্রাপয়ন্তু। (৮অ-৩খ—৪সূ-২সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১১৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রের প্রার্থনার একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রার্থনায় স্পষ্টভাবে 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার' ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভগবানকে পূজা করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে মানুষের যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু কামনার বস্তু তাহা সমস্তই ভগবানের নিকট হইতে লাভ করা যায়। সেই পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহই মানবের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন না। তিনি ব্যতীত জগতে আর কে আছে যে, মানবের প্রার্থনা শ্রবণ করিবে! তিনি যদি মানবকে প্রার্থনা করিবার শক্তি না দেন তবে মানব সে শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মানুষ ভগবানকে আরাধনা করিতে চায়, কিন্তু দুর্ব্বলতা-বশতঃ সে তাহা পারে না। অথচ ভগবানকে তাহার আরাধনা করা চাই-ই। সে ভগবৎ-পূজার শক্তি কোথায় পাইবে? কে এমন আছে যে, তাহাকে সেই শক্তি দিতে পারে? জগতের শক্তির মূলাধার সেই পরম পুরুষ ব্যতীত আর কেহই শক্তিদানে সমর্থ নয়। এখন বিষয়টী দাঁড়াইতেছে এই—ভগবানকে আরাধনা করিবার উপযোগী শক্তি-লাভ করিবার জন্য মানুষ ভগবানেরই নিকট প্রার্থনা করে আর তিনিও মানুষকে সেই সাধনশক্তি প্রদান করেন। ইহার অর্থ কি? নিজে পূজা লাভ করিবার জন্যই কি ভগবান মানুষকে তাঁহার পূজাপ্রণালী শিক্ষা দেন, আত্ম- মহিমা বিস্তারই কি ইহার উদ্দেশ্য?

না—তাহা নয়। পরম দয়াল জগৎপিতা তাঁহার সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে পরাশান্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি জানেন, মানুষ তাঁহার কোল হইতে গিয়াছে, আবার তাঁহার কোলেই ফিরিয়া যাইবে। সেই ফিরিয়া আসিবার উপায়—তাঁহারই প্রতি

অনুরক্তি, তাঁহারই পূজা আরাধনা। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল সন্তান সেই সাধনশক্তি-লাভে বঞ্চিত। কাজেই ভগবানকেই তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। মানবের, জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি জগতে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। তিনি ধরা না দিলে মানুষের সাধ্য নাই তাঁহাকে ধরিতে পারে। তাই সাধক প্রার্থনা করেন,—

"শিখায়ে দে তুই আমারে কেমন করে তোরে ডাকি।
এক ডাকে ফুরাইয়া দেই রে জন্মভরার ডাকাডাকি॥"

—আমি যে তোমাকে ডাকিতে জানি না প্রভো, তাই তো তোমার দর্শনলাভ করিতে পারি না। তুমিই আমাকে শিখাইয়া দাও কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়। চিরজীবন ধরে মানুষ কোন না কোন ভাবে তোমাকে ডাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ কি ভাবে ডাকিতে হয় তাহা তো জানে না। ওগো অন্তর্যামী, তুমি তো মানুষের হৃদয় দেখ, তুমি আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দাও। আমাদের চিরজীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্ত্তে মিটিয়া যাউক। "মিটাও আশ সব পিয়াস অমৃত-প্লাবনে।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনেক স্থলেই মন্ত্রার্থ অন্যভাব ধারণ করিয়াছি। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে পরিদৃষ্ট হইবে যে, - এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও অনৈক্য আছে। সে অনুবাদটী এই, "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে বলবান অন্ন এবং (অস্মদীয় হব্য) বলবান করিবার নিমিত্ত বেগবান অশ্ব সকল প্রদান কর।" (৮অ ৩খ—৪সূ ৩সা)। •

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমঃ সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
প্রো অয়াসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতং সখা
২ ৩ ২র ২র ৩ ১ ২
সখ্যুর্ন প্র মিনাতি সঙ্গিরম্।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মর্য্য ইব যুবতিভিঃ সমর্ষতি সোমঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
কলশে শতযামনা পথা॥ ১॥

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ মণ্ডলের ষষ্টিতম সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, উনত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখা' (সখিভূতঃ) 'ইন্দুঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নিষ্কৃতং' (প্রার্থনীয়াং মুক্তিং) 'প্রো অয়াসীৎ' (প্রকর্ষেণৈব গচ্ছতি, অস্মান প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ); সঃ 'সখ্যুঃ' (সখিভূতস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলাধিপতিদেবস্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) উপাসকং ইতি যাবৎ, 'ন প্রমিনাতি' (ন হিনস্তি); 'মর্য্যঃ ইব' 'যুবতিভিঃ' (মানবঃ যথা যুবত্যা সহধর্ম্মিণ্যা সহ সম্যক্প্রকারেণ মিলিতঃ ভবতি তদ্বৎ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'শতযামনা পথা' (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) 'কলশে' (অস্মাকং হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'সমর্ষতি' (আগচ্ছতু, অস্মাভিঃ সহ সম্যক্রূপেণ মিলিতঃ ভবতু — ইত্যর্থঃ); প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পূর্ণমুক্তিদায়কং সত্ত্বভাবং বয়ং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৮অ ৪খ—১সূ ১সা)।

* *

বঙ্গানুবাদ।

সখিভূত সত্ত্বভাব আমাদিগকে প্রার্থনীয় মুক্তি প্রদান করুন; তিনি সখিভূত ভগবানের উপাসককে হিংসা করেন না; মানুষ যেমন যুবতী সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্যক্প্রকারে মিলিত হয়, সেইরূপভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন, অর্থাৎ আমাদিগের সহিত সম্যক্প্রকারে মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পূর্ণভাবে মুক্তিদায়ক সত্ত্বভাবকে আমরা যেন লাভ করি।) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' সংস্কৃতং স্থানমুদরং 'প্রো অয়াসীৎ' প্রৈব গচ্ছতি; গত্বা চ 'সখা' সখিভূতঃ 'সখ্যুঃ' ইন্দ্রস্য 'সঙ্গিরং' সম্যগ্ গিরণাধারভূতং উদরং 'ন' 'প্র মিনাতি' হিনস্তি, কিন্তু 'মর্য্য ইব যুবতিভিঃ' মর্ত্ত্যো যথা তরুণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ সঙ্গতো ভবতি তদ্বদয়মপি সোমো যুবতিভির্ম্মিশ্রণ-সীলাদিভির্ব্বসতীবরীভিরদ্ভিঃ সহ 'সমর্ষতি' সঙ্গচ্ছতে অভিষব-কাল-পশ্চাৎ সোমঃ 'শতযামনা' অনেক-যামন-সাধন-বিস্তোপেতেন 'পথা' মার্গেণ দশাপবিত্র-সম্বন্ধিনা 'কলশে' দ্রোণকলশে গচ্ছতীতি শেষঃ। যদ্বৈকমেব বাক্যং—যথা মর্য্যো মর্ত্ত্যো যুবতিভিঃ সহ সঙ্গচ্ছতে এবং কলশে শত-যামনা পথা সঙ্গচ্ছতে। 'শতযামনা'—'শতযাম্ন'— ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১১৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের দুইটী পদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমটী, 'ইন্দুঃ' পদের বিশেষণ 'সখা'। সত্ত্বভাব আমাদিগের পরম বন্ধুর ন্যায় উপকারী। মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু—মুক্তি। সত্ত্বভাব সেই মুক্তিদান করিতে পারে। তাই সত্ত্বভাব মানুষের মিত্র।

দ্বিতীয়টি, 'ইন্দ্রস্য' পদের বিশেষণ 'সখ্যুঃ'। ভগবানও মানবের পরম বন্ধু। তাঁহার কৃপাতেই মানুষ বাঁচিয়া আছে, জীবনের যাহা পরম বস্তু, তাহাও পাইতেছে। তাই কবি বলিয়াছেন -

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি॥"

মন্ত্রান্তর্গত 'নিষ্কৃতং' পদের ব্যাখ্যা বিবরণকারের অনুসরণে গৃহীত হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদটী উদ্ধৃত হইল। "সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ ইন্দ্র তাঁহার বন্ধু। তিনি ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। মানব যেমন যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ ইনি শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নির্গত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইতেছেন।" (৮অ—৪খ—, সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
প্র বো ধিয়ো মন্দ্রযুবো বিপন্যুবঃ
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মনস্যুবঃ সম্বরণেষক্রমুঃ।
২ ৩ ১ ২৩ক ২র ৩ ২ ৩ ২
হরিং ক্রীড়ন্তমভ্যনূষত স্তুভোঽভি
৩ ২৩ ২ ৩ ১ ২
ধেনবঃ পয়সেদশিশ্রয়ু॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দ-আর্চ্চিকেও (৬প - ৫দে— ৯খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে শুদ্ধসত্ত্বাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধিয়ঃ' (ধ্যাতারঃ) 'মন্দ্রয়ুবঃ' (মদং, পরমানন্দং কাময়মানাঃ) 'পনস্যবঃ' (স্তুতিং কাময়মানাঃ, স্তুতিং কুর্ব্বন্তঃ, আরাধনাপরায়ণাঃ) 'বিপন্যবঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ—বয়ং ইতি যাবৎ) 'সংবরণেষু' (যাগগৃহেষু, সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'প্রাক্রমুঃ' (প্রবর্ত্তাঃ ভবাম) ; 'স্তুতঃ' (স্তোতারঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'ক্রীড়ন্তং' (ক্রীড়নশীলং, লীলাপরায়ণং) 'হরিং' (পাপহারকং দেবং) 'অভ্যানূষত' (অভিষ্টুবন্তি, আরাধয়ন্তি) ; 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'পয়সা' (অমৃতেন সহ) 'ইৎ' (ইমং পরমদেবং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অশিশ্রয়ুঃ' (অধিকং শ্রীণন্তি, প্রধাবন্তি ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্য প্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ । বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবাম ; সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি ; জ্ঞানিনঃ ভগবন্তং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (৮অ - ৪থ - ১সূ - ২সা) ।

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব ! তোমার ধ্যানকারী পরমানন্দকামনাকারী আরাধনা-পরায়ণ প্রার্থনাকারিগণ আমরা যেন সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারি ; প্রার্থনাকারিগণ লীলাপরায়ণ পাপহারক দেবতাকে আরাধনা করেন ; জ্ঞানকিরণসমূহ অমৃতের সহিত এই পরমদেবতার অভিমুখে প্রধাবিত হয় । (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক । আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই ; সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন ; জ্ঞানিগণ ভগবানকে লাভ করেন) । (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোমাঃ 'বঃ' যুষ্মাকং 'ধিয়ঃ' ধ্যাতারঃ 'মন্দ্রয়ুবঃ' মদকরং শব্দং কাময়মানাঃ 'পনস্যবঃ' স্তুতিং কাময়মানাঃ 'বিপন্যবঃ' । স্তোতৃনামৈতৎ । স্তোতারঃ 'সংবরণেষু' তৃণকটা-বরণোপেতেষু যাগ-গৃহেষু 'প্রাক্রমুঃ' প্রক্রমন্তে । তদেবাহ—'স্তুতঃ' স্তোতারঃ 'হরিৎ' হরিতবর্ণং 'ক্রীড়ন্তং' ক্রীড়ন-শীলং সোমং 'অভ্যানূষত' অভিষ্টুবন্তি 'ধেনবঃ' অপি 'পয়সা' স্বীয়েন ক্ষীরেণৈব 'ইৎ' ইমং সোমং অভিলক্ষ্য 'অশিশ্রয়ুঃ' অধিকং শ্রীণন্তি । 'সংবরণেষু'—'সংবসনেষু'—ইতি পাঠৌ, 'হরিংক্রীড়ন্তং'—'সোমস্যনীবাং'—ইতি চণ 'পয়সেদশিশ্রয়ুঃ'—'পয়সেমশিশ্রয়ুঃ'-ইতি চ । (৮অ—৪খ—১সূ—২সা) ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটী বিশিষ্ট ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু সমগ্র মন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর একটা যোগসূত্র বর্ত্তমান আছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে—প্রার্থনা। কিন্তু এই প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের ভাবই সমধিক প্রবল। শুদ্ধসত্ত্বের অর্থাৎ ভগবৎশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধক বলিতেছেন,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হই, আমাদের প্রবৃত্তি যেন সৎকর্ম্মসাধনের দিকে প্রধাবিত হয়। আমরা পরমানন্দ-লাভ করিতে চাই, সেইজন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইতেছি। তিনি জগতের আশ্রয়, কামনাকারীর কল্পতরু। তিনি আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, আমাদিগকে পরমানন্দের অধিকারী করুন। আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করুন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে নিত্যসত্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধকগণ পরম লীলাপরায়ণ ভগবানকে আরাধনা করেন। মন্ত্রাংশের 'ক্রীড়ন্তং' পদটী বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি ব্যাপার ভগবানের 'বালকচেষ্টিতবৎ' লীলামাত্র। সান্ত মানুষের নিকট এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পুরুষের কার্য্যকলাপের কারণ জানিবার অধিকার নাই, শক্তি নাই। কোন্ কারণ-বশে কার্য্য হইল, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া সাধারণ মানব তাহার কি মীমাংসা করিবে? আপাতঃদৃষ্টিতে অনেক কার্য্য অর্থহীন অথবা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা কেবলমাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির ফল। ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ তাই ভগবানের কার্য্যকলাপের কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে তাঁহার অপার শক্তির কথাই ভাবিতে পারে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশও নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জগতের জ্ঞানরাশি ভগবানকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। জ্ঞানামৃত ভগবানেরই শক্তি, তাহা তাঁহার চরণতল হইতে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শান্ত শীতল করে। সৌভাগ্যশালী সাধকগণ সেই পরমধন লাভ করিতে পারেন—তাহাদের ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা। যাঁহারা ভগবানের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁহাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। ভগবৎশক্তিপ্রভাবে তাহাদের সকল অভীষ্টই পূর্ণ হয়।

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব অন্যরূপ। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই, "হে সোম! তোমার সেবকেরা সুমধুর-স্বরে তোমার স্তব করিবার অভিলাষে যজ্ঞগৃহ-মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুদ্ধিমানেরা স্তোত্র-সহকারে সোমের আবাহন করিতেছেন। গাভী ইহার উপর দুগ্ধ ঢালিয়া দিতেছে।" (৮অ ৪খ—১সূ-২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ২ ৩ ২৩
আ নঃ সোম সংযতং পিপ্যুষীমিষ
২ ৩ ১২৩ ১২ ৩ ১২
মিন্দো পবস্ব পবমান উর্ম্মিণা।
২ ৩ ১২৩ ২উ ৩১২
যা নো দোহতে ত্রিরহন্নসশ্চুষী
৩১র ২র৩১২ ৩১২
ক্ষুমদ্বাজবন্মধুমৎসুবীর্য্যম্ ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো সোম' (দীপ্তিমন, জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'নঃ' (অস্মান্, অস্মাকং চিত্তবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'সংযতং' কৃত্বা ইতি যাবৎ 'পিপ্যুষীং' (প্রবৃদ্ধং, শক্তিদায়িকাং ইত্যর্থঃ) 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'উর্ম্মিণা' (প্রবাহেণ, ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'আ পবস্ব' (প্রকৃষ্টরূপেণ প্রদেহি অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); 'যা' (যা সিদ্ধিঃ) 'ত্রিরহন' (ত্রিকালং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চুষী' (অপ্রতিবন্ধী, আনুপূর্ব্ব্যেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং, অস্মদর্থং) 'ক্ষুমৎ' (শব্দোপেতং, সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং, পরাজ্ঞানযুক্তং) 'বাজবৎ' (আত্মশক্তিযুতং) 'মধুমৎ' (মাধুর্য্যোপেতং, অমৃতময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, পরমবলং ইত্যর্থঃ) 'দোহতে' (প্রযচ্ছতি) তাং সিদ্ধিং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং অমৃতময়ং আত্মশক্তিযুতং পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮ম-৪থ-১সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্যোতির্ম্ময় হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি আমাদিগের চিত্তবৃত্তি-সমূহকে সংযত করিয়া শক্তিদায়িকা সিদ্ধি, প্রভূতপরিমাণে আমাদিগের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে প্রদান কর; যে সিদ্ধি নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের জন্য পরাজ্ঞানযুত আত্মশক্তিযুত অমৃতময় পরম বল

প্রদান করে, সেই সিদ্ধি আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (৮অ—৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' দীপ্ত ! 'সোম' ! 'পবমানঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'সংযতং' সংগৃহীতং 'পিপ্যুষীং' প্রবৃদ্ধং 'ইষং' অন্নং 'ঊর্ম্মিণা' প্রবাহ-রূপেণ তদীয়েন রসেন 'পবস্ব' প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'যা' ইট্ 'নঃ' অস্মাকং 'অহন্' অহনি অক্তুঃ 'ত্রিঃ' ত্রিষু সবনেষু 'অসশ্চুষী' অপ্রতিবদ্ধা 'দোহতে'। কিং ? 'ক্ষুমৎ' শব্দোপেতং সর্ব্বত্র শ্রূয়মাণং 'বাজবৎ' বলবৎ 'মধুমৎ' মাধুর্য্যোপেতং 'সুবীর্য্যং' শোভন-সামর্থ্যং পুত্রং দোহতে। তামিষং পবস্বেতি সমন্বয়ঃ॥ 'ঊর্ম্মিণা'-'অদ্রিয়ং' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ-৪খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগেই বিভিন্ন ভাব ও ভাষার সাহায্যে সেই এক পরমশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও চলে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,— "হে সোম ! যে যুদ্ধ তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান হইয়া আমাদিগের জন্য প্রচুর ইক্ষু, অন্ন, মধু ও লোকজন (দাস) আনিয়া দিয়াছে, সেই অক্ষয় অন্নবর্দ্ধনকারী যুদ্ধের অভিমুখে তুমি ক্ষরিত হও।" ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুবাদকার ইক্ষু, অন্ন, মধু প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথায়ও এই সমস্ত বস্তুর উল্লেখ নাই। 'মধুমৎ' পদে মধু বুঝায় না। 'সুবীর্য্যং' পদে অনুবাদকার 'লোকজন (দাস)' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'বীর্য্যবান পুত্র'। উভয় ব্যাখ্যাতেই জোর করিয়া একটী বিশেষ্য বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে পুত্র বা দাসদাসীর কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। 'সুবীর্য্যং' পদে সেই পরমবীর্য্য বা শক্তিকে লক্ষ্য করে, যে শক্তি লাভ করিলে পার্থিব লোকবল, ধনবল তুচ্ছ জ্ঞান হয়, পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে না। যে সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষ সেই পরম শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করে, সেই সিদ্ধির জন্যই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের 'ত্রিরহন্' পদ হইতে ভাষ্যকার অর্থ আনিয়াছেন "অহন অহনি, অক্তুঃ ত্রিঃ ত্রিষু সবনেষু" অনুবাদকার অর্থ করিলেন 'তিনদিন অবিরত প্রবর্ত্তমান যুদ্ধ'। কিন্তু 'ত্রিরহন্'

পদে 'যুদ্ধ' বা 'সবন' প্রভৃতি কিছুই নাই - উহা ত্রিকালের অর্থাৎ নিত্যকালের দ্যোতক। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনন্তকাল এই 'ত্রিরহন্' পদ প্রকাশ করিতেছে। আমরা তাই উক্ত পদে নিত্যকাল অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

মন্ত্রের প্রার্থনার মূলভাব,—যে সিদ্ধি, যে শক্তি লাভ করিলে পরম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, মানুষ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সেই সিদ্ধির জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি, ভগবান আমাদিগকে সেই পরমসিদ্ধি প্রদান করুন। উহাতে যুদ্ধাদিরও কোন প্রসঙ্গ নাই, ইন্দু, মধু প্রভৃতিরও কোন উল্লেখ নাই।

মন্ত্রান্তর্গত 'সংযতং' পদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল, তাহা নানাদিকে নানাভাবে চলিতে যায়; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে শাসনাধীনে আনিয়া সৎপথে পরিচালিত করা অবশ্য প্রয়োজন। প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয় - পবিত্র সত্ত্বভাবের সাহায্যে। হৃদয় যখন নির্ম্মল পবিত্র হয়, মনে যখন কোন প্রকার হীন কামনা-বাসনা থাকে না তখনই মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিলে মানবের মন আপনা-আপনি সংযত হইয়া আসে। তাই বলা হইয়াছে - 'আমাদের চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া।' তাই প্রার্থনার ভাব,—"আমাদিগের হৃদয় মন পবিত্র হউক, আমরা যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সাহায্যে পরাজ্ঞান-পরাশক্তির অধিকারী হইতে পারি।" (৮অ—৪খ-১সূ ৩সা)॥ *

— * —

প্রথম-সূক্তে গেয়-গান।

২র ১র ২ ১ ·· ১ ২ র১ ২ ১
প্রোঅয়াসাষিৎ। ইন্দুরিন্দ্রো। ঙা ২ নিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা।

·· ১ ২ ১ ২ ১ ১ ·· ২র ১
তা ২ য়িসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতিভায়িঃ। সা ২ মর্ষতায়ি। সোমঃকলা।

২র১ ··১র ২ ২ র ১ ২ ১
শেশতয়া। মা ২ নাপথা ৩ ১ উ। প্রবোধিয়ো। মন্দ্রযুবো। বা ২

১ ২ ১ ২ ১ ·· ১ ২ ১র
য়িপন্যুবাঃ। পনস্যুবাঃ। সংবরণায়ি। ষূ ২ বক্রমুঃ। হরিক্রীড়া।

২১ — ১ ২ ১র ২ ১ — ১ ২
তমভ্যনু। বা ২ তস্তুভাঃ। অভিধেনা। বঃপয়সায়িৎ। আ ২ শিশ্রয়ু ৩

১ ২র ১র ২ ১ — ১র ২ র ১
রাউ। আনঃসোমা। সংযতম্পায়ি। প্যা ২ যীষিষাম্। ইন্দ্রোপবা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষড়শীতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চদশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১   – ২   ২র র ১র   ২র ১   — ১
স্বপবমা। না ২ উর্ম্মিণা। ষাসোদোতা। তেত্রিরহান্। আ ২ সঞ্চু ষারি।

২ ১র   ২ ১   — ২   ১ ১ ১ ১
ক্ষুমধাজাঃ। বন্মধুমাৎ। হ ২ বীয়িয়া ৩ মাউ। বা ২ ৩ ৪ ৫।

* * *

১   র র   ২ ১   ..   ১ র
২ প্রগো। অয়াসীদিন্দুরিন্দ্র। গুনিষ্কার্ত্তা ২ ম্। সখাসখ্যুর্ম্মপ্রমিনা।

২ ১ — ১   ২ ১   ১ ২
তিসঙ্গাম্নিরা ২ ম। মর্যাইবয়ুবতিভায়িঃ। সমর্ষাতা ২ ৩ ষি। সোমা ৩ঃ

৪ ৫   ২র ১   ১ ২ ৪   ২ ১
কাসা। শেশতায়া ২ ৩। মানা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬॥ প্রবোগা।

র   ২ ১ — ১   ২ ১ —
ধিয়োমন্ত্রযুগো বিপন্যুবা ২ঃ। পনস্যুবঃসম্বরণামি। যুষক্রামু ২ঃ।

১ র   ২ ১   ১ ২   ৪ ৫   ২ ১
হরিক্রীডন্তমভ্যনু। ষতস্তুভা ২ ৩ঃ। আভী ৩ ধেনা। বঃপয়াসা ২ ৩ য়িৎ।

১ ২   ৪   ২র ২ র   ১ র
আশা ৩ য়িশ্রা ৫ যূ ৬ ৫ ৬। আনোবা। সোমসংষতম্পারি। প্যাবী-

১ ..   ১ র   ২র ১ —   ১র র র র
মায়িষা ২ ম। ইন্দ্রোপনস্বপবমা। নউর্ম্মারিণা ২ ম। ষাসোদোহন্তেত্রিরহান।

২ ১   ১ ২   ৪ ৫ ২
অসশূষা ২ ৩ য়ি। ক্ষুগা ৩ দ্বাজা। বন্মধমা ২ ৩ ৎ। হ্বা ৩ য়িরা ৫ য়াপ ৫ ৬ ম্।

* * *

৩র২৩র৫র   ১ র   ৪   ২২৫   ৩২র৩৫   ১
৩। প্রোঅয়াসীৎ। ইন্দুরিন্দ্র। ২ ৩। স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখ্যাসখ্যুঃ। নপ্রমিনা ২ ৩।

৪   ২ ৪ ৫   ৩২৩৪   ১   ৪   ২৩৫   ৩র ৩ ৪
তী ৩ সঙ্গিরম্। মর্যাইব। যুবতিভা ২ ৩ য়িঃ। সা ৩ মর্ষতি। সোমঃকলা।

১র   ২ ৪   ৩২র৩৫   ১
শেশতয়া ২ ৩। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ঃ। মন্ত্রযুবো ২ ৩।

৪   ২৩৫   ৩২৩৫   ১   ৪   ২২৫   ৩ ২৩র৫
বা ৩ য়িপন্যুবঃ। পনস্যগঃ। সবরণা ২ ৩ য়ি। য ৩ বক্রমুঃ। হরিক্রীড।

১   ৪   ২৩৫   ৩ ২৩রর   ১   ২
ন্তমভ্যনু ২ ৩। যা ৩ স্তুভঃ। অভিধেনা। বঃপয়সা ২ ৩ য়িৎ। আশী ৩

৪　　　৩র ২৩র ৫　১　　৪　২র৩৫
ম্রিশ্রা৫ য়ূ ৬ ৫ ৬ ঃ।　আনাঃলোম।　সংস্বতপা ২ ৩ য়ি।　ব্ ৩ বীমিবশ।

৩ ২র৩৫　১　　৪ ২র ২৫র ৩র২র৩র ৫　১র
ইন্দ্রোপব।　স্বপবমা ২ ৩।　না ৩ উর্ম্মিণা।　যানোদোহ।　ভেত্রিবহা ২ ৩ ন।

৪　র ৩৫র　৩২n৩র৫　১　　২
আ ৩ সশ্চুবী।　ক্ষুমন্বাজা।　বন্নধুমা ২ ৩ ৫।　সুবা ৩ -

৪ ২
য়িরা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্ (৩)॥

* * *

৩র ২n৩　৫　১ ৩　৫　১ ২ ১২　১
৪।　প্রোআয়া ২ ৩ ৪ সীং।　ইন্দুরা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা।　স্যানিষ্কৃতা ৩ ম্।　হোয়ি।

৩২৲ ৩　৩　২ n ৩　৫　১ ২ ১ ২　১
সখাসো ২ ৩ ৪ স্যুঃ।　নপ্রামী ২ ৩ ৪ না।　ত্যায়িসঙ্গিরা ৩ ম্।　হোয়ি।

৩ ২ ৩　৫　২n ৩　৫　১২ ১　১
মর্য্যাঈ ২ ৩ ৪ বা।　যুবাতী ২ ৩ ৪ ভায়িঃ।　সামর্ষতা ৩ য়ি।　হোয়ি।

৩র২n ৩　৫　২র ৲ ২　৫　১২র১২　১
সোমাঃকা ২ ৩ ৪ লা।　শেশাভা ২ ৩ ৪ য়া।　মানাপথা ৩।　হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

৩ ২৲　৫　২ ৲৩　৫　১ ২ ১ ২　১
প্রবোধী ২ ৩ ৪ য়ো।　মঙ্গ্রায়ু ২ ৩ ৪ বো।　বায়িপস্যাবা ৩ঃ।　হোয়ি।

৩২৲৩　৫　২ ৲ ৩　৫　১২১ ২　১　৩২n
পনায়া ২ ৩ ৪ বাঃ।　সংবারা ২ ৩ ৪ শায়ি।　যুষক্রমূ ৩ঃ।　হোয়ি।　হরা-

৩　৫　২ ৲ ২　৫　১ ২ ১ ২　১
য়িশুক্রা ২ ৩ ৪ য়িডা।　স্তমাভ্যা ২ ৩ ৪ নু।　যাতস্তভা ৩ঃ।　হোয়িণ

৩২n ৩　৫　২ n ৩　৫　১ ২ ১২　১
অভায়িধে ২ ৩ ৪ মা।　বঃপায়া ২ ৩ ৪ সায়িৎ।　আশিশ্রয়ূ ৩ঃ।　হো

৩র ২n　৫　২ n ৩　৫　১ ৩র১ ২
২ ৩ ৪ ৫ ঈ।　আনাঃসো ২ ৩ ৪ মা।　সংবাতা ২ ৩ ৪ স্পী।　পুাবীমিবা ৩ ম।

১　৩ ২n ৩　৫　১n ৩　৫　১২র১ ২　১
হোয়ি।　ইন্দোপা ২ ৩ ৪ বা।　স্বপাবা ২ ৩ ৪ মা।　নাউর্ম্মিণা ৩।　হোয়ি।

৩ ২ ৩　৫　২র　৫　১ ২ ১ ২　১
যাঁনোয়ো ২ ৩ ৪ হা।　ভেত্রীরা ২ ৩ ৪ হান্।　আসশ্চুবা ৩ য়ি।　হোয়ি।

৩২ⁿ৩ ৫ ২ n৫৫ ৫ ১২র ১২
ক্ষুমাধা ২ ৩ ৪ জা। বম্মাধূ ২ ৩ ৪ মাৎ। সুবীরিয়া ৩ ম্।

১
হো ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২র র ১ ২র ১র ২ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪ ২ ১র
৫। হাউহাউ। হুপ্। প্রোঅয়াসাস্নিৎ। ইন্দুরি। দ্রপ্তনিষ্কৃতাম্। সখাসখ্যুঃ।

২ ১ ২র ৩৪ ৫ ২ ১ ২১ ২u ৩৪ ৫ ২র ১
নপ্রমি। নাতিসঙ্গিরাম্। মর্য্যইবা। যুবতি। ভিঃসমর্যতারি। সোমঃকলা।

২র ১ ২রn ৩২ ৪ ২ ১র ২ ১ ২র ৩ ৪
শেশত। যা। মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবোধিয়ো মন্দ্রয়ু। বোবিপস্ত্যাবাঃ।

২১ ৩র ২ ১ ২রⁿ৩ ৪ ৫ ২ ১ র ২ ১ ১র ৩৪ ৫
পনস্যুবাঃ। সংবর। শেষুবক্রমুঃ। তরিক্রীডা। তমভা। নুবতস্তথাঃ।

২ ১ র ২ ১ ২রⁿ ৩২ ৪ ২র ১
অভিধেনা। বঃ পয়। সেৎ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ। আনঃ

র ২ ১ ২ ৩ ৪র ৫ ২ ১র ২ ১ ২র৩৪র ৫
সোমা সংযতম্। পিপ্যুষীমিষাম্। ইন্দোপবা। স্বপব। মানউর্ম্মিণা।

২র১র র ২র ১ ২ঃ৪ ৫ ২র র ১ ২ ১ র
যানো দোহা। তেভ্রির। হরশ্চষারি। হাউহাউ। হুপ্। ক্ষুমদ্বাজা।

২১ ২ ৩২ ৪
বন্মধু। মৎ। সুবা ৩ রা ৫ য়া ৬ ৫ ৬ ম্।

* * *

২র ১ ২রর ৪ ২ ৩৫ ২.১ ২ ৪
৬। প্রোআ। রাসীদিন্দুরিন্দ্রা ৩ স্যা ৩ নিষ্কৃতম্। সখা। সখ্যুর্প্রমিনা ৩ তী ৩

২ ৩ ৫ ২ ১ ২ ৪ ২৩ ৫ ২র ১ ২ র
সঙ্গিরম্। মর্যাঃ। ইবযুবতিভা ৩ য়িঃ সা ৩ মর্ষতি। সোমাঃ। কলশেশতয়া।

৩ ২ ৪ ২ ১ ২ র ৪ ২ ৩ ৫ ২ ২
মনা ৩ পা ৫ থা ৬ ৫ ৬। প্রবো। ধিয়োমন্দ্রয়ুবো ৩ বা ৩ য়িপস্যুবঃ। পনা।

২ ৪ ২ ৩ ২ ২ ১ ২র ৪ ২ ৩ ৫
স্যুবঃসংবরণা ৩ য়িষূ ৩ বক্রমুঃ। হরায়িম্। ক্রীড়ন্তমভ্যাম্ ৩ ষা ৩ ভস্তভঃ।

২ ১ ২ব রⁿ ৩ ২ ৪ ২র ১
অভারি। ধেনবঃ পয়সেৎ। আশা ৩ য়িশ্রা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬। আনাঃ।

২র ১ ২র৩৫ ২ ১ ২ ২র ৩৫র
সোমসংস্বতম্পা ৩ রিপূ। ৩ বীমিষম্। ইন্দো। পবস্বপবমা ৩ না ৩ উর্ম্মিণা।

২র ১ ২র র র ২৪৫ ২ ১ ২র n
যাসো। সোহতে। ত্রিয়হা ৩ মা ৩ দশ্চ্যূ বী। ক্ষুমাৎ। বাজবন্মধুমৎ।

৩২ ৪
স্বপা ৩ য়িয়া ৫ য়া ৬৫৬ ম্। ১২৩। *

—*—

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার সদাবৃধম্।

২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ২র
ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈর্ব্বিশ্বগূর্ত্তমৃভ্বসমধৃষ্টং ধৃষ্ণুমোজসা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (যঃ জনঃ) 'যজ্ঞৈঃ' (স্বকীয়ৈঃ কৃতকর্ম্মভিঃ, ভগবৎপ্রীতিসাধকৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'সদাবৃধং' (নিত্যবর্দ্ধমানং, চিরনবীনত্বসম্পন্নং, যদ্বা—প্রার্থনাকারিণাং নিত্য-বর্দ্ধকং ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বগূর্ত্তং' (সর্ব্ববরেণ্যং, জগদারাধ্যং ইতি ভাবঃ) 'ঋভ্বসং' (মহান্তং) 'ধৃষ্ণুং' (শত্রূণাং ধর্ষকং, শত্রুনাশকং) 'ওজসা' (বলেন) 'অধৃষ্টং' (অপ্রতিহতশক্তিভূতং, অজেয়ং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, পরমৈশ্বর্য্যশালিনং ভগবন্তং ইত্যর্থঃ) 'চকার' (স্বানুকূলং কৃতবান্ ইতি যাবৎ) 'তং' (তং জনং বিনা ইতি ভাবঃ, অথবা সঃ জনঃ) 'কর্ম্মণা' (স্বকীয়েন কৃতকর্ম্মণা) 'ন' (অন্য কোঽপি, অথবা কদাচিদপি) 'নকিঃ' (নৈব) 'নশৎ' ব্যাপ্নোতি, ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, অথবা আত্মানং বিনাশয়তি ইতি ভাবঃ) মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ নিত্যসত্যপ্রকাশকশ্চ। যো জনঃ সৎকর্ম্ম-সাধনেন ভগবৎপ্রীতিং উপজনয়তি অপিচ সর্ব্বকর্ম্মফলং ভগবতি সমর্পয়তি, সঃ হি কেবলং ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, অপিচ স্বকীয়েন কর্ম্মণা সঃ আত্মানং ন বিনাশয়তি অর্থাৎ তস্য কর্ম্মফলং বন্ধনমূলং ন ভবতি। অতঃ প্রার্থনাঃ,—সৎকর্ম্মসাধনেন ভগবন্তঃ প্রাপ্তুং সঙ্কল্পবন্তঃ ভবামি ইতি ভাবঃ। (৮ম ৪থ—২সূ—১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র গ্রথিত তিনটী মন্ত্রের ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"প্রবত্ভার্গবম্" "কারব" "সৌপাত্তব" "যজ্ঞসারিথম্" "বারাহম্" এবং "অপামীবম্।"

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের অথবা ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা নিত্য বৰ্দ্ধমান চিরযৌবনসম্পন্ন অথবা প্রার্থনাকারীদিগের নিত্য-বৰ্দ্ধক, আগদারাধ্য, মহান্, শত্রুগণের ধর্ষক, বলের দ্বারা অনভিভব্য অর্থাৎ অজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন না, অথবা তিনি কখনও আপনার কৃত-কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনাশ করেন না। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক ও নিত্যসত্যপ্রকাশক। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, একমাত্র তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন; অপিচ, আপনার কর্ম্মের দ্বারা তিনি আপনি বিনষ্ট হন না। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে পাইবার জন্য যেন আমি সঙ্কল্পারূঢ় হই)। (৮অ—৪খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ ভাষ্যং।

'তং' জনং অন্যো মর্ত্ত্যো জনঃ 'কর্ম্মণা' হননাদি-ব্যাপারেণ 'নকিঃ নশৎ' নৈব ব্যাপ্নোতি, 'যঃ' 'ইন্দ্রং চকার' ইন্দ্র মেবানুকূলং যজ্ঞৈঃ সাধনৈশ্চকার। কীদৃশমিন্দ্রং? 'সদাবৃধং' সর্ব্বদা বর্দ্ধকং, 'বিশ্বগূর্ত্তং' সর্ব্বৈঃ স্তুত্যং, 'ঋভ্বসং' মহান্তং 'ওজসা' স্বীয়েন বলেন 'অধৃষ্টং' শত্রুভিরনভিভূতং 'ধৃষ্ণুং' শত্রূণামভিভবনশীলং। 'ধৃষ্ণুমোজসা'— ধৃষ্ণবোজসং' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৪খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীতে বিশেষ কোনও জটিলতার ভাব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে মন্ত্রের জটিলতার বিষয় বোধগম্য হইতে পারে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পাদের অন্তর্গত 'ন' পদের অর্থ ভাষ্যমধ্যে নাই। ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়, 'সে যজমানকে হননাদি ব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করে না, যে ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করে। সেই ইন্দ্র কীদৃশ? সর্ব্বদা বর্দ্ধক, সকলের স্তুতির যোগ্য, মহান, বলের দ্বারা অন্যের অধর্ষিত, শত্রুগণের ধর্ষক, ইত্যাদি। ব্যাখ্যাকারের অর্থ একটু স্বতন্ত্র প্রকারের। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—"সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, সকলের স্তুত্য, মহান ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন,

তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।" ভাষ্যের ব্যাখ্যার সহিত, ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা মিলাইয়া পাঠ করিলেই পার্থক্য বোধগম্য হইবে।

ইন্দ্রদেবের বিশেষণ পদ কয়েকটীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে দুই একটী পদের অর্থে আমরা ভাষ্যাতিরিক্ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতার বিষয় উপলব্ধি হইলে, ঐ সকল পদের অর্থের সমীচীনতা আপনিই বোধগম্য হইবে। আমরা ভাষ্যকারের বা ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি নাই; কারণ, ঐ সকল ব্যাখ্যায় কি যে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

মন্ত্রের প্রধান আলোচ্য—'ন কিষ্টং কর্ম্মণা নশদ্যশ্চকার ইন্দ্রং ন যজ্ঞৈঃ।' মন্ত্রের অন্তর্গত এই অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণা' পদের অর্থ, ভাষ্যকার করিয়াছেন—'হননাদিব্যাপারেণ'; আর 'যজ্ঞৈঃ' পদের অর্থ হইয়াছে,—'ইন্দ্রমেবানুকূলযজ্ঞৈঃ সাধনৈঃ'। ইহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'যিনি ইন্দ্রের অনুকূল যজ্ঞ সাধন করেন, তাঁহাকে হননাদিব্যাপারের দ্বারা ব্যাপ্ত করিতে পারে না। অর্থাৎ, তিনি কখনও হিংসাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।' এখানে দেবতার উদ্দেশ্যে বিহিত যজ্ঞ-কর্ম্মে অহিংসার প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা সিদ্ধান্ত করি। যদিও মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা সম্ভাবমূলক, তথাপি এরূপ ভাব পরিগ্রহে একটু কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমরা 'তং ন কর্ম্মণা নকিঃ নশৎ' মন্ত্রাংশে দ্বিবিধ অর্থ উপলব্ধি করি। 'তং' পদের এক অর্থ হয়,—'তং জনং বিনা' (ভাষ্যকারের অর্থানুসারে), বিভক্তি-ব্যত্যয়ে আর এক অর্থ হয়,—'সঃ জনঃ।' দ্বিতীয় 'ন' পদের কোনও অর্থ ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। 'তং পদের অর্থের সহিত সমন্বয়ে ঐ 'ন' পদের এক অর্থ হইতে পারে—'কোঽপি', আর এক অর্থ হইতে পারে,—'কদাচিদপি' ('তং' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক 'সঃ জনঃ' অর্থের সমন্বয়ে)। আর 'নশৎ' পদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ অন্বয়মূলক অর্থ যথাক্রমে 'ভগবন্তং প্রাপ্নোতি' এবং 'আত্মানং বিনাশয়তি' হইতে পারে। এইরূপ দ্বিবিধ অন্বয়ে মন্ত্রের যে সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ হয়, তাহা এই,—(১) যে ব্যক্তি স্বকীয় কৃতকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েন না; এবং (২) যে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে আপনার অনুকূল করিয়াছেন, তিনি কখনও আপনার কৃতকর্ম্মের দ্বারা আপনি বিনষ্ট হন না।' ইহার এক ভাব এই যে,—ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের সামীপ্য-লাভে সমর্থ হয়েন। সৎকর্ম্মের দ্বারা, চিত্ত-বৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে শুদ্ধসত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি হইলে, মানুষের চরম গতি মোক্ষ অধিগত হয়। আর এক ভাব এই যে,—আপনার কর্ম্মের প্রভাবে যিনি ভগবানের অনুকম্পা লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'সৎকর্ম্মের দ্বারা যিনি সত্ত্বভাব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার মন কদাচ অসদভিমুখে প্রধাবিত হয় না।' সৎকর্ম্ম-সাধনেই মানুষ আপনাকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হয়। 'আত্মাকে বিনষ্ট করার' তাৎপর্য্য 'পাপকলুষিত

নিরয়গামী হওয়া।' 'পাপানুষ্ঠানে আত্মার অবনতি সাধন করাই' আত্মার বিনাশ-সাধন। এ অবস্থায় তাহার কর্ম্মই তখন তাহার বন্ধনের হেতুভূত হয়। এই অবস্থায়ই পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গীতায় শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।
"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

অর্থাৎ,—'বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে, এই লোকে কর্ম্ম-বন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।' 'অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃতব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি দ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।' এখানে, এই সাম-মন্ত্রে সেই উদ্বোধনাই কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর মনে জাগাইয়া তুলিতেছে। ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মে মোক্ষ অধিগত হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং পুনঃপুনঃ গতাগতির কারণ হইয়া থাকে। যিনি এতদ্বিষয় জানিয়া ভগবানের প্রীতিকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সংসার-বন্ধনের ভয় থাকে না, মন্ত্রে এই ভাব পরিব্যক্ত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রে যে আত্মোদ্বোধনার ভাব—প্রার্থনার ভাব প্রকটিত, আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! আমি যেন আপনার প্রীতিসাধক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই; আমার মন যেন এমন কর্ম্মে কদাচ প্রধাবিত না হয় যে কর্ম্মের দ্বারা আপনা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি।' * (৮অ ৪খ—২সূ ১সা) ॥

———*———

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অষাঢ়মুগ্রং পৃতনাসু সাসহিং যস্মিন্মহীরুরুজ্রয়ঃ ৷
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
সং ধেনবো জায়মানে অনোনবুর্দ্যাব
১ ২
ক্ষামীরনোনবুঃ ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্ভুক্ত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্মিন্' (যে দেবে) 'জায়মানে' (জাতে, প্রকাশমানে, জগতি প্রাদুর্ভূতে সতি) 'মহীঃ' (মহান্তঃ) 'উরুজ্রয়ঃ' (বহুবেগাঃ, আশুমুক্তিদায়কাঃ) 'ধেনবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'সমনোনবুঃ' (সমস্তুবন, তেন সহ সম্মিলিতাঃ ভবন্তি ইতি ভাবঃ) 'দ্যাবঃ ক্ষামীঃ' (দ্যুলোক-ভূলোকৌ, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জনাঃ ইত্যর্থঃ) ('সমনোনবুঃ' (সমস্তুবন, তন্মহিমানং কীর্ত্তয়ন্তি); 'অষাঢ়ং' (অসহনীয়ং, অপরাজেয়ং) 'পৃতনাসু সাসহিং' (শত্রুসেনাসু অভিভবিতারং, রিপুনাশকং ইত্যর্থঃ) 'উগ্রং' (উদ্গূর্ণবলং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) তং দেবং অহং আরাধয়ামি ইতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সর্ব্বলোকারাধনীয়ং পরমদেবং আরাধয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (৮অ—৪খ ২সূ ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা জগতে প্রাদুর্ভূত হইলে মহান্ আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞানকিরণসমূহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়, বিশ্ববাসী সর্ব্বলোক তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করে, অপরাজেয়, রিপুনাশক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন সেই দেবতাকে যেন আমি আরাধনা করি। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—সর্ব্বলোকারাধনীয় পরমদেবকে আমি যেন আরাধনা করি)॥ (৮অ—৪খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অষাঢ়ং' অসোঢ়ং 'উগ্রং' উদ্গূর্ণবলং 'পৃতনাসু' শত্রুসেনাসু 'সাসহিং' অভিভবিতারমিন্দ্রং স্তোমীত্যর্থঃ। 'যস্মিন্' ইন্দ্রে 'জায়মানে' 'মহীঃ' মহত্যঃ 'উরুজ্রয়ঃ' বহু-বেগাঃ 'ধেনবঃ' ভবিরাদিমা প্রীণয়িত্র্যঃ অন্যা গাব এব বা 'সমনোনবুঃ' সমস্তুবন। ন কেবলং ধেনব এব অপি তু 'দ্যাবঃ' দ্যুলোকাঃ 'ক্ষামী' পৃথিব্যাশ্চ সমনোনবুঃ তত্রত্যাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো নমস্কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। 'ত্রিবৃতো লোকাঃ'—ইতি শ্রুতেঃ বহুবচনং। 'ক্ষামীঃ—'ক্ষামঃ' ইতি পাঠৌ॥২॥

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"অন্যের অসহ্য, উগ্র, শত্রু সেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্ট

বেদসকল স্তুতি করিয়াছিল, দ্যুলোক সকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।" ভাষ্যকার আবার একস্থলে লিখিয়াছেন, "অজা গাব এব বা সমনৈষুঃ সমস্তবন।" দেখা যাইতেছে—ভাষ্যানুসারে পশুগণ পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনা করে। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে অজা ছাগ প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের কোন কোনও স্থলে মতবিরোধ ঘটিলেও মোটের উপর বিশেষ অনৈক্য হয় নাই। ভগবান যখন বিশ্বে প্রকাশিত হয়েন, তখন সর্ব্বজীব, অতি সাধারণ মানবও তাঁহার আবির্ভাবের মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও উপলব্ধি করিতে পারে। মহাপ্লাবন আসিলে তাহা কাহারও অবিদিত থাকে না। সকলেই সেই পরম পুরুষের আরাধনায় নিযুক্ত হয়। এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থনামূলক আত্মোদ্বোধন 'আমি যেন সেই পরম পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারি।' (৮অ ৪খ ২সূ-২সা)। *

— • —

দ্বিতীয় সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২ ১২র১ ২৩র২১ ২৩র ২ ১ ২ ১
নকিষ্টা ৩ কর্ম্মণানশাৎ। যশ্চাকারা। সদাবৃধা ২ ৩ ম্। সদাবৃধাম্। ইন্দ্রায়ুধা।

৩ ২ ২১ ১ -- ১ ২৩ ২ ১ ২ ১ ২৩র২ ১
ঊৈর্ব্বিশ্বগূ। তমা ২ র্ভূসা ২ ৩ ম্। তমৃভূসাম্। অধাষ্টস্কং। ধৃষ্ণোজসা

২৩র ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪র ৫ ১ ১২ ১ ২৩র ২১
২ ৩। ধৃষ্ণোজসা ৩ ৪ ৩॥ অধৃষ্টা ৩ স্কং ধৃষ্ণোজসা। অধাষ্টস্কং। ধৃষ্ণোজসা

১ ৩র ২ ১ ২১ ২ ৩ ২ ২ ৭ -- ১
২ ৩। ধৃষ্ণোজসা। অষাঢ়ম্। উগ্রম্পৃতনা। সুসা ২ সহা ২ ৩ য়িম্।

২৩র ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ৫ ২
সুসাসহীম্। যস্মান্নিস্মহারিঃ। উরুক্রমা ২ ৩ঃ। উরুক্রমা ৩ ৪ ৩ঃ। যস্মিন্মা

৪ ৫র ৪ ৫ ২ ১ ২ ১ ২৩ ২১ ২ ৩ ২ ১ ২ ১
৩ হীরুরুক্রমাঃ। যস্মাগ্নিস্মগারিঃ। উরুক্রমা ২ ৩ঃ। উরুক্রমাঃ। সন্ধাগ্নিনবো।

২র৩২র১ ৭ -- ১ ২ ২র ২ ৫ ২র ১ ২ ৩র২১
আয়মানে। অনো ২ নবূ ২ ৩ঃ। অনোনবূঃ ত্বাবাক্ষামাগ্নি। অনোনবূ

২ ৩র ২ ১
২ ৩ঃ। অনোনবূ ৩ ৪ ৩ঃ। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঔ। ডা ॥ ১০২ ॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের সপ্ততিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"বৈখানসং।"

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ১ ২
সখায় আ নিষীদত পুনানায় প্র গায়ত।
২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
শিশুং ন যজ্ঞৈঃ পরি ভূষত শ্রিয়ে॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সৎকর্ম্মণি সখীভূতাঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'আনিষীদত' (ভগবন্তং স্তোতুং উপবিশত, ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ); 'পুনানায়' (পবিত্রকারকায় দেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রগায়ত (আরাধয়ত, প্রার্থনাপরায়ণাঃ ভবত); শ্রিয়ে' শোভার্থং, শোভাসম্পাদনায়) 'শিশুং ন' (জনঃ যথা বালং ভূষয়তি তদ্বৎ) 'যজ্ঞৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনেন) 'পরিভূষত' (ভগবন্তং অলঙ্কুরুত, তং পূজয়ত ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। অহং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পূজাপরায়ণাঃ ভবানি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে সখিভূত হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবানকে আরাধনা কর; ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হও; শোভাসম্পাদনের জন্য মানুষ যেমন শিশুকে ভূষিত করে, সেইরূপভাবে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবানকে অলঙ্কৃত কর, অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা কর; (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পূজাপরায়ণ হই।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সখায়ঃ' সখীভূতাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ! 'আ নিষীদত' স্তোতুমুপবিশত। অথ 'পুনানায়' পূয়মানায় সোমায় 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ গায়ত তমভিষ্টুত। ততঃ অভিষ্টুতং সোমং 'যজ্ঞৈঃ' যজমানীয়ৈঃ হবির্ভিশ্চিশ্রয়ণৈশ্চ 'শ্রিয়ে' শোভার্থং 'পরিভূষত' পরিতোঽলঙ্কুরুত। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'শিশুং ন' যথা শিশুং বালং পুত্রং পিতর আভরণৈরলঙ্কুর্বন্তি তদ্বৎ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১১৫৫) সামের মর্ম্মার্থ।

"জগৎ কে জয় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন,— "যিনি মনকে জয় করিয়াছেন।" মনই মানুষকে উন্নতি বা অবনতির পথে লইয়া যায়। যখন মন মানুষকে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করে, তখন সে মানবের পরমবন্ধু কারণ, এই সৎকর্ম্ম-সাধনার দ্বারাই মানুষ মোক্ষপথে অগ্রসর হয়। মনকে বশীভূত করা, মনের উপর আধিপত্য করা সহজ কার্য্য নয়। তাই মনের বন্ধুত্বলাভই পরমমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ মন যখন সৎকর্ম্মের প্রেরয়িতা হয়, তখনই মানুষ মঙ্গলের পথে চলিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের মধ্যে একটী উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। শিশুকে যেমন মানুষ (অথবা তাহার পিতা) অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করে, সেইরূপভাবে আমরা যেন আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারা ভগবানকে ভূষিত করি। আমাদিগের সৎকর্ম্ম প্রার্থনা প্রভৃতিই ভগবানকে নিবেদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপহার। শিশুকে যেমন স্নেহের সহিত, আনন্দের সহিত, মানুষ উপহার প্রদান করে, তেমনই আনন্দ ও ভক্তির সহিত আমরা যেন তাঁহার চরণে আমাদিগের প্রার্থনা নিবেদন করিতে পারি। ভগবান তাঁহার সন্তানগণের সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেখিলে আনন্দিত হয়েন। সেই সৎপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকেই তিনি ভক্তের অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। এই উপমা দ্বারা হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও ভগবৎপূজার ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (৮অ - ৫খ—১সূ - ১সা)। •

— — • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ৩   ৩ ২উ   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২   ৩ ১ ২
সমী বৎসন্ন মাতৃভিঃ সৃজতা গয়সাধনম্।
৩ ২   ১ ২ ৩ ১র   ২র
দেবাব্যাং৩ মদমভি দ্বিশবসম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতৃভিঃ' (মাতৃভিঃ যথা প্রেম্ণা বৎসং উৎপাদ্যন্তে, আক্রিয়ন্তে চ তদ্বৎ) হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'দ্বিশবসং' (দ্বিগুণবলং, প্রভূতবলসম্পন্নং) 'মদং' (মদকরং,

---

• এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

পরমানন্দদায়কং) 'দেবাব্যং' (দেবানাং, দেবভাবানাং রক্ষকং) 'গয়সাধনং' (প্রাণভূতং, সাধকানাং প্রাণস্বরূপং 'ঈং' (এনং শুদ্ধসত্ত্বং ইত্যর্থঃ) 'অভি সংস্কৃণুত' (হৃদি সমুৎপাদয়ত) ।

আত্মোদ্বোধকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং হৃদি পরমানন্দদায়কং অমৃতময়ং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুয়াম—ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ-৫খ—১সূ—২সা) ।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

মাতৃগণকর্তৃক যেমন প্রেমের সহিত বৎস উৎপাদিত হয় এবং আদর লাভ করে, সেইরূপ হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা প্রভূতবলসম্পন্ন, পরমানন্দদায়ক, দেবভাবের রক্ষক, সাধকদিগের প্রাণস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে সমুৎপাদন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভাব এই যে,—আমরা যেন হৃদয়ে পরমানন্দদায়ক, অমৃতময় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হই।) । (৮অ—৫খ—১সূ—২সা) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'গয়-সাধনং' গৃহস্য সাধনভূতং 'ঈং' এনং সোমং 'মাতৃভিঃ' মাতৃভূতাভিঃ বসতীবরীভিঃ 'সংস্কৃণুত' সম্মিশ্রয়ত, কথমিব? 'বৎসম্' যথা বৎসং মাতৃভিঃ গোভিঃ সংযোজয়ন্তি তদ্বৎ। কীদৃশং? 'দেবাব্যং' দেবানাং রক্ষকং 'মদং' মদন-হেতুং 'দ্বিশবসং' দ্বিগুণবেগং অতিশয়িত-বলং বা যদ্বা দ্যোলোকয়োস্তত্র স্থিতা দেবমনুষ্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং হবির্দ্দানপ্রদানেন প্রবর্দ্ধয়িতারং তং সোমং 'অভি' সংস্কৃণুত। (৮অ—৫খ-১সূ-২সা) ।

* . *

দ্বিতীয় (১১৫৬) সামের মর্ম্মার্থ।

——— * ———

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। এই আত্মোদ্বোধনের মধ্যে সত্ত্বভাবের মহিমাও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্ত্বভাবের বিশেষণ কয়েকটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম অংশেই একটী উপমা আছে—'বৎসং ন মাতৃভিঃ' অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানকে উৎপাদন করেন, এবং আদর করেন ঠিক সেইরূপভাবে হৃদয়ে সত্ত্বভাব উৎপাদন কর এবং হৃদয়ের সহিত তাহা ভালবাস। এই উপমা দ্বারা সত্ত্বভাব প্রাপ্তির ঐকান্তিকতার বিষয় লক্ষিত হইতেছে।

সত্ত্বভাব—'গয়সাধনং'। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'গৃহস্য সাধনভূতং'। কিন্তু বিবরণকার অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন—'গয়ঃ প্রাণাঃ দেবানাং প্রাণসাধনার্থং" আমাদের মতে বিবরণকারই অধিকতর সুষ্ঠু অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

দেবাব্যং অর্থাৎ দেবভাবের রক্ষক—শুদ্ধসত্ত্ব। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন হইলে তাহার প্রবৃত্তি নির্ম্মল হয় দেবভাব উজ্জ্বল হয়। এই দেবভাবের বলেই মানুষ মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্ব—পরমসাধনং মদং। সেই পরমমঙ্গলসাধক চিদানন্দদায়ক সত্ত্বভাবকে হৃদয়ে উৎপাদন করিবার জন্যই এই আত্মোদ্বোধন।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্য অর্থ পরিদৃষ্ট হয়, নিম্নে একটী নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি,—"এই যে সোম, ইঁহার প্রসাদে গৃহলাভ হয়, ইনি দেবতাদিগের নিকট যাইয়া মত্ততা উৎপাদন করেন। ইনি প্রভূতবলে বলী; যেরূপ গোবৎসকে তাহার মাতার সহিত সংযোজিত করে তদ্রূপ সোমের মাতৃস্বরূপ জলের সহিত সোমকে সংযোজিত কর।" (৮অ-৫খ-১সূ-২সা) ॥

— • —

তৃতীয়া সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ৩ ১ ২

পুনাতা দক্ষসাধনং যথা শর্দ্ধায় বীতয়ে।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যথা মিত্রায় বরুণায় শন্তমম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'যথা' (যেন প্রকারেণ, 'শর্দ্ধায়' (বেগায়, আশুমুক্তিদানায়) তথা 'বীতয়ে' (পানায়, ভগবতঃ গ্রহণায়—ভবতি ইতি যাবৎ) তথা 'দক্ষসাধনং' (বলসাধনং, আত্মশক্তিদায়কং-সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ) 'পুনাতা' (পুনীত, পবিত্রং, বিশুদ্ধং কুরুত); 'মিত্রায় বরুণায়' (মিত্রভূতায় অভীষ্টবর্ষকদেবায়) 'যথা' (যেনপ্রকারেণ) 'শন্তমং' (সুখজনকং, প্রীতিজনকং-ভবতি ইতি যাবৎ) তথা কুরুতঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ। ভগবৎপ্রাপ্তয়ে সয়ং হৃদি শুদ্ধসত্ত্বং সমুৎপাদয়াম—ইতি আত্মোদ্বোধন-মূলকঃ ভাবঃ। (৮অ ৫খ—১সূ-৩সা)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! যে প্রকারে আশুমুক্তি দানের এবং ভগবানের গ্রহণের (উপযোগী) হয় সেইরূপ ভাবে আত্মশক্তিদায়ক

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর; মিত্রভূত অভীষ্টবর্ষকদেবের যাহাতে প্রীতিজনক হয় সেইরূপ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। মন্ত্রের আত্মোদ্বোধনমূলক ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব যেন সমুৎপাদন করি।)॥ (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'দক্ষসাধনং' বলস্য সাধনং ধনানাং বৃদ্ধের্বা সাধকং সোমং 'পুনাত' পবিত্রেণ পুনীত। পূঞ্ পবনে (উ০) ক্র্যাদিঃ; তস্মাল্লোটি তপ্তনপ্তনথনাশ্চ, (৭।১।৪৫) ইতি তস্য তবাদেশঃ পিতাদীর্ঘাভাবঃ 'শর্দ্ধায়' বেগার্থং 'বীতয়ে' দেবানাং পানার্থং যথা ভবতি তথা 'মিত্রায়' 'বরুণায়' চ 'শন্তমং' অতিশয়েন সুখং যথা ভবতি তথা পুনীতেত্যর্থঃ। 'শন্তমং'—'শন্তমঃ' ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৫৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হইতে পারে সেইজন্য আত্মোদ্বোধন পরিদৃষ্ট হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বলাভের একটী উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। যাহাতে ভগবানকে লাভ করা যায়, যাহাতে মানব আপনার সমস্ত ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারে তেমনি ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন ভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে হইবে ও তাহা ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে হইবে, তাহা যেন ভগবানের গ্রহণীয় হয়, প্রীতিজনক হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যান্ত না সেই ভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। হীরক খনিতে জন্মে, যে পর্য্যন্ত তাহা খনিতে অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে সেই পর্য্যন্ত তাহা ব্যবহারো-পযোগী হয় না। খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর তাহা ব্যবহারের উপযোগী হয়। মানুষের হৃদয়ও অনন্ত খনি। তাহার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুরই স্থান আছে। কিন্তু সেই সকলকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তি চাই। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব দেবপ্রবৃত্তি সমস্তই সুপ্ত অবস্থায় আছে। তাহাদিগকে জাগরিত করিতে হইবে। মানুষই দেবতা হয়—সাধনা দ্বারা। সাধন প্রভাবে মানবের অন্তর্নিহিত দেবভাবকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারিলে, তাহাকে কাজে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়।

স্বরূপতঃ মানুষ অসীম, তাহার শক্তিও অসীম। কেবল মাত্র মায়ামোহাদির বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া সে ভ্রমবশতঃ নিজকে সান্ত ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন মনে করিতেছে। যখন তাহার চক্ষুর

উপর হইতে অজ্ঞানতার কালপর্দ্দা সরিয়া যাইলে, তখন সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, সে ছোট নয়, ক্ষুদ্র নয়, সেই দেবতা। কিন্তু এই ভাবের বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে হইলে তদুপযোগী সাধনা চাই। সেই সাধনশক্তি লাভের প্রচেষ্টাই বর্ত্তমান মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"যাহাতে সোম শীঘ্র পানোপযোগী হন, যাহাতে বিশিষ্টরূপে মিত্র ও বরুণদেবের সুখকর হন, সেই উদ্দেশে এই ধনবৃদ্ধিকারী সোমকে শোধন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিলে সোমরসের সহিত উহার কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে হয় না। ভগবানের গ্রহণের উপযোগী জিনিষ মাতাল-ভোলা মদ্য নয়—উহা মানব হৃদয়ের অমৃত—সত্ত্বভাব। ভগবান্ মানবের শ্রেষ্ঠ পূজোপহার সেই শুদ্ধসত্ত্বই গ্রহণ করেন। সেই সত্ত্বভাবামৃত ভগবৎ-সেবার উপযোগী করিবার জন্যই প্রচেষ্টা মন্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। * (৮অ—৫খ—১সূ—৩সা) ॥

— • —

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ২৲ ৩ ৫ ২
১। হাউ। বো ও হা। বো ও হা ও। হা। ও ২ ৩ ৪ বা। হারিঃ।

র৩ ৫ ২র৩ ৫ ২র৩ ৫ ২ ৫
সাধায়া ২ ৩ ৪ আ। নাথীদা ২ ৩ ৪ ভা। পুনানা ২ ৩ ৪ য়া। প্রা ২ ৩ ৪ পা।

৩ ২ ৩ ৫ ২র র৩ ৫ ৩ ৫
য়া ২ ৩ ৪ ভা। শান্নিস্তস্না ২ ৩ ৪ য়া। ষৈঃসায়া ২ ৩ ৪ ষিভু। বা ২ ৩ ৪ ভা।

৩ ৫ ২র৩ ২ ২উ৩ ৫ ২র৩
শ্রা ২ ৩ ৪ য়ায়। সামীগা ২ ৩ ৪ ৎপাম্। নামাভৃ ২ ৩ ৪ ভাম্নিঃ। সার্জ্জিতা

৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ র৩ ৫
২ ৩ ৪ পা। য ২ ৩ ৪ শা। ধা ২ ৩ ৪ নাম। দাবিবাবা ২ ৩ ৪ য়াম।

২র৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫ ২ ৩ ৫
মাদামা ২ ৩ ৪ ভৌ। বা ২ ৩ ৪ য়িশা। বা ২ ৩ ৪ সাম। পুনাতা ২ ৩ ৪ দা।

২র৩ ২র৩ ৩ ৫ ৩ ৫
ক্ষাদাধা ২ ৩ ৪ মাম্। যাথাদা ২ ৩ ৪ র্দ্ধা। স্ম ২ ৩ ৪ বী। ভা ২ ৩ ৪ যায়ি।

২ ৩ ৫ ২র৩ ৫ ৩ ৫ ৩ ৫
যথামা ২ ৩ ৪ য়িত্রা। যাবরু ২ ৩ ৪ ণা। যা ২ ৩ ৪ শ। ভা ২ ৩ ৪ মাণ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরধিকশততম সূক্তের তৃতীয় ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

২　　২　　২　　২　　১　　৫　　২
হাং। বো৩হা। বো৩হা৩। হা। ও২৩৪বা। হা৩৪।

৫র র　　২　　১২১২র　　১রর৩১১১১
ঔহোবা। এ৩। অ'ভবিশ্বানিভুরিভাভরেমা২৩৪৫।

* * *

২র　　র১　　২র১ --　　২১　　১　১ --　　র১
২। দধারন্তা। নিবীদত্তা। পুনানায়া২। প্রগায়ত্তা। শিশুন্নায়া২। ঙৈজ্ঞঃপা।

n　　৩　　৫রর　　১২　　২র　　র১
য়া২ য়ি। ভূ২৩৪ঔহোবা। বভশ্রিয়এ৩। দমীবৎসাম। ম মাভূ ভারি।

২　১ --　　র১　　২রর১ —　　১　　n ৩
সৃজভাগা২। যসাদনাম। দেবানায়া২ ম্। মদম্। আ২ভা১৩৪

৫রর　　১২　　২রর　　র১　　২র১ --　　র
ঔ৩বা। দিশ্ববসমে৩। পুনাভাদা। ক্ষসাদনাম্। যথাশার্দ্ধা২। যনীভযারি।

২র১　-- ১　n ৩　　৫রর　　১২　　১ ১১১১
যথামায়িত্রা২। যম্। ক্র২পা২৩৪ঔহোবা। যশস্তমমে৩উপা২৩৪৫।

* * *

৩২　　৩২　　৫র　২　২u　　৩২　　৩র২
৩। দধা৩১। যথা৩১২৩৪। নিষী। দা৩ত্তা। পুনা৩১। নায়া

৫র　২　২n　　৩২　　৩২
৩১২৩৪। প্রগা। যা৩ভা। শিশূ৩১ম্। নয়া৩১২৩৪।

র　২　২　২n　৩২　　৩১　　১　　৫　　৩১
ঙৈজ্ঞঃপ। রা৩য়িভূ। য়ভা৩১। শ্রিয়া৩। ও২৩৪পা। দমী৩১।

৩　২　　৫র　২　২n　　৩২১　　৫র
বৎসা৩১২৪ম্। নমা। ভূ৩৩ভাগ্নঃ। সৃজা৩১২৩৪। যসা।

৩　২　　৩র২　　৩২　　৫　　২　২
সা৩নাম্। দেবা৩১। নিয়া৩১২৩৪ম্। মদম্। আ৩ভারি।

৩২　　৩২　　১　　৫　　৩২　　৩র২
দ্বিশা৩১। কসা৩ম্। ও২৩৪বা। পুনা৩১। ভাদা৩১২৩৪।

৫র　২　২　　৩২　　৩২　　৫র　২　২
ক্ষসা। ধা৩নাম্। যথা৩১শর্দ্ধা৩১২৩৪। যনী। ভা৩যারি।

৩২　　৩২　　৫　২　২　　৩২　　৩১
যথা৩। মিত্রা৩১২৩৪। যশ। ক্র৩পা। যশা৩১। ভমা৩ম্।

১　　৫　　৩　　৫
ও২৩৪বা। উ২৩৪পা।

* * *

২১র২ ৪৫ ২৩ ৫ ২১২র১ ২৪৩ ৫
৪। সখায়া ৩ আনি। ষীদা ২ ৩ ৪ তা। পুনানায়া। প্রাগায়া ২ ৩ ৪ তা।

২১৭ ৫ n ৩ ২ ১৩১১১১
শিশুর্য়া। জ্ঞৈাপা ২ য়া ২ ৩ ৪ ৫ ষ্রিভূ ৬ ৫ ৬। যতশ্রিয়ে ২ ৩ ৪ ৫।

২১র২ ৪৫ ২৩ ৫ ২১২র১ ২n৩ ৫
নমীগা ৩ ৎনম্। মাত্ ২ ৩ ৪ তারিঃ। সূজাতাগা। যাসাধা ২ ৩ ৪ সাম্।

২র১ ৭ ২ ১৩১১১১
দেবাবিয়াম। মদা ২ যা ২ ৩ ৪ ৫ তা ৬ ৫ ৬ য়ি। বিশবদা ২ ৩-৪ ৫ ম্।

২১র২ ৩৫ ২৪৩ ৫ ২১২১ ২^৩ ৫
পুনাস্তা ৩ দক্ষ। সাধা ২ ৩ ৪ নাম্। যথাশর্দ্ধা। পাগীতা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১ ৭ ৪৩ ২^ ২১৩১১১১
যথামিত্রা। যবা ২ রু ২ ৩ ৪ ৫ পা ৬ ৫ ৬। যশস্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

৫র ৩২n৩ ৫ ২১ ২৩ ৫ ২র১র ...
৫। সখা। যআও ২ ৩ ৪ বা। নিষায়ি। দাতাও ২ ৩ ৪ বা। পুনানায়প্রগা ২

৩১১১১ ১ ২৩ ৫ ১র ৬১১১১ ১২
য়তা ২ ৩ ৪ ৫। দারিয়িশাও ২ ৩ ৪ বা। নযজৈঃপরিভূ ২ ৩ ৪ ৫। যাতা-

৩ ৫ ২৫র ৫র ৩২৩ ৫ ২১ ২
ও ২ ৩ ৪ বা। শ্রিয়ে। সমী। বৎসাও ২ ৩ ৪ বা। মমা। ত্ ভা-

৩ ৫ ২ ১র ২১র৩১১১১ ১ ২৩ ৫
ও ২ ৩ ৪ বা। সুজতাগয়সাধনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। দারিবাও ২ ৩ ৪ বা।

১ ৩২ ১n৩ ৫ ২ ৫র ৩র২n
দিয়স্মদমতা ১ য়ি। ষারিশাও ২ ৩ ৪ বা। যদা ১ ম্। পুনা। তাদা-

৩ ৫ ১১ ২n ৩ ৫ ১২র১ বর২র ১৩১১১১
ও ২ ৩ ৪ বা। ক্ষসা। ধানা। ও ২ ৩ ৪ বা। যথাশর্দ্ধায়বীতয়া ২ ৩ ৪ ৫ য়ি।

১২n৩ ৫ ২১র২১ ৩১১১১ ১২n৩ ৫
বাধাও ২ ৩ ৪ বা। মিত্রায়বরুণা ২ ৩ ৪ ৬। যাশাও ২ ৩ ৪ বা।

২
ভমা ১ ম্। ১০৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে উহাদের নাম, যথাক্রমে ;-(১) "পরম্", (২) "সুজ্ঞানম্", (৩) "দৈবোদাসম্", (৪) "পৌষ্কলম্" এবং (৫) "পৌষ্কম্।"

প্রথমং সাম ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়ং সূক্তং । প্রথমং সাম ।)

২　৩ক২র　৩১২　৩২　৩২৩
প্র বাজ্যক্ষাঃ সহস্রধারস্তিরঃ পবিত্রং
২উ　৩১২
বি বারমব্যম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'বাজী' (শক্তিদায়কং) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতং, প্রভূতশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) 'তিরঃ' (ব্যবধায়কং, অজ্ঞানতানাশকং ইত্যর্থঃ) 'পবিত্রং বারমব্যম্' (অব্যয়ং জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং) 'বি' (বিশেষরূপেণ) 'প্রাক্ষাঃ' (বিবিধং প্রক্ষরতি, সাধকানাং হৃদি সমুদ্ভবতি ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ । সাধকঃ অক্ষয়ং নিত্যজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তি - ইতি ভাবঃ ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ ।

শক্তিদায়ক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অজ্ঞানতানাশক নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সাধকদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সাধকগণ অক্ষয় নিত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'বাজী' বলবান্ বেগবান্ বা 'সহস্রধারঃ' বহুধারাযুক্তঃ সোমঃ 'অব্যং' অবিস্তনং 'বারং' বালং পবিত্রং 'তিরঃ' ব্যবধায়কং কুর্ব্বন্ 'প্রাক্ষাঃ' বিবিধং প্রক্ষরতি। ক্ষরতেলুঁঙিরূপং ॥ 'প্রবাজী'—'প্রসুবানঃ' ইতি পাঠৌ ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—১সা) ॥

* * *

প্রথম (১১৫৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের মধ্যে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন। সত্যটীর মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই বলা যায়, কারণ সত্য

চিরদিনই পুরাতন, আবার প্রত্যেক ক্ষেত্রভেদে তাহা চিরনূতন। সত্য নূতনত্ব ও প্রাচীনত্বের গণনার বাহিরে। কারণ উহা সনাতন অব্যয়, অনাদি। জ্ঞান ভগবৎশক্তি, সুতরাং অনাদি অনন্ত পুরুষের শক্তিও অনাদি, অব্যয়, চিরনূতন চিরপুরাতন। তাই জ্ঞান প্রভৃতি ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা যায় না কেন, তাহাই অনন্তকালের সত্য, চিরকালের সত্য। তাহা চিরকাল আছে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে।

নূতন ক্ষেত্রে, নূতন অবস্থায়, সেই চিরপুরাতন সত্যই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অনন্ত মানবপ্রবাহ নূতন লোকের আগমনের দ্বারাই রক্ষিত হইতেছে। সত্য চিরদিন হিমাচলের মত অটল অচল ভাবে এক অবস্থায়ই আছে, কিন্তু যাহারা নূতন আসে তাহারা নূতন ভাবেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় সত্যকে নূতন বলিয়া মনে করে। তাই সত্য চিরনবীন। এই নূতনের জন্যই পুরাতনকে নূতনের বেশে সাজাইতে হয়, নূতন ভাবে নূতনের নিকট উপস্থিত করিতে হয়।

বেদ মন্ত্র অনাদি অনন্ত। তাহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও অনন্ত চির পুরাতন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি স্বরূপতঃ পুরাতন হইলেও ব্যবহারিক ভাবে নূতন। তাহারা এই বেদ মন্ত্রের মধ্যে সেই চির পুরাতন সত্যের সাক্ষাৎ পায় —'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন।' কিন্তু এই সত্য ঘোষণার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যপথে পরিচালিত করা, মানুষের মনে সত্যলাভের জন্য তথা সত্যসাধনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। 'সাধকগণ পরাজ্ঞান লাভ করেন,' এই সত্যের দ্বারা মানবের মনে পরাজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা জাগিবে, সেই তৃষ্ণার বশে মানুষ মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে। ইহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। অনুবাদটী এই, "প্রস্তুত হইয়া সোম পবিত্রের মেষলোম অতিক্রম পূর্ব্বক সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ ৫খ ২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

২ ৩ক ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১

স বাজ্যক্ষাঃ সহস্ররেতা অদ্ভির্ম্মৃজানো

২র ৩ ২

গোভিঃ শ্রীণানঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষোড়শী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্ররেতাঃ' (বহুবীর্য্যোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ) 'অদ্ভিঃ মৃজানঃ' (অমৃতৈঃ শুধ্যমানঃ, অমৃতদায়কঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ শ্রীণানঃ' (জ্ঞানৈঃ শ্রীযুতঃ, পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজী' (শক্তিমান্, পরাশক্তিদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ সত্ত্বভাবঃ) 'অক্ষাঃ' (ক্ষরতু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতশক্তিসম্পন্ন অমৃতদায়ক পরাজ্ঞানযুত পরাশক্তিদায়ক প্রসিদ্ধ সেই সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' সোমঃ 'অক্ষাঃ' ক্ষরতি। কীদৃশঃ? 'সহস্ররেতাঃ' বহুরেতস্কঃ 'বহূদকঃ' 'অদ্ভিঃ' বসতীবরীভিঃ 'মৃজানঃ' মৃজ্যমানঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ 'শ্রীণানঃ' শ্রয়মাণঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৫৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবপ্রাপ্তির প্রার্থনার ব্যপদেশে সত্ত্বভাবের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষ সত্ত্বভাবলাভের জন্য কেন ব্যাকুল, তাহার আভাষও এই গুণবর্ণনা হইতেই পাওয়া যায়।

সত্ত্বভাব—'সহস্ররেতাঃ'—প্রভূতশক্তিসম্পন্ন। শুধু শক্তি থাকিলেই হয় না, শক্তির সদ্ব্যবহার করাও চাই। সত্ত্বভাব শুধু 'সহস্ররেতাঃ' নয়—তাহা শক্তিদাতাও বটে। সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষার ইহাও একটী কারণ।

পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্বের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সত্ত্বভাব ও পরাজ্ঞান পরস্পর অচ্ছিন্নসম্বন্ধযুত। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিলে তৎসঙ্গে—পরাজ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী। আবার শুদ্ধসত্ত্ব ও পরাজ্ঞান বলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। তাই বলা হইয়াছে—'অদ্ভিঃ মৃজানঃ'—অমৃতপ্রাপক।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের মতের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। সেই

অনুবাদটী এই,—"জলের দ্বারা শোধিত হইয়া এবং দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রুতগামী সেই সোম সহস্রধারায় ক্ষরিত হইলেন।" (৮অ—৫খ—২সূ—২সা)॥

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র
প্র সোম যাহীন্দ্রস্য কুক্ষা নৃভির্যেমাণো

২র ৩ ২
অদ্রিভিঃ সুতঃ ॥ ৩ ॥ *

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ—অস্মাভিঃ ইতি যাবৎ) 'যেমাণঃ' (নিয়ম্যমানঃ, উৎপদ্যমানঃ) তথা 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরতপঃসাধনৈঃ) 'সুতঃ' (অভিষুতঃ, বিশুদ্ধীকৃতঃ সন ইত্যর্থঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ঐশ্বর্য্যাধিপতেঃ, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'কুক্ষা' (কুক্ষৌ, অন্তরে, সমীপে ইতি ভাবঃ) 'প্রযাহি' (প্রগচ্ছ, প্রকর্ষেণ গচ্ছ)। আত্মোদ্বোধকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং কঠোরতপোসাধনেন উৎপন্নেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবন্তং আরাধয়াম ইতি সঙ্কল্পমূলকঃ ভাবঃ। (৮অ—৫খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধক আমাদিগের দ্বারা উৎপদ্যমান ও কঠোরতপোসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হইয়া তুমি ভগবানের সমীপে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক এবং প্রার্থনামূলক। আমরা যেন কঠোরতপোসাধনে উৎপন্ন শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করি—ইহাই সঙ্কল্পমূলক ভাব)॥ (৮অ—৫খ—২সূ—৩সা)॥

* *

সায়ণ ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'নৃভিঃ' ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'যেমানঃ' নিয়ম্যমানঃ 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতঃ' অভিষুতঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কুক্ষা'। সপ্তম্যা ডাদেশঃ (৭৪৩৯)। কুক্ষৌ উদরভূতে কলশে বা 'প্রযাহি' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। সংহিতায়াং যেমান ইত্যত্র শত্বং॥ (৮অ-৫খ-২সূ-৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের সপ্তদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয় (১১৬০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী পবিত্র সঙ্কল্প বিদ্যমান আছে—"আমরা যেন কঠোর তপঃসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারি।" শুদ্ধসত্ত্ব—হৃদয়ের পবিত্র ভাবই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হৃদয়ের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দিয়াই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পূজা করিতে হয়। আমরা যেন ভগবদারাধনার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কঠোরভাবে সৎকর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হই। কর্ম্মাগ্নি দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা কালিমা দূরীভূত হইলে হৃদয়ের বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। আগুনে যেমন আবর্জ্জনারাশি পুড়িয়া ভস্মীভূত হয়, যাহা সারভূত, যাহা মহান্, তাহাই বাকী থাকে। মানব-মনের মলিনতাও কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলে দূরীভূত হয়, উচ্ছৃঙ্খলতা বিনাশ হয়—তখন যাহা নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মহান্, তাহাই মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে মানবের অন্তঃস্থলকে আলোকিত করে। সেই ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বভাবের। মানব-হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে তাহাতে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এত কঠোর তপঃসাধন। হৃদয়ের ধন যাহাতে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন তাহার জন্যই এই প্রার্থনা।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস প্রস্তুতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, "হে সোম! প্রস্তরের আঘাতে তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, অধ্বর্য্যুগণ তোমাকে সেচন করিয়াছেন, তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" (৮অ—৫খ-২অ-৩সা)। *

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয় গান।

১২র ১২ ১　২ ১ র ২　৫　২ ১　২১র
১। প্রবাজয়ক্ষাঃ। সহস্রধারাস্তা ১ ম্বিরা ২ ৩ ৪ ঃ। হায়ি। পবিত্রাম্। বিবারা

৫　৩　৫　৫　১২র ১২ ১　২ ১ র
২ ৩ ৪ ৬ হায়ি। আ ২ ৩ ৪ ব্যো ৬ হায়ি। সবাজয়ক্ষাঃ। সহস্ররেতা-

১　৫　২১র　২র ১　৫
অস্তা ২ ৩ ৪ য়িঃ। হায়ি। মৃজ্ঞানাঃ। গোভায়িশ্রা ২ ৩ ৪ য়িহায়ি।

১　৫　৫　১র ২২ ১　১　৫
পা ২ ৩ ৪ নো ৬ হায়ি। প্রাসোমযাহী। ইন্দ্রস্যকুক্ষানৃভা ২ ৩ ৪ য়ি। হায়ি।

২র১র　২ ১　৫　১　৫　৫
যেমানাঃ। আদ্রিভা ২ ৩ ৪। য়িহায়ি। সু ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায় একবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২র ১২ ১ ২১ ২ র ১ ২
২। প্রবাজিযোবা। স্কাঃ। সহা ২ ৩ স্রা। ধারস্তাম্নিরাঃ। পবাম্নিত্রা ১

৪ ৫ ৩ ২ ২র ১২ ১
বা ২ ৩ ম্নিবা। রথা। অবো্যা ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। সবাজিযোবা। স্কাঃ।

২১ ২ র র ১ ২ ৪S ৫র ৩র ২
সহা ২ ৩ স্রা। রেত্তাঅস্তাম্নিঃ। মৃজানা ১ গো ২ ৩ ভাম্নিঃ। শ্রী। সানো

২ র ১২ ১ ২১ ২ র ১
৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। প্রসোমযোবা। হাম্নি। ইন্দ্রাভা ২ ৩ কূ। স্কানুভাম্নিঃ।

র ২ ৪s ৫ ৩ ২
যেমানো ১ আ ২ ৩ ত্রাম্নি। ভিঃ। স্নুতো ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা। ১-৩। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্ব্বাবতি সুন্বিরে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
যে বাদঃ শর্য্যণাবতি॥ ১॥

* • *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' 'সোমাসঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) তথা 'যে' 'অর্ব্বাবতি' (অন্তিকদেশে, ভূলোকে ইত্যর্থঃ) 'বা' (অথবা) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) 'অদঃ' (অস্মিন্) 'শর্য্যণাবতি' (অন্ধকারময়ে দেশে—অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) বর্ত্তন্তে তে 'সুন্বিরে' (অভিষূয়ন্তে, বিশুদ্ধাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ—৩সূ—১সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব দ্যুলোকে এবং যাহা ভূলোকে অথবা যে সত্ত্বভাব এই আমাদের অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—"সোমব্রতম্" এবং "অরাবোধীয়ম্।"

আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা আমরা যেন পরমানন্দ লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

এতদাদিত্র্যামৃগ্‌ভ্যামিন্দ্রার্থং সর্ব্বত্র সোমাভিষবোঽস্তীত্যাহ—'যে' 'সোমাসঃ' 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টেঽতিদূরে দেশে 'যে' বা 'অর্ব্বাবতি' অন্তিকে দেশে 'সুম্বিরে' অভিষূয়ন্তে 'যে বা' 'শর্য্যণাবতি'। কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে শর্য্যণাবৎসংজ্ঞাকং মধুর-রস-যুক্তং সোমবৎ সরোঽস্তি 'অদঃ' অস্মিন্ সরসি সুরণা যে সোমা ইন্দ্রায়াভিষূয়ন্তে। তে অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১১৬১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাব সমগ্র বিশ্বে অনুস্যূত রহিয়াছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে, অনলে অনিলে সর্ব্বত্র এই ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। ভগবান্ সত্ত্বময়, তাঁহার শক্তি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের হৃদয়েও প্রত্যেক প্রাণীতে সেই সত্ত্বভাব সুপ্ত অবস্থায় আছে। বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। ভাগবতী শক্তি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে। মানুষ অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন আছে বলিয়া সে জানিতে পারে না যে, তাহার মধ্যে কি মহতী শক্তি আছে। মেষধর্ম্মাচারী সিংহশাবকের মত সে আপনাকে হীন দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করে, মেষের ধর্ম্মপালন করাকেই সে আপনার স্বধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যে পর্য্যন্ত না সে আপনার শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহার হীনবন্ধন মোচন হয় না। সৌভাগ্যবশতঃ যদি কখনও তাহার এই মোহ নষ্ট হইবার সুযোগ ঘটে, তখনই সে আপনার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া সিংহদলে আপনার স্থান করিয়া লয়, অজ্ঞানতাজনিত হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে।

মানুষের মধ্যেও অনন্তশক্তির বীজ নিহিত আছে, সে অজ্ঞানতাবশতঃ আপনাকে হীন দুর্ব্বল ভাবে, অজ্ঞানতার বশে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে নামিয়া যায়। বস্তুতঃ মানুষ মেষ নয়,—সে সিংহ। ভগবানের কৃপায় যদি সে কখনও আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে তখনই আপনার মোহ—অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতা হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। আপনার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে সত্ত্বস্রোত প্রবাহিত হইতেছে মানুষের মধ্যেও তাহার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু তাহা হীনতা মলিনতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা সে আপনার

উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মধ্যেও সত্ত্বভাব আছে বটে; কিন্তু তাহার মলিন হৃদয়-আধারে স্থাপিত বলিয়া তাহা মানুষকে মোক্ষমার্গে প্রেরণা দিতে পারে না। যখন মানুষ সাধনা দ্বারা—সৎকর্ম্মের দ্বারা আপনার হৃদয়কে নির্ম্মল পবিত্র করিতে পারে, যখন হৃদয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, তখনই সে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী সত্ত্বভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেইসঙ্গে মানব হৃদয়ের নিহিত সত্ত্বভাবেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, মুক্তিদায়ক করিতে হইবে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শুদ্ধসত্ত্ব কার্য্যকরী হয়। তাই বলা হইয়াছে—'সুষিরে' অর্থাৎ অভিযুত, বিশুদ্ধ হইয়া। সত্ত্বভাব যখন পাপ মোহ প্রভৃতির সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সত্ত্বভাব কার্য্যকারী হয়। মন্ত্রের প্রার্থনাই তাই,—দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী যে সত্ত্বভাব আছে, আমাদের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে, তাহা যেন বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধন করে। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রান্তর্গত 'শর্য্যণাবতি' পদে আমরা "অন্ধকারময়ে দেশে, অস্মাকং অজ্ঞানতাসমাচ্ছন্নে হৃদয়ে" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শর্য্যণাবতি' পদে অন্ধকারময় দেশকে লক্ষ্য করে। এই পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—৮৪সূ—১৪ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্ধকারময় প্রদেশ বলিতে আমাদের অজ্ঞান হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য আসে। মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় খনিস্বরূপ। তাহার মধ্যে অসংখ্য মণিরত্নাদি বিরাজিত আছে। সেই মণি-রত্নাদি উপযুক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইলে তাহা বহু মূল্যবান বস্তুতে পরিণত হয়। আমার অন্ধকার হৃদয়ে কোহিনুর-স্বরূপ সত্ত্বভাব-মণি আছে বটে, কিন্তু তাহাকে পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। যাহাতে আমরা সেই পরমরত্নকে সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া আমাদের মুক্তিদায়ক করিতে পারি, মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে আত্মোদ্বোধনের এবম্বিধ ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রান্তর্গত 'পরাবতি' এবং 'অর্ব্বাবতি' পদদ্বয় দূরার্থক এবং নিকটার্থক দেশকে লক্ষ্য করিতেছে। অন্যত্রও আমরা এই পদদ্বয়ের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ মানুষের নিকট হইতে স্বর্গ অতি দূরে অবস্থিত আছে বলিয়া করা যায়। অজ্ঞানতা, পাপমোহ প্রভৃতির ব্যবধান থাকাবশতঃ মানুষ স্বর্গ হইতে দূরে অবস্থিতি করে। আর পাপতাপজীর্ণ এই মাটীর পৃথিবীই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম স্থান। তাই 'পরাবতি' ও 'অর্ব্বাবতি' এই দুই পদে দ্যুলোক ও ভূলোককে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ এই দুই পদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বই লক্ষিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্বে যে সত্ত্বভাব অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে মোক্ষপথে পরিচালিত করুক, মোক্ষলাভে সহায় হউক—ইহাই প্রার্থনার ভাব। বস্তুতঃ সত্ত্বভাব এক ও অখণ্ড; উহার বিভাগ নাই অংশ নাই। এক সত্ত্বভাবই বিশ্বব্যাপী আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজমান। উহা কখনও অবিশুদ্ধ নয়। উহা এক ও চিরবিশুদ্ধ। কিন্তু আধার-ভেদে উহা অবিশুদ্ধ ও বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই 'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

পুনশ্চ—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পৃথক ও বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। এক বস্তুরই বিভিন্ন দিকমাত্র। সাধকের সাধনার স্তরভেদে এক বস্তুই স্বর্গ বা নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য এদেশ ওদেশ প্রভৃতি এক অখণ্ড দেশেরই বিভিন্ন নামমাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান মন্ত্রে এক অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের কল্যাণে মোক্ষলাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"যে সকল সোমরস অতি দূরদেশে, কিম্বা অতি সন্নিহিত দেশে প্রস্তুত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল সোম শর্য্যণাবৎ নামক সরোবরে প্রস্তুত হইয়াছে।" স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। (৮অ-৫খ-৩সূ-১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ক ৩ ২র

য আর্জ্জীকেষু কৃত্বসু যে মধ্যে পস্ত্যানাম্।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যে বা জনেষু পঞ্চসু ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আর্জ্জীকেষু' (সরলেষু, অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু) তথা 'কৃত্বসু' (সৎকর্ম্মসাধকেষু) 'যঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) বর্ত্ততে ইতি যাবৎ, অপিচ 'পস্ত্যানাং মধ্যে' (সংহতচিত্তানাং, সংযতচিত্তানাং মধ্যে) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে 'বা' (অথবা, অপিচ) 'পঞ্চসু জনেষু' (চতুর্ব্বর্ণান্তর্গতেষু তথা তদ্বাহির্ভূতেষু জনেষু, সর্ব্বেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) 'যে' (যে সত্ত্বভাবাঃ) বর্ত্তন্তে তে অস্মভ্যং পরমমঙ্গলং প্রযচ্ছন্তু—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! তব শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন বয়ং পরমমঙ্গলং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৫খ-৩সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

অকুটিলহৃদয় জনে এবং সৎকর্ম্মসাধকে যে সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, অপিচ, সংযতচিত্তদিগের মধ্যে যে সত্ত্বভাব আছে অথবা সকল

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

লোকের মধ্যে যে সত্ত্বভাব বর্তমান আছে, তাহা আমাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করুক। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্‌! আপনার-শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে আমরা যেন পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—২সা) ।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যে' বা সোমাঃ 'আর্জ্জীকেষু' ঋজীকানামদূরভবাঃ আর্জ্জীকাদেশাস্তেষু তথা 'কৃত্বসু' কৃত্বান ইতি দেশাভিধানং, তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু চ; কিঞ্চ 'পস্ত্যানাং' সরস্বত্যাদীনাং নদীনাং 'মধ্যে' সমীপে চ যে সোমা অভিষূয়ন্তে। 'ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসতে'ত্যাদিষু নদীতীরে যজ্ঞকরণস্য শ্রবণাৎ; কিঞ্চ 'জনেষু পঞ্চসু' নিষাদ-পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা পঞ্চজনাস্তেষু। চ 'যে বা' সোমা অভিষুতাঃ। তে সোমা অস্মাকমভিমত-ফলং দদাত্বিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। ২ ।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্তমান মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনামূলক। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সত্ত্বভাবের কল্যাণে পরমার্থ লাভের প্রার্থনাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বমন্ত্রে যেমন দেশের নানা অংশের, যথা;—'পরাবতি' 'অর্ব্বাবতির' উল্লেখ আছে, তদ্রূপ বর্তমান মন্ত্রে নানাবিধ লোকের কথা বলা হইয়াছে; যথা—'আর্জ্জীকেষু' 'কৃত্বসু' ইত্যাদি। সত্ত্বভাব সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বাধারে বিরাজমান আছে। বিভিন্নদেশে, বিভিন্ন আধারে সেই এক অখণ্ড বস্তুই আছে। উহার সর্ব্বব্যাপিতা বুঝাইবার জন্যই সাধারণ লোকের চির-পরিচিত দেশ ও পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"কিম্বা যে সকল সোম আর্জীক দেশে কিম্বা কৃত্বদেশে কিম্বা সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে।" অনুবাদকার এই ব্যাখ্যার সহিত একটী টিপ্পনীও যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই,—"আর্জ্জীকীয়া আধুনিক বেয়ানদী, পঞ্চজন অর্থে সিন্ধুর পঞ্চশাখাতীরস্থ জনপদের (আধুনিক পাঞ্জাবপ্রদেশের) অধিবাসী এইরূপ অনুমান হয়। 'Five tribes'—Muir.

অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোন কোন দেশে সোমরস প্রস্তুত হইত অথবা কোন কোন দেশের সোমরস উৎকৃষ্ট ছিল তাহার একটা ছোটখাট তালিকা। ভাষ্যকারও প্রায় এই মতেরই সমর্থন করিতেছেন। আবার বিবরণকার মন্ত্রান্তর্গত পদকয়েকটীর ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা সকলের মতই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ভাষ্যকার, 'আর্জ্জীকেষু' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'ঋজীকানাং অদূরভবাঃ' আবার তাহাকে দেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই বুঝা যায় যে, 'ঋজীক' নামে একটা প্রসিদ্ধ জাতি বা জনপদ ছিল, সেই জাতির বাসস্থান বা জনপদ হইতে 'আর্জীক' দেশ অধিক দূরে ছিল না। ভাষ্যকার সেই দেশকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন 'ঋজুষু'। আমাদের সহিত তাঁহার ঐক্য আছে। আমরা অর্থ করিয়াছি —'অকুটিলহৃদয়েষু জনেষু' অর্থাৎ যাঁহারা কুটিলতা পাপ প্রভৃতি হইতে মুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব সঞ্জাত হয় সেই সত্ত্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব। 'আর্জ্জীকেষু' পদের লক্ষ্য তাহাই। 'কৃত্বসু' পদে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'কৃত্বান্ ইতি দেশাভিধানং তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু।" অনুবাদকারের ভাষায়—'কৃৎদেশে'। কিন্তু ভাষ্যকার ঠিক তাহা বলেন নাই। তাঁহার মনের ভিতর দুইটী ভাব খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয় প্রথম ভাব 'কৃত্ব' একটা দেশের নাম। কেবল এই কথা বলিলে শুধু দেশই বুঝাইত, কিন্তু ভাষ্যকার শেষাংশে বলিতেছেন -'তেষু কর্ম্মবৎসু দেশেষু'। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'কৃত্ব' শুধু একটা নাম নয়—উহা কর্ম্মেরও সূচনা করে। উহা যেন কতকটা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার উভয় অংশ একত্র করিলে, অর্থের কোন সামঞ্জস্য হয় না। তবে উহা যে কেবলমাত্র নাম নয় ইহা সহজেই বুঝা যায় এবং এই ধারণা ভাষ্যকারের মনে ছিল বলিয়াই শেষে লিখিয়াছেন,—'কর্ম্মবৎসু দেশেষু।' আমরা উক্ত পদে অর্থ করিয়াছি 'সৎকর্ম্মসাধকেষু'। উক্ত পদে কোন স্থানের নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে করি নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—"কৃতেষু স্থানেষু"। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

'পস্ত্যানাং মধ্যে' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত অর্থ এই যে,—সরস্বতী প্রভৃতি নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং নিকটবর্ত্তী দেশ। ভাষ্যকার শ্রুতির প্রমাণ দিয়াছেন যে, এই দেশে সোমরস প্রস্তুত করিয়া ঋত্বিকৃগণ সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং মন্ত্রে যে এই দেশকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাকার তাহার এই মত গ্রহণ করেন নাই। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'পস্ত্যানাং গৃহাণাং'। 'পস্ত্য' শব্দ সংহত করা অর্থমূলক 'স্ত্যৈ' ধাতু-নিষ্পন্ন। তাহা হইতে সংহত বা 'সংযত চিত্ত' অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি। সংযতচিত্ত পবিত্রহৃদয় সাধকগণের হৃদয়ে যে শুদ্ধসত্ত্ব সমুৎপাদিত হয় তাহাই প্রার্থনার লক্ষ্য। সুতরাং এই অর্থে মন্ত্রের সঙ্গতিও রক্ষিত হয়।

'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয় লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন - চতুর্ব্বর্ণান্তর্গত চারি জাতি এবং তদতিরিক্ত নিষাদ জাতি—এই পাঁচ জাতি। যদি এই পাঁচ জাতি দ্বারা সমস্ত মানবজাতিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহিত তাঁহার কোন অনৈক্য নাই কিন্তু মনুসংহিতানুসারে আমাদের ধারণা এই যে,—'পঞ্চম জাতি' বলিয়া কিছু বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্তর্গত ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহির্ভূত জাতিকে পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এই দিক দিয়া 'পঞ্চসু জনেষু' পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু বিবরণকার অর্থ করিতেছেন,—'যজমানং

শ্চত্বারঃ ঋত্বিজঃ।' আমাদের ধারণা, ভাষ্যকারই এখানে অধিকতর সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, উক্ত পদদ্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

কিন্তু এই পদদ্বয় পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যানুসারী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এক তুমুল ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন যে,—এই 'পাঁচ জাতি' বা 'পঞ্চজন' কে বা কাহারা। কাহারও মতে উহা পঞ্চনদ দেশের অধিবাসীদিগকে বুঝায়, আবার কাহারও মতে অন্য কোন পাঁচ জাতিকে লক্ষ্য করে, যেমন মুর সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন -'Five tribes' অর্থাৎ পাঁচজাতি। শুধু তাই নয়, এই পাঁচ জাতির ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার অন্ত নাই। এই গবেষণার কতক অংশ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, এ সমস্ত পদের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। (৮অ—৪খ—৩সূ - ২সা)।

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩২উ ৩ ১২৩ ২ ৩১ ২
তে নো বৃষ্টিং দিবস্পরি পবন্তামা সুবীর্য্যম্।
৩ ২ ৩২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ॥ ৩॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুবানাঃ, অভিষূয়মাণাঃ, বিশুদ্ধাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাসঃ' (দেবভাবসম্পন্নাঃ, দেবভাবদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্বাঃ) 'দিবস্পরি' (দ্যুলোকাৎ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'আ' (সম্যক্রূপেণ) 'পবন্তাং' (প্রাপয়ন্তং, প্রযচ্ছন্ত—ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং অমৃতদায়কং শুদ্ধসত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৫খ—৩সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্। সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায় পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

বিশুদ্ধ দেবভাবদাতা প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোক হইতে আমাদিগকে আত্মশক্তিদায়ক অমৃতপ্রবাহ সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৮অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং

'স্বানাঃ' সুবানাঃ তত্র চাত্র অভিষূয়মাণা 'দেবাসঃ' দেবাঃ দীপন-শীলাঃ স্তুত্যা বা 'ইন্দবঃ' 'গ্রহেষু' চমসেষু ক্ষরন্তঃ, 'তে' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'দিবস্পরি' পরি-শব্দঃ পঞ্চমী-দ্যোতকঃ, অন্তরিক্ষাদাদিত্যাদ্বা 'বৃষ্টিং'। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ (ম০ ১অ০)" ইতি বৃষ্টি-কারণত্বাৎ। কিঞ্চ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যোপেতং পুত্রঞ্চ ধনাদিকং বা 'আ পবন্তাং' প্রাপয়ন্তু। যজমানঃ সোমেনাভিমতফলানি প্রাপ্নোতি খলু। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ'- ইতি পাঠৌ। (৮অ—৫খ ৩সূ-৩সা)।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১১৬৩) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পূর্ব্বোক্ত দুই মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও শুদ্ধসত্ত্ব ও তজ্জনিত পরমকল্যাণ লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা আছে। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,-"সেই সমস্ত সোম উজ্জ্বলভাবে ক্ষরিত হইতে হইতে নভোমণ্ডল হইতে বৃষ্টি আনয়ন করিয়া দিন এবং আমাদিগকে লোকবল প্রদান করুন।" ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার উভয়েই মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলকঃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় ও ভাষ্যাদির প্রার্থনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তাহা একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'দিবস্পরি' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অন্তরিক্ষাৎ আদিত্যাৎ বা"- অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, আকাশ হইতে অথবা সূর্য্য হইতে। সূর্য্য হইতে যে বৃষ্টি হয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভাষ্যকার স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ - অগ্নিতে যে সমস্ত আহুতি প্রদত্ত হয়, সে সকল সূর্য্যে অবস্থিতি করে এবং সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়। এখানে একটা কথা দেখিতে হইবে যে,—ভাষ্যকার 'বৃষ্টি' পদে আকাশ হইতে যে জলধারা পতিত হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মত ভিন্ন। এখানে কোন বৃষ্টিধারার কথা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান

মন্ত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান মন্ত্রে 'ইন্দবঃ' পদে সেই সত্ত্বভাবকেই লক্ষ্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অর্থে মন্ত্রের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। সুতরাং সেই সত্ত্বভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই মন্ত্রের অন্যান্য পদের অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। সত্ত্বভাব মানুষকে বৃষ্টি প্রদান করে না, আর সাধক ভাগবতী শক্তি—সত্ত্বভাবের নিকট হইতে 'বৃষ্টি' লাভের প্রার্থনাও করেন না। প্রার্থিত বস্তু, ভগবানের করুণাধারা—অমৃত, যাহা লাভ করিলে মানুষ অমর হয়, মানুষের বাসনা কামনা প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই অমৃতপ্রবাহ লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দিবস্পরি' পদে তাই 'দ্যুলোককে' লক্ষ্য করে। আমরা সর্ব্বত্রই উক্ত পদে 'দ্যুলোক' 'স্বর্লোক' প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই সঙ্গত অর্থ।

'সুবীর্য্যং' পদে পুত্র বা দাস-দাসী প্রভৃতি কোন বস্তুকে বুঝায় না—উহা দ্বারা পরাশক্তি লক্ষিত হইয়াছে। তাই প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—"হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্ম-শক্তিযুত অমৃতদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন।" (৮অ—৫খ—৩য়-৩সা)।*

— * —

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র র র ১ ২   ১ র ৩ ১   ২র ১   ২   ১   র ২
যেসোমাসোবা। পারাবত্যারি। যেআর্বা২৩বা। তিসুষ্বাম্বিরারি। যেবাদা১

৪   ৫র   ৩ ২   ২ র র   ১ ২   ১ ২ ১
শা২৩র্য্যা। শা। বতো৩৪৫ঈ। ডা॥ যস্ত্রজীকোবা। বৃক্রহ।

২র ১   ২   ১   র ২   ৪   ৫   ৩ ২
র্যোমাধ্যা২৩মিণা। স্থিয়ানাম্। যেবাজা১না২৩ম্বিষু। প। চস্যো-

২র র ১   ২   ১   ২ ১   ১   ২   র ১
৩৪৫ঈ। তেনোবৃষ্টোবা। দারিবস্পরারি। পবাস্বা২৩মা. সুবীরায়াম।

র ২   ৪   ৫   ৩ ২
স্বানাদা১মিণা২৩দ্যাঃ। ই। দবো৩৪৫ঈ। ডা॥ ১-৩॥ †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চষষ্টিতম সূক্তের চতুর্ব্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম,—"ত্রয়োবোধীয়ম্।"

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ড। প্রথমং সুক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ১ ২ ১ ২
আ তে বৎসো মনো যমৎপরমাচ্চিৎসধস্থাৎ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসঃ' (প্রিয়ঃ, কর্ম্মপ্রভাবৈঃ দেবানুগ্রহপ্রাপ্তঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'গিরা' (স্তুত্যা) 'পরমাচ্চিৎ' (উৎকৃষ্টাদপি) 'সধস্থাৎ' (দ্যুলোকাৎ) 'তে' (তব) 'মনঃ' (মনঃসম্বন্ধং, তব করুণাধারাং) 'আ যমৎ' (আযময়তি, আকর্ষয়তি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ত্বাং' (ত্বদীয়ং মনঃ, করুণাং) 'কাময়ে' (প্রার্থয়ে) অহমিতি শেষঃ। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ— হে দেব ! সাধবঃ কর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদনুগ্রহং লভন্তে, ভগবতঃ প্রিয়াঃ চ ভবন্তি ; কর্ম্মহীনঃ ভক্তিহীনঃ অহং ; ত্বং হি করুণাময়ঃ ; তৎ জ্ঞাত্বা অহং শরণং যাচে ; কৃপয়া মৎপ্রতি সদয়ঃ ভব। (৮অ-৬খ ১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মপ্রভাবে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত জন, স্তুতিমন্ত্র দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আনেন ; হে জ্ঞানদেব ! আমি আপনার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব ! সাধুগণ কর্ম্মপ্রভাবে আপনার অনুগ্রহ লাভ করেন, এবং ভগবানের প্রিয় হয়েন ; আমি কর্ম্মহীন ও ভক্তিহীন ; আপনি নিশ্চয় করুণাময় ; তাহা জানিয়া, আমি আপনার শরণ যাচ্ঞা করিতেছি ; কৃপা করিয়া সদয় হউন।)। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বৎসঃ' ঋষিঃ 'তে' তব 'মনঃ' পরমাচ্চিৎ' উৎকৃষ্টাদপি 'সধস্থাৎ' 'দ্যুলোকাৎ 'আ যমৎ' আয়ময়তি আগময়তি। কেন সাধনেন ? 'ত্বাং' 'কাময়ে' কাময়া অভিলষন্ত্যা

'গিরা' স্তত্যা 'কাময়ে' ইত্যত্রাপি শে আদেশঃ পূর্ব্ববৎ। যথা ত্বাং কাময়ে অভিলষামি। 'কাময়ে'—'কাময়া' ইতি পাঠৌ॥ (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১১৬৪) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রে 'বৎস' শব্দ দেখিয়া সায়ণাদি ব্যাখ্যাকারগণ বৎস-ঋষির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'বৎস ঋষি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গলোক হইতে স্তুতি প্রভাবে আপনার মনকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। হে অগ্নিদেব! আমিও সেইরূপ আপনাকে পাইবার কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনার মন আসিয়া আমাতে মিলিত হউক।'

আমরা কিন্তু মন্ত্রের অর্থ অন্যরূপ ধারণা করিতেছি। এই মন্ত্রে 'বৎস' পদে ভগবানের প্রিয়জনকে বুঝাইতেছে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে যাঁহারা ভগবানের প্রিয় মধ্যে পরিগণিত হন, এ মন্ত্রের 'বৎসঃ' পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভগবান্ যেখানেই যে উৎকৃষ্টতর লোকেই অবস্থান করুন, ভগবানের চিত্ত কোথায়ও স্থির থাকিতে পারে না যখন তাঁহার ভক্ত বা প্রিয়জন তাঁহাকে স্মরণ করে। ভগবান্ তাই কহিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এ মন্ত্র সেই উক্তিরই আদিভূত। প্রিয়জন আহ্বান করিলে তিনি যে বৈকুণ্ঠেও থাকিতে পারেন না! তাঁহার চিত্ত যে সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া সম্মিলিত হয়! এ মন্ত্র তাহাই ঘোষণা করিতেছে। তার পর, লক্ষ্য করুন—মন্ত্রের প্রার্থনা। যাজ্ঞিক, সাধক অথবা যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তাঁহারই পক্ষে এ মন্ত্র উপযোগী প্রার্থনা হইবে। 'আমি অজ্ঞ, আমি অকৃতি; আমি কর্ম্মহীন, আমি জ্ঞানহীন। কিন্তু তুমি যে দয়ার আধার—করুণার সাগর! তাই শরণাপন্ন হইতে সাহসী হইতেছি। ভক্ত অনুরক্ত প্রিয়জন—সে তো তোমার করুণা প্রাপ্ত হইবার অধিকারীই আছে! তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে তোমার আনুরক্তি তো থাকিবেই। ভক্তের যে তুমি উদ্ধারকর্ত্তা,—এ তো সর্ব্বজনবিদিত! তাহাতে তোমার করুণার প্রকাশ আর কি আছে? কিন্তু আমার ন্যায় পাপীর পরিত্রাণই তোমার করুণার মহিমা প্রকাশ করে। সেই ভরসাতেই শরণ লইয়াছি চরণ ধরিয়াছি। আমার অন্তরে একবার তোমার আবির্ভাব হউক; তোমার প্রাপ্ত হইয়া, তোমার সংশ্রবে আসিয়া, এ অধম অভাজন তরিয়া যাউক। মন্ত্রের অভ্যন্তরে এই মর্ম্মস্পর্শী বাণী নিহিত রহিয়াছে—ইহাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্। (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশী বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ২
পুরুত্রা হি সদৃঙ্ঙসি দিশো বিশ্বা অনু প্রভুঃ।
৩ ১ ২
সমৎসু ত্বা হবামহে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'হি' (নিশ্চয়মেব) 'পুরুত্রা' (বহুদেশেষু—সর্ব্বত্র ইত্যর্থঃ) 'সদৃঙ্ঙ্' (সম্যক্‌দৃষ্টিসম্পন্নঃ সমদর্শী ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); ত্বং 'বিশ্বা দিশঃ' (সর্ব্বেষাং দিগ্‌ভাগানাং, বিশ্বস্য ইতি ভাবঃ) 'প্রভুঃ' (ঈশ্বরঃ) 'অনু' (অনু অসি, ভবসি ইতি ভাবঃ); 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামেষু রক্ষালাভায় ইতি যাবৎ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ—বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ। সর্ব্বত্রসমদর্শী বিশ্বাধিপতিঃ ভগবান্ অস্মান্ রিপুকবলাৎ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ-১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়েন; আপনি বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন; রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য আপনাকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বত্র সমদর্শী বিশ্বাধিপতি ভগবান্ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করুন।) ॥ (৮অ—৬খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে! 'পুরুত্রা হি' বহুষু হি দেশেষু ত্বং 'সদৃঙ্ঙ্ অসি' সমান-দ্রষ্টা ভবসি অতএব 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বা দিশ 'অনু' লক্ষ্য 'প্রভুঃ' ঈশ্বরো ভবসি। ঈদৃশং 'ত্বা' ত্বাং 'সমৎসু' সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং 'হবামহে' আহ্বয়ামহে। 'দিশঃ'—'বিদিশঃ' ইতি পাঠৌ ॥ ২ ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে ভগবানের করুণালাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

ভগবান 'পুরুত্রা' বহুদেশে অর্থাৎ সর্ব্বদেশে যিনি বিদ্যমান, অথবা যাঁহার নিকট কোন স্থানই দূরে নয়। সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া তিনি আপনার সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। দৃষ্টিবিভ্রমকারী আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রতম ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান আছেন। গভীর অরণ্যানি, অতল-স্পর্শী সমুদ্র, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্রই তাঁহার আবির্ভাব আছে। ভীষণ গিরিকান্তারে দুর্গম অরণ্যে মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়, যখন পার্থিব কোন সাহায্যেরই আশা তাহার মনে থাকে না। তখন একমাত্র পরমপুরুষ করুণানিদান সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবানের কথাই তাহার মনে উদিত হয়—তাহাই তাহাকে আশ্বস্ত করে। কিন্তু কৈ, কোথায়ও তো কেহ নাই, কোথায়ও তো তাঁহার মন্দির দৃষ্ট হয় না, তিনি কোথায় আছেন তাহা তো মানুষের মনে উঠে না! শুধু হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হয় মানব! ভয় নাই, ডাক সেই বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন ভবভয়নিবারণ প্রভুকে। ভীত হইও না মানব! তিনি এই দুর্গম অরণ্যেও আছেন, তাঁহার মন্দির সর্ব্বত্রই আছে, তাঁহার আবির্ভাব ছাড়া জগতের কোনও স্থান নাই। নাই বা বাজিল শঙ্খ ঘণ্টা, নাই বা উঠিল আরতির সুমহান্ স্বর, তাতে কিছু আসে যায় না। জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বন্দনাগীতি গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন মানব, বিশ্বের সেই মহাসঙ্গীতের নিকট মানবের সামান্য শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি অতি নগণ্য—অতি তুচ্ছ। সেই বিশ্বসঙ্গীতে যোগদান কর—যোগদান করিবার অধিকার লাভ কর। তবেই বুঝিতে পারিবে বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে তাঁহার মন্দির বিরাজিত আছে। চিন্তা করিয়া দেখ মানব, তোমার হৃদয়েও তাঁহার আসন স্থাপিত আছে। হৃদয় পবিত্র কর, নির্ম্মল কর, সেই মহাপ্রভুকে তোমার হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন কর, দেখিবে বিশ্বব্যাপী সেই পরমদেবতা তোমার হৃদয়সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন।

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে ডাকে কেন? ক্ষুদ্র মানবের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কি সেই সপ্ত আকাশ ভেদিয়া তাঁহার চরণতলে পৌঁছিতে পারে? মানুষের দুর্ব্বল কণ্ঠধ্বনি তো দু'দশ গজ দূরে যাইতে না যাইতে মিলাইয়া যায়! তবে সে তাঁহাকে ডাকে কেন? মানুষ তাহার অন্তরের অন্তরে জানে—ভগবান্ দূরে নহেন, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণা-বশেই সে বুঝিতে পারে—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। এই ধারণা লাভ করিবার জন্য উচ্চ গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক জ্ঞানের আবশ্যক করে না। ভগবান মানুষের মধ্যে সেই সহজ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সংসারের প্রলোভন ও মায়ার বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সেই সহজ সিদ্ধসত্য ভুলিয়া যায়, সেই জন্যই জ্ঞানের

প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের হৃদয়ই অনন্ত জ্ঞানের খনি, কেবলমাত্র সেই খনি হইতে রত্ন উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কার নির্ম্মল করিতে হয়, তবেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হয়। মানুষ আপনার হৃদয়ের সহজ অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাই বেদ তাহাকে সচেতন করিবার জন্ত বলিতেছেন -"পুরুত্রা হি" - তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

শুধু তাই নয়। তিনি 'সদৃঙ্'—সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার আপন পর ভেদ নাই — তাঁহার শত্রু নাই, মিত্র নাই, তাঁহার রাগ নাই দ্বেষ নাই। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনার মহিমায় আপনি বিরাজিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তো আপন পর কেহ থাকিতে পারে না। কারণ এই জগৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত, তিনি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন্ অংশ আপন আর কোন্ অংশ পর হইবে?

তবে বেদ আবার যে বলিতেছেন, -'সমৎসু ত্বা হবামহে" রিপুযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আসিয়া আমাকে রিপুসংগ্রামে রক্ষা কর, আমার রিপুকুলকে ধ্বংস কর। ইহার অর্থ কি? তিনি যদি সর্ব্বত্র-সমদর্শী তবে সাধকের রিপুকুল তিনি বিনাশ করিবেন কেন? পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মানুষের বটে, কিন্তু কোন অংশ যদি বিষাক্ত হয় তবে কি মানুষ সেই অঙ্গ পরিত্যাগ করে না? ইহাও যে তাই। জগতের মধ্যে যে বিষবীজ রহিয়াছে, যাহা জগৎকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিতে পারে তাহা তো বিনষ্ট করিতেই হইবে। রাজার নিকট সকল প্রজাই সমান বটে, কিন্তু রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের জন্ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে হয় ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিতা হয় না। ভগবানই ধর্ম্মের পরম ও একমাত্র রক্ষক তাই তিনি কেবল সাধককে রিপুযুদ্ধে সাহায্য করেন না, অধর্ম্মের বিনাশের জন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সাধক তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—"সমৎসু ত্বা হবামহে" "ওগো বিপদের বন্ধু শত্রুনিসূদন! আমি তোমাকে ডাকিতেছি, আমি চারিদিকে ভীষণ রিপুকুল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি। দুর্ব্বল আমি আমার শক্তি নাই যে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি। ওগো করুণাময় প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত কেহই মানবকে বিপদের কবল হইতে, রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন অধর্ম্মের বিনাশের জন্ত তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যেও যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ বাধিয়াছে। রিপুকুল প্রবল হইয়া আমাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে। অন্তরের কুপ্রবৃত্তি, লোভ মোহাদি রিপুগণ মথা তুলিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। ওগো রাজাধিরাজ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ রিপুসংগ্রামে অধঃপতন হইতে রক্ষা কর। নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।" মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রার্থনাই এই মন্ত্রমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমরা দেখিতে পাই॥ * (৮অ-৬খ ১সূ ২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

৩২ ৩১র ২র ৩১২
সমৎস্বগ্নিমবসে বাজয়ন্তো হবামহে।

১ ২ ৩১২
বাজেষু চিত্ররাধসম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাজয়ন্তঃ' (বলমিচ্ছন্তঃ, আত্মশক্তিং কাময়মানাঃ - বয়ং ইতি যাবৎ) 'সমৎসু' (রিপুসংগ্রামে) 'অবসে' (রক্ষণার্থং, রক্ষাপ্রাপ্তয়ে) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (প্রার্থয়ামঃ, প্রাপ্তুং ইতি শেষঃ); 'বাজেষু' (আত্মশক্তিষু, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'চিত্ররাধসম্' (বিচিত্রধনং, পরমধনং) প্রাপ্তুং প্রার্থয়ামঃ ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। বয়ং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রাপ্নুয়াম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ - ৬খ—১সূ - ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আত্মশক্তিকামনাকারী আমরা রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভের জন্য পরাজ্ঞান পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। আত্মশক্তিলাভের জন্য পরমধন পাইতে প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। আমরা যেন পরমধন পরাজ্ঞান প্রাপ্ত হই।)। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সমৎসু' সমদেষু সংগ্রামেষু 'বাজয়ন্তঃ' বলমিচ্ছন্তো বয়ং 'অবসে' রক্ষণার্থং 'অগ্নিং' হবামহে। কীদৃশং ? 'বাজেষু' সংগ্রামেষু 'চিত্ররাধসং' যাচনীয়-ধনং ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১১৬৬) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে পরমধন পরাশক্তি জ্ঞান লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রার্থনার কারণ—রিপুসংগ্রামে রক্ষালাভ; উদ্দেশ্য—পরাজ্ঞান।

জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি—জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। জ্ঞানবলেই মানুষ দেবতা হয়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—এই জ্ঞান। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং তিনি। জ্ঞানবলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধিত হইতেছে, জ্ঞানবলেই বিশ্ব বিধৃত আছে। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রার্থিত বস্তু—জ্ঞান।

জ্ঞানকে ব্যবহারিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—পরা এবং অপরা। সংসারিক মানবের দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযোগী যে জ্ঞান, বস্তুর যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তাহাকে অপরা জ্ঞান বলে; আর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞান, যাহা চরমে পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানে লইয়া যায়, যাহা দ্বারা ভগবৎতত্ত্ব অধিগত হয়, তাহাই পরাজ্ঞান। মানবের তাহাই চরম ও পরম কাম্যবস্তু। মন্ত্রে এই পরম বস্তুর জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রটীর 'অগ্নি' পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে,—'সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য শক্তিকামী আমরা অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।' এখানে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ সংগ্রাম বলিতে কি বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বহুত্র বিশদ ভাবে বলিয়াছি যে, অনন্তকাল ধরিয়া জগতে সু এবং কু, মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছে। মানুষের অন্তরের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সুপ্রবৃত্তির যুদ্ধ, তাহাই মানবজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সেই যুদ্ধের ফলে মানুষ দেবতায় উন্নীত হইতে পারে, অথবা পশুত্বেও পরিণত হইতে পারে। মানুষ যদি সেই অন্তর্যুদ্ধে রিপুগণকে পরাজিত করিতে পারে, তবে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে দেবত্বের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নতুবা তাহাকে রিপুকবলে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অধঃপতনের পথে চলিতে হয়। সেই সংগ্রাম কেই 'সমৎসু' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'সমৎসু' পদে সাধারণ যুদ্ধই বুঝায় তাহা হইলে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা গৃহস্থালীর কাজ চলে) মানুষকে রক্ষা করিবে কিরূপে? 'অগ্নি' যুদ্ধের অস্ত্রও নয় সেনা বা সেনাপতিও নয়। সুতরাং যুদ্ধে 'অবসে' অর্থাৎ রক্ষা লাভের জন্য কিরূপে যে অগ্নি মানুষকে সাহায্য করিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

অন্যদিকে আমাদের ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করুন। 'সংগ্রাম' বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। 'অগ্নি' শব্দে মানবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিকে লক্ষ্য করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে বাঁচিয়া থাকে—তাহার মধ্যে জ্ঞান থাকে বলিয়া। জ্ঞান না থাকিলে মানব জড়পিণ্ডে পরিণত হইত। সেই জন্যই মানুষের সত্যিকার প্রাণশক্তি জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়াছে।

যখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসে, ভীষণ রিপুকুল তাণ্ডবনৃত্যে মানবের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখন একমাত্র জ্ঞানাগ্নিই মানুষকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞান ভগবৎশক্তি। বিপদ হইতে-রিপুকবল হইতে—উদ্ধার লাভ করিবার জন্য মানুষ সেই ভগবৎশক্তি জ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়। জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মানুষ আপনার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতে পারে। জ্ঞানবলে অজ্ঞানতা পাপ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। জ্ঞান-শক্তির নিকট অজ্ঞান

সমস্ত শক্তি পরাজিত হয়, তাই 'বাজয়ন্তঃ' অর্থাৎ শক্তিকামী সাধকগণ জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। (৮অ—৬খ—১সূ—৩সা)। *

* * *

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

৫র র ১ র ২ ১ ২র ১ ২ ১ ২ ২
১। আস্তেবৎসাঃ। মনোয়মৎ। পরমাৎ। চিৎসধা ২ ৩ স্থাৎ। অগ্নাগ্নিবা ৩ বা ৩।

৪ ৫ ৪ ৬ ২ র ১ ২ ১ র ২ র
মস্নোবা। গা ৫ য়িরো ৬ হায়ি। পুরুত্রাহী। সদৃস্থভসি। দিশো। বিশ্বাঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ৪ ৫ ৪ ৫
অমুপ্রা ২ ৩ ভূঃ। সমাৎস্থ ৩ স্বা ৩। হবোবা। মা ৫ হো ৬ হায়ি।

২ ১ ২ র ১র ২ র ২ ১র ২
সমৎসুবা। য়িমবসে। বাজয়ন্তঃ হবামা ২ ৩ হাবি। বাজায়িব ৩

২ ৪ ৫ ৪ ৫
চা ৩ য়ি। ত্ররোবা। ধা ৫ সো ৬ হায়ি (৩)। †

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ত্বং ন ইন্দ্রা ভর ওজো নৃম্ণং শতক্রতো বিচর্ষণে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
আ বীরং পৃতনাসহম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতো' (বহুকর্ম্মন, বহুশক্তিশালিন, সর্ব্বশক্তিমন) 'বিচর্ষণে' (বিবিধদ্রষ্টঃ, সর্ব্বজ্ঞ) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব) 'ত্বং' 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ওজঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) তথা 'নৃম্ণং' (পরমধনং) 'আ ভর' (প্রযচ্ছ) 'বীরং' (বীর্য্যবন্তং) 'পৃতনাসহং' (রিপূণাং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ষট্‌ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা ;—"বাৎসম্"।

অভিভবিতারং, স্বাং) 'আ' (আহ্বয়েম, পূজেম—বয়ং ইতি শেষঃ); হে ভগবন্! অস্মভ্যং পরমধনং পরাজ্ঞানং প্রদেহি ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ-৬খ—২সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বজ্ঞ, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে দেব! আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি এবং পরমধন প্রদান করুন; বীর্য্যবন্ত, রিপুগণের অভিভবিতা আপনাকে যেন আমরা পূজা করিতে পারি (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে, পরমধন পরাজ্ঞান প্রদান করুন)। (৮অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্! 'বিচর্ষণে' বিদ্রষ্টঃ ইন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ওজঃ' বলং 'নৃম্ণং' ধনং চ 'আ ভর' আহর। 'বীরং' বীর্য্যোপেতং 'পৃতনাসহং' সেনানামভিভবিতারং ত্বাং 'আ' সাচামহ ইতি শেষঃ। 'আভরওজঃ'-'আরুতামোজঃ' ইতি পাঠৌ। ১।

* * *

প্রথম (১১৬৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক ও প্রার্থনামূলক। প্রথমাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা আছে।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তির আধার। তাঁহার পদপ্রান্ত হইতেই শক্তিধারা প্রবাহিত হইয়া জগৎকে শক্তি প্রদান করে। তাই সেই শক্তির আধার ভগবানের নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শক্তিলাভের দ্বারাই জীবনকে সফল করা সম্ভবপর, জীবনের সার্থকতা লাভের, চরম অভীষ্টলাভের মূলে আছে-আত্মশক্তি। মানুষের অন্তরে যে শক্তির বীজ আছে, তাহাকে বিকশিত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' হীনশক্তি ক্ষীণতেজ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভবপর নয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম প্রভৃতি যে পথের অনুসরণই করা যাউক না কেন তাহা দ্বারা আত্মশক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলে কেহই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। মানুষ নানাবিধ সাধনমার্গের অনুসরণে, নিজের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাহারই বিকাশসাধন করে,—আপনার স্বরূপাবস্থা লাভের চেষ্টা করে। মানুষ মূলতঃ শক্তিহীন নয়, তাহার অন্তরে শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সে উদ্বুদ্ধ করে মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে

পারে,—মানুষ যদি নিজের শক্তির বলেই আপনার অভীষ্ট-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে কেন? এই প্রার্থনার অর্থ—তাহার নিজের শক্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা। সে নিজে সেই বিশ্বশক্তির কণা। সেই শক্তির আধার পুরুষও তাহার নিজের মধ্যে যে সমস্ত আছে, সেই সত্তাকে উপলব্ধি করাই প্রার্থনার উদ্দেশ্য। যখন মানুষ জানিতে পারে যে, সে ছোট নয় হীন নয়, সে নিজকে সেই পরমপুরুষের সমীপে লইয়া যাইতে পারে, তখন তাহার শক্তিও জাগরিত থাকে। প্রার্থনা কি শুধু মুখে দুইটী কথা আবৃত্তি করা মাত্র? তাহা তো নয়। যে মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, নিজের মধ্যে সেই মহাশক্তির অনুভব করাই প্রকৃত প্রার্থনা। এ যেন নিজকে নিজে দুই বিভিন্ন স্তর হইতে দেখা; ক্ষুদ্র সসীম 'আমি' কর্তৃক বৃহৎ 'আমি' র পূজা। সাধনার মধ্যদিয়া সেই সসীম ও অসীম 'আমিত্বের' ভেদ ঘুচাইয়া দিবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা। সীমার মধ্যে থাকিয়া অসীমের অনুভবই প্রার্থনার চরমলক্ষ্য। সুতরাং নিজের শক্তিবলে মুক্তিলাভ করিলেও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'আমির' মধ্যে যে পর্য্যন্ত ভেদ থাকে, সেই পর্য্যন্ত প্রার্থনার প্রয়োজনও নিশ্চয়ই আছে॥ (৮অ-৬খ—২সূ-১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
ত্ব৺হি নঃ পিতা বসো ত্ব৺ মাতা

২ ৩ ১
শতক্রতো বভূবিথ।

১ ২ ৩ ১ ২
অথা তে সুম্নমীমহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (নিবাসপ্রদ, পরমাশ্রয় দেব!) 'ত্বং' 'হি' (নিশ্চিতমেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতা' 'বভূবিথ' (ভবসি) তথা 'মাতা' ভবসি; 'অথ' (তদ্ধেতুনা) বয়ং 'তে' (তব) 'সুম্নং' (সুখং, পরমানন্দং) 'ঈমহে' (প্রার্থয়ামঃ); তথা ভগবন্মহিমাখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের একাদশী ঋক্। (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় হে দেব! আপনি নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতা হয়েন, এবং মাতা হয়েন; সেই জন্য আমরা আপনার পরমানন্দ প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! 'শতক্রতো' বহুকর্ম্মন্নিন্দ্র! ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা' পিতৃবৎ পালকো 'বভূবিথ' ভব 'ত্বং' 'মাতা' মাতৃবদ্ধারকশ্চ 'বভূবিথ'। অথ চ বয়ং 'তে' তব স্বভূতং 'সুম্নং' সুখং 'ঈমহে' যাচামহে। (৮অ—৬খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১১৬৮) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। মন্ত্রের মধ্যে মানবের জন্য যে আশার বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণ করিতে সমর্থ। পরমধনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রে যেন তাহার কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে,—আমরা তো তাঁহার সন্তান, সুতরাং তাঁহার পরমধন লাভ করিবার অধিকারী। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের সহিত মানবের এই যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করা হইয়াছে, দুর্ব্বল হীন মানবকে যে পরমপুরুষের অতি নিকটতম স্নেহাস্পদ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহাই মানবের পক্ষে পরম আশার কথা। ভগবানের সহিত মানবের এই নিকট সম্বন্ধের ধারণাই মানুষকে উন্নত পবিত্র করে।

"ত্বং হি নঃ পিতা মাতা বভূবিথ—তুমিই আমাদের পিতামাতা, তুমি পালক, তুমি রক্ষক। তুমিই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।" এখানে পিতা ও মাতা উভয় শব্দই আছে। মাতা কেবল মাত্র আপনার স্নেহামৃত দানে সন্তানকে পরিতুষ্ট রাখেন। কিসে সন্তান সুখে থাকিবে, কিসে তাহার মঙ্গল হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে অহর্নিশ জাগরূক থাকে। সামান্যমাত্র একটু বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলেই মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, কিসে সন্তানের গায়ে সামান্য মাত্র আঘাতও লাগিবে না, এই—চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। মাতৃহৃদয়—স্নেহ-কোমলতার আধার। সংসারমরুতে শান্ত-শীতল মন্দাকিনীধারার সৃষ্টি করে—মাতৃহৃদয়ের স্নেহামৃত। জগতে এই বস্তু আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ মানবের নিকট মাতৃহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর, মধুরতর আনন্দজনক ও শান্তিদায়ক জিনিষ আর নাই। তাই কোন মহান্ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয়

দিতে হইলেই তাহাকে মাতৃহৃদয়ের সহিত তুলনা করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রেও ভগবানের কোমলতর মধুরতর দিকটা সাধারণ মানবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবানকে মাতা বলা হইয়াছে। অবশ্য পার্থিব মাতা ভগবানেরই স্নেহ ভাবের আংশিক বিকাশ মাত্র। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভগবানের সেই পরমভাব বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার নিত্যপরিচিত পার্থিব মাতৃহৃদয়ের উদাহরণ দিতে হইল। বস্তুতঃ পার্থিব মাতৃহৃদয় সেই অসীম স্নেহপারাবারের আংশিক ছায়া মাত্র।

ভগবান্ মানবের কেবলমাত্র মাতা নহেন—পিতাও বটেন। কেবলমাত্র স্নেহসুধায় সন্তানের হৃদয়কে সরস কোমল করিয়া রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট নহেন, সন্তান যাহাতে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, যাহাতে লোভ মোহের প্রলোভনে পড়িয়া বিপথগামী না হয় তাহার প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানকে কেবল মাত্র আদর করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সন্তানকে তিনি বজ্রকাঠোর হস্তে শাসনও করেন। কারণ কেবলমাত্র স্নেহ প্রদর্শন, আদর করাই সমস্ত নয়, সত্যিকার মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয় তাহার চেষ্টা করাও পিতামাতার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন সত্য, তাহাকে অপার করুণায় আপনার কোলে টানিয়া নেন সত্য, কিন্তু বিপথগামী হইলে তাহার মঙ্গলের জন্যই কঠোরভাবে শাসনও করেন। সেই শাসন—ভগবৎদত্ত সেই শাস্তিই বিপথগামী মানুষকে সুপথে আনয়ন করে। ভগবান্ একাধারে মানবের পিতা ও মাতা।

শুধু তাই নয়। সন্তান যেমন পিতার সম্পত্তির অধিকারী—মানুষও তেমনি ভগবানের পরমধন লাভের অধিকারী। তাঁহার সেই পরমধন লাভ করিতে পারিলে মানুষের আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি অকাম হইয়া যান। তাই সেই পরম ধন লাভের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিতও আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। "হে নিবাসপ্রদ শতক্রতু! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাচ্ঞা করিব।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে আমরা ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। বেদ ভগবানকে কেবলমাত্র পিতা বলিয়াই সন্তুষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাকে মাতাও বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মে মানুষের সহিত ভগবানের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধই বিশেষভাবে কল্পিত হইয়াছে। বড়জোর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পিতা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের ভাবটাই প্রবল। মানুষ ভৃত্যরূপে ভগবানের সেবা করিবে, তিনি প্রভুরূপে সেই সেবা গ্রহণ করিবেন, ভৃত্য যদি কোনরূপ অন্যায় করে তবে তিনি শাস্তি দিবেন, যদি কোন ভাল কাজ করে তবে পুরস্কার দিবেন—স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য ধর্ম্মমতানুসারে ভগবানের সহিত মানবের ইহাই সম্বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় সাধনা এই খানেই তৃপ্ত নয়। দাস্য-ভাবের স্থানও ভারতীয় সাধনায় আছে সত্য, কিন্তু তাহার স্থান খুব উচ্চে নয়। ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু সেই সেবা ও আরাধনার সহিত একটু খানি

হৃদয়ের যোগ থাকা চাই। দূর হইতে সেবা করিয়াই সাধক তৃপ্ত নহেন, তাঁহাকে আরও নিকটে, নিকটতম আত্মীয়রূপে তাঁহাকে পাইতে চাহেন। এই জগৎ—এই সংসার সাধনা পীঠ। এখানেই ভগবানের পূজা আরাধনা করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সাধারণ মানব বিশ্বে কোমলতার যে বিকাশ দেখে, সেই বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। কোমলতার, স্নেহের মূর্ত্তি মাতাকে দেখিয়া মানব ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করে হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দেয়।' "ভগবান কেবল বজ্রধারী কঠোরহৃদয় শাস্তিদাতা নহেন, তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহপরায়ণা মাতাও বটেন" - এই ধারণা মানুষকে আশ্বস্ত করে, সে নিজের দুর্ব্বলতার বোঝা লইয়া ভগবৎচরণে অগ্রসর হইতে সাহস পায়। শুধু তাই নয়, ভগবানে ও মানুষে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইবে, সাধনাও তত প্রগাঢ় হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রে ভগবানের সরসদান প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন?—তিনি পিতা আমরা সন্তান, সুতরাং তাঁহার দানের উপর আমাদের দাবী আছে। কিন্তু প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ হইলে, সে 'দাবী' চলিত কি? আমাদের মতে ভারতীয় সাধনা পদ্ধতির এই পরিচয় মন্ত্রে পাওয়া যায়। (৮অ ৬খ—২সূ ২সা)। *

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১　২　৩২ ৩ ১ ২
ত্বাং শুষ্মিন্ পুরুহূত বাজয়ন্তমুপ ব্রুবে সহস্কৃত।

১　২　৩ ১ ২
স নো রাস্ব সুবীর্য্যম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্কৃত' (বলেন যুক্ত, প্রভূতবলসম্পন্ন) 'পুরুহূত' (বহুভিঃ আরাধনীয়, সর্ব্বলোকারাধনীয়) 'শুষ্মিন্' (শোষক, পাপশোষক পাপনাশক হে দেব!) 'বাজয়ন্তং' (বলমিচ্ছন্তং, সাধকানাং আত্মশক্তিং কাময়মানং) 'ত্বাং' 'উপব্রুবে' (স্তৌমি, আরাধয়ামি); 'সঃ' (সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'রাস্ব' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ ২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের একাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রভূতবলসম্পন্ন, সর্ব্বলোকারাধনীয় পাপনাশক হে দেব! সাধকদিগের আত্মশক্তিকামনাকারী আপনাকে আরাধনাকরিতেছি; সেই আপনি আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন। মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—২সূ—৩সা।)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য

(সহসা বলেন স্তোতৃভির্যুক্তঃ কৃতঃ সহস্কৃতঃ) হে 'সংস্কৃত' ইন্দ্র! স্তুত্যা হি দেবতায়া বলং বর্দ্ধতে, তস্য সম্বোধনং। 'শুষ্মিন' অতএব বলবন্! 'পুরুহূত' পুরুভিঃ বহুভির্যজমানৈ-রাহূতেন্দ্র! 'বাজয়ন্তং' বলমিচ্ছন্তং ত্বাং 'উপব্রুবে' উপ স্তৌমি। 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মভ্যং সুবীর্যাং ধনং 'রাস্ব' দেহি। 'সহস্কৃত'—'শতক্রতো ইতি পাঠৌ। (৮অ-৬খ ২সূ—৩সা)।

* * *

তৃতীয় (১১৬৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং ভগবন্মহিমাপ্রখ্যাপক। ভগবান্ প্রভূতবলসম্পন্ন—তিনি সর্ব্ব শক্তিমান্। শুধু তাই নয়; তিনি যেমন শক্তিসম্পন্ন তেমনি 'বাজয়ন্তং'—তাঁহার সন্তানদিগকে শক্তি দিতেও ইচ্ছুক। দুর্ব্বল মানুষ তাঁহার নিকট হইতে শক্তি না পাইলে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না; তাই মানুষ তাঁহার নিকটে শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে। সকলই তাঁহার চরণে প্রণত হয়, তাই তিনি 'পুরুহূত'—অর্থাৎ জগতের সকলেই তাঁহার আরাধনা করে। এই 'পুরুহূত' পদের মধ্যে একটী বিশেষ অর্থ লুক্কায়িত আছে। 'সকলেই তো সেই পরম দেবতাকে পূজা করে, তবে আমি কেন তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হই না? তাঁহার আরাধনা না করিলে তো শক্তি লাভের উপায় নাই! অতএব হে আমার মন! সেই পরমপুরুষের সেবায় রত হও।''—এবম্বিধ ভাব উক্তি পদের অন্তর্নিহিত আছে।

তিনি 'শুষ্মিন' অর্থাৎ পাপহারক। তাঁহার করুণায়, তাঁহার আবির্ভাবে পাপ তিরোহিত হয়। সূর্য্যালোক যেমন জল শোষণ করে, ঠিক তেমনি মানবহৃদয় হইতে পাপ শোষণ করিয়া লয়েন। তাঁহার নামগানে গুণকীর্ত্তনে পাপ পলায়ন করে। তাই তিনি শুষ্মিন্। তিনি পরমশক্তিশালী শক্তিপ্রদাতা, তাই তাঁহার নিকট শক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম অধিগত হইবেন। (৮অ-৬খ-২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত বাদে সপ্তাশীতিতম) সূক্তের দ্বাদশী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ ২ ৪ ৫র ১র র র ২র — —
তুবন্না ৩ ইন্দ্রআভরা। ওজোনৃম্ণ৺শতক্রতোবিচর্ষণাবি। আবৌ ২। হৌ ২।

১ ২ ৫ ২র১২ ৫র
হুবা ২ ৩ য়ি। য়া ৩ ৪ পা। জনাসাহাম্। তুব৺হা ৩ য়িন্নঃ পিত্তাবসাউ।

১রর র র ২ — — ১ ২
স্তস্মাত্তাশতক্রতোবভূবিয়া। অথৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ ৩ য়ি। ত্তা ৩ ৪

৫ ২র১২ ৫র ২ ৪ ৫র ১র র
য়িন্থ্। ম্নমীমাহায়ি। তুবা৺শূ ৩ য়িনৎপুরূহূতা। বাজয়ন্তমুপব্রুবেসহস্কৃতা।

২ — — ১ ২ ৫ ২র১২ র —
সনৌ ২। হৌ ২। হুবা ২ ৩ য়ি। য়া ৩ ৪ ম্বা। সুবীরায়াম্। এ। হা ২

১ ২ ৫রর ২ ১২ ১১১১
এ ২ ৩। হিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। এ ৩। উপা ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫। *

— — * ——

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ১ ৩২উ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।

২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ১ ১
রাধস্তন্নো৺ বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যা ভর॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (পাপবিনাশায় পাষাণকঠোর) 'চিত্র' (চায়নীয়, মহনীয়, বহুগুণসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে, ইহজগতি) 'ত্বাদাতং' (ত্বয়া দাতব্যং) 'যৎ' (যৎ পরমধনং) 'মে নাস্তি' (মম নাস্তি, অহং ন প্রাপ্তবান) 'বিদদ্বসো' (পরমধনশালিন্ হে দেব !) 'উভয়া হস্ত্যা' (উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'তৎ রাধঃ' (প্রসিদ্ধং তদ্ধনং, পরমধনং পরাজ্ঞানং চ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'আভর' (প্রযচ্ছ)। হে ভগবন্ ! কৃপয়া অস্মভ্যং পরাজ্ঞানং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ—৩সূ ১সা)।

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, "উপগবায়ন।"

বঙ্গানুবাদ।

পাপবিনাশে পাষাণকঠোর, মহনীয়, বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! ইহজগতে আপনার কর্ত্তৃক দান করিবার যোগ্য যে পরমধন আমরা পাই নাই; পরমধনশালী হে দেব! প্রভূত-পরিমাণ সেই পরমধন—পরাজ্ঞান, আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করুন।)॥ ৮অ—৬খ—৫সূ—১সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্! 'চিত্র' চায়নীয়েন্দ্র! 'ত্বাদাতং' ত্বয়া দাতব্যং যদ্ধনং 'যে' মম 'ইহ' অস্মিংল্লোকে 'নাস্তি,' হে 'বিদদ্বসো' লব্ধধনেন্দ্র! নঃ অস্মভ্যং 'উভয়া হস্তা' উভাভ্যাং হস্তাভ্যাং তদ্ 'রাধঃ' 'আভর' আহর। 'মহিহ'—'মেহনা' ইতি ছন্দোগানাং বহ্বৃচানাং পাঠৌ॥ (৮অ ৬খ -৩সূ -১সা)।

* * *

প্রথম (১১৭০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে একটী প্রার্থনা আছে, আর তাহা সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা। সাধক প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি ত পাই নাই প্রভো, তোমার চরম দান! যাহা এই জগতে পাওয়া যায় না,—যাহার অধিকারী কেবলমাত্র তুমি, সেই পরমধন পরাজ্ঞান আমি ত পাই নাই! আমি শুনেছি, ওগো রাজাধিরাজ, তোমার ভাণ্ডারে সেই অমৃত সঞ্চিত আছে; তুমিই মানবকে সেই পরমধন বিতরণ কর। আমি ত সেই আশায়ই তোমার দ্বারে ভিখারীর মত এসেছি। সকলেই পাইল, তোমার দানে জগৎ উদ্ধার পাইল, আমি কি জগতের বাহিরে—আমি কি জগৎ-ছাড়া? আমি ত তোমার সেই পরমধনের আস্বাদ পাই নাই প্রভো! আমাকে দাও, তৃষ্ণার্ত্তকে তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের একবিন্দু অমৃতবারি দানে কৃতার্থ কর,—ধন্য কর।"

মানবের মধ্যে অপার্থিব স্বর্গীয় ধনের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা—যাহা মানুষের ভিতরে চিরদিনই আছে, সেই স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাই এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রার্থনা, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নয়, জাতি-বিশেষের নয়, কোনও দেশে বা কোনও কালে এই প্রার্থনা সীমাবদ্ধ নয়—থাকিতে পারে না। ইহা সমগ্র মানব-জাতির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের অন্তরে এই প্রার্থনা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। মানুষ সব সময় হয় তো তাহার হৃদয়ের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার স্বর্গীয় তৃষ্ণার কথা বুঝিতে পারে না; কি জানি কেন, কিসের দুর্নির্দেশ্য অশান্তির তাড়নায় মানুষ ঘুরিতে থাকে, অন্তরে অন্তরে ছটফট্ করিতে

থাকে। মানুষের ভিতরে ভগবান্ যে অমৃতের বীজ দিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইতে না পারিয়া ভুস্বর্তন্থ অগ্নিশিখার মত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলে। তাই মানুষ, যখন তাহার অভাবের কথা জানিতে পারে, যখন সে তাহার অশান্তির কারণ বুঝিতে পারে, তখনই ভগবানের চরণে আপনার অভাব জানায় সেই স্বর্গীয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। মানুষ মায়া মোহ প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ থাকিলেও তাহার মধ্যে যে দেবত্ব আছে, তাহার অন্তরে যে অনন্তত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহাই তাহাকে কোন-না-কোনও সময়ে সজাগ করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। তাই নিতান্ত অধঃপতিত ব্যক্তির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে সেই স্বর্গীয় ভাবের চরম বিকাশ দেখিতে পাই।

এই মন্ত্রের মধ্যে যে প্রার্থনা দেখিতে পাই, তাহা অনাদি অনন্ত—ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। মানুষের অনন্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এ যে!

সংসারের সুখদুঃখ—আশা নৈরাশ্য ভোগ ত্যাগ সমস্তের মধ্য দিয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে শূন্যতা, একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা, দেখিতে পায়; যখন ইহ-জগতের কোনও কিছুর দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না; তখনই তাহার মনে পড়ে—'তাই ত! কোথায় কি লইয়া আমি মত্ত আছি! এই-ই কি চরম! এই-ই কি পরম! ইহার চেয়ে কি আর উৎকৃষ্টতর মহত্তর কিছুই নাই?' মানুষের অন্তরের স্বর্গীয় অসন্তোষ বলিয়া দেয়,—হাঁ নিশ্চয়ই আছে, তার অনুসন্ধান কর। মানুষ তো ইহজগতের সমস্তই দেখিয়াছি, কিছুতেই তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই। তাই তখন মনে পড়ে সেই মহিমাময় দেবতার কথা,—যিনি পরমধনের অধিকারী, যিনি অমৃতের অধিকারী, যাঁহার ভাণ্ডার অনন্ত অফুরন্ত; তাই মানুষ এই জগতের নশ্বর বস্তুতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অবিনশ্বর ধনের প্রার্থনা করেন। ইহাই চিরন্তন সত্য।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যের সহিত আমাদিগের কোনও মতানৈক্য নাই। ভাষ্য ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা একত্র পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। আমরা কেবল ভাব একটু পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি মাত্র॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।*

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১　২র ৩　১ ২৩　১ ২　৩　১　　২র
যন্মন্যসে বরেণ্যমিন্দ্র দ্যুক্ষং তদা ভর।
৩ ২ ৩　১ ২　　৩ ১ র২র　　৩ ১ ২
বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনঃ॥ ২॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকের ঐন্দ্র-পর্ব্বেও দ্রষ্টব্য।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) ত্বং 'বরেণ্যং' (বরণীয়ং, শ্রেষ্ঠং) 'যৎ' (যদ্ধনং) 'মন্যসে' (ধারয়সি) 'তৎ' 'দ্যুক্ষং' (শ্রেষ্ঠং ধনং) 'আ ভর' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ); হে দেব! 'বয়ং' 'তে' (তব) 'তস্য' (প্রসিদ্ধস্য তস্য) 'দাবনঃ' (দানস্য পাত্রাঃ, প্রাপকাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিস্যাম' (স্যাম)। (প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ—৬খ-৩সূ-২সা)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি হে দেব! আপনি যে ধন শ্রেষ্ঠ ধারণ করেন, সেই শ্রেষ্ঠধন আমাদিগকে প্রদান করুন; হে দেব! আমরা যেন আপনার প্রসিদ্ধ সেই দানের প্রাপক (অর্থাৎ দানপাত্র) হই। মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন প্রদান করুন)॥ (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা।)॥

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'যৎ' 'দ্যুক্ষং' অন্নং 'বরেণ্যং' বরণীয়ং 'মন্যসে' 'তৎ' দ্যুক্ষং 'আভর' অস্মভ্যং। 'তে' তব সম্বন্ধিনো 'বয়ং' 'তস্য' তাদৃশস্তোত্রলক্ষণস্য 'অকূপারস্য' 'অকুৎসিতঃ' পারো অন্তো যস্য তাদৃশস্যান্নস্য 'দাবনঃ' দানস্য 'বিস্যাম' স্যাম। 'দাবনঃ'—'দাবনে' ইতি পাঠৌ। (৮অ ৬খ-৩সূ-২সা)॥

* • *

দ্বিতীয় (১১৭১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ সান্ত, তাহার জ্ঞানবুদ্ধিও সসীম। জ্ঞানের অল্পতা প্রযুক্ত সে তাহার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। তাহার প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ সামগ্রী সে চিনিয়া লইতে অক্ষম। ভিখারীকে যদি রাজভাণ্ডারের চাবি দিয়া তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বাছিয়া লইতে বলা হয়, তাহা হইলে ভিখারী কি তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? হয় তো সে কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। সাধারণ মানুষও সেইরূপ আপনার প্রকৃত মঙ্গল বাছিয়া লইতে পারে না। একে তো তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তাহার উপর সে চারিদিকে মায়া-প্রলোভনের দ্বারা আক্রান্ত। আপাতঃমনোহর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই সে ঝুঁকিয়া পড়ে। মোহ মায়া তাহাকে প্রকৃত পথে চলিতে দেয় না; মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে—পাপ প্রলোভন। তাই যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া অনন্তজ্ঞানময় মানবের পরমমঙ্গলকারী জগৎপিতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই মানবকে হাতে ধরিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে পারেন। মানুষের ভুল হইতে পারে, তাঁহার ভুল হয় না। মানুষ মোহ-মায়ার বশীভূত হইয়া বিপথে যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার তো ভ্রম হয় না, তিনি মায়া-মোহের অতীত। তাই জ্ঞানী সাধক ভগবানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তাই তাহার প্রার্থনা,—"যৎ বরেণ্যং মন্যসে তৎ আভর"—যাহা তুমি আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া মনে কর, যাহা আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক হইবে তাহাই আমাকে প্রদান কর। আমি অজ্ঞান,—কোন্ সামগ্রী পাইলে আমার অনন্ত পিপাসা মিটিবে, তাহা তো জানি না! তুমিই আমার সেই আকাঙ্ক্ষা শান্তির উপায় করিয়া দাও। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া লইয়া চল, আমি তো সেই পরম জ্যোতির্ময় মোক্ষমার্গ চিনি না। আমি যেন বিপথে না যাই, তুমি আমার পথপ্রদর্শক হও, হাতে ধরিয়া লইয়া চল। দুর্ব্বল আমি; নতুবা পড়িয়া যাইতে পারি। ওগো জ্যোতিঃস্বরূপ! আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দাও। পরম জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক, পরমধন-লাভে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হউক।"

মানুষ ভুল করিতে পারে, কিন্তু ভগবানের ভুল হয় না। তিনি অভ্রান্ত জ্ঞান-স্বরূপ। সুতরাং তিনি মানবের জন্য যাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাতে তাহার চরম মঙ্গলই সাধিত হইবে। এই জন্যই একজন মহাপুরুষ বলিতেন,—'ভগবানের হাত ধরিয়া চলিও না, তিনি যেন তোমার হাত ধরিয়া তোমাকে পরিচালিত করেন। ছেলে বাপের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে পথে হঠাৎ হয়তঃ একটা পাখী দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল এবং সেই জন্য আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বাবা যদি ছেলের হাত ধরিয়া চলেন। তবে তিনি ছেলের হাত ছাড়িবেন না, সুতরাং তাহার পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই। সুতরাং তাঁহার চরণে সমস্ত বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই বোঝা নামাইয়া দিবার কথাই বলা হইয়াছে। সুখদুঃখ, আশানিরাশা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, নিজের বলিতে কিছুই রাখিও না; দেখিবে তিনিই তোমাকে চরম মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন! তুমি চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্র একটু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে ইন্দ্র! তুমি যে কোনও খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।" (৮অ—৬খ—৩সূ—২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩২
যত্তে দিক্ষু প্ররাধ্যং মনো অস্তি শ্রুতং বৃহৎ।
১ ২ ৩১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
তেন দৃঢ়া চিদদ্রিব আ বাজং দর্ষি সাতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অদ্রিবঃ' (রিপুনাশে পাষাণকঠোর হে দেব!) 'দিক্ষু' (সর্ব্বাসু দিক্ষু, যদ্বা সর্ব্বত্রবর্ত্তমানং ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'প্ররাধ্যং' (প্রকর্ষেণ স্তুত্যং, আরাধনীয়ং) 'শ্রুতং' (প্রসিদ্ধং) 'বৃহৎ' (মহৎ) 'যং' 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'অস্তি' (বর্ত্ততে) তেন (তেন মনসা) অস্মাকং 'সাতয়ে' সাতায়, প্রাপ্তয়ে—পরমধনং ইতি যাবৎ) অস্মভ্যং 'দৃঢ়াচিৎ' (দৃঢ়মপি, প্রভূতপরিমাণং ইতি ভাবঃ) 'বাজং' (বলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'আ দর্ষি' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং তব পরমধনং তথা আত্মশক্তিং প্রদেহি - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৮অ ৬খ - ৩সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আরাধনীয় প্রসিদ্ধ মহৎ যে অন্তঃকরণ আছে, সেই মনের দ্বারা আমাদিগের পরমধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার পরমধন এবং আত্মশক্তি প্রদান করুন।)। (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! 'তে' তব 'দিক্ষু' 'প্ররাধ্যং' প্রকর্ষেণ স্তুত্যং 'শ্রুতং' 'বৃহৎ' মহৎ যৎ 'মনঃ' 'অস্তি' 'তেন' মনসা হে 'অদ্রিবঃ' বজ্রবন্নিন্দ্র! 'দৃঢ়াচিৎ' দৃঢ়মপি 'বাজং' অন্নং 'আ দর্ষি' আদারয়সি, 'সাতয়ে' অস্মৎ সম্ভজনায় সাতায় বা। 'দিক্ষু'—'দিৎসু' ইতি পাঠৌ।

ইতি অষ্টমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ। ৮।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীর-বুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্য-ধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৮।

* * *

তৃতীয় (১১৭২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট আত্মশক্তি ও পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্যে ভগবানের মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

ভগবানকে 'অদ্রিব' অর্থাৎ পাষাণ কঠোর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকটেই পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'অদ্রিব' বলিতে পাষাণের ন্যায় কঠোর বুঝায়; কিন্তু আমরা তো ভগবানের প্রসন্নমূর্ত্তিই দেখিতে ইচ্ছা করি! পিতৃরূপে তিনি শাসন করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতার কোমল মূর্ত্তিও তো ধ্যান করি! কিন্তু এ যে একেবারে পাষাণ, যাঁহার কথা স্মরণ হইলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দয়া নাই মায়া নাই—কেবলমাত্র শুষ্ক মরুভূমি, এ যে আলোকবিহীন আগুন! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

যখন বিশ্ব-শত্রুগণের প্রাদুর্ভাব হয়, যখন জগতে অধর্ম্ম প্রবল হইতে থাকে, তখন ভগবানের এই রুদ্রমূর্ত্তির আবশ্যকতা হয়। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে ধ্বংসের আবশ্যকতাও তাহার অপেক্ষা অল্প নহে। বাগানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহার পার্শ্বে যে কণ্টকলতা দেখা দেয়, তাহা উৎপাটন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সেইরূপ বিশ্বে যখন পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন ভগবান রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধর্ম্মের বিনাশ করেন। এখানে পাষাণ-কঠোররূপ ধারণ না করিলে বিশ্ব ধ্বংসের পথে চলিবে। ভগবানের রুদ্ররূপের জন্যই মানব বিপদ আপদ ও শত্রুগণের হাত হইতে রক্ষা লাভ করে। এই জন্যই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ভগবানের রুদ্ররূপকেই এখানে আহ্বান করিয়া তাঁহারই "দক্ষিণং মুখং" এর নিকট পরিত্রাণলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'দক্ষিণং মুখং' অর্থাৎ মঙ্গলময় রূপ। যিনি ধ্বংসকারী; - প্রলয়ই যাঁহার কার্য্য। তিনি মঙ্গলময় হইবেন কিরূপে? উপরে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি, আরও এ কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে 'অদ্রিব'—পাষাণ কঠোর দেবতাও মঙ্গলময়। আমাদের পরম ও চরম মঙ্গল সাধনের জন্যই ভগবানকে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। এই রুদ্র মূর্ত্তিতেই তিনি মানুষকে বিপদ ও পাপের হাত হইতে উদ্ধার করেন। তিনি যেমন সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, তেমনি বিশ্বমঙ্গলের জন্য সংহারকর্ত্তাও বটেন। তাই 'অদ্রিব' বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে তাড়না করেন, তাহাকে শাসন করেন তাহার মঙ্গলের জন্য, তাহাকে কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য; পরমপিতা ভগবানও তেমনি, আমরা বিপথে পরিচালিত হইলে, সেই কুপথ হইতে সুপথে আনয়ন জন্য আমাদিগকে 'অদ্রিব' রূপে শাসন করিয়া থাকেন। পুত্রের শাসনে পিতার যে উগ্রমূর্ত্তি প্রকট হয়, মন্ত্রের 'অদ্রিব' পদে সেই উগ্র কঠোর মূর্ত্তির ভাবই উপলব্ধি করি।

মন্ত্রে আত্মশক্তিলাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় যখন রিপুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন মানব আপনাকে বহুপরিমাণে নিশ্চিন্ত মনে করে, হৃদয়ের সুপ্ত দেবতাব

জাগরিত হয়, ক্রমশঃ সাধকের মধ্যে প্রকৃত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই মন্ত্রে সেই আত্মশক্তি-লাভের প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে পরিস্ফুট হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।" (৮অ—৬খ—৩সূ—৩সা)। *

—— • ——

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৩ ৪৫ ৩২ ৪ ৫ ১র র র ২
১। যদিন্দ্রচিত্রমই। হনা ৩। আস্তী। ত্বাদাতমদ্রিবঃ। রাধস্তা ২ ৩ ন্নাঃ।

১ -- ১ ২ ১ ১ ২
বীবী ২। দধসা উ। উভয়া ২ ৩ হা। ত্বায়া ২ ৩। তা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩।

৩ ৪৫র র ৩২ ৩ ৪ ৫ ১ র র
যন্নস্তদেবরে। পিয়া ৩ ম্। আয়িন্দ্রা। দ্যুক্ষন্তদাভর। বিস্তাম। ২ ৩ ত্বা।

১ — ১র র . ২ ১ ১ ২
ত্বাত্বা ২। তেবয়াম্। অকূপা ২ ৩ রা। ত্বাদা ২ ৩। বা ২ ৩ মা

৩ ৪র৫ র ৩২ ৪ ৫ ১ র
৩ ৪ ৩ঃ॥ যত্তেদিক্ষুপ্র রা। দিয়া ৩ ম্। মানাঃ। অস্তিশ্রুতম্ বৃহৎ। তেনদা।

২ ১ -- ১ র৪ ২ ২ ২
২ ৩ র্চা। চায়িবা ২ য়িৎ। অদ্রিবাঃ। আবাজা ২ ৩ দা। বায়িসা ২ ৩।

১ ২ ১
ত্বা ২ ৩ য়া ৩ ৪ ৩ য়ি। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ ১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২র৭র ১ ৭ -- র১ ২
২। যদিন্দ্রা ২ ৩। চিত্রমইহ। নাস্তী। ত্বদা ৩ তামদ্রাদ্রিবো ২। রাধাস্তন্নো ৩।

১ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ৫
বিদা ২ দ্বা ২ ৩ ৪ সাউ। উভা ও ২ ৩ ৪ বা। যাহা ও ২ ৩ ৪ বা। ত্বিয়া ৫

২১ ৪র ৫র ৪ ৫ ১ ১ ২ --
ত্বয়া॥ যন্নস্তা ২ ৩। দেবরেণিম। আয়ন্দ্রা। দ্যুক্ষা ৩ ন্তাদা ১ ভারা ২।

১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২ ৩ ৫ ১ ২ ৩
বিস্তামস্তা ৩। ত্বতা ২ য়িবা ২ ৩ ৪ য়াম্। আকা ও ২ ৩ ৪ বা। পারা ও

৫ ৪ ২১র ৪ ৫র ৪৫ ২
২ ৩ ৪ বা। ত্বদা ৫ নাঃ॥ যত্তেদা ২ ৩ ক্ষুপ্ররাধিয়ম। মানাঃ। অস্তী ৩

১ ৭ -- র ১ ২ ১ ৭ ৩ ৫ ১ ২ ৩
শ্রুতম্ বৃহা ২ ৎ। তেনাদৃচা ৩। চিদা ২ দ্রা ২ ৩ ৪ দ্রিবাঃ। আবা ও ২ ৩ ৪

৫ ১ ২ ৭ ২ ৫ ৪
বা। জান্দা ও ২ ৩ ৪ বা। বিদা ৫ ত্বয়ায়ি। তো ৫ ঈ। ডা। †

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের উনচত্বারিংশত্তম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (চতুর্থ অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

† এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রে দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম,—'বিক্ষম' এবং 'বাশিষ্ঠাপ্রয়ং'।

ওঁ

সামবেদ-সংহিতা।

উত্তরার্চ্চিক।—নবমোঽধ্যায়ঃ।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

* *

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
শিশুং জজ্ঞানং হর্য্যতং মৃজন্তি
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২
শুম্ভন্তি বিপ্রং মরুতো গণেন।
৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২র
কবির্গীর্ভিঃ কাব্যেন কবিঃ সংসৎ সোমঃ
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পবিত্রমত্যেতি রেভন্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শিশুং' (প্রশংসনীয়ং, উত্তমং) 'জজ্ঞানং' (জায়মানং, সাধকানাং হৃদি উৎপাদ্যমানং) 'হর্য্যতং' (সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং, সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ং, যদ্বা - পাপহারকং) শুদ্ধসত্বং 'গণেন' (সর্ব্বৈঃ দেবভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) 'মৃজন্তি'

(শোধয়ন্তি, বিশুদ্ধং কুর্ব্বন্তি), তথা 'বিপ্রং' (মেধাবিনং, প্রাজ্ঞং) তং শুদ্ধসত্ত্বং 'শুম্ভন্তি' (পাবয়ন্তি, পবিত্রং কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভবতি ইত্যর্থঃ) 'কানেন' (স্তুত্যা) প্রীতঃ 'সন' 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) সঃ 'কবিঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'রেভন' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন্) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং—সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'অত্যেতি' (প্রাপ্নোতি;। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বিবেকজ্ঞানে উৎপন্নে সতি সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধঃ ভবতি; অপিচ সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রশংসনীয় সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপদ্যমান সকলের প্রার্থনীয় (অথবা পাপহারক) শুদ্ধসত্ত্বকে সকল দেবভাবের সহিত বিবেকরূপী দেবগণ বিশুদ্ধ করেন এবং প্রাজ্ঞ সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পবিত্র করেন; শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন; স্তুতির দ্বারা প্রীত হইয়া জ্ঞানের সহিত সেই সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধকদিগের পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ হয়; এবং সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'শিশুং' ইদানীমুৎপন্নত্বাচ্ছিশুবদবস্থিতং। যদ্বা, পাপানিতমকুর্ব্বন্তং বিনাশয়ন্তং। 'জজ্ঞানং' প্রাদুর্ভূতং অতএব 'হর্য্যতং'। হর্য্য গতিকান্ত্যোঃ (ভ্বা০ প০); ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা অতচ। সর্ব্বৈঃ কাময়মানং সোমং 'মৃজন্তি' 'মরুতঃ' শোধয়ন্তি। কিঞ্চ 'বিপ্রং' মেধাবিনং সোমং 'গণেন' আত্মীয়েন সপ্তসংখ্যাকেন 'শুম্ভন্তি' অলঙ্কুর্ব্বন্তি। ততঃ 'কবিঃ' ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ 'সোমঃ' 'কাব্যেন' কবিকর্ম্মণৈব 'কবিঃ' শব্দয়িতব্যঃ সন 'রেভন' শব্দায়মানঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিভিঃ সহ 'পবিত্রং' 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতি। 'বিপ্রং'—ইতি ছন্দোগাঃ, 'বহ্নিং' ইতি বহ্বৃচাঃ পঠন্তি। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা মন্ত্রটীকে কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম অংশে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সাধকহৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক হৃদয়ে উৎপন্ন হয়। সত্ত্বভাব সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাকে মোক্ষপথের সহায় করিতে হইলে, তাহার সহিত দেবভাবের মিলন হওয়া প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে বিবেকরূপে ভগবৎশক্তি বিরাজিত আছে। সেই শক্তিই মানুষকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। সেই শক্তি সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রায়ই সুপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। সেই শক্তি যখন জাগ্রত হয়, মানুষের বিবেক জ্ঞান যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষ আপনা হইতেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার হৃদয়ের হীনতা মলিনতা দূরীভূত হয়। মন নির্ম্মল হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকাশিত হয়। সুতরাং তাহার অন্তর্নিহিত সত্ত্বভাব ও দেবভাবসমূহ পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখা দেয়। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন'। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন বিবেক-শক্তি মানবের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তাহার সমস্ত জীবনই বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। উচ্চভাব ও উচ্চচিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করে। সৎকর্ম্ম ব্যতীত অসৎকর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। হীনতা নীচতা তাঁহার জীবনে অসম্ভব হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভগবৎ-শক্তি প্রভাবে তাঁহার সমস্ত জীবন শুদ্ধসত্ত্বময় হয়। বিবেকের ইঙ্গিত অনুসারে চলিলে মানুষ কখনও ভ্রান্তপথে যাইতে পারে না বা যাওয়া সম্ভবপর হয় না, কাজেই মানুষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মহান—সে সমস্তেরই বিকাশ সাধিত হয়। তাই বলা হইয়াছে,—বিবেকরূপী দেবগণ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন।

এখানে কয়েকটী পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি হইবে। সত্ত্বভাব 'অজ্ঞানঃ' উৎপাদ্যমান, অর্থাৎ সাধকদিগের হৃদয়ে উৎপাদিত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে সকলের হৃদয়েই তো সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে, তবে সাধকদিগের হৃদয়েই উৎপন্ন হয়েন, এ কথা বলিবার সার্থকতা কি? সকলের মধ্যে, এমন কি বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্ত্বভাব বর্ত্তমান আছে বটে; কিন্তু তাহা সাধকের হৃদয়েই বিকাশ লাভ করে এবং সাধনার দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেই তাহা মোক্ষযাত্রার প্রকৃত সহায় হয়। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। 'শিশুং' পদে শৈশবাবস্থার ভাব মনে আসে। শৈশবকালে অন্তরের সত্ত্বাবরাজি মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বীজে জলসেচন না হইলে সে বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না; উৎকর্ষাদিরূপ সেচনাভাবেও হৃদয়স্থিত সত্ত্বাদির বীজেরও সেইরূপ অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর হয় না। 'শিশুং' পদে এখানে সেই ভাবই আমরা উপলব্ধি করি। কিরূপে তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে, উপরেই বলা হইয়াছে।

'হর্য্যতং' পদে ভাষ্যকার "সর্ব্বৈঃ কাম্যমানং" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাও সঙ্গত নহে। আমরাও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অপরন্তু উক্ত পদে পাপহারক অর্থও প্রকাশ করে। আমরা সেই অর্থও প্রদান করিয়াছি। পাপহারক বস্তুও সাধকের পরম কাম্য; সুতরাং 'হর্য্যতং' পদের উভয় অর্থের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার "স্তুতিভিঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনও কারণ প্রদান করেন নাই। অন্যত্র উক্ত পদেই গরু গব্য, ইত্যাদি অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক নূতন অর্থ সংযোজিত হইল। আমরা

পূর্ব্বাপরই উক্ত পদে 'জ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; এখানেও এই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষ্য করি। (৯ম—১খ ১সূ—১সা)॥ *

— * —

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ১ ৩ ৩ ২
ঋষিমনা য ঋষিকৃৎস্বর্ষাঃ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩
তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিষাসন্ৎ

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
সোমো বিরাজমনু রাজতি ষ্টুপ্॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ঋষিমনা (সর্বদ্রষ্টা মনঃ যস্য, সর্ব্বদর্শনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ঋষিকৃৎ' (সর্ব্বস্য দর্শয়িতা, সর্ব্বস্য জ্ঞানপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'স্বর্ষা' (সর্ব্বদা সম্ভক্তা, সর্ব্বেষাং মঙ্গল-সাধকঃ) 'সহস্রনীথঃ' (বহুস্তোতৃকঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়ঃ) 'কবীনাং' (মেধাবিনাং, সাধকানাং) 'পদবীঃ' (স্খলিতানাং পদানাং সংযোজয়িতা, বিপদাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যদ্বা—বিপথগামিনাং সৎপথি স্থাপয়িতা) 'তৃতীয়ং ধাম' (স্বর্লোকং) 'সিষাসন্' (প্রাপ্তুং ইচ্ছন্, প্রাপকং ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'স্তুপ্' (স্তূয়মানঃ সন্, আরাধিতঃ সন্) 'বিরাজং' (বিশেষেণ রাজন্তং, দিব্যজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুরাজতি' (প্রকাশয়তি—সাধকানাং হৃদি ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ সর্ব্বলোকারাধনীয়ং স্বর্গপ্রাপকং পরমমঙ্গলসাধকং শুদ্ধসত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি।)॥ (৯ম—১খ—১সূ—২সা)॥

* * *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যে শুদ্ধসত্ত্ব সর্ব্বদর্শনশীল সর্ব্বজ্ঞ, সকলের জ্ঞানপ্রদাতা সকলের মঙ্গলসাধক, সকলের কর্তৃক আরাধনীয়, সাধকদিগের (বিপদ হইতে) ত্রাণকর্ত্তা অর্থাৎ বিপথগামীদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্লোকস্থাপক মহান্ জ্যোতির্ম্ময় সেই শুদ্ধসত্ত্ব আরাধিত অর্থাৎ প্রদ্দীপিত হইয়া সাধকদিগের হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্য-সত্যপ্রখ্যাপক। (ভাব এই যে, সাধকগণ সর্ব্বলোকারাধনীয় স্বর্গপ্রাপক পরমমঙ্গলসাধক শুদ্ধসত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (৯অ—১খ—১সূ—২সা)॥

সায়ণ ভাষ্যং।

'ঋষিমনাঃ' সর্ব্বদর্শনশীলমনস্কঃ, অতএব 'ঋষিকৃৎ' সর্ব্বস্য দর্শনকর্ত্তা প্রকাশনস্য কর্ত্তা 'স্বর্ষাঃ' সর্ব্বস্য সূর্য্যস্য বা সম্ভক্তঃ 'সহস্রণীথঃ' নীথা স্তুতিঃ॥ বহুবিধস্তুতিকঃ 'কবীনাং' ক্রান্ত-প্রজ্ঞানাং মধ্যে 'পদবীঃ' স্থলস্তানাং পদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা যঃ সোমো বিদ্যতে স 'মহিষঃ' মহান্ পূজ্যো বা সোমঃ তৃতীয়ং ধাম' দ্যুলোকং 'সিষাসন' সম্ভক্তুমিচ্ছন 'স্তুপ' স্তূয়মানঃ সন্ 'বিরাজং' বিশেষেণ রাজন্তং দীপ্যমানমিন্দ্রং 'অনুরাজতি' প্রকাশয়তি॥ ২॥

দ্বিতীয় (১১৭৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীর মধ্যে 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয় বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। 'কবীনাং পদবীঃ' পদদ্বয়ের ভাষ্যসম্মত ব্যাখ্যা 'ক্রান্তপ্রজ্ঞানাং মধ্যে স্খলন্তানাং পাদানাং সাধুত্বেন সংযোজয়িতা' অর্থাৎ যিনি মানবকে ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যপথে স্থাপিত ও প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই 'পদবীঃ' পদের লক্ষ্যস্থল। মানবের হৃদয়ের মধ্যে ভগবৎশক্তি বর্ত্তমান আছে। যখন সেই শক্তি জাগরিত হয়, তখন মানব আপনার ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করে। কারণ আপনার নবজাগরিত শক্তি প্রভাবে মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয় করিতে পারে এবং তদনুসারে সে তখন আপনার জীবনকে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়। শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবান মানবের হৃদয়ে সুপ্রবৃত্তি সৎজ্ঞানরূপে বিরাজিত আছেন। বিবেকরূপে তিনি মানবকে সর্ব্বদাই মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মানুষ সাংসারিক লোভ-মোহের মধ্যে থাকিয়া এবং মায়া-মোহের প্রলোভনে ভুলিয়া অনেক সময় ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে। নিজের অপকর্ম্মের ফলে অজ্ঞানতার বশে আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া তুলে। মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান শিক্ষা আছে, তাহা অজ্ঞানতারূপ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সৎকথন সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই ভস্ম অপসারিত হয়। যখন জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতাকুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তখন সে সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষকে ঘেরিয়া আছে—অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ যবনিকা।

সেই কাল পর্দ্দা মানুষের দৃষ্টিরোধ করিয়া রাখে, তাই তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ ও ভ্রমসঙ্কুল হয়। দৃষ্টির উপর কাল পর্দ্দা প্রসারিত থাকায় পথের সন্ধান পায় না। আবার কখনও সৌভাগ্যবশে সেই পথের আভাষ তাহার নেত্রে প্রতিফলিত হইলেও সেই পথে যে বাধাবিঘ্ন আছে, তাহার সন্ধান জানিতে পারে না। অন্ধকারে সেই পথে চলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া যায় পাপের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হয়। পথ জানিলেও সে পথে চলিবার শক্তি থাকে না। সাধকগণও এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন না। অন্ধকারে তাঁহাদেরও পদস্খলন হয়। কিন্তু পদস্খলন হইলেই নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান মানুষের মঙ্গলের জন্য তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন, তাহার হৃদয়ে সত্ত্বভাবরূপ পরম বস্তু দিয়াছেন। যখন মানুষ অন্ধকারে-মোহমায়ার চোরাগর্ত্তে পড়িয়া যায়, তখন হৃদয়ের সেই ঐশীশক্তি, সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ যদি প্রজ্বলিত করিতে পারে, তবে অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। শুধু তাহা নয়, মানুষ যদি ভ্রান্ত পথে চলে, তবে তাহার হৃদয়াস্থিত সত্ত্বভাব তাহাকে প্রকৃত পথ বলিয়া দেয়, ভ্রান্তপথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। এই যে হৃদয়ের সতর্ক বাণী, ইহাকেই সাধারণতঃ 'বিবেক-বাণী' বলা হয়। কোন কোন সৌভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে এই বিবেকশক্তি এত প্রবল যে, তাহারা কোনও অসৎকর্ম্ম করিতে পারে না। কোনও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই ভাগবতী শক্তি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। তাঁহারাও সেই অনুশাসন শুনিয়া প্রকৃত পথে জীবনকে পরিচালিত করেন। একজন ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত বালকের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে। এই ঘটনা হইতে বিবেকবাণীর শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে। উক্ত বালক একদিন অন্যান্য বালকের সহিত খেলা করিতেছিল। এমন সময় বালকগণ কতকগুলি ভেক দেখিতে পায়। তাহারা আমোদ করিবার জন্য ঐ নিরীহ জীবগুলির উপর ঢিল ছুড়িতে থাকে। ঢিলের আঘাত পাইয়া ভেকগুলি এদিক ওদিক লাফাইতে আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া বালকগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য লাঠি দ্বারা ভেকগুলিকে আক্রমণ করে। পূর্ব্বকথিত বালকটীও তাহার ক্রীড়াসঙ্গীদের দেখাদেখি ঢিল ছুড়িতে প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় সে স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নিজের অন্তর হইতে বলিতেছেন—"ঢিল ছুড়িও না, ওটা অন্যায়।" অমনি তাহার হাত হইতে ঢিল পড়িয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং তাহার মাতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার পুত্রের হৃদয়ে ভাগবতী শক্তি বিবেকজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। তিনি আনন্দভরে বালককে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, উহা ভগবানের বাণী। তিনি আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য বিবেকরূপে আমাদের হৃদয়ে বাস করেন এবং কোনও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তিনি সাবধান করিয়া দেন। তাঁহার এই সতর্কবাণী অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিও—জীবনে কখনও দুঃখ পাইবে না। জীবনধারণ সার্থক হইবে।" মাতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সেই বালক বিবেকবাণী অনুসারে চলিয়া পবিত্র ও মহৎ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

দার্শনিকগণ এখানে বিবেক সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ ও তদ্ঘটিত নানা সমস্যার উল্লেখ করিতে পারেন। দার্শনিকদের মধ্যে বহুবিধ মতের প্রচলন আছে এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও মতবাদই আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। আমরা বর্ত্তমানে সেই সকল তর্ক-জালের মধ্যে প্রবেশ করিব না; মোটামোটী ভাবে মানবের অন্তর্নিহিত এই ভাগবতীশক্তি সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব মাত্র। দার্শনিকদিগের মধ্যে একশ্রেণীর পণ্ডিত 'বিবেক' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা জড়বাদী। তাঁহাদের মতের সমালোচনার প্রয়োজন নাই এবং বর্ত্তমান স্থলে আবশ্যকও বোধ করি না। অন্য একশ্রেণীর পণ্ডিতের মত এই যে,—'বিবেক' একটা 'সংস্কার মাত্র। মনুষ্য-সমাজের মধ্যে থাকিয়া, মানব-সমাজের রীতিনীতি আলোচনা করিয়া ব্যবহারিক ভাবে মানুষের মনে ভাল মন্দ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়া যায়। কোনও কাজ করিতে গিয়া যদি সেই প্রচলিত ধারণায় আঘাত পড়ে, তবেই মানুষ অভ্যাস বশে চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং সেই আঘাত জনিত যে মনোভাবের সৃষ্টি হয় তাহাকেই 'বিবেক' নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং উহা কোনও ঐশীশক্তি নহে;—উহা মানুষের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ফল মাত্র।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের তর্কের মধ্যে যে সত্য নিহিত নাই, তাহা নয়; কিন্তু তাহা পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, মানুষ আদিতেই ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিল কিরূপে? ভেককে ঢিল মারিলে সেও দুঃখ পায়, এবং ইতর প্রাণীকেও দুঃখ দেওয়া অন্যায়—এই মনোভাব কোথা হইতে প্রথমে বালকের মনে আসিল? দার্শনিকগণ ধর্ম্মবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন,—ভগবানই মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন; তিনি বিবেকরূপে মানবের হৃদয়ে বাস করেন।

শুধু তাই নয়। তিনি যে মানুষকে কেবল সতর্ক করিয়া দেন, তাহা নহে; মানুষ পথভ্রান্ত হইলে তাহাকে তিনি সুপথে আনয়ন করেন। তিনি 'পদবীঃ'; কেননা, কেহ যদি বিবেকবাণী অগ্রাহ্য করিয়া পাপ-পথে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। ভ্রান্ত বিপথগামী তাঁহার সন্তানকে তিনি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৎপথ প্রদর্শনে তাহাকে পাপের কবল হইতে উদ্ধার করেন। কেবল মাত্র সতর্ক করিয়া দেওয়াতেই তাঁহার মহিমা নয়, তিনি পাপীকেও আপনার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। পাপের মলিন পথ হইতে তিনি মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যশালী বালকের ন্যায় হয়তো সকলের বিবেকজ্ঞান এত স্পষ্ট নয়, অথবা সেই বিবেকবাণী শুনিবার মত শক্তিও হয়তো সকলের নাই। কাজেই ভগবানের সেই সতর্ক-বাণী না শুনিয়া হয়তো অনেকে অধঃপতিত হয়। আবার অনেকে সেই বাণী শুনিতে পাইয়াও অজ্ঞানতা-বশে তাহা অবহেলা করে; সুতরাং বিপথগামী হইয়া, পদস্খলন হয়। তাহাদের উপায় কি? তাহারা কি চিরদিন পতিত থাকিবে? তাহাদের উদ্ধারের কি কোনও উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে। পরম কারুণিক ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার

দুর্ব্বল সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহার হৃদয়ে জ্ঞান-বীজ প্রদান করিয়াছেন। যখন সেই জ্ঞান-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন অজ্ঞানতার কুহেলিকা দূরীভূত হইবে, মানুষ সত্যপথ দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সত্যপথ দেখিতে পাইলেই কি সেই পথে চলা সম্ভবপর হয়? মানুষ—দুর্ব্বল; মানুষ পথের সন্ধান পাইলেই তো তাহা অবলম্বন করিতে পারে না! আবার সে যদি পথভ্রান্ত হয়, বা মোহমায়ার ফাঁদে পতিত হয়; তবে সেই মোহজাল ছিন্ন করিয়া সত্যপথ অবলম্বন করা তো সহজ নয়! দুর্ব্বল মানুষের সে শক্তি কৈ? ভগবানই মানুষের মনে সেই শক্তি দিয়াছেন। সেই শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে "পদবী" অর্থাৎ ভ্রান্ত পদস্খলিত মানুষকে বিপথ হইতে ত্রাণকারী বলা হইয়াছে। যখন জ্ঞানবলে মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে এবং সত্যপথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, তখন শুদ্ধসত্ত্বের অপরিসীম শক্তিবলেই সে আপনার ভ্রমসংশোধন করিতে পারে, মায়ামোহের বেড়াজাল সবলে ছিন্ন করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। যেমন বিপদ আছে, তেমনি বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় বিধানও করা হইয়াছে। তাই মন্ত্রের মধ্যে 'পদবীঃ' পদ মানুষের মনে এক আশার সঞ্চার করে;—দুর্ব্বল পতিত মানুষকে নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। মন্ত্র যেন বলিতেছেন, ভয় নাই মানব! তুমি যতই কেন দুর্ব্বল হও না, তোমারও বল আছে! ভগবান্ যে দুর্ব্বলের বল! তিনি তোমারও উদ্ধারের জন্য উপায় বিধান করিয়াছেন। ভীত হইও না মানব! তাঁহার প্রদত্ত শক্তির অনুধ্যান কর, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তুমিও শক্তি-লাভে সমর্থ হইবে। পতিত মানব! তোমারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি যে পতিতপাবন! ভ্রান্তিবশে যদি তুমি বিপথে গিয়াই থাক, যদিই বা তোমার পদস্খলন ঘটিয়া থাকে—তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনিই তোমার ভিতরে যে শক্তি-বীজ দিয়াছেন, তাহার অনুশীলন কর, তাহাতেই তুমি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, তাহাই তোমাকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিবে—সেই শুদ্ধসত্ত্বই 'পদবীঃ'।

কিন্তু সত্ত্বভাবের দ্বারা কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? সত্ত্বভাব কিরূপে মানুষকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তাহার উত্তর-স্বরূপ যেন বলা হইতেছে, 'ঋষিমনা' অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব সমস্তই দর্শন করেন, সমস্ত জানিতে পারেন। সুতরাং মানুষ কেন এবং কিরূপে অধঃপতনের পথে পদার্পণ করে, এবং কিরূপেই বা সে আবার উন্নীত হইতে পারে, তাহা সমস্তই তিনি জানেন। রোগ নির্ণীত হইলে এবং তাহার উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেলে তাহা প্রয়োগ করা কষ্টকর নয়। অধঃপতনের কারণ নির্ণীত হইলে, সেই কারণ দূরীভূত করা যায়; সুতরাং অধঃপতন নিবারিত হয়। তাহার অধঃপতন হইতে উদ্ধারের উপায় জানা থাকিলে পতিত জনকে আবার সন্মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহার পাপকালিমা দূরীভূত করা যায়। তাই 'ঋষিমনা' পদের সার্থকতা।

আপিচ, সত্ত্বভাব কেবল 'ঋষিমনা'--সর্ব্বজ্ঞ নহে, তাহা 'ঋষিকৃৎ' - সকলের জ্ঞানপ্রদাতাও বটে। অজ্ঞান মানবের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করে; সেই

জ্ঞান-বলেই মানুষ আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য নির্ণীত করিতে সমর্থ হয়;—পরিষ্কারভাবে মানবজীবনের প্রকৃত কাম্যবস্তু দেখিতে পায়। যখন মানুষের হৃদয়ে পরাজ্ঞান উপজিত হয়, যখন মানুষের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সে স্পষ্টভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে; মানব-জীবনের উপর এই পাপ ও পুণ্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাপ ও পুণ্য অথবা 'সু' ও 'কু'—ইহাদের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ সত্যপথ অবলম্বন করিতেই আগ্রহান্বিত হয়। পতন ঘটিলেও তখন পুনরুত্থান তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া যায়। সুতরাং এই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সত্ত্বভাব আপনার 'পদবীঃ' বিশেষণের সার্থকতা সাধন করিতে পারে।

সত্ত্বভাব সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে 'স্বর্ষা' অর্থাৎ সকলের মঙ্গলদায়ক। সত্ত্বভাবের বলে যে কেবল পতিত মানবই সৎপথে পুনরাগমন করিতে পারে তাহা নহে; এই ঐশীশক্তিবলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্মার্গগামী হইয়া থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধন করে। বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমান এই শক্তি মানুষকে অনবরত মোক্ষমার্গের পথিক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবেক যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে থাকিয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দেয়, সত্ত্বভাব সেইরূপ বিশ্ব-যন্ত্রের মূলে থাকিয়া সমগ্র বিশ্বকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং বিশ্ববাসী সকলেই সেই মহাশক্তির দ্বারা উপকৃত হইতেছে। জগতে যদি সত্ত্বভাবের ক্রিয়া না থাকিত, তাহা হইলে বিশ্ব অচিরে ধ্বংসের পথে চলিত। বিশ্বশক্তির মূলে নিহিত শুদ্ধসত্ত্ব মানবকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছে।

এমন যে পরম মঙ্গলদায়ক সামগ্রী, তাহাকে পাইবার জন্য মানুষ স্বতঃই প্রার্থনা করিবে। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে যাহা সৎ পবিত্র, যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা মানুষ স্বভাবতঃই পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। মানুষের মনে যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে, তাহাই মানুষকে কল্যাণের সন্ধানে প্রেরণ করে। তাই পরম মঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাবকে পাইবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়। 'সহস্রনীথ' পদে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। সেই সহস্রনীথ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গমন করেন, এবং তাহার সঙ্গে লয়েন—পরাজ্ঞান। 'বিরাজং অনুরাজতি' পদদ্বয়ে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—স্বর্লোক'। আমরাও তাহাই সঙ্গত মনে করি। সপ্তলোকের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে স্বর্লোক। সুতরাং 'তৃতীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে স্বর্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'মহিষঃ' পদে ভাষ্যকার বর্ত্তমান স্থলে অর্থ করিয়াছেন—"মহান্ পূজ্যঃ"। কিন্তু অন্যত্র প্রায় সকল স্থলেই 'মহিষ' নামক পশুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান মর্ম্মানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাষ্যকারও আমাদের সহিত একমত হইয়াছেন।

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতে প্রচলিত অর্থ সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সকলি দেখিতে পায়; সোম সকলি দেখেন, সহস্র প্রকার তাঁহার স্তব; কবিদিগের পদস্থাপক

হইলেই তিনি বসিয়া দেন। তিনি প্রকাশু; তিনি তৃতীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গধামে যাইতে উদ্যত হইয়া বিরাট্ অর্থাৎ অতি দীপ্তিশালী ইন্দ্রের সঙ্গে দীপ্তি পাইতেছেন; তাঁহাকে সকলে স্তব করিতেছে। (৯অ—১খ—১সূ—২সা)।

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)*।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনো বিভৃত্বা

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
গোবিন্দুর্দ্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ।

৩ ২ ৩ ১ ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩
অপামূর্ম্মিং সচমানঃ সমুদ্রং তুরীয়ং

১ ২ ৩ ১ ২
ধাম মহিষো বিবক্তি॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'চমূষৎ' (চমসে স্থিতঃ, হৃদি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ) 'শ্যেনঃ শকুনঃ' (ঊর্দ্ধগমনশীলপক্ষীবৎ, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ ইতি ভাবঃ) 'বিভৃত্বা' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু বিচরণশীলঃ) 'গোবিন্দুঃ' (গবাং লম্ভকঃ, জ্ঞানদায়কঃ) 'দ্রপ্সঃ' (উদকসংমিশ্রঃ, অমৃতময়ঃ) 'আয়ুধানি বিভ্রৎ' (রক্ষাস্ত্রাণি ধারয়ন্, রক্ষাস্ত্রযুক্তঃ) 'অপাং ঊর্ম্মিং' (অমৃতপ্রবাহং) 'সচমানঃ' (সেবমানঃ, প্রদায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'মহিষঃ' (মহান্ পূজ্য—সঃ দেবঃ ইতি যাবৎ) 'তুরীয়ং ধাম' (পরমানন্দদায়কং স্থানং) 'সমুদ্রং' (অমৃতসমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'বিবক্তি' (সেবতে—সাধকান্ প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অমৃতস্বরূপঃ ভগবান্ কৃপয়া সাধকেভ্যঃ অমৃতং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদিস্থিত ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক হৃদয়ে বিচরণশীল জ্ঞানদায়ক অমৃতময় রক্ষাস্ত্রযুক্ত অমৃতপ্রবাহ-প্রদায়ক মহান্ পূজ্য সেই দেবতা পরমানন্দদায়ক স্থান অমৃতসমুদ্রে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান। (মন্ত্রটী নিত্য

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের অষ্টাদশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)।

সত্যমূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগকে অমৃত প্রদান করেন।)। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা।)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'চমূষৎ' চমস্তি ভক্ষয়ন্ত্যত্রেতি চম্বশ্চমসাস্তেষু সীদন্ যদ্বা, চম্বৌ অধিষবণফলকে তয়োর্বর্ত্তমানঃ 'শ্যেনঃ' শংসনীয়ঃ 'শকুনঃ' শক্তেঃ সামর্থ্যকারী 'বিভৃত্বা'। হরতেরাতোমনিন্নত্যাদিনা (৩।২।৭৪) ক্বনিপ্। পাত্রেষু বিহরণশীলঃ 'গোবিন্দুঃ' যজমানানাং গবাং লম্ভকঃ। বিন্দুরিচ্ছুরিতি উ-প্রত্যয়ান্তত্বেন নিপাতিতঃ। 'দ্রপ্সঃ' ধারয়ন্ 'অপাং' উদকানাং 'ঊর্ম্মিং' প্রেরকং 'সমুদ্রং'। অন্তরিক্ষনামৈতৎ (নিঘ০ ১।৩)। অন্তরিক্ষং 'সচমানঃ' সেবমানঃ 'মহিষঃ' মহান্ য এবংবিধঃ সোমঃ স 'তুরীয়ং' চতুর্থং ধাম চান্দ্রমসং স্থানং 'বিবক্তি' সেবতে পৃথিবীলোকস্যোপরি চন্দ্রমলোকো বিষত ইতি যমঃ পৃথিব্যা অধিপতিঃ সমাবিত্যাদিত্যশ্চন্দ্রমানক্ষত্রাণামধিপতিঃ সপ্তমত্বৈবিচিত্যাস্তেষ্বৈন্দ্রৈজ্জায়তে। (৯অ—১খ—১সূ—৩সা।)।

* * *

তৃতীয় (১১৭৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী ভগবানের অথবা তদীয় শক্তি শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বলিয়া মনে করি। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, মন্ত্রের মধ্যে যে উচ্চ ভাবরাশি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

মন্ত্রের প্রথম পদ 'চমূষৎ' অর্থাৎ হৃদিস্থিত, হৃদয়ে বর্ত্তমান। ভগবানকে হৃদয়ে বর্ত্তমান বলায় সাধকের হৃদয়ে যেমন আশার সঞ্চার হয়, তেমনি বিশ্বসম্বন্ধীয় একটী গভীর দার্শনিক প্রশ্নেরও সমাধান হইয়া যায়। মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয় এই ভাবিয়া যে,—ভগবান্ তাহা হইলে আমা হইতে দূরে নহেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তিনি আমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। আমি যে তাঁহার সন্ধানে সর্ব্বত্র ঘুরিতেছি! তিনি কোথায়, তাহার ঠিকানা তো পাইতেছি না! অনন্তকাল ধরিয়া মানবের মন সেই অনন্ত পুরুষের সন্ধান করিতেছে; কিন্তু তাঁহার কৃপা না হইলে সমগ্র বিশ্ব খুঁজিয়াও তাঁহাকে পাইতেছে না। মানুষ অজ্ঞানতার বশে মনে করে—তিনি বুঝি কোনও সুদূর দেশে মহামহিমময় লোকে বিরাজিত আছেন। সেখানে দেব ঋষিগণ তাঁহার বন্দনা-গীত গাহে, সমীরণ তাহার পুষ্পগন্ধ দিকে দিকে বিতরণ করে। তথায় পশুপক্ষী পর্য্যন্ত দেবভাবে বিভোর—তাঁহার চরণামৃত পানে মাতোয়ারা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এ প্রশ্নও জাগে—কোথায় সেই দেশ? কোন সুদূরের নীলাম্বর ভেদ করিয়া তথায় যাইতে হয়? তথায় যাইবার উপায় কি? আর সেখানে গেলে কি তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে? কে আমাকে তথায় লইয়া যাইবে,—কে আমাকে তাঁহার সন্ধান দিবে?

মানুষের মনের এই চিরন্তন প্রশ্ন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে। মানুষ যে তথা হইতে আসিয়াছে—আবার তাহাকে যে সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহা সে পরিষ্কার-ভাবে জানে না—বুঝে না সত্য; কিন্তু তাহার সহজাত সংস্কার,—অমৃতের প্রেরণা তাহার মনকে উতলা করিয়া তুলে। সে যে অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তের পথে যে তাহাকে যাত্রা করিতেই হইবে! আজ হউক, কাল হউক, মানুষকে যে তাহার আদি বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ প্রবাসের বাসা যে ভাঙ্গিতে হইবে, এ ধারণা তো তাহার মনে চির বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার যদি প্রবল না হয়, তাহা হইলে মানুষ তাহাকে প্রবলতর পার্থিব বিষয়ের দ্বারা প্রতিহত করিতে পারে বটে; কিন্তু চিরদিনই সে তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে না। কোন-না-কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন উঠিবেই। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করেন, সেই পরম আবাসস্থলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন।

কোথায় তিনি, কোথায় সেই পরমাশ্রয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মানবের মন তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে সপ্তস্বর্গের উপরে বসাইল, কেহ বা তাঁহার জন্য আপনার মনোমত নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করিল। আর ঊর্ণনাভের মত আপনার বুনাজালে আপনি জড়িত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার সন্ধানে কেহ বা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে জঙ্গলে আশ্রয় লইল, আর কেহ বা তাঁহাকে বিশ্বময় খুঁজিতে লাগিল। মানুষ তাঁহাকে খুঁজিবেই, না খুঁজিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে প্রশ্ন করে—কোথায় তিনি?

বেদ বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রথম পদের দ্বারা তাহার উত্তর দিতেছেন—'চমূষৎ'। তিনি সপ্তস্বর্গের পরপারে নহেন, পর্ব্বতে অরণ্যানীতে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর মহাসমুদ্রেও তাঁহাকে পাইবে না—যদি না তুমি তাঁহাকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পার। তিনি তোমার হৃদয়েই আছেন। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে হইবে না! তোমার নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, সেখানেই তাঁহাকে পাইবে। ভয় নাই মানব, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায়ও যান নাই! 'চমূষৎ' পদে মানবের নিকট এই আশার বাণীই বহন করিয়া আনে।

'চমূষৎ' পদ আরও একটী দার্শনিক তথ্যের মীমাংসা করিতেছে। সেই দার্শনিক প্রশ্নের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির স্বরূপ। ভগবান্ জগতে বর্ত্তমান? না—জগতের বাহিরে অবস্থিত—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে—দার্শনিকদিগের মধ্যে—তর্কবিতর্ক বাদবিতণ্ডার অন্ত নাই। কাহারও মতে তিনি জগতের বাহিরে অবস্থিত। স্বয়ং অবস্থিত আদিকারণ হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি আপনার মহিমায় বিরাজিত আছেন। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ অপূর্ব্ব ঐশী শিল্পকৌশল-বলে ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অনন্তকাল যাবৎ চলিতেছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। ভগবান্ নির্লিপ্ত অবস্থায় আছেন অর্থাৎ জগতের সহিত ভগবানের কোনও সংশ্রব নাই; উহা অন্ধ প্রকৃতির হাতে সঁপিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জগতে ভগবানের জন্য কোন স্থান নাই, তাহার কোনও আবশ্যকতাও নাই। এই মতবাদ মানুষকে একেবারে আশ্রয়হীন করিয়া দেয়। প্রকৃত

পক্ষে এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই মত যুক্তির যাতসহ নহে। কারণ, এই মতানুসারেও ঈশ্বরকে অনন্ত বলা হয়। যদি আদিকারণ বলিয়া একটা পৃথক্ সত্তা থাকে, তাহা হইলে ভগবান্ অনন্ত হইবেন কিরূপে? সেই দ্বিতীয় সত্তা তাঁহার অনন্তত্ব নষ্ট করিবে,—তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করিবে। কাজেই ঈশ্বর সসীমে বদ্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং এই মতবাদ অযৌক্তিক।

এই নাস্তিকতাতুল্য মতবাদের প্রতিবাদ করিবার জন্যই, যাহাতে মানুষ এই সকল মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভ্রান্ত পথে না যায়, সেই জন্যই যেন বেদ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন — 'চমূষৎ' তিনি মানবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়েই তিনি থাকেন না; তিনি 'বিভূবা' সর্ব্বহৃদয়ে বিচরণশীল, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, বিশ্বসৃষ্টি করিয়া মানুষকে তিনি পাপতাপ মোহঅজ্ঞানতার কবলে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি মানবের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি তাহাকে প্রত্যেক বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টি বলা যায় না। আমাদের ভাষার দারিদ্রতার জন্য এমন সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, যদ্দ্বারা অর্থের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে না। বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্ট হয় নাই। সৃষ্টি নয়—বিকাশ। এই বিশ্ব সেই পরমপুরুষের বিকাশের একটা দিক মাত্র। বিশ্ব তাঁহাতেই ছিল, এবং আছে। তিনিও এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন—বিশ্ব তাঁহারই অংশ। সুতরাং বিশ্বের এই নরনারী জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তের মধ্যেই তাঁহার আবির্ভাব আছে। বিশ্বের অংশীভূত মানবের হৃদয়েও তিনি বর্ত্তমান আছেন। বেদবাক্য ইহাই প্রমাণিত করিতেছেন যে, অসীম অনন্ত ভগবান বিশ্বের মানবের মঙ্গলের জন্য তাহার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন। তিনি মানবের মনে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য আকাশ পাতাল অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে পাইবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইবে না। তোমার মধ্যেই তিনি আছেন। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও কিছু নাই। ভ্রান্ত মানব! তাঁহাকে পাইবার জন্য কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ? তাঁহার মন্দির যে তোমার হৃদয়! এই সংসার আত্মীয়-স্বজন সমস্তই যে তাঁহার দান! তাঁহার দানের অবমাননা করিয়া কি তাঁহাকে পাইতে চাও? তাঁহার দান গ্রহণ কর, তাঁহার দান বলিয়াই সংসার, আত্মীয়স্বজনের আদর; নতুবা এ সকলের কাণাকড়িরও মূল্য নাই! এই কথা মনে রাখিয়া তাঁহার দান উপভোগ কর। তাঁহার চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তদ্গত-চিত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। দূরে যাইতে হইবে না, তোমার হৃদয়েই তাঁহার দেখা পাইবে। তুমি যাহা কর, যাহা ভাব, হৃদয়ে থাকিয়া তিনি তাহা সমস্তই অবগত আছেন। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে পৌছাইয়া দিবেন।

ভগবান্ মানবের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে বিহার করেন এই সত্যের মধ্যে উপরোক্ত দুইটী তথ্যের সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

তিনি মানবকে তুরীয়ানন্দ প্রদান করেন—'তুরীয়ং ধাম বিবক্তি'। মানুষ সাধারণতঃ তিন অবস্থায় থাকে—জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং সুষুপ্তির অবস্থা। কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা সাধনবলে উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা চতুর্থ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাহাকে শাস্ত্রে তুরীয় অবস্থা বলা হইয়াছে। সেই অবস্থায় মানুষ তাহার জড়-জগতের পারিপার্শ্বিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিভোর থাকেন। তখন জাগতিক সুখ-দুঃখ, ঘৃণা দ্বেষ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা প্রভৃতি কিছুই থাকে না, মানবের মন সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিমলানন্দ লাভ করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। সেই অবস্থা সকলে সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে তাহার চারিদিকের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে, তাহা মানবজীবনে স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানকে সেই অবস্থায় হাতে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাহা মানবকে চিরশান্তি প্রদান করে। তিনি তো বিন্দু নহেন,—তিনি অমৃতের সিন্ধু। তিনি মানুষকে সেই আনন্দসিন্ধুতে—অমৃত-সমুদ্রে লইয়া যান। মানুষ সেই অমৃতসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। মন্ত্রে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

তিনি নিজে অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক রক্ষাস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি মানুষকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনকে শান্ত মধুর রসে পূর্ণ করেন। 'দ্রপসঃ' এবং 'অপাং উর্ম্মিং সচমান,' পদসমূহে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের অনেকস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে দ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,—"শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সোম পানপাত্রে বসিতে-ছেন; তিনি একপাত্র হইতে পাত্রান্তরে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার সাহায্যে গোধনের লাভ হয়, তিনি দ্রবময়; তিনি যুদ্ধের অস্ত্র ধারণ করেন; তিনি জলে তরঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন, তিনি প্রকাশ হইয়া তাঁহার চতুর্থস্থান কলসের মধ্যে যাইতেছেন।"

'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমরা উপরেই বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যকার যদিও মন্ত্রটীর সোমপক্ষে অর্থ করিয়াছেন; তথাপি অনুবাদকারের সহিত তাহার মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'তুরীয়ং ধাম' পদদ্বয়ের অর্থ করিয়াছেন,—'চতুর্থং ধাম, চান্দ্রমসং স্থানং' অর্থাৎ চন্দ্রলোক নামক স্থানবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রলোক যে কি, তাহার সন্ধান পাওয়া গেলেও সোমরস নামক দ্রব্যবিশেষের সঙ্গে চন্দ্রলোকের যে কি সম্বন্ধ, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সূর্য্যলোকের উপরে চন্দ্রলোক বর্ত্তমান আছে এবং চন্দ্রমা নক্ষত্রদিগের অধিপতি। সায়ণ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ত্তমান মন্ত্রের কোনও অর্থ-সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। আর এই ব্যাখ্যা দ্বারা 'তুরীয়ং ধাম' সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহেন, তাহাও স্পষ্ট হয় নাই।

'শ্যেনঃ' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও আমরা প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে নানাবিধ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"শ্যেনঃ" পক্ষীবিশেষ; ভাষ্যকারও অন্যত্র এরূপ অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শংসনীয়ঃ' অর্থাৎ

অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য। আবার 'শকুনঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—"শক্তেঃ সামর্থ্যকারী"। এখানেও ভাষ্যকার তাঁহার চিরাচরিত অর্থের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। উক্ত দুই পদে আমরা যে ভাবে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে।

"চমূষৎ" পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার এবং অনুবাদকার সোমপক্ষে অর্থ করিতে যাইয়া উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,- পানপাত্র, অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মদ্যপান করা যায়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বহুত্র দেখিয়াছি যে, উক্ত পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে; এখানেও তাহার অন্যথা হয় নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ না থাকিলেও তাহা অধ্যাহার করিয়া প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় প্রত্যেক পদের নানাবিধ অর্থ-ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। ভাষ্যকার 'সমুদ্রং' পদে অন্তরীক্ষকে লক্ষ্য করিয়াছেন যদিও তাহার স্বাভাবিক অর্থই সঙ্গত। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার উক্ত পদের অর্থ প্রদান করেন নাই।

'দ্রপ্সঃ' পদের ভাষ্যসঙ্গত অর্থ -'ধারয়ন্'। বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন—'উদকসম্মিশ্রঃ" আমাদের মতে উহাই সঙ্গত অর্থ। আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য॥ (৯অ-১খ-১সূ—৩সা)॥ *

—— • ——
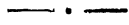
প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ৩ ১
১। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। শিশুঞ্জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তম্মৃজন্ত্যায়ি। শুভস্তিপায়ি।

২ ১ ২৩৪৫ ২ ১র ২ ১ র ২৩৪৫
প্রাং ৩ মরু। তোগণেনা। কাবগীর্ভায়ঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকাবিস্রাদান্।

২র ১ ২ ১ ২ ২ ৪
সোমঃপবায়ি। ত্রা ৩ মতি। আ ৩ ৪ ৩ য়ি। ভী ৩ র। ৫ রিভা ৬ ৫ ৬ ন্॥

২ ১ ২ ১ ২৩৪৫ ২ ১ ২ ১ ২৩৪
ঋষিমনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্বর্ষাঃ। সহস্রনায়ি। পা ৩ঃ পদ। বীঃকবী

৫ ২র১ ২ ১ ২৩৪৫ ২র১র১ ২ ১
নাম। তৃতীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। যঃসিষাসান্। সোমোবিরা। জা ৩ মস্তু।

২ ২ ৪ ২র১ ২ ১ ২৩
রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ য়িষ্ট ৬ ৫ ৬॥ চিমূষচ্ছায়ি। না ৩ঃ শকু। সোবি-

৪৫ ২র ১ ২ ১র ২র৩৪৫ ২১র১র ২১র
ভ্রা। গোবিন্দুদ্রা। প্সা ৩ আয়ু। ধানিবিভ্রাৎ। অপামূর্ম্মায়িম্। সচমা।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষণ্ণবতিতম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, নবম বর্গের অন্তর্গত)॥

২ ৩ ৪ ৫ ২ র ২ র ১ ২ ২
মঃ সমুদ্রাম্। ও ৩ হো ৩ হোয়ি। তুরীয়ন্ধা। মা ৩ মহি। বো ৩ ৪ ৩।

২ ৪
বা ৩ য়িবা ৫ ক্সো ৬ ৫ ৬ য়ি॥

* * *

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র
২। শাহ ৫ য়িশুম্। যজ্ঞা ৩ না ৩ ৮ হর্ষ্যতাম্। মা। অস্তিশুস্তিস্তিবিপ্রশঙ্কুতো

র র র র র র২ ১ ২ র ২ ১
গণেমকবি। গীর্ভিঃকাব্যেনাকবিঃসন্সোমঃ। পা। ঔ ৩ হোহায়ি। বিভ্রা-

২n ৩র র ২ ১ — ১ ^ ৫
২ ৩ মতায়ি। এত্তো। হো ৩। হুম্মা ২। য়া হ ২ য়িতো ৩ ৫ হায়ি॥

৩ ৪ ২ ৪ ৫ ১ র র র র র
আহ ৫ যিং। মনা ৩ য়া ৩ শ্বাবক্ হ। প্য। বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাং

র র র র৩ ১ ২ র২ ১র ২n ৩র র
স্তৃতীয়ন্ধামমহিষঃসিষাসন্সোমঃ। বা। ঔ ৩ হোহায়ি। রাজা ২ ৩ মনু। রাজো

২ ১ -- ১ n ২ ৩ র ৪ ২
হো ৩। হুম্মা ২। ভাহ ২ বিষ্টো ৩ ৫ হায়ি॥ চা হ ৫ মূ। বচ্ছ্যা ৩ য়িনা ৩ঃ

৪ ৫ ১ র র র র র র র ২১র
শকুনাঃ। বায়ি। ভৃত্বাগোবি ন্দুর্দ্রপ্সআয়ুধানিবিভ্রদপামূর্ম্মি ৮ চমানঃ সমুদ্রন্তুরী।

২ ৩ ২ ১র ২^ ৩র র ২
য়া। ঔ ৩ হোহায়ি। ধামা ২ ৩ মহায়ি। বোবোহো ৩।

১ -- ১ ২
হুম্মা ২। বা হ ২ ক্সো ৩ ৫ হায়ি॥

* * *

২ ^ ৩ ২ ৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২৩
৩। হায়ি। উহুবায়ি। শিশা ৩ ৪ ঔ হোবা। জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্য। তমৃ-

৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n ৩ ৪ ৫
জন্তায়ি। শুম্ভা ৩ ৪ ঔহোবা। ন্তিবায়ি। প্রা ৩ স্মরু। তোপণেনা।

৩ ২ ৩র৫র৫ ১র ২ ১র ২n৩ ৪ ৫ ৩র ২
ক্ষবা ৩ ৪ ঔহোবা। গীর্ভায়িঃ। কা ৩ বিয়। মার্কবিঃসান্। সোমা ৩ ৪

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২ ২ ৪
ঔহোবা। পবায়ি। ত্রা ৩ মান্ত। ক্সা ৩ ৪ ৩ য়ি। ভী ৩ য়া ৫ য়িতা ৬

৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩৪৫　৩
৫ ৬ ন্। ঋবা ৩৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুগর্বাঃ। স-

৩　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র
হা ৩ ৪ ঔহোবা। স্বনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। ভূতা ৩ ৪ ঔ

৪র ৫　১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩র ২　৩র৪র৫　১
হোবা। যন্ধা। মা ৩ মহি। ষঃ।দেবানাম্। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা। বিরা।

২　১　২　২　৪　৩ ২　৩র৪র৫
জা ৩ মন্থ। রা ৩ ৪ ৩। জা ৩ তা ৫ ষ্টিষ্টু ৬ ৫ ৬ প্। চমূ ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩র২　৩র৪রঃ　১
যচ্ছ্যাগ্নি। মা ৩ঃ শকু। নোবিভূবা। গোপা ৩ ৪ ঔহোবা। দুর্দ্র।

২　১র　২রn৩ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১　২১র
প্লা ৩ আয়ু। ধানির্বিভ্রাৎ। অপা ৩ ৪ ঔহোবা। উস্মাগ্নিম্। দচমা।

২ ৩৪৫　২　n　৩ ২　৩র৪র৫　১ ২
নঃ সমুদ্রাম্। হাগ্নি। উচ্ছাগ্নি। ভূরা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১　২　২　৪
মা ৩ মহি। যো ৩ ৪ ৩। বা ৩ য়িবা ৫ স্তা ৬ ৫ ৬ গ্নি॥

* * *

৩ ২৯　৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩৪৫
৪। উচ্চবাগ্নি। শিশা ৩ ৪ ঔহোবা। জজ্ঞা। না ৩ ৮ হর্য্যা। ভামৃজন্তাগ্নি।

৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২n৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র
শুভা ৩ ৪ ঔহোবা। ভিবাগ্নি। প্রা ৩ স্বক্ক। ভোগপেনা। কবা ৩ ৪ ঔ

৪র ৫　১র　২　১ র　২n৩ ৪ ৫　৩র ২　৩র৪র৫
হোবা। গীর্ভাগ্নিঃ। কা ৩ বিয়ে। নাকবিঃপান। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২n　২　৪
পবাগ্নি। ত্রা ৩ মতি। আ ৩ ৪ ৩ গ্নি। ভী ৩ রা ৫ গ্নিভা ৬ ৫ ৬ ম্॥

৩ ২　৩র৪র৫　১　২　১　২ ৩৪৫　৩ ২　৩র৪র৫
ঋবা ৩ ৪ ঔহোবা। মনাঃ। যা ৩ ঋষি। কৃৎস্নুবর্ষাঃ। সহা ৩ ৪ ঔহোবা।

১　২　১　২ ৩ ৪ ৫　৩ ২　৩র৪র৫　১
স্বনাগ্নি। থা ৩ঃ পদ। বীঃকবীনাম্। ভূতা ৩ ৪ ঔহোবা। যন্ধা।

১　২ ৩ ৪ ৫　৩র ২　৩র৪র৫　১　২　১
মা ৩ মহি। ষঃ।দেবানান্। সোমা ৩ ৪ ঔহোবা। বিমা। জা ৩ মন্থ।

২ⁿ ২ ৪ ৩ ২ ৩র৪র৫ ১
রা৩৪৩। জা৩তা৫য়িই ৬৫৬প্। চমূ৩৪ঔহোবা। যজ্ঞ্যারি।

২ ১ ২ⁿ৩৪৫ ৩র২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১র
না৩ঃশকু। নোবিভৃত্বাম্। গাবা৩৪ঔহোবা। ছূর্দ্ধা। পস্বা৩আছু।

২র্ⁿ৩৪৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১র ২১র ২৩৪৫ ৩ ২ⁿ.
ধানিবিভ্রাৎ। অপা৩৪ঔহোবা। উর্ম্মারিম্। লচমা। নঃসমুদ্রাণ। উদ্বাম্নি।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২
ভুরা৩৪ঔহোবা। যন্ধা। মা৩মহি। ষী৩৪৩।

২ ৪
বা৩াস্রবা৫স্তো৬৫৬য়ি॥

* * *

১ ১ ২ ১৫র ২২ ৩ ১
৫। শিশুঞ্জাজ্ঞা২৩। নভ্হর্য্যাতা২৩ম্। মৃজন্ত্যাম্নি। শুম্ভন্ত্যায়িনা২৩য়ি।

৩ ১ ২১র ২ ১ ২র ১
প্রস্মরুতো ২৩। গণেনা। কবির্গীর্য়িভী২৩য়িঃ। কাবিংযনা২৩ঃ।

২ ১ ২র ১ ২ ১ ২১র২ ১
কবিঃসান্। সোমঃ পাবা২৩য়ি। ত্রমত্যায়িম্নে২৩। ভিরেভা৩নাউ॥

২ ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ঋষিমানা২৩। ওয়ঋষীক্২৩ৎ। স্বর্বর্ষাঃ। সহস্রানা২৩রি। পঃ

১ ২১র ২র১ ২ ১ ১১র
পদাবা২৩য়িঃ। কবীনাম। তৃতীয়ান্ধা২৩। মমহায়িষা২৩ঃ। সিষাসান্।

২র র ১ ২ ১ ২ ১ ২ ২র১
সোমোবায়িরা২৩। জমনূরা২৩। জ্বভৌ৩১উ। চমূষাষ্ট্যা২৩য়ি।

২ ১ ২১ ২র ১ ২ র ২১
নঃশকুনো২৩। বিভৃত্বা। গোবিন্দ্র্দ্রা২৩। পস্বায়ুধা২৩। নিবত্রাৎ।

২র১ ২ ১ ২ ১ ২র ১
অপামূর্ম্মা২৩য়িম। সচমানা২৩ঃ। সমুদ্রাণ। তুরীয়ান্ধা২৩।

মমহায়িষো২৩। বিবক্তা৩২উবা২৩৪৫॥

* * *

২র র ২ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
৬। হাউ হোবা ৩হারি। শিশুঞ্জজ্ঞানাং ৮হর্য্যা৩ তাংমৃজন্ত্য২৩৪৫য়ি।

২ ১৭র ১১১১ ২ র র ১ ৭
শুম্ভন্তিবিপ্রস্মরু৩ তোগণেনা২৩৪৫। কবির্গীর্ভিঃকাব্যে৩না কবিঃসা

১ ১ ১ ১ ২র ১ ৭র ১ ১ ১ ১ ২ র
২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমঃ পবিত্রমতী ৩ য়াবিস্তিরেস্তা ২ ৩ ৪ ৫ ন্॥ পবিমনায়।

১ ৭ ২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১
ঋবী ৩ কৃৎস্বর্ষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দক্ষস্রনীঃ পদা ৩ সাম্নিঃ কবীনা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২ র ১ ৭র ১ ১ ১ ১ ২র র র ১ ৭
তৃতীয়ন্ধামমহী ৩ ষাঃ সিষাসা ২ ৩ ৪ ৫ ন্। সোমোবিরাজমনু ৩ রাজতিষ্টু

১ ১ ১ ১ ২র র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
২ ৩ ৪ ৫ প্॥ চমূষচ্ছ্যেনঃ শকুনোবিভৃত্বা ২ ৩ ৪ ৫। গোবিন্দুদ্রপ্

র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২ র র ৪ র ১ ৭ ১ ১ ১ ১
সদায়ু ৩ ধানিবিভ্রা ২ ৩ ৪ ৫ ৎ। অপামূর্ম্মিং সচমা ৩ নাঃ সমুদ্রাম্ ৩ ৪ ৫ ন্॥

২ র র ৩র ১ ৭ ১ ১ ১ ১ ২র
তুরীয়ন্ধামমহী ৩ ষোবিবক্তা ২ ৩ ৪ ৫ য়ি। হাউ

র ২ ১ ১ ১
হোৎ ৩ হায়ি। বা ৩ ৪ ৫। *

—— • ——

প্রথমং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
এতে সোমা অভি প্রিয়মিন্দ্রস্য কামমক্ষরন্।

১ ২ ৩ ৩ক ২র
বর্দ্ধন্তো অস্য বীর্য্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (সাধকস্য) 'বীর্য্যং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'বর্দ্ধন্তঃ' (বর্দ্ধনকারিণঃ) 'এতে' (ইমে, প্রসিদ্ধাঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদয়ঃ) 'কামং' (কাম্যং, সর্ব্বেষাং প্রার্থনীয়ং) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইতি যাবৎ) 'অভ্যক্ষরন্' (অভিগমন্তু, অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-১খ-২সূ-১সা)।

---

* প্রথম সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্র-গ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম, যথাক্রমে;—(১) "পার্থম্", (২) "মহাবামদেব্যম্", (৩) "হাউউদ্বংশীয়বাসিষ্ঠম্", (৪) "উদ্বংশীয়বাসিষ্ঠম্", (৫) "উত্তরার্গবম্" এবং (৬) "বৈশ্বজ্যোতিরাশ্বম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সাধকের আত্মশক্তিবর্দ্ধনকারী প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব, সকলের প্রার্থনীয়, ভগবানের প্রীতিকর সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—১সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'এতে' অভিষুতা ইমে সোমাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'বীর্য্যং' শক্তিং 'বর্দ্ধন্তঃ' বর্দ্ধয়ন্তঃ 'ইন্দ্রস্য' 'কাম্যং' কাম্যং 'প্রিয়ং' প্রীতিকরং 'সমভ্যক্ষরন্' অভ্যবর্ষন অভিসবন্তে। ১।

* * *

প্রথম (১১৭৬) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই, "এই সোম-সমূহ ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমরস সম্বন্ধে দুইটী উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথমটী—সোমরস ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধিত করেন; দ্বিতীয়টী—ইন্দ্রের প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন। একটী একটী করিয়া উভয় উক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ—সোম ইন্দ্রের বীর্য্য বর্দ্ধন করেন। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্; তাঁহার শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া বিশ্ব জীবন লাভ করে। তাঁহার শক্তিতেই জগৎ শক্তিমান্। তিনিই শক্তির উৎস। জগতে শক্তির যে খেলা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সমস্ত ভগবানের শক্তি হইতেই উদ্ভূত। তাঁহার শক্তি না পাইলে জগৎ মৃত অসাড় হইয়া যায়। জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সমস্তই তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। এক কথায়, বিশ্ব "সূত্রে মণিগণা ইব" তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে—এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তির আংশিক বিকাশ মাত্র। অর্থাৎ, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, তিনিই শক্তির একমাত্র আধার, তাঁহা ব্যতীত আর কোথায়ও শক্তির ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এমন যে মহাশক্তি, সামান্য মাদকদ্রব্য সোমরস তাঁহার বীর্য্য বর্দ্ধন করিবে কিরূপে? মাদকদ্রব্য মানুষের শক্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি মদ্যাদি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করে, সে ক্রমশঃই হীনশক্তি ক্ষীণতেজস্ক হয়। তাহার শারীরিক মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সুস্থ সবল ব্যক্তিও মাদক দ্রব্যের প্রভাবে সাময়িক ভাবে যে কেবল দুর্ব্বল হয়, তাহা নহে; মদ্যপানজনিত নানাবিধ রোগের আক্রমণে সে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এমন কি, তাহার ফলে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শক্তিদান তো দূরের কথা, মদ্যের প্রভাবে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য।

এই তো মন্ত্রের শক্তি! অথচ ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—সোমরস ইন্দ্রের শক্তি বর্দ্ধন করে। এই ব্যাখ্যায় আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? মন্ত্রের শক্তি-নাশকারী শক্তি প্রত্যক্ষ সত্য; অথচ, তাহাকে ভগবানেরও শক্তিবর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। ভগবানের শক্তি কেহ বর্দ্ধন করিতে পারে না। ভগবানের শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা অতিশয়োক্তি হইতে পারে; শক্তিদানের প্রাধান্য খ্যাপনের জন্যই ভগবানেরও শক্তি বর্দ্ধনকারী বলা হইয়াছে। কিন্তু মূলেই যে ভুল রহিয়াছে! মদ্য যে মূলেই শক্তিক্ষয়কারী! সুতরাং শক্তি-খ্যাপনের জন্য অতিশয়োক্তিও বলা যায় না। তাই মনে হয়, সোম-রসের অন্য কোনও বিশিষ্ট অর্থ আছে।

আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদে কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য বুঝায় না—উহা ভগবৎশক্তি শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করে। এই শক্তি-বলেই বিশ্ব বিধৃত ও পরিচালিত হয়। ভগবানই শুদ্ধসত্ত্বময়। সত্ত্বভাব তাঁহারই শক্তি। সুতরাং সত্ত্বভাব ভগবানের শক্তি বর্দ্ধন করে,—এ কথা বলা যায় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন্ত্রান্তর্গত 'অস্য' পদে ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেই এই ভাব-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা মনে করি,—'অস্য' পদে সাধককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সাধকেরই শক্তি বর্দ্ধিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল। সাধনা দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের উপজন করিতে পারিলেই তাহার প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়। মানবের মধ্যে ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ হইলে মানুষ আপনাকে শক্তিশালী মনে করে; তখন তাহার সত্যিকার শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সাধনা-প্রভাবে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়। সেই বিশ্বশক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। মন্ত্রে এই সত্যের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ" মন্ত্রাংশের তাই অর্থ,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের শক্তি বর্দ্ধন করেন।

প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ এই,—"তাঁহার অভিষবণীয় ও প্রীতিকর রস বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য ইন্দ্রের প্রীতিকর অন্য কোনও একটা রস প্রদান করেন। ইহার দ্বারা কি ভাব অধিগত হয়? সোমরস অন্য কি তরল পদার্থ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য প্রদান করিতে পারে? 'সোম' পদে কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; এবং 'অস্য' পদে 'ইন্দ্রস্য' অর্থ করিলে যে ভাব বৈষম্য উপস্থিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। মন্ত্রের অপরাংশেও এই অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং উহা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'অস্য বীর্য্যং বর্দ্ধন্তঃ' পদত্রয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পদত্রয় 'সোমাঃ' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাব এই যে,—"যে সত্ত্বভাব সাধকদিগের আত্মশক্তি বর্দ্ধন করেন, সেই সত্ত্বভাবই আমরা কামনা করিতেছি। আমরা সাধক নহি; সাধনার শক্তি আমাদের নাই। সাধকগণ তাঁহাদের কঠোর সাধনা-বলে সেই শক্তি লাভ করেন; কিন্তু আমরা

সাধন-ভজন-হীন, আমরা কিরূপে তাহা লাভ করিব? আমাদেরও যে এই পরম বস্তু না হইলে চলে না! একমাত্র ভরসা—ভগবানের কৃপা। তিনি কৃপা বিতরণে যদি আমাদিগকে সেই শক্তি প্রদান করেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে, জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি।" 'সাধক যে আত্মশক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রার্থিত বিষয় সুনির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সাধকলভ্য বস্তু নিশ্চয়ই মহামূল্যবান্। সাধকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অসার বস্তুর কামনা করেন না। যাহা মানবের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু, যাহা দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ আঁচলে বাধেন না। তাই এই বিশেষণের সার্থকতা।

মন্ত্রান্তর্গত 'কামং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধেও ভাষ্যের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যকার 'ইন্দ্রস্য' পদকে 'কামং' পদের সহিত অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'ইন্দ্রের কাম্য' বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের কাম্য বা প্রার্থনীয় কিছুই নাই। তিনি অকাম, তাঁহার কোন অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; সুতরাং কোন বস্তুলাভের প্রয়োজন নাই। তিনি বিশ্বের অধিপতি; অনন্ত কুবের ভাণ্ডার তাঁহারই। বিশ্বের অনন্ত রত্নভাণ্ডার তাঁহার করতলে। এই সামান্য নগণ্য ধনরত্ন তো অতি তুচ্ছ। দেব-বাঞ্ছিত পরম ধনের অধিকারী তিনি। তাঁহার কৃপায় দেবমানব ধনের অধিকারী হয়। তিনি আবার তাঁহার নিজের জন্য কি কামনা করিবেন? কামনা করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই বটে; তবে তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তি সদ্ভাব প্রভৃতি কামনা করেন। তাঁহার নিজের জন্য কামনা নয়, কামনা তাঁহার সন্তানের জন্য। বিশ্ববাসিগণ তাঁহার সন্তান। তাহারা যাহাতে সন্মার্গে পরিচালিত হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রয় পায়, যাহাতে তাহারা পরম ধনের অধিকারী হয়, তিনি সেই ইচ্ছা করেন। বিশ্বমঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনও কামনা তাঁহার নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে কোন কারণেই তাঁহার যদি কামনা থাকিল, তাহা হইলেই তো তিনি পূর্ণ নহেন। কারণ যিনি পূর্ণ তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না। কামনা থাকার অর্থই অপূর্ণতা। অপূর্ণতা না থাকিলে কামনা করিবেন কিসের জন্য? অধিকন্তু কামনা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইতেও পারে, তজ্জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিশ্বমঙ্গলের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, ভগবানের যদি কোনও কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের কামনা আর মানুষের কামনার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে কামনা থাকার জন্য মানুষকে অপূর্ণ বলা যায়, সেই কামনার জন্যই ভগবানকে অপূর্ণ বলা যায় না। মানুষ কামনা করে—তাহার মধ্যে যে অপূর্ণতা আছে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য; মানুষ কামনা করে যাহা সে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করে তাহা পাইবার জন্য। অধিকন্তু মানুষ আপনার সসীম জ্ঞান লইয়া, বিশ্বসম্বন্ধে—নিজের চরম পরিণতি সম্বন্ধে অপূর্ণ ধারণা লইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, নিজের কামনা জানায়। সেই প্রার্থিত বস্তু তাহার উপকার করিবে কি অপকার করিবে তাহা সে নিজে বুঝিতে পারে না। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, সে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করে

কিন্তু ভগবানের কামনা সেরূপ নয়। তিনি আপনার অভ্রান্ত জ্ঞানদৃষ্টি-বলে সমস্তই দর্শন করিতেছেন। কিসে বিশ্বে তাঁহার সন্তানগণের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা তিনি জানেন। সুতরাং যাহাতে বিশ্বমঙ্গল সাধিত হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অপূর্ণতার জন্য তিনি কামনা করেন না; কারণ তিনি পূর্ণকাম, অকাম। বিশ্বের মঙ্গল যাহাতে সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন মাত্র। তাহাই সাধকগণের - মানবের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জন্য ভগবানের মঙ্গল কামনা বলা হইয়াছে।

সুতরাং এই দিক দিয়া 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' বলিলে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু মন্ত্রের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, এরূপ অন্বয় ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে এখানে ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করিতেছেন না। তিনি নিজেই সত্ত্বভাবময়; সুতরাং তাঁহার সত্ত্বভাব কামনার কোন অর্থ থাকে না। সাধক কামনা করিতেছেন - ভগবানের প্রিয় সত্ত্বভাব। ভাষ্যকার অন্বয় করিয়াছেন, 'ইন্দ্রস্য কাম্যঃ প্রিয়ং' অর্থাৎ ইন্দ্রের কাম্য এবং প্রিয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উক্ত অংশের অন্বয় হইবে,—"(সাধকানাং) কাম্যং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং"—সাধকদিগের কাম্য এবং ভগবানের প্রিয়। 'ইন্দ্রস্য কাম্যং' অন্বয় কেন হইতে পারে না তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। আমাদের অন্বয় সম্বন্ধে এ কথা বলিলেই চলিবে যে,—সত্ত্বভাবের মহিমা সাধক-গণই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সাধারণ মানবও এই পরম বস্তু লাভ করিবার কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা পাইবার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না বা করিতে পারে না। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানব শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপও অবগত নহে; উহা সাধকগণই জ্ঞান-প্রভাবে অবগত আছেন। সুতরাং সাধকদিগের কাম্য বলাতে বস্তুর স্বরূপ প্রকটিত হইল। সাধকগণ আপনাদের চরম মঙ্গল সাধনের উপায় অবগত আছেন। তাঁহারাই জীবনের চরম সার্থকতা-লাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে সেই পরমধন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

তাই সমগ্র মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই - "হে ভগবন্! আমরা অবোধ, অজ্ঞান। আমরা ভাল মন্দ, নিজের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে অক্ষম। সাধকগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরাও আপনার পরমধন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। সাধকদিগের নিকট শুনিয়াছি, শুদ্ধসত্ত্ব আপনার অতিশয় প্রিয় বস্তু - আপনার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তাই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হউক। তৎপ্রভাবে আমাদিগের কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে—সদ্বৃত্তি জাগরিত হইবে। আমরা যেন আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। হে ভগবন্! আপনার শক্তি শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন আমরা আপনার প্রিয় সৎকর্ম্মসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত আমাদের পার্থক্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং প্রচলিত বঙ্গানুবাদের একত্র অনুসরণেই অনুভূত হইবে। (৯অ—১খ ২অ ১সা।) *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

পুনানাসশ্চমূষদো গচ্ছন্তো বায়ুমশ্বিনা।

১ ২ ৩ ১ ২

তে নো ধত্ত সুবীর্য্যম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্বাদেঃ! 'পুনানাসঃ' (পবিত্রকারকাঃ) 'চমূষদঃ' (চমসেষু সীদন্তঃ, হৃদি অধিতিষ্ঠন্তঃ, যদ্বা সাধকহৃদি উৎপদ্যমানাঃ) 'বায়ুং' (আশুমুক্তিদায়কং দেবং) তথা 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, আধিব্যাধিনাশকৌ দেবৌ) 'গচ্ছন্তঃ' (প্রাপ্নুবন্তঃ প্রাপকাঃ ইতি ভাবঃ) 'তে' (যূয়ং ইতি ভাবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'ধত্ত' (প্রযচ্ছত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (অথবা সাধকহৃদয়ে উৎপদ্যমান), আশুমুক্তিদায়ক দেবতাকে এবং আধিব্যাধিনাশক দেবতাদ্বয়কে প্রাপ্তিকারক আপনারা আমাদিগকে শোভনবীর্য্য আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আত্ম-শক্তি লাভ করি)। (৯অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোমাঃ! 'পুনানাসঃ' পুনানা অভিষূয়মাণাঃ 'চমূষদঃ' চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ 'বায়ুং' 'অশ্বিনা' অশ্বিনৌ চ 'গচ্ছন্তঃ' প্রাপ্নুবন্তঃ তে যূয়ং 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং 'ধত্ত' প্রযচ্ছত। 'ধত্ত'—'ধাত্ত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৭৭) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সত্ত্বভাবসমন্বিত আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়া গৃহীত। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যার

উদাহরণ প্রদত্ত হইল,—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন, চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন। উনি আমাদিগকে সুবীর্য্য দান করুন।"

সায়ণ-ভাষ্যের অনুসরণে ইহা উপলব্ধ হইবে যে, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যানুগত ব্যাখ্যার ঐক্য নাই। তবে উভয় ব্যাখ্যাতেই সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করা হইয়াছে। সোমরসকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাখ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মন্ত্রটী যেন সোমরস নামক মদ্য প্রস্তুত হইবার সময় উচ্চারিত হইতেছে, এবং সেই সোমরসের নিকটও 'সুবীর্য্য' প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদে গৃহীত অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। ব্যাখ্যার প্রথম অংশ,—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন।" 'সেই সোম' বলাতে কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সোমরসের ভাব আসে। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সোমের উল্লেখ নাই। মন্ত্রটীকে সোমার্থসূচক বলিয়া গ্রহণ করিলেও সেই শব্দের কোন সার্থকতা লক্ষিত হয় না। মূলে আছে—'পুনানাসঃ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অভিষূয়মাণাঃ'। পদটী এবং তাহার অর্থ স্পষ্টই অন্য কোনও পদের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদে দ্বিতীয় কোন পদের উল্লেখ নাই। অনুবাদকার এই এই একটী-মাত্র পদ হইতে একটী বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—"সেই সোম অভিষুত হইতেছেন।' মন্ত্রের অন্যান্য পদের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করায় মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় অংশ—"চমসমধ্যে আহ্বান করিতেছে।" ব্যাখ্যার এই অংশের প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চমসের মধ্যে কে কাহাকে আহ্বান করিতেছে? প্রথম অংশের বিষয়—সোম অভিষুত হইতেছে। দ্বিতীয় অংশের সহিত যদি প্রথম অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তবে বলিতে হয় সোম আহ্বান করিতেছে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—কাহাকে আহ্বান করিতেছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। অথবা বলা যায়,—সোমকে আহ্বান করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই, কে আহ্বান করিতেছে। এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর ব্যাখ্যায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় অংশের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না, অথবা সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও তাহার সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। অপিচ, কেবলমাত্র 'চমস মধ্যে আহ্বান করিতেছেন' বাক্যাংশেরও কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

মন্ত্রের ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"এবং বায়ু ও অশ্বিদ্বয়ের নিকট গমন করিতেছেন।" এবং থাকাতে এই অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, সুতরাং এই বাক্যের কর্ত্তা—সোম। সোম যদি মদ্য হয় তবে বায়ু বা অশ্বিদ্বয়ের নিকট কিরূপে গমন করিবে?

মন্ত্রের চতুর্থ অংশে প্রার্থনা। প্রার্থনার মর্ম্ম—উনি আমাদিগকে সুবীর্য্য প্রদান করুন।" মোটের উপর এই প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, এবং ভাষ্যের সহিত এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য আছে।

এখন ভাষ্যের অনুসরণ করা যাউক। ভাষ্যকার 'পুনানাসঃ' 'চমূষদ' পদদ্বয়কে সোমের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও উক্ত দুই পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছি ঘটে, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাষ্যকার অনুবাদকারের

স্থায় মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরসকে কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটী সোমরস নামক মগ্যবিশেষের প্রস্তুত বিষয়ে উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে—ইহা ভাষ্যকারের ধারণা। তাই 'চমূষদঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন—'চমসেষু সীদন্তঃ গচ্ছন্তঃ' অর্থাৎ চমসনামক পানপাত্রে গমনকারী বিবরণকারও সোমপক্ষে উক্ত পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;—"চমূষদঃ—চমসীয়েষু সীদন্তি চমূষদঃ"। কিন্তু 'চমস' শব্দে যে হৃদয়রূপ পাত্রকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র বলিয়াছি। 'চমূষদঃ' পদেও সেই হৃদয়ের ভাব আসে। পবিত্র হৃদয়ের মধ্যেই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মানবের হৃদয়েই সত্ত্বভাবের অধিষ্ঠান হয়। ভগবানের পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান—হৃদয়ের সত্ত্বভাব। ভগবান তাহাই মানবের হৃদয় হইতে গ্রহণ করেন। তাই যাহা ভগবানের গ্রহণের জন্য 'চমসে' হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে তাহাই 'চমূষদঃ'। সে কারণ এই বিশেষণ পদে শুদ্ধসত্ত্বকেই বিশেষিত করিতেছে।

ভাষ্যকার 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনা' পদদ্বয়ের কোন ব্যাখ্যা দেন নাই—বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্রাংশের ভাষ্যানুবাদ এই হয় যে,—'চমূষদ বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।' বায়ু এবং অশ্বিনীদ্বয়ের নিকট গমন করার অর্থ কি? 'বায়ু' ভগবানের একটী প্রতিরূপ, যে রূপে, যে ভাবে তিনি মানুষকে আশুমুক্তির পথে লইয়া যান। অশ্বিনীদ্বয় রূপে তিনি মানুষের আধিব্যাধি, ভববাধি নিবারণ করেন—মানুষকে ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধার করেন। মন্ত্রের এই অংশের দুই ব্যাখ্যা হইতে পারে। আমরা অর্থ করিয়াছি—"আশুমুক্তিদায়ক দেব এবং আধিব্যাধিনাশক দেবদ্বয়কে প্রাপক" বাক্যাংশ সত্ত্বভাবের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, সত্ত্বভাব মানুষকে দেবতা সমীপে লইয়া যায়। এই অংশের মধ্যে আরও একটী ভাবের বিকাশ দেখা যায়। 'বায়ু' এবং 'অশ্বিনীদ্বয়' পদদ্বয়ে ভগবানের কোন কোন ভাবের প্রকাশ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন এই ভাব হইতে ইহাই মনে করা যায়—'শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তি প্রদান করে এবং আধিব্যাধি নিবারণ করে।' সত্ত্বভাবের প্রতি এই দুইটী গুণই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্তি দেবভাব শক্তিলাভ করে, তাহারা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সুতরাং মানবের মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁহারা সহজেই মুক্তি লাভের অধিকারী হন। সুতরাং তাঁহাদের ভববাধি, ত্রিতাপ জ্বালাও নিবারিত হয়। যাঁহারা এই সংসারের মায়ামোহের জাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হয়েন, যাঁহারা রিপুগণকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তাঁহাদের আর ভববাধির ভয় থাকে না। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে হৃদয় উন্নত পবিত্র হইলে, হীন কামনা বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না; সুতরাং বাসনা পূরণের অভাবজনিত নৈরাশ্য ও দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তাহাদের ভববাধির শান্তি হইয়া যায়।

মন্ত্রের শেষাংশে শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা আছে। 'সুবীর্য্যং' পদে ভাষ্যকার প্রভৃত এখানে দাসদাসী পুত্রপৌত্র প্রভৃতি অর্থ না করিয়া 'শোভন-

বীর্য্যং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মশক্তিই সেই শোভনবীর্য্য। আত্মশক্তির মত শক্তি আর নাই। আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই নামান্তর বলিলেও চলে। কেবলমাত্র সসীম ও অসীম এই দুই দিক হইতে দেখায় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই আত্মশক্তিরই প্রার্থনা করা হইয়াছে ॥ (১অ-খ ২সূ-২সা)॥ *

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ইন্দ্রস্য সোম রাধসে পুনানো হার্দ্দি চোদয়।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
দেবানাং যোনিমাসদম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'রাধসে' (আরাধনায়) 'হার্দ্দি' (হৃদয়ে, অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'চোদয়' (প্রেরয়, উপবিশ, আবির্ভব); 'দেবানাং' (দেবভাবানাং—প্রাপ্তয়ে ইতি যাবৎ) 'যোনিং' (স্থানং—অস্মাকং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (আগচ্ছ)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবদারাধনায় বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক আপনি ভগবানের আরাধনার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবদারাধনার জন্য আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'পুনানঃ' পূয়মানস্ত্বং 'রাধসে ইন্দ্রস্য' ইন্দ্রস্য সংরাধনায় 'হার্দ্দি'—ইতি হৃদয়-সম্বন্ধি স্থানং 'চোদয়' প্রেরয়। অতমপি 'দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাং 'যোনিং' স্বর্গাখ্যং স্থানং

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশং বর্গের অন্তর্গত)।

'আনহৎ' প্রাপ্তবান্। যদ্বা, দেবানাং যবন-সাধনং যজ্ঞাখ্যং স্থানং প্রাপ্তবানপি। 'দেবানাং'—'ঋতস্য'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা) ॥

* * *

তৃতীয় (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

শুদ্ধসত্ত্ব ও তদানুসঙ্গিক দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা দেবভাব-প্রাপ্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়—উহা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানবের প্রকৃত লক্ষ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি—আপনার প্রকৃত আবাসস্থানে ফিরিয়া যাওয়া। মানুষ ভগবান্ হইতে আসিয়াছে। এই বিশ্ব সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা তাঁহা হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আদিতে সমস্তই সেই ভগবানের মধ্যে কারণাবস্থায় নিহিত ছিল। সেই এক-মাত্র পরম সত্তা আপনার শক্তি-প্রভাবে আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত ছিলেন। তখন বিশ্ব প্রকাশিত ছিল না, এই চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমণ্ডল, আকাশ বাতাস প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সমস্তই তাঁহার মধ্যে বীজরূপে, কারণাবস্থায় সুপ্ত ছিল। এই অবস্থাকেই পুরাণে অনন্তশয়ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি তখন ভগবানের শক্তিরূপে তাঁহাতেই নিহিত ছিলেন। প্রকৃতি তখন নিস্ক্রিয় ছিলেন। কারণ সমুদ্র স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাহাতে তরঙ্গরেখা মাত্র নাই। ক্রমশঃ সেই মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের উদ্ভব হইলেন। পরম পুরুষ আপনাকে আপনি আস্বাদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির আরম্ভ বলা যায় না—সৃষ্টির বিকাশ হইতে লাগিল। জগৎ প্রাদুর্ভূত হইল, চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা প্রাদুর্ভূত হইল। মানুষ জন্মিল জীব সৃষ্টি হইল। বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল। আবার তাঁহাতেই বিধৃত রহিল। তাই শ্রুতি অন্যত্র তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"। শুধু তাই নয়, তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমায় বিশ্ব বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার শক্তিতে জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—পরিচালিত হইতেছে। তাই শ্রুতি-বাক্য—"যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ"—যাঁহার দ্বারা, যাঁহার কৃপায় জগৎ বাঁচিয়া আছে। কেবল বাঁচিয়া থাকা নয়, আবার তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, যেখান হইতে আসিয়াছে, তথায় ফিরিয়া যাইতে হইবে—এ চির-প্রবাসে কেহ থাকিবে না। এ যে খেলা-ঘর, মায়ার ছলনায় ভুলিয়া তুমি এটাকে নিজের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বলিয়া মনে করিতেছ। এই মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপ-অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হও। নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হও।

কিন্তু কিরূপে প্রস্তুত হওয়া যায়? কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আবার স্বরূপাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়? মন্ত্রে বলিতেছেন,—ভগবানের আরাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক। ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের কি প্রয়োজন, এবং ভগবদারাধনার সহিত আমাদের স্বরূপাবস্থা প্রাপ্তিরই বা কি সম্বন্ধ।

মানুষ মুক্তি পাইতে চায় কেন? তাহার চারিদিকে বন্ধনের যন্ত্রণা, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া চাই। মানুষ তাহার আদি অবস্থায় দুঃখের উপরে ছিল, সেখানে মায়া মোহের আক্রমণ ছিল না। এখনও তাহার মনে সেই অবস্থার চিত্র ভাসিয়া উঠে। সেই পূর্ণানন্দের কথা তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। এই পার্থিব জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও মানুষের মনে সেই সুখস্মৃতি জাগিয়া উঠে; তাই এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চায়। মানুষের মধ্যে যদি একটা অপূর্ণতার ভাব জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে সে কোনও পরিবর্ত্তন কামনা করে না অথবা কোনও পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে, সে ধারণাও আসে না। মানুষ পরিবর্ত্তন চায়, মুক্তি চায়, এই জন্য যে, তাহার মধ্যে একটা অপূর্ণতা রহিয়াছে, এবং অপূর্ণতা দূরীভূত করা যায় সে ধারণাও বর্ত্তমান আছে। তাই মানুষ এই বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে চায়, তাহার উপায় খোঁজে। সে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। সেই উপায় বাহির করিতে গিয়া সে দেখে, আদি অবস্থায় সে যেমন পবিত্র বিশুদ্ধ ছিল, এখন আর তেমন নাই—তাহার পতন ঘটিয়াছে। আদি অবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত না সেই পার্থক্য দূরীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার দুঃখ-শান্তির কোনও উপায় নাই। সেই পার্থক্যের কারণ—সত্ত্বভাব ও দেবভাবের অভাব।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি। উহাই মানুষের সহিত ভগবানের মিলন-সূত্র। কিন্তু পাপতাপ-জর্জ্জরিত পৃথিবীতে সেই সত্ত্বভাব মানুষের মধ্যে থাকিলেও তাহা এত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে যে, তাহা কার্য্যতঃ না থাকারই সমান হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মধ্যে যখন শুদ্ধসত্ত্ব পূর্ণশক্তিতে বিকশিত হয়, তখন মানুষ তাহার হীন অবস্থা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। মোহমায়া তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ আপনার স্বরূপাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ, মানুষের আদি অবস্থার ও বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের অভাবের জন্যই পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এখন সেই অভাব পূরণ হওয়াতে মানুষ আপনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল।

সাংসারিক অবস্থার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মানুষ পতিত হয়, অপবিত্রভাবে হীনতার মধ্যে বাস করে। রিপুগণের আক্রমণে বিব্রত হইয়া পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত হয়। তাই শুদ্ধসত্ত্বকে 'পুনানঃ' —পবিত্রকারক বলা হইয়াছে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ভগবদারাধনা সম্ভবপর হয় না। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত না হইলে ভগবানের সহিত মানবের সম্যক মিলন সাধিত হয় না। তাই ভগবদারাধনার জন্য শুদ্ধসত্ত্বের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে,—ভগবানে ফিরিয়া যাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে—ভগবানের আরাধনার দ্বারা। ভগবানের আরাধনার অর্থ—তাঁহার গুণাবলীর অনুধ্যান, গুণকীর্ত্তন, তাঁহার কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা। অহর্নিশ তাঁহার ধ্যান করায় ভগবৎশক্তি সাধকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমশঃ সেই শক্তি বিকাশ

লাভ করিলে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশেষে তাঁহাতেই সাধক বিলীন হইয়া যান। ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তি - স্বরূপাবস্থা-প্রাপ্তি। তাই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বসঞ্চয়ের—শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশ-সাধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত "ইন্দ্রস্য রাধসে" পদদ্বয়ে এই উদ্দেশ্যই নিবৃত্ত। মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য কি? - ভগবৎপ্রাপ্তি, স্বরূপাবস্থার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। তৎসাধনের উপায় কি?—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চয়। পুনশ্চ, হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে লাভ করা যায়? ভগবানের নিকট প্রার্থনা দ্বারা, এবং ভগবৎশক্তির অনুধ্যানে। তাই এই প্রার্থনা।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে দেবভাব-প্রাপ্তির প্রার্থনা বিবৃত হয়। হৃদয়ে দেবভাবের বিকাশ হইলেই ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হয়, মানব উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করে। মানুষ ও দেবতা একই বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ, উভয়ের মধ্যে ভাবের পার্থক্য মাত্র বিদ্যমান। তাই সেই পার্থক্য যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে মানুষই দেবতা হইতে পারে। তাই দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে সোম! তুমি অভিষুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাখ্যার অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইবে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যাইতেছে যে, সোমকে ইন্দ্রের আরাধনার্থ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু সোম ইন্দ্রের আরাধনা করিবে কিরূপে? শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রকে প্রেরণ করিতেও বলা হইয়াছে। এক মন্ত্রের মধ্যেই দুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে—আরাধনা কর; শেষে বলা হইতেছে—তাঁহাকে প্রেরণ কর। যাঁহাকে আরাধনা করা হয় তাঁহাকেই সোম প্রেরণ করিবে কিরূপে?

ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"হে সোম! ইন্দ্রের আরাধনার জন্য হৃদয়-সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর; আমিও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি (অথবা দেবতাদিগের যজনসাধন) স্বর্গাখ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।" ভাষ্যার্থের প্রথম অংশ অপরিস্ফুট। এই অংশে ভাষ্যকার কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। "হৃদয় সম্বন্ধ স্থানকে প্রেরণ কর" এই অংশের দ্বারা হয় তো এই ভাব আসিতে পারে যে, 'ভগবানের আরাধনার জন্য হৃদয়কে উদ্বোধিত কর।' দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রথম অংশের প্রার্থনা নিরাকৃত হইয়াছে বলা যায়। কারণ দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনাকারী যেন বলিতেছেন,—'আমি স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।' যিনি স্বর্গ-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার প্রার্থনা কি, আর আত্মোদ্বোধনাই বা কেন? সুতরাং অনুবাদকারের ন্যায় ভাষ্যকারও মন্ত্রার্থের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাবে মন্ত্রটীকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা উপরেই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

চতুর্থং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। চতুর্থং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

মৃজন্তি ত্বা দশ ক্ষিপো হিন্বন্তি সপ্ত ধীতয়ঃ।

২ ৩ ১ ২

অনু বিপ্রা অমাদিষুঃ॥ ৪॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'দশক্ষিপঃ' (দশাঙ্গুলাঃ, দ্বৌ হস্তৌ, সৎকর্ম্মসাধনেন ইতি যাবৎ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'মৃজন্তি' (শোধয়ন্তি, হৃদি উৎপাদয়ন্তি সাধকাঃ ইতি ভাবঃ) তথা 'সপ্তধীতয়ঃ' (সপ্তরশ্ময়ঃ, সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি, বিশ্বজ্যোতিঃ, পরাজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) ত্বাং 'হিন্বন্তি' (প্রেরয়ন্তি, উৎপাদয়ন্তি ইত্যর্থঃ); 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, সাধকাঃ) 'অনু অমাদিষুঃ, (প্রমত্তাঃ ভবন্তি, পরমানন্দং লভন্তে ইত্যর্থঃ - ত্বাং প্রাপ্য ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধনেন তথা পরাজ্ঞানেন সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বং হৃদি উৎপাদয়ন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ - ১খ—২সূ—৪সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা সাধকগণ আপনাকে হৃদয়ে উৎপাদন করেন এবং পরাজ্ঞান আপনাকে উৎপাদন করে। সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা এবং পরাজ্ঞানের দ্বারা সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপাদন করেন)। (৯অ—১খ—২সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'ত্বা' ত্বাং 'দশ' সংখ্যাকাঃ। 'ক্ষিপঃ'। অঙ্গুলিনামৈতৎ (২,৫।৩)। অঙ্গুলয়ঃ 'মৃজন্তি' শোধয়ন্তি। ততঃ 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যাকাঃ 'ধীতয়ঃ' হোত্রকাশ্চ ত্বাং 'হিন্বন্তি' স্ব স্ব-ব্যাপারৈঃ প্রীণয়ন্তি। তথা 'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ স্তোতারশ্চ ত্বাং 'অনু অমাদিষুঃ' অনুমাদয়ন্তি। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৭৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে, সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে।"

ব্যাখ্যাটী সোমরস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাকে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। আমরা এক এক অংশ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম অংশ "দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরস নামক মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিবার যে প্রণালী বর্ণিত হয় উহা সেই বর্ণনার অন্তর্গত এক অংশ। প্রচলিত বর্ণনা এই, 'সোমলতাকে প্রস্তরের উপর নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাকে অঙ্গুলি দ্বারা চট্কাইতে হয়। তারপর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পবিত্র নামক মেষলোম নির্ম্মিত ছাকুনি দ্বারা ছাকিতে হয়'—ইত্যাদি। বর্ত্তমান ব্যাখ্যায় সেই নিষ্পীড়িত সোমলতাকে চট্কাইবার প্রণালীর উল্লেখ আছে। ব্যাখ্যায় তাই বলা হইতেছে,—'দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্য্যা করে।'

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এখানে সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর কোনও উল্লেখ নাই অথবা এখানে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গও উঠে নাই। "দশক্ষিপঃ ত্বা মৃজন্তি" দশঅঙ্গুলি আপনাকে পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত করে,—উৎপাদন করে,—শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধেই এই মন্ত্রাংশ উচ্চারিত হইয়াছে। দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ দুই হস্ত। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের হৃদিস্থিত অনার্জ্জিত সত্ত্বভাব পরিশুদ্ধ হয়, পুনর্জ্জন্মলাভ করে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা জ্ঞানের সাহায্যে বিশুদ্ধ না হইলে, তাহা মানুষের কোন প্রয়োজন সাধন করে না। যখন সৎকর্ম্মফলে পবিত্রীকৃত হয়, তখন তাহাকে নূতনভাবে উৎপাদন করা হইল বলা যায়। মানুষের হৃদয়ে সত্ত্বভাব তো আপনা-আপনিই বর্ত্তমান আছে। তাহাকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। সাধকগণ আপনাদের সৎকর্ম্ম-প্রভাবে সেই সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ করেন। হীরকাদি মণি যেরূপ খনি হইতে উত্তোলন করিয়া তাহাকে পরিষ্কৃত না করিলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না, সত্ত্বভাবাদি মহামূল্য বস্তুও সেইরূপ অজ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকারময় খনিতেই আবদ্ধ থাকে—যে পর্য্যন্ত না তাহার হৃদয়কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলা হয়, যে পর্য্যন্ত না সৎকর্ম্মের দ্বারা তাহা পরিমার্জ্জিত হয়। এই মন্ত্রাংশে সেই পরিমার্জ্জনের কথাই আছে। খনিস্থিত রত্ন এবং ব্যবহারোপযোগী পরিষ্কৃত কর্ত্তিত রত্নকে যেমন দুই পৃথক বস্তু বলা চলে, বিশুদ্ধীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকে যেমন নূতন জন্মদান বলা চলে, সত্ত্বভাব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভাবরাশি আছে তাহা উপযুক্ত চর্চ্চার অভাবে মৃতকল্প অবস্থায় থাকে, তাহা থাকিয়াও মানুষের কোন প্রয়োজনে আসে না। অন্ধকারে জন্ম লইয়া অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। কিন্তু যদি সৌভাগ্য

বশে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিবেশ করেন, আপনার অন্তরস্থিত ভাবরাশির সম্যক পরিস্ফূর্ত্তি সাধনে যত্নবান হয়েন, তবেই উপযুক্ত সাধনা বলে। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সেই ভাবকুসুমরাশি বিকশিত হয়, তাহার সৌরভে সাধকের—সমস্ত মানব জাতির মনঃপ্রাণ আমোদিত করে। সাধনার পূর্ব্বে, কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার পূর্ব্বে যে বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল, সাধন বলে কর্ম্মপ্রভাবে তাহা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে ঐ বস্তুর নবজন্ম বলা যায়। মানুষ এমনিভাবে নূতন জন্ম—দেবজন্ম লাভ করে।

কোনও ব্যক্তিকে আমরা হয় তো নিতান্ত হীন, পাপী বলিয়া জানি। কিন্তু সৌভাগ্য-বশে, ভগবানের কৃপায় যদি সেই ব্যক্তি আপনার চিরাভ্যস্ত পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে নিজকে পরিচালিত করে, সৎভাবে জীবনযাপন করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে, তখন কি তাহাকে কেহ সেই পাপী বলিয়া মনে করিবে? বাল্মীকিকে কি কেহ রত্নাকর দস্যু বলিয়া মনে করে? না কেহই তাহা করে না। রত্নাকর মরিয়াছে, বাল্মীকি নামক ঋষি তাহার চিতাভস্ম হইতে নূতন জন্মলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রান্তর্গত "দশক্ষিপঃ মৃজন্তি" মন্ত্রাংশ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। সৎভাব মানুষের মধ্যে থাকে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ হইলে তাহা নূতন জন্মলাভ করে। তাই 'মৃজন্তি' পদের ব্যাখ্যায় আমরা "উৎপাদয়ন্তি" প্রতিশব্দ গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ,—"সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে।" সোম প্রস্তুত প্রণালী হইতে হঠাৎ এই মহিমা বর্ণনার কি কারণ ঘটিল বুঝা যায় না। আর সাতজন হোতাই বা আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রে আছে 'সপ্ত ধীতয়ঃ'। 'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃ অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ব্যাখ্যাকার অর্থ করিয়াছেন হোতা। এই হোতার সংখ্যা-সম্বন্ধেও নানাবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। কোনও স্থলে হোতা তিন জন, কোথায়ও সাত জন আর কোথায়ও বা ষোল জন ঋত্বিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে ঋত্বিকের কোনও উল্লেখ নাই। 'হিন্বন্তি' পদে ভাষ্যকার প্রীণয়ন্তি অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্বন্তি পদে প্রীত করা অর্থ কিরূপে আসে তাহা বুঝা গেল না। আবার 'সাতজন হোতা তোমাকে প্রীত করে' এই বাক্যাংশই বা কি ভাব প্রকাশ করে? সোমকে সাতজন হোতা প্রীত করিবে কেন এবং কিরূপে। 'সোম' বলিতে প্রচলিত মতানুসারে মদ্য-বিশেষ বুঝায়। সুতরাং সোমরসই হোতাকে বা অন্য কোনও মানুষকে প্রীত করিবে—ইহাই সঙ্গত ধারণা। তাহা না হইয়া এখানে তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করিতেছে।

'ধীতয়ঃ' পদ জ্যোতিঃবাচক। 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সপ্তরশ্মিকে লক্ষ্য করে। পার্থিব জ্যোতিঃ দ্বারা ঐশী জ্যোতিঃকে লক্ষ্য করিতেছে। সপ্তরশ্মি দ্বারা জ্যোতিঃমণ্ডল গঠিত। তাই 'সপ্ত ধীতয়ঃ' পদদ্বয়ে সমগ্র জ্যোতিঃকে—বিশ্ব জ্যোতিঃকে বুঝায়। তাই উক্ত পদদ্বয়ে আমরা 'বিশ্বজ্যোতিঃ পরাজ্ঞান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। কারণ জ্ঞানই জ্যোতিঃর প্রকৃত আধার ও প্রতিরূপ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার তৃতীয়াংশ আরও বিস্ময়কর। তাহা এই,—"মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে"। মদ্যই মানুষকে প্রমত্ত করে। মদ্যপান করিয়াই মানুষ মাতাল হয়,

কিন্তু মানুষ আবার মন্থকে মাতাল করিবে কিরূপে? মন্ত্রের এই অংশের ব্যাখ্যায় সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিতেছে। ভাষ্যকারও এবম্বিধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'অনুঅমাদিষুঃ' পদে অর্থ করিয়াছেন,—'অনুমাদয়ন্তি'। কিন্তু তাহা কিরূপ বিসদৃশ অর্থ তাহা আমরা উপরেই বলিয়াছি।

'বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষুঃ' পদদ্বয়ে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি,—"সাধকাঃ ত্বাং প্রাপ্য পরমানন্দং লভন্তে"—সাধকগণ আপনাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। মন্ত্রে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। সাধকগণ আপনাদের কঠোর সাধনাবলে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েন; সেই শুদ্ধসত্ত্বের কল্যাণে তাঁহারা পরমানন্দ-লাভের অধিকারী হয়েন।

মুক্তির পথে, পরমানন্দের পথে লইয়া যাইতে পারে শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পবিত্র সত্ত্বের আবির্ভাব হইলে মানুষের মন হইতে সর্ব্ববিধ দীনতা হীনতা দূরে পলায়ন করে' হীন কামনা বাসনা মনে স্থান পায় না। আকাঙ্ক্ষা পবিত্র হয়, পুণ্যজ্যোতিঃ হৃদয়কে আলোকিত করে। হীন বাসনা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়, দুঃখই সুখের—আনন্দের অন্তরায়। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই পরমানন্দ। বাসনা কামনা অপূর্ণ না থাকিলে নৈরাশ্যজনিত দুঃখ থাকে না। পবিত্র বাসনা বিশ্বমঙ্গল নীতি অনুসারে পূর্ণ হয়, সুতরাং পবিত্র-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অধিকন্তু যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি আপনার অন্তর্দৃষ্টি-বলে মঙ্গলের পথ অবগত হয়েন, সুতরাং সেই পথে চলিয়া তাঁহার অনাবিল আনন্দই লাভ হয়। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"বিপ্রাঃ অনুঅমাদিষু"। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের পার্থক্য কোন্ স্থানে এবং কেন পার্থক্য হয় তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি॥ (৯অ—১খ—২সূ ৪সা)।*

—— • ——

পঞ্চমং সাম।

(প্রথমং খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ক ২র

দেবেভ্যস্ত্বা মদায় কং৺ সৃজানমতি মেষ্যঃ।

১র ২র

সং গোভির্ব্বাসয়ামসি ॥ ৫ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'মেধ্যাঃ' (মেধধর্ম্মাজনাঃ, সরলহৃদয়াঃ লোকাঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবেভ্যঃ' (দেবভাবপ্রাপ্তয়ে) তথা 'মদায়' (পরমানন্দলাভায়) 'কং' (সুখভূতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভিসৃজানং' (সম্যক্ উৎপাদয়ন্তি—তেষাং হৃদি ইতি শেষঃ); বয়ং ত্বাং 'গোভিঃ' (জ্ঞানৈঃ সহ) 'সংবাসয়ামসি' (সংস্থাপয়াম—হৃদি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ) সরলান্তঃকরণাঃ জনাঃ পরমানন্দং লভন্তে; বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সরলহৃদয় ব্যক্তিগণ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য এবং পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সুখভূত তোমাকে তাঁহাদের হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে উৎপাদন করেন; আমরা যেন তোমাকে জ্ঞানের সহিত হৃদয়ে সংস্থাপন করিতে পারি। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ পরমানন্দলাভ করেন; আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে সোম! 'কং' সুখভূতং 'ত্বা' ত্বাং 'দেবেভ্যঃ' দেবানাং 'মদায়' মদার্থং 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'সংবাসয়ামঃ' সংস্থাপয়ামঃ। কীদৃশং? 'মেধ্যাঃ' অবেলোমাভিঃ দশাপবিত্ররূপেণ 'অভিসৃজানং' অভ্যাসৃজন্তং দশাপবিত্ররূপেষু অবেলোমেষু বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ॥ (৯অ ১খ—২সূ—৫সা)॥

* * *

পঞ্চম (১১৮০) সামের মর্ম্মার্থ।

যাঁহাদের হৃদয় সরল, যাঁহারা সহজ পথে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহজে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। সরল অন্তঃকরণে তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন, সরলচিত্তে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতে প্রয়াস পান, সুতরাং ভগবান্ নিজেই পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র সরল ভাবই তাঁহাদিগের পরম সাহায্যকারী হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, কূটবুদ্ধি কম, কাজেই হৃদয়ের সেই বিশ্বাস-শক্তি-বলে সহজেই তাঁহারা আপনাদের গন্তব্য-পথে চলিতে সমর্থ হয়েন।

আমাদের দেশে প্রচলিত একটী উপদেশ-বাণী—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রথমে দেখা যাউক, বিশ্বাস কি এবং কাহাদের হৃদয়ে

বিশ্বাস প্রবল ; এবং তর্কেই না ভগবানকে দূরে রাখে কেন। আমরা দেখিতে পাইব সরল-অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়েই বিশ্বাস অতিশয় প্রবল এবং তাঁহাদের ভক্তিও অতিশয় প্রখর। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও সরলতা পরস্পর পরস্পরের অনুগমনকারী। তাই সরলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে,—সরল-হৃদয় ব্যক্তির মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁহারা অতি সহজেই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি ?

যাঁহাদের হৃদয় সরল তাঁহাদের মধ্যে ভগবৎশক্তি অতি সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শিশু-দের হৃদয়ে যেমন পাপচিন্তা হীন কামনা বাসনা থাকে না, তাহাদের হৃদয়ে যেমন সংসারের দুর্নীতি কুটিলতা প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে মলিন অপবিত্র করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ শিশুদের ন্যায় সরল-হৃদয় ব্যক্তিদের মনেও কোন কুটিলতা পাপচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না। কুটিলতার জন্ম হয়—সাংসারিক বাসনা কামনার এবং রিপুগণের আক্রমণের ঘাত প্রতিঘাতে। যাহাদের হৃদয় সরল ও পবিত্র তাহাদের মধ্যে সাংসারিক কামনা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে রিপুগণেরও কোন স্থান নাই।

সরল হৃদয়ের আরও একটী বিশেষ গুণ এই যে,—তাহাতে পবিত্র উপদেশ অতি সহজেই কার্য্যকরী হয়। তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। জগতের কার্য্যাবলী ও ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা সন্দর্শন করিয়া, ভগবানের চরণতলে তাঁহারা আপনা-দিগকে বিলাইয়া দেয়, হৃদয়ের মধ্যে মলিনতা অপবিত্রতা না থাকায় ভগবন্মহিমা তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং সেই মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভগবানের করুণার প্রতি তাহাদের বিশ্বাস জন্মে। সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিদের বিশ্বাস অতিশয় প্রবল হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে কুটিলতাজনিত কূট তর্কের স্থান নাই। কাজেই তাহাদের মনে ভগবন্মহিমার অনুভূতি-জনিত ভক্তির সঞ্চার হয়। পাপ-কালিমা হইতে, সাংসারিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত থাকায় সেই ভক্তি শক্তিশালিনী এবং অনন্যমুখী হয়।

ভালবাসার, ভক্তির ধর্ম্ম—আপনাকে প্রিয়তমের সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তিনি আপনাকে আর নিজের বস্তু বলিয়া মনে করেন না—তিনি একান্তভাবে আপনাকে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে বিলাইয়া দেন। এই আত্মবিসর্জ্জনেই ভক্তের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। নিজকে তিলতিল করিয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য বিলাইয়া দেওয়াতেই মাতা আপনার মাতৃত্বের চরম সার্থকতা মনে করেন। ভক্ত আপনার সর্ব্বস্ব তাহার প্রভুর কাজে, প্রভুর তৃপ্তির জন্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। ইহা মানব-হৃদয়ের নিয়ম,—ইহা বিশ্বনীতি। সুতরাং যাঁহারা সরল-হৃদয় তাঁহারা বিশ্বনীতি-বশেই ভগবানেই আত্মবিসর্জ্জন করেন। হৃদয়ের সরলতা তাহাদিগকে সন্মার্গে পরিচালিত করে।

তাহার মূলে বিশ্বনীতির আরও গূঢ়তর কারণ বর্ত্তমান আছে। বিশ্ব ভগবৎশক্তির প্রকাশ। তাহার মধ্যে মূলতঃ কোন আবিলতা নাই। মানুষ মায়ামোহের বেড়াজালের মধ্যে পতিত হইয়া হীনতা মলিনতা-দুষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষ এই মোহমায়ার আবর্ত্তে পতিত না হয়, সে

পর্যন্ত সে আপনার মূল পবিত্রতাস রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং অনায়াসেই ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মে অথবা মূল ভক্তি-বিশ্বাস অব্যাহত থাকে। তাই শিশুদের সরলতা সাধক-মাত্রেরই প্রার্থনীয়। তাহাদের মধ্যে সংসারের কুটিলতা, মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না।

অপর পক্ষে কুটিলতা, কুট তর্ক মানুষকে সরলতা পবিত্রতা হইতে দূরে লইয়া যায়। আপনার মনগড়া যুক্তিতর্ক-জালে আপনি পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। নিজের কাজের, নিজের ভালমন্দ মতের সমর্থন করিবার জন্য অহঙ্কার বশে যুক্তি জাল বিস্তার করে; অনেক সময় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করে। নিজের গড়া যুক্তি-তর্কের সমর্থন করিতে করিতে তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। সুতরাং মাকড়সার মত সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। মুক্তি তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত হইয়া যায়।

বাস্তব জগতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। যাহারা সরলবিশ্বাসে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ভগবৎকৃপায় কার্য্যে সফলতা লাভ করে, আর যাহারা যুক্তি-তর্কের পথে অগ্রসর হয়, তাহারা যুক্তি-তর্কের 'কসরৎই' শিখে, সত্যের সন্ধান পায় না। তাই ভক্ত সাধক বলেন,—"যদি এক কথায় বুঝিতে চাও, তবে এখানে এস;—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই সত্য হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি যুক্তি-তর্ক করিতে চাও তবে দূরে চলিয়া যাও।"

মন্ত্রে বলা হইয়াছেন,—"মেষ্যঃ দেবেভ্যঃ মদায় কং ত্বা সুজ্ঞানমতি" অর্থাৎ মেষধর্ম্মী ব্যক্তিগণই পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। এখানে 'মেষ্যঃ' পদ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা না করিলে ব্যাখ্যা পরিস্ফুট হইবে না। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন,—"অবের্লোমানি দশাপবিত্ররূপেণ...।" ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোম-সম্বন্ধীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই 'মেষ্যঃ' পদে মেষলোম-নির্ম্মিত দশাপবিত্র অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'মেষ্যঃ' পদে মেষধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করে। 'দশাপবিত্র' অর্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারকে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, এমন বিষম সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে যে, তাহাতে সহজেই মন্ত্রার্থের সঙ্গাত-সম্বন্ধে সন্দেহ আসে। প্রথমতঃ মন্ত্রটীতে কোনও সোমরসের উল্লেখ আদৌ নাই। তাই মন্ত্রের সোমার্থক ব্যাখ্যা করিতে যাওয়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

যাহা হউক, আমরা মনে করি, উক্ত পদে সরলহৃদয় নিরীহ স্বভাব ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা মেষের মত নিরীহ, যাঁহারা নিতান্ত সরল-হৃদয়, তাঁহারাই ভগবানের রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারেন। দার্শনিক কুট তর্ক তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তজ্জনিত সংশয়ও তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সরলতা ও নিরীহ প্রকৃতির উদাহরণ দিবার জন্যই মন্ত্রে 'মেষ্যঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের প্রথমাংশে এই নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অপরাংশে শুদ্ধসত্ত্ব-লাভের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। "আমরা যেন পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমরা পাপে হীন, মলিনতায় পরিপূর্ণ; আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পদতলে স্থান দাও, প্রভো!" মন্ত্রের মধ্যে এই প্রার্থনাই পরিদৃষ্ট হয়।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। অনুবাদটী এই,—"তুমি মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্য দ্বারা মিশ্রিত করিব।" ব্যাখ্যা সোমরস-সম্বন্ধীয়। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠে যে,—সোমরস মেষলোম ও উদকে সৃষ্ট হয় কিরূপে? আমাদের পথ ভিন্ন এবং আমাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়াছে। (৯অ—১খ—২সূ-৫সা)। *

ষষ্ঠং সাম।

(প্রথম খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র
পুনানঃ কলশেষ্বা বস্ত্রাণ্যরুষো হরিঃ।
২ ৩ ১ ২
পরি গব্যান্যব্যত ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কলশেষু আ' (পাত্রেষু আসিচ্যমানঃ, হৃদয়ে নিহিতঃ ইত্যর্থঃ) 'অরুষঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গব্যানি' (জ্ঞানযুতানি) 'বস্ত্রাণি' (আচ্ছাদনানি, পাপাবরোধকানি ভক্ত্যাদীনি ইত্যর্থঃ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অব্যত' (গচ্ছতি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) সাধকান্ ইতি শেষঃ। নিত্যসত্য-প্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন সাধকাঃ পাপনাশিকাং পরাভক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ ১খ—২সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হৃদয়ে নিহিত, জ্যোতির্ম্ময়, পাপহারক, পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত পাপাবরোধক ভক্ত্যাদিকে সর্ব্বতোভাবে সাধকদিগকে প্রাপ্ত করায়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ পাপনাশক পরাভক্তি লাভ করেন।)। (৯অ—১খ—২সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলে অষ্টম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পুনানঃ' পূয়মানঃ 'কলশেষু' দ্রোণকলশেষু আসিচ্যমানঃ 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ সোমঃ 'গব্যানি' গোসম্বন্ধীনি পয়ঃপ্রভৃতীনি 'বস্ত্রাণি' বাসাংসি 'পরি অব্যত' পর্য্যাচ্ছাদয়তি॥ (৯অ—১৭—২প্র—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৮১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। মন্ত্রে একটী অনন্ত সত্য বিবৃত হইয়াছে। তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা প্রয়োজন।

নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত এবং কলশ মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান্ হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের স্থায় গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে।" 'কলশ' শব্দে ভাষ্যকার দ্রোণকলশ-নামক পাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রটীকে সোমরস-নামক মদ্য প্রস্তুত-সম্বন্ধীয় একটী বর্ণনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে,—সোমলতাকে ছেঁচিয়া চটকাইয়া রস বাহির করতঃ তাহাকে জলসংযুক্ত করিয়া ছাঁকিয়া একটী কলশে রাখা হয়—সেই কলশের নাম দ্রোণকলশ। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'দ্রোণকলশের মধ্যে যে সোমরসকে রাখা হইয়াছে সেই সোমরস।' অনুবাদকারও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিবরণ-কারও সোমরস-সম্বন্ধীয় বর্ণনা বলিয়া মন্ত্রটীকে স্বীকার করিয়া লইলেও 'কলশ' শব্দের অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কলশেষু' পদের অর্থ—"কলশ-সম্বন্ধিষু গ্রহচমসাদিষু।" তিনিও কলশকে একেবারে বাদ দেন নাই, তবে গৌণভাবে কলশকে ব্যাখ্যায় স্থান দিয়াছেন। সোমরস প্রস্তুত করিবার সময়কে ভাষ্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সোমরস পান করিবার সময়কে বিবরণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্রই সোমরস বর্ত্তমান।

ইহার পরের অংশে সোমরস প্রস্তুত-প্রণালীর আর এক অংশের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণা—সোমরসকে দুগ্ধ প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি প্রভৃতির স্থায় পান করা হইত। বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। "গব্যানি পরি অব্যত বস্ত্রাণি" অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে,—সোমরস বস্ত্রের স্থায় দুগ্ধ প্রভৃতিকে আচ্ছাদিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্রোণকলশে পূর্ব্বেই দুগ্ধাদি রাখা হইয়াছিল, এখন সোমরসকে ছাঁকিয়া দুগ্ধভাণ্ডে রাখা হইতেছে। এবং সেই সোমরস দুগ্ধের উপর পড়িয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিতেছে, তাহা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন, দুগ্ধাদির উপর কাপড়ের একটা আবরণ দেওয়া হইতেছে। সোমরস-প্রস্তুত সম্বন্ধে যে প্রচলিত মতবাদ আছে, তদনুসারে বিবরণকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে কে সঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বলা শক্ত। আমাদের সে সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কোন

প্রয়োজনও নাই। কারণ, আমাদের ধারণা এখানে সোমরস নামক কোন দ্রব পদার্থের প্রসঙ্গ আদৌ নাই—তাহার প্রস্তুত বা ভক্ষণ-প্রণালী থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং এসম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মত কি তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল।

এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, মন্ত্রে সোম-রসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। 'কলশেষু' পদে হৃদয়কে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং 'কলশেষু আ' পদদ্বয়ে 'হৃদ্নিহিত' ভাব প্রকাশ করে। এই উভয় পদ একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃন্নিহিত—মানুষের হৃদয়েই তাহা বর্ত্তমান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই শুদ্ধসত্ত্ব আছে এবং তাহার শক্তিতেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সেই সত্ত্বভাবকে বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা মানুষের মঙ্গল-সাধন করিতে পারে না। মন্ত্রের মোটামোটি ভাব, শুদ্ধভাব মানুষকে ভক্ত্যাদি দান করিয়া তাহার পরম মঙ্গল সাধন করে সেই সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়েই থাকে। বাহির হইতে আসিয়া মানুষকে অধিকার করিয়া বসে না। তবে সকল সময় কেন মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না? যদি মানুষের হৃদয়েই এই পরম মঙ্গলজনক বস্তু বর্ত্তমান আছে, তবে মানুষ বিপথে যায় কেন - কেন সে মঙ্গলের পথে চলে না? "কলশেষু আ' পদদ্বয়ের মধ্যে যে নিগূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে—এই প্রশ্নের উত্তর তাহার মধ্যে একটী।

মানুষের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু মানুষ যদি তাহাকে আপনার কাজে না খাটাইতে পারে তবে তদ্দ্বারা কোন কাজ হয় না। সিন্ধুকের মধ্যে ধনরত্ন রাখিয়া দিলেই তাহা মানুষকে ধনী করিতে পারে না। সেই ধনরত্নের ব্যবহার না করিলে ধনের সার্থকতা নাই এবং ধনীরও ধনপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। মানুষের হৃদয় বিশ্বের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। মনুষ্য-হৃদয়ে সমস্তই বর্ত্তমান আছে। সেই সকল প্রবৃত্তিকে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ জাগরিত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষই শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব জগতে মানুষ তাহা করে না অথবা করিতে পারে না। আর করিতে পারে না বলিয়াই মানুষ অপূর্ণ। সেই অপূর্ণতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সাধনার প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব চিরবর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা সিন্ধুকের মধ্যস্থিত ধনরত্নের ন্যায় কাহারও কোন উপকারে আসে না—যে পর্য্যন্ত না তাহাকে বিশুদ্ধ পবিত্র করিয়া মোক্ষমার্গের সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়, যে পর্য্যন্ত না সিন্ধুকের তালা খুলিয়া ধনরত্নাদি ব্যবহার করা যায়। তাই "হৃন্নিহিত সত্ত্বভাব" দ্বারা ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, 'হে মানব! তোমার মধ্যেই অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার রহিয়াছে, আর এই রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা তুমি নিজে পরমধনের অধিকারী হইতে পার। তোমার মধ্যে যে অমূল্য ধন আছে তাহাই তোমাকে পরাশক্তি দিতে পারে। তুমি সেই ধনের সংবাদ রাখ না মানব! তুমি "রাজার ছেলে কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরছো কোথায় কাহার দ্বারে?" তুমি রাজরাজেশ্বরীর আদরের সন্তান, অনন্ত ধনের অধিকারী, তুমি কি না নিজের হৃদয় ভাণ্ডারের সংবাদ না রাখিয়া ভিক্ষুকের মত দীন

ভাবে কালযাপন করিতেছ ! নিজের হৃদয় অনুসন্ধান কর, যে রত্ন হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর, ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে।'

কিন্তু হৃদয়ে যে ধন আছে তাহা দ্বারা মানবের কি উপকার হইতে পারে? তাহাই বিশদী-কৃত করিবার জন্য মন্ত্র বলিতেছেন,—"গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত" জ্ঞানযুক্ত ভক্ত্যাদি প্রদান করেন। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব আছে, যদি তাহার সম্যক ব্যবহার করা হয় তবে তদ্দ্বারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়াই বা কি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি এবং চরম উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা প্রয়োজন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারা সময় কর্ত্তন করাই মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় এবং তাহা হইতে পারে না। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য—ভগবৎপরায়ণতা। মানুষ যেমন আহার করে, খাদ্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, পশুপক্ষী এমন কি বৃক্ষাদি পর্য্যন্তও সেই নিয়মের অধীন। পশুপক্ষীও আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পশুপক্ষীর মত কেবল আহারাদি এবং একটুখানি শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলে পশুপক্ষী হইতে মানুষের কি পার্থক্য রহিল? ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে বিশেষ কোন অতিরিক্ত শক্তি দিয়া বিশেষ কোন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পশুপক্ষী হইতে পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যদি বিশেষভাবে এই শক্তি ও কর্ত্তব্যের বিষয় আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, মানুষের হৃদয়ের শক্তিই সেই শক্তি এবং ভগবদারাধনা প্রভৃতি মহৎ কার্য্যই তাহার সেই কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই কর্ত্তব্য সাধন হয় কিরূপে? ভগবান নিজেই সেই উপায় করিয়া দিয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে যে জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। মানুষের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাব বিদ্যমান তাহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হইলে জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিসমূহ জাগরিত ও বিকশিত হয়। অবশ্য অন্য উপায়ও আছে। বর্ত্তমান মন্ত্র এই উপায়ের কথাই বলিতেছেন—শুদ্ধসত্ত্বঃ "গব্যানি বস্ত্রাণি পরি অব্যত"—শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানযুক্ত ভক্তি প্রদান করেন।

সেই জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তি দ্বারা ভগবদারাধনা হয়, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। জ্ঞান ভক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব এই সমস্তই একত্রগ্রথিত। জ্ঞানের বলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়। জ্ঞানালোকে মানুষ আপনার জীবনের চরম উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, চরম পরিণতির সন্ধান পায়। সেই পরিণতি, সেই উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রাপ্তি। ভগবানকে লাভ করাই মানুষের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞান মানুষকে তাহা জানাইয়া দেয়।

মানুষ যখন জ্ঞানের বলে আপনার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, যখন ভগবানের সেই অপার মহিমার বিষয় অবগত হয়, তখন আপনা-আপনি তাহার মাথা ভগবানের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতে চায়। ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ, তাঁহার অপরিসীম করুণার নিদর্শন দর্শনে মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাঁহার অপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া কে না তাঁহার

প্রতি আকৃষ্ট হয়? তাঁহার নামই তাঁহার প্রতীকরূপে মানবের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে থাকে। তাঁহার সেই মোহন বাঁশরীর তান শুনিয়া মানুষ কি স্থির থাকিতে পারে? যাহার কা একবার সেই বাঁশরীর অমৃতময় আহ্বান প্রবেশ করিয়াছে, সেই ধনজনমান সর্ব্বস্ব পরিত্যা করিয়া সেই অপূর্ব্ব বংশীধারীর সন্ধানে চলিয়াছে। এখানে জ্ঞানও ভক্তির মিলন ঘটিয়াছে জ্ঞান সেই বংশীধারীর সংবাদ আনয়ন করে, আর ভক্তি তাঁহাকে ধরিবার জন্য আপনহার হইয়া ছুটে। এই আপনহারা ব্যাকুলতাই মানুষকে তাঁহার নিকটে লইয়া যায়—ভক্তির কা এখানেই। জ্ঞান তাঁহাকে জানে, ভক্তি তাঁহাকে আপনার করে। যেখানে জ্ঞান ও ভক্তি অপূর্ব্ব মিলন হয়, সোণায় সোহাগা সংযোগ হয়, সেখানেই স্বর্গ। সেখানেই ভগবানে আবির্ভাব। মন্ত্রে এই অবস্থা-প্রাপ্তিরই উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার মন্ত্রটীকে সোমের সম্বন্ধসূচক মনে করিয়া তদনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাতে সোমের কোন সংস্র দেখিতে পাই না। আমাদের মনে হয়—মন্ত্রে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এ উভয়বিধ ব্যাখ্যার জন্য পার্থক্যের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী এবং হইয়াছেও তাই। ভাষ্যকা সোমপ্রস্তুত প্রণালীর সহিত মিল রাখিতে গিয়া 'বস্ত্রাণি' পদে অর্থ করিয়াছেন, 'বাসাংসি' এখানের বহুবচনটী বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। কাপড় অর্থে এখানে বহুবচন ব্যবহার করিবা কোন সার্থকতা নাই। বস্ত্র 'আবরণ করে' এই ভাবে আমরা 'পাপাবরোধকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পাপাবরোধক জ্ঞানভক্তি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহকে বহুবচনান্ত 'বস্ত্রাণি' পদে লক্ষ্য করে। 'হরিঃ' পদে আমরা সর্ব্বত্রই 'পাপহারকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য পদের অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ ১৪—২সূ ৬সা)। *

সপ্তমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১২
মঘোন আ পবস্ব নো জহি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দো সখায়মা বিশ ॥ ৭ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মঘোনঃ' (ধনবতঃ পরমধনপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বান, সর্ব্বান) 'দ্বিষঃ' (শত্রূন) 'অপজহি' (বিনাশয়সি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'আ' (অভিমুখোন, সম্যকরূপেণ) তব ধনং 'পবস্ব' (প্রদেহি) তথা 'সখায়' (সখিত্বং, তব সখিত্বকাময়মানং মাং ইত্যর্থঃ) 'আ বিশ' (প্রাপ্নুহি)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রভাবেন সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি; তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য অনুগ্রহেণ বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং লভেমহি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পরমধনপ্রাপক আপনি (সাধকের) সকল শত্রুকে বিনাশ করেন; আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে আপনার ধন প্রদান করুন এবং আপনার সখিত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন; তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।)। (৯অ—১খ—১সূ—৭সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'মঘোনঃ' ধনবতঃ 'নঃ' অস্মান 'আ' আভিমুখ্যেন 'পবস্ব' ক্ষর 'বিশ্বা' বিশ্বান্‌ 'দ্বিষঃ' দ্বেষ্টৄন 'অপ জহি' মারয় চ 'সখায়ং' মিত্রভূতমিন্দ্রং 'আবিশ' প্রাপ্নুহি। (৯অ-১খ—২সূ—৭সা)।

* * *

সপ্তম (১১৮২) সামের মর্ম্মার্থ।

বর্ত্তমানে আলোচ্য মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে প্রার্থনা আছে।

আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রু বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" এই অনুবাদ ভাষ্যানুসারী, সুতরাং এক সঙ্গে ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের আলোচনা করা যাইতে পারে।

'মঘোনঃ' পদকে ভাষ্যকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন—'ধনবতঃ' অর্থাৎ ধনীর। আবার উক্ত পদকেই 'নঃ' পদের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন,

অথচ 'নঃ' পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে—দ্বিতীয়ান্ত বহুবচন 'অস্মান্'। ভাষ্যানুসারী বঙ্গানুবাদ—'ধনবান আমাদিগের'। প্রথমতঃ বহুবচনান্ত 'নঃ' পদের বিশেষণ হইয়াছে একবচনান্ত 'মঘোনঃ'; আবার বিভক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ ঘটাইয়া দ্বিতীয়ান্তের বিশেষণ করা হইয়াছে—ষষ্ঠ্যন্ত 'মঘোনঃ'। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই দুই পদের মধ্যে বচন ও বিভক্তি ব্যত্যয় হইয়াছে। এই রূপ-বিভক্তি ও বচন-ব্যত্যয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আমরা ধনবান, আমাদিগের এই কাজ কর। প্রার্থনাটা যেন হুকুমের মতই শুনায় এবং তাহাতে "আমরা ধনবান্" বাক্য প্রার্থনার সহিত সামঞ্জস্যমূলক হয় নাই। বস্তুতঃ মন্ত্রের ভাব তাহা নহে।

মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ "সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর।" ব্যাখ্যার মধ্যে 'সখা' শব্দটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রকে—ভগবানকে সখারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সাধক ভগবানকে সখারূপে—বন্ধুরূপে পাইতে চাহেন; ইহা উচ্চ সাধনার পরিচায়ক বটে; কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ। আমরা তাই 'মঘোনঃ' পদে ধনবতঃ, 'পরমধনপ্রাপকস্য সাধকস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'মঘোনঃ'—ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের পদ। মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাধকস্য' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। সাধকই প্রকৃত ধনবান্। তিনি সাধনার প্রভাবে ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। মানুষ নিজে নিঃস্ব, ধনের কাঙ্গাল। আপনার বলিতে তাহার কিছুই নাই। সে যদি ভগবানের কৃপায় ধনলাভ করে, তবেই সে ধনী হইতে পারে। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—যাঁহারা প্রার্থনাশীল, তাঁহারাই ভগবানের পরমধনের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। তাই মানব কিরূপে ধনলাভ করে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের মতে 'মঘোনঃ' পদের অর্থ হইয়াছে, "পরমধন প্রাপকঃ" অর্থাৎ ভগবান পরমধনপ্রাপক হয়েন। যে সাধক সেই পরমধন প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী। যে ধনের দ্বারা মানুষের জীবনের সকল অভাব মোচন হয়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে, তাহাই প্রকৃত ধন। অর্থ সম্পদের দ্বারা মানুষ অসার ভোগসুখে রত হইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার দ্বারা মানবজীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। অসার ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ ভ্রান্তপথে চালিত থাকে। তাই সেই নিত্যধনের কথা ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, মানুষ যাহাকে সাধারণতঃ 'ধন' বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাই অনর্থের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অনেকেই ভ্রান্তির বশে কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ সংগ্রহ করে। তাহাদিগকে—সেই সাধারণ মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই 'মঘোনঃ' পদের সার্থকতা। 'মঘোনঃ' পদের মধ্যে মানুষের প্রকৃত উপকারক ধনের উল্লেখ আছে। সেই নিত্যধনের যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদিগকেই উক্ত পদে লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারাই প্রকৃত ধনী। তাঁহাদের সেই ধন তাঁহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য সাধনের পথে,—জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে লইয়া যায়। তাঁহারা (পরমধন প্রাপ্ত সাধকগণ) সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েন। সেই সৌভাগ্য পার্থিব জগতের তথাকথিত উন্নতি নহে।

সেই সৌভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তী অংশে বর্ণিত হইতেছে। সেই সৌভাগ্য 'বিশ্বা শক্রন্

জগজ্জহি'—অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহাদের সকল শত্রু বিনাশ করেন। যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরম ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের রিপুবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা রিপুনাশ ও পরমধন লাভ পরস্পর পরস্পরের অনুগামী। যাঁহারা ভগবদৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের রিপুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। অথবা যাঁহারা রিপুজয়ী, তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের পরম দান গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই শক্তি জন্মে। ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। তাহা লাভ করিবার উপযুক্ততা থাকা চাই, এবং তাহা লাভ করিলে পর তাহা ধারণ করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন। সেই শক্তি লাভ হয়—রিপুজয়ের দ্বারা। রিপুগণ মানুষকে পদে পদে বাধা দিতে পারে না, সুতরাং সাধকের তজ্জনিত শক্তি ক্ষয়ও হয় না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যখন মানুষকে তাঁহার ধনের অধিকারী করেন, তখন তাহা রক্ষা করিবার উপায়ও দেন। তাই পরমধন দানের কথার পরই বলা হইতেছে,—তিনি সাধকের সকল শত্রুকে বিনাশ করেন। এই দস্যুতস্কর-দিগকে বিনাশ না করিলে, তাহারা সাধকের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া লইবে। নিঃস্ব মোক্ষমার্গানুসারী পথিককে আলেয়ার আলো দেখাইয়া বিপথে লইয়া যাইতে পারে। তাই ধনদান করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও ভগবান করিয়া দেন।

ভগবানের এই অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে,—হে দয়াল প্রভো! অগতির গতি তুমি। আমরা নিঃস্ব কাঙ্গাল আমাদিগকে তোমার পরমধন দানে কৃতার্থ কর। আমাদের এমন সাধ্য নাই যে, সাধনা আরাধনার দ্বারা তোমার প্রীতিসাধন করিব। হে দয়াময় প্রভো! কৃপা করিয়া তোমার অকৃতি সন্তানকে তোমার পরমধন দান কর। সাধকগণ তাঁহাদের সাধনা প্রভাবে তোমার কৃপা লাভ করেন; কিন্তু আমাদের তো সে শক্তি নাই!—তোমার দয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'নঃ আ পবস্ব' আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার পরমধন প্রদান কর।

মন্ত্রের শেষাংশ আরও একটু গভীর ভাবময়। "সাখায়ং আবিশ" —আপনার সখিত্ব বন্ধুত্ব কামনাকারী আমাকে প্রাপ্ত হউন। আমি আপনার বন্ধুত্ব কামনা করি। জগতে যদি মানুষের কোনও প্রকৃত বন্ধু থাকে, তবে সেই জগবন্ধু—আপনি। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে সকল সময় সমভাবে মঙ্গলসাধন করা কেবল আপনারই কাজ। আপনি নিত্য সনাতন অব্যয় অক্ষয়। আপনার মধ্যে অপবিত্রতা মিথ্যা নাই—আপনি নিরঞ্জন। আপনি যদি কাহাকেও বন্ধুরূপে—সখারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার আর বিপদের ভয় নাই। কারণ, আপনি জগতের বন্ধু, বিপদের বন্ধু জগবন্ধু। আপনার আশ্রিত বন্ধুকে কখনই আপনি বিপদের সময় পরিত্যাগ করেন না। শুধু তাই নয়। আপনার বন্ধুত্ব লাভ করিলে আর বিপদের কোনও ভয় থাকে না। রোগ শোক দুঃখ তাপ আপনার আবির্ভাবে দূরে পলায়ন করে। আপনার পুণ্যস্পর্শে পাপী পুণ্যাত্মা হয়, রত্নাকর বাল্মীকি হয়। আমাদের মত হীন পাপীও আপনার পদস্পর্শ লাভ করিলে উদ্ধার হইয়া যাইবে। আমরা যদি আপনার কৃপা লাভ করিতে পারি—আপনাকে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম ও পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের তো আর কোনও

ভাবনাই চিন্তা থাকিবে না। আমরা অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তাই আপনার বন্ধুত্ব কামনা করিতেছি। আপনি আমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাউন, সন্মার্গে পরিচালিত করুন; যেন মোহমায়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বিপথগামী না হই। আপনার বন্ধুত্বরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্ম যেন আমাকে ঘিরিয়া থাকে—পাপমোহের আক্রমণ যেন তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। আপনি বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সর্ব্ববিধ পাপতাপ দূরে যাইবে, ত্রিতাপজ্বালা শান্ত হইবে, দুঃখের চির-অবসান হইয়া বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাই আপনার স্নেহ-করুণা প্রার্থনা করিতেছি। জগবন্ধু, আমাদের বন্ধুরূপে হৃদয়ের সখা-রূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদের মানব-জীবন সার্থক হউক।"

মন্ত্রের মধ্যে ভারতীয় সাধনা-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রে ভগবানের সখিত্ব—বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভগবানকে বন্ধুরূপে আপনার হৃদয়ে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের এবং উচ্চাঙ্গের সাধনার পরিচায়ক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালীতে শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি সাধনার পঞ্চস্তর আছে। পৃথিবীর অন্যান্য কোনও ধর্ম্মমতে এই স্তর বিভাগ নাই এবং এত উচ্চাঙ্গের সাধন-প্রণালীও নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে দাস্য ভাবেরই প্রাধান্য, ক্বচিৎ কোথাও হয় তো বা শান্তরসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের কোনও ধারণাই নাই। একমাত্র ভারতই স্তর-ভেদে সাধকের সাধনার স্তর নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যেক রসকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে যে ভাবের ভাবুক, যে যে রসের সাধক, সে সেই প্রণালীই অবলম্বন করিবে। যার যতটুকু শক্তিতে কুলায়, সে ততটুকু করিবে,—স্তরবিভাগের ইহাই উদ্দেশ্য।

সাধনার স্তর হিসাবে সখ্যরস শান্ত ও দাস্য রসের উপরে অবস্থিত। অবশ্য যে কোনও রসের সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য বিভিন্ন ভাব-প্রণালীর প্রয়োজন। শক্তি-বিকাশের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্তরের সাধনার আবশ্যক। ভারতীয় সাধনা-প্রণালী সেই উপায় বিধান করিয়াছেন। সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ভাবের সকল সাধককে এক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নাই। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। (৯অ—১খ ২সূ—৭সা)। *

— — • — —

অষ্টমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিন্দ্রপীতꣳ স্বর্ব্বিদম্।

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

ভক্ষীমহি প্রজামিষম্ ॥ ৮ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বয়ং' 'নৃচক্ষসং' (নৃণাং দ্রষ্টারং, সৎকর্ম্মসাধকানাং পরিচালকং ইতি ভাবঃ) 'স্বার্ব্বিদং' (সর্ব্বজ্ঞং) 'ইন্দ্রপীতং' (ইন্দ্রেণ, ভগবতা পীতং, গৃহীতং, যদ্বা—ভগবতঃ প্রীতিসাধকং ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) তথা 'প্রজাং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং ইতি ভাবঃ) তথা 'ইষং' (সিদ্ধিং) 'ভক্ষীমহি' (ভজেম, প্রাপ্নুয়াম)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বং তথা আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ—১খ-২সূ-৮সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিসাধক আপনাকে এবং আত্মশক্তি ও সিদ্ধি আমরা যেন লাভ করিতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব এবং আত্মশক্তি লাভ করি।)। (অ—.খ—.সূ—৮সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'নৃচক্ষসং' নৃণাং দ্রষ্টারং 'স্বার্ব্বিদং' সর্ব্বজ্ঞং 'ইন্দ্রপীতং' ত্বাং সেবমানা বয়ং 'প্রজাং' পুত্রাদিকাং 'ইষং' অন্নঞ্চ 'ভক্ষীমহি' ভজেম ॥ (৯অ—১খ—২সূ—৮সা) ॥

* * *

অষ্টম (১১৮৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার ব্যপদেশে শুদ্ধসত্ত্বের - ভগবৎশক্তির মহিমাও প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষস' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকদিগের পরিচালক। মানুষের দুইটী দিক—অন্তর ও বাহির। অন্তরের প্রেরণায় বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অন্তরই প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিয়ন্তা। অন্তর প্রভু, বাহির ভৃত্য, অন্তরের আজ্ঞামত—নির্দ্দেশ-মত বাহির অর্থাৎ শরীর কর্ম্ম করে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার বা শক্তি তাহার নাই। অন্তরই মানুষের পরিচালক, প্রবৃত্তির রাজা। তাই মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে মনকে ইন্দ্রিয়দিগের রাজা বলা হইয়াছে। সেই রাজার হুকুম-মত সকল ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়।

কিন্তু এই মন বা সংস্কৃত-শাস্ত্রের 'মনস্'-ই একাধিপতি রাজা নহেন, একচ্ছত্র সম্রাট নহেন। তিনি রাজা-মাত্র, রাজার উপরেও সম্রাট্ আছেন—তিনি আত্মা। ভগবৎশক্তির অধিষ্ঠান হয় —এই আত্মায়। তিনি আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া মানুষকে দর্শন করেন পরিচালিত করেন।

ভাষ্যকার 'নৃচক্ষসং' পদে 'নৃণাং দ্রষ্টারং' অর্থ করিয়াছেন। এই অর্থ অসঙ্গত নয়। তবে এই অর্থের মধ্যে আরও একটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে। হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করার অর্থই মানুষের কার্য্য পরিদর্শন করা, মানুষকে পরিচালনা করা। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। যাহাতে মানুষ কোনরূপ অন্যায় অপকর্ম্ম না করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করে। মানুষের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উন্মেষিত হয়, তখন তাহা সমগ্র সত্তা বিশুদ্ধ পবিত্র হয়। অন্তর পবিত্র হইলে বাহিরও পবিত্র হয়। অন্তরের প্রেরণা-বশে, আত্মার সংস্পর্শে মানুষ কর্ম্ম করে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে থাকিয়া যখন মানুষকে পরিচালিত করেন তখন মানুষ সৎপথেই চলে, কখনও বিপথে চলিতে সমর্থ হয় না। 'নৃচক্ষসং' পদের মধ্যে মানুষকে পরিচালনের এই ভাবটীও বর্ত্তমান আছে।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি তাহা মানুষের হৃদয়ে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে, মানুষের হৃদয়ে বিবেক-জ্ঞানের ভাগবতী-শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের সত্তায় শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তখন বিবেক-বাণীই মানবের একমাত্র পরিচালক হয়, অথবা তখন মানুষ যাহা করে, যাহা ভাবে তাহা সমস্তই পবিত্র হয়। অপবিত্রতার পথে মানুষের পদক্ষেপ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব 'নৃচক্ষসং' অর্থাৎ সতর্ক প্রহরী-রূপে জাগরূক আছে সেই মহামূল্য ভাগবতী-শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সেই শক্তি-প্রভাবে মানুষ স্বতঃই মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে।

সত্ত্বভাব—'ইন্দ্রপীতং'—ভগবান এই সত্ত্বভাবকে পান করেন, গ্রহণ করেন। মানবের হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উৎপাদিত হয়, তাহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার। পূজা আরাধনা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার। তাহাতে মনেরই প্রাধান্য। কেবলমাত্র মনকে সংযত করিবার জন্য, মনের একাগ্রতা সাধন করিবার জন্য বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। নতুবা পুষ্প বিল্বদল অথবা নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা যথার্থ পূজা হয় না। প্রকৃত পূজার উপচার মানব হৃদয়ের বিশুদ্ধভাব। সেই শুদ্ধভাবরূপকুসুমাঞ্জলিই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি বাহ্যাড়ম্বরে ভুলেন না। অন্তরের সংযোগ না থাকিলে বাহির নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। তাই ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য—হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব।

এক্ষণে এই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী 'নৃচক্ষসং' অপরটী 'ইন্দ্রপীতং'। প্রথম বিশেষণে বলা হইয়াছে—সত্ত্বভাব ভাগবতী শক্তি, উহা মানুষকে সন্মার্গে পরিচালিত করে; আর দ্বিতীয় বিশেষণের মর্ম্ম সত্ত্বভাব ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার, ভগবান হৃদয়ের সত্ত্বভাব পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীত হয়েন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা ভাগবতী শক্তি, তাহাই তো ভগবৎপূজার উপচার! তবে তাহাতে মানুষের আর বাহাদুরী কি আছে! সত্যকথা মানুষের বাহাদুরী মোটেই নাই। তাঁহার দেওয়া জিনিষই তিনি গ্রহণ করেন। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা ব্যতীত উপায় নাই, অন্য জল তো কোথায়ও পাওয়া যায় না। সকলই যে তিনি! তাঁহার শক্তি, তাঁহার দেওয়া জিনিষ দিয়াই তিনি মানুষকে উদ্ধার করেন।

তবে এ পূজার অর্থ কি? এ কি একটা প্রাণহীন নিয়ম মাত্র? না, প্রাণহীন—

নিয়ম মোটেই নয়। ভগবানের শক্তি মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হইলে, মানুষ ক্রমশঃ ভগবদভিমুখী হয়। মানুষের মধ্যে দেবভাব, ভগবন্মহিমা আধিপত্য বিস্তার করে। ভগবানই তাঁহার প্রিয় সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের পরমমঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি বিকীর্ণ করেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া মানুষকে সত্ত্বভাবময় করে, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে, সন্মার্গে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ ভগবত্ত্বের বিকাশ ঘটে। তাহাই মানুষকে ভগবৎসাযুজ্য, ভগবৎসামীপ্য প্রদান করেন। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ভগবৎ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তখন মানুষই দেবতা হয়েন। ভগবান্ তখন তাঁহাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন। সাধক ভগবানে আত্মলীন হয়েন। ইহাই মোক্ষ, ইহাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য, ভগবৎসামীপ্য লাভের জন্যই মানুষ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

শুদ্ধসত্ত্বের আরও একটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা—'স্বর্বিদং' অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহার আছে সর্ব্বজ্ঞ। শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎশক্তি, ভগবান হইতেই সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আগমন করে। হয় তো মানুষের কর্ম্মদোষে তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িত লুপ্ততেজ অবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তাহা ভগবৎশক্তি এবং এই মলিনতা হইতে উদ্ধার পাইলে তাহা আবার পূর্ণশক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থায় তাহাই মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করে। তাহার মলিনতা কাটিয়া গেলে, তাহা আবার বিশুদ্ধ কাঞ্চন—কোনও ক্ষয়নাশ হয় না। স্বর্লোক হইতে আগত, স্বর্লোকের অধিবাসী—সর্ব্বজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পরাজ্ঞান প্রদান করিয়া ধন্য করিতে সক্ষম। 'স্বর্বিদং' পদে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

প্রার্থনার মধ্যে এই পরমমঙ্গলদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব এবং তদনুষঙ্গিক আত্মশক্তি ও পরাসিদ্ধি লাভের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে এবং হৃদয়ে তাহা বিধৃত হইলে সাধকের আত্মশক্তি স্বতঃই লাভ হয়। পরমসত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে মানুষের সকল সদ্বৃত্তিই বিকাশ লাভ করে। সুতরাং তাহার শক্তির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়। আত্মশক্তি আত্মার কার্য্যকরী শক্তি। আত্মায় যখন ভগবৎশক্তির আবির্ভাব হয়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার অনুভব করিতে পারে। বিশ্বাত্মা হইতে মানবাত্মায় শক্তি সঞ্চার হয়। তাহার বলেই মানুষ শক্তিশালী হয়। সর্ব্ববিধ হীনতা দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। উহাই আত্মশক্তির ক্রিয়া। সেই আত্মশক্তি লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'হর্ষং' পদের অর্থ 'সিদ্ধি' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফললাভ করা। যাহার অন্তরে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার আত্মশক্তি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার সৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ভিন্নভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"তুমি নেতাগণের দর্শক, এবং সর্ব্বজ্ঞ, ইন্দ্রে পান করিলে আমরা তোমায় পান করি, আমরা যেন সন্তান ও অন্ন লাভ করি।"

প্রচলিত ব্যাখ্যায় সোম-রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; অর্থাৎ সাধক যেন সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং তাহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কতটুকু সঙ্গত, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রথম অংশ—"তুমি নেতাগণের দর্শক ও সর্ব্বজ্ঞ।" শব্দার্থের দিক দিয়া ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু সোমরসের প্রসঙ্গে এই ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সোমরস 'সর্ব্বজ্ঞ' হয় কিরূপে? মদের আবার চেতনাচেতন কিরূপে সঙ্গত হয়? মদের আবার জ্ঞান থাকে কিরূপে? শুধু তাই নয়, তিনি নেতাগণের অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধকগণের দর্শক। সোমরস নামক মগ্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণে সোমকে মাদক-দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চ অঙ্গের সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না কি?

তার পরের অংশ "ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" মূলে আছে—'ইন্দ্রপীতং ভক্ষিমহী'। তাহা হইতেই অর্থ হইল—"ইন্দ্রপান করিলে আমরা তোমায় পান করি।" 'ভক্ষীমহি' পদের যদি 'পান করি' অর্থ করা হয়, তাহা হইলে, ঐ ক্রিয়া-পদের অন্য দুইটি কর্ম্মের 'প্রজাং' এবং 'ইষং' পদদ্বয়ের কি অর্থ করা হইবে? 'প্রজা' এবং 'ইষ' কে কি পান করা হইবে? একে তো সোমরসের প্রসঙ্গ, তার উপর ভক্ষণার্থক ধাতু; সুতরাং একেবারে সোমপান না করাইয়া থাকা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত পদসমূহে কি ভাব প্রকাশ করে, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—১খ—২সূ-৮সা)। *

—•—

নবমং সাম।

(প্রথমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। নবমং সাম)।

৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

বৃষ্টিং দিবঃ পরি স্রব দ্যুম্নং পৃথিব্যা অধি।

১ ২ ৩ ১ ২

সহো নঃ সোম পৃৎসু ধাং ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'বৃষ্টিং' (অমৃতধারাং) 'পরিস্রব' (সম্যক্‌রূপেণ বর্ষয়); 'পৃথিব্যা অধি' (পৃথিব্যোপরি, যদ্বা—পৃথিব্যাং সর্ব্বেষাং জনানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'দ্যুম্নং' (দিব্যজ্যোতিঃ, যদ্বা-পরমধনং, প্রযচ্ছ ইতি শেষঃ; 'পৃৎসু' (রিপুস

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

গ্রামেষু)। 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহঃ' (বলং, আত্মশক্তিং) 'ধাঃ' (প্রদেহি)। প্রার্থন-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেন দিব্যজ্যোতিঃ লভেম রিপুজয়িনঃ ভবাম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুলোক হইতে অমৃতধারা সম্যক্‌রূপে বর্ষণ কর; পৃথিবীর উপরে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ব্যক্তির হৃদয়ে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন প্রদান কর; রিপুসংগ্রামে আমাদিগকে আত্মশক্তি প্রদান কর। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবে দিব্যজ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করি এবং রিপুজয়ী হই।)॥ (৯অ—১খ—২সূ—৯সা)॥

* * *

সায়ণং ভাষ্যং।

হে 'সোম'! ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকাদ্ 'বৃষ্টিং' বর্ষং 'পরিস্রব' পরিতো ক্ষর, 'পৃথিব্যাঃ অধি'। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদী। 'দ্যুম্নং' অন্নঞ্চ উৎপাদয়েতি শেষঃ। 'নঃ' অস্মাকং 'সহঃ' বলং 'পৃৎসু' সংগ্রামেষু 'ধাঃ' দেহি॥ (৯অ-১খ ২সূ—৯সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৮৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই প্রার্থনা আছে; তবে দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা—প্রার্থনার বিশ্বজনীন ভাব। আমরা ক্রমশঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছি। তাহা হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্য অনুভূত হইবে। সেই অনুবাদটী এই, "হে সোম তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর; (ধন) উৎপাদন কর; সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।"

ভাষ্যকার প্রভৃতিও মন্ত্রটীকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ "তুমি দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।" সোমকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা করা হইয়াছে। সোম অর্থাৎ সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটী সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথম কথা এই যে, সোমরসের বৃষ্টি-বর্ষণ করিবার ক্ষমতা আসিল কোথা হইতে। যজ্ঞাদির সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে তাহা সূর্য্যে নীত হয়; তার পর "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" অর্থাৎ আদিত্য - সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় অথবা বাঁচিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যার একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদর্শিত হয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা হইতে যে বিশেষ রকমের বাষ্প উদ্গত হয়, তদ্দ্বারা মেঘ সঞ্চারের সহায়তা করে; সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদিও তাহার মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। "ততঃ অন্নঃ ততঃ প্রজা" এই বাক্যাংশের এরূপ অন্বয় করা হয় যে, তাহাতে মনে হয় অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। এই অন্বয় সত্য হইলে 'অন্ন' শব্দের একটী বিশেষ অর্থ (প্রচলিত অর্থ হইতে পৃথক) দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে 'বৃষ্টি' হইতে 'অন্ন' হয় - এ কথারও প্রচলিত ব্যাখ্যায় কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'বৃষ্টি' 'অন্ন' 'প্রজা' প্রভৃতি শব্দের গূঢ়ার্থ বাহির করা প্রয়োজন। আমরা এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি সম্বন্ধে যেমন একটা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সোমের বৃষ্টি-প্রদান সম্বন্ধে তেমন কোনও ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোমকে' সোমলতানামক একপ্রকার উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে এমন সব অদ্ভুত বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় যে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে,—সোম বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সোমরস নামক মদ্য কিরূপে দ্যুলোক হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রান্তর্গত এই পদসমূহের কোন গূঢ়ার্থ আছে।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, 'সোম' পদের অর্থ সোমরস নামক কোনও প্রকার মাদকদ্রব্য নয়। সোমের এমন কতকগুলি বিশেষণ বেদমন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টে হঠাৎ মনে হয়—বুঝি বা সোমের মাদকতা শক্তি আছে; সোমরস পান করিয়া বুঝি বা মানুষ মাতাল হয়। কথাটা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। সোমরস পানে মানুষ মাতাল হয় সত্য; কিন্তু মদখোর মাতাল নয়। বেদের অন্যত্র সোমরস ও মদ্যের পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সোমরস যে মদ নয়, তৎসম্বন্ধে বেদমন্ত্রই প্রমাণ।

তবে সোমপানে মানুষ মাতাল হয় কিরূপে? শুধু মাতাল হয় না, ভগবানকেও তাহা নিবেদন করে। এই শেষের কথাটা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। যে সোমপানে মানুষ মাতাল হয়, সেই সোম ভগবানকেও নিবেদন করে। মানুষ একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত না হইলে ভগবানকে ঘৃণ্য মদ্য পান করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে না, এবং শতমুখে মদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় অতি হীন শ্রেণীর মাতালও বোধ হয় এ কথা বেশ বুঝিতে পারে যে, মদখাওয়া, মাতাল হওয়া অতিশয় হীন কাজ এবং মদও অতি হেয় পদার্থ। কিন্তু বেদে সোম-সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সোমকে মদ্য বলিয়া মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। সোম

অমৃতস্বরূপ সোম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, সোম জগৎকে ধারণ করিয়া আছে—ইত্যাদি সোম-সম্বন্ধীয় অতি উচ্চভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন বস্তু কি মদ্য?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমরস সাধারণ মদ্য নয়, তবে তাহা পান করিয়া যোগী ঋষিগণ মাতাল হইতেন, পরমানন্দে বিভোর হইতেন—এ কথা সত্য। এই পরম বস্তু, যাহা মানুষকে চিদানন্দরসে বিভোর করিয়া দেয়, তাহা ভগবৎশক্তি—ভগবানের চরণামৃত। তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষ অমর হয়, তাহার ত্রিতাপজ্বালা দূরে যায়, সে ধন্য হয়। ভগবৎসাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সাধিত হইলে মন তদ্গতভাব অবলম্বন করে, তাহার হৃদয়ে ভগবানের শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হয়। সেই ভাবের নেশায় মানুষ আপনার 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, সেই পরমানন্দের অমৃত হ্রদে আপনাকে ডুবাইয়া রাখে। বাহ্যজগতে তাহার অস্তিত্ব থাকে না; সে সেই দেবভাবে বিভোর থাকে, ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টায় সে জগতের অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়। মাতাল যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যায়, সে কি করিতেছে তাহার জ্ঞান থাকে না, এই ভাবের পাগলদের বা মাতালদের অবস্থাও বাহ্যতঃ কতকটা একরূপই দেখায়। তাঁহারাও তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলিয়া যান, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম কি করিতেছেন বা না করিতেছেন তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না। তাঁহারা সেই পরম স্বর্গীয় নেশায়ই ভরপুর থাকেন। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সোম বলিতে সোমরস নামক কোনও মদ্য নয়। তাহা ভগবৎশক্তি, ভগবানের চরণামৃত।

'বৃষ্টিং' পদ সম্বন্ধেও আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা দ্বারা বারিধারাকে, যাহা দ্বারা শস্যাদি উৎপাদনে সাহায্য হয়, তাহাকে লক্ষ্য করে না। সত্ত্বভাব মানুষকে অমৃত প্রদান করে, অমৃত বর্ষণে মানবের হৃদয় শান্ত শীতল হয়। মানুষ অমৃতই প্রার্থনা করে; সে অমৃত হইতে আসিয়াছে, নিজে অমৃত হইতে চায়। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির দ্বিতীয় অংশ "(ধন) উৎপাদন কর"। এই অংশের সহিত আমাদের ব্যাখ্যার বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। তবে মন্ত্রের মূল ভাবের সহিত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা "প্রযচ্ছ" ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্যাখ্যার তৃতীয় অংশ—"সংগ্রামে আমাদের বল দান কর।" শব্দগত পার্থক্য থাকিলেও মূলভাবের সহিত অনেকটা ঐক্য আছে। 'সহঃ' পদে, শক্তিকে—আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে। আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু শব্দের পার্থক্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে আত্মশক্তি প্রদান করে। আত্মশক্তিই মানুষের প্রকৃত আবাসস্থল। মানুষ যদি আত্মস্থ হয়, যদি তাঁহার নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে প্রকৃত বাসস্থান লাভ করে। সুতরাং আত্মশক্তিকে যদি বাসস্থান বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না।

মন্ত্রের মধ্যে 'সোমকে' সম্বোধন করিয়া যে সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা

স্পষ্ট হইবে যে, যেকোনও মন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত মাতালও এই সকল প্রার্থনা করিতে পারে না। প্রার্থনার সার মর্ম্ম কি?—সোমরস যেন আমাদিগকে অমৃত প্রদান করে। মদ্য অমৃত অমরত্ব প্রদান করিবে কিরূপে? সে যে নিজে মৃত্যুর দূত। তাহার সংস্পর্শে আসিলে দেবতাও পতিত হয়েন, মানুষ পশুত্ব লাভ করে। এমন যে ভীষণ পদার্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে—'অমৃত'। সুতরাং অতি সাধারণ দৃষ্টি লইয়া বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সাধারণ মদ্যের কোনও প্রসঙ্গই এখানে উঠিতে পারে না। আর মদ্যের কোনও এখানে প্রসঙ্গও নাই।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বস্তু দিব্যজ্যোতিঃ এবং পরমধন। যে নিজে অন্ধকারের অধিবাসী, নারকীয় ব্যাপারের সহচর, সেই বস্তু কিরূপে যে মানুষকে দিব্যজ্যোতিঃ অথবা পরমধন দিবে তাহা বুঝা যায় না। যাহা নিজে পরম জ্যোতিশ্ময়, তাহাই মানুষের হৃদয়ে জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে। সুতরাং এখানেও মদ্যের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না।

তৃতীয় প্রার্থনা—আবাসস্থান অথবা আত্মশক্তি। মদ্যের মত মানুষের শক্তি-নাশকারী কোনও বস্তু জগতে নাই। মানুষকে পশুতে পরিণত করিতে পারে—মদ্য। সেই মদ্যের নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আত্মশক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা মনে করিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। ৯।

— • —

প্রথমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

সোমঃ পুনানো অর্ষতি সহস্রধারো অত্যবিঃ।

৩ ১র ২র ২

বায়োরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুনানঃ' (পাবকঃ, পবিত্রকারকঃ) 'সহস্রধারঃ' (বহুধারোপেতঃ, প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'অত্যবিঃ' (আত্মজ্ঞানযুক্তঃ, পরাজ্ঞানযুক্তঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'বায়োঃ' (আশুমুক্তিদায়কস্য দেবস্য) তথা 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য) 'নিষ্কৃতং' (সংস্কৃতং স্থানং, তয়োঃ সান্নিধ্যং ইতি ভাবঃ) 'অর্ষতি' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকং ভগবৎসামীপ্যং প্রাপয়তি ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ২খ—১সূ—১সা.)।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রকারক প্রভূতশক্তিসম্পন্ন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব আশুমুক্তিদায়ক দেবতার এবং ইন্দ্রদেবের সংস্কৃত-স্থান অর্থাৎ তাঁহাদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত করান।)। (৯অ—২খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং 'পুনানঃ' পাবকঃ 'সোমঃ' 'অর্ষতি' গচ্ছতি। কীদৃশোঽয়ং? 'সহস্রধারঃ' অপরিমিতধারঃ 'অত্যবিঃ' অবি শব্দেন তল্লোমান্যুচ্যন্তে; অবের্লোমভিনির্ম্মিতং দশাপবিত্রমিত্যর্থঃ, তদতিক্রম্য গচ্ছতীত্যত্যবিঃ। কিমর্থং? 'বায়োঃ' 'ইন্দ্রস্য' চ পানায়েতি শেষঃ। কিম্প্রতি? 'নিষ্কৃতং'। নিরিত্যেষঃ সমিত্যেতাস্যর্থে। সংস্কৃতং পাত্রং প্রতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১১৮৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্য-প্রখ্যাপক। মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব ভগবৎসামীপ্য লাভ করায় অর্থাৎ যে সাধকের হৃদয়ে সত্ত্বভাব প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রের ইহাই সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"অপরিমিত ধারাবিশিষ্ট পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ু ও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও ব্যাখ্যা উভয়েরই একত্র আলোচনা করা যাইবে।

'সহস্রধারঃ' পদে 'অপরিমিত ধারঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতও তাহাই। কিন্তু এই প্রতিশব্দ দ্বারা বিষয়টী পরিষ্কার হয় নাই। 'সহস্রধারঃ' পদে অসীমশক্তিকে লক্ষ্য করে, আমরা তাই উক্ত পদে 'প্রভূতশক্তিসম্পন্নঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্যবিঃ' পদে দুইটী শব্দ আছে 'অতি' এবং 'অবিঃ'। অবিঃ পদে,—'জ্যোতিঃ' 'জ্ঞান' অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'অতি জ্ঞান' অর্থাৎ পরাজ্ঞানকেই 'অত্যবিঃ' পদে লক্ষ্য করিতেছে। 'নিষ্কৃতং' পদের অর্থ 'সংস্কৃতং স্থানং'। ভগবৎসামীপ্যের মত পবিত্র স্থান আর কোথায় হইতে পারে? তাই বর্ত্তমান মন্ত্রের শেষাংশের অর্থ হয়,—'বায়ু ও ইন্দ্রদেবের সামীপ্যে লইয়া যায় অর্থাৎ সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

মন্ত্রের মূল মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে ভগবৎসামীপ্য লাভ করেন। কারণ পবিত্র বস্তু পবিত্রতার প্রতীকের দিকেই

গমন করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব ভগবানের দিকেই মানুষকে পরিচালিত করে। যাঁহার মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয় তাঁহার চিন্তা ও কা পবিত্র হয়। সুতরাং পবিত্রতা-স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদ-সম্বন্ধে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেখানেই তাহা যথায বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—২খ-১সূ—১সা)। *

দ্বিতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
পবমানমবস্যবো বিপ্রমভি প্রগায়ত।

৩ ২ ৩ ১ ২
সুষ্বাণং দেববীতয়ে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অবস্যবঃ' (রক্ষণকামাঃ, পরিত্রাণপ্রার্থিনঃ হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ) যূয়ং 'দেববীতয়ে' (দেবা প্রাপ্তয়ে, দেবভাবং প্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং জ্ঞানিনং, জ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'সুষ্বাণং' (অভিষূয়মাণং, পবিত্রং) পরমদেবং 'অভি' (আভি মুখ্যেন) 'প্রগায়ত' (প্রকৃষ্টরূপেণ স্তুতঃ) ভগবন্তং আরাধয়ত ইতি ভাবঃ। আত্মোদ্বোধন মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপরায়ণাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—২খ-১সূ-২সা)

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণপ্রার্থী হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য পবিত্রকারক জ্ঞানস্বরূপ পবিত্র পরমদেবের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি কর অর্থাৎ ভগবানকে আরাধনা কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। আমরা যেন ভগবৎপরায়ণ হই।)॥ (৯অ—২খ—১সূ—২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণভাষ্যং ।

হে 'অবস্যবঃ' রক্ষণ-কামাঃ ! উদ্গাত্রাদয়ো যূয়ং 'পবমানং' শোধকং 'বিপ্রং' বিশেষেণ দেবানাং প্রীণয়িতারং বিপ্রবদ্বুদ্ধং বা । অথবা বিপ্রইতি মেধাবিনামসু (নিঘ० ৩।১৫।১। মেধাবিনং । 'দেববীতয়ে' দেবপানায় 'সুষ্বাণং' অভিষূয়মাণং সোমং 'অভি' আভিমুখ্যেন 'প্রগায়ত' প্রকর্ষেণ স্তুত । (৯অ—২খ—১সূ—২সা)।

• • •

দ্বিতীয় (১১৮৬) সামের মর্ম্মার্থ ।

মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক । ভগবৎপরায়ণ হইবার জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে । প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে আত্মোদ্বোধনমূলক বলিয়া ধরা হইয়াছে মনে হয়। তবে ভাব খুব পরিষ্কার হয় নাই । 'অবস্যবঃ' পদে ব্যাখ্যাকার 'রক্ষণকামাঃ' অথবা 'রক্ষাভিলাষীগণ' বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই । আমাদের মতে সাধক আপনার মনোবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । নিজের মনই আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে চায় ভগবানের শরণাপন্ন হয় । তাই নিজের মনোবৃত্তিকেই 'অবস্যবঃ' পদে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

'দেববীতয়ে' পদের ভাষ্যার্থ,—'দেবপানায়' । বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন, "দেবানাং ভক্ষণায় ।" অর্থাৎ দেবতাদিগের ভক্ষণের নিমিত্ত কিন্তু আমরা মনে করি এখানে দেবতাদের ভক্ষণের কোন কথা নাই । 'বীতয়ে' পদের অর্থ 'গ্রহণায়', তাই 'দেববীতয়ে' পদের অর্থ — 'দেবত্বপ্রাপ্তির জন্য' অথবা । 'দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য' দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য সাধক ভগবদারাধনার প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিতেছেন । ভগবানই সর্ব্বদেবভাবের উৎস । ভগবদারাধনার অর্থ ভগবৎবিভূতি লাভ করা, তাঁহার অনুসরণ করা । সুতরাং ভগবানের বা ভগবৎশক্তির অনুসরণ করিলে হৃদয়ে তাঁহার ভাব, তাঁহার শক্তি প্রতিফলিত হয় । আরাধনার, পূজার অর্থ ই এই যে,—ভক্ত তাহার আরাধ্য দেবতার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, হৃদয়ে আরাধ্য দেবতাকে পাইবার জন্য সচেষ্ট হন । 'পবমানং' 'বিপ্রং' পদদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই । প্রকৃতপক্ষে ভাষ্যাদির সহিত উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই । মন্ত্রের ভাষ্যাদিতে সোমরসকে অধ্যাহার করা হইয়াছে । আমরা মনে করি এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গ নাই ; মন্ত্রটী ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে । (৯অ—২খ ১সূ ২সা) । *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত) ।

তৃতীয়ং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২
পবন্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্রপাজসঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২
গৃণানা দেববীতয়ে ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সহস্রপাজসঃ' (বহুবলাঃ, সাধকানাং আত্মশক্তিপ্রদাতারঃ) 'গৃণানাঃ' (স্তূয়মানাঃ আরাধনীয়াঃ, পরমাকাঙ্ক্ষণীয়াঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমাঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'দেববীতয়ে' (দেবত্বলাভায়, অস্মাকং দেবভাবপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) তথা 'বাজসাতয়ে' (অন্নস্য লাভায়, আত্মশক্তি-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবন্তে' (ক্ষরন্তু—অস্মাকং হৃদি আবির্ভবন্তু ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনা-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দেবভাবপ্রাপকং আত্মশক্তিদায়কং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-২খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকদিগের আত্মশক্তিপ্রদাতা পরমাকাঙ্ক্ষণীয় শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের দেবভাবপ্রাপ্তি এবং আত্মশক্তিলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন দেবভাবপ্রাপক আত্মশক্তিদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—২খ—১সূ-৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবন্তে' ক্ষরন্তি 'সোমাঃ'। কিমর্থং? 'বাজসাতয়ে' অন্নস্য লাভায়। কীদৃশাঃ 'সহস্রপাজসঃ' বহুবলাঃ নৃণাং বলপ্রদা ইত্যর্থঃ। 'গৃণানাঃ'। কর্ম্মণি কর্ত্তৃপ্রত্যয় (৩।১।৮৫)। স্তূয়মানাঃ। পুনঃ কিমর্থং? 'দেববীতয়ে'। দেবানাং বীতির্গতিঃ প্রাপ্তিলক্ষণং বা যস্মিন্ স দেববীতিঃ। যজ্ঞঃ, তদর্থং যজ্ঞসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎ প্রয়োজনং তদুক্তাঃ যজ্ঞ-স্যাত ইতি। (৯অ—২খ—১সূ ৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৮৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজনের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রের মূলভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"বহু বলপ্রদ, স্তূয়মান সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্নলাভের জন্য ক্ষরিত হইতেছে।" ইহাতে সোমরস নামক তরল পদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা অন্যরূপ। 'সোমাঃ' পদের যে কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের মতেই সোম —'বহুবলপ্রদ, স্তূয়মান' অর্থাৎ সোমরস মানুষকে বহুবল প্রদান করে এবং সেই জন্য সম্ভবতঃ মানুষ সোমরসের স্তুতি করে। একমাত্র মাতাল ব্যতীত অন্য কেহই অবশ্য সোমরসের স্তুতি করে না। আর মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকগণ, যাঁহারা এই পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারা মাতাল ছিলেন না। সুতরাং মদ্য-সম্বন্ধে 'গৃণানাঃ' পদটী ব্যবহৃত হয় নাই নিশ্চয়। 'বহুবল-প্রদ' অর্থ সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মদ্য মানুষের শারীরিক মানসিক শক্তি নষ্ট করে! যে একবার এই ভীষণ রাক্ষসের কবলে পতিত হয়, সে তাহার শেষ রক্তবিন্দু-পর্য্যন্ত না দিয়া রক্ষা পায় না। এ হেন বস্তুকে বলা হইয়াছে,—'শতস্রপাজসঃ' অর্থাৎ বহুবল-দায়ক! তাই আমাদের ধারণা মন্ত্রে 'সোম' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা সোমরস নামক মদ্য নয়—তাহা ভগবৎশক্তি, অমৃতস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব।

'দেববীতয়ে' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন 'যজ্ঞার্থং' অথচ তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রেই উক্তপদে 'দেবপানায়' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা উভয়ত্রই একবিধ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২খ—১সূ—৩সা)। *

চতুর্থং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উত নো বাজসাতয়ে পবস্ব বৃহতীরিষঃ।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দ্যুমদিন্দো সুবীর্য্যম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'দ্যুমৎ' (দীপ্তিমৎ, জ্যোতির্ম্ময়ং) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যং, শ্রেষ্ঠবলং, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (প্রক্ষর, প্রযচ্ছ); 'উত' (অপিচ) 'বাজসাতয়ে' (অন্নলাভায়, আত্মশক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'বৃহতীঃ' (মহতীঃ) 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) প্রদেহি ইতি শেষঃ। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ বয়ং জ্যোতির্ম্ময়ীং আত্মশক্তিং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ - ২খ ১সূ—৪সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে জ্যোতির্ম্ময় আত্মশক্তি প্রদান করুন; অপিচ, আত্মশক্তিলাভের জন্য মহতী সিদ্ধি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে আমরা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি)। (৯অ—২খ—১সূ—৪সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' 'দ্যুমৎ' দীপ্তিমৎ 'সুবীর্য্যং' শোভনবীর্য্যং সামর্থ্যঞ্চ 'পবস্ব' ক্ষর, শোভন-সামর্থ্যোপেতা ধারাঃ পবস্বেত্যর্থঃ। উৎ' অথবা 'নঃ' অস্মাকং 'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'বৃহতীঃ' 'ইষঃ' দ্যুমৎ সুবীর্য্যং সম্পাদয়িতুং পবস্বেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ ৪সা)।

* * *

চতুর্থ (১১৮৮) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মশক্তিই উন্নতিলাভের মূল। যদি নিজের উন্নতি নিজে করিতে না পারা যায়, তবে বাহির হইতে আসিয়া কেহই মানুষকে সাহায্য করিতে পারে না। মানুষের মধ্যেই শক্তির বীজ রহিয়াছে। উপযুক্ত সাধনা-বলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিলে মানুষ শক্তির অধীশ্বর হইতে পারে। শক্তি মানুষের ভিতরের জিনিষ, ভিতর হইতেই তাহাকে বিকশিত করিতে হয়। নিজের আত্মার মধ্যে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়—সাধক আপনার সাধন-প্রভাবে অন্তরে যে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, তাহাই মানুষকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। মন্ত্রে এই আত্মশক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে,—আত্মশক্তি যদি অন্তরের জিনিষই হয়, তবে তাহা প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধসত্ত্বের নিকট প্রার্থনা কেন? শক্তির বীজ মানুষের অন্তরে থাকে বটে, কিন্তু তাহা বিকশিত না হইলে মানুষকে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না। হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হইলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়, সুপ্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হয়, রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করিবার উপযোগী শক্তিলাভ করে। তাই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট আত্মশক্তি লাভের এই প্রার্থনা। সাধনার দ্বারা

যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন আত্মশক্তিও জাগরিত হইয়া থাকে। শুধু তাই নয়, আত্মশক্তি লাভ করিবার উপযোগীতাও প্রার্থনা সাধ্য। ইচ্ছা করিলেই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। তাই মন্ত্রে এই প্রার্থনা। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আমাদের মত হইতে ভিন্ন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। "হে সোম! আমাদের অন্নলাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীর্য্যসম্পন্না মহতী রসধারা বর্ষণ কর।" (৯ম-২খ—১সূ—৪সা)। *

—— * ——

পঞ্চমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অত্যা হিয়ানা ন হেতৃভিরসৃগ্রং বাজসাতয়ে

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

বি বারমব্যমাশবঃ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আশবঃ ন' (শীঘ্রগামিনঃ ইব, আশুমুক্তিদায়কঃ দেবঃ ইব ইতি ভাবঃ) 'হেতৃভিঃ' (সাধকৈঃ) 'হিয়ানাঃ' (প্রের্য্যমাণাঃ, উৎপাদিতাঃ) শুদ্ধসত্ত্বাঃ সাধকানাং 'বাজসাতয়ে' (আত্মশক্তিপ্রাপ্তয়ে) 'বারমব্যং' (অব্যয়জ্ঞানং, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহং ইত্যর্থঃ।) 'বি অত্যাসৃগ্রং' (ব্যতিসৃজন্তে, বিশেষেণ সৃজন্তে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ—১সূ ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আশুমুক্তিদায়ক দেবতার ন্যায়, সাধকগণ কর্তৃক উৎপাদিত শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকদিগের আত্মশক্তি লাভের জন্য নিত্যজ্ঞানপ্রবাহ বিশেষরূপে সৃজন করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন।) (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাজসাতয়ে' সংগ্রামায় 'হিয়ানাঃ' প্রেৰ্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রং ধাবন্তি তদ্বৎ 'হেতৃভিঃ' প্রেরকৈঃ প্রের্যমাণাঃ 'আশবঃ' শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ 'বাজায়' অন্নলাভায় 'অব্যং' 'বারং' বালং দশাপবিত্রং 'বাতাস্তৃগ্রং' ব্যতিসৃজন্তে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

পঞ্চম (১১৮৯) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমেই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্নলাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।" প্রচলিত মতানুসারে সোমরস প্রস্তুতের একটী বর্ণনা এই মন্ত্রে পাওয়া যায়। সোমরসকে লতা হইতে বাহির করিয়া তাহা যেন ছাঁকা হইতেছে এবং সোমরসের তখনকার গমন-ভঙ্গীকেই লক্ষ্য করিয়া যেন এই বর্ণনাটী প্রস্তুত হইয়াছে। সোমরস স্রোতের বেগে যাইতেছে, তাই তাহাকে যুদ্ধাশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন. তিনি 'আশবঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'শীঘ্রগামিনঃ সোমাঃ'। যুদ্ধাশ্ব প্রভৃতি অনুবাদকারের কল্পনা।

সোমকেই ভাষ্যাদিতে 'অন্ন' বলা হইয়াছে। এখানে আবার দেখিতেছি এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—'সোম অন্নলাভের জন্য যাইতেছেন।" সোমই যদি 'অন্ন' হয় তবে তাহার আবার অন্নলাভ কি হইতে পারে? সুতরাং ব্যাখ্যার এই অংশ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিল।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'হেতৃভিঃ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যা 'প্রেরকৈঃ', এই প্রেরক কে এবং কি প্রেরণ করিতেছেন? মন্ত্রের মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উক্তপদে 'সাধকৈঃ' এবং 'হিয়ানাঃ' পদে 'প্রের্যমাণাঃ উৎপাদিতাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজসাতং' পদের অর্থ-সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা-দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ—২খ—১সূ—৫সা)। *

—•—

ষষ্ঠং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
তে নঃ সহস্রিণꣳ রয়িং পবন্তামা সুবীর্য্যম্।
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স্বানা দেবাস ইন্দবঃ ॥ ৬ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'স্বানাঃ' (সুস্বানাঃ, পবিত্রকারকাঃ) 'দেবাসঃ' (দেবত্বপ্রাপকাঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ তে) 'ইন্দবঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সহস্রিণং' (সহস্রসংখ্যাকং, প্রভূতপরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং, আত্মশক্তিদায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ পবন্তাং' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছন্তু)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্ব-সমন্বিতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক দেবত্বপ্রাপক প্রসিদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগকে প্রভূত-পরিমাণ আত্মশক্তিদায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তে' 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'সহস্রিণং' সহস্রসংখ্যা-যুক্তং 'রয়িং' ধনং 'সুবীর্য্যং' চ 'আ পবন্তাং'। কীদৃশাস্তে? 'স্বানাঃ' সুবানাঃ সূয়মানা 'দেবাসঃ' দ্যোতনাদিগুণকাঃ। 'স্বানাঃ'—'সুবানাঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। পরোক্ষভাবে ভগবানের নিকট আত্মশক্তিদায়ক পরমধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। পরোক্ষভাবে বলিলাম এই জন্য যে, মন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে সম্বোধন করা হয় নাই। অথচ, তাঁহারই শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব যেন প্রার্থিত বস্তু প্রদান করে—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির কেন্দ্রীভূত বিষয় সোমরস। নিম্নোদ্ধৃত একটী বঙ্গানুবাদ হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাইবে। সেই বঙ্গানুবাদটী এই—"সেই অভিযুত সোমদেব আমাদের সহস্রসংখ্যক ধন ও সুবীর্য্য দান করুন।" এই ব্যাখ্যাটী অসম্পূর্ণ। তাহাতে 'দেবাসঃ' পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন—'দ্যোতনাদিগুণযুক্তাঃ'। সোমরস নামক দ্রব্যবস্তুর মধ্যে দ্যোতনাদি-গুণও ছিল কি? যাহা হউক্, আরাধ্য বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা আমাদের মতের প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমরা মনে করি, উক্ত পদের দ্বারা দেবত্বপ্রাপক বস্তুকে লক্ষ্য করে। তাই আমরা 'দেবাসঃ' পদের 'দেবত্বপ্রাপকাঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাখ্যা শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছে। মানুষের মধ্যে পবিত্র ভাবের শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশিনাধক

হইলে মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ হয়। মানুষই দেবতা। মানুষে ও দেবতায় প্রভেদ শক্তির বিকাশে। এক শক্তিই মানুষ ও দেবতার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। যাহার মধ্যে শক্তির যে পরিমাণ বিকাশ হয়, মানুষ সেই পরিমাণ উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তির বীজ আছে, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারিলে, মানুষ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করে। শুদ্ধসত্ত্ব মানবের আভ্যন্তরিক শক্তিসমূহকে পরিস্ফুট করিতে পারে। মন্ত্রে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-২খ-১সূ-৬সা)। *

— — • — —

সপ্তমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম।)

৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
বাশ্রা অর্ষন্তীন্দবোঽভি বৎসং ন মাতরঃ।

৩ ১ ২র
দধন্বিরে গভস্ত্যোঃ॥ ৭॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৎসং ন মাতরঃ' (বৎসঃ যথা মাতৃক্রোড়ং আশ্রয়তি, অথবা মাতৃভূতা গাবঃ যথা সস্নেহেন বৎসং স্বাঙ্কে ধারয়ন্তি, তদ্বৎ) 'বাশ্রাঃ' (বাসনশীলাঃ, যদ্বা—আনন্দদায়কাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বাদয়ঃ) 'অভ্যর্ষন্তি' (গচ্ছন্তি, আশ্রয়ন্তি বা সাধকহৃদয়ং ইতি ভাবঃ); সাধকাঃ এব তং শুদ্ধসত্ত্বং 'গভস্ত্যোঃ' (জ্ঞানভক্তিরূপাভ্যাং হস্তাভ্যাং ইতি ভাবঃ) 'দধন্বিরে' (ধারয়ন্তি)। মন্ত্রোঽয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সাধকহৃদয়ং এব সত্ত্বাধারং। তত্র শুদ্ধসত্ত্বঃ স্বতমেব সঞ্চরতি ইতি ভাবঃ। (৯অ-২খ-১সূ-৭সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বৎস যেমন মাতৃক্রোড়কে আশ্রয় করে, অথবা মাতৃভূতা গাভী যেমন সস্নেহে বৎসকে স্বাঙ্কে ধারণ করে, সেইরূপ সত্ত্বাদি সাধক হৃদয়কে আশ্রয় করে। সাধকও জ্ঞান এবং ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া থাকেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধক-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হৃদয়ই সদ্ভাবের আধার। (সেখানে শুদ্ধসত্ত্ব সতঃসঞ্চারিত হয়। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য)। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বাশ্রাঃ' শব্দায়মানাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'অভ্যর্ষন্তি' পাত্রং প্রতি গচ্ছন্তি শব্দকারিণ্যো 'মাতরঃ' মাতৃভূতা গাবঃ 'বৎসং' ন' বৎসং যথা প্রত্যাগচ্ছন্তি তদ্বৎ তএব 'গভস্ত্যোঃ' বাহ্বোঃ 'দধিরে' ধ্রিয়ন্তে চ। 'মাতরঃ'—'ধেনবঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)॥

* * *

সপ্তম (১১৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। কিন্তু ভাষ্যের ভাবে এবং ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ধেনুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া বাছুরের অভিমুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রের) অভিমুখে গমন করেন। (ঋত্বিকগণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন।' বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাকারের এই ব্যাখ্যা ভাষ্যেরই অনুসারী। সোমকে যদি সোমলতার রস বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলেও সে তরলপদার্থের শব্দের তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হয় না। বন্যার জলপ্রপাতের অথবা বর্ষার অবিরল বারিধারার জল-কল্লোল শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সোমকণ্ডনে সোমরসের পতন-শব্দ আমাদিগের অনুধাবনগম্য নহে। যদি তাহার পতন শব্দ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বন্যার জলপ্রপাতের ন্যায় অথবা প্রাবৃটের জলকল্লোলের অনুরূপ কিছু মনে করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্তূপাকার সোমলতা, এমন কোনও প্রক্রিয়ার দ্বারা নিষ্পেষিত হইত, যাহাতে জল-প্রপাত শব্দের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে সে সোমরস পাত্রে পতিত হইত। আর সে পাত্রকে তড়াগ-পুষ্করিণীর ন্যায় বিশাল-আয়তন বলিয়াই মনে করিতে হয়। নচেৎ, দ্রোণকলসের ন্যায় অল্পপরিসর পাত্রে সে সোমরসের সে শব্দায়মান কল-কল্লোল নিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। আর সে রস নিষ্কাশনে সপ্তহোতা এবং যজমান ব্যতীত আরও বহু লোকের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সে রস-নিঃসারণে সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষয়ই মনে আসে। সুতরাং সোমের শব্দ অথবা শব্দায়মান সোম কি সামগ্রী, তাহা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। তার পর, বৎসর ন্যায় হাম্বা রব যে সোম করিতে পারে, সে সোম, লতা বলিয়াও মনে করিতে পারি না। তবে অধুনা তরুগুল্মাদির জীবনী-শক্তির বিষয় বিজ্ঞান যখন প্রমাণ করিতে সমর্থ হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্র-শক্তির দ্বারা তরুলতাদিতে আত্মদর্শী মুনিঋষিগণ বাক্যকথন-শক্তির স্ফুরণ করিতে পারিতেন স্বীকার করিলে, হয় তো এ সমস্যার নিরসন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বৎসের হাম্বা শব্দের ন্যায় শব্দ সোমের করিবার কোনও তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহা হউক,

সোম ছাড়া অন্যে পাত্রে নিবদ্ধ হইলে, কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, হউক; তাহাতে আপত্তির কারণ দেখি না। আমাদিগের পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণে আমাদিগের অর্থ যে ভাবে প্রকটিত হইতে পারে, এক্ষণে তদ্বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

মন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'বৎসং ন মাতরঃ' উপমাবাক্য এবং 'ইন্দবঃ' পদ। এতদুভয়ের বিশ্লেষণেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রকটিত হইবে। উপমায় 'মাতরঃ' পদের সহিত সাধক-হৃদয়ের এবং 'বৎসং' পদের সহিত 'ইন্দবঃ' পদের অন্বয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। 'ইন্দবঃ' পদে আমরা স্নিগ্ধ শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করি। কি ভাবে এরূপ অর্থের সঙ্গতি হয়, পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সামগ্রী;—হৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হয়। বৎস যেমন তাহার মাতা গাভী-সঞ্জাত; শুদ্ধসত্ত্বও তেমনি হৃদি-সঞ্জাত। সুতরাং গাভী যেমন বৎসের জন্য ব্যাকুল হয়, নির্ম্মল হৃদয়ও তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ ভগবৎ-করুণা লাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। সেই জন্যই মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমাদের অর্থ হইয়াছে,—'বৎসকে যেমন মাতৃভূত গাভী সাদরে গ্রহণ করে, সেইরূপভাবে আত্মদর্শী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন; অথবা বৎস যেমন তাহার মাতা গাভীর নিকট গমন করে, সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সাধকহৃদয়ে গমন করিয়া থাকে; অর্থাৎ সাধকহৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের একমাত্র আশ্রয় এবং সাধকহৃদয়েই শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়।' উপমাংশে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রখ্যাপিত বলিয়া মনে করি।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দবঃ' পদে 'ইন্দু' (চন্দ্র) হইতে নিঃসৃত সুধা—অমৃত বুঝায়। আমরা মনে করি, সেই ভাবেই উহাকে সোমের পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ইন্দবঃ' পদের যে 'বাশ্রাঃ' বিশেষণ পদ আছে, তাহাতে ইন্দব যে পরমানন্দদায়ক, 'ইন্দবঃ' যে প্রতিমুক্তি-বিধায়ক, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'ইন্দবঃ' পদে তাই আমরা—শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে সঞ্জাত ভক্তিসুধা সমূহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিনের মিশ্রণে সাধক-হৃদয়ে যে সুধা ক্ষরিত হয়, 'ইন্দবঃ' সেই সুধা—সেই অমৃত—সেই চিদানন্দ। সে সুধাপানে সাধক প্রমত্ত হয়েন, সে সুধার রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার মনোভৃঙ্গ সেই সুধাধার সুধাময়ের চরণ-কোকনদে নিত্য গুঞ্জরণ করে। 'ইন্দবঃ'—সেই সুধা-সমুদ্র। 'ইন্দবঃ'—সেই অমৃত-বারিধি। এইরূপ অর্থে 'গভস্ত্যোঃ' পদেরও সার্থকতা প্রকটিত হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তিই হৃদয়ে সত্ত্বাবসংরক্ষণের একমাত্র উপায়। হস্তদ্বয় যেমন দ্রব্যসম্ভার ধারণ করে এবং তাহাতে তাহার যেমন পতন নিবারণ হয়, জ্ঞান-ভক্তি রূপ হস্তদ্বয়ও তেমনি সত্ত্বাবকে—অমৃত-সিন্ধুকে অন্তরে নিবদ্ধ রাখে। 'বাশ্রাঃ' পদেরও সে হিসাবে সার্থকপ্রয়োগ সপ্রমাণ হয়।

সত্ত্বাব যখন ভক্তিমিশ্রিত হয়, কর্ম্ম যখন সত্ত্বাব-সমন্বিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সেই ভক্তাধীনের নিকট পৌঁছিয়া থাকে! তখনই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা বিগলিত হয়। হৃদয়ের আবিলতা দূর কর; চিত্ত নির্ম্মল হউক; 'বাশ্রাঃ'—দিব্যজ্ঞান সাহায্যে শুদ্ধসত্ত্বকে সুসংস্কৃত কর; 'ইন্দবঃ' রূপে ভগবানের করুণাধারা আপনি বর্ষিত হইবে। ভক্তি যদি অনন্যা না হয়, তাহা হইলে 'ইন্দবঃ' সঞ্জাত হইতে পারে কি? একাগ্রতা না থাকিলে—অন্যে অন্য দিশাহীন আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে—'ইন্দবঃ' অন্তরে উদয় হয় কি? মন্ত্রের তাই উপদেশ—

সংসারের আবিলতা দূর কর; অন্তর নির্ম্মল কর; তাঁহার স্তুতি কর; তাঁহার চরণপদ্ম আশ্রয় কর; তাঁহার প্রেমসুধাপানে মত্ত হও। তবেই 'ইন্দবঃ' রূপে তাঁহার করুণাধারা তোমার অন্তরে উপজিত হইবে।' * (৯অ—২খ—১সূ—৭সা)।

—— • ——

অষ্টমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

২ ৩ ১ ২　৩ ১র　২র ৩　১ ২
জুষ্ট ইন্দ্রায় মৎসরঃ পবমানঃ কনিক্রদৎ।
২ ৩　২ ৩　১ ২
বিশ্বা অপ দ্বিষো জহি॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' (ইন্দ্রলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে পর্য্যাপ্তঃ, ভগবৎপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'মৎসরঃ' (মদকরঃ, পরমানন্দদায়কঃ) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ) শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ 'কনিক্রদৎ' (শব্দায়তে, পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); হে দেব! অস্মাকং 'বিশ্বাঃ' (বিশ্বান্, সর্ব্বান্) 'দ্বিষঃ' (দ্বেষ্টৄন্ শত্রূন্) 'অপজহি' (বিনাশয়)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতি; বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম —ইতি ভাবঃ। (৯অ—২খ ১সূ—৮সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক পরমানন্দদায়ক পবিত্রকারক শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; হে দেব! আমাদিগের সকল শত্রু বিনাশ করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরাজ্ঞান প্রদান করেন; আমরা যেন রিপুজয়ী হই।)। (৯অ—২খ— সূ—৮সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

'ইন্দ্রায়' 'জুষ্ট.' পর্য্যাপ্তঃ সোমো ভবতীতি শেষঃ 'মৎসরঃ' সোমঃ। 'মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ'—ইতি নিরুক্তং। 'পবমানঃ' পূয়মানঃ তাদৃশঃ সোমঃ 'কনিক্রদৎ' 'বিশ্বাঃ দ্বিষঃ' সর্ব্বান-স্মাকং দ্বেষ্টৄন্ 'অপ জহি'। 'পবমানঃ'—'পবমানা'—ইতি পাঠৌ। ৮।

---

* এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার-ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় দ্বিতীয় বর্গের চতুর্থ সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়। (নবম মণ্ডল প্রথম সূক্ত সপ্তম সাম)।

অষ্টম (১১৯২) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে পরাজ্ঞান লাভ করেন। দ্বিতীয় অংশে একটী প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। তাহাতে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আমরা প্রথমতঃ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। অনুবাদটী এই,—"সোম, ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর। হে পবমান সোম! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর।" ভাষ্যার্থ হইতে এই ব্যাখ্যা পৃথক্। আমাদের মতের সহিতও এই অনুবাদের মিল নাই। আমরা সকল ব্যাখ্যাই ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

'জুষ্টঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"পর্য্যাপ্তঃ"। ইন্দ্রের জন্য পর্য্যাপ্ত ভাষ্যকার ও অনুবাদকারের দৃষ্টি সোমরসের দিকে। সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব সম্ভবতঃ এই যে,—ইন্দ্রদেবের পান করিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সোমরস। কিন্তু আমাদের ধারণা পৃথক্। আমরা মনে করি, শুদ্ধসত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটী নিত্যসত্য মন্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাই, এই দুই পদের ভাব এই যে,—ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপক। শুদ্ধসত্ত্বই মানুষকে ভগবৎসমীপে লইয়া যাইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু। এই পরম বস্তুর প্রভাবেই মানুষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। হৃদয়ের ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়, মন যদি পবিত্র নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে মানুষের মনে অতি সহজেই ভগবচ্ছায়া পতিত হয়। নির্ম্মল দর্পণে বস্তুর প্রতিচ্ছবি পতিত হয়; কিন্তু সেই দর্পণ যদি বদি মলিন হয়, তাহা হইলে সেই ছবি পরিষ্কার হয় না। আবার তাহা যদি গাঢ় কালিমায় লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ছায়া আদৌ পড়ে না। সত্ত্বভাব মানব হৃদয়ের এই মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র স্বচ্ছ করে। তাই হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার হইলে সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া যায়। 'ইন্দ্রায় জুষ্টঃ' পদদ্বয়ে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী দুই পদে—'মৎসরঃ' ও 'পবমান' এই দুই বিশেষণে সত্ত্বভাবের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সত্ত্বভাব—'মৎসরঃ'। ভাষ্যকার সাধারণতঃ উক্ত পদে 'মদকরঃ' অর্থই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের অজ্ঞাত কোনও কারণে হঠাৎ নিরুক্তানুসারে অর্থ করিয়াছেন "মন্দতেঃ তৃপ্তিকর্ম্মণঃ"। অবশ্য তাহাতে মূলভাবের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কেবলমাত্র অর্থশক্তির হ্রাসতা ঘটিয়াছে। আমাদের অর্থ—'পরমানন্দদায়কঃ'। অবশ্য পরমানন্দ তৃপ্তিদায়ক নিশ্চয়ই; কিন্তু তৃপ্তিমাত্রেই পরমানন্দের পরিসমাপ্তি হয় না। আনন্দ তৃপ্তির বহু উচ্চে অবস্থিত। তৃপ্তিজনিত আনন্দলাভ হয় বটে; কিন্তু তাহা পরমানন্দের অনেক নিম্নস্তরের জিনিষ। পরমানন্দ মানুষকে একেবারে সাধারণ পার্থিব কামনার বহু ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। তাহাতে মানুষ আনন্দস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে। তাহার জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। আবার তৃপ্তিজনিত যে আনন্দ, তাহা অতি ক্ষণিক বস্তুও হইতে পারে। অতি হীন শ্রেণীর কামনার পূর্ণতাজনিত তৃপ্তিও হইতে পারে। তাহাতে অনেক

সময় মানুষ উচ্চগতির পরিবর্তে হীনগতি লাভ করিতে পারে, অধঃপতিত হইতে পারে। সুতরাং 'মৎসরঃ' পদের 'তৃপ্তিদায়কঃ' অর্থ করিলে মূলভাবের শক্তি নষ্ট হয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

'পবমানঃ' পদের দ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থিত হইতেছে। 'পবমানঃ' পদে অনুবাদকার কোনও অর্থ করেন নাই। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—'পূয়মানঃ' অর্থাৎ পবিত্রকারক। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্বের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি হয়। সোমরস নামক মস্ত মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যানুযায়ী সোমরস নামক মস্ত সম্বন্ধে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হইয়াছে—ইহাই যদি মনে করা যায়, তবে ব্যাখ্যাতে অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আমাদের ব্যাখ্যাতেই আমাদের মত প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ-২খ—১সূ—৮সা)। *

নবমং সাম।

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩　২　৩　১২　৩　১২　　১২

অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ পবমানাঃ স্বর্দৃশঃ॥

১ ২ ৩ ১ ২

যোনাবৃতস্য সীদত॥ ৯॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরাব্ণঃ' (অদানান, সদ্বৃত্তিরোধকান রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'অপঘ্নন্তঃ' (বিনাশয়ন্তঃ বিনাশকানি ইত্যর্থঃ) 'পবমানাঃ' (পবিত্রকারকাণি) 'স্বর্দৃশঃ' (স্বর্লোকং যথা সর্ব্বজ্ঞ দর্শকানি হে পরাজ্ঞানানি ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' (সত্যস্য যদ্বা সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানে, হৃদি ইতি ভাবঃ) 'সীদত' (উপবিশত, অধিতিষ্ঠত)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং রিপুনাশকং পরাজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সদ্বৃত্তিরোধক রিপুদিগকে বিনাশকারী পবিত্রকারক হে পরাজ্ঞানসমূহ! আপনারা সত্যের (অথবা সৎকর্ম্মের) উৎপত্তিস্থান হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।

---

* এই সামমন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

(মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন রিপুনাশক পরাজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমানাঃ'! 'অরাবণঃ' অদানান্ যজমানান্ 'অপঘ্নন্তঃ' হিংসন্তঃ 'সদৃশঃ' সর্ব্বস্য দ্রষ্টারশ্চ যূয়ং 'ঋতস্য যোনৌ' যজ্ঞস্য স্থানে 'সীদত'। অথ সোম-পানার্থমুক্তলক্ষণা দেবা ঋতস্য যোনৌ সীদন্তেতি যোজ্যং। (৯অ—২খ—১সূ—৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১১৯৩) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে পরাজ্ঞান লাভের জন্য মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের নিকট এবং পরোক্ষভাবে সেই জ্ঞানময় পুরুষের নিকট এই প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ আমরা মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। সেই ব্যাখ্যাটী এই,—"হে পবমান, (অদাতাগণের) হিংসক সর্ব্বদর্শী সোমগণ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর।"

মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। ব্যাখ্যাদিতে সোমরসকে জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রত্যেকটী পদ হইতে জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গতি নষ্ট হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন। শুধু তাই নয়; মন্ত্রের এমন এক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, যাহা হইতে মন্ত্রের অনেক কদর্থ করা সম্ভবপর এবং অনেকেই তাহা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে দুই-একটী পদ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইলেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মন্ত্রের একটী পদ অরাবণঃ এবং উহার সহিত সংযুক্ত অন্য পদ অপঘ্নন্তঃ। এই উভয় পদের ভাষ্যার্থ—"অদানান্ যজমানান্ অপঘ্নন্তঃ হিংসন্তঃ" অর্থাৎ যে সকল যজমান (অবশ্য পুরোহিত বা ঋত্বিকদিগকে) দান করে না, তাহাদিগকে বিনাশকারী। এই পদের এই প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে প্রাচীন ভারতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা এই চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন,—"যজ্ঞাদি কার্য্য করা একশ্রেণীর লোকের ব্যবসায় ছিল। তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন এবং স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ তাঁহারা অন্য লোকের নিকট হইতে যজ্ঞাদি কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাহাদের যজ্ঞাদি কার্য্য করা হইত তাঁহাদিগকে যজমান বলা যায়। এই যজমানদের প্রদত্ত অর্থের উপরই পুরোহিতগণ নির্ভর করিতেন। সাধারণতঃ যজমানগণ পুরোহিতগণকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়া সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাধারণ লোক এইরূপ করিয়া থাকে। এমন কি, পুরোহিতগণের অসন্তুষ্টিকে

যথেষ্ট ভয় করে, পুরোহিত অসন্তুষ্ট হইলে যজমান এবং তাহার পরিবারের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে ইহা বিশ্বাস করে। প্রাচীনযুগে এই ধারণা আরও বলবতী ছিল। তখন লোকে সর্বস্ব দান করিয়াও ঋত্বিক বা পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। পুরোহিতদের অলৌকিক শক্তি আছে, দেবতাগণ তাহাদের বশতাপন্ন ইত্যাদি নানা প্রকার ধারণা লোকের মনে জাগাইবার জন্য পুরোহিতগণ চেষ্টা করিতেন এবং সেইযুগে তাঁহাদের এই চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এমন অনেক লোক ছিল, যাহারা দারিদ্র্যবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। তাহাদিগকে শাসন অথবা ভয় প্রদর্শন করিবার জন্যই মন্ত্রের এই দুই পদের সৃষ্টি। সাধারণ ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা মন্ত্রের মধ্য দিয়া এই ভয় প্রদর্শন অনেক অধিক কার্য্যকরী হইবার কথা। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'অরাব্ণঃ অপঘ্নন্তঃ'—অদাতা যজমানগণকে বিনাশকারী।"

এখানে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,—মূলে মাত্র আছে 'অরাব্ণঃ' অর্থাৎ হিংসক। তাহা হইতেই ব্যাখ্যাকারগণ একেবারে যজমানকে টানিয়া আনিয়া কি পরিমাণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপভাবে অন্যত্রও বেদমন্ত্রের কদর্থ করা হইয়াছে এবং সেই জন্য প্রাচীন ভারতের উপর দোষারোপ করা হয়। যাহা হউক, আমরা যে অর্থে 'অরাব্ণঃ' পদটীকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।

'স্বর্দৃশঃ' পদের দুইটী অর্থ হইতে পারে। উভয় অর্থই আমাদের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'ঋত' শব্দে, সত্য ও সৎকর্ম্ম বুঝায়। উভয়েরই উৎপত্তিস্থল হৃদয়। তাই এই উভয় ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ—২থ—১সূ—৯সা)। *

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

প্রথমঃ সাম ।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমা অসৃগ্রমিন্দবঃ সুতা ঋতস্য ধারয়া ।
১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় মধুমত্তমাঃ ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ পবিত্রাঃ) 'মধুমত্তমাঃ' (অমৃতময়াঃ) 'ইন্দবঃ সোমাঃ' (বিশুদ্ধাঃ সত্ত্বভাবাঃ) অস্মাকং 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবলাভায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সত্যজ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ) 'অসৃগ্রং' (সৃজ্যন্তে প্রবহন্তু অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া শুদ্ধসত্ত্বং লভেম-ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৯অ-৩খ-১সূ-১সা) ॥

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব আমাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সত্যজ্ঞানের ধারারূপে আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করি।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—১সা) ॥

সায়ণভাষ্যং।

'ঋতস্য' যজ্ঞার্থং 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'মধুমত্তমাঃ' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ 'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রার্থং 'ধারয়া' 'অসৃগ্রং' সৃজ্যন্তে। 'ধারয়া'—'সাদনে'—ইতি পাঠৌ ॥ ১ ॥

প্রথম (১১১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। অমৃতময় বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব-সমন্বিত জ্ঞান আমরা যেন লাভ করিতে পারি, সেই জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"অভিষুত অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের কোন কোনও স্থলে অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 'ঋতস্য' পদের ভাষ্যার্থ—'যজ্ঞার্থং' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য; কিন্তু অনুবাদকার উহার অর্থ করিয়াছেন "যজ্ঞগৃহে"। উভয়েই বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ষষ্ঠী-বিভক্তির স্থানে চতুর্থী বিভক্তি করিয়াছেন এবং অনুবাদকার সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। 'ঋতস্য ধারয়া' পদদ্বয়ে সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারা অর্থাৎ প্রবাহকে বুঝায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ঋত' শব্দে সত্য এবং সৎকর্ম্ম এই উভয়কেই লক্ষ্য করে। বর্ত্তমান স্থলে 'ঋত' শব্দে সত্যকে, সত্যজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। তাই আমরা 'ঋতস্য' পদে সত্যজ্ঞানস্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

ভাষ্যকার সোমরস-নামক মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী অথবা স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রচলিত মতবাদ এই যে, প্রাচীনকালে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য যজ্ঞের জন্য এবং পান

করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। যজ্ঞের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত তাহার প্রস্তুতের উপযোগী কর্ম্ম-সমূহ যজ্ঞগৃহেই সম্পন্ন হইত। তাই এই মন্ত্রের 'ধারয়া' পদের 'সাদনং' এই একটী পাঠান্তর দেখা যায়। তাহাতে 'ঋতস্য সাদনং' পদদ্বয়ের একত্র অর্থ হয় যজ্ঞের স্থান। সম্ভবতঃ এই পাঠভেদ উপলক্ষেই অনুবাদকার 'যজ্ঞগৃহে' অর্থ করিয়াছেন। 'যজ্ঞগৃহে' অথবা 'যজ্ঞার্থং' এই উভয় অর্থেই যজ্ঞসূচক ব্যাখ্যা বুঝায়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, যজ্ঞের জন্য যজ্ঞগৃহে সোমরস প্রস্তুত হইতেছে। কি জন্য সোমরস প্রস্তুত হইতেছে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাকার বলিতেছেন,—'ইন্দ্রায়'—ইন্দ্রার্থং অর্থাৎ ইন্দ্রের জন্য। ইন্দ্র উপভোগ করিবেন, ভগবানের পূজায় লাগিবে—এই জন্যই সোমরসের প্রয়োজন। যদি প্রচলিত মতই গ্রহণ করা যায়, তবু দেখা যাইবে যে, সোমরস সাধারণের পানীয়রূপে প্রস্তুত হইত না। সোমরসের সহিত দেবতার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যেখানে সোমরসের প্রসঙ্গ সেইখানেই দেবতা। তাই মনে হয় যে, সোমরসের কোনও ঐশীশক্তি আছে যদ্দ্বারা ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, 'সোম' বলিতে সাধারণ মাদক দ্রব্য বুঝায় না। মাদকদ্রব্য ও সোমরসে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান—তাহা প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই বেদের অন্যত্রও প্রমাণিত হইয়াছে বিশেষতঃ যজ্ঞের জন্য, ভগবদারাধনার জন্য, মাদক-দ্রব্যের কি প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক 'ইন্দ্রায়' পদে আমরা অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রাপ্ত্যর্থে চতুর্থ্যন্ত 'ইন্দ্রায়' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন, তাহা না হইলে অমৃতত্বলাভ অসম্ভব—ইহাই মন্ত্রের মূলভাব। মন্ত্রের মধ্যে যে 'ইন্দবঃ' বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের প্রসঙ্গ আছে, তাহাকে 'মধুমত্তমাঃ'—অমৃতময় অথবা অমৃতস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বই অমৃতময়, অমৃতস্বরূপ। উহাই মানুষকে অমৃতত্ব প্রদান করে। মানুষের মনে যখন পবিত্রতা আসে, ভগবানের প্রতি অনন্যমুখী ভক্তি আসে, তখন মানুষের মন আপনিই অমৃতত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। তাই মন্ত্রে শুদ্ধসত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯ম ৩খ ১সূ-১সা)।*

— — * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম)।

৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২
অভি বিপ্রা অনূষত গাবো বৎসং ন ধেনবঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গাবঃ ধেনবঃ ন বৎসং' (স্নেহপরায়ণাঃ ধেনবঃ যথা প্রেমেণ তেষাং বৎসং প্রতি শব্দায়ন্তি, প্রধাবন্তি বা তদ্বৎ) 'বিপ্রাঃ' (মেধাবিনঃ, জ্ঞানিনঃ—সাধকাঃ ইত্যর্থঃ) 'সোমস্য পীতয়ে' (শুদ্ধসত্ত্বস্য পানায় গ্রহণায় বা, শুদ্ধসত্ত্বলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (ইন্দ্রদেবং, ভগবন্তং) 'অভ্যনূষত' (স্তুবন্তি, প্রার্থয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ সাধকাঃ ভগবৎ-প্রাপ্তয়ে প্রার্থয়ন্তি ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ-৩খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

স্নেহপরায়ণা ধেনুগণ যেমন প্রেমের সহিত তাহাদের বৎসের প্রতি শব্দ করে, সেইরূপভাবে জ্ঞানী সাধকগণ শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানী সাধকগণ ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'বিপ্রাঃ' মেধাবিনঃ 'সোমস্য' 'পীতয়ে' পানায় 'ইন্দ্রং' 'অভি অনূষত' অভিষ্টুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'ধেনবঃ' প্রীণয়িত্র্যো গাবঃ 'বৎসং ন' বৎসং যথা পয়ঃপানায় অভিশব্দয়ন্তি তদ্বৎ। 'ধেনবঃ' 'মাতরঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৩খ—১সূ—২সা) ॥

* * *

দ্বিতীয় (১১৯৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। জ্ঞানিগণ ভগবানের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্য জানিতে পারেন। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য মানবের হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলে, মানুষ আপনা হইতেই সেই পরমপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞান—ভগবৎশক্তি। ভগবানই জ্ঞানরূপে মানুষের মধ্যে বিরাজিত থাকেন। যখন হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন বুঝা যায় যে, ভগবানের শক্তি তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। যাঁহার কৃপায় জগৎ বিধৃত আছে ও পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার কৃপাবলে মানুষ বাঁচিয়া আছে, যাঁহার অনুগ্রহ না পাইলে, মুহূর্ত্তে জগৎ জড়পিণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, সেই পরমপুরুষের প্রতি মানুষ ভক্তিপরায়ণ না হইয়া কি থাকিতে পারে? মানুষ যখন জানিতে পারে যে, মায়ের বুকে যে স্নেহামৃতনির্ঝরিণী আছে, যাহার সুধাধারা পাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে, যে স্নেহামৃত মানবকে এই মরজগতে দেবত্বের ছবি প্রদর্শন করায়, অমৃতের আস্বাদ উপভোগ করায়, সেই

অমৃতনির্ঝরিণীর উৎস ভগবান। মানুষ যখন জানিতে পারে যে মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব্ব সুষমা সেই অমৃতস্বরূপের স্নেহের এক কণামাত্র প্রদর্শন করিতেছে, তখন কি মানুষ সেই অমৃতের সিন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? মানুষ তখন এই বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত না হইয়া সিন্ধুর দিকে ধাবিত হয়,—সেই অমৃতসাগরে আপনার অনন্ত পিপাসা মিটাইতে চায়। মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই ভূমানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাহার জীবনের প্রধান কথা—'নাল্পে সুখমস্তি'—অল্পে সুখ নাই, বিন্দুতে পিপাসা মিটিবে না—সিন্ধু চাই, ভূমানন্দ চাই। মানুষের মনে পরিপূর্ণ পার্থিব সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেও যে অতৃপ্তির সুর বাজিতে থাকে, হাসির মধ্যেও যে কান্নার সুর ধ্বনিত হয়, সে আর কিছুই নয়, তাহা ভূমার আহ্বান। মানবাত্মার প্রকৃতির সহিত ভূমার যে নিকটতম সম্বন্ধ আছে, এ তাহারই ক্রিয়া। সেই ভূমানন্দের, শাশ্বত সুখের ধ্বনি চিরকালই মানুষের মনে বাজিতেছে। কিন্তু মোহনিদ্রায় অচেতন থাকে বলিয়া মানুষ তাহা শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও তাহা সম্যক্‌প্রকারে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, যখন মানুষ সেই আহ্বানকারীকে জানিতে পারে, তখনই তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। ভূমানন্দলাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু কোথায় এবং কিরূপে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা জানিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করে। যখন সে সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন তাহার আর দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান থাকে না; আকুল হইয়া সে সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য ছুটে;—আপনার হৃদয়ের ও মনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাঁহার দিকে প্রেরণ করে।

হৃদয়ের এই ব্যাকুলতার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটী উপমা দ্বারা। সেই উপমাটী এই "ধেনবঃ ন বৎসং" অর্থাৎ ধেনুগণ যেমন আগ্রহের সহিত ব্যাকুলতার সহিত স্নেহভরে তাহাদের বৎসের অভিমুখে যায়, সাধকগণও সেইরূপ প্রেমভরে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়,—তাঁহার আরাধনা করে। সাধকগণ, জ্ঞানীগণ যখন জানিতে পারেন যে, ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবেন না; তিনিই স্নেহপারাবার—অনন্ত করুণাসাগর; তখন মানুষের মন স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে। মানুষকে একদিন তাঁহার চরণতলে যাইতেই হইবে। অজ্ঞানতার জন্য সে ভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। এখানে 'জ্ঞানী সাধক' বলার উদ্দেশ্য এই যে,—ভগবানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সাধকের মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা নাই;—তিনি ভগবানের মাহাত্ম্য পূর্ণভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর সেই জন্যই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমপুরুষের সন্ধানে বাহির হইতে পারেন। তাঁহাদের সেই ব্যাকুলতার পরিচয় দিবার জন্যই "ধেনবঃ নঃ বৎসং" উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। সন্তানের জন্য মায়ের যে ব্যাকুলতা ভগবানের জন্য সাধকের মনে যখন সেইরূপ ব্যাকুলতার সঞ্চার হইবে, তখনই তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। উপমার ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অন্য ভাব

পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল; যথা,—"মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবিগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।" (৯অ-৩খ-১সূ-২সা)।

—*—

তৃতীয়ং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
সোমো গৌরী অধি শ্রিতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদচ্যুৎ' (পরমানন্দদায়কস্য ভক্তিরসস্য স্রাবয়িতা ইত্যর্থঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'সদনে' (যজ্ঞস্য স্থানে,—সৎকর্ম্মণি ইতি ভাবঃ) 'ক্ষেতি' (নিবসতি)। অপিচ, 'সিন্ধোঃ উর্ম্মা' (উর্ম্ময়ঃ যথা সিন্ধোঃ হৃদি তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ, ইত্যর্থঃ) 'বিপশ্চিৎ' (সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বেষাং প্রজ্ঞাপকঃ ইত্যর্থঃ) সঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গৌরী' (গিরিবৎ স্থিরে অবিচলিতে, যদ্বা—জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে হৃদয়ে ইতি ভাবঃ) 'শ্রিতঃ' (নিবসতি, যদ্বা তং হৃদয়ং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি ইতি ভাবঃ)। (নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মণা শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্জায়তে; অপিচ স্থিরং অবিচলিতং শুদ্ধহৃদয়ং হি শুদ্ধসত্ত্বস্য আধারঃ ইতি ভাবঃ। (৯অ-৩খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক ভক্তিরসের স্রাবয়িতা শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকে। অপিচ, উর্ম্মিমালা যেমন সিন্ধুহৃদয়ে আশ্রিত থাকে; সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের প্রজ্ঞাপক সেই শুদ্ধসত্ত্ব গিরিবৎ স্থির অবিচলিত অথবা জ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় অথবা সেই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বিদ্যমান থাকে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয়; এবং স্থির অবিচলিত ভক্ত-হৃদয়ই শুদ্ধসত্ত্বের আধার-স্বরূপ)। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'মদচ্যুৎ' মদকরস্য রসস্য চ্যাবয়িতা সোমঃ 'সদনে' গন্তব্যে স্থানে 'ক্ষেতি' নিবসতি। এতদেব বিবৃণোতি 'সিন্ধোঃ' নদ্যাঃ 'ঊর্ম্মা' ঊর্ম্মৌ তরঙ্গে 'বিপশ্চিৎ' বিদ্বান্ সোমঃ 'গৌরী অধি' গৌর্য্যামধি। অধীতি সপ্তম্যর্থানুবাদঃ, মাধ্যমিকায়াং বাচি গৌরী শব্দবাচীতি বাক্‌নামৈতৎ (নিঘ০ ১।১১।৫।৬)। 'শ্রিতঃ' নিবসতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১১৯৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———•:§ * §:•———

মন্ত্র এক নিত্যসত্য প্রকাশ করিতেছে। শুদ্ধসত্বে অন্তরে শুক্তির উদয় হয়; সৎকর্ম্মের দ্বারা সেই শুদ্ধসত্ব সঞ্জাত হইয়া থাকে; আর স্থির অবিচলিত হৃদয়ে সেই শুদ্ধসত্ব উপার্জ্জিত হয়। অর্থাৎ, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁহার অন্তরে অনন্যা ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, শুদ্ধসত্ব সত্যাদি সেই হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

এমন যে উচ্চভাবমূলক বেদমন্ত্র, ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় তাহার কি বিকৃতিই না সাধিত হইয়াছে! আমরা নিম্নে ভাষ্যের অনুসারী একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,— 'মদস্রাবী সোম নদী-তরঙ্গ-স্থলে বাস করেন। বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন'। সমস্যা একটু জটিল হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সোম পর্ব্বতের সানুদেশে, প্রস্তরের 'ফাটালে' জন্মে এবং বৃষ্টির জলে তাহা প্রবর্দ্ধিত হয়। এখানে আবার বলা হইল—নদী-তরঙ্গ-স্থলে সোম বাস করেন অর্থাৎ নদীতরঙ্গে যে স্থান বিধৌত হয়, সোম সেই বারিবিধৌত প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে সে প্রদেশের ভূমি সিক্ত হয় বলিয়া, তাহার পরিবৃদ্ধির জন্য বৃষ্ট্যাদির আর আবশ্যক হয় না। তার পরই আবার বলা হইল, সেই সোম বিদ্বান্ আর তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। লতা হইতে শরীরী আবার শরীরী হইতে অশরীরী। তিনি বিদ্বান; সুতরাং তাঁহাকে শরীরী মনুষ্যাদি বলা যায় না; আবার তিনি মাধ্যমিক বাক্য আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে অশরীরী ভিন্ন অন্য কিছু কল্পনা করা অসম্ভব। কারণ, মাধ্যমিক বাক্য সূক্ষ্ম সামগ্রী; সূক্ষ্মের সহিত স্থূলের মিলন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাই বাক্যকে আশ্রয় করিতে হইলে সোমের সূক্ষ্ম অশরীরী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই! সোম যখন 'নদীতরঙ্গস্থলে' রহিয়াছেন, তখন তাঁহার একরূপ প্রকট হইল; বিদ্বান-রূপে তাঁহার একরূপ প্রকাশ পাইল; মাধ্যমিক বাক্যে যখন তিনি অবস্থিত হইলেন, তখন আবার তিনি অন্যরূপে প্রতিভাত হইলেন! জড় হইতে অজড়; তার পর একেবারেই সূক্ষ্মাবস্থা! বহুরূপ না হইলে, এরূপ রূপ-পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় কি? আমরা এই বহুরূপেই

সোমকে দর্শন করি। তবে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যায় সেই বহুরূপের স্বরূপ যে ভা
প্রকটিত, তাহাতে ভাব ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। আর সেই ভিন্ন ভাবেই ভাষ্যের ব্যাখ্যায় প্র
হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সোমকে 'বহুরূপ' বলিয়া মনে করি; সেই জন্য আমাদের ব্যাখ্যায় সোমের গে
এক স্বরূপেরই প্রকটিত হইয়াছে। বহুরূপের একরূপত্বই আমরা ব্যাখ্যায় প্রদ
করিয়াছি। বহু হইয়াও সোমরূপী সেই ভগবান একভাবে ভক্ত সাধক-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকে
ভক্তের চক্ষে যে তাঁহার বহুরূপ এক হইয়া সেই এক বিরাটরূপেই প্রতিভাত হয়, আমাে
ব্যাখ্যায় সেই বিশেষত্বই পরিস্ফুট হইবে। কি ভাবে আমরা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই চরম লে
উপনীত হইয়াছি, একে একে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের প্রদত্ত মর্ম্মা
সারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদের অনুসরণে অগ্রসর হইলেই তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এমন অংশে কর্ম্মের মধ্যেই যে শুদ্ধসত্ত্ব অধিষ্ঠি
থাকে; অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্জাত হয় এই ভাব প্রাপ্ত হই। এখন, সে কর্ম্ম
এমন কোন্ কর্ম্ম, যদ্দ্বারা অন্তরে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইতে পারে? 'সদনে' পদে সেই ক
স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের অর্থ করিয়াছেন—'যজ্ঞস্থানে।' আমর
তাঁহারই ভাব গ্রহণ করিয়া, 'সদনে' পদের অর্থ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মণি।' যজ্ঞ বলি
সৎকর্ম্মকে বুঝায়। দেবোদ্দেশ্যে যে কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা যাউক, এক হিসাবে তাহাই য
পদবাচ্য। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্ম্মই—কর্ম্ম; সেই সৎকর্ম্মের দ্বারা অন্তরে সত্ত্
সমাবেশ হয় কি প্রকারে! সৎকর্ম্মের সাধনে, সতের অনুধ্যানে, অন্তরে আপনা-আপ
সদ্ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। সৎস্বরূপের আরাধনা—সদ্ভাবের উন্মেষণ ভিন্ন সম্ভবপর হয় ক
তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে সদ্ভাব সৎকর্ম্মে অবস্থিত। 'মদচ্যুৎ' পদের 'মদস্রাবী'
পরিগৃহীত হয়। ভাষ্যমতে 'মদ' পদে 'মদকর রস' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ,
রস পান করিলে মাদকতা জন্মে, সোম সেই রসের 'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবক। এখ
ভাষ্যকার সেই গতানুগতিক পন্থার অনুসরণেই মাদকতাগুণসম্পন্ন সোমরসকেই ল
করিয়াছেন; আর সেই ভাবেই তাঁহার অর্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের 'সোম'
রস ক্ষরণ করেন, সে রসের গুণও মত্ততা উৎপাদন করা বটে; কিন্তু সে মত্ততা মদ্যপানে
মত্ততা অপেক্ষা একটু উচ্চ-প্রকৃতির। ভক্তি-রসের যে মত্ততা সে মত্ততার তুলনা অ
কি? সে রস পানে প্রাণের দেবতাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন; সে রস পানে তিনিও প্রেমানে
নৃত্য করিতে থাকেন। আমাদের সোম সেইরূপ 'মদচ্যুৎ'; আমাদের সোম সেই ভক্তিরসে
'চ্যাবয়িতা' অর্থাৎ স্রাবয়িতা। সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সহস্রারে যে সোমধারা—যে ভা
রসামৃত-ধারা ক্ষরিত হয়, সে রসামৃত-পানে সাধক মত্ত হন, ইষ্টদেবকে—ভগবানকে মাতা
তুলেন। এইরূপ অর্থেই 'মদচ্যুৎ' পদের সার্থকতা বলিয়া মনে করি।

'সিন্ধোঃ উর্ম্মৌ'—মন্ত্রের অন্তর্গত এই উপমায় এক উচ্চভাবের দ্যোতনা করে। উর্ম্মি
যেমন সিন্ধুবক্ষে উত্থিত হইয়া সিন্ধুতেই লয়প্রাপ্ত হয়, অপিচ উর্ম্মি যেমন সিন্ধুরই অংশীভূ
সেইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাবসমন্বিত হৃদয়েই উত্থিত হয়, আবার উর্ম্মির ন্যায় সেই হৃদয়েই আ

গ্রহণ করে। অপিচ, শুদ্ধসত্ত্ব সেই সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়েরই অংশীভূত। তারপর 'গৌরী' পদের লক্ষ্য অনুধাবন করুন। ভাষ্যমতে 'গৌরী' পদের অর্থ হইয়াছে—'মাধ্যমিকায়া বাচি'। আমরা 'গিরি' শব্দ হইতে অপত্যার্থে গৌরী পদ নিষ্পন্ন করি। আবার 'গৌরী' পদে জ্ঞান-দীপ্তিও বুঝাইতে পারে। "গৌরী রোচতের্জ্বলতিকর্ম্মণি"—নির্ঘণ্টু ভাষ্যে (৫।৫—৮০৮ পৃষ্ঠা) পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে 'সা দীপ্তিমতী' এরূপ উল্লেখও দেখিতে পাই। এইরূপ অর্থ হইতেই 'গৌরী' পদের 'জ্ঞানপ্রদীপ্তে হৃদয়ে'—এই দ্বিতীয় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। অন্তর স্থির অবিচলিত হয় তখনই, যখন সে হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। অজ্ঞানতা—রিপুশত্রুর উপদ্রবাদিই সে চিত্ত-বিক্ষোভের মূলীভূত। সেই বিক্ষোভ দূর হইয়া অন্তর যখন স্থির অটল অচল হয়, তখনই হৃদয়ে দেবভাবের—শুদ্ধসত্ত্বের সমাবেশ হইয়া থাকে। মন যখন সমুদায় কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া অবস্থিত হয়, তখনই তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি অনুরাগ ক্রোধ ও ভয় শূন্য, সেই মুনি অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মে লীন হইয়াছে—তিনিই স্থিতধী বলিয়া অভিহিত হয়েন। ফলতঃ, যিনি সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই স্থিতধী বা স্থিতপ্রজ্ঞ। গীতায় ভগবদুক্তিতে এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

ফলতঃ, জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না; সেইরূপ সংসারে নিমজ্জমান থাকিয়াও যিনি সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত নহেন; অপিচ, ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল হইতে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গসঙ্কোচন করিতে সমর্থ, তাঁহারই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব নিত্য-বিরাজমান। সেই হৃদয়ই জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে নিত্য-উদ্ভাসিত। স্থূলতঃ, চিত্তস্থৈর্য্যই সদ্ভাব-সৎপ্রবৃত্তির মূলীভূত। তাহাতে জ্ঞানদৃষ্টির পরিস্ফুরণ হয়। এইরূপ ভাবই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে করি। * (৯অ—৩প—১সূ—৩সা)॥

—•—

চতুর্থং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩
দিবো নাভা বিচক্ষণোঽব্যো বারে মহীয়তে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
সোমো যঃ সুক্রতুঃ কবিঃ॥ ৪॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার ষষ্ঠ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্ভুক্ত (নবম মণ্ডল, প্রথম সূক্ত, তৃতীয় সাম)।

মৰ্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (বিদ্রষ্টাঃ, বুদ্ধিমান ইত্যর্থঃ) 'সুক্রতুঃ' (শোভনকর্ম্মা, সৎকর্ম্মকারী ইত্যর্থঃ) 'কবিঃ' (ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ, জ্ঞানী) 'যঃ' (যঃ সাধকঃ) তেন 'দিবঃ নাভা' (দ্যুলোকস্য নাভৌ, দ্যুলোকস্য মূলীভূতে ইত্যর্থঃ) 'অব্যাবারে' (নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে—অবস্থিতঃ ইতি যাবৎ) পরাজ্ঞানযুতঃ ইত্যর্থঃ 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্বঃ) 'মহীয়তে' (পূজ্যতে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সৎকর্ম্মসাধকঃ জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৩খ—১সূ-৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বুদ্ধিমান্ সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার (অর্থাৎ সেই সাধকের) দ্বারা দ্যুলোকের মূলীভূত, নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে অবস্থিত, অর্থাৎ পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব পূজিত হন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধক জ্ঞানী পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' 'সুক্রতুঃ' সুপ্রজ্ঞঃ 'কবিঃ' ক্রান্ত-কর্ম্মা 'বিচক্ষণঃ' বিদ্রষ্টা স 'সোমঃ' 'দিবঃ' অন্তরিক্ষস্য 'নাভা' নাভৌ নাভিভূতে 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারে' বালে 'মহীয়তে' পূজ্যতে॥ ৪॥

* * *

চতুর্থ (১১৯৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"সুকর্ম্মা, কবি, বিচক্ষণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেষলোমে পূজিত হন।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটী সোমার্থক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের মূল বস্তু সোমরস নামক মন্ত্র। সেই মন্ত্র পূজিত হয়েন, ইহাই ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম। এই সোমরসের মহিমা বিস্তার করিবার জন্য তাহার প্রতি কতকগুলি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

'দিবঃ নাভা' পদদ্বয় 'অব্যা বারে' পদদ্বয়ের বিশেষণরূপে ভাষ্যাদিতেও গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পদদ্বয়ের অর্থ—"অন্তরীক্ষস্য নাভিভূতে"—অন্তরীক্ষলোকের, আকাশের (অপরা বিবরণকারের মতে দ্যুলোকের) নাভিস্বরূপে, কেন্দ্রস্বরূপে অর্থাৎ আকাশের বা স্বর্গের

মূলীভূত কারণে। শেষোক্ত বিশেষ্য পদদ্বয়ের অর্থ—"মেষলোমে"। তাই এই উভয় অংশের অর্থ দাঁড়াইল এই—'আকাশের বা স্বর্গের নাভিস্বরূপ (অথবা কেন্দ্রস্বরূপ) মেষলোমে।" এখন ব্যাপারটা একটী হাস্যকর হইয়া উঠিল। 'মেষলোম অর্থাৎ ভেড়ার লোমকে (প্রচলিত-মতে যাহা দ্বারা দশাপবিত্র নামক সোমরসের ছাকুনি প্রস্তুত হয়) বলা হইতেছে, দ্যুলোকের নাভিভূত অর্থাৎ কেন্দ্র-স্বরূপ। 'নাভা' এবং 'বারে' পদদ্বয় সপ্তম্যন্ত এবং ভাষ্যকার কোনরূপ বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়াই উহাদের সপ্তম্যন্ত অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে 'নাভৌ, নাভিভূতে' এবং 'বালে'; আর এই দুইটিকে বিশেষ্য-বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যার ভাব-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মেষলোম হঠাৎ এত উচ্চস্থান লাভ করিল কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা যাইতেছে না। এখানে রূপক ব্যাখ্যারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা মোটেই মন্ত্রের প্রচলিত ভাব বুঝিতে পারি নাই, এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা কোন সঙ্গত ভাব প্রকাশ হয় বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

শুধু তাই নয়। সোমরসকে 'বিচক্ষণঃ' 'সুক্রতুঃ' ও 'কবিঃ' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সোমরস নামক মাদকদ্রব্য খুব বুদ্ধিমান্ (অথবা বুদ্ধিদাতা) এবং তিনি 'সুক্রতুঃ' অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধক ও 'কবিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানীও বটে। অর্থাৎ একজন মাতালও মদ্যের যেরূপ প্রশংসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে, মন্ত্রে তার চেয়ে শতগুণ প্রশংসা করা হইয়াছে। মদ্য যে কিরূপে জ্ঞানী (অথবা জ্ঞানদাতা) ইত্যাদি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি যে, মদ্যের মত হেয়, ঘৃণিত জিনিষ আর নাই। মানুষকে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে লইয়া যাইতে মদ্য অদ্বিতীয় সহায়কারী ও পথ-প্রদর্শক। সেই মদ্যের এবম্বিধ প্রশংসা মন্ত্রমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের মতে উপরোক্ত বিশেষণত্রয় 'সোমের' সম্বন্ধে আদৌ প্রযুক্ত হয় নাই। এই তিনটী বিশেষণ 'যঃ' পদকে বিশেষিত করিতেছে। অবশ্য 'সোম' শব্দে শুদ্ধসত্ত্বকেই লক্ষ্য করে। তথাপি মন্ত্রটীকে সম্পূর্ণভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত তিনটী বিশেষণপদ 'যঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই—"বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মকারী জ্ঞানী যে সাধক তাঁহার দ্বারা...সোম পূজিত হয়েন"। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই সত্য-পথ দর্শন করিতে পারেন এবং সেই পথে চলিতে পারেন। সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হয়। তাঁহারা অনায়াসেই সত্যজ্যোতিঃ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

জ্ঞানকে দ্যুলোকের নাভিভূত, কেন্দ্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। শুধু দ্যুলোকের কেন, বিশ্বসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে জ্ঞান। জ্ঞান-শক্তি-বলেই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যার প্রদত্ত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। ৯অ—৩খ—১সূ—৪সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

পঞ্চমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
যঃ সোমঃ কলশেষ্বা অন্তঃ পবিত্র আহিতঃ।
২উ ৩ ১ ২
তমিন্দুঃ পরিষস্বজে ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ সোমঃ' (যঃ সত্ত্বভাবঃ) 'কলশেষু' (পাত্রেষু, হৃদয়েষু, সর্ব্বেষাং জনানাং হৃদয়েষু) 'আ' (আস্তে, বর্ত্তমানঃ ভবতি) সঃ 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ সত্ত্বভাবঃ বিশুদ্ধীকৃতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'পবিত্রে অন্তঃ' (পবিত্র-হৃদয়মধ্যে) 'আহিতঃ' (নিহিতঃ, অধিষ্ঠিতঃ ভবতি); ভগবান্ 'তং' (তং পবিত্রং হৃদয়ং) 'পরিষস্বজে' (প্রবিশতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং পবিত্রসাধকহৃদয়ং প্রাপ্নোতি —ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে সত্ত্বভাব সর্ব্বলোকের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সেই সত্ত্বভাব বিশুদ্ধীকৃত হইয়া পবিত্র-হৃদয় মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়; ভগবান্ সেই পবিত্র হৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পবিত্র সাধকহৃদয়কে প্রাপ্ত হয়েন।) ॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'যঃ' সোমঃ 'কলশেষু' কুম্ভেষু আস্তে; যশ্চ 'পবিত্রে' পবিত্রস্য 'অন্তঃ' মধ্যে 'আ হিতঃ' নিহিতঃ, 'তং' স্বাংশভূতং সোমং 'ইন্দুঃ' তদভিমানী সো দেবঃ 'পরিষস্বজে' প্রবিশতি। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।

* * *

পঞ্চম (১১৭৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে সত্ত্বভাবের বিভিন্ন স্তরের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপিয়া যে সত্ত্বভাব আছে, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে যে সত্ত্বভাব শক্তিরূপে বিরাজিত, তাহাই যখন

সাধন-বলে মানুষের হৃদয়ে বিশুদ্ধীকৃত পবিত্র হইয়া উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়, তখনই মানুষ ভগবৎপ্রাপ্তির পথে চলিতে সমর্থ হয়। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান, ঠিক তেমনিভাবে সত্ত্বভাব সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিত আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে সাধন-বলে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে মানুষের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কোন শক্তির অস্তিত্ব-মাত্রই যথেষ্ট নহে, তাহা ব্যবহার করিবার যোগ্যতা থাকাও চাই, এবং সেই শক্তিকে ব্যবহারোপযোগীও করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—শক্তি যদি সকলের মধ্যেই থাকে তবে তদ্দ্বারা সকল লোক উন্নত হইতে পারে না কেন? সূর্য্যরশ্মি তো পৃথিবীর সকল বস্তুর উপরই পতিত হয়, তবে সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে কেবলমাত্র সূর্য্যকান্ত মণিই বা অগ্নি বিকীরণ করে কেন? কোন বস্তু বা শক্তি বাহির হইতে আসিলেই মানুষের অভীষ্ট-সিদ্ধ হয় না। সেই শক্তি বা বস্তু ব্যবহার করিবার উপযোগী যোগ্যতা থাকাও চাই।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—যে সত্ত্বভাব বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে, যাহার উপস্থিতিতে বস্তুর সত্তা সত্ত্বপর হয়, সেই বস্তু যখন সাধন-বলে বিশুদ্ধ হয়, তখন তাহা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন সাধক-হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়েন। বীজের মধ্যে গাছ বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু তাহা যদি বীজমাত্রেই থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত না হয়, সেই অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে সেই বীজের দ্বারা কাহারও কোনও লাভ হয় না। বীজের মধ্যে সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) থাকে মাত্র। সেই বীজকে যদি উপযুক্ত-ভাবে যত্নের সহিত অঙ্কুরিত করিয়া তাহাকে বৰ্দ্ধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে তাহা ফলফুলশোভিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। সত্ত্বভাবও শক্তির বীজ, তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাব্যশক্তি (Potentiality) বর্ত্তমান আছে। মানুষ সাধনার অভাবে এই শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। তাই শক্তির অধিকারী হইয়াও উন্নতিলাভে অসমর্থ হয়। যাহারা সাধন-শক্তিবলে সত্ত্বভাবের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারা ভগবচ্চরণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"তং পরিষস্বজে"। অর্থাৎ ভগবানই সেই সৌভাগ্যশালী সাধককে প্রাপ্ত হয়েন।

নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটী এই,—"যে সোম কুম্ভে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে শেষাংশ অর্থাৎ "সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করিতেছেন" এই অংশ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। এখানে দেখা যাইতেছে যে 'সোম' ও 'ইন্দু'—সোম ও সোমদেব দুই পৃথক সত্তা। এই নূতন সত্তা 'সোমদেব' কে? একটী হিন্দি ব্যাখ্যাতে এই অংশের অর্থ লিখিত হইয়াছে,—"সোমমে চন্দ্রমাকা অভিমানী দেবতা প্রবেশ করতা হ্যায়।" এখানে দেখা যাইতেছে, 'সোম' বা 'ইন্দু' সোমরস হইতে একেবারে চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অন্যত্রও এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। একজন প্রচলিত ব্যাখ্যাতার

মত এই যে, 'সোম' শব্দে প্রথমতঃ 'সোমরস' নামক মাদক-দ্রব্যকেই বুঝাইত। তারপর ক্রমশঃ নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া 'সোম' বলিতে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্রকে বুঝাইত। সোমকে অনেক স্থলে অমৃত বলা হইয়াছে। 'সোম' চন্দ্রে পরিবর্ত্তিত হইলেও লোকে সে কথা ভুলে নাই, তাই চন্দ্রকে অমৃতের অধিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ভাব লইয়া চন্দ্র, অমৃত ও রাহুকেতুর উপাখ্যান সৃষ্ট হইল। এখনও পর্য্যন্ত লোকে তাই চন্দ্রকে অমৃতাধিপতি বলিয়া কবিতা রচনা করে। আমরা এখানে সোম-সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইলাম। অবশ্য তাহার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্পর্ক নাই। কেবলমাত্র প্রচলিত মতাদির সারবত্তা প্রদর্শন করিবার জন্যই এতটুকু লিখিতে হইল। (৯অ—৩খ—১সূ—৫সা)।*

— — • — —

ষষ্ঠং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। ষষ্ঠং সাম)।

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্র বাচমিন্দুরিষ্যতি সমুদ্রস্যাধি বিষ্টপি।
২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
জিন্বন্ কোশং মধুশ্চ্যুতম্ ॥ ৬ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্বঃ) 'সমুদ্রস্য' (সত্বসমুদ্রস্য' ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অধিবিষ্টপি' (স্থানে—ভগবৎসমীপে ইতি ভাবঃ) 'বাচং' (প্রার্থনাং) 'প্রেষ্যতি' (প্রেরয়তি); সঃ শুদ্ধসত্বঃ 'মধুশ্চ্যুতং' (মধুকামিনং, অমৃতকামিনং ইত্যর্থঃ) 'কোশং' (পাত্রং, হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'জিন্বন' (পূরয়ন, পূরয়তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্বপ্রভাবেণ ভগবদারাধনয়া চ সাধকাঃ অমৃতত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের স্থানে অর্থাৎ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করে; সেই শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে এবং ভগবদারাধনার দ্বারা সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৬সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণং-ভাষ্য ।

'ইন্দুঃ' সোমঃ। উন্দী ক্লেদনে (রু০ প০)—ইত্যস্ত রূপং ক্লেদনবাংস্তং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনশ্চ্যা-বকং দ্রোণকলশং 'জিন্বন্' প্রীণয়ন পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। সমুদ্রস্থান্তরিক্ষস্থ 'অধিবিষ্টপি' নিষ্টব্ধে স্থানে 'বাচং' 'প্রেষ্যতি' প্রেরয়াত ; পবিত্রে পূয়মানঃ শব্দং করোতীত্যর্থঃ। (৯ম—৩খ—১সূ ৬সা)॥

* * *

ষষ্ঠ (১১৯৯) সামের মর্ম্মার্থ।

নিত্যসত্যমূলক এই মন্ত্রটীর একটী অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—"সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন'। ভাষ্যকার 'ইন্দুঃ' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে 'ক্লেদনবান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্ব মন্ত্রে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'সোমদেব বা চন্দ্র'। আবার, অন্যান্য স্থলে এই 'ইন্দুঃ' পদের 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—'ইন্দুঃ' পদের অর্থ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে ; তাই তিনি বিভিন্নস্থলে বিভিন্নরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কোনস্থানেই মন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান মন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতাতেও পাওয়া যায়। সেখানে 'ইন্দুঃ' পদের অর্থ, 'সোমঃ'; 'কোশং' পদের অর্থ 'মেঘং।' সামবেদে উক্ত পদের ভাষ্যার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'জিন্বন্' পদের ঋগ্বেদীয় অর্থ 'প্রীণয়ন্'; কিন্তু সামবেদের ভাষ্যার্থ—ঐ 'প্রীণয়ণের' তাৎপর্য্যে 'পূরয়ন্' গ্রহণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উভয় বেদের ভাষ্যার্থ প্রভৃতির আলোচনা করিয়াও 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই। ভাষ্যাদিতেও এরূপ কোনও ভাব পাওয়া যায় না ; মন্ত্রে সে প্রসঙ্গ নাই। 'সোম বাক্য উচ্চারণ করেন'—এই বাক্যাংশের দ্বারা কি বুঝা যায়? 'সোম'—চন্দ্রই হউন আর সোমরসই হউন, কিরূপে বাক্য উচ্চারণ করিবেন? সেই বাক্য কি এবং কাহার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবে? তার পর—'সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করে'। মদস্রাবী মেঘ না হয় বুঝা গেল। যে আনন্দ বর্ষণ করে সেই মদস্রাবী মেঘ। কিন্তু সোমরস তাহাকে প্রীত করে কিরূপে? মন্ত্রের অপরাংশ—"অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে"। 'অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থান' বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। 'ভগবৎ-সমীপে শুদ্ধসত্ত্ব প্রার্থনা প্রেরণ করে' অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তখন সাধক ভগবৎপরায়ণ হয়েন, ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করেন। মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইলে ; মানুষ ভগবৎপরায়ণ হয়। তাহার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। মানুষের মনে সাধারণতঃ নানাবিধ বাসনা-কামনা থাকে। চারিদিকের নানাবিধ মায়ামোহের প্রলোভনে মানুষ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষের মন

হইতে অসার হীন কামনা দূরীভূত হইয়া যায়, পাপ মলিনতা দূরে পলায়ন করে। যাহা থাকে—তাহা বিশুদ্ধ নির্ম্মল ভাব। মানুষের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই কর্ম্ম-শক্তিকে কোনও সৎকর্ম্মে প্রযুক্ত না করিলে, তাহা অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। যখন মানুষের মধ্যে সদসৎ সমস্ত প্রেরণা থাকে, তখন মানুষ তাহার শক্তিকে সেই প্রেরণাবশে সদসৎকর্ম্মে নিযুক্ত করে। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে যদি মানুষের হৃদয় হইতে অসৎ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়, অসৎ-প্রেরণা সমূলে ধ্বংস হয়, তখন তাহার কর্ম্মশক্তির জন্য একটা দিক খোলা থাকে, তাহা সৎকর্ম্মের দিক। মানুষের কর্ম্মশক্তি যেন কতকটা বাধ্য হইয়াই ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হয়। কারণ শক্তি ক্রিয়াশীল; ক্রিয়া ব্যতীত, গতি ব্যতীত, শক্তি আসিতে পারে না। সুতরাং কাহারও মধ্যে যদি কেবলমাত্র সৎপ্রবৃত্তি, সৎপ্রেরণা থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎসমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করেন। সুতরাং তাহার ফলে সাধক আপনার উন্নতি-সাধনেও সমর্থ হয়েন। তাঁহার জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ কামনা-বাসনা, তাহা অনায়াসেই পূর্ণ হয়। তাই বলা হইয়াছে,—শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতকামী হৃদয়কে পূর্ণ করে।" (৯অ—৩খ—১২—৬সা)।*

——— * ———

সপ্তমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। সপ্তমং সাম)।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

নিত্যস্তোত্রো বনস্পতির্দ্ধেনামন্তঃ সর্ব্বদুঘাম্।

৩ ১র ২র ৩ ২

হিন্বানো মানুষা যুজা ॥ ৭ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নিত্যস্তোত্রঃ' (সততস্তোত্রঃ, নিত্যকালারাধিতঃ) 'বনস্পতিঃ' (বনানাং, জ্যোতীষাং স্বামী, পরমজ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমদেবঃ) 'সর্ব্বদুঘাং' (অমৃতদোগ্ধ্রীং, অমৃতদায়কং) 'ধেনাং' (জ্ঞানং) 'হিন্বানঃ' (প্রেরয়ন, প্রযচ্ছন) 'মানুষা' (মানুষেণ) 'যুজা' (যুক্তঃ, আরাধিতঃ সন ইতি ভাবঃ) তেষাং 'অন্তঃ' (মধ্যে হৃদি ইত্যর্থঃ) আবির্ভূতঃ ভবতি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ ঐকান্তিকয়া আরাধনয়া ভগবৎকৃপাং লভন্তে —ইতি ভাবঃ। (৯অ—৩খ—১প—৭সা)॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যকালারাধিত পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমদেব অমৃতদায়ক জ্ঞান প্রদান করিয়া মানুষের দ্বারা আরাধিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে—হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ ঐকান্তিক আরাধনার দ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ করেন)। (৯অ—৩খ—১সূ—৭সা) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'নিত্যস্তোত্রঃ' সন্ততস্তোত্রঃ 'বনস্পতিঃ' বনানাং স্বামী, সোমঃ 'মানুষা' মানুষাণি 'যুগা' যুগ্মানি অহোরাত্রাত্মকানি 'হিন্বানঃ' প্রীণয়ন্ 'সর্ব্বদুঘাং' অমৃতসদৃশানি প্রিয়বচনানি দোগ্ধ্রীং 'অন্তঃ' স্তোতৄণাং মধ্যে স্থিতাং 'ধেনাং' স্তুতিরূপাং বাচং গৃণাতীতি শেষঃ। 'ধেনামন্তঃসর্ব্বদুঘাং'—'ধীনামন্তস্সর্ব্বদুঘস্মঃ'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ ৩খ—১সূ-৭সা) ॥

* * *

সপ্তম (১২০০) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিল-ভাবাপন্ন বটে, কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দু'একটী ব্যাখ্যা এমন আছে, যদ্দ্বারা মন্ত্রের জটিলতা বৃদ্ধি তো হইয়াছেই, অধিকন্তু মূলভাবেরও ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই অনুবাদটী এই,—"নিত্যস্তোত্র-বিশিষ্ট, ক্ষীরপ্রসবকারী বনস্পতি (সোম-মনুষ্য) গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটী প্রথম বন্ধনী আছে, প্রথমটির মধ্যস্থিত 'মনুষ্য' শব্দ সম্ভবতঃ বন্ধনীর বাহিরে থাকিয়া 'গণ' এই বিভক্তির সহিত যুক্ত হইবে। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যেরও কোন কোনও স্থলে অনৈক্য আছে। প্রথমতঃ আমরা উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদের আলোচনা করিব।

'বনস্পতি' পদে ভাষ্যানুযায়ী 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শব্দার্থের দিক দিয়া না হয় প্রথম অংশ বুঝা গেল, যদিও 'বনস্পতি' পদে সোমকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ব্যাখ্যার পরের অংশ—"মনুষ্যগণের জন্য একদিন কর্ম্ম মধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।" 'মনুষ্যগণের জন্য'-চতুর্থ্যন্ত পদ কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না। তারপর 'কর্ম্মমধ্যে' পদ অনুবাদকারের নিজস্ব আমদানী। মূলে আছে 'অন্তঃ'; তাহা হইতে অর্থ আসিয়াছে—"কর্ম্মমধ্যে" আমাদের ধারণা, 'অন্তঃ' পদ 'মানুষা' পদের সহিত অর্থের দিক দিয়া সম্বন্ধ-যুক্ত। উক্ত পদে সেই সাধনাপরায়ণ মানুষের হৃদয়কেই লক্ষ্য করে বলিয়া আমাদের ধারণা। তাই উক্ত পদে

আমরা 'তেষাং মধ্যে, হৃদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তার পর "প্রীত-ভাবে বাস করেন" অংশ মন্ত্রের কোথায়ও নাই ; এই বাক্যাংশ বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যে কিরূপে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতভেদ রহিয়াছে। নিম্নে একটী হিন্দি অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"নিত্যপ্রশংসী কিয়া জানেওয়ালা বনোঁকা স্বামী সোম ঋত্বিজোঁকে যুগ্মরূপসে প্রেরণা করতা হুয়া অমৃতকী সমান প্রিয় বচনোঁকো প্রকাশিত করনেওয়ালা স্তোতাস্তকে মধ্যমে স্থিত স্তুতিকো স্বীকার করে।"

এই ব্যাখ্যাটী অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা হইতেই এই হিন্দি ব্যাখ্যারও ভাব অধিগত হইবে। ভাষ্যকার 'যুজা' পদে 'যুগ্মানি অহীনৈ-কাহাত্মকানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিবরণকার এই যজ্ঞার্থক ব্যাখ্যাটীকে আরও বিস্তৃত করিয়াছেন, "দিনৈকসম্পাদ্যমেকাহং, দ্বাদশদিনাতিরিক্তসম্পাদ্যং সত্রং অহীনমন্তং যাগকর্ম্ম।" এই একটী 'যুজা' পদ হইতে এত বড় ব্যাখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে। শুধু তাই নয়, অনুবাদকার আবার নূতন ভাব সংযোজন করিয়াছেন, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। 'যুজা' পদে আমরা অর্থ করিয়াছি—'যুক্তঃ'। মানুষের সহিত ভগবান্ যুক্ত হন—সাধনা আরাধনা দ্বারা। এখানে 'যুজা' পদের 'যুক্তঃ' অর্থেই মন্ত্রের আনুপূর্ব্বিক সঙ্গতি রক্ষিত হয়।

'বনস্পতিঃ' পদের অর্থ 'বনানাং পতি'। 'বন' শব্দ জ্যোতিঃবাচক। জ্যোতিঃর অধিপতি সেই পরমদেবতাকেই 'বনস্পতি' পদে লক্ষ্য করে। তিনিই নিত্য আরাধিত। অহর্নিশ সাধকগণ তাঁহারই উদ্দেশে তাঁহাদের হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা প্রেরণ করেন। তিনি সাধক-হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোক্ষদায়ক পরমবস্তু অমৃতপ্রাপক জ্ঞান প্রদান করেন। 'বনস্পতিঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—'সোম'; কিন্তু মন্ত্রটী বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্ত্রে ভগবানেরই মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করেন। তিনিই সাধকের সাধনা দ্বারা প্রীত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। যিনি নিজে জ্যোতিঃ-স্বরূপ, জ্যোতির আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই মানবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে পারেন। জগতে আমরা যে জ্যোতির বিকাশ দেখিতে পাই ; তাহা সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়েরই ক্ষীণ প্রকাশ মাত্র। তাঁহার জ্যোতিঃ কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিলাভ করে, জগতে আলোক বিতরণে সমর্থ হয়। যিনি অমৃত-স্বরূপ, তিনিই মানবকে অমৃতদান করিয়া কৃতার্থ করিতে পারেন। ভগবানের সেই শক্তি ও মহিমাই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৯অ-৩খ—১সূ ৭সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

অষ্টমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। অষ্টমং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
আ পবমান ধারয় রয়িং৺ সহস্রবর্চ্চসম্।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্মে ইন্দো স্বাভুবম্॥ ৮॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক!) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'অস্মে' (অস্মাসু, অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'সহস্রবর্চ্চসং' (বহুদীপ্তিং, পরমজ্যোতির্ম্ময়ং ইত্যর্থঃ) 'স্বাভুবং' (শোভন-ভবনং, শোভনাশ্রয়ং, পরমাশ্রয়দায়কং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'আ' (সম্যক্‌রূপেণ) 'ধারয়' (প্রাপয়, প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিতং মোক্ষদায়কং পরমধনং লভেম - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ - ৩খ - ১সূ - ৮সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আমাদিগকে পরমজ্যোতির্ম্ময় পরমাশ্রয়দায়ক পরমধন সম্যক্‌রূপে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত মোক্ষদায়ক পরমধন লাভ করি।)॥ (৯অ—৩খ—১সূ—৮সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান' পূয়মান! পুনান! বা 'ইন্দো' সোম! ত্বং 'সহস্রবর্চ্চসং' বহুদীপ্তিং 'স্বাভুবং' শোভন-ভবনং 'রয়িং' ধনং 'অস্মে' অস্মাসু 'ধারয়' প্রক্ষিপেত্যর্থঃ॥ (৯অ—৩খ—১সূ - ৮সা)॥

* * *

অষ্টম (১২০১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী হইতে প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব অধিগত হইতে পারিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহুদীপ্তিবিশিষ্ট,

সুন্দরগৃহবিশিষ্ট ধনদান কর।" ব্যাখ্যাটী ভাষ্যানুযায়ী, সুতরাং ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের একত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের কয়েকটী মন্ত্রেও আমরা 'ইন্দো' পদ পাইয়াছি। তাহাতে কিরূপ অর্থ করা হইয়াছে তৎস্থলেই আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে আবার 'ইন্দো' পদে 'সোম' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মন্ত্রের প্রার্থনা সোমরসের নিকট করা হইয়াছে। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আমাদের মনে হয় মন্ত্রে ভগবানের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

'স্বাভুবং' পদের ভাষ্যার্থ 'শোভনভবনং' অর্থাৎ সুন্দর ঘরবাড়ী। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় সাধক বুঝি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এখানে ঘরবাড়ীর কথা হইয়াছে বটে, তবে তাহা সাধারণ লোকের প্রার্থিত অট্টালিকাদি নয়। সাধক এখানে শোভনাশ্রয় চাহিয়াছেন, যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে মানবের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সাধক সেই পরম আশ্রয় অনন্ত আশ্রয় লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, খড়কুটার ঘর বা ইষ্টক প্রস্তরের অট্টালিকা তাঁহারা চাহেন নাই।

সাধক জানেন, এই খড়কুটার বা ইটপাথরের ঘর মাত্র দুদিনের জন্য, তাহা ছাড়িতেই হইবে, মানুষকে একদিন সেই চরমাশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। যে স্থান হইতে কখন ভ্রষ্ট হইবে না, যে আশ্রয় হইতে পতন নাই, সেই পরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানেই সাধক আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ অতৃপ্ত; তাহার অতৃপ্তির কারণ অপূর্ণতা। শুধু অপূর্ণতা বলিলে সত্যের একাংশমাত্র প্রকাশ করা হয়। অপূর্ণতার ধারণাই মানুষকে পূর্ণত্ব সম্বন্ধেও সজাগ করিয়া করিয়া তুলে। পূর্ণত্বের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অপূর্ণতার ধারণা জন্মিতেই পারে না। মানুষের মনে পূর্ণত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, সেই ধারণাকে জীবনে সফল কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়াই মানুষের প্রাণে অতৃপ্তি জাগে। অতৃপ্তি খারাপ জিনিষ নয়, সে মানুষকে তৃপ্তি-লাভের পথে প্রেরণা দেয়।

এই যে পূর্ণ ও অপূর্ণের ধারণা তাহাই সাধকের মনে পার্থিব সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয়। তিনি দেখিতে পান যে, এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের সমস্ত জিনিষই অসার অস্থায়ী ঘরবাড়ী ধনদৌলত সমস্তই দুদিনের অস্তিত্বে পর্য্যবসিত হয়। তাই তিনি সেই স্থায়ী নিত্য বাসস্থানের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। "স্বাভুবং" পদে সেই পরমাশ্রয় নিত্যস্থানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই 'স্বাভুবং' পদের সহিত "সহস্রবর্চ্চসং" বিশেষণ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। সাধারণ ঘরবাড়ী সম্বন্ধে "সহস্রবর্চ্চসং" বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (১অ-৩খ—১সূ ৮সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক অষ্টম অধ্যায় ঊনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

নবমং সাম।

(তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। নবমং সাম।)

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২
অভি প্রিয়া দিবঃ কবির্বিপ্রঃ সধারয়া সুতঃ।
১ ২ ৩ ১ ২
সোমো হিন্বে পরাবতি ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কবিঃ' (ক্রান্তকর্ম্মা, সৎকর্ম্মসাধকঃ, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিদাতা ইত্যর্থঃ) বিপ্রঃ' (মেধাবী, জ্ঞানী) 'সুতঃ' (বিশুদ্ধঃ, পবিত্রঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'পরাবতি' (দূরদেশে, দ্যুলোকে ইত্যর্থঃ) অবস্থিতঃ সন্ ইতি যাবৎ 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূত-পরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি—ধনানি ইতি যাবৎ) পরমধনং ইত্যর্থঃ 'অভি' (অভিলক্ষ্য, সাধকান্ ইতি যাবৎ) 'হিন্বে' (প্রেরয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৩খ—১সূ ৯সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিদাতা জ্ঞানী পবিত্র প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া প্রভূত-পরিমাণে দ্যুলোকের প্রিয়ধন অর্থাৎ পরমধন সাধককে লক্ষ্য করিয়া প্রেরণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)। (৯অ—৩খ—১সূ—৯সা)।

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'কবিঃ' ক্রান্তকর্ম্মা, 'সুতঃ' অভিষুতঃ, সোমঃ 'পরাবতি' বিপ্রকৃষ্টে দেশে স্থিতঃ সন্ 'বিপ্রঃ' মেধাবী 'সধারয়া' স্বস্য ধারয়া 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'প্রিয়া' প্রিয়াণি স্থানানি 'অভি' লক্ষ্য 'হিন্বে' প্রেরয়তি। 'দিবঃকবিঃ'—'দিবস্পতিঃ'—ইতি পাঠৌ, 'হিন্বেপরাবতি'—'হিন্বেপরানো অর্ষাত' ইতি চ, 'সুতঃ'—'কবিঃ'—ইতি চ। (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

* * *

নবম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ এই,—"কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে গমন করেন।" "মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয়স্থানে" স্থলে "ধারারূপে মেধাবীগণের প্রিয়স্থানে" হইবে। সম্ভবতঃ মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ স্থানবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই স্থানবিপর্য্যয় সংশোধিত হইলেও ব্যাখ্যায় অনেক গোলযোগ থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ 'হিষে' পদের অর্থ করা হইয়াছে—'প্রেরিত হইয়া'। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান স্থলে ভাষ্যকার উক্তপদের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'প্রেরয়তি' প্রেরণ করে। আমরাও সঙ্গত-বোধে এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়াছি।

ব্যাখ্যার মধ্যে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। তাহা—এই "কবি সোম দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হইয়া"। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই দেখা যাইতেছে যে, সোম দ্যুলোকবাসী অথবা দ্যুলোক হইতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য দ্যুলোকবাসী হইবে কিরূপে? আর যদি তাহা দ্যুলোকবাসীই হয় অর্থাৎ স্বর্গজাত বস্তু হয় তবে কি তাহা ভগবৎ-শক্তি বলিয়াই পরিগৃহীত হয় না? এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ব্যাখ্যাকার যেন কতকটা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন যে, 'সোম' স্বর্গীয় বস্তু, স্বর্গেই তাহার উৎপত্তি আবার স্বর্গ হইতেই তাহা মেধাবীগণের, সাধকগণের নিকট প্রেরিত হয়। ব্যাখ্যাকারের পথ অনুসরণ করিলেও আমরা মোটামোটিভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি যে, 'সোম' নামে বেদমন্ত্রের মধ্যে আমরা যাহার পরিচয়ই পাই, যেদে যাহার বহুবিধ মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে তাহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেবলমাত্র সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোম' শব্দের নানাবিধ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্রও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি অনুসারেই আরও একটী সত্য লাভ করা যায়, তাহা এই যে, সাধকগণ সেই পরমবস্তু 'সোম' দ্যুলোক হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এখানে দুইটী বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ 'সোম'এর উৎপত্তি-স্থান, দ্বিতীয়তঃ 'সোমের' গ্রহীতা। উৎপত্তিস্থান—স্বর্গ, ভগবচ্চরণ। যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা ভগবানের চরণ হইতেই জগতে নামিয়া আসে। অথবা ভগবানের চরণ হইতে যাহা আসে, ভগবৎকৃপায় জগৎবাসী যাহা লাভ করে তাহা নিশ্চয়ই পবিত্র, মহান, সুন্দর; তাহা মানবের পরম মঙ্গলসাধন করে, তাহা মানুষকে অনন্ত উন্নতির পথে প্রেরণা দেয়।

অপরপক্ষে সেই ভগবৎকৃপা লাভের পাত্র, "কবি, মেধাবী"। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারাই সাধনাবলে ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই মোক্ষলাভের অধিকারী হইতে পারেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, 'সোম'-এর উৎপত্তিস্থান

এবং 'সোমের' গ্রহীতা উভয়ই পবিত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পরম পবিত্র বস্তু—যাহা ভগবান্ হইতে আসিয়া সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় তাহা কি মাদক-দ্রব্য "সোমরস"? আমরা তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে যদি এমন পবিত্র বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা হইলে পবিত্রতার কোন অর্থ থাকে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, ব্যাখ্যাকার তাহার অজ্ঞাতসারেই আমাদের মত সমর্থন করিতেছেন।

সে যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ হইতেই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের সার মর্ম্ম এই যে, সাধকের হৃদয়ে যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব উপজিত হয়, তখন সাধক স্বতঃই পবিত্রপথে আপনাকে চালিত করেন, সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাহার ফলে তিনি পরমধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন ॥ (৯অ-৩খ-১সূ-৯সা)॥

—— * ——

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

উত্তে শুষ্মাস ঈরতে সিন্ধোরূর্ম্মেরিব স্বনঃ।

৩ ১ ২ ৩ ২

বাণস্য চোদয়া পবিম্ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সিন্ধোঃ ঊর্ম্মেঃ স্বনঃ ইব' (সমুদ্রতরঙ্গস্য শব্দবৎ, সমুদ্রতরঙ্গাৎ শব্দং যথা অহর্নিশ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ) 'তে' (তব) 'শুষ্মাসঃ' (বেগবন্তং আশুমুক্তিদায়কং শব্দং, জ্ঞানং ইতি ভাবঃ) নিত্যকালং 'উৎ ঈরতে' (উদ্গচ্ছতি, প্রবহতি, সাধকহৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'বাণস্য' (বীণাযন্ত্রস্য) 'পবিং' (শব্দং) ইব মধুরশব্দং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ 'চোদয়' (প্রেরয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ নিত্যকালং পরাজ্ঞানং লভন্তে; বয়ং পরাজ্ঞানং লভেম ইতি ভাবঃ। (৯অ—৪খ-১সূ-১সা)।

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, উনচত্বারিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! সমুদ্রতরঙ্গের শব্দবৎ অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গ হইতে শব্দ যেমন অহর্নিশ উদ্গত হয় সেইরূপভাবে, আপনার আশুমুক্তিদায়ক জ্ঞান নিত্যকাল সাধকহৃদয়ে প্রবাহিত হয়; হে দেব! বীণাযন্ত্রের শব্দ-তুল্য মধুরশব্দ অর্থাৎ পরাজ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ নিত্যকাল পরাজ্ঞান লাভ করেন; আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৪খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'শুষ্মাসঃ' শুষ্মা বেগাঃ 'উৎ ঈরতে' উদ্গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ-'সিন্ধোঃ' সমুদ্রস্য 'উর্শ্মেরিব' যথা তরঙ্গাৎ 'স্বনঃ' ধ্বনিঃ উদ্গচ্ছতি তদ্বৎ। স ত্বং 'বাণস্য' বিসৃষ্টস্য নালস্য শততন্ত্রীকস্য বীণা-বিশেষস্য 'পবিং'। শব্দ-নামৈতৎ (নিঘ০ ১'১১)। শব্দং 'চোদয়' প্রেরয়, বেগেন স্যন্দমানস্ত্বং বিসৃষ্ট-বাণ-শব্দ-সদৃশং শব্দং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১॥

* * *

প্রথম (১২০৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রের ভাব পরিষ্কার হয় নাই, বরং দু'এক স্থলে মূলভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"হে সোম! সমুদ্রের তরঙ্গের বেগের ন্যায় তোমার ধারা বহমান হইতেছে। যেমন ধনুর্গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ শব্দ করে, তুমি তদ্রূপ শব্দ ছাড়িতে থাক।" এই ব্যাখ্যার মধ্যে সোমপ্রস্তুত প্রণালীর একটা আভাষ পাওয়া যায়। যেন সোমরসকে ছাঁকা হইতেছে এবং বেগের সহিত সেই সোমরস ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে, তখন সোমরস পতিত হইবার সময় যে শব্দ করে সেই শব্দকে ধনুর্গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মোটের উপর উহা একটা সোমরস প্রস্তুতের ছবির একাংশ।

কিন্তু মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা নষ্ট হইয়া যায়। মূলে আছে—'স্বনঃ', উহার অর্থ 'ধ্বনি' 'শব্দ'। ভাষ্যকারও ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং "সিন্ধোঃ উর্শ্মেঃ স্বনঃ ইব" পদসমূহের অর্থ হয়—"সমুদ্রতরঙ্গের শব্দের ন্যায়"। কিন্তু প্রচলিত বঙ্গানুবাদে স্পষ্টতঃ 'স্বনঃ' পদের অর্থ করা হইয়াছে 'বেগ'। 'স্বনঃ' পদে কিছুতেই 'বেগ' অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। 'তোমার ধারা' ব্যাখ্যা মধ্যে কোথা হইতে

আসিল তাহা মোটেই বুঝা যায় না। ধারাস্রোতক কোন শব্দই মন্ত্রমধ্যে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সোমার্থকরূপে মন্ত্রটীকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শব্দের সংস্থানেরও ব্যত্যয় ঘটান হইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের উপমা দ্বারা সোমরসের পতন-সময়ে যে শব্দ হয় তাহাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়েও ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। আবার নিম্নোদ্ধৃত হিন্দী ব্যাখ্যাটীর প্রতি লক্ষ্য করুন, তাহাতে নূতনভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! সমুদ্রকী তরঙ্গসে উঠে হুয়ে শব্দকী সমান তেরে বেগ উঠতে হ্যায়, ওয়াহ তু বাণনামক বাজেকে শব্দকো প্রেরণা কর।"

ভাষ্যকার আবার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন—তাহা সায়ণভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বিবরণকারও 'বাণস্য' পদের অর্থ করিয়াছেন—বীণাবিশেষস্য। ভাষ্যকারও এই অর্থ গ্রহণ করিয়া আবার যজ্ঞস্থানের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। মোটের উপর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন অর্থ দিয়াছেন।

যাহা হউক আমাদের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। সমুদ্রে সর্ব্বদাই তরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই সঙ্গে তরঙ্গের শব্দ হইতেছে। এই শব্দের আদি নাই অন্ত নাই, বিরাম বিশ্রাম নাই, যেন অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তের প্রতিরূপ এই সাগরবক্ষে অনন্তের গান গাহিয়া যাইতেছে। 'সমুদ্র' সাধারণ-দৃষ্টিতে অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, এবং পার্থিব চক্ষুর ক্ষুদ্র-শক্তির নিকট বিশাল সমুদ্র অসীম বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ দিগন্ত-বিস্তৃত নীলাম্বু-রাশি, মানবের মনে অনন্তত্বের সাড়া জাগাইয়া দেয়। আবার সেই অনন্তের বুকে মানবজ্ঞানের সীমার অতীতকাল হইতে যে অবিশ্রান্ত অবিরাম শব্দ তাহাও মানুষের মনে নিত্যকালের ভাব আনয়ন করে। তাই এই উপমার সাহায্যে দিক ও কালের ভিতর দিয়াই আমরা দিক-কালাতীতের সম্বন্ধে একটা ধারণালাভ করিতে পারি। তাই সেই অনন্ত দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—এই সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গশব্দ নিত্যকালই বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আপনার মুক্তিদায়কবাণী,—পরাজ্ঞান নিত্যকাল সাধকদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের সারমর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও একটী উপমা দ্বারা পরাজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সঙ্গীত মানুষের অতি প্রিয় জিনিস। শুধু মানুষ কেন, পশু পক্ষীগণ ও ভীষণ হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত এই সঙ্গীতের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের হিংস্রভাব পরিত্যাগ করে। যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বীণা। মহর্ষি নারদ এই যন্ত্রযোগেই হরিনামগানে ত্রিভুবন মোহিত করিতেন। পরাজ্ঞানকে সেই বীণা-শব্দবৎ মধুর বলা হইয়াছে। জ্ঞান যে কেবলমাত্র মোক্ষদায়ক তাহা নয়, উহা আনন্দদায়কও বটে; মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে ॥ (৯অ—৪খ-১সূ—১সা)। *

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
প্রসবে ত উদীরতে তিস্রো বাচো মখস্যুবঃ।
২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
যদব্য এষি সানবি ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'যদ্' (যদা) 'সানবি' (উচ্ছ্রিতে, বিশুদ্ধে) 'অব্যে' (অব্যয়ে, নিত্যজ্ঞান-প্রবাহে ইতি ভাবঃ) ত্বং 'এষি' (গচ্ছসি, মিলিতঃ ভবসি ইত্যর্থঃ) তদা 'তে' (তব) 'প্রসবে' (উৎপাদনে, জন্মনি সতি) 'মখস্যুবঃ' (যজ্ঞমিচ্ছতঃ, সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'তিস্রঃ বাচঃ' (ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি, বেদানুসারিণী প্রার্থনা ইতি ভাবঃ) 'উদীরতে' (উদ্গচ্ছতি, উচ্চারিতা ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হৃদি শুদ্ধসত্ত্বে উৎপন্নে সতি সাধকাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ – ৪খ – ১সূ – ২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! যখন বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানপ্রবাহে আপনি মিলিত হয়েন, তখন আপনার জন্ম হইলে সৎকর্ম্মসাধকগণের বেদানুসারিণী প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উৎপন্ন হইলে সাধকগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'তে' তব 'প্রসবে' সতি 'মখস্যুবঃ' যজ্ঞ-মিচ্ছতো যজমানস্য 'তিস্রো বাচঃ' ঋগ্যজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি 'উদীরতে' উদ্গচ্ছন্তি। কদেত্যত আহ—'যদ্' যদা 'সানবি' উচ্ছ্রিতে 'অব্যে' অবিময়ে পবিত্রে পবিত্রং 'এষি' গচ্ছসি॥ (৯অ ৪খ – ১সূ - ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২০৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— •:§✿§:• ——

মন্ত্রটীর একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর, তোমার উৎপত্তি দর্শনে যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছু যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" এই ব্যাখ্যাও ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহা ব্যাখ্যা ও ভাষ্য একত্র পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। অনুবাদকার বলিতেছেন,—"যখন তুমি উন্নত কুশময় পবিত্রে গিয়া আরোহণ কর"—ইহা অবশ্য সোমরসকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এখন সোমরস তরল পদার্থ, তাহা উন্নত 'পবিত্রে' আরোহণ করিবে কিরূপে? অবশ্য যজ্ঞকর্ত্তা তাহাকে পবিত্রে বসাইবেন। কিন্তু অনুবাদকার 'পবিত্রের' আবার একটা বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—'কুশময়'। এতদিন পর্য্যন্ত ভাষ্যাদিতে মেষলোমময় দশাপবিত্রের' উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু 'কুশময় পবিত্র' অনুবাদকারের বর্ণনা। ভাষ্যেও কুশময় পবিত্রের কোন উল্লেখ নাই। তার পরের অংশই "তোমার উৎপত্তি-দর্শনে......" ইত্যাদি। কিন্তু উৎপত্তি হইল কখন? 'পবিত্রে' আরোহণ করার পূর্ব্বেই নিশ্চয় জন্ম হইয়াছিল, অন্ততঃ প্রচলিত মতানুসারে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালী হইতে ইহাই ধারণা হয়। অথচ এখানে বলা হইতেছে যে—পবিত্রের উপর আরোহণ করিলে উৎপত্তি হয়। সুতরাং এখানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যার শেষাংশ—"যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির তিন প্রকার বাক্য নির্গত হয়।" ইহা "মখস্যাঃ তিস্রবাচঃ" পদত্রয়ের অনুবাদ। এই "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয় পূর্ব্বে বহুবার পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহার অর্থও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। 'তিস্রঃ বাচঃ' অর্থাৎ ত্রয়ী বেদানুসারী প্রার্থনা। ভাষ্যকারও উক্ত পদদ্বয়ের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ঋগাজুঃসামাত্মকানি ত্রীণি বাক্যানি" অর্থাৎ বেদানুসারী বাক্য ভগবন্মহিমাখ্যাপক বা প্রার্থনাদিমূলক। এখানে মন্ত্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে উক্ত পদদ্বয়ে বেদানুসারী প্রার্থনাকেই লক্ষ্য করিতেছে। আমরা এই অর্থ-ই গ্রহণ করিয়াছি। "তিন প্রকার বাক্য" এই ব্যাক্যাংশ কোন ভাবেই প্রকাশ করে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যজ্ঞার্থ সূচিত হইয়াছে, আমরাও তাহা স্বীকার করি। তবে ব্যাখ্যাকারগণ যেমন সোমরসকে অধ্যাহার করিয়াছেন, আমরা তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না, বরং আমাদের ধারণা এখানে সোমরসের প্রসঙ্গ আনয়ন করায় মন্ত্রার্থের মূলভাব নষ্ট হইয়াছে।

যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন মানুষের জীবনে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্ত্তন আসে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের মিলনে যে অপূর্ব্ব বস্তু প্রস্তুত হয়, যে নূতন শক্তি জন্মলাভ করে—সেই শক্তিই এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে। 'প্রসবে' শব্দে এই নূতন শক্তির জন্মবার্ত্তাই ঘোষণা করিতেছে। মানবের হৃদয়ে যখন জ্ঞান ও সত্ত্বভাবের একত্র মিলন হয়,

তখন মানুষ অপূর্ব্ব দেবভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের আরাধনায় রত হয়। সেই প্রার্থনা ভগবন্মার্গানুসারী,—বেদমার্গানুসারী হয়। সেই প্রার্থনায় পার্থিব কামনা বাসনার সম্পর্ক নাই, তাহা নির্ম্মল উজ্জ্বল ভাস্বর পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ থাকে। বেদমার্গানুসারী প্রার্থনা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—বেদানুসারী আরাধনা প্রার্থনা দ্বারাই মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। বেদ জ্ঞানের মূর্ত্ত প্রতীক, বেদই ভগবানের বাণী। একমাত্র বেদকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ ভব-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। বেদই মানবের চরম ও পরম আশ্রয়স্থল, সেই বেদকে আশ্রয় করিয়া যিনি ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন তাঁহার সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হয়। "তিস্রঃ বাচঃ" পদদ্বয়ের দ্বারা বেদমাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)। *

—— • ——

তৃতীয়ং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২

অব্যা বারৈঃ পরি প্রিয়ং হরিং হিন্বন্ত্যদ্রিভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২

পবমানং মধুশ্চ্যুতম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সাধকাঃ 'অদ্রিভিঃ' (পাষাণকঠোরৈঃ সাধনৈঃ) 'অব্যা বারৈঃ' (নিত্যজ্ঞান-প্রবাহেণ সহ) 'প্রিয়ং' (প্রীতিকরং, দেবানাং প্রীতিজনকং) 'হরিং' (পাপহারকং) 'মধুশ্চ্যুতং' (অমৃতময়ং, অমৃতপ্রাপকং ইত্যর্থঃ) 'পবমানং' (পবিত্রকারকং—শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ) 'পরিহিন্বন্তি' (পরিপ্রেরয়ন্তি, তেষাং হৃদি উৎপাদয়ন্তি ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। সাধকাঃ কঠোরসাধনেন অমৃতপ্রাপকং শুদ্ধসত্ত্বং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সাধকগণ পাষাণ-কঠোর সাধনের দ্বারা নিত্যজ্ঞান-প্রবাহের সহিত দেবতাদিগের প্রীতিজনক, পাপহারক, অমৃতপ্রাপক, পবিত্রকারক

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

শুদ্ধসত্ত্বকে তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—সাধকগণ কঠোর সাধনের দ্বারা অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'প্রিয়ং' দেবানাং প্রীতিকরং 'হরিং' হরিতবর্ণং 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ অভিষুতং 'মধুশ্চ্যুতং' মধুনো রসস্য চ্যাবয়িতারং 'পবমানং' সোমং 'অব্যাঃ' অবেঃ 'বারৈঃ' বালৈঃ 'পরি হিম্বন্তি' ঋত্বিজঃ পরিপ্রেরয়ন্তি। (৯অ—৪খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§:§:——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। সাধকগণ পরাজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া অমৃতের অধিকারী হয়েন—ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। এই মন্ত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"এই যে সোম, যিনি দেবতাদিগের প্রীতিকর, যাঁহার বর্ণ দুর্ব্বাদলবৎ, যিনি প্রস্তরফলক দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়াছেন, যিনি মধুর রস ক্ষরিত করিতেছেন, ইহাকে ঋত্বিক্‌গণ (ছাঁকিবার জন্য) মেষলোমের উপর অর্পণ করিতেছেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রটী সোমরস প্রস্তুত প্রণালীর একটী বর্ণনামাত্র এবং সেই সঙ্গে সোমরসের একটু মহিমাও খ্যাপিত হইয়াছে। সোমকে প্রস্তরফলকের দ্বারা ছেঁচিয়া রস বাহির করা হইয়াছে। সেই রস দূর্ব্বার ন্যায় সবুজবর্ণ। সেই মধুর রস ক্ষরিত হইতেছে। সেই রসকে ছাঁকিবার জন্য মেষলোমের দ্বারা নির্ম্মিত ছাঁকুনির (অর্থাৎ দশাপবিত্র) উপর ঢালিতেছেন। অর্থাৎ রস নিংড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া রস ছাঁকা পর্য্যন্ত সোমরস প্রস্তুতের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু মূলমন্ত্রে সোমরসের কোনও উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের মধ্যে সোমরসকে টানিয়া আনিয়া একটা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সোমরস সাধারণতঃ শুভ্রবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সোমরস 'নবদূর্ব্বাদলবৎ' অর্থাৎ সবুজবর্ণ বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের অনুমোদিত। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ত্রই সোমাত্মক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ধারণা এই যে, এখানে সোমরস প্রস্তুতের কোন প্রসঙ্গ নাই। সাধকের সাধন-প্রণালী এবং তাহার ফললাভের বিষয়ই মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

'অদ্রিভিঃ' পদে ভাষ্যানিতে অর্থ গৃহীত হইয়াছে—'গ্রাবভিঃ' অর্থাৎ প্রস্তরসমূহের দ্বারা। এই ব্যাখ্যা সোমার্থক বলিয়া 'অদ্রিভিঃ' পদকে ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অর্থ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে,—সোমলতাকে প্রস্তরের দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহা হইতে রস বাহির করা হইত; 'অদ্রিভিঃ' পদের দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আমরা মনে করি, 'অদ্রিভিঃ' পদের সহিত 'পরিহিম্বন্তি' ক্রিয়া-

পদের অন্বয় হইতেছে এবং 'অদ্রিভিঃ' পদে সাধকের কঠোর তপস্যাকে লক্ষ্য করে। যে কঠোর তপস্যা দ্বারা মানুষ আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, যে কঠোর আরাধনা না হইলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই সাধনা পাষাণের চেয়েও কঠোর বলিয়া মনে হয়। উহা যে শুধু কঠোর বলিয়া মনে হয় তাহা নয়, উহা বাস্তবিকই কঠোর। চারিদিকে রিপুগণের আক্রমণ, লোভমোহাদি রিপুগণের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। পর্ব্বতসদৃশ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। পাষাণভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, সেই পথ সহজ নয়, তাহা বিপদসঙ্কুল, প্রস্তরকঙ্করময়। যাহাকে শ্রুতি "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" বলিয়াছেন, সেই বিপদসঙ্কুল সাধনমার্গে সাধককে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার উপর রিপুর আক্রমণ, মায়ার প্রলোভন তো আছেই।

এই বাস্তব কঠোরতাকে নূতন সাধকের মনোবৃত্তি আরও কঠোর করিয়া তুলে। অনভ্যস্ত পথে চলিতে গিয়া সাধক নিজকে অত্যন্ত বিপন্ন ও অসুস্থ বোধ করেন, স্বভাব-কঠোর পথ আরও কঠোর বলিয়া মনে হয়। সেই কঠোর সাধনমার্গের মধ্য দিয়াই সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। 'অদ্রিভিঃ' পদ দ্বারা সেই কঠোর সাধনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

'অব্যাবারৈঃ' পদে নিত্যজ্ঞানপ্রবাহকে লক্ষ্য করে তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে তৃতীয়ান্ত এই পদ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, সাধক সাধনার দ্বারা পরাজ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করেন। এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কঠোর সাধনের দ্বারা সাধক পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 'অব্যাবারৈঃ' পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। 'হরিং' পদে 'পাপহারক যিনি পাপ হরণ করেন' অর্থই প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষ্যাদিতে 'হরিদ্বর্ণ-নবদূর্ব্বাদলবৎ' প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। 'মধুশ্চ্যুতং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদের সামান্য মতানৈক্য আছে মাত্র। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য। (৯অ-৪খ-১সূ-৩সা)।*

চতুর্থং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। চতুর্থং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ২ ১ ৩
আ পবস্ব মদিন্তম পবিত্রং ধারয়া কবে।
৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অর্কস্য যোনিমাসদম্ ॥ ৪ ॥

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (পরমানন্দদায়ক) 'কবে' (ক্রান্তকর্ম্মন, প্রাজ্ঞ, জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'পবিত্রং' (পবিত্রহৃদয়ং, অস্মাকং হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'ধারয়া' (ধারারূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন) 'আ পবস্ব' (প্রক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব); তথা 'অর্কস্য' (জ্যোতিষঃ) 'যোনিং' (স্থানং উৎপত্তিনিলয়ং পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'আসদং' (প্রাপয়, পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পরাজ্ঞানযুতং শুদ্ধসত্ত্বং লভেম —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক জ্ঞানদায়ক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগের হৃদয়কে পবিত্র করিয়া ধারারূপে আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; এবং জ্যোতির উৎপত্তিনিলয়কে—পরাজ্ঞানকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞানযুত শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিতে পারি।)॥ (৯অ—৪খ—১সূ—৪সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! 'কবে' ক্রান্তকর্ম্মন্! সোম! 'অর্কস্য' অর্চ্চনীয়স্য ইন্দ্রস্য 'যোনিং' উদরভূতং স্থানং 'আসদং' প্রাপ্তুং 'পবিত্রং' অতীত্য 'ধারয়া' সম্পাতেন 'আ পবস্ব' আভিমুখ্যেন ক্ষর॥ (৯অ—৪খ—১সূ ৪সা)॥

* * *

চতুর্থ (১২০৫) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার দুই স্থলে পাওয়া যায়। প্রথমবার পাওয়া যায় নবম মণ্ডলের পঞ্চবিংশ সূক্তে এবং দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় ঐ মণ্ডলেরই পঞ্চাশৎ সূক্তে। কিন্তু প্রচলিত একটী বাঙ্গালা অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেই একই মন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম! তুমি অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" (৯ম—২৫সূ-৬ঋ)। পুনশ্চ ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যত্র,—"হে কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম! তুমি কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও। তাহা হইলে পূজনীয় দেবতার উদরে প্রতিষ্ঠ হইবে।" (৯ম—৫০সূ-৪ঋ)।

এক ব্যাখ্যাকার একই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! 'মদিন্তম কবে' পদদ্বয়ের প্রথম অর্থ,—"সর্ব্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম!" এবং দ্বিতীয়

অর্থ,—"কর্ম্মিষ্ঠ আনন্দবিধাতা সোম।" দুই ব্যাখ্যাতেই 'সোম' অধ্যাহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষণগুলির অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 'মদিন্তম' পদে 'মদপ্রদ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 'মদ' যে পরমানন্দরূপ মদ তাহারও একটু আভাষ ব্যাখ্যাতার মনে জাগিয়াছিল, তাই দ্বিতীয়বারের ব্যাখ্যায় মদিন্তম পদে 'আনন্দবিধাতা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মতে দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত ভাব প্রকাশ করিতেছে। সত্ত্বভাব হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দেয়। যথার্থ আনন্দ, বিমল দুঃখতাপহীন আনন্দ কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে লাভ করা সম্ভবপর হয়। যাহার হৃদয়ে সেই পরম বস্তুর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি সর্ব্বদাই বিমলানন্দের নেশায় ভরপুর থাকেন। এই দিক দিয়া 'মদিন্তম' পদকে 'মদপ্রদ', অর্থাৎ মাদক-দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একবার যিনি সেই নেশার আস্বাদ পাইয়াছেন, তিনি জীবনে আর কখনও অন্য নেশায় আনন্দ পাইবেন না। তাঁহার নিকট অন্য সব বস্তুই অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাই 'মদিন্তম' পদে আমরা পরমানন্দদায়ক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

উপরে উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদদ্বয়ের মধ্যে আরও যথেষ্ট অসামঞ্জস্য আছে। 'পবিত্রং' সম্বন্ধে প্রথম ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন, "পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও।" আবার দ্বিতীয় ব্যাখ্যায়,—"কুশময় পবিত্রের চতুঃপার্শ্বে ক্ষরিত হও" প্রথম ব্যাখ্যায় কুশের কোনও উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'কুশময়' পবিত্র বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, "অতিক্রম করিয়া" ও "চতুঃপার্শ্বে" একার্থ জ্ঞাপন করে না। এই অংশেও অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য হইয়াছে নিম্নলিখিত অংশে। প্রথম ব্যাখ্যায়, "অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য" এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "পূজনীয় দেবতার উদরে প্রবিষ্ট হইবে।" এই অংশদ্বয় যে, এক মন্ত্রের এক অংশের ব্যাখ্যা তাহা অনুমান করাই কঠিন। "অর্কস্য যোনিং আসদং" পদসমূহের ব্যাখ্যাই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'ইন্দ্রের স্থান' অর্থই বা হয় কিরূপে অথবা "পূজনীয় দেবতার উদর" অর্থই বা পাওয় যায় কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'উদর' শব্দ কোথা হইতে আসে তাহা বুঝা দুষ্কর। 'অর্কস্য' পদ জ্যোতিঃবাচক। আমরা তাই উক্তপদে "জ্যোতিষঃ, পরাজ্ঞানস্য" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,—"অর্কঃ দ্রোণকলশঃ, অথবা অর্কঃ আদিত্যঃ, অথবা আদিত্যরশ্ময়োঽর্কাঃ অথবা অর্কাঃ মন্ত্রাস্তেষাং যোনিং স্থানং"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবরণকারের মতে অর্ক-শব্দ বহ্বর্থক। আমরা বরাবরই অর্ক-শব্দকে জ্যোতিঃবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় না। 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বিবৃত হইয়াছে। জ্যোতির উৎপত্তিস্থান—পরাজ্ঞান। জ্ঞানই জ্যোতির আদি প্রস্রবণ, সেই জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে সর্ব্বজ্যোতিঃ বিকীরিত হয়। তাই 'অর্কস্য যোনিং' পদদ্বয়ে 'পরাজ্ঞানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৯অ ৪খ ১সূ ৪সা)॥*

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের চতুর্থী ঋক (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত) উহা উক্ত মণ্ডলের পঞ্চাংশ সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্‌ও বটে।

পঞ্চমং সাম।

(চতুর্থঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। পঞ্চমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
স পবস্ব মদিন্তম গোভিরঞ্জানো অক্তুভিঃ।

১ ২ ৩ ১ ২
এন্দ্রস্য জঠরং বিশ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মদিন্তম' (মাদয়িতৃতম, পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ব!) 'অক্তুভিঃ' (অঞ্জনসাধনভূতৈঃ, জ্যোতিঃদায়কৈঃ ইত্যর্থঃ) 'গোভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'অঞ্জানঃ' (সজ্জিতঃ, যুক্তঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (ত্বং ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব) ততঃ 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরং' (উদরং, অন্তঃ, সামীপ্যং ইতি ভাবঃ) 'বিশ' (প্রবিশ, প্রাপয়) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্বং লব্ধা তৎপ্রভাবেণ ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৪খ - ১সূ - ৫সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমানন্দদায়ক হে শুদ্ধসত্ব! জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত আপনি আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; তারপর ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব লাভ করিয়া তৎপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'মদিন্তম' মাদয়িতৃতম! সোম! 'অক্তুভিঃ' অঞ্জনসাধন-ভূতৈঃ 'গোভিঃ' গোবিকারৈঃ পয়োভিঃ 'অঞ্জানঃ' অজ্যমানঃ সংস্তূয়মানঃ স ত্বং 'পবস্ব' ক্ষরত। অনন্তরং 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরং' উদরং 'আবিশ' প্রবিশ। 'এন্দ্রস্যজঠরংবিশ'—'ইন্দ্রইন্দ্রায়পীতয়ে'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৪খ—১সূ—৫সা)।

ইতি নবমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

* * *

পঞ্চম (১২০৭) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রটীর দুই একটী পদের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। যথা 'এগ্রন্তু জঠরং বিশ' এবং 'ইন্দ্র ইন্দ্রায় পীতয়ে। প্রথম পাঠভেদে তো সোমরসকে সোজাসোজি ইন্দ্রদেবের উদরে প্রবেশ করিবার জন্ম বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় পাঠেও প্রায় তাহাই। যাঁহারা বেদে সোমরস নামক মদ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলিবেন—"ঐ তো বেদেই একেবারে উদরে প্রবেশ করিবার জন্ম সোমরসকে বলা হইতেছে। সুতরাং ইন্দ্রদেব যে সোমরস পান করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" ইন্দ্রের সোমরস পান-সম্বন্ধে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। তবে সোমরস কি এবং ইন্দ্রের তাহা পান করিবার অর্থই বা কি তাহা আমাদের ভালরূপে বুঝা দরকার।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে যেন সোমরস নামক মদ্য-প্রস্তুত প্রণালীই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—"হে আনন্দবিধাতা সোম! তোমাকে সুস্বাদু করিবার জন্ম গব্যক্ষীরাদি তোমার সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রের পানের জন্ম ক্ষরিত হও।" কিন্তু এই ব্যাখ্যা হইতে সোমরসের প্রস্তুত প্রণালীও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। কারণ প্রচলিত বর্ণনানুসারে সোমরসকে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করাই সর্ব্বশেষ কার্য্য। কিন্তু এখানে ক্ষীরাদির সহিত মিশ্রিত করার পর বলা হইতেছে,—"তুমি ইন্দ্রের পানের জন্ম ক্ষরিত হও।" সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্রের পানের জন্ম ক্ষরিত হওয়ার একটা কোন বিশেষ অর্থ আছে এবং সোমরস প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ কোনও বস্তু নির্দ্দেশ করে। সেই বস্তু কি তাহা আমরা দেখিবার চেষ্টা করিব।

'অক্তুভিঃ' পদের ভাষ্যার্থ—'অঞ্জনসাধনভূতৈঃ'। অঞ্জন-শব্দ জ্যোতিঃবাচক। যাহা দ্বারা 'জ্যোতিঃ' পাওয়া যায় তাহাই 'অক্তু', তাই আমরা ভাষ্যার্থের অনুসরণেই 'অক্তুভিঃ' পদে "জ্যোতিঃদায়কৈঃ" অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি। 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যকার এবং তাঁহার অনুসরণে অনুবাদকার "গোবিকারৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ হইয়াছে—"গো হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ ক্ষীর প্রভৃতি।" তাই 'অক্তুভিঃ গোভিঃ' পদদ্বয়ের একত্র মিলিত অর্থ,—"অঞ্জনসাধনভূত অর্থাৎ সুস্বাদু করিবার জন্ম গব্যক্ষীরাদির সহিত।" কিন্তু এই উভয় পদের পৃথক পৃথক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই উভয় পদের অর্থ হয়—'জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণের সহিত'। জ্ঞানই জ্যোতির মূল উৎস। সর্ব্বজ্যোতির আধার, সকলের আলোক—জ্ঞান। জ্ঞানজ্যোতিঃ অপেক্ষা মহত্তর জ্যোতির্ম্ময় আর কিছুই নাই। 'অজ্ঞানঃ' পদের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্যাখ্যার এই অংশ আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'অক্তুভিঃ গোভিঃ অজ্ঞানঃ' পদত্রয় একত্রে শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—"জ্যোতিঃদায়ক জ্ঞানকিরণযুক্ত"। উহা শুদ্ধসত্ত্বের উপযুক্ত বিশেষণ। যখন জ্ঞানের সহিত শুদ্ধসত্ত্ব মিলিত হয় তখন সাধকের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। কেবলমাত্র জ্ঞান বা

শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে মোক্ষমার্গে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ের একত্র মিলন ঘটিলে সাধক অনায়াসেই ভগবৎসামীপ্য লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের সহগামী। একের উপস্থিতিতে অন্যের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সাধনার প্রণালী ও স্তরভেদ এই উভয়ের যে কোন একটী উপস্থিত হইতে পারে। জ্ঞান জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আর শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়কে মলিনতা হীনতা হইতে মুক্ত করে। তাই যখন এই উভয় ভাগবতী শক্তি একত্র মিলিত হয়, তখন সাধকের হৃদয়ই ভগবানের আবির্ভাবে পবিত্র হয়। মন্ত্রের শেষাংশের দ্বারা আমাদের এই মত সমর্থিত হইতেছে। মন্ত্রের শেষাংশে—"ইন্দ্রস্য জঠরং বিশ" অর্থাৎ আমাদের হৃদয়োৎপন্ন অথবা হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব যেন ভগবৎসমীপে গমন করে—ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবৎপূজার শ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের পবিত্র ভাব। ভগবান্ যখন আমাদের সেই পূজোপহার গ্রহণ করেন তখনই আমাদের আরাধনা সাধনা সার্থক হয়। সেই সার্থকতা লাভের জন্যই মন্ত্রের শেষাংশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। (৯অ ৪খ—১সূ ৫সা)।*

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২　৩ ১র　২র ৩ ১ ২　৩　২ ৩ ২
অয়া বীতী পরিস্রব যস্ত ইন্দো মদেষ্বা।
৩ ১ ২ ৩ ১র ২
অবাহন্নবতীর্নব ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তে' (তব) 'যঃ' (যা—দীপ্তিঃ ইতি যাবৎ) 'মদেষু' (পরমানন্দদানায়, যদ্বা রিপুসংগ্রামেষু) 'নবতীর্নব' (অসংখ্যান্ রিপূন্ ইতি যাবৎ) 'অবাহন্' (বিনাশয়তি) 'অয়া' (অমুয়া) 'বীতী' (বীত্যা, দীপ্ত্যা সহ) 'পরিস্রব' (প্রকৃষ্টেন পরিক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং দীপ্তিমন্তং সত্ত্বভাবং লভেম—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৫খ—১সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের পঞ্চাশৎ সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, সপ্তম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তোমার যে দীপ্তি পরমানন্দদানের জন্য (অথবা রিপুসংগ্রামে) অসংখ্য রিপু বিনাশ করে, সেই দীপ্তির সহিত আমাদিগকে প্রাপ্ত হও অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন দীপ্তিমান্ সত্ত্বভাব লাভ করি।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'অয়া' অনেন রসেন 'বীতী' বীত্যৈ ইন্দ্রস্য ভক্ষণায় 'পরিস্রব' পরিক্ষর। কীদৃশেন রসেনেত্যত আহ—'তে' তব 'যঃ' রসঃ 'মদেষু' সংগ্রামেষু 'নবতীর্নব' নবনবতি-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ 'অবাহন' জঘান। ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্র উক্ত-সংখ্যাকাঃ শত্রুপুরীঃ জঘানেতি কৃত্বা রসো জঘানেত্যুপচারঃ॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)॥

* . *

প্রথম (১২০৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রান্তর্গত 'নবতীর্নব' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শম্বরপুরীর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য এক জন ব্যাখ্যাকার এই শম্বর শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যথা—মেঘ, উদক, বল। কেহ আবার ঐতিহাসিকদিগের মতানুসারে শম্বর নামে দৈত্য-বিশেষের উল্লেখও করিয়াছেন। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'শম্বর' শব্দকে টানিয়া আনিবার কোনই সার্থকতা দেখি না। 'নবতীর্নব' পদে সংখ্যার বহুত্ব প্রকাশ করে মাত্র। 'নবতীর্নব অবাহন' পদদ্বয়ে অসংখ্য শত্রু বিনাশ বুঝায়। চারিদিকে অসংখ্য-শত্রু মানুষকে মোক্ষপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে। সেই রিপুদিগকে জয় করিয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে এই সকল রিপু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখানে সত্ত্বভাবের সেই শক্তি এবং মানুষের এই অসংখ্য রিপুর কথাই বিবৃত হইয়াছে—কোন দৈত্য বা অসুরের কথা বলা নাই। তাই ঐ পদদ্বয়ে 'অসংখ্য-রিপু বিনাশ করে' এই অর্থ-ই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

'বীতী' পদ দীপ্ত্যর্থক। সত্ত্বভাবের যে জ্যোতিঃপ্রভাবে অজ্ঞানতা প্রভৃতি মোক্ষমার্গে বিঘ্ন-শত্রুগণ পরাজিত হয়, 'বীতী' পদ তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। বিবরণকারও 'বীতী' পদে 'কান্তি' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই পরিস্ফুট হইবে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইন্দ্রকে একজন মদ্যপায়ী বলিয়া অনুমান হয়। তিনি ভাষ্যশেষে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,—"ইমং সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ উক্তসংখ্যাকান্ শম্বরপুরীর্জ্জঘানেতি।" অর্থাৎ সোমরস পান করিয়া মত্ত হইয়া ইন্দ্রদেবতা নবনবতি শম্বর পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভগবত্তত্ত্ববিকাশে এরূপ ব্যাখ্যা

কোনও সার্থকতাই আমরা উপলব্ধি করি না। আমরা ভিন্ন পথের পথিক। আমাদের অর্থ তাই ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে। আমরা 'ইন্দ্র' পদে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আর 'সোম' বলিতে তাঁহারই বিভূতিরাজি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই বুঝি। মানুষকে ভগবদনুসারী করিবার জন্যই বেদ-মন্ত্রের অবতারণা। তাহাতে কোনও কুরুচির বা কুভাবের সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। এই ভাবেই,—এই দৃষ্টিতেই আমরা পূর্ব্বাপর বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখানেও আমাদের সেই একই লক্ষ্য। ভগবান শুদ্ধসত্ত্ব গ্রহণে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, ভক্তিসুধা গ্রহণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; পাপ নাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই আমাদিগের ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য ॥ (৯অ—৫খ—১সূ—১সা)।*

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২   ৩ ২   ৩ ১ ২   ৩   ১ ২   ৭   ১ ২

পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরম্।

২ ৩   ২   ৩ ২ ৩   ১ ২

অধ ত্যং তুর্ব্বশং যদুম্ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'ইত্থাধিয়ে' (সত্যকর্ম্মণে) 'দিবোদাসায়' (ভগবদারাধনাপরায়ণায়, তস্য মুক্তিলাভায় ইত্যর্থঃ) 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'শম্বরং' (শত্রুপুরাণাং স্বামিনং, প্রবলরিপুং) 'অধঃ' (ততঃ, তথা) 'তুর্ব্বশং যদুং পুরঃ' (জ্ঞানভক্তিবিঘাতকানি পুরাণি, জ্ঞানভক্তিনাশকান্ রিপূন্ ইতি ভাবঃ) 'সদ্য' (ক্ষণাদেব, সদৈব) বিনাশয়সি ইতি শেষঃ। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া সাধকানাং রিপুনাশং করোতি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি সত্যকর্ম্মা ভগবদারাধনাপরায়ণ ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ তাঁহার মুক্তিলাভের জন্য, প্রসিদ্ধ প্রবল রিপু এবং জ্ঞানভক্তি-

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প-৫দ—৩ৎ-৯সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বিনাশক রিপুসমূহকে মুহূর্ত্তমধ্যে (সর্ব্বদা) বিনাশ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সাধকদিগের রিপুনাশ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—২সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সদ্যঃ' একস্মিন্নেবাহনি 'পুরঃ' শত্রূণাং পুরাণি সোমরসঃ অবাহন্। 'ইত্থাধিয়ে' সত্যকর্ম্মণে 'দিবোদাসায়' রাজ্ঞে 'শম্বরং' শত্রু-পুরাণাং স্বামিনং 'অধ' অথ অনন্তরং 'ত্যং' তং 'তুর্ব্বশং' তুর্ব্বশনামানং রাজানং দিবোদাসশত্রুং 'যদুং' যদুনামকঞ্চ রাজানমবাহন্। অত্রাপি সোমরসং পীত্বা মত্তঃ সন্নিন্দ্রঃ সর্ব্বমেতদকার্ষীদিতি সোমরসে কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যতে। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২০৯) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ যখন পার্থিব সাহায্য-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহা লাভ করিবার অথবা তৎসাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, তখনই সে উপায়ান্তর অন্বেষণে ব্যস্ত হয়। কিন্তু হৃদয়ে যদি সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসা থাকে, তাহা হইলে সে সহজেই জানিতে পারে যে, একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত মানবের প্রকৃত বন্ধু অন্য কেহ নাই। তিনি মানবকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। মানুষের যাহা কিছুর প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই সে ভগবানের নিকট হইতে পাইতে পারে;—কেবল তাঁহার নিকট চাহিবার মত চাহিতে হয়। মানব! তুমি রিপুশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত; তাঁহার নিকট রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা কর; তিনি তোমার রিপুনাশ করিবেন। তুমি কাঙ্গাল দীন দরিদ্র, তাঁহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, পরমধন প্রাপ্ত হইবে। তিনি যে অনন্ত কুবের-ভাণ্ডারের অধিপতি। যিনি সৌভাগ্যবশে সেই পরম পুরুষের শরণাগত হন, তাঁহার রিপুভয় থাকে না, কোন আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকে না।

তাই ধ্রুব যখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, মাতার নিকট আসিয়া সেই পরম দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন; তখন সেই মহীয়সী মহিলা রোগের প্রকৃত ঔষধ নিরূপণ করিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বৎস! দুঃখ করিও না। সামান্য পার্থিব রাজ্যসম্পদ পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছ? তুমি সেই রাজাধিরাজ পরমদেবতার শরণ গ্রহণ কর; তিনি তোমাকে অপার্থিব রাজ্য প্রদান করিবেন—যে সম্পদের নিকট সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্যও অতি-তুচ্ছ অতি-নগণ্য। তুমি সেই পরমপুরুষের শরণাপন্ন হও, যাঁহার কটাক্ষে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইতেছে, যাঁহার শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি প্রলয় সাধিত হইতেছে, তিনি তোমাকে এমন সাম্রাজ্য প্রদান করিবেন, যাঁহার নিকট পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যই হীনপ্রভ

হইয়া যায়। তুমি তোমার পিতার ক্রোড়ে স্থান পাও নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না; তুমি সেই পরমপিতার—জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হও। দেখিবে তোমার কোনও দুঃখ থাকিবে না, তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। বৎস, পার্থিব সম্পৎ, পার্থিব সম্মান তো অতি তুচ্ছ—ক্ষণমাত্র স্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্রাটের সম্রাট, পিতার পিতাকে ডাকিতে পার, তবেই তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে! তবেই তোমার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।"

সেই সতী-সাধ্বী রমণীর বাণী সফল হইয়াছিল। ধ্রুব জগৎপিতার ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছিলেন,—যে স্থান পাইবার জন্য মুনীন্দ্রগণ চিরলালায়িত, যে স্থান রাজাধিরাজের স্বপ্নেরও অগোচর। পার্থিব সম্পৎ কামনা করিয়া ধ্রুব সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভগবানের ধ্যানে ভগবদারাধনায় তন্ময় হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার সেবকের কাতর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আসিলেন, তাঁহার ভক্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন সম্পদ চাও? তখন ধ্রুবের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছে। কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কাচের সন্ধানে আসিয়া তিনি কাঞ্চন লাভ করিয়াছেন; মাটি কাটিয়া কোহিনুর লাভ করিয়াছেন। মনে হইল, তাঁহার মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আশীর্ব্বচন! "তাঁহাকে ডাক, পরমস্থান প্রাপ্ত হইবে,—যে স্থান তোমার পিতা কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই!" ধ্রুব বুঝিলেন—মায়ের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছেন, পরম সম্পদের অধিকার হইয়াছেন। তাই বলিলেন,—"আমার তো আর চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই! যখন আপনার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছি, তখন আমার চাহিবার বা পাইবার কিছুই নাই। আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র সম্পদ। আমি যেন আপনার ক্রোড় হইতে দূরে না যাই।"

মোটের উপর যে কোনকারণেই মানুষ ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবেই। সৎকার্য্যের সাধনে মঙ্গল, কল্যাণলাভ ঘটিবে। যিনি অনন্ত মঙ্গলের আকর, যাঁহার ছায়াস্পর্শে জগৎ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, সেই পরম মঙ্গলময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিলে মানুষ নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করে। কখনও তাহার অন্যথা হয় না। ভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিয়া থাকেন, নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন। এই সত্যটীই বর্ত্তমান মন্ত্রের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সত্যকর্ম্মা, যাঁহারা ভগবদারাধনাপরায়ণ তাঁহারা ভগবানের কৃপায় সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভগবান্ নিজে তাঁহাদের রিপুনাশ করেন, তাঁহাদিগকে পরম সম্পদের অধিকারী করেন। ভগবান্ তাঁহার দুর্ব্বল সন্তানদিগকে প্রবল রিপুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তিপথ সহজ সুগম করিয়া দেন। মন্ত্রে এই সত্যটীই পরিস্ফুট হইয়াছে। (৯অ—৫খ—১সূ—২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১র ২র ৩ ১২
পরি নো অশ্বমশ্ববিদ্গোমদিন্দো হিরণ্যবৎ।

১২ ৩ ২ ৩ ১ ২
ক্ষরা সহস্রিণীরিষঃ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'অশ্ববিৎ' (ব্যাপকজ্ঞানস্য লম্ভকঃ, ব্যাপকজ্ঞানদায়কঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'গোমৎ' (জ্ঞানযুতং) 'সহস্রিণঃ' (প্রভূতপরিমাণং) 'হিরণ্যবৎ' (হিরণ্যযুত পরমধনযুতং ইত্যর্থঃ) 'অশ্বং' (ব্যাপকজ্ঞানং, পরাজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) তথা 'ইষঃ' (সিদ্ধিং 'পরিক্ষর' (প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুতং পরমধনং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৫খ-১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! ব্যাপকজ্ঞানদায়ক আপনি আমাদিগকে জ্ঞানযুত প্রভূতপরিমাণ, পরমধনযুক্ত পরাজ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রদান করুন (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন! কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত পরাজ্ঞানযুত পরমধন প্রদান করুন।)॥ (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'অশ্ববিৎ' অশ্বস্য লম্ভকঃ ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'অশ্বং' 'গোমৎ' গোযুক্ত 'হিরণ্যবৎ' হিরণ্যোপেতং পশ্বাদিধনঞ্চ 'পরিক্ষর'। অপিচ 'সহস্রিণীঃ' বহুনি 'ইষঃ' অন্নানি ক্ষর। 'পরিনঃ'—'পরিণঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৫খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২১০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রে ভগবানের নিকট জ্ঞান, পরমধন প্রভৃতি মোক্ষসাধনভূ বস্তুর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মন্ত্রটীকে প্রার্থনামূলক বলিয়

নিম্নে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি অশ্ব বিতরণকর্ত্তা, তুমি অশ্ব, গোধন ও সুবর্ণ আমাদিগের নিমিত্ত বর্ষণ কর! প্রভূত খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর।"

মন্ত্রে একটী পদ আছে 'অশ্ববিৎ'। তাহার ভাষ্যার্থ 'অশ্বস্য লম্ভকঃ' অর্থাৎ (অনুবাদকারের মতে) অশ্ববিতরণকর্ত্তা, যিনি মানুষ ঘোড়া প্রভৃতি প্রদান করেন। 'ইন্দো' সোমরসকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমরস প্রার্থনাকারীকে ঘোড়া প্রদান করিবে। শুধু ঘোড়া নয়, প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে, সোমরসের নিকট গরু, ও সুবর্ণ বর্ষণ করিবার জন্যও প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য, যে ভীষণ বস্তুর কবলে পড়িলে মানুষের গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রভৃতি নষ্ট হয়, মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়—সেই সোমরসই সাধককে গরু ঘোড়া সুবর্ণ প্রদান করিবে কিরূপে? তাই বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অনেক ব্যাখ্যাকার এই অসঙ্গতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন; তাই সোমরস সম্বন্ধে কতকটা রূপক ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত এই যে, 'সোমরসকে' সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যই সেই প্রার্থনার লক্ষ্য। লক্ষ্য দেবতা নহেন। 'সোমরসের' অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকটই প্রার্থনা করা হয়। 'অগ্নির' নিকট যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন প্রজ্বলিত যে অগ্নি - যাহা সমস্ত বস্তু ভস্মসাৎ করে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনার লক্ষ্য স্থল ঐ প্রজ্বলিত অগ্নির পশ্চাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যে শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র এই অগ্নি, সেই শক্তির উদ্দেশেই প্রার্থনাদি উচ্চারিত হয়।

আমাদিগকে এই মতবাদটী ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সোমরস নামক বস্তুর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি কে? মাদক-দ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিশ্চয়ই মাদক-দ্রব্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি কে? যদি মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন, তাহা হইলে 'সোমরস' নামক মাদক দ্রব্যের নিকট প্রার্থনা করাও যাহা, আর তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট প্রার্থনা করাও সমান কথা। আর যদি সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা সর্ব্বশক্তির মূল উৎস সেই পরম বস্তুকে লক্ষ্য করে, যাঁহা হইতে সকল শক্তি বিকীর্ণ হয়, এই জগৎ যাঁহার বহিঃপ্রকাশ, সেই পরম দেবতাকেই যদি লক্ষ্য করে, তাহা হইলে সকল প্রার্থনাই সঙ্গত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা-কল্পনায়ও যে অসুবিধা ও অসঙ্গতি হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই 'সোম' বা 'ইন্দু' শব্দে কোনও কোনও স্থলে 'সোমদেব' অর্থ করিয়াছেন, কেহ বা আবার সেই সোমদেবকে 'চন্দ্র' বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার আরও দূরে অগ্রসর হইয়া 'চন্দ্রকে' অমৃতকিরণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। চন্দ্র,-'সোম' বা অমৃতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুতরাং চন্দ্র 'অমৃতকিরণ'। এইরূপ নানাবিধ কল্পনা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু কোনরূপ কল্পনার সাহায্যেই মন্ত্রার্থ

প্রভৃতির সুমীমাংসা হইতেছে না। তবে মোটামুটীভাবে ইহাই দেখা যাইতেছে যে 'সোম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা হইয়াছে এবং মতভেদও আছে।

আমরা 'সোম' অর্থে সেই পরম মাদক-দ্রব্য শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহুত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'সোম' বা 'ইন্দু' ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করে। সুতরাং তাহার নিকট যে কোনও বস্তুই প্রার্থনা করা যায়। আমরা এই দিক দিয়াই মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৯অ—৫খ—১সূ-৩সা)। *

— — * — —

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
অপঘ্নন্ পবতে মৃধোঽপ সোমো অরাব্ণঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২
গচ্ছন্নিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মৃধঃ' (হিংসকান্ শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) তথা 'অরাব্ণঃ' (লোভমোহাদিরিপূন্) 'অপ' (অপসার্য্য) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'পবতে' (ক্ষরতি, উপজায়তি-সাধকস্য হৃদি ইতি যাবৎ); সত্ত্বভাবপ্রাপ্তঃ সঃ জনঃ 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'নিষ্কৃতং' (স্থানং, সান্নিধ্যং) 'গচ্ছন্' (গচ্ছতি, প্রাপ্নোতি); সত্ত্বভাবলাভেন জনাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি তথা ভগবৎপদং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হিংসকশত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া, লোভমোহাদি অপসরণ করিয়া সত্ত্বভাব সাধকদিগের হৃদয়ে উপজিত হয়; সত্ত্বভাবপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবলাভের দ্বারা মানুষ রিপুজয়ী হয় এবং ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়।)॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সোমঃ' 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূন 'অপঘ্নন্' মারয়ন্ 'অরাবণঃ' সক্তৌ সতাং ধনানামদাতৄংশ্চ 'অপ' ঘ্নন্ 'ইন্দ্রস্য' 'নিষ্কৃতং' স্থানং 'গচ্ছন্' প্রাপ্নুবন্ 'পবতে' ধারয়া ক্ষরতি ॥ ১ ॥

* * *

প্রথম (১২৯১) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——

সত্ত্বভাব সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয় পবিত্র হইতে থাকে, তাহার হৃদয় হইতে কালিমা মলিনতা দূর হইতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে মানুষ রিপুজয়ী হয়, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করে। মন্ত্রের মধ্যে সত্ত্বভাবের এই রিপুনাশিকা শক্তিই প্রখ্যাত হইয়াছে।

'অরাবণঃ' পদে ভাষ্যকার বায়কুণ্ঠ কৃপণদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিবরণকার ঐ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অনৃতাভিঃ শপ্তারঃ।" আমরা কতকটা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া "লোভমোহাদিরিপূন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (৯অ—৫খ—২সূ—১সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১২ ৩ ১র ২র

মহো নো রায় আ ভর পবমান জহী মৃধঃ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

রাস্বেন্দো বীরবদ্যশঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'মহঃ' (মহান্তি) 'রায়ঃ' (পরমধনানি) 'আভর' (সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ); অস্মাকং 'মৃধঃ' (রিপূন) 'জহী' (বিনাশয়); তথা অস্মভ্যং 'বীরবৎ' (বীরত্বযুতাং, আত্মশক্তিযুতাং ইত্যর্থঃ) 'যশঃ' (সুখ্যাতিং, সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং ইতি ভাবঃ) 'রাস্ব' (প্রদেহি)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎকৃপয়া রিপুজয়িনঃ ভূত্বা আত্মশক্তিযুতং পরমধনং লভেম ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৫খ - ২সূ - ২সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের পঞ্চবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৬খ - ১৪সা) পরিদৃষ্ট হয়।

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আমাদিগকে মহান্ পরমধন প্রদান করুন; আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন; এবং আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবৎকৃপায় রিপুজয়ী হইয়া আত্মশক্তিযুত পরমধন লাভ করি।)। (৯অ—৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো' সোম! 'নঃ' অস্মাকং 'মহঃ' মহান্তি 'রায়ঃ' ধনানি 'আ ভর' আহর 'মৃধঃ' হিংসকান্ শত্রূংশ্চ 'জহি' মারয় 'বীরবৎ' পুত্রাদ্যুপেতং 'যশঃ' কীর্ত্তিঞ্চ 'রাস্ব' অস্মভ্যং দেহি। (৯অ ৫খ—২সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২১২) সামের মর্ম্মার্থ।

——— •:§❋§:• ———

প্রার্থনমূলক এই মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয়ভাগে পরমধন, আত্মশক্তি প্রভৃতির জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যা দিতেও মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে মন্ত্রের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একে একে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

মন্ত্রের প্রথম অংশ—"নঃ মহঃ রায়ঃ আভর"—আমাদিগকে মহৎ পরমধন প্রদান কর। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অর্থ,—"প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও।" অবশ্য এখানে 'ধন' শব্দে কি বস্তু বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র ব্যাখ্যা একত্র গ্রহণ করিলে এখানে 'ধন' শব্দে যে টাকাপয়সা প্রভৃতি পার্থিব সম্পদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমাদের ধারণা স্বতন্ত্র। আমরা মন্ত্রটীকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া 'রায়ঃ' পদের 'পরমধন' অর্থ করিয়াছি। উক্ত পদে যে অপার্থিব ঐশী সম্পদকে লক্ষ্য করে, তাহা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। সাধক ভগবানের অসীম সম্পদরাশি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটই প্রার্থনা করিয়াছেন। মন্ত্রের অন্যান্য অংশের দ্বারা ও বর্ত্তমান স্থলে ঐশী সম্পদ সূচিত হইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—'মৃধঃ জহী"—আমাদিগের রিপুদিগকে বিনাশ করুন। পরমধন লাভ করিলেই তাহা রক্ষা করা যায় না। হীনশক্তি ধনাধিকারীর নিকট হইতে দস্যুতস্করগণ তাহা অপহরণ করিয়া লইতে পারে। ধন লাভ করিলেই হয় না, তাহা রক্ষা করিবারও শক্তি থাকা চাই, উপায় থাকা চাই। তাই মানবের সর্ব্বস্বাপহরণকারী দস্যুতস্করগণের বিনাশসাধন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'মৃধঃ' পদে রিপুগণকে বুঝায়। আমাদের

অন্তরে যে মহাশত্রুগণ বর্ত্তমান আছে, যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট, সেই ভয়ানক অন্তঃশত্রুদিগকে বিনাশ করা চাই, নতুবা মোক্ষলাভ অসম্ভব।

প্রার্থনার তৃতীয় অংশ—"বীরবৎ যশঃ রাস"—আত্মশক্তিযুত সৎকর্ম্মসাধনশক্তি প্রদান করুন। যদি পরমধন লাভ করিতে হয়, এবং লাভ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়কে সবল করিতে হইবে, শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা হীনশক্তি ক্ষীণপ্রাণ লোকের আত্মলাভ অসম্ভব "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। তাই শক্তিলাভের প্রার্থনা—হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তির উদ্বোধনের প্রচেষ্টা।

সৎকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেই সৎকর্ম্ম সাধন করা যায় না। তজ্জন্য ভগবানের কৃপালাভ করা চাই। হৃদয়ে ভাগবতী শক্তির আবির্ভাব না হইলে কেহ সৎকর্ম্ম-সাধনে সমর্থ হয় না কর্ম্মসাধন করিবার উপযোগী শক্তি সকলের থাকে না, কাহারও মনে ইচ্ছা থাকে,—কিন্তু সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি থাকে না, অথবা কর্ম্মসাধন করিবার উপায় জানে না। তাই বলা হইতেছে—আমাদিগকে আত্মশক্তিযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন শক্তি প্রদান করুন।

এখন সমগ্র প্রার্থনাটী একত্র অনুধাবন করা যাউক। প্রথমতঃ পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে; তারপর সেই ধনরক্ষার উপায়-স্বরূপ রিপুনাশের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কিন্তু ধনপ্রাপ্তি ও রিপুনাশই যথেষ্ট নয়-শক্তিলাভেরও প্রয়োজন আছে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" আত্মশক্তি ভিন্ন মুক্তিলাভ অসম্ভব। তাই আত্মশক্তির উদ্বোধন -সৎকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টা। কর্ম্ম মানবজীবনের সঙ্গী। কর্ম্ম ব্যতীত মানুষ কখনও থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই যাহাতে সেই কর্ম্মকে মোক্ষসাধনের উপায়রূপে পরিণত করা যায় তাহারই প্রচেষ্টা মন্ত্রমধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! প্রচুর ধন আমাদিগকে দাও; হিংসকদিগকে ধ্বংস কর; আমাদিগকে ধন, অন্ন ও যশ বিতরণ কর।" (৯ম-৫ম-২য় ২সা।)। *

—•—

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩২ ৩২উ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ন ত্বা শতং চন হ্রুতো রাধো দিৎসন্তমামিনন্।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

যৎ পুনানো মখস্যসে ॥ ৩ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের ষড়বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'যৎ' (যদা) 'পুনানঃ' (পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মঘবদ্ভ্যঃ' (পরমধনং দাতুমিচ্ছসি—সাধকেভ্যঃ ইতি যাবৎ) তদা 'রাধঃ' (পরমধনং) 'দিৎসন্তং' (দাতুমিচ্ছন্তং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'শতঞ্চন' (বহবঃ অপি) 'হ্রুতঃ' (হিংসকাঃ রিপবঃ) 'ন আমিনন্' (ন হিংসন্তি, বারয়িতুং সমর্থাঃ ন ভবন্তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বান্ রিপূন্ বারয়িত্বা সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—২সূ ৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যখন পবিত্রকারক আপনি সাধকদিগকে পরমধন দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন পরমধনদানেচ্ছুক আপনাকে বহুরিপুও বারণ করিতে সমর্থ হয় না। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। পরম শক্তিমান্ ভগবান্ সকল রিপুকে বারণ করিয়া সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন।)" (৯অ—৫খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্য।

হে সোম। 'রাধঃ' ধনং 'দিৎসন্তং' আদাতুমিচ্ছন্তং 'ত্বা' ত্বাং 'শতঞ্চন' বহবোঽপি 'হ্রুতঃ' হিংসকাঃ শত্রবঃ 'ন আমিনন্' ন হিংসন্তি. কদা? ইত্যত্রাহ -'যদ্' যদা 'পুনানঃ' পূয়মানঃ ত্বং 'মঘবদ্ভ্যো' ধনং ধাতুমিচ্ছসি। (৯অ - ৫খ - ২সূ ৩সা)।

• • •

তৃতীয় (১২১৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটীতে একটী নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান্ যখন মানবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তখন কোন বিরুদ্ধশক্তিই মানুষকে মোক্ষমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। ভগবৎশক্তির নিকট মানবের সকলশক্তিই প্রতিহত হয়, সাধক অনায়াসেই ভগবানের কৃপায় আপন জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

"ত্বা শতঞ্চন হ্রুতঃ ন আমিনন্" -শতশত শত্রুও আপনাকে বারণ করিতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে রিপুশত্রু বারণ করিবে কিরূপে? তিনি তো অজাতশত্রু। এখানে এই পদসমূহের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব বিদ্যমান আছে। ভগবানের করুণাধারা সর্ব্বত্রই প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহারা শত্রুজয়ী, যাঁহারা সাধনপরায়ণ, তাঁহারাই ভগবানের সেই কৃপাকণালাভে সমর্থ হয়েন। ভগবানের কৃপায়, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে, মানুষ সেই রিপুগণের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করে -মোক্ষলাভের পথে তাঁহাদের কোন বাধাবিঘ্ন

থাকে না। রিপুর আক্রমণে সাধকের শুভ প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে আপনার কৃপার অধিকারী করেন, তাঁহার নিকট শত্রুগণ পরাজিত হয়; তাঁহার নিকট হইতে তাহারা দূরে পলায়ন করে। সুতরাং সাধক অপ্রতিহতভাবে ভগবানের করুণাধারা লাভ করিয়া ধন্য হয়েন। মন্ত্রের এই পদসমূহে সেই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

মন্ত্রের যে প্রচলিত ব্যাখ্যাদি আছে, তাহাতে এই ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই। নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল,—"হে সোম! তুমি যখন শোধন হইতে হইতে আমাদিগকে ধনদান করিতে উদ্যত হও, যখন খাদ্যদ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর তখন শতশত হিংসক শত্রু মিলিত হইয়াও তোমার কিছুই করিতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যাটী ভাষ্য হইতেও কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব প্রকাশ করিতেছে। ব্যাখ্যাকার "খাদ্য-দ্রব্য দিতে উদ্যোগ কর"—এই অংশ কোথা হইতে পাইলেন তাহা বুঝা যায় না। তারপর প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে যদিও মন্ত্রে সোমরসের কোনও প্রসঙ্গ নাই। আমরা মনে করি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রটী প্রয়োগ করা হইয়াছে —উহাতে সোমরসের কোনও সম্পর্ক নাই। সোমরস আমাদিগকে ধন বা খাদ্য দিবে কিরূপে? আবার রিপুগণকে বারণ করিবার শক্তিই বা তাহার কোথায়? যাহা হউক, মন্ত্রের শব্দার্থ-সম্বন্ধে আমাদের সহিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটে নাই। যাহা সামান্য পার্থক্য আছে তাহা আমাদের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও সায়ণভাষ্যের একত্র অনুসরণেই উপলব্ধ হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত মন্ত্রের ভাব-সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতেই আমাদের মত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি। (৯অ—৫খ ২সূ—৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

অয়া পবস্ব ধারয়া যয়া সূর্য্যমরোচয়ঃ।

৩ ১র ২র ৩ ২

হিন্বানো মানুষীরপঃ ॥ ১ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের সপ্তবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! 'বিষানঃ' (সেব্যমান, পবিত্রকারকঃ) ত্বং 'মানুষীঃ' (মনুষ্যাণাং হিত-জনকেন) 'অপঃ' (অমৃতসম্বন্ধিনা) 'যয়া ধারয়া' (যেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং, জ্ঞানরশ্মিং) 'রোচয়ঃ' (প্রকাশয়সি) 'অয়া' (অনয়া, তেন প্রবাহেন সহ ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনামূলকোঽয়ং। অমৃতস্বরূপং জ্ঞানং অস্মাকং হৃদি উপজায়তু ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! পবিত্রকারক তুমি মনুষ্যদিগের হিতজনক অমৃত-সম্বন্ধি যে প্রবাহের দ্বারা জ্ঞানরশ্মি প্রকাশিত কর, সেই প্রবাহের সহিত আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হও। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাব এই যে,—অমৃতস্বরূপ জ্ঞান আমাদিগের হৃদয়ে উপজিত হউক।)। (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'মানুষীঃ' মনুষ্যাণাং হিতানি 'অপঃ' উদকানি 'হিম্বানঃ' প্রেরয়ন ত্বং 'যয়া' 'ধারয়া' 'সূর্য্যং' 'অরোচয়ঃ' প্রকাশয়সি তয়া 'অয়া' অনয়া ধারয়া 'পবস্ব' ক্ষর॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। এই মন্ত্রে সত্ত্বভাবজনিত জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। জ্ঞান ও সত্ত্বভাব একত্র হইলে মানুষ সহজেই অমৃতত্ব-লাভে সমর্থ হয়। তাই হৃদয়ে জ্ঞান-সমন্বিত সত্ত্বভাবের উপজনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে সোম! সেই ধারা-সহকারে ক্ষরিত হও, যাহা দ্বারা মনুষ্যকুলের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ-পূর্ব্বক সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়াছিলে।" 'সোমকে' অবশ্য মাদকদ্রব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মাদকদ্রব্য কিরূপে মানুষের হিতের জন্য বৃষ্টির জল বর্ষণ করিতে পারে? আর তাহা কিরূপেই বা সূর্য্যের দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে? এই ব্যাখ্যা বুঝিতে আমরা অসমর্থ। আমরা যতই আলোচনা করিতেছি ততই দেখিতেছি যে, 'সোম' সাধারণ মাদকদ্রব্য নয়, তাহা বহু উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বরিক ভাবপ্রবাহ। তাহা সত্ত্বভাব। 'সূর্য্য' শব্দেও আমরা জ্ঞান,

জ্ঞানরশ্মি—যাহা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সূর্য্যালোকে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞানালোকে তেমনই অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এই ভাবেই 'সূর্য্য' পদের অর্থের সার্থকতা। (৯অ—৫খ—৩সূ-১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
অযুক্ত সূর এতশং পবমানো মনাবধি।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অন্তরিক্ষেণ যাতবে ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অন্তরিক্ষেণ' (দ্যুলোকমার্গেণ, মোক্ষমার্গেণ ইতি ভাবঃ) 'যাতবে' (গন্তুং) 'পবমানঃ' (পবিত্রকারকঃ দেবঃ) 'সূরঃ' (সূর্য্যাত্ম জ্ঞানদেবস্তু) 'এতশং' (ভগবৎসামীপ্যপ্রাপকং, মোক্ষপ্রাপকং) পরাজ্ঞানং ইতি যাবৎ 'মনাবধি' (মনুষ্যে, তস্য হৃদি—ইতি ভাবঃ) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবৎকৃপয়া সাধকাঃ মোক্ষদায়কং পরাজ্ঞানং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৫খ—৩সূ-২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য পবিত্রকারক দেব জ্ঞানদেবের ভগবৎসামীপ্যপ্রাপক, মোক্ষপ্রাপক পরাজ্ঞানকে মানুষের হৃদয়ে সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবৎকৃপায় সাধকগণ মোক্ষদায়ক পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯অ—৫খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'পবমানঃ' পূয়মানঃ সোমঃ 'মনাবধি' মনুর্মনুষ্যস্তস্মিন্ মনুষ্য ইত্যর্থঃ। 'অন্তরিক্ষেণ' 'যাতবে' গন্তুং 'সূরঃ' প্রেরকস্যাদিত্যস্য 'এতশং'। অশ্বনামৈতৎ (নিঘ০ ১।১৪।১০)। অশ্বং অযুক্ত যুঙ্‌ক্তে। (৯অ-৫খ ৩সূ-২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের সপ্তমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, একত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প ৫অ—৩খ—৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় (১২১৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য জগৎপিতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই সমুৎসুক। মানুষ আপনার সন্তানের মঙ্গল-কামনা করে। ভগবান এই বিশ্বের সকলের মাতা পিতা। তাঁহার মধ্যে একধারে বজ্রের কঠোরতা এবং কুসুমের কোমলতা—এই উভয়েরই মিলন হইয়াছে। তাঁহার সন্তানগণ কিরূপে মঙ্গলের পথে পরিচালিত হয়, কিরূপে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে তিনি তাহার উপায় বিধান করেন।

জ্ঞানই মানবের মুক্তিপথের প্রধান সহায়: জ্ঞানবলেই মানুষ আপনার জীবনের লক্ষ্য দেখিতে পায়। দুরাবগাহী কুহেলিকা জাল ছিন্ন করিয়া, অজ্ঞানতার গাঢ়তমসা ভেদ করিয়া ভবিষ্যৎ-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। যিনি তাহা করিতে পারেন তিনি খুব সৌভাগ্যবান্। তাঁহার জীবনে ভগবানের করুণাধারা বর্ষিত হইয়াছে—তাঁহার জীবন সফল হইয়াছে, ইহাই অনুমান করা যায়। সেই করুণাধারা জ্ঞান। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের নিকট হইতে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ মানবের হৃদয়কে আলোকিত করে, সেই আলোকের সাহায্যেই মানব আপনার লক্ষ্যস্থল নির্দ্দেশ করিতে পারে এবং সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার উপযুক্ত পথও নির্দ্দেশ করিয়া লইতে পারে।

জীবনের সেই চরম পরিণতি লাভ করিবার উপায়—জ্ঞান। তাই ভগবান্ আপনার সন্তানকে মঙ্গলপথে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। মানুষ ভগবানের সেই কৃপালাভ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য ও সফল করিতে পারেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"অন্তরীক্ষেণ যাতবে" অর্থাৎ মোক্ষমার্গে গমন করিবার জন্য, গমন করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য। সামর্থ্যলাভের জন্য কি হয়? "মনাগি এতশং অযুক্ত"—মানুষের মধ্যে মোক্ষপ্রাপিকা জ্ঞানশক্তি প্রদান করেন। কে প্রদান করেন? "পবমানঃ"—পবিত্রকারক দেবতা, সেই পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা মোটামোটি এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই বুঝিলাম যে, ভগবানই মানুষকে মোক্ষদানের জন্য তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান করেন।

এই মন্ত্রের একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"শোধনকালে সোম আকাশে গতিবিধির জন্য, মনুষ্যের হিতের জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজন করিতেছেন।" এই ব্যাখ্যার সহিত ভাষ্যের বহু পরিমাণ মিল আছে। সুতরাং এই অনুবাদকে অনেকাংশে ভাষ্যের সহিত একত্র আলোচনা করা যায়। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এই ব্যাখ্যা ভাষ্যের দ্বারা কি ভাব প্রকাশিত করিতেছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সোমের আকাশে গতিবিধি আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তরল পদার্থ সোমরস কিরূপে যে আকাশে গমন করিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তরল পদার্থ সোম কিরূপে যে উর্দ্ধপথে, আকাশমার্গে উঠিতে পারে তাহা ভাষ্যকার পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। সুতরাং আমরাও তাঁহার ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। আবার পরের অং

লিখিয়াছেন,—"সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" সোমরস যোজনা করিতেছেন—সূর্য্যের অশ্ব। এই অংশও দুর্ব্বোধ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যা-মতেও সূর্য্য অশ্বযোজিত রথে আকাশ পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সোমরস সেই অশ্বকে রথে যোজনা করেন কিরূপে তাহা বুঝা যায় না।

যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেও প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের মতে এখানে সোমরসের কোন প্রসঙ্গই নাই। 'পবমানঃ' পদে পবিত্রকারক ভগবানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনিই মানবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের হৃদয়ে পরাজ্ঞান প্রদান করেন। মন্ত্রান্তর্গত 'এতশং' পদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম-১২সূ-১৩ঋ) দ্রষ্টব্য। (৯অ-৫খ ৩সূ—২সা)। *

— — * ——

তৃতীয়ং সাম।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
উত ত্যা হরিতো রথে সূরো অযুক্ত যাতবে।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
ইন্দুরিন্দ্র ইতি ব্রুবন্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ইন্দ্রঃ ইতি ব্রুবন্' (ইন্দ্রমেব উচ্চারয়ন্, ভগবন্মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ); 'উত' (অপিচ) 'যাতবে' (গমনায়, ঊর্দ্ধগমনায়, সাধকানাং ইতি যাবৎ) 'ত্যাঃ' (তান্ প্রসিদ্ধান্) 'হরিতঃ' (হারকান্, পাপহারকান্—সদ্বৃত্তিনিবহান্ ইতি ভাবঃ) 'সূরঃ রথে' (সূর্য্যস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানদেবস্য সৎকর্ম্মণি, জ্ঞানযুতে সৎকর্ম্মণি) 'অযুক্ত' (সংযোজয়তি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ পরাজ্ঞানযুতাং সৎকর্ম্মসাধনশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ। (৯অ—৫খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন; অপিচ সাধকদিগের ঊর্দ্ধগমনের জন্য প্রসিদ্ধ পাপহারক সদ্বৃত্তিনিবহকে জ্ঞানযুত সৎকর্ম্মে

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সংযোজিত করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে সাধকগণ পরাজ্ঞানযুক্ত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি লাভ করেন।)॥ (১গ—১খ—৩সূ—৩সা।)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উত' অপিচ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'ইন্দ্র ইতি ব্রুবন্' 'তাঃ' তান্ 'হরিতঃ' হরিতবর্ণান্ অশ্বান্ 'সূরঃ' সূর্য্যস্য 'রথে' 'যাতবে' গন্তুং 'অযুক্ত' যুনক্তি। 'রথে'—'দশ' ইতি পাঠৌ ৩।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২১৬) সামের মর্ম্মার্থ।

—— ০ ‡ ৩ ‡ ০ ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই শুদ্ধসত্ত্বের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে। অনুবাদটী এই, "অপিচ সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক দশদিকে গতিবিধির জন্য সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যা, মন্ত্রের ভাবও প্রকাশ করিতেছে না, এবং ভাষ্যার্থের সহিতও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইজন দেবতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা ইন্দ্র ও সূর্য্য। সোম ইন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যের রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন; অর্থাৎ মানুষ যেমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের বা ইষ্ট-দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সোমও যেন তেমনি তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রদেবের নাম গ্রহণ করিতেছেন সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রকে ইষ্টদেব বলিয়া সোম মান্য করিতেছেন। এখন দেখা যাউক, সোমরসের কর্ম্মটা কি? সে কর্ম্ম সোমরস "সূর্য্যের অশ্ব যোজনা করিতেছেন।" ব্যাখ্যাকারের মতানুসারে দেখা যায় যে,—'সোম' সূর্য্যের সহিস ছিল,—তাহার পূর্ব্ব মন্ত্রে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার এই প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারেই আমরা দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রায় অভিন্ন। যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে 'সোমকে' কিরূপে সোমরস নামক মাদক-দ্রব্য বলিতে পারা যায়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'সোম' একজন মানুষে—সহিসে পরিণত হইয়াছে। মত্ততাজনক মাদক-দ্রব্যের বিশেষণ তাহার প্রতি প্রযুক্ত নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—সোম কি? বস্তু—না ব্যক্তি? দেবতা—না মানুষ?

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে এই সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। ব্যাখ্যাকারগণ যখন যেমন সুবিধা বুঝিয়াছেন, তখনই সেমন অর্থ করিয়াছেন। তাই এক শব্দেরই বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে। এক 'সোম' শব্দেরই কত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান

মন্ত্রে 'সোম' তরল মাদক-দ্রব্য হইতে একেবারে সূর্য্যের সহিসে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব-মন্ত্রেও আমরা প্রায় ঐ ভাবই প্রাপ্ত হই। কিন্তু সেখানে একটু বিশেষত্ব এই যে, 'সোমের' একটু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তিনি আকাশে গতিবিধির জন্য রথে অশ্ব যোজনা করিতেছেন। আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সূর্য্য ও সোম সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সুতরাং সূর্য্য ও সোম প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তাই আমরা মনে করি,—'সোম' পদে আদৌ কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যকে লক্ষ্য করে না। উহা ভাগবতী শক্তি—শুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই শক্তি যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন মানুষকে ভগবানের দিকে পরিচালিত করে—তখন মানুষ দেবত্বের পথে অগ্রসর হয়। "শুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত করেন"—তাহার অর্থ এই যে, যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তাঁহার হৃদয় ভগবন্মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইয়া যায়,—ভগবানের মহিমা করুণা তিনি জীবনে উপলব্ধি করেন। শুধু তাই নয়, তখন সাধকের অন্তরস্থিত সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি উদ্বোধিত হয়, সদ্বৃত্তিনিবহ জাগরিত হয়। সাধক সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। জ্ঞান বিকশিত হয়, অবশেষে তিনি পরাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। (৯ম—৫খ ৩৮-৩সা। *

—— • ——

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১　　২　　৩ ২ ৩ ১ ২　　৩ ২ ৩
অগ্নিং বো দেবমগ্নিভিঃ সজোষা

১ ২　　৩ ১ ২ ৩ ১　　২
যজিষ্ঠং দূতমধ্বরে কৃণুধ্বম্।

১র　　২ ৩　　১ ২　　২ ৩
যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবির্ঋতাবা

১ ২　　৩ ১ ২　　৩ ২
তপুর্মূর্দ্ধা ঘৃতান্নঃ পাবকঃ॥ ১॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের নবমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, দ্বাত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'অগ্নিভিঃ' (জ্ঞানতেজোভিঃ সহ) 'সজোষা' (মিলিতাঃ—ভবত ইতি শেষঃ); 'যঃ' (যঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু) 'নিক্রুবিঃ' (নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি, ধ্রুবতারারূপেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) যঃ 'ঋতাবা' (সত্যবান্, সত্যপ্রাপকঃ) 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' (শ্রেষ্ঠ-তাপনশীলঃ, শ্রেষ্ঠপাপনাশকঃ পরমতেজোসম্পন্নঃ) 'ঘৃতান্নঃ' (অমৃতময়শক্তিযুক্তঃ) 'পাবকঃ' (পবিত্রকারকঃ) তং যজিষ্ঠং' (যজনীয়ং, আরাধনীয়ং) 'অগ্নিং দেবং' (জ্ঞানদেবং) 'অধ্বরে' (যজ্ঞে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' (কুরুত) আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানেন পরিচালিতাঃ ভবেম ইতি ভাবঃ। (৯অ—৬খ—১সূ ১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা জ্ঞানতেজের সহিত মিলিত হও; যে জ্ঞানদেব মানবের মধ্যে ধ্রুবতারারূপে বর্ত্তমান আছেন, যিনি সত্যপ্রাপক, পরমতেজোসম্পন্ন, অমৃতময়শক্তিযুক্ত, পবিত্রকারক, সেই আরাধনীয় জ্ঞানদেবকে সৎকর্ম্মসাধনে দূত কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হই।)। (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ! 'বঃ' যূয়ং 'দেবং' দ্যোতমানং 'অগ্নিং' 'অধ্বরে' কৌটিল্য-রহিতে যজ্ঞে 'দূতং' 'কৃণুধ্বং' কুরুত। কীদৃশং? 'অগ্নিভিঃ' অন্যৈঃ 'সজোষা' সজোষসং। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা (৩১৮৫)। 'যজিষ্ঠং' যষ্টৃতমং 'যঃ' অগ্নিঃ দেবোঽপি সন্ 'মর্ত্ত্যেষু' 'নিক্রুবিঃ' নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ? 'ঋতাবা' যজ্ঞবান্ সত্যবান্ বা 'তপুর্ম্মূর্দ্ধা' তাপকং তেজঃ 'ঘৃতান্নঃ পাবকঃ' শোধকং তমগ্নিং দূতং কৃণুধ্বমিতি যোজনা॥ (৯অ—৬খ—১সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২১৭) সামের মর্ম্মার্থ।

আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্রটীতে জ্ঞানের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। সকলকর্ম্মে জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য মন্ত্রে আত্মোদ্বোধনা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান কিরূপ? তিনি 'ঋতাবা'—সত্যপ্রাপক। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সত্যলাভ করিতে পারে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে একটু গভীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ভগবান্ সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। এই তিনটীই একত্র অবস্থিত আছে। সৎ যাহা, যাহা চিরকাল বর্ত্তমান আছে ও যাহা চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাই সত্য। সত্য অবিনশ্বর, এবং মানুষকে তাহা অবিনশ্বরত্বের পথে লইয়া যায়। সত্য ভগবানের বিভূতি বা শক্তি। যাহার সত্তা আছে, ধ্বংস নাই, তাহাই সত্য-পদবাচ্য। তাই গীতা একস্থলে বলিয়াছেন—সতের কখনও বিনাশ নাই, অসতের সম্ভাব নাই। জগতের সত্তার উদ্ভব সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ হইতে। সত্যপ্রাপক বলিতে সেই বস্তুকে বুঝায় যে বস্তু আমাদিগকে পরম-সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। জ্ঞান ও সত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, ভগবৎশক্তিরই দুইটী বিকাশ। জ্ঞান সত্য ব্যতীত সম্ভবপর নয়, কারণ সত্য না থাকিলে যে বস্তুর যে ধর্ম্ম তাহা অব্যাহত থাকে না, বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং সেই বস্তু-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভও সম্ভবপর নয়। তাই জ্ঞানের পূর্ব্বেই অথবা সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞানকে সত্যপ্রাপক বলাতে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিই লক্ষ্য আসিয়াছে।

জ্ঞান—'তপূর্ম্মূর্দ্ধা' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, পরমতেজোসম্পন্ন। জ্ঞান হৃদয়ে আসিলে হৃদয় হইতে পাপ-অন্ধকার পলায়ন করে, জ্ঞানাগ্নিতে পাপের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞান হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে হৃদয় পবিত্র হয়, সেইজন্যই জ্ঞানের নাম পাবক। জ্ঞান-বলে মানুষ আপনার জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার উপায় জানিতে পারে। সুতরাং তদনুসারে মানুষ আপনার জীবনকে পরিচালিত করেন। অপবিত্রতা হীনতা দ্বারা অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত হয়, জীবনকে সফল করিবার শক্তি বিনষ্ট হয়, সেইজন্য তিনি সেই অপবিত্রতা ও হীনতা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। মানুষ চারিদিকে যে হীনতা কালিমার মধ্যে আপনাকে বেষ্টিত দেখে, সেই হীনতা হইতে নিজকে উদ্ধার করিবার প্রেরণা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ হয়। অজ্ঞানতাই পাপের জনক। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ আপনার পথে আপনি কাঁটা দেয়। যখন জ্ঞানালোকে তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হয় তখন সে আপনার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। যে সকল রিপু তাহার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য, রিপুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। জ্ঞানই শক্তি; সুতরাং সেই শক্তিবলে মানুষ আপনার হৃদয়কে পবিত্র করে। কারণ সে তখন দেখিতে পায় যে, পবিত্র হৃদয়ই ভগবানের আসন। হৃদয়ে সেই পরম দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হৃদয়কে পবিত্র করিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাই জ্ঞান পাবক—পবিত্রকারক।

সেই জ্ঞান মানবের হৃদয়ে ধ্রুবতারারূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি চালনা করে। মানুষ যে পর্য্যন্ত না সেই পরমশক্তির সন্ধান পায়, যে পর্য্যন্ত না সে আপনার জীবনের চরম-লক্ষ্যকে একান্তভাবে বরণ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই আপনার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান হৃদয়ে থাকিয়া, ধ্রুবতারারূপে অভ্রান্তভাবে মানবের গতিপথ নির্দ্দেশ করে। নাবিকগণ যেমন অকূল সমুদ্রের মধ্যে ধ্রুবতারার সাহায্যে দিকনির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপভাবে এই ভবসাগরের মাঝে অসহায় নাবিকগণ

জ্ঞানরূপ ধ্রুবতারার সাহায্যে লক্ষ্য নির্ণয় করিয়া অভ্রান্তভাবে আপনাদের জীবনতরণী বাহিয়া যাইতে সমর্থ হয়। যাহার জীবনে সেই ধ্রুবতারা উদিত হয় নাই, সেই ভাগ্যহীন ব্যক্তি অকূল সমুদ্রে পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে, কখনও তাহার গন্তব্য-লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের অভাবে তাহার লক্ষ্যই স্থিরীকৃত হয় নাই। জ্ঞান মানুষের হৃদয়ে গতিনির্দ্দেশক ধ্রুবতারার কার্য্য করিয়া থাকে, তাই বেদ জ্ঞানকে 'নিধ্রুবঃ' বলিয়াছেন।

মন্ত্রের মধ্যে সেই পরম মঙ্গলদায়ক জ্ঞানকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সহায়রূপে—দূতরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আত্মোদ্বোধনা আছে। "'অধ্বরে দূতং কৃণুধ্বং'—জীবনের প্রত্যেক সৎকর্ম্মে জ্ঞানকে দূতরূপে গ্রহণ কর। সেই জ্ঞানই তোমাকে সত্যবার্ত্তা আনয়ন করিয়া দিবে, ভগবানের সহিত তোমার সংযোগ বিধান করিবে। হে মন! তুমি প্রত্যেক কার্য্যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও। দূত যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপন করে, জ্ঞানও তেমনি তোমারও ভগবানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করুক। তুমি জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন কর।" মন্ত্রের মধ্যে এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীর অন্যরূপ ভাব পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"(হে দেবগণ!) যিনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অত্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করেন, যিনি যজ্ঞবান্, তাপক, তেজোবিশিষ্ট, ঘৃতান্নযুক্ত ও পাবক, যিনি যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ও (অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত, সেই অগ্নিদেবকে তোমরা যজ্ঞে দূত কর।" এখানে অগ্নির অনেকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু 'অগ্নি' বলিতে এখানে কি বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। এই ব্যাখ্যার শেষাংশ,—"(অন্য) অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত"। এই অংশের অর্থ কি তাহা খুব পরিষ্কার নয়। তবে এই অংশ হইতে ইহা খুবই স্পষ্ট হইয়াছে যে,—'অগ্নি' শব্দে এখানে দুইটী পৃথক বস্তু বুঝাইতেছে। এক অগ্নি অন্য অগ্নিসমূহের সহিত মিলিত হয় কিরূপে, আর সেই 'অগ্নিসমূহ'ই বা কি? এই ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয় যে, এখানে অনেকগুলি অগ্নির উল্লেখ আছে। কিন্তু অগ্নি কি বহু? ভাষ্যকার প্রভৃতি এই সমস্যার কোন সমাধান না করিয়াই বহু অগ্নির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার দেবগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মন্ত্রে কে দেবগণকে সম্বোধন করিতেছেন? আর দেবতাকে এই বিশিষ্ট উপদেশ দিবার অধিকারীই বা কে?

যজ্ঞে অগ্নিকে দূত করিবার জন্য দেবগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এখানে দেবগণকে সম্বোধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সাধক আপনার মনকে সম্বোধন করিয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিবার জন্য, জ্ঞানের দ্বারা জীবনের সকল কর্ম্ম নিয়মিত করিবার জন্য, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন মাত্র। দেবতাগণকে অথবা দেবভাবকে হৃদয়ে লাভ করা মানবের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থায় দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া কি একটু অদ্ভুত রকমের বলিয়া মনে হয় না?

মন্ত্রান্তর্গত 'মর্ত্ত্যেষু' পদে আমরা মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াছি। যাহারা মর্ত্ত্যলোকে থাকে, তাহারাই মর্ত্ত্য। এই পদে যদি এখানে পৃথিবীকে বুঝাইত তাহা হইলে বহুবচন ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবসমূহকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়াই 'মর্ত্ত্য' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ঘৃতান্নঃ' এই বিশেষণটীর অর্থ ঘৃতময় অন্নযুক্ত অর্থাৎ অমৃতময় আত্মশক্তিযুক্ত। 'ঘৃত' ও 'অন্ন' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যাদির সহিত যাহা সামান্য পার্থক্য হইয়াছে, তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। (৯অ—৬খ—১সূ-১সা)।

—— * ——

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ২ র ৩ ২ ৩ ২

প্রোথদশ্বো ন যবসেঽবিষ্যন্যদা

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

মহঃ সম্বরণাদ্ ব্যস্থাৎ।

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ র ১ ২ র

আদস্য বাতো অনু বাতি শোচিরধ

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

স্ম তে ব্রজনং কৃষ্ণমস্তি ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) পরমদেবঃ 'মহঃ' (মহতঃ, বৃহতঃ, ঘনকৃষ্ণাৎ ইত্যর্থঃ) 'ব্যস্থাৎ' (বিপর্য্যস্থাৎ) 'সংবরণাৎ' (অজ্ঞানাবরণাৎ) 'অশ্বঃ ন যবসে' (অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন, শীঘ্রং, আশুং ইত্যর্থঃ) 'প্রোথৎ' (শব্দং কুর্ব্বন, জ্ঞানং প্রযচ্ছন ইত্যর্থঃ) 'অবিষ্যন্' ((রক্ষতি—সাধকং ইতি যাবৎ) 'আৎ' (তদা) সাধকস্য 'কৃষ্ণং ব্রজনং' (অন্ধকারময়ঃ মার্গঃ) 'অস্য' (ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'অনুবাতঃ' (অনুক্রমেণ) 'বাতি' (পরিচালিতঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'শোচিঃ' (দীপ্তিঃ, জ্যোতিঃ) 'অধ' (অধঃপতিতজনস্যোপরি অপি ইতি ভাবঃ) 'অস্তি স্ম' (বর্ত্ততে)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া জ্ঞানং দত্বা সাধকং মোক্ষমার্গেণ পরিচালয়তি ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ—১সূ ২সা)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন পরমদেব ঘনকৃষ্ণ বিপর্য্যস্থ অজ্ঞানাবরণ হইতে অশ্ববৎ শীঘ্রবেগে অর্থাৎ আশু জ্ঞান প্রদান করিয়া সাধককে রক্ষা করেন, তখন সাধকের অন্ধকারময় মার্গ ভগবানের অনুক্রমে পরিচালিত হয়; হে দেব, আপনার জ্যোতিঃ অধঃপতিত জনের উপরেও বর্ত্তমান আছে। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞান দান করিয়া সাধককে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন।)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

'যবসে' ঘাসে 'অবিষ্যন্' ভক্ষয়ন্ 'প্রোথৎ' শব্দং কুর্ব্বন্ সঞ্চরন্ বা 'অশ্বো ন' অশ্ব ইব 'মহঃ' মহতঃ 'সংবরণাৎ' নিরোধাৎ দাবরূপোঽগ্নিঃ 'যদা' 'ব্যস্থাৎ' সম্ভৃতেষু বৃক্ষেষু তিষ্ঠতে 'আৎ' তদা 'অস্য' ম্যেঃ 'শোচিঃ' অর্চ্চিঃ 'অনু বাতঃ বাতি'। অথ প্রত্যক্ষস্তুতিঃ—'অথ' অথানন্তরং হে অগ্নে! 'তে' তব 'ব্রজনং' বর্ত্ম 'কৃষ্ণমস্তি'। 'স্ম' ইতি পূরণং। ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২১৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী স্বভাবতঃই একটু জটিলভাবাপন্ন। প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণ এই জটিলতাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম সেই অনুবাদটি এই,—"যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণকরতঃ ও শব্দকরতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি)! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্রেই আলোচনা করা যাউক। ভাষ্যকার যে প্রকৃতপক্ষে কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। অশ্ব যেমনভাবে ঘাস ভক্ষণ করে ও শব্দ করে তেমনিভাবে অগ্নি ও ঘাস ভক্ষণ করেন ও শব্দ করেন এই হইল মন্ত্রের প্রথমাংশের মর্ম্ম। হঠাৎ অগ্নিদেব ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন কেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য এবং এই মন্ত্রে 'অগ্নি'ই বা আসিলেন কিরূপে তাহা মোটেই বুঝা গেল না। আমরা এই মন্ত্রে অগ্নির কোনও উল্লেখ পাই নাই—ভাষ্যকার প্রভৃতি কেন যে অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। ভাষ্যের মধ্যে দেখিতেছি 'অগ্নি' শব্দ অধ্যাহার করায় মন্ত্রের ভাবের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করা যায়—'অগ্নি' ঘাস ভক্ষণ করে কিরূপে এবং অশ্বের ন্যায়ই বা হঠাৎ ঘাস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল কেন? শুধু অশ্বের ন্যায় ভক্ষণ করা নয়,

তাহার ন্যায় শব্দ করাও বটে। ইহার একটা ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, অগ্নি যখন বনজঙ্গল পোড়ায়, তখন সেই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘাস থাকে। অগ্নি সেই ঘাসকেও পোড়ায়। পোড়াইবার সময় আগুণ হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে অশ্বের শব্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই উপমা দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পাইল? উপমা হিসাবেও তাহা অতি নিম্নশ্রেণীর, কারণ অশ্বের ঘাস খাওয়ার সহিত আগুণে ঘাস পোড়ানর কোন সমতা আছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার শব্দের সহিত আগুণের শব্দের মিল থাকা তো দূরের কথা। এই উপমা দ্বারা যে কোনও সদর্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের মনে হয় না। অথচ এই উপমার জন্যই অগ্নিকে মন্ত্রের মধ্যে আনিতে হইয়াছে।

আবার মন্ত্রের এই অংশের 'যবসে' পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও প্রচলিত ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনৈক্য আছে। ভাষ্যকার উক্ত পদের অর্থ করিয়াছেন "ঘাসে।" বিবরণকার অর্থ করিয়াছেন,—'যবসে সন্নিধানভূতে'; 'যবসে' পদের সপ্তম্যন্ত অর্থ 'ঘাসে' পদ কিরূপে যে 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গৃহীত হইল, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সপ্তম্যন্ত পদকেই 'অবিষ্যন্' ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যবসে' পদে আমরা শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। "অশ্ব ন যবসে" এই উপমার অর্থ "অশ্ববৎ শীঘ্রবেগেন শীঘ্রং আশুঃ ইত্যর্থঃ। 'যব' শব্দ শীঘ্রতাবাচক অর্থবোধক। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুস্থলে উক্তরূপ শীঘ্রতাসূচক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তত্তৎস্থলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং আমরা মনে করি—"অশ্বঃ ন যবসে" উপমার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতের অর্থ এই যে, অশ্ব যেমন অতি দ্রুতগতিতে চলে, ভগবান সেইরূপ দ্রুতগতিতে অর্থাৎ শীঘ্র সাধকের মঙ্গল সাধন করেন। অর্থাৎ সাধকগণ অবিশ্রান্তভাবেই ভগবানের কৃপা করুণা লাভ করিতেছেন। অথবা ভগবানের করুণাধারা অবিশ্রান্তভাবে জগতের লোকের উপর বর্ষিত হইতেছে। যখন যিনি সেই করুণালাভের উপযোগিতা লাভ করিবেন, তখনই তিনি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের দিক হইতে করুণা বিতরণের কোন বাধা-বিঘ্ন বা অবহেলা নয়। মানুষ তাঁহার করুণা লাভ করিতে পারে না নিজেদের অক্ষমতার জন্য। যখনই সাধক উপযুক্ততা লাভ করিবেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ভগবৎশক্তি, ভগবানের করুণাধারা আবির্ভূত হইবে। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। এই শীঘ্রতার ভাব প্রদর্শন করিবার জন্যই "অশ্বঃ ন যবসে" উপমা গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানে ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার সহিত আগুণের ঘাস খাওয়া অথবা অশ্বের হ্রেষা রবের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি যে,—"আগুণের ঘাস খাওয়ার" কোন অর্থ নাই, এবং রূপক হিসাবেও তাহার কোন সদর্থ হয় না। কিন্তু প্রচলিত অনেক ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের অনুসরণে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মোটের উপর মন্ত্রের স্বাভাবিক জটিলতা এই সকল ব্যাখ্যা-দ্বারা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র।

মন্ত্রের ইহার পরের অংশের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে না আছে ব্যাকরণের মিল, অথবা না আছে ভাবের সামঞ্জস্য। 'মহঃ সংবরণাৎ' পদদ্বয়ের ভাষ্যার্থ—

"মহতো নিরোধাৎ" বাংলা অনুবাদ "মহৎ নিরোধ হইতে"। এই পদদ্বয়ের সহিত অগ্নি "ব্যস্থাৎ" পদের ব্যাখ্যা হইয়াছে—"বৃক্ষেষু বিতিষ্ঠতে" অবশ্য "বৃক্ষেষু" পদের কোন প্রশ আসিতে পারে না; উহা ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন। তবুও এই অংশের অ দাঁড়াইয়াছে—"মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহে) অবস্থান করেন"। পঞ্চম্যন্ত "মহ নিরোধাৎ" বিশেষণের সপ্তম্যন্ত 'বৃক্ষেষু' বিশেষ্য পদ কিরূপে থাকিতে পারে তাহা আম বুঝিতে পারি নাই। অন্যত্রও এইরূপ গোলমাল পরিদৃষ্ট হইবে। কিন্তু এই অংশের দ্বা যে কি ভাব প্রকাশিত হইল, তাহা অনুধাবন করা অসম্ভব। কারণ 'নিরোধ' বলি ব্যাখ্যাকারগণ কি বুঝিয়াছেন তাহা প্রকাশ করেন না। আবার এই নিরোধ হই বৃক্ষ-সমূহেই বা অবস্থান করেন কিরূপে তাহাও বুঝা গেল না। ঘোড়ার ন্যায় ঘা খাইতে খাইতে নিরোধে গিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া আবার বৃক্ষে অবস্থান করিলেন সম্ভবতঃ অগ্নিদেবের এই ভ্রমণটুকু সমর্থন করিবার জন্যই "প্রোথন্" পদের "শব্দং কুর্ব সঞ্চরন্ বা" অর্থাৎ শব্দ করিয়া অথবা চরিয়া বেড়াইয়া অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই ভ্রমণ-কার্য্য সম্ভবতঃ নিরোধ হইতে বৃক্ষ পর্য্যন্তই সমাপ্ত হইয়াছিল।

ভাষ্যকর আরও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি দাবাগ্নিরূপ অগ্নির অধ্যাহা করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়, অগ্নি ঘাস প্রভৃতি তৃণ ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষাদি ভক্ষণে প্রবৃ হইয়াছেন। কারণ মন্ত্রের পরের অংশেরই বাংলা অনুবাদ 'তখন উহার দীপ্তি প্রবাহি হয়।" দাবাগ্নি দ্বারা যখন বন-জঙ্গল দগ্ধ হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ তৃণাদি দগ্ধ হয় ক্রমশঃ বৃক্ষাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ হয়। বন-জঙ্গলাদি দগ্ধ হইবার সময় এক প্রকার শব্ হইতে থাকে। যখন অগ্নি বৃক্ষাদি পোড়াইতে থাকে তখন উহার তেজ সম্যক্‌রূপে প্রকাশি হয়। কারণ তৃণাদি পোড়াইবার সময় যে আগুন থাকে, বৃক্ষাদি পোড়াইবার সময় তাহা শ গুণে বর্দ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ ভাষ্যকার এইরূপই একটা চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন মন্ত্রের সঙ্গে সেই চিত্রের কোন যোগ থাকুক বা না থাকুক, সে পরের কথা; কিন্তু তিনি যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেই চিত্র অঙ্কিত করিলেই যে কি ভাব প্রকাশ পাইত তাহাও আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের শেষাংশে প্রত্যক্ষ-স্তুতি আছে। অগ্নিকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে— "হে অগ্নি! তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ম্ম হয়।" সম্ভবতঃ ভাষ্যকারের ধারণা এই যে, দাবাগ্নিতে বনজঙ্গল দগ্ধ হইয়া গেলে তখন কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার পড়িয়া থাকে, অথবা সমস্ত দগ্ধস্থান কৃষ্ণব হয়। কিন্তু ইহা দ্বারাও যে কি ভাব আসে তাহা বুঝাগেল না।

মোটের উপর সমগ্র মন্ত্রটীর প্রচলিত ব্যাখ্যাই জটিলতায় পূর্ণ এবং আমাদের ধারণা মন্ত্রে মূলভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখন আমাদের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক আমরা মনে করি মন্ত্রটী ভগবানের মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবান্ যখন কৃপা করেন তখন সাধক অবিলম্বে সর্ব্ববিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। তখন সাধকের চক্ষুর সম্মুখে অজ্ঞানতার যে ঘনকৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত থাকে তাহা অবিলম্বে সরিয়া যায়, সাধক আপনার দিব্যদৃষ্টিবলে তখন অনন্ত ভবিষ্যৎ, অনন্ত দেশের বাস্তব দৃশ্য দেখিতে পান। ভগবান্ নিজে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া

পাপমোহ অজ্ঞানতার ঘনকৃষ্ণ কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে—"প্রোণৎ"—জ্ঞানদান করিয়া, জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞানতাই জগতের ভীষণতম অন্ধকার। বস্তুর স্বরূপকে লুক্কায়িত রাখিতে, বস্তু-সম্বন্ধে ভ্রম-জ্ঞান জন্মাইতে অজ্ঞানতা অদ্বিতীয়। সুতরাং যখন হৃদয়ে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়া উঠে, যখন সাধক আপনার হৃদয়স্থ ভীষণতম অন্ধকাররাশি অপনীত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা আপনার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহার নিকট হইতে মোহমায়া দূরে পলায়ন করে, পাপ পরাজিত হয়। ভগবৎকৃপায় যিনি একবার হৃদয়ে এই দিব্যজ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য হয়, তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান ভগবৎশক্তি অথবা ভগবানই জ্ঞানময়, সুতরাং হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক পাইলে মানুষ দেবতা হয়, তাঁহার অন্তরস্থ সমস্ত সদ্‌বৃত্তিরাজী শক্তি লাভ করে। মন ভগবন্মুখীন হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই মন্ত্র বলিতেছেন, "আৎ কৃষ্ণং ব্রজনং অস্য অনুবাতঃ বাতি" অর্থাৎ তখন সাধকের পথ ভগবানের অভিমুখী হয়। তাহার পূর্ব্বজীবনের অন্ধকারময় পথ জ্ঞানালোকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি অনায়াসেই জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত করেন। তাঁহার অন্ধকারময় পথ ভগবৎকৃপায় দিব্যালোকিত রাজবর্ত্মে পরিণত হয়। সাধক তখন তাঁহার জীবনকে ভগবানের নির্দেশানুসারে পরিচালিত করেন, অথবা ভগবানই সাধকের জীবনকে নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করেন, তাঁহাকে আপনার নিজস্ব করিয়া লয়েন। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশ ভগবানকে সাক্ষাৎ সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভগবানের মহিমাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি অধঃপতিত জনের পরম বন্ধু। তাঁহার হৃদয় হীনপতিত জনের দুঃখে বিগলিত হয়। তাঁহার যে দিব্যজ্যোতিঃ, তাহা কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জন্যই নয়; পাপীতাপী দুর্ব্বল হীন পতিত সকলই তাহাতে একদিন না একদিন পতিত হইবে। ভগবানের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। তাঁহার অপার করুণা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে। হীন পাপীর প্রতিও তিনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহেন, তাহাদের প্রতিও তিনি স্নেহশীল।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যদি তিনি পাপীর প্রতিও সমান স্নেহশীল তবে পাপীর শাস্তি বিধান করেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার করুণার দান—"সম্পদবিপদ তাঁহারি আশীষ, তাঁহারি স্নেহের দান।" তিনি শাস্তি বিধান করেন বলিয়াই পাপী পাপপথ পরিত্যাগ করে, পুণ্যের পথে, সৎকর্ম্মের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নতুবা নিরঙ্কুশ অবস্থায় সে পাপের অধঃপতনের অধস্তন স্তরে উপনীত হইবে। এই শাস্তি মঙ্গলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। তাই শাস্তিও তাঁহার আশীর্ব্বাদ। সমগ্র মন্ত্রেই ভগবানের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৬খ—১সূ ২সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩
উচ্চা তে নবজাতস্য বৃষ্ণোঽগ্নে
১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
চরন্ত্যজরা ইধানাঃ।
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১
অচ্ছা দ্যামরুষো ধূম এষি সং দূতো
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২
অগ্ন ঈয়সে হি দেবান্॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'নবজাতস্য' (নবপ্রাদুর্ভূতস্য—সাধকহৃদি ইতি যাবৎ) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষকস্য) 'যস্য' 'তে' (তব) 'অজরা' (নবীনাঃ, নিত্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইধানাঃ' (ইধ্যমানাঃ, প্রজ্বলিতাঃ, ঐকান্তিকাঃ ইতি ভাবঃ) প্রার্থনাঃ 'উচ্চরন্তি' (উদ্গচ্ছন্তি, ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ) 'অধূমঃ' (ধূমরহিতঃ, অজ্ঞানতাশূন্যঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'দূতঃ' (দূতস্বরূপঃ সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) 'অরুষঃ' (আরোচমানঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) সঃ ত্বং 'দ্যাং অচ্ছ' (দ্যুলোকং প্রতি) 'সং এষি' (সম্যক্রূপেণ গচ্ছসি); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) ত্বং 'হি' (এব) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'ঈয়সে' (প্রাপ্নোষি) নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। জ্ঞানিনঃ ভগবৎপরায়ণাঃ ভবন্তি; জ্ঞানেন লোকাঃ ভগবৎসামীপ্যং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ-১সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! সাধকহৃদয়ে নবপ্রাদুর্ভূত অভীষ্টবর্ষক যে আপনার নিত্য, ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানতানাশক সৎকর্ম্মে দূতস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সেই আপনি দ্যুলোকের প্রতি সম্যক্রূপে গমন করেন; হে জ্ঞানদেব! আপনিই দেবভাবদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—জ্ঞানিগণ ভগবৎপরায়ণ হয়েন; জ্ঞানের দ্বারা লোক ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হয়)। (৯অ—৬খ—১সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'নবজাতস্য' নূতন-প্রাদুর্ভূতস্য 'বৃক্ষঃ' বর্দ্ধিতুঃ 'যস্য' 'তে' তব 'অজরা' জরা-রহিতা জ্বালা 'ইধানাঃ' ইধ্যমানা বা 'উচ্চরন্তি' উদ্গচ্ছন্তি। হে 'অগ্নে'! 'অরুষঃ' আরোচমানঃ 'ধূমঃ' ধূমযুক্তঃ 'দূতঃ' ত্বং 'গামচ্ছ' দ্যুলোকং প্রতি 'সমেষি' সম্যগ্ গচ্ছসি, পশ্চাৎ তত্রত্যান্ 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন 'ঈয়সে হি' প্রাপ্নোষি খলু। যদ্বা, হে অগ্নে! ত্বদীয়ো যো ধূমঃ দ্যুলোকং প্রতি এষি গচ্ছতি, পুরুষব্যত্যয়ঃ; ত্বমপি দেবান্ প্রাপ্নোষি। 'এষি'—'এতি'—ইতি পাঠৌ। ৩॥

• • •

তৃতীয় (১২১৯) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য মন্ত্রের 'নবজাতস্য' পদটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানকে এখানে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। জ্ঞান তো চিরপুরাতন, অনন্ত, তবে জ্ঞান 'নবজাত' হইল কিরূপে? জ্ঞান চিরপুরাতন, জ্ঞান অনন্ত সত্য, কিন্তু বিশিষ্ট মানবজীবনের নিকট তাহা নূতন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই পৃথিবী অতি পুরাতন সত্য, কিন্তু আজ যে নূতন অতিথি আসিয়া পৃথিবীর দ্বারদেশে আপনার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল তাহার নিকট পৃথিবী একেবারেই নূতন। তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণু পর্য্যন্ত, বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী, মানুষ ঘর-বাড়ী প্রভৃতি সমস্ত তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই সকলের কোন কিছুরই সহিত তাহার পরিচয় নাই। যে দিকে চক্ষু ফিরায়, সেই সমস্তই তাহার নিকট নূতন ঠেকে, অথচ এই সকল বস্তুই তাহার আগমনের বহুপূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। কোনও ব্যক্তি যদি দেশ-ভ্রমণে বাহির হয়, তাহা হইলে ভ্রমণকারীর অজানিত কোন দেশের সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়, অথচ প্রত্যেকটী বস্তু তাহার দেশভ্রমণের বহুপূর্ব্ব হইতেই সেখানে আছে। তাহাদের একটীও নূতন নয়, নূতন—সেই বস্তুর সহিত ভ্রমণকারীর পরিচয়। ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞান নিত্য প্রাচীন হইলেও ব্যক্তিবিশেষের নিকট তাহা নূতন, কারণ জ্ঞানের সহিত সেই ব্যক্তির পরিচয় নূতন।

তাই সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে সেই জ্ঞানকে 'নবজাত' বলা হইয়াছে। সেই জ্ঞান মানুষকে নূতন জীবন প্রদান করে। জ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ অনেক পরিমাণে পশুভাবের অধীন থাকে, পাপ-মোহ প্রভৃতির আধিপত্য তাহার জীবনে প্রবল হয়, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবন-ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, জীবনে নূতন ভাবধারা নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই ভাব ও চিন্তা তাহাকে নূতন পথে পরিচালিত করে। তাহার পূর্ব্বজীবনের সহিত নূতন জীবনের অনেক পার্থক্য জন্মিয়া যায়। মোটের উপর মানুষ নবজন্ম লাভ করে। সেই জ্ঞান মানুষকে সকল কার্য্যে পরিচালিত করে, জ্ঞানের প্রভাবে তাহার জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত হয়। জ্ঞান তাহার সত্তার মধ্যে মিলিয়া যায়। তাই তিনি যে কার্য্য করেন তাহা জ্ঞানেরই কার্য্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

তাই বর্ত্তমান মন্ত্রে জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞান-প্রাপ্ত সাধকেরই কার্য্য। জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হয়েন, জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সেই সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলেন। ভগবদারাধনা জীবনের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য বলিয়া তিনি প্রার্থনাপরায়ণ হয়েন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—জ্ঞানই ভগবানের প্রতি প্রার্থনা প্রেরণ করে, জ্ঞানের প্রার্থনাই ভগবৎসামীপ্য লাভ করে। "জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে"—এই বাক্যের মধ্যে একটী নিগূঢ়ভাব নিহিত আছে। প্রার্থনা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত না হইলে, তাহা মানবের লক্ষ্যসাধনের, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত না হইতেও পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে কিরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানের কৃপালাভ করা সম্ভবপর, কোন্ প্রার্থনা মোক্ষদায়ক। তাই তিনি সেই পরম অভীষ্ট সাধক প্রার্থনা দ্বারা আপনার মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ মানুষ হয় তো মোহ-বশে পার্থিব ধনসম্পৎ প্রভৃতি অসার বস্তুর জন্য প্রার্থনা করে, তাহাতে মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে নিজকে আরও গভীরতর মায়াপাশে জড়িত করিয়া ফেলে। জ্ঞানের প্রভাবে সেই মোহপাশ কাটিয়া যায়, কাচ ও কাঞ্চনের পার্থক্য অনুভব করিতে পারে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি অসার বাহ্যচকচিক্যময় কাচের প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া যথার্থ কাঞ্চন লাভের প্রার্থনা করেন, এবং তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয়েন না। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের প্রার্থনার মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তাই জ্ঞানীর প্রার্থনার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"জ্ঞানের প্রার্থনা ভগবৎসামীপ্য লাভ করে।"

প্রার্থনার প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—"নিত্যা ঐকান্তিকা" প্রার্থনা। প্রার্থনা সাধকের হৃদয়ে অহর্নিশ উত্থিত হইতেছে, বিরাম বিশ্রাম নাই, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সাধকের হৃদয়ে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, জ্ঞানী সাধকের হৃদয় হইতে প্রার্থনা পরায়ণতা কখনও বিনষ্ট হয় না, উহা চির-জাগরূক থাকে, উহার ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই, হ্রাস নাই—তাই সেই প্রার্থনাকে 'নিত্যা' বলা হইয়াছে। সেই প্রার্থনা—'ঐকান্তিকা'। কেবলমাত্র মুখের দুইটা কথা উচ্চারণ করিলেই প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনার সঙ্গে সাধকের সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, সমগ্র সত্তার যোগ থাকা চাই। কর্ম্ম বাক্য মন সমস্ত সেই প্রার্থনায় মিলিত হইলে তাহা 'ঐকান্তিকা' প্রার্থনা হয়, আর সেই প্রার্থনা দ্বারাই মোক্ষলাভ ঘটে। নতুবা ভগবানের নিকট একটুখানি লোকদেখানো প্রার্থনা করিলেই কিছু হয় না। প্রার্থনার সহিত সাধকের সমগ্র সত্তা মিশিয়া যাইবে। যেন প্রার্থনা ব্যতীত তাহার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই, জীবন মৃত্যু সুখ দুঃখ সমস্তই সেই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিবে। তবেই প্রার্থনা সফল হয়, মোক্ষদায়ক হয়। এরূপ প্রার্থনা সম্ভবপর হয়—হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে। তাই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—"সদ্যজাতস্য তব অজরা ইধানাঃ উচ্চরন্তি।"

আচ্ছা এই রূপ প্রার্থনার ফল কি? তাহা মন্ত্রের পরের অংশে বর্ণিত হইয়াছে। "সেই জ্ঞান দ্যুলোকে গমন করেন" অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি মোক্ষলাভ করেন। যাঁহার হৃদয়ে

জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত, যিনি ঐকান্তিক প্রার্থনা-নিরত, তাঁহার মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রের মধ্যে জ্ঞানের এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

প্রচলিত ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে অগ্নি-পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাব যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। বঙ্গানুবাদটী এই,— "হে অগ্নি! তোমার নবজাত অভীষ্ট যে জরারহিতা শিখা সমিদ্ধ হইয়া উদ্গত হয়, (তাহার) আরোচমান ধূম দ্যুলোকে গমন করে, হে অগ্নি! তুমি দূত হইয়া দেবগণকে সম্প্রাপ্ত হইয়া থাক।" যাহা হউক, আমরা কি ভাবে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই অবগত হওয়া যাইবে। (৯অ-৬খ-১সূ-৩সা)। *

—*—

প্রথমং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
তমিন্দ্রং বাজয়ামসি মহে বৃত্রায় হন্তবে।
১ ২র ৩ ১ ২
স বৃষা বৃষভো ভুবৎ ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম মনঃ! বয়ং 'মহে' (উৎসবে, আত্মোদ্বোধনরূপে মহতি যজ্ঞে) 'বৃত্রায়' (বৃত্রং—অজ্ঞানতারূপং শত্রুং) 'হন্তবে' (হন্তুং, বলি-প্রদানায়) 'ইন্দ্রং' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনং) 'তং' (ভগবন্তং) 'বাজয়ামসি' (আরাধন); 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণশীলঃ) 'সঃ' (ভগবান্) 'বৃষভঃ' (অভীষ্টপূরকঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু)। অজ্ঞাননাশকঃ স ভগবান্ অস্মাকং পূজয়া তৃপ্তঃ সন্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার মন! আত্মোদ্বোধন-রূপ এই মহান্ যজ্ঞে তোমার অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে বলিদানের জন্য পরমৈশ্বর্য্যশালী সেই ভগবান্ তোমার অভীষ্টপূরক হউন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞাননাশক সেই ভগবান্ আমাদিগের পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন।)। (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার সপ্তম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজমানা আহুঃ—'তং' পূর্ব্বোক্তং 'ইন্দ্রং' 'বাজয়ামসি' বাজয়ামঃ সোমেন স্তুতিভিঃ 'বাজবন্তং' বলবন্তং কুর্ম্মঃ। কিমর্থং? 'মহে' মহান্তং 'বৃত্রায়' অপামাবরকং বৃত্রাসুরং 'হন্তবে' হন্তুং সোমপানেন মত্তঃ স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্ বৃত্রহন্তবে। বাজয়ামসি - বাজবন্তং করোতীত্যর্থে 'তৎকরোতীতি (৩।১।২৫ বা০) ণিচ্, ণাবিষ্ঠবৎ (৩।১।২৫ বা০)' - ইতি প্রেষ্ঠবদ্ভাবাৎ 'টেঃ (৬।৪।১৫৫)'—ইতি টি-লোপঃ, 'বিন্মতোর্লুক্ (৫।৩।৬৫)'—ইতি মতুপো লুক। 'বৃষা' ধনানাং সেক্তা দাতা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বৃষভঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং সোমস্য দাতৄণাং ধনাদি-সেচকো দাতা 'ভুবৎ' ভবতু॥ (৯অ—৬খ—২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (১২২০) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যানুসারে মন্ত্রের অর্থ হয়—"যজমানগণ বলিতেছেন—এস, আমরা সেই পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ ইন্দ্রকে সোমের দ্বারা এবং স্তবের দ্বারা বলবান্ করি। কেন? না—মহান্ জলের আবরক সেই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে। সোমরস পানে মত্ত অথবা স্তবের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, ধনদাতা সেই ইন্দ্র আমাদিগের (স্তবকারীর ও সোমরস দান-কারিগণের) ধনাদি দাতা হউন।"

দেখিতেছি, মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার "যজমানা আহুঃ" দুইটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। তার পর, তাঁহারা (যজমানগণ) বলিতেছেন—'সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রকে বধ করা যাউক।'

অধ্যাহৃত পদদ্বয়-সম্পর্কে এবং মন্ত্রের ঐরূপ অর্থ-পরিগ্রহণ সম্বন্ধে মনে যে সকল সংশয়-সন্দেহের উদয় হইতে পারে, প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ, কেন "যজমানা আহুঃ" পদদ্বয় অধ্যাহার করি? পূর্ব্বে বা পরে কোনও সম্বন্ধ নাই; হঠাৎ ঐ দুই পদ অধ্যাহারের কি প্রয়োজন আছে? আমরা বলি, পূর্ব্ব-মন্ত্রেরও যাহা সম্বোধ্য, এই মন্ত্রেও তাহারই সম্বোধন আছে। মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-সূচক ও প্রার্থনামূলক। এখানেও আপনাকে বা আপনার মনকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। তার পর, সোমের দ্বারা ইন্দ্রকে বলবান্ করিয়া বৃত্রবধে প্রোৎসাহিত করায়, মনে হয়, ভগবান্ ইন্দ্রদেব যেন বলবান্ নহেন; আর মনে হয়, মাদক-দ্রব্য-দানে তাঁহাকে যেন বলবান্ বা উত্তেজিত করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ব্যাখ্যায় ('সোমপানেন মত্তঃ'—এইরূপ প্রতিবাক্যে) মনে কলুষ-চিন্তারই উদয় হয়। পরম-পূজ্য বেদের ব্যাখ্যায় ঐরূপ ভাব (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু সায়ণের ভাষ্য হইতেই ঐ ভাব

পরিহারের উপাদান পাঠকগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেন-না, তিনি "সোমপানেন মত্তঃ" লিখিয়াই পরক্ষণেই "স্তুতিভির্ব্বা স্তুতঃ সন্" অর্থ লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, বেদপুরুষ যেন আপনিই প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পদটি আছে মাত্র—'বাজয়ামসি।' ঐ পদের মূলীভূত ধাতুর একটী অর্থ 'বল' বা 'শক্তি'। তাহা হইতে কতদূর টানিয়া তাহার সহিত সোমরস-রূপ মাদক-দ্রব্যের সম্বন্ধ আনয়ন করা হইয়াছে, ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। 'বাজ' পদ 'বজ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ, 'বেগ' (বল) হয়, 'অন্ন' হয়, 'যজ্ঞ' হয়, 'পূজা-জপাদির সমাপক মন্ত্র' হয়; স্থল-বিশেষে এক প্রকার মত্ততাও হইয়া থাকে। কিন্তু সেই 'মত্ত' অর্থের ভাব এখানে কেন পরিগ্রহণ করি? ঐ পদে যখন পূজা-জপাদি অর্থ প্রাপ্ত হই, আর সেই অর্থেই যখন মন্ত্র সদ্ভাব দ্যোতনা করে এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে; তখন কেনই বা বেদগ্লানিকর ভগবন্মহিমা-খর্ব্বকর অর্থ গ্রহণ করিতে যাই?

'বৃত্র' প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের বিষয় আমরা বহু ক্ষেত্রে আলোচনা করিয়াছি 'বৃত্র' পদে 'অজ্ঞানতা'-রূপ শত্রু বুঝায়। * এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, এ মন্ত্রে মনকে অজ্ঞানতা-নাশের জন্য (অজ্ঞানতার সহচর কামক্রোধাদিকে বিধ্বস্ত করার জন্য) ভগবানের শরণ লইতে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, তদুদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃসাধক। ইহাই মন্ত্রের ভাবার্থ। (৯অ-৬খ-২সূ-১সা)। †

---

* 'বৃত্র' পদে কত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইতে পারে এবং কি ভাবে কোন্ অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐন্দ্রসূক্ত-সমূহে লক্ষ্য করুন। এ পক্ষে মৎসম্পাদিত 'ঋগ্বেদ-সংহিতার' প্রথম মণ্ডলের চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, দ্বাত্রিংশৎ প্রভৃতি সূক্তের আলোচনা দেখুন। বৃত্রের ও ইন্দ্রের যুদ্ধ বিষয়ে যত প্রকার ভাব অধ্যাহৃত হইতে পারে, তাহার সার নিষ্কর্ষ ঐ সকল স্থলে দেখিতে পাইবেন।

১। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ৭ ঋক্ (৬ অষ্টক, ৬ অধ্যায়, ২২ বর্গের অন্তর্ভুক্ত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (২অ-১খ-১দ-৫সা) পরিদৃষ্ট হয়। ইহার ঋষি—শ্রুতকক্ষ (মতান্তরে—সুকক্ষ)।

† মন্ত্রান্তর্গত 'বাজয়ামসি', 'মহে', 'বৃত্রায়', 'হন্তবে', 'বৃষভঃ', 'ভুবৎ' প্রভৃতি পদের ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা ভাষ্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'বাজয়তি' ইতি নিঘণ্টু-তৃতীয়-চতুর্দ্দশে পঞ্চত্রিংশত্তমং পদং। "ইদন্তোমসি" (৭।১।৪৬) ইতি মসইগাগমে রূপং। 'মহে' ও 'বৃত্রায়' পদদ্বয়ে—"দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী" (অ৪ ৯৮); এবং 'হন্তবে' পদে—"তুমর্থে সেসেন" (৩.৪।৯) ইতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিরুক্ত (৯৩১) মতে "বর্ষনাদ্ বৃষভঃ" এই সূত্রে 'বৃষভঃ' পদের উৎপত্তি। 'ভুবৎ' পদ "লেটোরূপং"। 'বাজয়ামসি' পদের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিরুক্ত-মতেরই অনুসারী।

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ১র ২র ৩ ২
ইন্দ্রঃ স দামনে কৃত ওজিষ্ঠঃ স বলে হিতঃ

৩ ২ ৩ ২উ ৩ ২
দ্যুম্নী শ্লোকী স সোম্যঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ সঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'দামনে' (সাধকেভ্যঃ পরমধন-দানায়) 'কৃতঃ' (বিহিতঃ, আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি ভাবঃ); 'ওজিষ্ঠঃ' (বলবত্তম সর্ব্বশক্তিমান্) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'বলে' (সাধকানাং আত্মশক্তৌ) 'হিতঃ' (নিহিতঃ, বর্ত্তমানঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); 'দ্যুম্নী' (জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'শ্লোকী' (শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'সঃ' (সঃ দেবঃ) 'সোম্যঃ' (সোমৈঃ যঃ সম্ভজ্যতে, শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ ভবতি ইতি শেষঃ)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ সাধকেভ্যঃ পরমধনং প্রযচ্ছতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ সঃ দেবঃ শুদ্ধসত্ত্বেন আরাধনীয়ঃ—ইতি ভাবঃ। (৯অ ৬খ ২সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ সেই বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা সাধকদিগকে পরমধন দান করিবার জন্য আরাধনীয় হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ সেই দেবতা সাধকদিগের আত্মশক্তিতে বর্ত্তমান থাকেন; জ্যোতির্ম্ময়, প্রার্থনীয় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—ভগবান্ সাধকদিগকে পরমধন প্রদান করেন; জ্যোতির্ম্ময় সেই দেবতা শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা আরাধনীয় হয়েন।)॥ (৯অ—৬খ—২সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দামনে' স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি-দানায়ৈব 'কৃতঃ' প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ। কিঞ্চ 'ওজিষ্ঠঃ' ওজস্বিতমঃ 'সঃ' এবেন্দ্রঃ 'বলে' বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ সোম-পানার্থঞ্চ নিহিত ইত্যর্থঃ। 'দ্যুম্নী'। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বেতি (নিরু০ নৈ০ ৫।৫) যাস্কেনোক্তত্বাৎ। যশস্বী অন্নবান্ বা অতএব 'শ্লোকী' শ্লোকঃ স্তুতিঃ তদ্বান্ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'সোম্যঃ' সোমার্হো ভবতি। 'বলে'—'মদে'—ইতি পাঠৌ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২১) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রথমতঃ আলোচ্য-মন্ত্রে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,- "সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বী, তিনি সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী স্তুতিমান ও সোমার্হ।"

এই অনুবাদটী বহুপরিমাণে ভাষ্যানুযায়ী। সুতরাং ভাষ্যের আলোচনা দ্বারাই আমরা প্রচলিত মত অনুধাবন করিতে সমর্থ হইব।

মন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত এবং ভাষ্যাদিতেও উহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশ—"ইন্দ্রঃ দামনে কৃতঃ"। তাহার ভাষ্যার্থ,—"স্তোতৃভ্যঃ ধনাদি দানায়ৈব প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ স্তোতাদিগকে ধনাদি দান করিবার জন্যই প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভাষ্যকার ইন্দ্রকে ধনাধিপতি বলিয়াছেন আমরা পূর্ব্বাপরই 'ইন্দ্র' শব্দের 'বলৈশ্বর্য্যাধিপতি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ভগবান যে ভাবে যেরূপে সাধককে শক্তি ও পরমধন দান করেন, বেদে সেই ভাব বা রূপকেই 'ইন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রে ভাষ্যকারও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রকে ঐশ্বর্য্যাধিপতি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন—"প্রজাপতিনা সৃষ্টঃ" অর্থাৎ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা বেদের অন্যত্রও 'প্রজাপতি' এবং 'ইন্দ্র' পদ পাইয়াছি। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহা ভগবানের বিভিন্ন বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তবে এখানে প্রজাপতি ইন্দ্রকে সৃষ্ট করিলেন কিরূপে? দেবতা কি তবে বহু? এক দেবতা কি অন্য দেবতাকে সৃষ্টি করেন? বেদ অন্যত্র বলিতেছেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"- তিনি এক, সাধকগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এখানে তাঁহার বহু নামরূপের একটা কারণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভূতিকে সাধক বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন রূপের কল্পনা করেন। সেই বিভিন্ন নাম ও রূপ বাস্তবিক-পক্ষে সেই এক অনন্ত নাম ও রূপের অন্তর্গত। অথবা দার্শনিকের ভাষায় বলা যায়—তিনি অনাম, অরূপ।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে—ভাষ্যকার যে এখানে এক নামরূপকে অন্য নামরূপের বা বিভূতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেন তাহার অর্থ কি? ইহার দুইটী উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ সাধক যে নামরূপের উপাসক, ভগবানের যে বিভূতি তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তিনি ঐকৈকতা লাভের জন্য সেই নামরূপকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করেন। সুতরাং তাঁহার নিকট তাঁহার উপাস্য-রূপই ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় তিনি এই এক নামরূপ ব্যতীত অন্য নামরূপ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্য যে বিভূতি আছে, তাহা তাঁহার আরাধ্য-বিভূতির রূপান্তর অথবা তাহা দ্বারা সৃষ্ট, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ থাকে। এমন কি জ্ঞানী ভক্ত হনুমানও বলিয়াছেন,

> "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি
> তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।"

অর্থাৎ আমি জানি যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অভেদ, তথাপি আমার একমাত্র ইষ্টদেব—শ্রীরামচন্দ্র। অন্য কাহাকেও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহা একৈকতা সাধনার উদাহরণ।

বর্ত্তমান মন্ত্রেও এই দিক হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট"—এই ব্যাখ্যার কোন অসঙ্গতি দোষ হয় না। অথবা অন্যদিক দিয়াও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করা যাইতে পারে। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ—আত্মসৃষ্ট। তাঁহার এক বিভূতি দ্বারা অন্য বিভূতি সৃষ্ট হইয়াছে—একথা বলায় তাঁহার আত্মসৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং "ইন্দ্র প্রজাপতি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন" এই ব্যাখ্যায় বস্তুতঃ কোন দোষ হয় না।

কিন্তু আমরা এই ভাষ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ মন্ত্রে সৃষ্ট হওয়ার কোনই প্রসঙ্গ নাই। মূলে আছে—"ইন্দ্রঃ সঃ দামনে কৃতঃ"। ইহা হইতে "ইন্দ্র প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন"—এভাব আসিতে পারে না। ভগবান্ মানুষকে পরমধন প্রদান করিবার জন্য আরাধিত হয়েন—এই ভাবই আসে। মানুষ যাহার নিকট হইতে কোনরূপ উপকার পায়, তাহার নিকটই কৃতজ্ঞতাবশে অবনতমস্তক হয়। ভগবানের নিকট হইতে মানুষ এমন রত্ন লাভ করে যাহা তাহার জীবনকে সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া দেয় সুতরাং মানুষ স্বভাবতঃই ভগবানের নিকট প্রার্থনাপরায়ণ হয়। তিনিও আপনার অনন্ত ধনভাণ্ডার তাঁহার প্রিয় সন্তানের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখেন। মানুষ তাঁহার চরণে প্রণত হয়। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"ওজিষ্ঠঃ সঃ বলে হিতঃ।" এই অংশের 'বলে' পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিতেছেন,—"বলবতি সোমে প্রজাপতিনা সৃষ্টিকালে নিহিতঃ, সোমপানার্থং নিহিতঃ ইত্যর্থঃ" অর্থাৎ বলযুক্ত সোমের মধ্যে প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্টিকালে স্থাপিত এবং সোমপানের জন্যও স্থাপিত। ব্যাখ্যা হইতে এই বুঝা যায় যে,—সৃষ্টিকালে ইন্দ্রকে প্রজাপতি সোমের মধ্যে সোমপানের জন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক ইন্দ্রের সৃষ্টির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইন্দ্রকে একেবারে সোমরসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন—একথাটা ইন্দ্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য-সূচক বটে। 'সোম' বলিতে যদি প্রচলিত অর্থানুসারে সোমরস নামক মাদকদ্রব্যকে বুঝায় তাহা হইলে মন্ত্রাংশের একটা বীভৎস-ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাহা এই ইন্দ্র এত বড় মদ্যপ যে, জন্মমাত্র তাঁহাকে মদের মধ্যে একেবারে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বটে। সোম বলিতে যদি ঐশ্বরিক শক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব বুঝায় তাহা হইলে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার একটা অর্থ পাওয়া যায়। তাহা এই যে, ভগবান ও তাঁহার শক্তি অভিন্ন ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বরূপ তাঁহার শক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ তো দুরার্থ কল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ মাত্র একটী শব্দ—'বলে'র উপর নির্ভর করিয়া ভাষ্যকার একেবারে প্রকাণ্ড এক ব্যাখ্যাজাল বুনিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা তাহার কোন সার্থকতা দেখি না। আমাদের মতে শক্তির অধিপতি ভগবান্ সাধকদিগের আত্মশক্তির মধ্যে বিরাজিত থাকেন। তাঁহার আবির্ভাবেই মানুষ শক্তিলাভ করে, তাঁহার শক্তির কণালাভ করিয়াই মানুষের মধ্যস্থিত সকল শক্তির বিকাশ হয়। অথবা মানুষের মধ্যেও যে শক্তির

বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, বস্তুতঃ উহা সেই শক্তিময়েরই শক্তিকণা। মানুষের মধ্যে, জগতে যে শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহারই শক্তির বিকাশ, মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পারি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ,—"হ্বান্নী শ্লোকী সঃ সোমাঃ"। সেই পরম তেজস্বী দেবতাকে মানুষ হৃদয়ের শুদ্ধসত্ব-দ্বারা আরাধনা করে অর্থাৎ আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রাংশে ভগবৎ-সাধনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের আরাধনা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হৃদয়ের বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব। আমাদের ধারণা মন্ত্রের শেষাংশে এই সাধন-প্রণালীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে॥ (৯অ-৬খ—২সূ—২সা)॥ *

তৃতীয়ং সাম।

(ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

গিরা বজ্রো ন সম্ভৃতঃ সবলো অনপচ্যুতঃ।

৩ ২ ৩ ১র ২র

ববক্ষ উগ্রো অস্তৃতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রঃ ন' (বজ্রতুল্যঃ, কঠোররিপুনাশকঃ রক্ষাস্ত্রতুল্যঃ ইত্যর্থঃ) 'সবলঃ' (পরমশক্তিশালী) 'অনপচ্যুতঃ' (অন্যৈঃ অপরাজিতঃ, অপরাজেয়ঃ) 'উগ্রঃ' (মহাতেজস্বী) 'অস্তৃতঃ' (অহিংসিতঃ, অজাতশত্রুঃ) সঃ পরমদেবঃ 'গিরা' (প্রার্থনয়া) 'সম্ভৃতঃ' (তৃপ্তঃ প্রীতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) অস্মভ্যং 'ববক্ষ' (দাতুং ইচ্ছতু, প্রযচ্ছতু—পরমধনং ইতি শেষঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরমশক্তিমান্ ভগবান্ অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু - ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৬খ-২সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বজ্রতুল্য অর্থাৎ কঠোররিপুনাশক, রক্ষাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী, অপরাজেয়, মহাতেজস্বী, অজাতশত্রু সেই পরমদেবতা প্রার্থনা দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরমধন দান করুন)। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—পরমশক্তিমান্ ভগবান্ আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—১খ—২সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাশীতিতম (অথবা বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গিরা' স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ 'সম্ভৃতঃ' উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'বজ্রো ন' বজ্র আয়ুধং তৎকর্ত্তৃভিঃ শিতধারো যথা ভবতি তীক্ষ্ণীক্রিয়তে তদ্বৎ স্তোতৃভিঃ স্তুত্যা সম্ভৃতঃ, অতএব 'সবলঃ' বল-সহিতঃ তস্মাদ্ 'অনপচ্যুতঃ' পরৈরপ্রচ্যুতঃ অনভিগত ইত্যর্থঃ, তাদৃশঃ 'উগ্রঃ' মহান 'অস্তৃতঃ' যুদ্ধে শত্রুভিরহিংসিত ইন্দ্রঃ 'ববক্ষে' স্তোতৃভ্যো ধনাদিকং বোঢ়ুমিচ্ছতি। 'উগ্রঃ'-'ঋষঃ'-ইতি পাঠৌ। (৯অ-৬খ ২সূ-৩সা)॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ॥

* * *

তৃতীয় (১২২২) সামের মর্ম্মার্থ।

——:§:—§:——

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদেবতার নিকট পরমধন-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীকে নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"স্তুতিবাক্যের দ্বারা বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণীকৃত বল-সহিত অনভিভূত, মহান্ অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন।"

এই ব্যাখ্যা হইতে মন্ত্রের প্রকৃত ভাব উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে একটী উপমা "বজ্রঃ ন" অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় রিপুনাশক। বজ্রই ভগবৎশক্তি, অথবা ভগবানের ব্রহ্মাস্ত্ররূপে জগতের রিপুদিগকে বিনাশ করে। কিন্তু ভাষ্যকার এই উপমার একটী অপূর্ব্ব অর্থ করিয়াছেন; যথা,—"গিরা স্তুতি-লক্ষণয়া বাচা স্তোতৃভিঃ সম্ভৃতঃ উৎপাদিতঃ তীক্ষ্ণীকৃতঃ"। অর্থাৎ স্তুতিলক্ষণ বাক্যের দ্বারা স্তোতাগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত—তীক্ষ্ণীকৃত। উৎপাদিত শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু উৎপাদনের সহিত তীক্ষ্ণ করার কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা মোটেই অনুধাবন করিতে পারি নাই। তারপর স্তুতি-দ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ করা যায় কিরূপে? অস্ত্রকেই তীক্ষ্ণ করা যায়, কিন্তু দেবতাকে যে তীক্ষ্ণ করা যায় তাহা একটু অদ্ভুত নয় কি? তবে তীক্ষ্ণ করার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমরা 'সম্ভৃতঃ' পদে 'তৃপ্তঃ', 'প্রীতঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ভরণার্থক ও তৃপ্ত্যর্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'সম্ভৃতঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পদে তৃপ্ত, প্রীত অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। এই অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রের অর্থ-সৌষ্ঠবও সাধিত হয়। বজ্রের কঠোরতা লইয়া তিনি রিপুদিগকে শাসন করেন। আবার কুসুমের কোমলতা লইয়া মানবকে পালন করেন। আপনার মঙ্গলময় ক্রোড়ে স্থানদান করেন। এখানে 'বজ্র' পদে তাঁহার সেই কঠোরতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও তাহার মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি 'সবলঃ' অর্থাৎ পরমবলশালী। আমরা মনে করি,—'বজ্রঃ ন' উপমার লক্ষ্যস্থল 'সবলঃ' পদ। সুতরাং পূর্ণ উপমা হইল—"বজ্রঃ ন সবলঃ" অর্থাৎ রিপুনাশক কঠোর বজ্রাস্ত্রতুল্য পরমশক্তিশালী। এই উপমা দ্বারা ভগবানের রিপুনাশিকা শক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে।

'তিনি 'অনপচ্যুতঃ'—অপরাজেয়। তাঁহাকে পরাজয় করিবার কে থাকিতে পারে? তিনিই ত্রিভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। তাঁহার শক্তিতে শক্তিবান্ হয় সমস্ত জগৎ। সুতরাং কে তাঁহার সাহত শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে? তিনি শুধু অপরাজেয় নহেন, তিনি অজাতশত্রুও বটেন। বিশ্বের সকলই তাঁহার সন্তান। তাঁহার মঙ্গলময় ইঙ্গিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি তাহা তাঁহারই বিকাশ। সুতরাং জগতে তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তাই সম্ভবপর নয়। তাঁহার শত্রু থাকিবে কে?

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে তাঁহাকে রিপুনাশক বলা হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, মানুষ মায়ামোহ পাপ প্রভৃতি রিপুগণ দ্বারা চির আক্রান্ত, তাহাদিগকে এই সকল ভীষণ রিপুকুলের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার নিজের শত্রু নাই, কিন্তু বিশ্ববাসীর মোক্ষপথের অন্তরায় দূর করিতে হইলে তাঁহাকে রক্ষাস্ত্র ধারণ করিতে হয়। তাই তাঁহাকে বজ্রী রক্ষাস্ত্রধারী বলা হয়।

প্রার্থনা-আরাধনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া মানুষ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। তিনি জগতের একমাত্র মোক্ষবিধাতা। তাই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবার জন্য মানুষ তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক মানবকে মোক্ষমার্গে পরিচালিত করেন। তাই তাঁহার নিকট পরমধন লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রান্তর্গত 'ববক্ষ' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ধনা'দ বহন করিতে ইচ্ছা করেন' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু স্তোতৃদিগকে ধন বহন করার অর্থ মোটেই সুষ্ঠু নয়। আমরা অর্থ করিয়াছি—'প্রযচ্ছতু'—প্রদান করুন। মন্ত্রের মূলভাব প্রার্থনার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যাতে বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৬থ-২য়—৩সা)। *

—— • ——

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২
অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতং সোমং পবিত্র আ নয়।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
পুনাহীন্দ্রায় পাতবে ॥ ১ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্ব্যশীতিতম (বালখিল্য সূক্ত-সহ ত্রিনবতিতম) সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বাবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত হে মম মনঃ !) ত্বং 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরকৃচ্ছ্রসাধনৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (পবিত্রং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পবিত্রে' (হৃদ্রূপে যজ্ঞাগারে ইতি ভাবঃ) 'আনয়ঃ' (প্রতিষ্ঠাপয় ইত্যর্থঃ) ; তদনন্তরং তং শুদ্ধসত্ত্বং 'ইন্দ্রায়' (পরমৈশ্বর্য্যশালিনঃ ভগবতঃ ইতি ভাবঃ) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায় ইত্যর্থঃ) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, উৎকর্ষং গময় ইত্যর্থঃ) । মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। অত্র সদ্ভাবপ্রভাবেন ভগবৎ-প্রীতিসাধনায় যাজ্ঞিকং আত্মানং উদ্বোধয়তি। ভাবার্থস্তু—সদ্ভাবপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং যেন ভগবন্তং প্রাপ্নুয়াম। (৯অ - ৭খ—১সূ - ১সা)॥

অথবা।

'অধ্বর্য্যো' (সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ !) 'অদ্রিভিঃ' (কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ) 'পবিত্রে' (পবিত্রে হৃদয়ে, হৃদয়ং পবিত্রং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সুতং' (বিশুদ্ধং) 'সোমং' (সত্ত্বভাবং) 'আনয়' (প্রাপয়) ; 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রস্য, বলৈশ্বর্য্যাধিপতিদেবস্য) 'পাতবে' (পানায়, গ্রহণায়) 'পুনাহি' (পবিত্রং কুরু, সত্ত্বভাবং ইতি যাবৎ)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ। শুদ্ধসত্ত্বলাভায় বয়ং কঠোরতপোপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ ৭খ - ১সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হে আমার মন! তুমি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা পবিত্রীকৃত শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদ্রূপ যজ্ঞাগারে প্রতিষ্ঠিত কর; তদনন্তর সেই শুদ্ধসত্ত্বকে পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের গ্রহণের জন্য পবিত্র (অর্থাৎ উৎকর্ষ সাধন) কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। এখানে সত্ত্বভাবপ্রভাবে ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য যাজ্ঞিক সাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছেন। মন্ত্রের ভাব এই যে,—সদ্ভাবপ্রভাবে সৎকর্ম্মের দ্বারা আমরা যেন ভগবানকে প্রাপ্ত হই।)। (৯অ—৭খ—১স—১সা)।

অথবা।

সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে আমার মন! কঠোর সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় পবিত্র করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হও; বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবের গ্রহণের জন্য সত্ত্বভাবকে পবিত্র কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বলাভের জন্য আমরা যেন কঠোর তপো-পরায়ণ হই।)॥ (৯অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

হে 'অধ্বর্যো'! 'অদ্রিভিঃ' গ্রাবভিঃ 'সুতং' অভিষুতং 'সোমং' 'পবিত্রে' 'আনয়' প্রাপয়। এবমেব দর্শয়ন্তি—'ইন্দ্রায়' ইন্দ্রস্য 'পাতবে' পানায় 'পুনাহি' পুনীহি পাবয়॥ 'নয়'-'আসৃজ'—ইতি পাঠৌ, 'পুনাহি'—'পুনীহি'—ইতি চ। ১।

* * *

প্রথম (১২২৩) সামের মর্ম্মার্থ।

মনই কর্ম্মের নিয়ামক। মন ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা। আমরা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করি বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে—মন। তাই উভয়বিধ অন্বয়ে 'অধ্বর্যো' পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসমর্থ হে মম মনঃ!' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কারণ, মনই সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্মসম্পাদক। মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সৎকর্ম্মসাধন প্রয়োজন। কঠোর তপঃপরায়ণ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে, মানুষ সত্ত্বভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করে। তাই জীবনের সেই চরম লক্ষ্য সাধনের জন্য সাধক নিজ মনকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আত্মোদ্বোধনাই দেখিতে পাই।

সৎকর্ম্মসাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সৎপথে অগ্রসর হওয়া অতিশয় কষ্টকর। বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। তাই 'অদ্রিভিঃ' পদে "কঠোরসৎকর্ম্মসাধনৈঃ" অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। বাধাবিঘ্ন কঠোর, তাহা দূর করা-রূপ কর্ম্মও অতিশয় কঠোর। তার পর একাগ্রচিত্ত হইয়া, জীবনপণ করিয়া কর্ম্ম না করিলে সফলতা লাভও অসম্ভব। সেই জন্য তপঃও কঠোর। সুতরাং সেই তপঃ অথবা সৎকর্ম্মকে পর্ব্বতের কাঠোরতার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। (৯অ-৭খ-১সূ—১সা)॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩　১　২　৩　১ ২　৩ ২উ　৩ক ২র
তব ত্য ইন্দো অন্ধসো দেবা মধোর্ব্ব্যাশত।

১ ২　৩ ১ ২
পবমানস্য মরুতঃ॥ ২॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশত্তম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫অ—৫খ—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) তথা 'তে দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'অন্ধসঃ' (অমৃতদায়কস্য, আত্মশক্তিদায়কস্য ইত্যর্থঃ) 'পবমানস্য' (পবিত্রকারকস্য) 'তব' 'মধোঃ' (অমৃতং ইতি ভাবঃ) 'ব্যাশত' (ভক্ষয়ন্তি, গৃহ্ণন্তি)। নিত্যসত্য-মূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য অমৃতেন সহ সর্ব্বে দেবভাবাঃ মিলিতাঃ ভবন্তু - ইতি ভাবঃ। (৯অ—১৪খ—১সূ ২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! বিবেকরূপী দেবগণ এবং সকল দেবতা আত্মশক্তি-দায়ক পবিত্রকারক আপনার অমৃত গ্রহণ করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্য-মূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বের অমৃতের সহিত সকল দেবভাব মিলিত হয়)॥ (৯অ—১৪খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'ইন্দো' সোম! 'তব' সম্বন্ধিনং 'মধোঃ' মদকরস্য 'পবমানস্য' পূয়মানং 'অন্ধসঃ' অন্নং। তত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী (৩।১।২৫)। 'তে' তে ইমে 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদয়ো 'মরুতশ্চ' এবম্ভূতমন্নং 'ব্যাশত' ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'ব্যাশত'—'বায়ুত'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—১৪খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২২৪) সামের মর্ম্মার্থ।

আলোচ্য-মন্ত্রটীতে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তাহার সারমর্ম্ম এই যে,—যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় তখন তাহার হৃদয়স্থ সকল সদ্বৃত্তি-দেবতাব শক্তিলাভ করে, পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সোম! তুমি ক্ষরিত হইয়া সুস্বাদু হইয়াছ, তোমার সহযোগীখাদ্যদ্রব্য সকল আছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে দেবতাগণ ও মরুৎগণ আসিয়া ঘেরিয়া বসিতেছেন।" এই ব্যাখ্যা ভাষ্যানুযায়ীও নহে এবং উহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার অনুবাদকার উভয়েই সোমরসের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রে 'ইন্দো' 'সোমঃ' প্রভৃতি পদ দেখিলেই সোমরস নামক মাদকদ্রব্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ কল্পনা করা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে যেন একটা নিমন্ত্রণ-ভোজের চিত্র পাওয়া যায়। সোমরসকে পানোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহার সহিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও আছে। সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া সোমরস ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ইহাই হইল প্রচলিত বঙ্গানুবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে,—এই চিত্র হইতে আমরা কি জ্ঞান লাভ করিতে পারি? প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সমর্থন করিয়া যাহারা উহা হইতে অতীত ভারতের চিত্র অঙ্কন করিতে চাহেন, তাহাদের মত এই যে, মন্ত্রের এই চিত্র হইতে আমরা সোমপায়ীদের একটা চিত্র পাই। মন্ত্রে দেবতাদিগকে সোমের চারিদিকে স্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেবতাগণ আসিয়া সোমপান করিতেন না। উহা মন্ত্র-রচয়িতাগণের নিজেদের চিত্র মাত্র। মানুষ যেমন, তাহার দেবতাও তেমন-ভাবেই চিত্রিত হয়েন। তাই একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, মহিষ প্রভৃতি বন্য পশুগণের যদি ঈশ্বরজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরকে মহিষাদিরূপেই কল্পনা করিবে। ইহা ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই। মানুষও ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করে ইহা মানব-মনের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই আমরা বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে বিভিন্নরূপে ঈশ্বর-ধারণার পরিচয় পাই। যাহারা বন্য, অসভ্য, তাহারা তাহাদের ঈশ্বরকে তাহাদের মতই পশুবধকারী শিকারী-রূপে কল্পনা করে। নিজে যাহা ভালবাসে, তাহা ভগবানও ভালবাসেন বলিয়া মনে করে। তাই সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ একটা গাছের নীচে কোন পশু বা পাখী কাটিয়া তাহার রক্ত দিয়া তাহার উপর মদ ঢালিয়া দেয়। তাহারা মনে করে যে, ইহাতেই তাহাদের ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। আবার নরমাংসভুক্ জাতি ভগবানের নিকট নরবলি দিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। মোটের উপর মানুষ আপনার ভাব ও ধারণানুযায়ী ঈশ্বরের কল্পনা করে।

মানুষ যখন ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করে, উন্নত হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানও পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনও তাহার মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। তাই সহজেই বলা যায় যে, মানুষ ঈশ্বর বা তাহার দেবতার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তাহা তাহার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

আলোচ্য-মন্ত্রে আমরা দেবগণের সম্বন্ধে যে চিত্র দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকপক্ষে তখনকার সময়ের সমাজেরই চিত্র। তখনকার লোক সোমরসের অতিশয় ভক্ত ছিল। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সোমরসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই ভগবদারাধনার মধ্যেও সোমরসের স্থান অতি উচ্চে। তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তখনকার লোক সোমরসকে অতি প্রিয় বস্তু মনে করিত বলিয়া তাহা দেবতারও প্রিয়—এই ধারণা তাহাদের ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই সোমপান রত, সকলেই সোমরসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এমন কোন দেবতা নাই, যাঁহার নিকট সোমরস প্রিয় নহে।

শুধু তাই নয়। সোমরস তখনকার সমাজের অতি প্রিয় বস্তু ছিল বলিয়া তাহা অতি অসম্ভব রকমের পূর্ণ বর্ণনা আছে। এমন কি কোন কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, সোমরসই ইন্দ্রকে, বিষ্ণুকে, সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল আতিশয়োক্তি সোমরস প্রিয়তার ফল মাত্র।*

এই তো গেল—পণ্ডিতগণের গবেষণার কথা। উহা যে কেবল পাশ্চাত্য দেশেই নিবদ্ধ আছে তাহা নয়, এই চিন্তার মূল আমরা আমাদের দেশেরই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মধ্যে পাইয়া থাকি। উদাহরণ-স্বরূপ বর্ত্তমান মন্ত্রের ভাষ্যকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যার্থের মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবগণ সোমপান করেন। তাহাতে সোমরসের মাহাত্ম্যও প্রখ্যাপিত হইয়াছে। আর এই সকল ব্যাখ্যার সূত্র অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিতগণ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এই পাণ্ডিত্য গবেষণার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র কি সূত্র অবলম্বন করিয়া ভারত বা বেদ-সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য করা হয়, তৎসম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিবার জন্য এতটুকু লিখিতে হইল। উপরোক্ত মতামতের কোন উত্তর দেওয়াও আমরা সঙ্গত মনে করি না। কারণ 'সোমরস' বলিয়া মাদক-দ্রব্য পান করিয়া তখনকার লোক বিভোর হইতেন এরূপ ধারণা আমাদের নাই এবং বেদে এরূপ কোন চিত্র আছে বলিয়াও মনে হয় না। আর সোম-কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—ইত্যাদি বিষয় যদি বেদে থাকে তাহা হইলে সত্যকথাই আছে। অবশ্য 'সোম' বলিতে 'সোমরস' বুঝায় না। বেদে অতিরঞ্জন নাই, সত্যকথন আছে মাত্র। শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবেই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এবং বিধৃত আছে, উহাই নিত্যসত্য। বেদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

এখন আমাদের ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। যখন মানুষের হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তাহার অন্তরস্থ সুপ্ত দেবভাবসমূহ জাগরিত হইয়া উঠে, তাহার ফলে সাধক দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিবেক জাগরিত হয়, মানুষ বিবেকের নির্দ্দেশানুযায়ী আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সহিত দেবভাব মিলিত হইয়া সাধককে ভগবৎসমীপে লইয়া যায়—ইহাই বর্ত্তমান মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

দেবগণ শুদ্ধসত্ত্বের অমৃত ভক্ষণ করেন, গ্রহণ করেন তাহার অর্থ এই যে,—মানুষের হৃদয়স্থ শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারাই প্রীতিলাভ করেন, উহাই ভগবদারাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' এই নিয়মানুসারে আমরা 'মধোঃ' পদের দ্বিতীয়ান্ত 'অমৃতং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। (৯অ-৭খ-১সূ ২সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

—— * ——

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

দিবঃ পীযুষমুত্তম৺ সোমমিন্দ্রায় বজ্রিণে।

৩ ২ ৩ ৩ ২

সুনোতা মধুমত্তমম্ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বজ্রিণে' (রক্ষাস্ত্রধারিণে) 'ইন্দ্রায়' (ইন্দ্রদেবায়, ভগবৎপ্রাপ্তয়ে ইতি ভাবঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'উত্তমং' (শ্রেষ্ঠং) 'মধুমত্তমং' (মাধুর্য্যোপেতং) 'পীযূষং' (অমৃতং, অমৃতস্বরূপং) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, অস্মাকং হৃদিস্থিতং ইতি যাবৎ) 'সুনোত' (অভিষুণুত, বিশুদ্ধং কুরুত)। আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং ভগবৎপ্রাপ্তয়ে অস্মাকং হৃদিস্থিতং সত্ত্বভাবং বিশুদ্ধং- ভগবদারাধনাযোগ্যং করবাম - ইতি ভাবঃ) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা রক্ষাস্ত্রধারী ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য দ্যুলোকের শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য্যোপেত, অমৃতস্বরূপ, আমাদিগের হৃদিস্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। (মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। ভাব এই যে,—আমরা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যেন আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ —ভগবদারাধনাযোগ্য করিতে পারি।) ॥ (৯অ—৭খ—১সূ—৩সা।) ॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অধ্বর্য্যবঃ! যূয়ং 'মধুমত্তমং' অতিশয়েন মাধুর্য্যোপেতং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'পীযূষং' অমৃতভূতং 'উত্তমং' শ্রেষ্ঠং 'সোমং' 'বজ্রিণে' বজ্রবতে 'ইন্দ্রায়' 'সুনোত' অভিষুণুত ॥ ৩ ॥

* * *

তৃতীয় (১২২৫) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষ ভগবানের চরণ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তি বীজাবস্থায় নিহিত আছে। সাধনা দ্বারা যদি সেই শক্তিবীজকে মানুষ অঙ্কুরিত করিতে পারে, বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই তৎস্বরূপ হইয়া

যায়। মানুষে ও সেই পরমপুরুষে ভেদ থাকে না। মানুষও ভগবানের মধ্যে আপাতঃপ্রতীয়মান যে প্রভেদ আছে সেই পার্থক্যকে বিনাশ করিয়া স্বরূপাবস্থা লাভ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষ নানাবিধ সাধন-প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্বভাব দেবভাব প্রভৃতি সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সেই সকলকে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা বিকশিত করিতে পারিলেই মানুষ আত্মস্থ হইতে পারে মোক্ষলাভ করিতে পারে।

মন্ত্রের মধ্যে একটী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সোমং পুনোত'—হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ কর। এই বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। তাহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের দুইটা উত্তর হইতে পারে, অথবা দুই উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর। আমরা একে একে নিম্নে তাহারই আভাষ প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ দ্বৈতভাবের দিক দিয়া আমরা আলোচনা করিব। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে মানুষ আসিয়াছে, আবার ফিরিয়া তাঁহারই নিকট যাইবে। তাঁহার নিকট যাইবার উপায় সাধনার দ্বারা উপাসনার দ্বারা ভগবানের করুণালাভ করা—হৃদয়ে ভগবানের শক্তিলাভ করা। মানুষকে মায়ামোহের জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে হীনতা, কালিমা দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে, তবেই পবিত্রতা-স্বরূপ সেই পরমপুরুষ তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ আপনার দীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা অসম্ভব। যাঁহাকে পাওয়া চাই, তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ কি? সে কি টাকাপয়সা প্রভৃতির মত কোনও বস্তু যে হাতে রাখা যায়, সিন্দুকে রাখা চলে? তাহা তো নয়। ভগবৎপ্রাপ্তির অর্থ,—তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হওয়া, তাঁহার আবির্ভাব হৃদয়ে লাভ করা। তিনি 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং'—অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে মলিনতা কালিমা নাই। তাঁহার প্রভায় জগৎ আলোকিত হয়, জগৎ দৃষ্টি-শক্তি লাভ করে। তাঁহার আবির্ভাবে জগৎ পবিত্র হয়—তিনি পবিত্রতার আধার। তাঁহাকে পাইতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে, নিষ্পাপ হইতে হইবে। হৃদয়ের কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার জন্য হৃদয়াসন পাতিয়া রাখিতে হইবে। পবিত্র তিনি, শুদ্ধ তিনি, তাই সেইরূপ শুদ্ধ পবিত্র ভাবরাশির দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। তিনি মানবের অন্তর-রাজ্যের দেবতা, অন্তরের পূজাই প্রকৃষ্ট পূজা। অন্তরের ভাব-কুসুমাঞ্জলি দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হয়। মানবকে যদি তাঁহার নিকট যাইতে হয়, যদি কখনও সে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চায় তবে তাহাকে ভগবৎভাবের অনুসারী হইতে হইবে। হৃদয়ে তাঁহার ধ্যানধারণা করিতে হইবে। যে যে ভাবের ধ্যান করে, সে সেই ভাবই লাভ করে—ইহাই ধ্যান-ধারণার অর্থ। মানুষ ভগবৎমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে—তাঁহার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভের জন্য। মাহাত্ম্যশ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আসক্তি জন্মে, অনুরাগ হয়। সেই অনুরাগই মানুষকে ভগবানের প্রতি প্রেরণা দেয়। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পাইতে চায়, অতিনিকটে আপনার মধ্যে তাহাকে মিশাইয়া দিতে চায়—প্রিয়জনের ভাবানুবর্ত্তন করে। ক্রমশঃ দেখা যায় যে, সে তাহার প্রিয়জনের অনুসরণ করিতে করিতে

তাহারই ভাবসমূহ আয়ত্ত করিয়াছে। ধ্যানধারণা—গুণানুকীর্ত্তনের ইহাই মর্ম্মার্থ। ভগবানের প্রতি যখন মানুষের আসক্তি জন্মে—রতি হয়, তখন তিনি ভগবানের ভাবরাশির অনুবর্ত্তন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ভগবৎশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ সাধক তখন ভগবানের চরণে আত্মলীন হয়েন, অনন্তসমুদ্রে জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যায়, মানুষ নির্ব্বাণলাভ করে।

মানুষের আসল জিনিষ - ভাব। সেই ভাবরাশিকে বহন করিবার জন্য, আত্মার বাহন-রূপে শরীরের প্রয়োজন। সেই ভাবরাশি যখন ভাবসমুদ্র-রূপ ভগবানের অনুসারী হয় তখন ভাবসমুদ্রে মানুষের ক্ষুদ্র ভাবকণা মিশিয়া যায়, ইহাই মুক্তি। এই অবস্থা লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

এ গেল—দ্বৈতভাবের কথা। কিন্তু অদ্বৈতভাবের সাধনায়ও মানুষ সেই এক অবস্থাই লাভ করে। ভগবান ও মানুষ স্বরূপতঃ অভিন্ন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে—মায়া। মায়া ঈশ্বরাতিরিক্ত কিছু নয়, কিছু আনিতে পারে না। সুতরাং সেই এক পরমসত্তাই আপনার মাধুর্য্য, আপনার শক্তি আপনি উপভোগ করিবার জন্য বহু হইয়াছেন। সেই পরম ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়াশক্তি-প্রভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা বিশ্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই বিশ্ব ও ভগবানের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্য দূরীভূত করাই সাধনার উদ্দেশ্য। সাধনা দ্বারা মানুষের সসীম ব্রহ্মের সসীমতা দূরীভূত হইয়া সেই এক অসীমে আত্মলীন হয়। ঘটাকাশের ঘটের বেড়াজাল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মহাকাশে লীন হয়। সেইরূপ মানবের ক্ষুদ্রতা হীনতা মুছিয়া যাওয়ায় মানুষ স্বরূপাবস্থা লাভ করে। ইহাই অদ্বৈত-ভাবের সাধনা। কিন্তু দ্বৈত বা অদ্বৈত উভয়েরই পরিণাম এক। উভয়ের এক কথা—'সোমং সুনোত'—হৃদয়ের সত্ত্বভাব বিশুদ্ধ কর, অর্থাৎ বিশ্বাত্মার ভাবের অনুসারী হও।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল, - "হে পুরোহিতগণ! এই সোম চমৎকার রসযুক্ত, স্বর্গবাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পানীয়; বজ্রধারী ইন্দ্রের উদ্দেশে এই সোমের নিষ্পীড়ন কর।"

আমাদের ধারণা মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। সাধক আপনার মনোবৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন - ইহাই আমাদের মত। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যায় পুরোহিতগণকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটীকে যেন উচ্চারিত হইয়াছে, এই ভাবই প্রকাশমান দেখি। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—পুরোহিতগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে কে? আমাদের মনে হয়, এখানে পুরোহিতগণকে সম্বোধন করার কোন সঙ্গত অর্থ নাই। সাধক আপনার হৃদয়স্থ সত্ত্বভাবকে বিশুদ্ধ, ভগবদারাধনার উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য - ভগবৎপ্রাপ্তি। হৃদয়ের ভাবরাশি যখন বিশুদ্ধ হয় তখন তাহাই অমৃতস্বরূপ হয়, তাহাই মানবকে মোক্ষপ্রদান করিতে সমর্থ। মন্ত্রে এই তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। (৯অ—১খ -১সূ -৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের একপঞ্চাশৎ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, অষ্টম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ৫ ২ ১ ২ ২ ১র্n ৩ ৫ ১ ২
১। অধ্বর্য্যো ২ ৩ ৪ আ। দ্রিভাগ্নিঃসুতাওম্। সোমাংপা ২ ৩ ৪ বী। ত্রাআ-

-- ১ র ২ ৫র র ২১র২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১
১ নায়া ২। পুনা ২ ৩। হীন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। যপাস্তবে ২ ৩ ৪ ৫॥ স্তবত্যা

৫ ২র ১ ২ ২ ১রn ৩ ৫ ১ ২ --
২ ৩ ৪ ঈ। দোআন্ধা ৩ সা ৩ঃ। দেবা ২ মা ২ ৩ ৪ ধোঃ। বায়া ১ শাস্তা ২।

১ র ২ ৫র র ২ ১৩৩ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ৫
পবা ২ ৩। মানা ৩ ৪ ঔহোবা। স্পমরুত্তা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবঃপী ২ ৩ ৪ যূ।

২১ ২ ২র n ৩ ^ ৫ ১ ৭ -- ১
যমুত্তা ৩ মা ৩ ম। সোমা ২ মা ২ ৩ ৪ ঈন্দ্রা। যাবজ্রাগ্নিণা ২ স্নি। সুনো ২ ৩।

র ২ ৫র র ২১২ ৩ ১ ১ ১ ১
ত্তামা ৩ ৪ ঔহোবা। ধুমন্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম।

* . *

১ ২র ১ ২ ২ ১ ২ ১ n ৩ ৫
২। অধ্বর্য্যোঅদ্রি। ভিঃসুতাম্। সোমস্পবা ৩ গ্নি। ত্রাআ ২ না ২ ৩ ৪ য়া।

১ ২ ^ ৩ ২ ১ ৫ ৫ ১ ২ ১ র
পুনাহা ১ য়িন্দ্রা ২। য়পা ৩। স্তা ২ ৩ ৪ বো ৬ হায়ি। স্তবস্তাইন্দো।

২ ২ ১ র ২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ ^
অন্ধা ৩ সাঃ। দায়িবামধো ৩ ঃ। বায়া ২ শা ২ ৩ ৪ তা। পবা মা ১ না ২।

৩ ২ ১ ৫ ৫ ৩ ১২র১র ২ ২ ১
স্তামা ৩। রু ২ ৩ ৪ ত্তো ৬ হায়ি। দিবঃপীযুষ্ম্। উত্তা ৩ মাম্। সোম-

২ ১ n ৩ ৫ ১ ২ n ৩ ২
মিন্দ্রা ৩। য়াবা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ য়িণাবি। সুনোত্তা ১ মা ২। ধুমা ৩।

১ ৫ ৫
ত্তা ২ ৩ ৪ মো ৬ হায়ি।

* . *

২ র ১ ১ ১ n ৩ ২ ০ ৫ ১র ২ ১ ২
৩। অধ্বোহোবা। র্য্যোআ ২। দ্রিভায়িঃসু ২ ৩ ৪ তাম্। সোমস্পবি। ত্রআনা

-- ১ র ২ ২n ৩ ৫ ১ n ৩
১ য়া ২। পুনা। হা। ঔ ৩ হোয়ি। হী ২ ৩ ৪ ন্দ্রা। য়া ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২র ১ ২ ১ n ৩র ২ ৩
ঔহোবা। এ ৩। স্তবে ২ ৩ ৪ ৫। স্তবোহোবা। ত্যাআ ২ গ্নি। দোঅন্ধা

৫ ১রর২ র ১ ২ -- ১র ২ ২
২ ৩ ৪ সাঃ। দেবামধোঃ। বিয়াশো ১ স্তা ২। পবা। হা। ঔ ৩ হোয়ি।

৩ ৫ ১ ৲ ৩ ৫র র ২ ১ ১১১১
মা ২ ৩ ৪ না । স্তা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহো । বা । এ ৩ । ন্নতা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ ॥

২র ১২ ১ ৲ ৩২ ৩ ৫ ১র ২ র ১২
দিবৌহোবা । পীযূ ২ । ষমুত্তা ২ ৩ ৪ মাদ । সোমমিন্দ্রা । য়বাজ্ঞা ১ য়িণা

-- ১র ২ ২n ৩ ৫ ১ n ৩
২ য়ি । স্থুদো । হা । ঔ ৩ হোয়ি । স্তা ২ ০ ৪ মা । ধূ ২ মা ২ ৩ ৪

৫র র ২ ১ ১ ১ ১ ১
ঔহোবা । এ ৩ ভমা ২ ৩ ৪ ৫ ণ ॥

* * *

২ র ২ ১র ২ র -- ২
৪ । অধ্বর্য্যোঅদ্রিভিঃসুতা ৩ মে । সোমম্পবিত্রে । আ ২ ১ ২ ৩ । নয়া ৩ ৪ ৩ ।

১ ২ র --১ ৪ ৫ ৪ ৫ ২ র
পূ ২ ৩ না । হীন্দ্রা ২ ও ২ ৩ । য়পোবা । তা ৫ হো ৬ হায়ি । ভগতাইন্দ্রো

২ র র২ র -- ২ ১ ২
অন্ধস ৩ এ । দেবামধোর্ব্বি । আ ২ ১ ২ ৩ । শতা ৩ ৪ ৩ । পা ২ ৩ বা ।

র --১ ৪ ৫ ৪ ৫ ০২ রর ২
মানা ২ ও ২ ৩ । স্থলোবা । ক্র ৫ তো ৬ হায়ি । দিবঃপীযূষমুত্তমা ৩ মে ।

১র ২ ২ — ২ ১ ২
সোমমিন্দ্রায় । বা ২ ১ ২ ৩ । জিণা ৩ ৪ ৩ য়ি । সূ ২ ৩ সো ।

র -- ১ ৪ ৫ ৪ ৫
তামা ২ ও ২ ৩ । ধুমোবা । তা ৫ মো ৬ হায়ি ॥

• • •

১২ ১ ২ ২ ১ ^ ৩ ৫র র
৫ । অধ্ব । এআধ্বা । র্য্যোঅদ্রি । ভা ৩ য়িঃ । দ্রা ২ য়িতা ২ ৩ ৪ ঔহোবা ।

৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২ ২ n ৩
সূ ২ ৩ ৪ তাম্ । সোমাম্পা ২ ৩ ৪ বী । ত্রআ ৩ । ত্রা ২ আ ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ১ n ০
ঔহোবা । না ২ ৩ ৪ য়া । পুনাহা ২ ৩ ৪ য়িন্দ্রা । য়পা ৩ । যা ২ পা ২ ৩ ৪

৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ র ১ n ৩
ঔহোবা । তা ২ ৩ ৪ বে । তব । এতাবা । ভইন্দো । আ ৩ দো ২ আ

৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২ ১ n
২ ৩ ৪ ঔহোবা । থা ২ ৩ ৪ দাঃ । দেবামা ২ ৩ ৪ ধোঃ । বিয়া ৩ । বা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২ ১ n
য়া ২ ৩ ৪ ঔহোবা । শা ২ ৩ ৪ তা । পবামা ২ ৩ ৪ না । স্তমা ৩ । স্তা ২

৩ ৫র র ৩ ৫ ১২ ১ ২ রর
মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ন্ধ২ ৩ ৪ তাঃ। দিবঃ। এদাশ্বিনাঃ। পীযূষম্। উ ৫।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২র n ৩ ৫ ৩২
যা২ মূ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাম: সোমাসা ২ ৩ ৪ যিন্দ্রা। যবা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫ ২ n ৩ ৫ ৩২
যা ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। জ্রী ২ ৩ ৪ ণে। সুনোতা ২ ৩ ৪ মা। ধুমা ৩।

১ n ৩ ৫র র ৩ ৫
ধূ ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। তা ২ ৩ ৪ মাণ॥

* * *

১ র ২ ১ ২ ৪ ২
৬। অধ্বর্য্যোআ ৩। হো ৩ হো ৩ ১। দ্রিভিঃসুতাওম্। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ ৪ ২ ১ র ২ ৪ ২
সোমম্পবা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১। ত্রআনয়া ৩। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
পুনাহীন্দ্রা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। যপাতবা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ ২ ৪ ২ র ২ ৪ ২
ডা। তবতাআ ৩। হো ৩ হো ৩ ১। দোঅন্ধসা ৩:। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ১ ২ র ২ ৪ ২
দেবামধো ৩:। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি। বিয়াশতা ৩। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ৪ ২ ২ ৪ ২
পবমানা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। স্তমরুতাঃ ৩। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

১ র২ ৪ ৪ ২
ডা। দিবঃপীযু ৩। হো ৩ হো ৩ ১। যমুত্তমা ৩ ম। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সোমমিন্দ্রা ৩। হো ৩ হো ৩ ১। যবজ্রিণা ৩ য়ি। হো ৩ হো ৩ ১ য়ি।

র র ২ ৪ ২ ২ ৪ ২
সুনোতামা ৩। হো৩হো ৩ ১। ধুমত্তমা ৩ ম। হো ৩ হো ৩ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র ২ ১ ২১ ২n ৩র ৪ ৩ ৪৫র ২ ২
৭। অধ্বর্য্যোঅদ্রিভিঃসুতম্। ঈয়ইয়াহায়ি। সোমম্পবিত্রআ। হা ৩ হা ৩ য়ি।

১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র ২র ৩
না ২ ৩ ৪ য়া। পূনা ৩ উবা ৩। হা ২ য়িন্দ্রা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। যপাতবে

১ ১ ১ ১ ১২ ১ ২ র ১ ২ ১২ ১ ২ ৪র৩র ৪র ৫ র ২
২ ৩ ৪ ৫। তবত্যাইন্দোঅন্ধসঃ। ঈয়ঈয়াহায়ি। দেবামধোর্বিয়া। হা ৩

২ ১ ৫ ১২ ২ ১ n ৩ ৫র র
হা ৩ য়ি। সশা ২ ৩ ৪ তা। পাবা ৩। উবা ৩। মা ২ মা ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ৩ ১১১১ ২১২র১র২ ১ ২ ১ ২n ৩র ৪ ৩১র৫র
স্তমক্রতা ২ ৩ ৪ ৫ ।। দিবঃপীযুষমুত্তমম্। ঊরইয়াহায়ি। সোমমিন্দ্রায়বা।

২ ২ ১ ৫ ১২ ১ ১ n ৩
জা ৩ হা ৩। জ্রা ২ ৩ ৪ য়িণায়ি। সুনা ৩ উবা ৩। তা ২ মা ২ ৩ ৪

৫র্র ২ ৩১১১১
ঔহোবা। ধুমত্তমা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

* * *

২ ১২ ১ ২৲ ৩ ৫ ২র১ ২ ১ ৭ n ৩
৮। অধ্বর্য্যওবা। আদ্রিভায়িঃস্ ২ ৩ ৪ তাম্। সোমাস্পবায়ি। ত্রআ ২ না

৫ ১ — ১ ২ ১২র ১ ২ ৪ ৫ ২
২ ৩ ৪ য়া। পূ ২ না। হা ২ ৩ য়িন্দ্রা। যাপাতবা। ঔ ৩ হোবা॥ তবত্যা

১২ ১২৩ ৫ ২র১২ ১ ৭ n ৩ ৫ ১ — ১
ওবা। দোক্ষা ২ ৩ ৪ সাঃ। দেবামদাঃ। বিরা ২ শা ২ ৩ ৪ তা। পা ২ বা।

২ ১২ ১ ২ ৪৫ ২ র১২ ১২৩ ৬
মা ২ ৩ না। স্তামক্রতা। ঔ ৩ হোবা॥ দিবঃপীয়োবা। যামুত্তা ২ ৩ ৪ মাম্।

২র১২১ ১ n ৩ ৫ ১ — ১ ২ ১২ ১
সোমাদ্দিন্দ্রা। য়বা ২ জ্রা ২ ৩ ৪ য়িণায়ি। সূ ২ নো। তা ২ ৩ মা। ধুমত্তমাম্।

৪ ৫ ৪
ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

১ ২র১২১ ২ — ১র ২১র ২ ১ — ১
৯। অধ্বর্যোঅদ্রিভারিঃ সূতা ২ ম্। সোমম্পবিত্রআনা ২ ৩ য়া। পুনা ২ হায়িন্দ্রা

২১ ৫ ৪ ৫ ১২১ ২র ১ ২ —
২১। য়পো ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ বো ৬ হায়ি। তবত্যাইন্দোআ। ধসা ২ঃ।

১রর র ২১র ২ ১ — ১ ২১ ৫ ৪
দেবামধোর্বিয়াশা ২ ৩ তা। পাবা ২ মানা ২ ৩। স্তুযো ২ ৩ ৪ বা। য়া ৫ তো

৫ ২ ১২র২১ ২ — ১র র২১ ২ ১
৬ হায়ি। দিবঃপীযূষম্। তম ২ ম্। সোমমিন্দ্রায়বজ্রা ২ ৩ য়িণায়ি। সুনো

— ১ ২ ১ ৫ ৪ ৫
২ তাম্া ২ ৩। ধুমো ২ ৩ ৪ বা। তা ৫ মো ৬ হায়ি। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত নয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বৈরূপম্," (২) "আশুভার্গবম্," (৩) "মার্গীয়বম্," (৪) "সৌমিত্রম্," (৫) "ঐটতম্," (৬) "ধুরাসাকমশ্বম্," (৭) "বিলম্বসৌপর্ণম্," (৮) "সৌপর্ণম্," এবং (৯) "রোহিতকুলীয়োত্তরম্,"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম)।

৩১ ৩২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
ধর্ত্তা দিবঃ পবতে কৃত্ব্যো রসো
১ ২ ৩১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
দক্ষো দেবানামনুমাদ্যো নৃভিঃ।
১ ২ ৩ ২উ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩
হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা
১ ২ ৩২
পাজাংসি কৃণুষে নদীষা॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধর্ত্তা' (সর্ব্বস্য ধারণকর্ত্তা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'রসঃ' (রসযুক্তঃ, অমৃতময়ঃ) 'কৃত্ব্যঃ' (শোধনীয়ঃ ইত্যর্থঃ, বিশুদ্ধঃ) 'দেবানাং দক্ষঃ' (দেবভাবসম্পন্নানাং শক্তিদায়কঃ) 'নৃভিঃ' (সৎকর্ম্মনেতৃভিঃ, সাধকৈঃ) 'অনুমাদ্যঃ' (স্তবনীয়ঃ, সাধকানাং প্রার্থনীয়ঃ ইত্যর্থঃ) সত্ত্বভাবঃ 'পবতে' (ক্ষরতু, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু ইত্যর্থঃ); বয়ং পরমমঙ্গলদায়কং সত্ত্বভাবং লভেম ইতি ভাবঃ; 'অত্যঃ ন' (সৎকর্ম্ম যথা শক্তিং প্রযচ্ছতি তদ্বৎ) 'সত্বভিঃ' (প্রাণিভিঃ মনুষ্যৈঃ, তেষাং হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সৃজানঃ' (উৎপদ্যমানঃ, উৎপন্নঃ সন) 'হরিঃ' (পাপহারকঃ—সত্ত্বভাবঃ ইতি যাবৎ) 'বৃথা' (অপ্রযত্নেন, স্বতমেব) 'নদীষু' (সত্ত্বাধারেষু, হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'পাজাংসি' (বলানি) 'আকৃণুতে' (করোতি, শক্তিং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); মন্ত্রোহয়ং নিত্যসত্যমূলকঃ। সত্ত্বভাবঃ পাপনাশকঃ তথা আত্মশক্তিদায়কঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ॥ (৯অ—৭খ ২সূ ১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের ধারণকর্ত্তা, স্বর্গজাত, অমৃতময়, বিশুদ্ধ, দেবভাবসম্পন্নদিগের শক্তিদায়ক, সাধকদিগের দ্বারা স্তবনীয় অর্থাৎ সাধকদিগের প্রার্থনীয় সত্ত্বভাব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন পরমমঙ্গলদায়ক সত্ত্বভাব লাভ করি); সৎকর্ম্ম যেমন শক্তিপ্রদান করে,

সেইরূপ মনুষ্যদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া পাপহারক সত্ত্বভাবই স্বতঃই হৃদয়ে বল প্রদান করেন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—সত্ত্বভাব পাপনাশক এবং আত্মশক্তিদায়ক হয়েন।)। (৯অ—৭খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ধর্ত্তা' সর্ব্বস্য ধারকঃ সোমঃ 'দিবঃ' অন্তরিক্ষাৎ অন্তরিক্ষস্থিতাৎ দশাপবিত্রাৎ 'পবতে' পূয়তে। কীদৃশঃ সোমঃ? 'কৃত্ব্যঃ' কর্ত্তব্যঃ শোধ্য ইত্যর্থঃ। 'রসঃ' রসাত্মকঃ। 'দেবানাং' 'দক্ষঃ' বলপ্রদঃ। যদ্বা, দক্ষঃ প্রবর্দ্ধনীয়ো দেবানামর্থায়। তথা 'নৃভিঃ' নেতৃভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ 'অনুমাদ্যঃ' অনুমাদনীয়ঃ স্তুত্যো বা। শেষঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। 'হরিঃ' হরিতবর্ণঃ। 'সত্বভিঃ' প্রাণিভিঃ অস্মদাদিভিঃ 'সৃজানঃ' সৃজ্যমানঃ 'অত্যো ন' অশ্ব ইব। স যথা শিক্ষিতোহনায়াসেন গচ্ছতি তদ্বৎ। 'বৃথা' অপ্রযত্নেন 'পাজাংসি' বলানি স্বীয়ান্ 'কৃণুষে' কুরুতে 'নদীষু' বসতীবরীষু ভাতিরিত্যর্থঃ। 'কৃণুষে' 'কৃণুতে'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৭খ ২সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২২৬) সামের মর্ম্মার্থ

এই দ্বিধা-বিভক্ত মন্ত্রটীর উভয় অংশেই সত্ত্বভাবের মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। প্রথমাংশে বিশেষভাবে সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। সত্ত্বভাব সকলের ধারণকর্ত্তা। জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই সত্ত্ব-প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্ত্বের গুণ—স্থিতি। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমগুণের জড়তা নাশ হইলে সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য লাভ হয়। 'যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'—যাহাতে অবস্থিত হইলে মানব কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়েন না, হৃদয়ের শান্ত স্থৈর্য্য অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই সত্ত্বভাব। এই সত্ত্বভাবের গুণেই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। একজন ব্যাখ্যাকার 'দিবঃ ধর্ত্তা' পদদ্বয়ে 'দ্যুলোকের ধারণকারী' অর্থ-গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ অর্থ অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে সত্ত্বভাব কেবল দ্যুলোকের নহে, তাহা সর্ব্বলোকের ধারণকর্ত্তা।

সত্ত্বভাবই অমৃতময়, অমৃতপ্রাপক। তাহার প্রভাবে মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, অমৃতত্ব-লাভ করে। সত্ত্বভাব মানুষের হৃদয়ে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করে। তাই সাধকগণ এই পরম কল্যাণকর শক্তিদায়ক বস্তু লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে তাহা স্বতঃই মানুষকে দিব্যশক্তি প্রদান করে। সেই শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া তিনি অনায়াসে ভগবচ্চরণ লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রের শেষাংশে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার অনেক স্থলেই অনৈক্য লক্ষিত হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নে একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। সেই বঙ্গানুবাদটী এই,—"এই সোমরস দ্যুলোক ধারণ করেন। ইনি শূন্য-পথে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবেক। ইহার রস দেবতাদিগের বলাধান করে, পরে মনুষ্যগণ সেই রসপানে মত্ত হয়। বেগবান্ ঘোটককে ঘোটকপালেরা সজ্জিত করিয়া দিলে, সে যেরূপ অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, সেইরূপ এই সোমরস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন।"

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও কয়েকটী পদের ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের মতের ঐক্য আছে। যথা,—'বৃথা' 'সর্ব্বতঃ' অনুমোদনীয়। ঐ সকল পদে প্রধানতঃ আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি॥ (৯অ—৭খ ২সূ—১সা)॥ *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২ ৩ ১ ২৩ ১ ২৩ ১ ২ ৩
শূরো ন ধত্ত আয়ুধা গভস্ত্যোঃ

২ ১ ২ ৩ ১র ২র
স্বাঽঽঃসিষাসন্রথিনো গবিষ্টিষু।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
ইন্দ্রস্য শুষ্মমীরয়ন্নপস্যুভিরিন্দুর্হিন্বানো

২ ৩ ১ ২
অজ্যতে মনীষিভিঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শূরঃ ন' (বীরঃ যথা শত্রুনাশায় অস্ত্রশস্ত্রাদীনি ধারয়তি তদ্বৎ) 'স্বঃ সিষাসন্' (স্বর্গং কাময়মানঃ মোক্ষপ্রাপকঃ ইত্যর্থঃ) 'রথিনঃ' (সৎকর্ম্মসাধকস্য) 'গবিষ্টিষু' (জ্ঞানকিরণেষু, জ্ঞানে —বর্ত্তমানঃ ইতি যাবৎ) শুদ্ধসত্ত্বঃ 'গভস্ত্যোঃ' (হস্তয়োঃ) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, রক্ষাস্ত্রাণি)

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্সপ্ততিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩প—৫দ—৯খ—৫সা) পরিদৃষ্ট হয়।

ন্ত' (ধারয়তি); 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ) 'শুষ্মং' (বলং, শক্তিং) 'ঈরয়ন' প্রেরয়ন, ইচ্ছন, কাময়মানঃ ইত্যর্থঃ) 'অপস্যুভিঃ' (অমৃতকাময়মানৈঃ) 'মনীষিভিঃ' মেধাবিভিঃ, সৎকর্ম্মসাধকৈঃ) 'হিয়ানঃ' (প্রেৰ্য্যমাণঃ, উৎপদ্যমানঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) জ্যতে' (ক্ষিপ্যতে, সম্মিলিতঃ ভবতি—জ্ঞানেষু ইতি শেষঃ) নিত্যসত্যমূলকঃ য়ং মন্ত্রঃ। শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ ভবন্তি, তে পরাজ্ঞানং লভন্তে—তি ভাবঃ॥ (৯প ১৭–২সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বীরব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন, সেইরূপ র্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক, সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান, শুদ্ধসত্ত্ব হস্ত-য়ের দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন; ভগবানের শক্তি কামনাকারী, অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকের দ্বারা উৎপদ্যমান শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে সাধকগণ রিপুজয়ী হয়েন, তাঁহারা পরাজ্ঞান লাভ করেন।)॥ (৯প—১৭—২সূ—২সা॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং সোমঃ 'গভস্ত্যোঃ' হস্তয়োঃ 'আয়ুধা' আয়ুধানি 'শূরো ন' শূর ইব 'ধত্তে' ধারয়তি, 'স্বঃ' স্বর্গং সুখ-সাধনং যজ্ঞং বা 'সিষাসন্' সম্ভক্তুমিচ্ছন্ 'রথিনঃ' রথবান্। রথাদিন প্রত্যয়ঃ। 'গবিষ্টিষু' যজমানস্য গবামেষণেষু সৎসু যজমানোঽহং গো-সম্ভজনায় রথবানিত্যর্থঃ। 'ইন্দ্রস্য শুষ্মং' বলং 'ঈরয়ন' প্রেরয়ন 'ইন্দুঃ' সোমঃ দেবঃ 'অপস্যুভিঃ' কর্ম্মেচ্ছুভিঃ 'মনীষিভিঃ' মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্ভিঃ 'হিষনঃ' প্রেৰ্য্যমাণঃ 'অজ্যতে' গোভিঃ॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (১২২৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রথমে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনুবাদটী এই,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুই হস্তে অস্ত্রধারণ করেন; ইনি স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ; ইনি গাভী উপার্জ্জনব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন, ইনি ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকেরা চালনা করিলে, ইনি দুগ্ধ ও ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হন।"

মন্ত্রটী প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত হইলেও প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে উহা অনেক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাটী সমগ্রভাবে দেখিলে মনে হয় যে, উহা যেন সোমরসের প্রস্তুত-

প্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। ঋত্বিক্‌গণ যখন দশাপবিত্র নামক ছাঁকুনি হইতে চালনা করিয়া দেন তখন সোমরস কলশস্থিত দুধক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হয়। উহা পান করিয়া ইন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে এতটুকু পর্য্যন্ত বুঝা গেল। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যার মধ্যে এমন অসঙ্গতি আছে যাহার কোন অর্থই হয় না। আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রথমাংশ,—"ইনি বীরপুরুষের ন্যায় দুইহস্তে অস্ত্র ধারণ করেন"; সোমরসকে এখানে মূর্ত্ত মানবের মত হস্তযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। অর্থাৎ বীরপুরুষ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে দুইহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন, শত্রুকে পরাজিত করেন, সেইরূপভাবে সোমরসও দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন। এখন প্রশ্ন এই যে, সোমরস নামক তরলদ্রব্য কিরূপেই বা দুই হস্ত লাভ করিল, এবং কিরূপেই বা অস্ত্রধারণ করিল তাহা বুঝা অসম্ভব। তাই ইহা মনে করা করা খুবই সঙ্গত যে, 'সোমরস' বলিতে ব্যাখ্যাকারও তরল-পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। অথবা আদৌ সোমরসকে লক্ষ্য করেন নাই।

আমরা এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছি "বীর ব্যক্তি যেমন শত্রুনাশের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করেন সেইরূপ স্বর্গকামনাকারী মোক্ষপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধকের জ্ঞানে বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ত্ব হস্তদ্বয় দ্বারা রক্ষাস্ত্র ধারণ করেন।" অবশ্য আমরাও এখানে রূপক-হিসাবে শুদ্ধসত্ত্বের দুইহস্ত কল্পনা করিয়াছি। দুই হস্তের দ্বারাই অস্ত্রধারণ করেন। ইহা দ্বারা বীরত্বই বিশেষভাবে প্রখ্যাপিত হয়। কিন্তু এই রূপকের অথবা উপমার নিগূঢ় ভাব কি? যিনি বীর, যিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ দুই হস্ত দ্বারাই যিনি যুগপৎ অস্ত্রাদি চালনা করিতে পারেন, তাঁহার শত্রু-নাশিকা শক্তিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেও এই রূপকের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বের সেই রিপুনাশিকা শক্তিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব মানবের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহার প্রভাবে মানবের অন্তরস্থিত রিপুগণ পরাজিত, বিধ্বস্ত হয়। ভগবৎশক্তির মঙ্গলময় প্রেরণাবশে মানবের হৃদয়ের সুপ্ত সদ্বৃত্তিরাজী জাগরিত হয় তাহারাও যেন সত্ত্বভাবের সহিত মিলিত হইয়া রিপুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎ-শক্তির বলে সেই সংগ্রামে সদ্বৃত্তিসমূহের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। শুদ্ধসত্ত্ব দুই হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করেন—ইহাই তাহার মর্ম্ম।

অন্যদিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান ও ভক্তিই শুদ্ধসত্ত্বের সেই দুই অস্ত্র। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান ভগবন্মহিমা মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাঁহার অসীম মহিমা, অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য, অপরিসীম শক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানবলে প্রতিভাত হয়। মানুষ জানিতে পারে যে, ভগবানই অনন্তশক্তির আধার, ভগবানই জগতের একমাত্র নিয়ন্তা। তাঁহার কৃপাতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে, তাঁহার শক্তিতে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে। তাঁহা হইতে জগৎ আসিয়াছে, তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, এবং তাঁহাতেই আবার বিলীন হইবে। শুধু তাই নয়, মাতার স্নেহে তিনি আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আছেন, পিতার শাসনে তিনি আমাদিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত করেন, যাহাতে আমরা সৎভাবে

সৎপথে চলিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করেন। এই সমস্ত তত্ত্বই জ্ঞানী সাধকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ভগবানের অপূর্ব্ব দয়ার কথা স্মরণ করিলে তাঁহার অসীম মহিমার বিষয় জানিতে পারিলে মানবের মন আপনিই ভক্তিতে পূর্ণ হয়, মানুষ সেই বিশ্বপিতার চরণে লুটাইয়া পড়ে। জ্ঞান ও ভক্তি যখন মানবের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন তাহার আর শত্রুর ভয় থাকে না। জ্ঞানবলে হৃদয়ের অপবিত্রতা কালিমা দূরীভূত করিতে পারে, জীবনের চরম লক্ষ্যস্থল ঠিক করিয়া সেই লক্ষ্যসাধনের উপযোগী পথে চলিতে সমর্থ হয়। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ সকল পাপকার্য্যে রত হয় ও আপনার অধঃপতন ডাকিয়া আনে। কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতিতে তাহার হৃদয় আলোকিত হয়, তখন সে তাহার নিজের হৃদয় পরিষ্কারভাবে দেখিতে পায়। হৃদয়-ক্ষেত্রের আনাচে কানাচে যেথায় যে পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা আছে তাহা দূরীভূত করে। জ্ঞানের প্রভাবে তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি জাগরিত হয়, তাই অজ্ঞানাবস্থায় যাহা সে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, অথবা যাহাকে সে প্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহাই এখন তাহার নিকট অসহ্য বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। তাই জ্ঞানালোকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করে, আর ভগবৎশক্তি-বলে তাহাতে সফলতাও লাভ করে। তখন ভগবানের উপযোগী হৃদয়াসন প্রস্তুত হয়। সাধক ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে থাকেন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করেন। ভগবানও তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন, সব পাপতাপ, সব অপূর্ণতা তাঁহার পুণ্য-পরশে দূরীভূত হয়। ভগবানের পদস্পর্শ হৃদয়ে লাভ করিয়া সাধক ধন্য হয়েন, কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার মানবজীবন সফল হয়। জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য তাহা তিনি লাভ করেন। শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র—জ্ঞান ও ভক্তি। তাহাদের প্রসাদেই মানব সতিাকার জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করে। তাই জ্ঞান ও ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্বের দুই অস্ত্র বলা হইয়াছে।

ব্যাখ্যায় তার পরের অংশ—"ইনি গাভী উপার্জ্জন-ব্যাপারের সময় রথীর ন্যায় কার্য্য করেন।" এ অংশটা মোটেই পরিষ্কার হয় নাই। আমাদের ব্যাখ্যার সহিতও অনৈক্য ঘটিয়াছে। গাভী উপার্জ্জনটা কিরূপ ব্যাপার তাহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য। এই অংশ হইতে ইহাই অনুমান করা যায় যে, 'সোম' রথের রথীর ন্যায় গাভী-উপার্জ্জনে (হরণে) বাহির হইতেন। এখানেও মানুষরূপের কল্পনা অতিশয় প্রবল। সে যাহা হউক, আমরা মনে করি মন্ত্রের এই অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের অন্বয় সম্বন্ধে আমাদের সহিত ব্যাখ্যাকারের অনৈক্য ঘটিয়াছে। 'গাবিষ্টিষু' পদে আমরা 'জ্ঞানকিরণেষু' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার ভাব এই যে, সাধকের জ্ঞানে যে, সত্ত্বভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব 'স্বঃ সিষাসন্'—মোক্ষদায়ক হয়। যখন জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্ব একত্র মিলিত হয়, তখন সাধক মোক্ষলাভ করেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আবার মন্ত্রের পরের অংশেই বলা হইতেছে যে,—জ্ঞান শুদ্ধসত্ত্বের সহিত মিলিত হয়। কিরূপে মিলিত হয়? 'অপস্যুভিঃ মনীষিভিঃ হিয়ানঃ'—'অমৃতকামী সৎকর্ম্মসাধকগণ কর্তৃক তাঁহাদের হৃদয়ে উৎপাদিত হইয়া।' অর্থাৎ যাঁহারা অমৃতত্ব কামনা করেন, তাঁহারা সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বকে উৎপাদন

করেন। সেই শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। তাহার ফলে সাধক মুক্তিলাভ করেন—ইহাই মন্ত্রের সারমর্ম। (৯অ—১৭খ—২দ—২সা)। *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১২ ৩ ১২
ইন্দ্রস্য সোম পবমান ঊর্ম্মিণা
৩ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২
তবিষ্যমাণো জঠরেষ্বা বিশ।
১ ২ ৩২ ৩ ২৩ ১২
প্র নঃ পিন্ব বিদ্যুদভ্রেব রোদসী
৩ ২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২
ধিয়া নো বাজাঁ উপ মাহি শশ্বতঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

অস্মাকং হৃদিস্থিত 'পবমান' (পবিত্রকারক) 'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'তবিষ্যমাণঃ' (স্তূয়মানঃ, আরাধনীয়ঃ) ত্বং 'ঊর্ম্মিণা' (তরঙ্গরূপেণ, প্রভূতপরিমাণেন ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রস্য' (ইন্দ্রদেবস্য, ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'জঠরেষু আবিশ' (উদরে প্রবিশ, সামীপ্যং প্রাপয় ইতি ভাবঃ); 'বিদ্যুৎ অভ্রেব' (বিদ্যুৎ যথা মেঘাৎ দীপ্তিং আহরন্তি তদ্বৎ) ত্বং 'নঃ' (অস্মদর্থং) 'রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকৌ, তয়োঃ ইতি ভাবঃ) অমৃতং 'প্রপিন্ব' (ধুক্ষ, আহর); 'ধিয়া' (সদ্বুদ্ধ্যা, অনুগ্রহবুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শশ্বতঃ' (বহুনি, প্রভূত-পরিমাণং ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (শক্ত্যাদীনি, আত্মশক্তিং ইত্যর্থঃ) 'উপমাহি' (সমীপে প্রাপয়, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাবেণ অমৃতং প্রাপ্নুয়াম ভগবৎ-সামীপ্যং প্রাপ্নুয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—১৭খ-২দ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের হৃৎস্থিত, পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আরাধনীয় আপনি প্রভূত পরিমাণে ভগবানের সামীপ্য প্রাপ্ত হউন; বিদ্যুৎ যেমন মেঘ

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌সপ্ততিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

হইতে দীপ্তি আহরণ করে, সেইরূপ আপনি আমাদিগের জন্য দ্যুলোক-ভূলোক হইতে অমৃত আহরণ করুন; অনুগ্রহ বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগকে প্রভূতপরিমাণ আত্মশক্তি প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে যেন অমৃত প্রাপ্ত হই—ভগবৎসামীপ্য প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'পবমান' পূয়মান! ত্বং 'তবিষ্যমাণো' বার্দ্ধিষ্যমাণঃ সন্ 'ইন্দ্রস্য' 'জঠরেষু' 'ঊর্ম্মিণা' প্রভূতয়া ধারয়া 'আ বিশ' জঠর-প্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং 'নঃ' অস্মদর্থং 'বিদ্যুৎ 'অভ্রেব' অভ্রাণীব সা যথা অভ্রাণি দোগ্ধি তদ্বৎ 'প্র পিন্ব' ধুক্ষ 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ কিঞ্চ 'ধিয়া' কর্ম্মণা 'নঃ' অস্মভ্যং 'শশ্বতঃ' বহুনামৈতৎ (নিঘ০ ৩১৫)। বহূন 'বাজান্' অন্নান্ 'উপ' সমীপে 'যাহি' নির্যাহি। 'যাহি'—'যাসি'—ইতি পাঠৌ, 'নঃ'—'ন'—ইতি চ।৩॥

• • •

তৃতীয় (১২২৮) সামের মর্ম্মার্থ।

এই প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশেই ভগবানের নিকট হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করা হইয়াছে। নিম্নে বর্ত্তমান মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে বর্দ্ধিষ্ণু সোমরস! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হইয়া ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর। বিদ্যুৎ যেরূপ মেঘকে দোহনপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি আপন ক্রিয়া দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে দোহনপূর্ব্বক নিরন্তর আমাদিগকে অন্ন দান কর।"

এই অনুবাদ বহুপরিমাণে ভাষ্যমূলক। সুতরাং ভাষ্য ও অনুবাদের একত্র আলোচনা করা যাউক। ব্যাখ্যাকারগণ মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অংশে এক ভাব প্রকাশ পাইতেছে, দ্বিতীয় অংশে অন্যভাব প্রকাশিত দেখি। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে—"হে সোমরস! তুমি ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ কর।" সম্ভবতঃ ইহার ভাব এই যে, ইন্দ্রদেব সোমরস পান করুন। ইন্দ্রের সোমরস পানের জন্য ইন্দ্রকেই অনুরোধ করা সঙ্গত হইত। যাহা হউক, এই অংশের দ্বারা মোটামোটিভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রের সোমপান সম্বন্ধে মন্ত্রের এই অংশ বিনিযুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা মন্ত্রের ভাব অন্যরূপ বলিয়া মনে করি। 'তবিষ্যমাণঃ' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"বর্দ্ধিষ্যমাণঃ"। বিবরণকার 'ত্বরমানঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদে ইন্দ্রস্য সমীপে, ভগবানের সমীপে এই ভাবই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভাষ্যাদিতে মন্ত্রটীকে সোমরসার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সোমরসের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—ইন্দ্রের

উদরে প্রবেশ কর, অর্থাৎ ইন্দ্রদেব তোমাকে পান করুন। এখানে আমরা একটী কথা স্মরণ করিতেছি। ভাষ্যাদি প্রচলিত ব্যাখ্যায় অনেক স্থলে সোমরসকে ইন্দ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে; অথচ এখানে বলা হইতেছে—সোমরস ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করুক। অপিচ, 'বর্দ্ধিষ্যমাণঃ' সোমরস কিরূপ তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের ধারণা বর্ত্তমানস্থলে সাধক আপনার হৃৎস্থিত সত্ত্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা করিতেছেন। 'পবমান' পবিত্রকারক সত্ত্বভাবই মানুষের পরম আরাধনার বস্তু। তাহা দ্বারাই মানুষ আপনার চরমলক্ষ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যসাধনের, মোক্ষলাভের উপায় শুদ্ধসত্ত্ব। হৃদয়ে এই পরম বস্তু লাভ করিতে পারিলে মানুষ অনায়াসেই মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে পারেন। তাই সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য সাধকের এত আগ্রহ। নৌকা যেমন নদীপারে যাইবার জন্য প্রয়োজনীয়, সেইরূপ এই ভবনদীর পারে যাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বরূপ তরণীর প্রয়োজন। তাই এই পরম আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুকে "তবিষ্যমাণঃ" স্তূয়মানঃ বলা হইয়াছে। আমরা মনে করি একমাত্র শুদ্ধসত্ত্ব অথবা সেইরূপ কোন ঐশী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ 'তবিষ্যমাণঃ' বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। নতুবা সোমরস নামক মাদক-দ্রব্যকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা সম্ভবপর নয়। আবার 'ঊর্ম্মিণা' পদে ভাষ্যকারও "প্রভূততয়া ধারয়া" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানেও 'প্রভূতপরিমাণ' এই অর্থ সূচীত হইতেছে, তরঙ্গাদির কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মন্ত্রের প্রথমাংশে শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে কেবলমাত্র শুদ্ধসত্ত্বের মাহাত্ম্য খ্যাপন নয়, ইহার সঙ্গে একটা প্রার্থনাও আছে। 'ইন্দ্রস্য জঠরে' পদদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মূলে আছে, —"ইন্দ্রস্য জঠরেষু আবিশ।" প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তাহার অর্থ "ইন্দ্রের উদরসমূহে প্রবেশ কর।" 'জঠরেষু' পদের বহুবচনের কৈফিয়ৎস্বরূপ ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'জঠরপ্রদেশস্য বাহুল্যাৎ বহুবচনং'। এই ব্যাখ্যার মর্ম্ম অনুধাবন করা অসম্ভব জঠর প্রদেশ 'বহু' হয় কিরূপে? কাহারও কি বহু উদর থাকে? বিবরণকার উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন,—'সপ্তম্যা বহুবচনমিদং একবচনস্য স্থানে দ্রষ্টব্যং''—অর্থাৎ এখানে সপ্তমীর বহুবচন স্থানে একবচনান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইবে। এ ব্যাখ্যা অনেকটা সঙ্গত। কিন্তু আমরা মনে করি এখানে 'জঠরেষু' পদে উদর বা পাকস্থলী প্রভৃতি কোন নির্দ্দিষ্ট শরীর যন্ত্রকে লক্ষ্য করিতেছে না, কেবলমাত্র ভগবানের সামীপ্য অথবা সেই ভগবানকেই লক্ষ্য করিতেছে, সুতরাং বহুবচনান্ত পদ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় নাই। তাই উক্ত অংশের মর্ম্মার্থ দাঁড়ায়,—শুদ্ধসত্ত্ব ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হউন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে একটা উপমা আছে—'বিদ্যুৎ অভ্রেব' অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ যেমন মেঘ হইতে দীপ্তি আহরণ করে'। মেঘ হইতেই বিদ্যুতের জন্ম, অথবা মেঘ হইতেই বিদ্যুৎ তাহার আলোক্ তেজ সংগ্রহ করে। এই উপমার পরের অংশ—"নঃ রোদসী প্রপিন্ব"—আমাদের জন্য দ্যুলোকভূলোক হইতে অমৃত আহরণ কর। ভগবানের কৃপামৃত বিশ্বের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে, মানুষ যদি তাহা লাভ করিবার শক্তি লাভ করে, তবেই তাহা লাভ করিতে

পারে। সেই শক্তি, সেই উপযোগিতা লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা। তাই সেই শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—আমাদের জন্য অমৃত আহরণ কর। এখানে 'প্রপিন্ব' পদটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের জন্য দোহন কর—অর্থাৎ জগতের সর্ব্বত্রই অমৃত আছে, তাহার দোহন করিবার শক্তি থাকিলেই তাহা লাভ করা যায়। সেই শক্তি লাভ হয়—শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা। মানুষের হৃদয়ে যখন শুদ্ধসত্ত্ব উপজিত হয়, তখন তিনি অনায়াসেই অমৃতলাভে সমর্থ হয়েন। বিদ্যুৎ দীপ্তিপুঞ্জ, তাই উপমায় সেই দীপ্তিপুঞ্জের মতই উজ্জ্বল ভাস্বর অমৃত প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের শেষাংশে আত্মশক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বাজান্' পদে ভাষ্যকার 'অন্নান্' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পদে যে আত্মশক্তিকে লক্ষ্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহুত্র উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মশক্তি। যাঁহার আত্মশক্তি জাগরিত হইয়াছে, যিনি নিজের মধ্যে শক্তির সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনও দুর্ব্বলতা হীনতা থাকিতে পারে না মানবের হৃদয়ই অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেই অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে মানুষ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে—অবশ্য যদি সেই শক্তিলাভের উপযোগিতা থাকে। হৃদয়ের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। মানুষ যদি সেই হৃদয়শক্তি লাভ করে, যদি প্রকৃত শক্তির অধিকারী হয়, তাহার মধ্যে যে অফুরন্ত শক্তি-ভাণ্ডার আছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে তবে মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে আত্মশক্তি অন্যে প্রদান করিবে কিরূপে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, আত্মশক্তি বাহির হইতে প্রদান করিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা হয় নাই। নিজের অন্তরে যে শুদ্ধসত্ত্ব আছে, উদ্বুদ্ধ সেই শুদ্ধসত্ত্বের নিকট অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভগবৎশক্তির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"আমরা যেন আত্মশক্তি লাভ করিতে পারি, ভগবান আমাদের মধ্যে যে শক্তিবীজ দিয়াছেন, তাহাকে যেন বিকশিত করিয়া আমরা পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারি। তাঁহার দেওয়া শক্তি বলে যেন তাঁহারই চরণে উপনীত হইতে পারি। তিনি তো আমাদিগকে সমস্তই দিয়াছেন, কেবল তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই, সদ্ব্যবহার করিতে জানা চাই। আমরা যেন সেই আত্মশক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ চরণে উপস্থিত হইতে পারি।" (৯অ—৭খ—২সূ—৩সা)। *

—— * ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র১ . ২ ১ ২র১র ১ র১
১। ধর্ত্তাদয়িবা ২৩ঃ। পবতায়িকা ২৩। স্বীয়োরসাঃ। দক্ষোদায়িবা ২৩।

২র১ ২র১র ২ ১ ২র ১
সামনুমা ২৩। দীয়োনুত্যয়িঃ। হরিঃ সার্জ্জা ২৩। নোঅত্যায়িয়ো ২৩।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ষট্‌চত্বারিংশ সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম বর্গের অন্তর্গত)।

২র১ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২র র ২ ২রর ১
নামবতাম্নিঃ। বৃণাপাজা ২ ৩। সিক্তণ্ বা ২ ৩ য়ি নাদীযুবা ৩ ১ উ শুয়োনাধা

২ঘ র১ র ২র১ ২ ১
২ ৩। তঅযূণা ২ ৩। গাতস্তিয়োঃ। স্তুবঃ সাম্নিবা ২ ৩। সম্নপায়িয়ো

২র১ ২ ১ ২ র। ৩র১
২ ৩। গাবিষ্টিযু। ইন্দ্রস্তাশূ ২ ৩। যবমীরায়া ২ ৩ ন্ আপস্নাতাম্নিঃ।

২ ১ ২র ১ ২র:র ২ ১
ইন্দুর্হায়িষা ২ ৩। সোঅজ্যাস্তা ২ ৩ য়ি। মানীষিতা ৩ ১ উ। ইন্দ্রোস্তাসো ২ ৩।

২ ১ ২র১র ১ ১ ২র ১ ২র১র
মপবামা ২ ৩। নাউর্ম্মিণা। তবিষ্যামা ২ ৩। গোজঠায়া ২ ৩ য়ি। বুষাবিণা।

২ ১ ২ ১ ২র১র ২ র ১
প্রনঃ পাম্নিষা ২ ৩। বিহ্বাদাভ্রে ২ ৩। বায়োদসায়ি। দিয়ানো বা ২ ৩।

২র ১ ২র১ ২ ১ ১ ১ ১
আ৮ উপামা ২ ৩। হাশস্বতা ৩ ১ উবা। ২ ৩ ৪ ৫

• • •

২ ১ র ২ র ১ — ১ র র র র
২। ধর্তাবা। দিবঃ পবতেকা। বিয়োঃয়া সা ২ ঃ। দক্ষোদেবানামমৃমা।

২ র ১ — ১ র র ২ ১ ১ ২
দিয়োন্দ্ তা ২ য়িঃ। হরিঃ সৃজানোঅত্যিয়ো। নপত্যা ২ ৩ য়িঃ। বার্থা ৩

৪ ৫ ২ ১ ১ ২ ৪ ২র ১
পাজা। সিক্তণ্‌ব ২ ৩ য়ি। নাদা ৩ য়িব্ ৫ বা ৬ ৫ ৬। শুয়োবা। নথস্ত-

র ২ ১ — ১ র ২ — ১
আয়ুধা। গস্তস্তায়ো ২ঃ। স্বঃসিবাসন্নধিয়ো। গাবিষ্টায়িষু ২। ইন্দ্রস্তশম-

র ২ ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১
মীরয়াম্। অপস্নাস্তা ২ ৩ য়িঃ। আয়িন্দ্ ৩ হায়িষা। সোঅজ্যাস্তা ২ ৩ য়ি

১ ২ ৪ ২ ১ র ১
মানা ৩ য়িষা ৫ য়িতা ৬ ৫ ৬ য়িঃ। ইন্দ্রোবা। স্তসোমপবমা। নউর্ম্মা-

— ১ র ২ র ২ র ১ — ১
য়িণা ২। তবিষ্যমাগোজঠয়ায়ি। যুষাবায়িশা ২। প্রনঃপিষবিহ্বাদভ্রে

২ র ১ ১ ২ ৪ ৫ ২র ১ ১ ২ ৪
বয়োদাসা ২ ৩ য়ি। ধায়া ৩ যোবা। আ৮ উপামা ২ ৩। হাশাও শ্বা তা ৬ ৫ ৬।

• • •

৪ ৩　৪　১　৪ র ৫　১ র　র　র ২ র
৩। ধর্ত্তাহ ৫ দি। বা ৩ঃ পা ৩ বস্তেকা। ভীয়োরসোদক্ষোদেবানামস্থমা। দী ৩

১ ২　২　১ — ১ র র　র　২　১
যোন্ ৩ ভায়িঃ। হয়া ২ য়িঃস্বজানোঅত্যোসহ। ভির্ম্মা ২ ৩ র্ষা। হুম্মায়ি।

২　২　১　র　ন ৩২　১ ২　১র　র র　র
পা ৩ জা। সায়িক্কণুষেনদা ২ য়িববাউ। আশু। রোনধত্তআয়ুদাগভস্ত্যোঃ-

র　২　১　২　১ — ১　র
স্বঃপিবাদন্ থিয়ো। পা ৩ বায়িষ্টা ৩ য়িযু। ইন্দ্রা ২ স্তুগুম্মীরয়মপস্থা।

২　১　২　২　১　র　^　৩ ২
ভিয়া ২ ৩ য়িন্দঃ। হুম্মায়ি। হা ৩ য়িষা। নোঅজ্যক্তেমনা ২ য়িবিভাউ।

১　২　১　র　র র　র　র র　২　১ ২　২
ভায়িরায়ি। প্রস্বসোমপবমানউর্ম্মিণাতবিশ্বাদোজায়ায়ি। যু ৩ আণা ৩ য়িশা।

১ — ১　র র　র　২　১　২　২
প্রনা ২ঃ পিশ্ববিদ্বাদভ্রেবোদ। দীধা ২ ৩ য়া। হুম্মায়ি। নৌ ৩ বা।

১　র　ন ৩ ২　১ ১ ১
জা৬ উপমাহিশা ২ শ্বভাউ বা ৩ ৪ ৫।

* * *

১　২　২　২　র　র　১ ৩ ২　১ ৩ ২
৪। হাউধার্ত্তা। দা ২ ৩ ৪ য়ি। বঃপবতেক্কত্বিয়োরসা। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪।

১　২　১　২রর　র　র　১ ৩ ২　১ ৩২
হাউদাক্ষাঃ। দা ২ ৩ ৪ য়ি। বানামস্থমাদিয়োনৃভিঃ। এহিয়া। এহিয়া

১　২　৫　২র র　র　১৩ ২
৩ ৪। হাউহারীঃ। সা ২ ৩ ৪। জানোঅত্যোনদস্বভিঃ। এহিয়া।

১ ৩ ২　১　২　১　২র　র র র　১ ৩ ২
এহিয়া ৩ ৪। হাউবার্ধা। পা ২ ৩ ৪। জা৬ সিক্কণুষেনদীযুবা। এহিয়া।

১ ৩ ২　৫　২　১　১　২　র　র　র　১ ৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাউ। হাউশুরাঃ। না ২ ৩ ৪। ধত্তআয়ুদাগভস্ত্যোঃ। এহিয়া।

১ ৩ ২　১　২　১　২র　র　১ ৩ ২
এহিয়া ৩ ৪। হাউহবাঃ। দা ২ ৩ ৪ য়ি। যাস ন্ থিয়োগবিষ্টিষু। এহিয়া।

১ ৩ ২　১　২　২　২　র　১ ৩২
এহিয়া ৩ ৪। হাবাবিপ্রা। স্তা ২ ৩ ৪। গুম্মীরয়মপস্থাভিঃ। এহিয়া।

১ ৩২　১　২　১　২র র　র র
এহিয়া ৩ ৪। হাবায়িন্দুঃ। হা ২ ৩ ৪ যি। যানোঅজ্যক্তেমনীবিভিঃ।

১৩২ ১৩২ ৫ ১ ২ ১ ২র র
এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউ। হাবাগিয়া। স্থা ২ ৩ ৪। সোমপবমান-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১ ২র র
উর্ম্মিণা। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউতাবাগ্নি। স্থা ২ ৩ ৪। মাপোজ-

র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
ঠরেষাবিশ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪। হাউপ্রানাঃ। পা ২ ৩ ৪ য়ি।

২ র র র ১৩২ ১৩২ ১ ২ ১
স্ববিক্ত্যাদন্ত্রেমবয়োদনী। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউধায়া। নো ২ ৩ ৪।

২রর র ১৩২ ১৩২ ৫ ৪
বাজা৬উপমাহিশশ্বতঃ। এহিয়া। এহিয়া ৩ ৪ হাউ। হো ৫ই। ডা॥

* * *

৩ ২৯ ৩২ ৩র৪র ৫ ১ ২১ র ২ ২ ৪র ৫
৫। উদ্বাগ্নি। ধর্ত্তা ৩ ৪ ঔহোবা। দিবাঃ। পবতে। কৃত্বিয়োরসাঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১র ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
দক্ষা ৩ ৪ ঔহোবা। দেবা। না ৩ মস্তু। মাদিয়োন্হায়িঃ। হরা ৩ ৪

৩র ৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪ ৫ ৩ ২ ৩র৪র৫
ঔহোবা। স্হজা। নো ৩ অতি। যোনসম্বভায়িঃ। বৃপ. ৩ ৪ ঔহোবা।

১র ২১ ২র ৩২ ৪ ৩র২ ৩র৪র৫
পাজা। সিক্তণু। বে। নদা ৩ য়িষ্ ৫ বা ৬ ৫ ৬। শূরা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২ ১র ২র৩৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১
মধা। তা ৩ আয়ু। ধাগস্তস্তিয়োঃ। স্তুবা ৩ ৪ ঔহোবা। সিষা। সাতনৃথি।

২র৩ ৪ ৫ ৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২n৩৪ ৫
য়োগবিষ্টিব্। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। তশূ। ম্মা ৩ মীর। য়ন্নপস্থ্যভায়িঃ।

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২র ১ ২র ৩২ ৪
ইন্দূ ৩ ৪ ঔহোবা। হিষা। নোঅজা। তে। মনা ৩ য়িবা ৫ য়িত্তা

৩২ ৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২রn৩৪র ৫ ৩২
৬ ৫ ৬ য়িঃ। ইন্দ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। স্তসো। মা ৩ পব। মানউর্ম্মিণা। তবা

৩র৪র৫ ১ ২ ১ ২র৩৪র ৫ ৩২ ৩র৪র ৫
৩ ৪ ঔহোবা। ষামা। গো ৩ জঠ। রেষুআবিশা। প্রনা ৩ ৪ ঔহোবা।

১ ২১ ২রn৩৪র ৫ ৩ ২n ৩২ ৩র৪র৫ ১র
পিষা। বিস্তদ। ভ্রেবরোদসাগ্নি। উদ্বাগ্নি। ধিয়া ৩ ৪ ঔহোবা। সোব।

২ ১ ২রn ৩২ ৪
জা৬উপ। মা। হিশা ৩ খা ৫ তা ৬ ৫ ৬ঃ॥

• • •

২১র ২১২র ১২র ১ ২ ১রররর র ২ ২
৬। ধর্ত্তাদিবঃপবতেকৃত্ব্যিয়ো। হোয়িরাসাঃ। দক্ষোদেবানামনুমাদিয়ো ১ নৃ ৩
২ ১ র র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩
ভায়িঃ। হরিঃসৃজানোঅত্যোনসা ১ ত্বা ৩ ভায়িঃ। বা ২ ৩ ৪ থা। পা-
৫ ১ ২ ৩২ ১ ২ ৪
২ ৩ ৪ জা। সায়িকৃণুৰা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। নদা ৩ য়িষ ৫ বা ৬ ৫ ৬॥
১র২র১ ২১র ২র১ ২র ১ ২ ১ র র ২ ২ ২
শূয়োনধত্তআয়ুধাগভস্তৌ। হোস্তায়োঃ। স্বঃসিষাসন্রথিয়োগবা ১ য়িষ্টা ৩ য়িষু।
১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
ইন্দ্রস্যশুষ্মমীরয়ন্নপা ১ স্যা ৩ ভায়িঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িন্দুঃ। হা ২ ৩ ৪ য়িধা।
১ ২ ৩ ২ ১ ২ ৪
নোঅজ্যাতা ৩ য়ি। হা ২ ৩ য়ি। মনা ৩ য়িষা ৫ য়িভা ৬ ৫ ৬ য়িঃ॥
১২ র ১২র১২র ২ ২ ১ র র র ২ ২ ২
ইন্দ্রস্যসোমপবমানঊ। হোর্মায়িণা। তবিষ্যমাণোজঠরেষ্বা ১ বা ৩ য়িশা।
১ র ২ ২ ২n ৩ ৫ ৩ ৫
প্রনঃপিন্ববিদ্যুদভ্রেবরো ১ দা ৩ সায়ি। ধা ২ ৩ ৪ য়া। নো ২ ৩ ৪ বা।
১ ২৩ ২ ১ ২ ৪
আ৺উপমা ৩। হা ২ ৩। হিশা ৩ খা ৫ ভা ৬ ৫ ৬॥ •

* * *

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২৩ ২উ ৩ ২৩ক ২র ৩২ ৩ ১ ২
যদিন্দ্র প্রাগপাগুদগ্ন্যগ্বা হূয়সে নৃভিঃ।
১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ৩ ১ ২
সিমা পুরূ নৃষূতো অস্যানবে সিপ্রশর্দ্ধ তুর্ব্বশে॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'যৎ বা' (যদ্যপি) ত্বং 'প্রাক্ অপাক্ উদক্ ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) 'নৃভিঃ' (নেতৃভিঃ, লোকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি) তথাপি 'পুরু' (বহুলং, প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া সৎকর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (সাধকৈঃ

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত ছয়টী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) "ঔদ্ভার্গবম্" (২) "কাণ্বম্" (৩) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (৪) "পাকস্থম্" (৫) "বাসিষ্ঠম্" এবং (৬) "বায়োরভিক্রন্দন্"।

আরাধিতঃ সন্ ইতি যাবৎ) যং 'আনবে' (লোকে, সাধকহৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'সিম্না' (রিপূণাং প্রাধান্যাবরকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি, প্রাদুর্ভবসি) তথা 'তুর্বশে' (সৎকর্ম্ম-প্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে - তস্য হৃদয়ে ইত্যর্থঃ) 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ, তদ্রূপেণ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (প্রাদুর্ভবসি); যদ্যপি বহুভিঃ আরাধিতঃ তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা) ॥

অথবা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব) 'প্রাক্, অপাক্, উদক্, ন্যক্' (সর্ব্বদিক্ষু, সর্ব্বত্র) যং 'নৃভিঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ) হূয়সে' (আহূয়সে, পূজিতঃ ভবসি); 'বা যৎ' (কিন্তু যদা) 'পুরু' (বহুলং প্রভূতপরিমাণং, ঐকান্তিকতয়া ইত্যর্থঃ) 'নৃষূতঃ' (নেতৃস্থানীয়লোকৈঃ সাধকৈঃ আরাধিতঃ) 'অসি' (ভবসি); তদা 'সিম' (রিপুবশকারক হে দেব) 'তুর্বশে আনবে' (সৎকর্ম্মপ্রভাবেণ ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তে জনে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তজনস্য হিতায় ইত্যর্থঃ) যং তস্য 'প্রশর্দ্ধ' (রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'অসি' (ভবসি); বহুভিঃ আরাধিতঃ সন্ অপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিতং সাধকং শীঘ্রং রিপুকবলাৎ উদ্ধারয়তি—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ - ৭খ - ৩সূ—১সা) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদ্যপি আপনি সর্ব্বত্র নেতা মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; তথাপি ঐকান্তিকতার সহিত সৎকর্ম্ম দ্বারা সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হইলে, আপনি সাধক-হৃদয়ে রিপুগণের প্রাধান্যাবরক-রূপে প্রাদুর্ভূত হন; এবং সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হৃদয়ে রিপুবিমর্দ্দক-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—যদিও বহুজন কর্তৃক আরাধিত হয়েন তথাপি ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন। (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।) ।

অথবা।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! সর্ব্বত্র আপনি নেতৃস্থানীয় লোকগণ কর্তৃক পূজিত হয়েন; কিন্তু যখন ঐকান্তিকতার সহিত সাধকগণ কর্তৃক আরাধিত হন, তখন রিপুবশকারক হে দেব! সৎকর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত জনের হিতের জন্য আপনি তাঁহার রিপুবিমর্দ্দক হইয়া থাকেন। (ভাব এই যে,—বহুজন কর্তৃক আরাধিত হইলেও ভগবান্ সৎকর্ম্মান্বিত সাধকে শীঘ্র রিপুকবল হইতে উদ্ধার করেন) ॥ (৯অ—৭খ—৩সূ—১সা।) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'যদ্' যদি 'প্রাক্' প্রাচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ। সপ্তম্যাং প্রাক্-শব্দাৎ বিহিত-স্যাস্তাতেঃ অঞ্চের্লুগিতি (৫।৩।৩০) লুক্। যদি বা 'অপাক্' প্রতীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ, যদি বা 'উদক্' উদীচ্যাং দিশি বর্ত্তমানৈঃ যদ্বা 'ন্যক্' নীচ্যাং দিশি অধস্তাদ্বর্ত্তমানৈঃ। ন্যধীচ (৬।২।৫৩) – ইতি প্রকৃতিস্বরত্বং, উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ (৮।২।৪)—ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। এবস্তূতৈঃ 'নৃভিঃ' স্তোতৃভিঃ ত্বং 'হূয়সে' স্ব-স্ব-কার্য্যায় আহূয়সে হিংসিম-শ্রেষ্ঠৈরসিমইতিবৈশ্রেষ্ঠমাচক্ষত ইতি বাজসনেয়কং। যদ্যপ্যেবং বহুভিরাহূয়সে তথাপি 'অনবে' অনুর্নাম রাজা তস্য পুত্রে রাজর্ষৌ 'পুরু' বহুলং 'নৃষত্তঃ' নৃভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ 'অসি' ভবসি রাজ্ঞো হিতকরণে ত্বাং স্তোতারঃ প্রীণয়ন্তীত্যর্থঃ। ষু প্রেরণে, অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা তৃতীয়া কর্ম্মণি (৬।২।৪৮) ইতি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অপিচ হে 'প্রশর্দ্ধ' প্রকর্ষেণ শর্দ্ধয়িতঃ শত্রুভিহিংসিতরিন্দ্র! 'তুর্ব্বশে' এতৎসংজ্ঞকে রাজনি নৃষত্তোঽসি নৃভিঃ প্রেরিতোঽসি ভবসি॥ (৯অ ৭খ—৩সূ—১সা)।

প্রথম (১২২৯) সামের মর্ম্মার্থ।

ভগবান মানুষকে মুক্তি-যাত্রায় সাহায্য করেন। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, সেই তাঁহার কৃপা পায় সত্য, কিন্তু করুণা প্রার্থনার মধ্যে ঐকান্তিকতা থাকা প্রয়োজন। ঐকান্তিকতা থাকিলেই নিজকে সৎ পবিত্র করিবার চেষ্টা আসে এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে।

ভগবান সমদর্শী; তিনি অবারিতভাবে জীবে প্রেম ও করুণা বিতরণ করিতেছেন। যাহার যতটুকু শক্তি সে ততটুকু গ্রহণ করিতে পারে। ভগবানের দানে পক্ষপাতিত্ব নাই। সৎকর্ম্মসাধন দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল ও প্রশস্ত হয়, ভগবৎ-করুণা ধারণ করিবার শক্তি জন্মে। আমরা অসৎকর্ম্মে অসচ্চিন্তায় নিজের শক্তি ক্ষয় করি, আর তাহার ফলভোগ করিবার সময় দোষ দেই ভগবানের। নিজের দোষে—'খাত-সলিলে ডুবে মরি', আর নিজের পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্যই যেন বলি দোষ ভগবানের!

তত্ত্বদর্শী ঋষি সত্য দর্শন করেন, তাই ভগবানের মহিমা – তাঁহার নিরপেক্ষতা জগৎকে জ্ঞাপন করেন। ভুল করো না মানব, ভগবানের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হইলেও 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' বাক্যটী ভুলিও না। সৎকর্ম্মে সচ্চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর তুমিও ভগবানের কৃপা আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে। (৯অ—৭খ - ৩সূ - ১সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের প্রথমা ঋক্ (পঞ্চম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহাও ছন্দার্চ্চিকে (৩অ - ৫খ—৫দ - ৭সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২৩ ২ ৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩
যদ্বা রুমে রুশমে শ্যাবকে

২৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
কৃপ ইন্দ্র মাদয়সে সচা।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
কণ্বাসস্ত্বা স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহস

১র ২র৩ ১ ২
ইন্দ্রা যচ্ছন্ত্যাগহি॥ ২॥

*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে দেব! 'যদ্বা' (যদ্যপি) 'রুমে' (প্রার্থনাপরায়ণে) 'রুশমে' (দীপ্তিমতি, জ্যোতির্ম্ময়ে) 'শ্যাবকে' (ঊর্দ্ধগমনকারিণি, সাধনাপরায়ণে) 'কৃপে' (ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থিজনে) ত্বং 'মাদয়সে' (আনন্দং লভসে, তৃপ্তঃ ভবসি) তথাপি 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব! হে ভগবন্!) 'ব্রহ্মবাহসঃ' (ব্রহ্মকামিনঃ, মোক্ষার্থিনঃ) 'কণ্বাসঃ' (ক্ষুদ্রশক্তিজনাঃ) 'স্তোমেভিঃ সচা' (প্রার্থনাভিঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আযচ্ছন্তি' (আযময়ন্তি. আহ্বয়ন্তে), কৃপয়া ত্বং 'আগহি' (তেষাং হৃদি আগচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ক্ষুদ্রশক্তিজনানাং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেব! যদিও প্রার্থনাপরায়ণ জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধগমনকারী ভগবৎকৃপাপ্রার্থিজনে আপনি আনন্দলাভ করেন—তৃপ্ত হয়েন, তথাপি হে ভগবন্! মোক্ষার্থী ক্ষুদ্রশক্তিজন প্রার্থনা দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে; কৃপাপূর্ব্বক আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে আগমন করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক ক্ষুদ্রশক্তি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

'যদ্বা' যগুপি 'রুমে' রুমাদিষু চতুর্ষু রাজসু হে 'ইন্দ্রঃ'! ত্বং 'সচা' সহ 'মাদয়সে' মাদ্যসি তথাপি 'ব্রহ্মবাহসঃ' ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ 'কণ্বাসঃ' কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ 'স্তোমেভিঃ' স্তোত্রৈঃ স্তোত্রসমূহৈঃ সহ 'ইন্দ্র'! ত্বাং 'আযচ্ছন্তি' আযময়ন্তি অতস্ত্বং 'আগহি' শীঘ্রমাগচ্ছ। গমেলোটি ছান্দসঃ (২ ৪ ৭৩) শপো লুক্। 'স্তোমেভির্ব্রহ্মবাহসঃ'— 'ব্রহ্মভিঃস্তোমবাহসঃ'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩০) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূলমর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তি। প্রার্থনাপরায়ণ সাধকগণ ভগবানকে লাভ করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। আমরা তো তেমন সাধক নহি, আমরা কিরূপে তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব? ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনার তাৎপর্য। মন্ত্রে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা জ্ঞাপনের জন্য উত্তমপুরুষের পরিবর্ত্তে প্রথমপুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। মোক্ষার্থী সাধকগণ নিজেদের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদের আত্মগোপনের ভাব হইতেই তৃতীয়পুরুষ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—'এই দীনহীন কাঙ্গালকে দয়া কর, সে আপনাদের করুণা ভিক্ষা করিতেছে।' এখানে বক্তা নিজকেই কাঙ্গাল বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রেও সেইরূপ প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদ-যোগে সাধক আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন।

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের অনেক অনৈক্য লক্ষিত হইবে। নিম্নে একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদটী এই,—"হে ইন্দ্র! যদিও তুমি রুম, রুশম, শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক; স্তোত্রবাহক কণ্বগণ তোমাকে স্তোত্রপ্রদান করিতেছে, তুমি আগমন কর।" অনুবাদকার ভাষ্যকারের অনুকরণে 'রুমে' প্রভৃতি পদে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ 'রুম' প্রভৃতি নাম-ধারী কয়েকজন লোক যেন ইন্দ্রকে আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রও তাঁহাদের আরাধনায় প্রীত হইয়া থাকেন। আমরা মনে করি নিত্যসত্য বেদ-মন্ত্রে অনিত্য সাংসারিক মানুষের নাম নাই। ভগবান্ এই নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন লোকের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েন একথার অর্থ কি? তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক, তাঁহারা কে? আমাদের ধারণা এই যে, 'রুমে' প্রভৃতি পদে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে না, এই পদসমূহ সাধকের গুণাবলী প্রকাশ করিতেছে মাত্র। কি ভাবে কোন পদে আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 'রুম' শব্দ শব্দকরার্থক রু-ধাতু নিষ্পন্ন। তাহা হইতে ভাব আসে, যে শব্দ করে, ভগবানকে ডাকে, প্রার্থনা করে অর্থাৎ প্রার্থনাপরায়ণ। 'রুশমে' পদে দীপ্তি অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যিনি দীপ্তিমান জ্যোতির্ম্ময়। সাধনার প্রভাবে সাধক যে জ্যোতিঃ তেজঃ লাভ করেন

এখানে সেই জ্যোতির ইঙ্গিত আছে। তাই উক্ত পদে আমরা 'দীপ্তিমতি', 'জ্যোতির্ম্ময়ে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'শ্যাবক' শব্দ গমনার্থক 'শৈ'-ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থাৎ যিনি ঊর্দ্ধগমন করেন, ঊর্দ্ধগমনকারী। তাই সপ্তম্যন্ত উক্তপদে আমরা 'ঊর্দ্ধগমনকারিণি' অর্থ সঙ্গত মনে করি। 'কৃপে' পদের অর্থ—কৃপাপ্রার্থিজনে, যিনি ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহাতে। সুতরাং উক্ত পদসমূহে একই ব্যক্তিকে সাধককে নির্দ্দেশ করিতেছে, উহাতে কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নাই। আর যদি 'রুমে' 'রুশমে' 'শ্যাবকে' 'কৃপে' পদ-চতুষ্টয়ে চারিজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে উক্ত পদসমূহে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই চারিপদে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই উক্ত পদসমূহের অর্থ হইয়াছে,—'প্রার্থনাকারী জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধগমনকারী অর্থাৎ সাধনাপরায়ণ ভগবৎকৃপাপ্রার্থী জনে' 'মাদয়সে'—আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ, যাঁহারা মোক্ষপ্রার্থী তাঁহারাই ভগবানের প্রীতিলাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েন, তাঁহাদের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়েন। সপ্তম্যন্ত পদে তাহাই সূচিত হইতেছে।

ভাষ্যকার সপ্তম্যন্ত উপরোক্ত চারিটী পদের সহিত সহার্থক 'সচা' পদ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সপ্তমীর সহিত সহার্থক 'সচা' পদ যোগ করিলে কি অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তাহা আমরা বুঝি না। মন্ত্রের ঐ অংশের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ হইয়াছে 'তুমি রুম রুশম শ্যাবক ও কৃপের সহিত হৃষ্ট হইয়া থাক' ভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের নয় কি? মোটের উপর মন্ত্রের অন্বয়ই ভিন্নরূপ হইবে। সপ্তম্যন্ত পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে না। সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত 'সচা' পদের অন্বয় হইবে। তাহার অর্থ—প্রার্থনা দ্বারা। মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ এই,—'যদিও আপনি সাধকের হৃদয়েই আনন্দবিহার করিয়া থাকেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে প্রার্থনা আছে। এই অংশের ব্যাখ্যার সহিত আমদের ব্যাখ্যার মূলভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় নাই। তবে দু'একটী পদের অর্থ-সম্বন্ধে আমাদের ভাষ্যাদির মতভেদ আছে। ভাষ্যকার 'কণ্বাসঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'কণ্বগোত্রা ঋষয়ঃ'। কিন্তু আমরা মনে করি—অপৌরুষেয় বেদে কোন গোত্রবিশেষের উল্লেখ নাই। 'কণ্ব'-শব্দে কি অর্থ প্রকাশ করে তাহা আমরা পূর্ব্বে অনেকস্থলে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রে তদনুসারেই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদের ভাষ্যার্থ,—"ব্রহ্মণাং স্তোত্রাণাং বোঢ়ারঃ অথবা অন্নানাং বোঢ়ারঃ"। এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দে ভাষ্যকার স্তোত্র অথবা অন্ন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রহ্ম' পদের ঐ সকল অর্থ সঙ্গত না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে 'ব্রহ্মবাহসঃ' পদে ব্রহ্মকামী, মোক্ষার্থী অর্থই অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়। ভাষ্যানুবাদ—স্তোত্রবাহক অথবা অন্নবাহক অর্থাৎ স্তোত্রকারিগণ স্তোত্রদ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছে—এই ভাবই প্রকাশ করে। মন্ত্রের প্রার্থনাংশের সহিত আমাদের খুব সামান্যই মতভেদ পরিলক্ষিত হইবে। 'সচা' পদ তৃতীয়ান্ত 'স্তোমেভিঃ' পদের সহিত অন্বিত হওয়ায় ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়াইয়াছে—প্রার্থনা-দ্বারা আপনাকে আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ আপনার আসিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

সমগ্র মন্ত্রটীতে একটী প্রার্থনার করুণ-সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই,—"প্রভো! সাধকগণ আপনাকে তাঁহাদের সাধনশক্তিদ্বারা, প্রার্থনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়ে বিহার করিয়া থাকেন, আনন্দানুভব করেন। কিন্তু আমাদের তো সেই শক্তি নাই, তবে আমরা কি আপনার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব? শুনিয়াছি আপনি করুণানিদান, অগতির গতি, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, তবে আমরা কেন চির-পতিত থাকিব? ওগো কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন! পতিত হীনশক্তি আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তোমার করুণাবারি-দানে কৃতার্থ কর। তোমার আগমনে, তোমার পাদস্পর্শে এই হীন মলিন হৃদয় পবিত্র হউক তোমাকে আহ্বান করাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাহাও উপযুক্তভাবে করিবার শক্তি নাই। ওগো দুর্ব্বলের বল! দীনহীন এই কাঙ্গালদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন, আপনার দীনদয়াল নামের মাহাত্ম্য জগতে ঘোষিত হউক, আমরা ধন্য কৃতার্থ হই॥" (৯অ—৭খ ৩দ্ ২সা)॥ *

তৃতীয় সূক্তের গেয়-গান।

২　র　র　৩　১ ২রর　১　২　২^　৩র
১। যদিন্দ্র প্রাগপাগুদা ৩ গে। নাগ্বাহূ। যসায়িনৃভী ৩ঃ। হা। ঔহো

৫　১ -- ১ র ২র র ১　২১ ৭　২^　৩র　৫
২ ৩ ৪ হা। সিমা ২ পুরুনৃষূতোঅ। সিমানবে ২ ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা।

১　২　২n　৩র　৫　১ ^ ৩　৫র র
অসায়িপ্রাশা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ধা ২ তু ২ ৩ ৪ ঔহোবা। র্ব্বা

৫　২　২　১　২　১　২　২A
২ ৩ ৪ শে। অসিপ্রশর্দ্ধতুর্ব্বশা ৩ এ। আসিপ্রশ। ধতুর্ব্বশে ৩। হা।

৩র　৫　১ -- ১২র১ ২ র১র　২ ১　৭　২n　৩র
ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যদ্বা ২ রুমেরুশমেশ্যা। বকায়িক্রপা ২ ৩। হা। ঔহো

৫　১　২　২n　৩র　৫　১ n ৩　৫র
২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রাযাদা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। যা ২ সা ২ ৩ ৪ ঔ

৩　৫　২ র　র　২　১　২র　১　২
হোবা। সা ২ ২ ৪ চা॥ ইন্দ্রযাদয়সেসচা ৩ এ। আয়িন্দ্রযাদ। যসায়িসচা ৩।

২n　৩র　৫　১ -- র ১র র ২ ১　২ ১৭
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। কণ্বা ২ সত্বাস্তোমেভির্ত্র। ক্ষবাহসা ২ ৩ঃ।

২n　৩র　১　২　২n　৩র　৫　১A
হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। ইন্দ্রায়াচ্ছা ৩। হা। ঔহো ২ ৩ ৪ হা। তা ২

৩　৫রর　০　৫
আ ২ ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ হী (৩)॥ ‡

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুর্থ সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (পঞ্চম অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

‡ এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম যথা;—"নৈপাতিথম্"।

প্রথমং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩১ ১ ২র
উভয়ং শৃণবচ্চ ন ইন্দ্রো অর্ব্বাগিদং বচঃ।
৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সত্রাচ্যা মঘবাংৎসোমপীতয়ে
৩ ১র ২র ৩ ১ ২
ধিয়া শবিষ্ঠ আ গমৎ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-গাথা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ দেবঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'উভয়ং' (কর্ম্মবাক্যাত্মিকাং) 'ইদং বচঃ' (ইমাং প্রার্থনাং) 'শৃণুবৎ' (শৃণোতু); 'চ' (তথা) 'শবিষ্ঠঃ' (বলবত্তমঃ, সর্ব্বশক্তিমান) 'মঘবান্' (শ্রেষ্ঠধনসম্পন্নঃ দেবঃ) 'সত্রাচ্যা ধিয়া' (সৎকর্ম্মসাধিকয়া বুদ্ধ্যা—অস্মান সৎকর্ম্মসাধকান কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'সোমপীতয়ে' (সত্ত্বভাবং আস্বাদনায়, অস্মভ্যং সত্ত্বভাবং প্রদাতুং ইত্যর্থঃ) 'আগমৎ' (আগচ্ছতু)। অস্মাকং সৎকর্ম্ম-সহযুতাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা ভগবান্ অস্মভ্যং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং তথা শুদ্ধসত্ত্বভাবং প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ॥ (৯অ-৭খ-৪সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবতা, আমাদিগের অভিমুখী হইয়া, আমাদিগের কর্ম্মবাক্যাত্মক এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন; এবং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রেষ্ঠধন-সম্পন্ন দেবতা আমাদিগকে সৎকর্ম্মসাধক করিয়া আমাদিগকে সত্ত্বভাব প্রদান করিবার জন্য আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্ম-সহযুত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রদান করুন।)॥ (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'উভয়ং' স্তোত্রাত্মকং শস্ত্রাত্মকঞ্চোভয়বিধং 'ইদং' 'বচঃ' 'অর্ব্বাগ্' অস্মদভিমুখং ইন্দ্রঃ 'শৃণবৎ' শৃণোতু 'চ' 'মঘবান্' ধনবান্ ইন্দ্রঃ 'সত্রাচ্যা' অস্মাকং সহ অঞ্চন্ত্যা

'ধিয়া' যুক্তঃ সন্ 'শবিষ্ঠঃ' অতিশয়েন বলবান্ 'সোমপীতয়ে' সোমস্য পানায় 'আগমৎ' আগচ্ছতু॥ (৯অ—৭খ—৪সূ—১সা)॥

• • •

প্রথম (১২৩১) সামের মর্ম্মার্থ।

মানুষের কর্ম্মেও ভগবানের দয়ার নিকট সম্বন্ধ আছে। বেদের ব্যাখ্যাকালে আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবানের দয়া অজস্রভাবে বর্ষিত হইলেও তাহা ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে সে দয়া মানুষের উপর কার্য্যকরী হয় না। সাধকও এখানে প্রথমতঃ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য ও তৎপরে শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্রথমে হৃদয়কে সৎকর্ম্মের সাহায্যে ভগবানের দয়ালাভের উপযোগী করিতে হইবে, তার পর তাহাতে ভগবানের দয়া কার্য্যকরী হইবে।

তাই প্রার্থনা—"এস ভগবন্ দীনহীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল! আমরা দুর্ব্বল, তোমার দয়া গ্রহণ করিবার শক্তিও আমাদের নাই প্রভু! আমাদিগকে তোমার দয়া লাভ করিবার উপযুক্ত কর। এ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে পাপমোহরূপ আগাছা উৎপাটিত করিয়া দাও; সৎকর্ম্মের দ্বারা এ হৃদয়কে তোমার করুণা-ধারা ধারণ করিবার উপযোগী কর! ওগো প্রভু! আমার মলিন হিয়ায় যে তোমার ছবি প্রতিফলিত হয় না—"নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম্ম মুছায়ে"

একজন কবি গাহিয়াছেন,—

> বিশ্বপতি কর্ম্মময়, তারা ছেলের বাবা নয়,
> কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি, কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।"

ভগবান্ আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, তাঁহারই অপমান করা হয়। তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার করুণা লাভের জন্য তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা করি কিরূপে? যতটুকু শক্তিতে কুলায়, ততটুকু কর, আন্তরিকতা প্রকাশ কর; ভগবান্ নিশ্চয়ই হাতে ধরিয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'উভয়ং ইদং বচঃ শৃণুবৎ'। হে দেব! কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা কিরূপ? হৃদয়কে নির্ম্মল করিবার জন্য, রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য, যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই কর্ম্মাত্মিকা প্রার্থনা। এই কর্ম্মাত্মিকা ও বাক্যাত্মিকা প্রার্থনার পর সাধক 'সোমপীতয়ে' প্রার্থনা করিয়াছেন। সাধনার ইহাই ক্রম। এই মন্ত্রে এই সাধন-ক্রমই আমরা দেখিতে পাই॥ (৯অ-৭খ—৪সূ-১সা)॥ *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (উহা ষষ্ঠ অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৩অ—৬খ—৭দ—৮সা) পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ং সাম।

(সপ্তমঃ খণ্ডঃ। চতুর্থং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র
তঁ৺ হি স্বরাজং বৃষভং

২র ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
তমোজসা ধিষণে নিষ্টতক্ষতুঃ।

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩র ৩
উতোপমানাং প্রথমো নিষীদসি

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
সোমকামঁ৺ হি তে মনঃ॥ ২॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধিষণে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, বিশ্ববাসীজনসমূহঃ, সর্ব্বে জনাঃ ইতি ভাবঃ) 'তং' 'স্বরাজং' (স্বামিরাজং, স্বতন্ত্রং) 'বৃষভং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'তং হি' (প্রসিদ্ধং পরমদেবং এব) 'ওজসা' (বলেন, আত্মশক্ত্যা) 'নিষ্টতক্ষতু' (প্রাপ্নোতু); 'উত' (অপিচ) হে দেব! 'উপমানাং' (উপমানভূতানাং, শ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'প্রথমঃ' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং 'নিষীদসি' (উপবিশ, আবির্ভব, অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ); হে দেব! 'তে' (তব) 'মনঃ' (অন্তঃকরণং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'সোমকামং' (সোমেচ্ছুকং সাধকানাং শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণেচ্ছুকং ইত্যর্থঃ) ত্বং হি মুক্তিদাতা ইতি ভাবঃ। ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকশ্চ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন! মুক্তিদাতা ত্বং অস্মাকং হৃদি আবির্ভব; সর্ব্বে লোকাঃ তব কৃপয়া মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯প ৭খ–৪সূ–২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্ববাসীজনসমূহ অর্থাৎ সকললোক সেই স্বতন্ত্র, অভীষ্টবর্ষক, প্রসিদ্ধ পরমদেবতাকেই প্রাপ্ত হউক;- অপিচ, হে দেব! শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; হে দেব! আপনার অন্তঃকরণ সাধকদিগের শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণেচ্ছু অর্থাৎ আপনি মুক্তিদাতা। (মন্ত্রটী ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক ও প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—

হে ভগবন্! মুক্তিদাতা আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; সকললোক আপনার কৃপায় মোক্ষপ্রাপ্ত হউক। (৯অ—১খ—৪সূ—২সা)

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'তং হি' তং খল্বিন্দ্রং 'স্বরাজং' স্বয়মেব রাজমানো 'ধিষণে' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃষভং' জগদুপকারকং বৃষ্টের্বর্ষকং 'ওজসা' বলেন 'নিষ্টতক্ষতুঃ' সঞ্চরতুঃ 'উত' অপিচ যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র! উপমানভূতানামন্যেষাং দেবানাং মধ্যে 'প্রথমঃ' মুখ্যঃ সন 'নিষীদসি' দেস্থাঃ সোমকামং 'হি' খলু তে মনঃ। 'ওজসা' - 'ওজসঃ' — ইতি পাঠৌ। (৯অ—১খ-৪সূ-২সা)।

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩২) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই অংশে প্রার্থনা ও তৃতীয় অংশে নিত্যসত্তা প্রখ্যাপন আছে। মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে যে একটা বিশ্বজনীনতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্ত্রের প্রথম অংশেই -"ধিষণে তং হি নিষ্টতক্ষতুঃ"—দ্যুলোকভূলোকস্থ সকলপ্রাণী তাঁহাকে সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হউক। এখানে কেবলমাত্র নিজের জন্য বা নিজের তথাকথিত আত্মীয় পরিজনের জন্য প্রার্থনা নয় - এই প্রার্থনা বিশ্ববাসী সকলের জন্য। "হে ভগবন! বিশ্ববাসী সকলে তোমার করুণালাভ করুক, তোমার করুণাধারায় তাঁহারা অভিষিক্ত হউক। বিশ্ববাসী সকলই তোমার সন্তান, আমাদের ভাই, আমরা সকলই যেন তোমার অপার করুণালাভ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়া আত্মলীন হয়, সেইরূপভাবে আমরাও যেন তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের সকলকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া সন্মার্গাবলম্বনে তোমার অভিমুখে চলিতে পারি। বিশ্বের সকলই যেন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়, কেহই যেন পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে। পাপতাপ জগৎ হইতে দূরীভূত হউক, দুঃখ-কষ্ট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করুক, তোমার স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া আমরা বিশ্ববাসী সকলে তোমার চরণতলে যেন সমবেত হই।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই ভাবই নিহিত আছে।

এই যে বিশ্বজনীন প্রার্থনা ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্বজনীনতা হিন্দুত্বের - হিন্দুজীবনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট হিন্দু বিশ্বকে আপনার আত্মার সহিত একসূত্রে গ্রথিত দেখে। তাঁহার ধারণা বিশ্ব ভগবান হইতেই আসিয়াছে, এবং

তাঁহাতেই আবার প্রতিনিবৃত্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকই মুক্তির অধিকারী, ভগবানের কৃপায় সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। তাঁহাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই বিশ্বজনীনতা হিন্দুর নিকট জন্মগত সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই বিশ্বজনীনতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। হিন্দুর নিত্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ভূতযজ্ঞ একটী। বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলকামনা করা তাহার অন্তর্গত। হিন্দুর প্রণাম-মন্ত্র ভগবানকে 'জগদ্ধিতায়' বলিয়া প্রণাম করা হয়। এই ধারণার মূলে আছে—বেদের মহাবাণী।

কিন্তু এই বিশ্বজনীনতা বা বিশ্বপ্রেমের মূলে কি আছে? উহা কি অন্যের প্রতি দয়া বা করুণা হইতে উৎপন্ন?—না, কেবলমাত্র দয়া বা করুণা হইতে বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের প্রতি, বিশ্ববাসীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া খুব উচ্চস্তরের সাধকোচিত কর্ত্তব্য করিলাম, তাঁহাদের সেই ধারণা খুব সত্য নয়। বিশ্বপ্রেমের মূলে দয়া বা করুণা নাই। উহার মূলে আছে—দার্শনিক সত্য। মানুষ যখন সেই সত্যের সাক্ষাৎ পায় তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া বিশ্বপ্রেমিক হইতে হয়। আবার যখন সেই জ্ঞান সমাজের সকলস্তরে বিস্তৃত হয়, সকলে যখন সেই সত্যের মহিমা উপলব্ধি করে তখনই সমাজগত বিশ্বপ্রেম সম্ভবপর হয়। সমাজ জ্ঞানের, সাধনার অতি উচ্চস্তরে না পৌঁছিলে এই ভাব লাভ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের সকল স্তরে বিসর্পিত এই ভাব সেই সমাজের অতি উচ্চ অবস্থা জ্ঞাপন করে।

এই বিশ্বপ্রেমের মূলে আছে—দার্শনিক জ্ঞান, বিশ্বের একত্বের ধারণা। বিশ্ব ভগবান হইতে আসিয়াছে, উহা তাঁহাতেই "সূত্রে মণিগণা ইব" বিধৃত আছে। বিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। এক অংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অন্য অংশের অগ্রসর হইবার উপায় নাই পশ্চাতের অংশ, অন্য অংশকে পশ্চাতেই টানিবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বে যদি সত্যের, জ্ঞানের আধিপত্য স্থাপিত না হয়, বিশ্ববাসীসকল যদি পবিত্র না হয়, তাহা হইলে উন্নত অংশও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অবনত হইয়া পড়িবে। সুতরাং মোক্ষলাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সেই অবস্থা লাভের উপযোগী হওয়া চাই। নতুবা মোক্ষলাভ করা অসম্ভব। আর্য্য ঋষিগণ এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অদ্ভুত শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সমাজের সর্ব্বস্তরেই এই জ্ঞান বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাই বিশ্বজনীন ভাব, বিশ্বপ্রেম আজ সর্ব্বস্তরের হিন্দুর জন্মগত সম্পত্তি। তাঁহারা এই উচ্চভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই ভাবের মূলে আছে—বেদের মহাবাণী, সেই বিশ্বজনীন প্রার্থনা—"ধিবণে ত্বং নিষ্টতক্ষতুঃ।"

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনা—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য। সাধক আপনার হৃদয়ে ভগবানের ছায়া, পদস্পর্শলাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন তৃতীয় অংশে মন্ত্র বলিতেছে, "ত্বে মনঃ সোমকামং"। আপনিই মানবের মোক্ষবিধাতা। আপনি সাধকের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব কামনা করেন—গ্রহণ করেন। অর্থাৎ সাধকের পূজোপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। ভগবান্ যখন সাধকের পূজা গ্রহণ

করেন, তখনই তাঁহার পূজা আরাধনা সার্থক হয়, সাধক মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রের শেষাংশে ভগবানের এই মাহাত্ম্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। (৯অ—৭খ—২সূ—২সা)। *

—*—

চতুর্থ-সূক্তের গেয়-গান।

২ ২ ১ -- ১র ১ ২

১। উত্তয়৺্শৃণবচ্চনা ৩ এ। আগ্নিস্ত্রো ২ অর্ব্বাগিদংবচা ২ ৩ঃ। হোবা

২ ১র ২র ১ -- ১ ২ ২ন ৩ ৫

৩ হায়ি। সত্রাচিয়ামঘবা ২ ন। সো ' মাপা ৩ হায়ি। তা ২ ৩ ৪ য়ায়ি।

২১র ১ ২১ ৪৫ ২র র র ২

ধিয়াশবিষ্ঠআ ২ ৩ হোয়ি ঃ গমাৎ। ঔ ২ ৩ হোবা॥ ধিয়াশবিষ্ঠআগমাওদে।

১ --১ ২১র ১২ ২ ১ ২১র -- ১

সারা ২ শবিষ্ঠআগমা ২ ৩ ৎ। হোবা ৩ হায়ি। তু৺্ভিম্বরাজা ২ বৃষভাম্।

২ ২ন ৩ ৫ ১র ১ . ২১

তামো ৩ হায়ি। জা ২ ৩ ৪ সা। ধিষণেনিষ্টতা ২ ৩ হোয়ি। ক্ষতুঃ।

৪৫ ২র ২ ১ -- র১

ঔ ২ ৩ হোবা। ধিষণেনিষ্ঠতক্ষতু ৩ রে। ধায়িষা ২ ণেনিষ্টতক্ষতু ২ ৩ঃ।

১২ ২ ১র ২১র ১ ২ ২ন ৩ ৫

হোবা ৩ হায়ি। উতোপামা ২ প্রথমো। সায়িষা ৩ হায়ি। সা ২ ৩ ৪ সায়ি।

১র র ১ ২১ ৪৫ ৪

সোমকাম৺্হিতা ২ ৩ য়িহোয়ি। মনা। ঔ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* . *

২ ১২ ১র র ২ -- ১র

২। উত্তয়৺্শা। গবাচ্চা ১ না ২ঃ। ইন্দ্রোঅর্ব্বাগিদাংবা ১ চা ২ঃ। সত্রা-

র র র ২ — ঃর ২ ১ন ৩

চ্যামঘবাৎসোমপায়িতা ১ য়া ২ য়ি। ধিয়াশা ২ ৩ বা ৩ য়ি। ষ্ঠা ২ আ ২ ৩-

৫র র ৩ ৫ ১র ১২ -- ১র

৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ মাৎ। ধিয়াশবায়ি। ষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। ধিয়াশ-

র ২ — ১ র ২ — ১

বিষ্ঠআগা ১ মা ২ ৎ। তু৺্হিম্বরাজংবৃষভন্তামো ১ জানা ২। ধিষণে ২ ৩

২ ১ন ৩ ৫র র ২ ৫ ২র

না ৩ য়িঃ। তা ২ তা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। ক্ষা ২ ৩ ৪ তুঃ। ধিষণেমায়িঃ।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একষষ্টিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, অষ্টাদশ বর্গের অন্তর্গত)।

১ ২ — ১র ১ — ১র রর র
ততাক্ষা ১ তু ২ঃ। ধিষণেনিষষ্টতাক্ষা ১ তু ২ঃ। উতোপমানাম্প্রথমোনিষা-

২ — র১ ২ ১ ন
ম্বিদা ১ দা ২ ম্বি। সোমকা ২৩মা ৩ ণ্। হা ২

৩ ৫রর ৩ ৫
ম্বিতা ২৩৪ ঔহোবা। মা ২৩৪ নাঃ ॥

—— * ——

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পবস্ব দেব আয়ুষগিন্দ্রং গচ্ছতু তে মদঃ।

৩ ১র ২র৩ ১ ২
বায়ুমা রোহ ধর্ম্মণা ॥ ৯ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দেবঃ (দ্যোতমানঃ দ্যুতিমান বা) ত্বং 'পবস্ব' (ক্ষরঃ, অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (তব সম্বন্ধি) 'মদঃ' (পরমানন্দঃ) 'আয়ুষক্ ইন্দ্রং' (আনন্দময়ং ভগবন্তং ইতি ভাবঃ) 'গচ্ছতু' (প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ); তথা ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' (বায়ুধর্ম্মণা, বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগমনেন ইতি ভাবঃ) 'আরোহ' (প্রাপ্নুহি—অস্মানিতি শেষঃ)। বয়ং সত্ত্বভাবং লব্ধা তৎসাহায্যেন ভগবল্লাভং করবাম—ইতি ভাবঃ ॥ (৯অ—৮খ—১সূ—১সা) ॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! দ্যুতিমান্ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদ্ভূত হও; অপিচ, তোমার সম্বন্ধি পরমানন্দ আনন্দময় ভগবানকে প্রাপ্ত হউক; এবং তুমি বায়ুবৎ ক্ষিপ্রগতিতে আমাদিগকে প্রাপ্ত হও। (ভাব এই যে—, আমরা সত্ত্বভাব লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে যেন ভগবানকে লাভ করিতে পারি।)। (৯অ—৮খ—১সূ—১সা) ॥

এই সূক্তান্তর্গত দুইটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "বৈয়শ্বম্" এবং (২) "বাশম্"।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সোম! 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ ত্বং 'পবস্ব' ধারয়া ক্ষর। অপিচ 'তে' তব 'মদঃ' মদকরঃ রসঃ 'আয়ুষক্' তং 'ইন্দ্রং' প্রতি 'গচ্ছতু' অপিচ ত্বং 'বায়ুং' 'ধর্ম্মণা' ধারকেন রসেন 'আরোহ' প্রাপ্নুহি। 'দেবঃ'—'দেব' ইতি পাঠৌ। (৯ম—৮খ-১সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৩) সামের মর্ম্মার্থ।

সত্ত্বভাব ধারণশক্তি-বিশিষ্ট। সত্ত্বভাব ভগবানেরই শক্তি। সেই শক্তিদ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে। সেই শুদ্ধসত্ত্ব যখন মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন তাহা মানুষকে ভগবদভিমুখে পরিচালিত করে। পরিণামে সেই অনাদি সত্ত্বসমুদ্রে মানুষ আত্মলীন করে অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। সমজাতীয় বস্তুরই পরস্পর মিলন হয় এবং সমভাবাপন্ন বস্তু পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। তাই মানুষ যখন সত্ত্বভাবান্বিত হয়েন, তখন তিনি স্বতঃই সেই মূল সত্ত্বময় ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়েন। পরস্পরের আকর্ষণের তীব্রতা হেতু গতিবেগও তীব্র হয়। সুতরাং সাধক অচিরেই মুক্তিলাভ করেন। সত্ত্বভাব সাধককে ধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি বাধা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করে বলিয়াও সাধক আশুমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সত্ত্বভাব দ্যোতমান—পরম তেজোময় বস্তু। স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং মানুষকেও অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যায়। পরমজ্যোতিঃলাভে সাধক আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়েন। অজ্ঞানতাই পাপ, অজ্ঞানতাই দুঃখ। সেই অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত হইলে সাধকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। মন্ত্রে তাই সেই আনন্দদায়ক ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রচলিত ব্যাখ্যাতে সোমের উল্লেখ আছে। একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল-"হে দীপ্তিশালী সোম! ক্ষরিত হও। তোমার মদ ক্রমাগত ইন্দ্রকে স্পর্শ করুক। তোমার শক্তি বায়ুতে গিয়া আরোহণ করুক।" (৯ম—৮খ—১সূ—১সা)।

—:*:—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২

পবমান নি তোশসে রয়িং সোম শ্রবায্যম্।

১ ২ ৩১র ২র

ইন্দো সমুদ্রমা বিশ ॥ ২ ॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের দ্বাবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পবমান' (পবিত্রকারক) 'ইন্দো' (হে শুদ্ধসত্ত্ব !) ত্বং 'শ্রবায্যং' (শ্রবণীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'রয়িং' (পরমধনং) 'নি তোশসে' (নিতরাং প্রযচ্ছ, সম্যক্‌রূপেণ প্রযচ্ছ— অস্মভ্যং ইতি শেষঃ); 'সোমঃ' (হে অস্মাকং হৃদিস্থিত সত্ত্বভাব !) ত্বং 'সমুদ্রং' (অমৃত-সমুদ্রং ইতি ভাবঃ) 'আ বিশ' (প্রবিশ, প্রাপ্নুহি, যদ্বা—অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিতঃ ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্ অস্মভ্যং পরমধনং অমৃতং প্রযচ্ছ —ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ ৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রকারক হে শুদ্ধসত্ত্ব! আপনি আকাঙ্ক্ষণীয় পরমধন সম্যক্‌রূপে আমাদিগকে প্রদান করুন। হে আমাদিগের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব! আপনি অমৃতসমুদ্রকে প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ অমৃতসমুদ্রে সম্মিলিত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন অমৃত প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'পবমান'! 'ইন্দো'! 'সোম'! ত্বং 'শ্রবায্যং' শ্রবণীয়ং 'রয়িং' শত্রূণাং ধনং 'নি তোশসে' অতিতরাং পীড়য়সি স ত্বং 'সমুদ্রং' দ্রোণকলশং 'আ বিশ' প্রবিশ। 'ইন্দো'— 'প্রিয়ঃ' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৪) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরমধন এবং দ্বিতীয় অংশে অমৃত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক হইলেও উহার ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। তাহা এই,—"হে ক্ষরৎ সোম! তুমি শত্রুর বিপুল ধন সমস্ত নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দাও। প্রিয় হইয়া তুমি কলসের মধ্যে প্রবেশ কর।" প্রার্থনার মধ্যে শত্রুর বিপুল ধন নাশের কথা আছে। সোমরসকে সম্বোধন করিয়া এই প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে। সোমরস শত্রুর ধন নাশ করিবে কিরূপে? শত্রুকে মাতাল করিয়া? তাহা তো প্রার্থনাকারীর ভাগ্যেও ঘটিতে পারে! প্রচলিত এই ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাই মনে হয় যে, প্রার্থনাকারীর শত্রুর যেন যথেষ্ট ধন

সম্পত্তি আছে, সোমরস যেন তাহাই ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহা ধ্বংস না করিয়া প্রার্থনা-কারীকে প্রদান করিলে আরও ভাল হইত। যাহা হউক, আমরা মনে করি, ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের মূলভাব রক্ষিত হয় নাই। ভাষ্যকার 'নি তোশসে' পদের অর্থ করিয়াছেন—"অতিতরাং পীড়য়সি।" তাহার প্রচলিত অনুবাদ—'নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দেও।' কিন্তু বিবরণকার উক্ত 'তোশসে' পদে 'তংশ দানে দদাসি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বিবরণকারই সঙ্গত অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকার 'তোশসে' পদে 'বিনাশ কর' অর্থ গ্রহণ করায় 'রয়িং' পদেরও বিকৃত অর্থ করিতে হইয়াছে। উক্ত পদের ভাষ্যার্থ,—"শত্রূণাং ধনং" অর্থাৎ শত্রু-দিগের ধন। ভাষ্যকার আপনার কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইতে গিয়া দুই তিনটী পদের অর্থ বিকৃত করিয়াছেন; অথচ এরূপ করার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

আমাদের ধারণা এই যে,—উক্ত অংশে পরমধন লাভ করিবার জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'শ্রবায্যং' পদের অর্থ—যাহা শ্রবণযোগ্য, যাহা প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যাহা আকাঙ্ক্ষণীয়। সে আকাঙ্ক্ষণীয় ধন বিনাশ না করিয়া প্রদান করার জন্য প্রার্থনাই সঙ্গত ও শোভন। আমাদের মনে হয়, তাহাতে মন্ত্রের মূলভাবও রক্ষিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশেও প্রার্থনা আছে। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব অমৃতসমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হউক। শুদ্ধসত্ত্ব অমৃতপ্রাপক। সত্ত্বভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইলে, তাহা সাধককে অমৃতসমুদ্রে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। তাহা যেন আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদান করে,—ইহাই প্রার্থনার সারমর্ম্ম। (৯অ—৮খ—১সূ—২সা)॥

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩　১　　২　৩　১২
অপঘ্নন্ পবসে মৃধঃ০॥৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে শুদ্ধসত্ত্ব 'মৃধঃ' (শত্রূন্) 'অপঘ্নন্' (বিনাশ্য) 'পবসে' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! রিপুজয়িনঃ কৃত্বা অস্মভ্যং শুদ্ধসত্ত্বং প্রদেহি—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের ত্রয়োবিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুজয়ী করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ব প্রদান করুন)॥ (৯অ—৮খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋচঃ প্রতীকমিদং। সা চ ছন্দস্যাম্নাতা। (৬।১।১।৬।২৫।৬৯পৃ) ব্যাখ্যাতা চ॥৩।

* * *

তৃতীয় (১২৩৫) সামের মর্ম্মার্থ।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং'—ভগবানের করুণা-ধারা ক্ষরিত হয়। ভগবান তাঁহার সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত রাখেন না। মানুষ আপনার প্রবৃত্তিবশে অসৎপথে চলিয়া নিজের অধঃপতন আনয়ন করে সত্য; কিন্তু সে চিরদিনই অধঃপতিত থাকিতে পারে না। নিজের কর্ম্মের ফলে অশান্তি ভোগ করিয়া বিশ্বমঙ্গল-নীতির প্রভাবে সে আবার প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয়।

মানুষ যখন আপনার কর্ম্মফলে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে অবরোহণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইতে থাকে, তখন ভগবানের করুণাদত্ত শাস্তি ভোগ করিয়া পাপের পথ ত্যাগ করিয়া আবার মঙ্গলময় পথে চলিতে বাধ্য হয়; তখনই পাপীর বিনাশ ঘটে। যে পাপী ছিল, তখন সেই নবজীবন লাভ করে—ইহাই পাপীর মৃত্যু। তাই ভগবান বলিয়াছেন,—"আমি সাধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ও পাপীর বিনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

মানুষের হৃদয়ে যখন সত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন সে পাপ-পথ পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া নূতন জীবন পায়। তাই এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে—"জগতের পাপীদিগকে দূর করিয়া দাও প্রভু! তোমার অমৃতময় সত্ত্বভাব বিতরণে পাপীর পাপজীবন ধ্বংস করিয়া দাও, তোমার অমৃত-প্রবাহে জগৎ অভিষিক্ত হউক।"

মন্ত্রে পাপরূপ শত্রুসমূহের বিনাশের প্রার্থনা আছে। 'পাপী ব্যক্তিকে দূর কর'—বলিতে দ্বিবিধ ভাব উপলব্ধ হয়। এক ভাবে আমাদিগকে পাপ সম্বন্ধ হইতে দূরে রক্ষা কর, আর এক ভাবে পাপীদিগের পাপ নাশ করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষপথে প্রতিষ্ঠাপিত কর। (৩)॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের ত্রিষষ্টিতম সূক্তের চতুর্বিংশী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, প্রথম অধ্যায়, চতুস্ত্রিংশৎ বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম-সূক্তের গেয়-গান।

২ ১ ‥ ১ — ১ ২ র ১ — ১ — ২ — ১
১। পবস্বদা ২ শ্নি। ইয়া ২ ইয়া। বজায়ুবা ২ কৃ। ইন্দ্রজচ্ছা ২। ইয়া ২ ত্রয়া।

২ র ১ — র ১র — ১ — ২১ ২
তুত্তেমাদা ২ঃ। বায়ুমারো ২। ইয়া ২ ইয়া। হুধর্ম্মা ২ ৩ ণা ৩ ৪ ৩।

২ ১র — ২ ‥ ২র ১ ‥ ১র — ১ ২ র ১ ‥
পবমানা ২। ইয়া ২ ইয়া। নিত্তোশাসা২রি। রয়ি৺সোমা ২ ইয়া। শ্রবাআয়া ২।

র ১ ‥ ১ — ২ ২১র ২ ২ ১ — ১
ইন্দোসমূ ২। ইয়া ২ ইয়া। ত্রমাবা ২ ৩ য়িশা ৩ ৫ ৩। অপঘ্নণা ২। ইয়া

‥ ১ ২র ১ — ১ — ১ — ১ ২ ১ —
২ ইয়া। বসেমার্দ্ধা ২ঃ। ক্রতুবিৎসেঃ ২। ইয়া ২ ইয়া। মমৎদারা ২ঃ।

১র — ১ — ১ ২ ২ ১
সুদশাদা ২ শ্নি। ইয়া ২ ইয়া। বয়ুঞ্জা ২ ৩ না ৩ ৬ ৩ ম। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ।

ডা (৩)।

* * *

৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ ‥ ১ ২
২। পব। স্বা ৩ দাগ্নি। বাঃ। ঈয়া। আয়ু ১ বা ২ কৃ। আগ্নিত্রজচ্ছ। তু।

৫ ২র ৩র২ ১ — ১র ১∧ ৩ ৫র র
তৌ ৩ হো। বাহায়ি। মদা ২ঃ। বায়ূ ২ ৩ ম। আবরো ২ ৩ ৪ ঔহোবা।

২ ২ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১ ২ — ১
হুধর্ম্মণা ১। পব। মা ৩ না। নায়ি। ঈয়া। তোশা ১ দা ২ যি। রায়ি

২র ৫ ২রn ৩র২ ১ ‥ ১ ১ n ৩
৺সোম। শ্রাগৌ ৩ হো। বাহায়ি। ঈয়া ২ ম। ইন্দো ২ ৩। সা ২ মূ

৫র র ২রn৩ ২ ৫ ২ ৪ ৫ ৪ ৫ ১
২ ৩ ৪ ঔহোবা। ত্রমাবিশা ১। অপ। ঘ্না ৩ নপা। বা। ঈয়া। সায়ি

২ — ১ ২ র s ২রn ৫র ২ ১ —
মার্দ্ধা ২ঃ। ক্রাতুবিৎসো। ম। মৌ ৩ হো। বাহা। ৎদয়া ২ঃ।

১ ১ n ৩ র৫র ২n৩২
সুদা ২ ৩। ষা ২ দা ২ ৩ ৪ ঔহোবা। বয়ুঞ্জনা ১ ম (৩)।

* * *

৫ ২ ৪র ৫র ২ ১ ২ ২র ১ঃ ২ ৩র ২
৩। পবস্বা ৩ দেবআয়ুষাক্। ইন্দ্রাঙ্গচ্ছ। ভুতেমদা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১র ২ ৩র ২ ৩র ৫ ৪ ৫
বায়ুমা ২ ৩ রো। হথোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। মা ৫ পো ৬ হায়ি॥

৫২৪ ৫র ২১ ২র১ ২র ১ঃ ২ ৩র ২
পবমাননিত্তোশদায়ি। রয়ায়ি৺সোম। শ্রবায়িয়া ৩ ম। ঔ ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ৩ র ২ ৩র ১ ৫ ৪ ৫
ইন্দোসা ২ ৩ ম্ জ্রমোহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। বা ৫ য়িশো ৬ হায়ি॥

৫ ২ ৪ ৫র ২ ১ ২ ১র ২ ১ঃ ২ ৩র ২
অপঘ্না ৩ ন্ পবসেমৃধাঃ। ক্রতুর্বিৎসো। মমৎসরা ৩ঃ। ও ৩ ৪। হাহোয়ি।

১ ২ ৩র ২n ৩র ১ ৫ ৪ ৫
স্বদাম্বা ২ ৩ দায়ি। বায়োহোয়ি। ঔহো ২ ৩ ৪ বা। আ ৫ মো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৩৪ ৫ র৪৫র ২ ২ ১ ১ ২ ২ -- --
৪। পবস্বদেবআ। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। যুষাগিন্দ্রঙ্গচ্ছতুত্তো ২। হো ২।

১ — ১ -- ১র২ ১ র ২ ১ ২১ ২
হুবা ২ য়ি। মাদা ২ঃ। বায়ু ৩ ৺হোয়ি। আরো ৩ হো। হুদর্ম্মা ২ ৩ পা

৩৪৫র ৪ ৫র ২ ২ ৫ ১ র ২ —
৩ ৪ ৩॥ পবমাননিত্তো। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। দদায়িয়য়ি৺সোমশ্রবৌ ২।

— ১ — ১ —১ ২ ১ ২ ১ ২১র
হো ২। হুবা ২ য়ি। আয়া ২ ম। ইন্দো ৩ হোয়ি। সমূ ৩ হো। জ্রমাবা

২ ৪ ৩ ৪৫ র ২ ২ ৫ ১
২ ৩ য়িশা ৩ ৪ ৩। অপঘ্নন্পবসে। ইয়া ৩ ৪ ৩ ঈ ৩ ৪ য়া। মৃধাঃক্রতুবিৎ

র -- -- ১ — ১ -- ১২ ১ র ২
সোমমৌ ২। হো ২। হুবা ২ য়ি। ৎসারা ২ঃ। স্বদা ৩ হোয়ি। স্বাদা

১ ২১ ২ ১
৩ হো। বয়ুজা ২ ৩ না ৩ ৪ ৩ ম্। ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

১ ২ ১ ২১র ২ ১ ২ ২ ২ র
৫। পবস্বদো। হায়ি। বআয়ু ২ ৩ ষাক্। ইন্দ্রঙ্গচ্ছতুতা ১ য়িমা ৩ দাঃ। বায়ু

রn ৩ ৫ ১ ২ ২ ১ ২ ৪ ৫ ১ ২র ১
মারো ২ ৩ ৪ হায়ি। হাধা ৩ হা। মণা। ঔ ৩ হোবা। পবমানো। হায়ি।

২ ১র ২ ১ র ২ ২ ২ র ৩ ৫
নিত্তোশা ২ ৩ দায়ি। রয়ি৺সোমশ্রবা ১ আ ৩ য়াপ্। ইন্দোসমো ২ ৩ ৪ হায়ি।

১২ ২ ১ ২ ৪৫ ১২১ ২১র ২
স্রাম্না ৩ হায়ি। বিশ্বা। ঔ৩হোবা॥ অপঘস্তো। হায়ি। বসেমা ২৩ দ্ধাঃ।

১ র ২ ২ ২ রর ৩ ৫ ১২ ২
ক্রতুবিৎসোমমা ১ ৎসা ৩ য়াঃ। সুদস্বাদো ২৩৪ হায়ি। বায়ু ৩৮ হায়ি।

১ ৪৫ ৪
জনাম্। ঔ২৩হোবা। হো৫ঈ। ডা (৩)।

—:*:—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

৩ ২ ২ ৩ ১ ২
অভী নো বাজসাতমম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'বাজসাতমং' (শ্রেষ্ঠতমং ধনং, পরমধনং) 'অভি' (অভ্যর্থ, প্রযচ্ছ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং পরমধনং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ-৮খ-২সূ—১সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন।)। (৯অ—৮খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

সা চায়তা (৮।২।১৬—২ ভা০ ১৬১ পৃ) ব্যাখ্যাতা চ। (৯অ—৮খ-২সূ-১সা)।

* * *

প্রথম (১২৩৬) সামের মর্ম্মার্থ।

ভাল জিনিষটী সকলেই পাইতে চায়। যাহা দ্বারা মানুষ উপকার পায়, যাহা মানুষকে শান্তি দিতে পারে, তাহাই মানুষ আগ্রহের সহিত কামনা করে। সদ্ভাব মানুষকে তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু দিতে পারে; কাজেই সকলে তাহাই পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সেইজন্যই 'বাজসাতমং' পাইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত পাঁচটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে,—(১) "সুরূপাত্তম্" (২) "তান্" (৩) "কাক্ষীবতম্" (৪) "গায়ত্রাশিতম্" (৫) "ঐড়সৈন্ধুক্ষিতম্।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত ভাষ্যাদির বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মতের মিল আছে। পরমধন লাভ করাই মানবজীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কার্য্য, সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাই এই মন্ত্রের বিশেষত্ব। (৯অ–৮খ ২সূ—১সা)। *

—*—

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩১ ১ ৩১ ২র ৩ ১২ ৩১২

বয়ং তে অস্য রাধাবসো বসোর্ব্বসো পুরুস্পৃহঃ।

১ ২র ৩১ ২র ৩১

নি নেদিষ্ঠতমা ইষঃ স্যাম সুম্নে

২

তে অধ্রিগো ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বসো' (বাসয়িতঃ, পরমাশ্রয়, যদ্বা—পরমধনদাতঃ হে দেব!) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'পুরুস্পৃহঃ' (বহুভিঃ আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ, সর্ব্বৈঃ আরাধনীয়স্য ইত্যর্থঃ) 'বসোঃ' (আশ্রয়দাতুঃ, যদ্বা—পরমধনদাতুঃ) 'অস্য' (প্রসিদ্ধস্য, এবম্ভূতস্য) 'তে' (তব) 'রাধসঃ' (পরমধনস্য) 'নেদিষ্ঠতমাঃ' (অত্যন্তং সমীপবর্ত্তিনঃ) 'স্যাম' (ভবেম); বয়ং তব পরমধনং লভেম—ইতি ভাবঃ; 'অধ্রিগো' (অনিবার্য্যবেগশালিন, উর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব!) 'তে' (তব) 'সুম্নে' (সুম্নায়, সুখলাভায়, পরমানন্দলাভায় ইত্যর্থঃ) বয়ং 'ইষঃ' (সিদ্ধিং) 'নি' (নিতরাং—প্রাপ্নুয়াম ইতি শেষঃ।)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! বয়ং তব পরমানন্দং পরমধনং চ লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৯অ—৮খ—২সূ—২সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরমাশ্রয় (অথবা পরমধনদাতা) হে দেব! প্রার্থনাকারী আমরা যেন সকলের আরাধনীয় আশ্রয়দাতা অথবা পরমধনদাতা প্রসিদ্ধ আপনার পরমধনের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হই; (ভাব এই যে,—আমরা

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের প্রথমা ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

যেন আপনার পরমধন লাভ করি); উর্দ্ধগতিপ্রাপক হে দেব! আপনার পরমানন্দের জন্য আমরা যেন সিদ্ধি নিঃশেষে প্রাপ্ত হই। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমরা যেন আপনার পরমানন্দ এবং পরমধন প্রাপ্ত হই।)॥ (৯অ—৮থ—২সূ—২সা)॥

*

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'বসো' বাসয়িতঃ! সোম! 'অস্য' এতাদৃশস্য 'তে' তব 'রাধসঃ' ধনস্য 'পুরুস্পৃহঃ' বহুভিঃ স্পৃহণীয়স্য 'বসোঃ' বাসকস্য ত্বদীয়-দীয়মানস্য বয়ং নিতরাং 'নেদিষ্ঠতমাঃ' অত্যন্তমন্তিকতমাঃ 'স্যাম' ভবেম॥ (৯অ—৮থ—২২—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৩৭) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। উভয় অংশেই ভগবৎসমীপে পরমধন, পরাসিদ্ধি লাভের জন্যই প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের—"অগ্রি়ো তে সুম্নে নি"—পদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই কেন তাহা বুঝা গেল না। যিনি পরমধনের অধীশ্বর, কুবেরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য যাঁহার কৃপাধীন, তাঁহার নিকটই ধনের প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'বসো' পদের দুইটী অর্থ আমরা প্রদান করিয়াছি। বসু শব্দ ধনার্থক। সুতরাং 'বসো' পদে ধনাধিপতিকেই লক্ষ্য করে। যিনি পরমধনের অধিপতি, যাঁহার করুণায় মানুষ সর্ব্ববিধ ধন প্রাপ্ত হয়, সেই পরমদেবতার চরণেই ধন প্রার্থনা করা হইয়াছে। ভাষ্যকার উক্তপদের অর্থ করিয়াছেন—'বাসয়িতঃ' নিবাসপ্রদ। আমরা সেই অর্থও সঙ্গতবোধে গ্রহণ করিয়াছি। তিনিই জগতের একমাত্র পরম আশ্রয়। মানুষ সেই চরমাশ্রয় লাভ করিবার জন্যই চিরলালায়িত।

"কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব'—এই প্রশ্ন যখন মানুষের মনে উদয় হয়, তখনই সে তাহার জীবনের চরম গন্তব্য পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যতই কেন মোহগ্রস্ত হউক না, যতই কেন সংসারের মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ুক না, কোন না কোনও সময়ে তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিবেই। মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা, দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য ব্যবধান, সেই ব্যবধান দূর হইলে মানুষ দেবতা হয়—ব্রহ্ম হয়। মানুষ সেই পরমদেবতার নিকট হইতে আসিয়াছে, সুতরাং তাহার মনে দেবত্বের একটা ছাপ থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে দেবত্বের, ব্রহ্মশক্তির বীজ বর্ত্তমান আছে। তাহার হৃদয়ে যে উচ্চতরলোকের, পবিত্রতর জীবনের অনুপ্রেরণা আছে তাহাই মানুষকে মাঝে মাঝে তাহার চরম পরিণতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। মানুষ দৌর্ভাগ্যবশে সেই পরিণতির

—চরমাশ্রয়ের অনুসন্ধানে রত হইলে দেখিতে পায় যে, সেই পরমদেবতাই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। তাহাকে সেই দেবতার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —তাঁহা হইতে জীবগণ আসিয়াছে, আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। এখানে সেই পরমাশ্রয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'বসো' সম্বোধন করা হইয়াছে।

জগৎ ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে। তিনিই মানবের—বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়; জগৎ তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। সুতরাং তিনি বিশ্বের আশ্রয়স্থল। অপিচ, মানুষ যখন সংসারের দুঃখকষ্টে অভিষ্ঠ হইয়া উঠে, মায়ামোহের আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠে, তখনও সেই একমাত্র আশ্রয়ের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি পড়ে। কেবলমাত্র সেই পরমপুরুষই মানুষকে বিপদ হইতে, দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, তাই জগতের দুঃখতাপে অভিষ্ঠ হইয়া মানুষ সেই পরমপিতারই আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাঁহার মঙ্গলময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে চায়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বিপদের বন্ধু সেই পরম দেবতাকেই সম্বোধন করিয়া মন্ত্রে প্রার্থনা উচ্চারিত হইয়াছে। "ওগো জীবনের জীবন আমাদিগকে তোমার মঙ্গলময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান কর। তোমার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া এই সংসার-প্রবাহে দীনহীনের মত আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? আশ্রয় দাও প্রভো কোলে তুলিয়া লও, চারিদিকে রিপুর আক্রমণে, মায়ার প্রলোভনে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি উদ্ধার কর, চিরশান্তি প্রদান কর। তোমার পরমধন দান করিয়া আমাদের হীন পতিত হৃদয়কে পবিত্র কর। আশ্রয় দান কর, কোলে তুলিয়া লও।" মন্ত্রের মধ্যে প্রার্থনার এই এই সুরই নিহিত দেখিতে পাই।

মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ,—আমরা যেন পরমধনের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হই অর্থাৎ আমরা যেন পরমধন লাভ করি। দ্বিতীয় অংশের প্রার্থনাও প্রথমাংশের ভাবের সহিত সংযুক্ত। সেই দেবতার নিকট পরাসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ভগবানের কৃপাসাপেক্ষ। ভগবদনুভূতির পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে সেই দয়াময়ের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হয়। তিনিই মানুষকে সাধনমার্গে পরিচালিত করেন, মানুষ যাহাতে সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হইতে পারে তিনি তাহারই উপায় বিধান করেন।

মন্ত্রে তাঁহাকে 'অধ্রিগুঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তিনি অনিবার্য্যবেগশালী তাঁহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তিনি যদি কৃপা করিয়া সাধককে ঊর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, কেহই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে না, অর্থাৎ তাঁহার কৃপামাত্রই মানুষ ঊর্দ্ধগমনে সমর্থ হয়। 'অধ্রিগুঃ' পদের ইহাই তাৎপর্য্য।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটে নাই। তবে কোন কোন ব্যাখ্যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে সোমরসের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে একটি প্রচলিত হিন্দী অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—"হে ব্যাপক সোম! অনেকোঁকে চাহনে যোগ্য আউর দেরে দিয়ে হুএ ইস তেরে ধনকে অত্যন্ত সমীপ হেঁ; হে সোম! তেরে দিয়েহুএ অন্নকে সুখসে সমীপ হুঁ।" কোন কোনও ব্যাখ্যায় একটু ভিন্নমত প্রতিফলিত

ইয়াছে। নিম্নের বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে তাহা অবগত হওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"......হে ধনস্বরূপ! হে অনিবার্য্যবেগশালী! আমরা যেন তোমার এই সর্ব্বজন কামনীয় নের এবং প্রচুর অন্নের অতি নিকটে যাইতে পারি।" (৯অ ৮খ—২সূ—২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ৩ ১২
পরি স্য স্বানো অক্ষরদিন্দুরব্যে মদচ্যুতঃ।
২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১র ২র ৩ ২
ধারা য ঊর্দ্ধো অধ্বরে ভ্রাজা ন যাতি গব্যয়ুঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'গব্যয়ুঃ' (গোকামঃ, জ্ঞানকামঃ, পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ জনঃ) 'ভ্রাজা ন' (যথা দীপ্ত্যা, দিব্যজ্যোতিষা সহ ইতি ভাবঃ) 'অধ্বরে' (যজ্ঞস্থলে, সৎকর্ম্মসাধনে ইত্যর্থঃ) 'যাতি' (প্রবৃত্তঃ ভবতি) তদ্বৎ 'যঃ' 'ঊর্দ্ধঃ' (ঊর্দ্ধগতিপ্রাপকঃ) 'মদচ্যুতঃ' (পরমানন্দদায়কঃ) 'স্বানঃ' (সুবানঃ, বিশুদ্ধকারকঃ, পবিত্রঃ) 'স্যঃ' (সঃ, প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দুঃ' (শুদ্ধসত্ত্বঃ) 'ধারা' (ধারয়া, ধারারূপেণ) 'অব্যে' (নিত্য, নিত্যজ্ঞানে) 'পর্য্যক্ষরৎ' (পরিক্ষরতি, সম্মিলিতঃ ভবতি)। নিত্যসত্যমূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। মোক্ষদায়কঃ পরমানন্দদায়কঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরাজ্ঞানেন সহ মিলিতঃ ভবতি - ইতি ভাবঃ। (৯অ ৮খ ২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সেইরূপ যিনি ঊর্দ্ধগতিপ্রাপক, পরমানন্দদায়ক, বিশুদ্ধকারক, সেই প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্ব ধারারূপে নিত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হয়েন। (মন্ত্রটি নিত্যসত্যমূলক। ভাব এই যে,—মোক্ষদায়ক পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব পরাজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

'গব্যযুঃ' গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদি কাময়মানঃ 'উর্দ্ধঃ' সমুচ্ছ্রিতঃ সর্কেষাং মুখ্যো 'যঃ' সোমঃ 'ভ্রাজা ন' যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ 'অধ্বরে' যজ্ঞে 'ধারা' স্বকীয়য়া ধারয়া 'যাতি' গচ্ছতি। 'স্বানঃ' সুবানঃ অভিষূয়মাণঃ সঃ 'ইন্দুঃ' সোমঃ 'মদচ্যুতঃ' মদার্থং বেদৈঃ প্রেরিতঃ সন্ 'অব্যো' অবিভবে পবিত্রে 'পর্য্যাক্ষরৎ' পরিতঃ ক্ষরতি। 'অক্ষরৎ'—'অক্ষাঃ' ইতি পাঠৌ॥ (৯অ-৮খ-২দ্-৩সা)॥

তৃতীয় (১২৩৮) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী একটু জটিলতাসম্পন্ন। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা ইহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল. তাহা হইতে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ-সম্বন্ধে একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। অনুবাদটী এই,—"মাদকত শক্তিধারী সোম নিষ্পীড়িত হইয়া মেষলোমের চতুর্দ্দিকে ক্ষরিত হইলেন। তাঁহার ধারা যজ্ঞস্থলে উর্দ্ধে যাইতেছে; তিনি দীপ্তশালী হইয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন।" ভাষ্যকারও সোম-রসের কল্পনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কল্পনায় ও অনুবাদের ভাবে অনেক পার্থক্য আছে। ভাষ্যকার 'গব্যযুঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন,—'গোকামঃ যদ্বা ক্ষীরাদিকাময়মানঃ'—যিনি গরুকামনা করেন অথবা ক্ষীরাদি কামনা করেন। অর্থাৎ সোমরস এই দুইটীর একটী কামনা করিতে পারেন। 'সোম' অথবা 'ইন্দু' যদি সোমরস হয়, তাহা হইলে প্রচলিত মতানুসারে তাহা 'ক্ষীরাদি কাময়মানঃ' হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু 'গোকামঃ' বলাতে সোম বা ইন্দুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। প্রচলিত মতানুসারে 'গো' অর্থে গরুকে বুঝায়। সুতরাং সোমরস গরুকে কামনা করে—এ কথার অর্থ কি তাহা বুঝা যায় না। কারণ সোমরসের সহিত গরুর কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

আমাদের ভাবধারা স্বতন্ত্র। 'গব্যযুঃ' পদে আমরা 'জ্ঞানেচ্ছুকঃ', 'পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুকঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'গব্যযুঃ' পদের অর্থ 'গোকামঃ' সত্য. কিন্তু 'গো' শব্দের অর্থ—জ্ঞান, পরাজ্ঞান। সুতরাং যিনি সেই পরাজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, যাঁহার হৃদয়ে সেই পরমবস্তু লাভ করিবার আন্তরিক চেষ্টা ও ইচ্ছা বর্ত্তমান. তাঁহাকেই 'গব্যযুঃ' বলা যায়। তিনি জ্ঞানকামী, তিনি সাধক। তিনি সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা আপনার মোক্ষমার্গ পরিষ্কার করেন।

মন্ত্রের প্রথমাংশে একটী উপমা আছে,—'ভ্রাজা ন'। ভাষ্যকার এই উপমার অর্থ করিয়াছেন,—(সোমঃ) "যথা ভ্রাজমানয়া দীপ্ত্যা অন্তরিক্ষে গচ্ছতি তদ্বৎ দীপ্ত্যা সহ"। এখানে 'ভ্রাজা ন' উপমার সহিত সোমরসের সম্বন্ধ কল্পনা করা হইয়াছে। তাহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'সোম যেমন উজ্জ্বল দীপ্তির সহিত অন্তরিক্ষলোকে গমন করে সেইরূপ।' এখানে আবার 'সোম' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে সংশয় আসে। সোমরস দীপ্তি পাইল কিরূপে তাহা বুঝা যায় না। তরল মাদকদ্রব্য সোমরসের নিম্নগামী হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তাহা উপরে একেবারে

অন্তরিক্ষে কিরূপে চলিয়া গেল তাহা বুঝা দুষ্কর। ভাষ্যকার শুধু অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিতেছেন। সোমরসকে একবার বলিতেছেন, তরল মাদকদ্রব্য, আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন,—জ্যোতিঃপূর্ণ, অন্তরিক্ষে গমনকারী। সুতরাং সোমরস বলিতে ভাষ্যকার কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করেন তাহা বুঝা যায় না, পরিষ্কারভাবে তাহা কোথায়ও বলা হয় নাই। বিভিন্ন স্থলে ভাষ্যকার বিভিন্নভাবের পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সকল ভাব পরস্পরবিরোধী। বর্ত্তমান মন্ত্রে একভাবের মধ্যেই অসঙ্গতি দোষ আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আমরা মনে করি যে, এখানে সোমরসের কোন উল্লেখ নাই। 'ভ্রাজা ন' উপমার যে অর্থ তাহা মর্ম্মানুসারিণীতে দ্রষ্টব্য। এই উপমা 'গব্যয়ুঃ' পদের সহিত অন্বিত। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই,—"পরাজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তি যেমন দিব্যজ্যোতির সাহায্যে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন।" ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ যাঁহার মধ্যে বিকশিত হয়, তিনিই মোক্ষমার্গের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, মোক্ষলাভের উপযোগী সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষ নিজের অসম্পূর্ণতা ও হীনতা ক্ষালন করিতে চেষ্টা করে। উপমার প্রথমাংশে এই সত্যই বিবৃত হইয়াছে। উপমার দ্বিতীয়াংশে সত্ত্বভাবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সাধক যেমনভাবে ভগবৎশক্তির সাহায্যে আপনার মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হয়েন, অর্থাৎ দুইটী যেমন ধ্রুবসত্য, ঠিক সেইরূপ আরও একটী ধ্রুব সত্য এই যে,—পরমানন্দদায়ক শুদ্ধসত্ত্ব নিত্যজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়। মন্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বই উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * (৯অ—৮খ—২সূ—৩সা) ॥

—— • ——

দ্বিতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

৫ র ৩র২ ৪ র ৫ ১ ১ র ২
১। অভী নোবা ৩। জপাতসাম্। রয়িমর্ষশতস্পৃহা ২ ৩ ম্। আয়িন্দোসহ।

৪ ১ ২ ৪ ৫
৩ ১ ২ ৩। স্রভা ৫ র্ণসাম্। তুবিদ্যুম্না ৩ ১ ২ ৩ ম্। বিভোবা।

৪ ৫ ৫ ৩র ২ ৪ ৫ ১র র
সা ৫ হো ৬ হায়ি ॥ বয়ম্। তেআ ৩। স্বরাধসাঃ। বসোর্বসোপুরুস্পৃহা ২ ৩ঃ।

১ র ২ ৪ ১ ২ ৪ ৫
নায়িনে'দষ্ঠা ৩ ১ ২ ৩। স্তমা ৫ ইষাঃ। স্নামসুম্না ৩ ১ ২ ৩ য়ি। ভত্তবা।

৪ ৫ ৫ ৩ ২ ৪র ৫ ১ র
ধ্রা ৫ য়িগো ৬ হায়ি। পরি। স্বস্বা ৩ নোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যেমদচ্যুতা ২ ৩ঃ।

১ র ২ ৪র ১ র ২ ৪ ৫
ধারায়উ ৩ ১ ২ ৩। ধেবোআ ৫ ধবরায়ি। ভ্রাজানয়া ৩ ১ ২ ৩। তিগোবা।

৪ ৫
ব্যা ৫ য়ো ৬ হায়ি (৩)।

---

* এই সাম মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের অষ্টনবতিতম সূক্তে তৃতীয়া ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রয়োবিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

৩ র ২র১ ৪র র ৫ ২ ১ ১ ২ ১ র ২
২। অভীহীনো ২ ৩। বাজসাতমমীয়া। রয়িমর্ষশতস্পৃহম্। আয়িন্দোসহ।

১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১র ২
স্রভর্ণা ২ ৩সাম্। তুবা ৩ হায়ি। দ্যুম্না ৩ ৮ হায়ি। বিভাসা ২ ৩হা৩৪৩ম্।

৩ ২র ১ ৪ ৫ ১রর ২ র ১ ২ ১ র ২
বয়৮হীতে ২ ৩। অশ্বরাধসঈয়া। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃহঃ। সায়িনেদিষ্ঠ।

১র ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ র ১ ২
তমাআ ২ ৩য়িষাঃ। স্তামা ৩ হায়ি। সুম্না ৩ য়িহায়ি। তেঅগ্রা ২ ৩ য়িগা ৩৪ ৩ উ॥

৩র ২ ১ ৪র র ৫ ১ ২১২র১ ২ ১ র২ র
পরীহিস্তা ২ ৩ঃ। স্বানোঅক্ষরদীয়া। ইন্দুরব্যোমদচ্যুতঃ। ধারায়উ।

র ১ ২ ১ ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২
ধ্বোঅধ্বা ২ ৩রায়ি। ভ্রাজা ৩ হা। নায়া ৩ হা। তিগব্যা ২ ৩ যু৩৪৩ঃ।

১
ও ২ ৩ ৪ ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

২১র র ২র১র ২১ ২ ১ ২ ১ র ২ ১ ২
৩। অভীনোবাজসাতমাম্। রয়িমর্ষশতস্পৃ ২ ৩ হাম্। ইন্দোসহস্রভর্ণা ২ ৩ সাম্।

১ ২ n ৩র২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
তুবাদ্যিম্না ২ ৩মা ৩ম্। বা ২ য়ি। ভাসা ৩ ৪ ঔহোবা। হা ২ ৩ ৪ ৫ ম্।

২১ র ২ ১র২১ র র ২ ১ ২ ১ র ২১র ২
বয়ন্তেঅশ্বরাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরুস্পৃ ২ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠতমাআ ২ ৩ য়িষাঃ।

র ১ ২ ১ n ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
স্তামসু ২ ৩ ম্না ৩ য়ি। তে ২। অগ্রা ৩ ৪ ঔহোবা। গা ২ ৩ ৪ ৫ উ।

১ ২ ১২র১র ২ ১ র ২১ ২ ১রর র ২র১
পরিস্তস্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যোমদচু। ২ ৩ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বা ২ ৩

র র১র ৩ ১৯ ৩ ২ ৫র র ৩ ১ ১ ১ ১
রায়ি। ভ্রাজানা ২ ৩ মা ৩। তা ২ য়ি। গব্যা ৩ ৪ ঔহোবা। যূ ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

* * *

২ র ১র র ২র১র ২ ১ ২ ৪
৪। অভীনোবোহো। জাসাতমাম্। রয়িমর্ষা ৩। শাতা ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ র ১ র ২র ১ ২ ১ ২ ৪
ইন্দোসহোহো। স্রাভর্ণসাম্। তুয়িদ্যুম্না ৩ ম্। বায়িভা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্।

২ ১ র ২র১র ২ র ১ ২ ৪
বয়ন্তঔহো। স্তারাধসাঃ। বসোর্ব্বসা ৩ উ। পুরু ৩ স্পৃ ৫ হা ৬ ৫ ৬ঃ।

২ র ১ র ২র১র ২র ১২ ৪
নিনেদিষ্টৌহো। ত্তামাইবাঃ। ত্তামস্তুন্না ৩ ম্নি। ত্তেআ ৩ এ্রা ৫ ম্নিগা ৬৫৬উ।

২ ১র ২র১ ২ ১২
পরিষ্কৃথোহো। নোঅক্করাৎ। ইন্দুরব্যা ৩ ম্নি। মাদা ৩ চ্চু ৫ ত্তা ৬৫৬ঃ।

২রর২র ২র১ ২রর ১ ২ ৪
ধারান্নঔহো। ধ্বোঅধ্বরান্নি। ভ্রাজানর ৩। ত্তান্নিগা ৩ ব্যা ৫ যূ ৬৫৬ঃ (৩)।

* * *

২ র র ১২ ২ ৪ ২ ২ ১২ ১৩
৫। অভীনোবা। অসাতা ৩ মাম্ ঔ ৩ হো ৩ বা। রয়িমর্ষশতস্পৃহা-

১১১১ ২ ১ ২ ২ ৪ ২ ২ ১র২১
২৩৪৫ম। রয়িমর্ষা। শতাস্পৃ ৩ হাম্। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দোসহস্র-

২৩ ১১১১ র ১২ ২ ৪ ২ ২
ভর্ণসা ২৩৪৫ম। ইন্দোসহা। স্রভার্ণা ৩ সাম। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১ ২র১৩ ১১১১ ২ ১২ ২
তুবিদ্যু। ম্নংবিভ্রাসহা ২৩৪৫ম। তুবিদ্যুম্নাম। বিভা্সা ৩ হাম্।

৪ ২ ২ ২ র ১২ ২ ৪ ২ ২ ১র২র
ঔ ৩ হো ৩ বা। বরন্তেআ। ত্তরাধা ৩ সাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা। বশোর্ব্বলো-

১৩১১১১ ২র ১২ ২ ৪ ২ ২
পুরুস্পৃহা ২৩৪৫ঃ। বশোর্ব্বলাউ পুরুস্পৃ ৩ হাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র ২ র৩২ ২র ১২ ২ ৪ ২ ২
নিনেদিষ্ঠ ত্তমাইবা ১ঃ। নিনেদিষ্ঠা। ত্তমাআ ৩ ম্নিবাঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২ররর২ ৩১১১১ ২র র১২ ২ ৪
ত্তামস্নুয়েত্তেঅগ্রিগা ২৩৪৫উ। ত্তামস্নুম্নান্নি। ত্তেআগ্রা ৩ ম্নি গা। ঔ ৩

২ ২ ২ র১২ ২ ৪ ২ ২ ১২১২র১
হো ৩ বা। পরিষ্কৃণ্বা। নোআক্কা ৩ রাৎ। ঔ ৩ হো ৩ বা। ইন্দুরব্যোমদ-

২৩ ১১১১ ২ ১২ ২ ৪ ২ ২
চ্যুতা ২৩৪৫ঃ। ইন্দুরব্যান্নি। মদাচ্যু ৩ তা ঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

১র২র১২র১র২৩২ ২রর র১২ ২ ৪ ২ ২
ধারায়ঊর্জ্জাঅধ্বরা ১ ম্নি। ধারায়ঊ। ধ্বোআধ্বা ৩ রান্নি। ঔ ৩ হো ৩ বা।

র১র র ২৩২ ২রর ১২ ২ ৪ ২ ২
ভ্রাজানযাতিগব্যযূ ১ঃ। ভ্রাজানয়া। তিগাব্যা ৩ যূঃ। ঔ ৩ হো ৩ বা।

৪ ২ ২ ৪ ২ ৪ ২ ৫ ২ ২র ৫
ঔ ৩ হো ৩ বা। ঈ ৩ য়া। ঈ ৩ য়া ৩৪। হা। হাউবা ৩। উ ৩২৩৪ পা।

* * *

১২র র ১ -- ১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩ ৫ ১২র
৬। অভীনোবা। জালা ২ তমাদ। রয়িমর্ষা ৩। শাতস্প ২ ৩ ৪ হাদ্। ইদো-

১ — ১ ২ ১ ২ ১ ৪ ২
দহা। স্রাভা ২ র্ষসাদ। তুবায়িদ্যু ২ ৩ ম্না ৩ ম। বা ২ ৩ ম্নিভা ৩। সা ৩ ৪ ৫

৫ ১২ র ১ -- ১ ২১র ২ ১২ ৩
হো ৬ ৫ ৬ হায়ি॥ বয়স্তেআ। স্পারা ২ ধদাঃ। বসোর্ব্বিদা ৩ উ। পুরুস্প-

৫ ১২র ১ — ১ ২র১ ২
২ ৩ ৪ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা। তামা ২ ইষাঃ। স্পামস্থ ২ ৩ ম্না ৩ ম্নি।

১ ৪ ২ ৫ ১ ২ ১ — ১
তে ২ ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো ৬ হায়ি॥ পরিষ্টস্বা। নোআ ২ ক্ষরাৎ।

২ ১ ২ — ১ ২ ৩ ৫ ১র২র ১ — ১
ইন্দুরবা ৩ ম্নি। মাদচ্যু ২ ৩ ৪ তাঃ। দারায়উ। ধেবাআ ২ ধ্বরায়ি।

২র১র ২ ১ ৪ ২ ৫
ভ্রাজানা ২ ৩ ম্না ৩। তা ২ ৩ য়িগা ৩ ব্যা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* *

৩ ২ ২ ৪র ৫র ২ ৪ ৫ ১
৭। অভা ৩ ১ ম্নি। নো ৩ বা। জসা। তা ৩ ২ম। এহিয়া। রা। য়িমর্ষশা।

২ ১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
ত। স্পৃহা ২ ম। এহিয়া ২। ইন্দোসহাস্র্া ৩ ভা ৩। ণা ২ ৩ ৪ সাদ।

২র -- ১র — ১ ২ ৪ ২^ ৫
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। তুবিদ্যুম্নাংবা ৩ য়িভা ৩। দা ৩ ৪ ৫ হো ৬ হায়ি॥

৩ ২ ২ ৪ ৫র ২ ৪ ৫ ১ র র ২
বয়া ৩ ১ ম। তে ৩ অ। স্তরা। ধা ৩ স ঃ। এহিয়া বা। সোর্ব্বদোপূ। রু।

১ — ১র — র ১ ২ ৪ ৫
স্পৃহা ২ ঃ। এহিয়া ২। নিনেদিষ্ঠাতা ৩ মা ৩ ঃ। আ ২ ৩ ৪ য়িমাঃ।

২র — ১র — র ১ ২ ৪ ২ⁿ
ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। স্তামস্থ্য়ায়িতে ৩ আ ৩। ধ্রা ৩ ৪ ৫ য়িগো

৫ ৩ ২ ২ ৪র র ৪ ২ ৪ ৫ ১
৬ হায়ি॥ পরা ৩ ১ য়ি। স্তা ৩ স্বা। নোঅ। ক্ষা ৩ রৎ। এহিয়া। আয়ি।

র ২ ১ — ১র — র র১ ২ ৪
ন্দুরবোমা। দ। চ্যুতা ২ ঃ। এহিয়া ২। ধারায়উর্দ্ধো ৩ আ ৩। ধা ২ ৩ ৪

৫ ২র — ১র — র র ১ ২
রায়ি। ঐহা ২ য়ি। এহিয়া ২। ভ্রাজানয়াতা ৩

৪ ২^ ৫
য়িগা ৩। বা ৩ ৪ ৫ য়ো ৬ হায়ি॥

* * *

২ র র র   ২   ১   ২   ১ —

৮। অভীমোবজনা ১ ভামান্। রয়িম। যশা ২ ৩ স্তা। হুম্মা ২ ১ ২ ২।

১ র ২১ n১৩ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ — ১

স্পৃৎমিন্দোনহস্রবর্ণসা ২ ৩ ৪ ৫ ম্। তুবা ৩ উবা। দ্যু ২ মান্। বা ২ ৩

২ ১ ৪ ৪ ২ র ২ ১ র

য়িতা। সহাম্। ঔ ২ ৩ হোবা॥ বয়স্তেঅন্তরা ১ ধাসাঃ। বসোর্ব্ব।

র ২ ১ -- ১ র র ২ র৩২ ২.

সোপূ ২ ৩ রূ। হুম্মা ২ ১ ২ ২। স্পৃহোনিনেদিষ্ঠতমাইষা ১ ঃ। স্বামা ৩

২ -- ১ ২ ১ ২n ৪ ৫ ২ র র

উবা। শূ ২ য়ায়ি। স্তে ২ ৩ আ। ধ্রিগা। ঔ ৩ হোবা॥ পরিস্তবানোঅ ১

২ ১ র ২ ১ -- ১ র র২র১২র১র

ক্ষারাৎ। ইন্দ্রয়। স্যেমা ২ ৩ দা। হুম্মা ২ ১ ২। চ্যুতোধারায়উর্দ্ধো-

২n ৩২ ২ ২ -- ১

অধ্বরা ১ য়ি। ভ্রাজা ৩ উবা। না ২ য়া। তা ২ ৩

২ ১ ৪ ৫ ৪

য়িগা। বায়ুঃ। ঔ ২ ৩ হোবা। হো ৫ ঈ। ডা॥

* * *

২ র র র ২র ২ ১ ২১ ২ ১ — ১২

৯। অভীনোবাজা ৩ সাতমাম্। রয়ায়িমর্ষা। শতস্পৃহা ২ ম্। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ ১ ২ ১ ২

আয়িন্দো ৩ সাহা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্রবর্ণা ২ ৩ সাম্। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২^ ৩ ৪ ৩২ ৪

তুরা ৩ য়িদ্যুম্নাম্। হাহো ২ ৩ ৪ হা। বিত্তা ৩ সা ৫ হা ৬ ৫ ৬ ম্॥

২ র ২র ১২১ ২ ১ — ১২

বয়ন্তেঅস্যা ৩ রা ৩ ধসাঃ। বসোর্ব্বসাউ। পুরুস্পৃহা ২ ঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ২ র ১ ২ ১ ২

সায়িসে ৩ দায়িষ্ঠা। হাহো ২ ৩ ৪ হা। তমাজা ২ ৩ য়িবাঃ। ইহা ৩।

১ ২ ৪ ৫ ২n ৩ ৫ ৩র ২ ৪

ত্তাবা ৩ শূরায়ি। হাহো ২ ৩ ৪ হা। স্তেভ্যা ৩ ধ্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ।

২ র ২ ১২১ ২ ১ -- ১২ ১২ ৪ ৫

পরিস্তবানো ৩ অক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যায়ি। মদচ্যুত্তা ২ ঃ। ইহা ৩। ধারা ৩ য়াউ।

২n ৩ ৩ ২র ১ ২ ১২ ১২ ৪৫
হাহো ২৩৪ হা। ধেবোঅধ্বা ২ ৩ রাম্নি। ইহা ৩। ত্রাজা ৩ আর্যা।

২n ৩ ৫ ৩২ ৪ ৩১১১১
হাহো ২৩৪ হা। ত্তিগা ৩ বা। ৫ য়ু ৬৫৬ঃ। হে ২৩৪৫।

* * *

৫র২ ৪র৫৪র ৫ ২১ ২১ n ৩২ ৩ ৫
১০। অভীনো ৩ বাজসা তমাম্। রয়ায়িমর্ষা ২। শতা ৩৪৫। স্পৃ ২৩৪ হাম্।

৮ র২১ ২n৩ ১১১১ ১২n৩ ৫ ১২৯৩ ৫
ইন্দোসিহস্রভর্ণসা ২৩৪৫ ম্। তুবাও ২৩৪ বা। দুম্নাও ২৩৪ বা।

৪ ৫ ২ ৪৫৪র ৫ ২১২১n ৩২
বিভ্বা ৫ সহাম্। বয়ন্তে ৩ অস্তরাধসাঃ। বসোর্ব্বসা ২ উ। পুরূ ৩৪৫।

৩ ৫ ১র ২২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n৩ ৫
স্পৃ ২৩ হাঃ। মিমেদিষ্ঠতমাইষা ১ঃ। ত্তামাও ২৩৪ বা। সুম্নাও ২৩৪ বা।

৪র ৫ ২ ৪৫র৪ ৫ ২১২১A ৩২
তেজা ৫ ধ্রিগাউ। পরিস্তা ৩ স্বানোঅক্ষরাৎ। ইন্দুরব্যা ২ য়ি। মদা ৩৪৫।

৩ ৫ ১র২র১২র১র২n৩২ ২n৩ ৫ ১২n
চ্যু ২৩৪ তাঃ। ধারায়উর্দ্ধোঅধ্বরা ১য়ি। ত্রাজাও ২৩৪ বা। নায়াও ২৩৪ বা।

৪ ৪
ত্তিগা ৫ বায়ূঃ। হো ৫ ঈ। ডা।

* * *

৪৩ ৪ ২ ৪র ৫ ১ ২ ১২২
১১। অভাং ৫ য়িনঃ। বা ৩ জা ৩ সাতামাম্। রায়িমর্ষা। শা ৩ তাস্পৃহাম্।

১ —১ ২ ১ ২ ২ ১ n ৩২
ইন্দো ২ স। হস্রা ২ ৩ ভা। হন্মায়ি। শা ৩ সাম্। তুবিদ্যুম্নংবিভা ২ সহাউ।

১২ ১র র র র ২ ১৩ ২ ১—১
হাবা। য়ন্তেঅস্তরাধসোবসোর্ব্বসাউ। পৃ ৩ রুস্পৃ ৩ হাঃ। মিমে ২ দি।

২ ১ ২ ২ ১ রর n ৩২
ষ্ঠতা ২ ৩ মাঃ। হন্মায়ি। আ ৩ য়িষাঃ। আমসুন্তেতজা ২ ধ্রিগাউ।

১২ র র র ২ ১২ ২ ১র —১
গোপা। রিস্তস্বানোঅক্ষরদিন্দুরব্যায়ি। মা ৩ দচ্যু ৩ তাঃ। ধারা ২ য়াঃ।

১ ২ ১ ২ ২ ১রর
উর্দ্ধে ২ ৩ আ। হন্মায়ি। ধ্বা ৩ রায়ি। ত্রাজানয়াত্তিগা ২

৩২ n ১১১
ব্যায়াউ। বা ৩৪৫।

২ র র র ২র ১ ২ ২ ২ র
১২। অভীনোবাজা ৩ সাতমাগ্‌। রয়িমর্ষশতা ১ স্পৃ ৩ হাম্‌। ইন্দোসহা ৩।

২ ১২ ২ ১ ৩ ৫ ৩২ ৩
স্রা ৩ ভার্ণা৩ সাম্‌। আ২ ২ য়ি। ভুবিত্যুম্নো ২ ৩ ৪ হায়ি। বিভা ৩ সা ৫ হা ৬৫৬ য়॥

২ র ২র ১র র ২ ২ ২ র
বয়ন্তেঅস্তা ৩ রাধসাঃ। বসোর্ব্বসোপুরু ১ স্পৃ ৩ হাঃ। নিনেদিষ্ঠা ৩।

২ ১২ ২ ১ র ৩ ৫
ভা ৩ মাআ ৩ য়িষাঃ। আ২ ২ য়ি। স্তামসুম্নো ২ ৩ ৪ হায়ি।

৩র ২ ৪ ২ র ২
তেআ ৩ ধ্রা ৫ য়িগা ৬ ৫ ৬ উ। পরিষ্ণুবানো ৩ অক্ষরাৎ।

১ র ২ ২ ২ র র ২ ১২ ১ ১
ইন্দুরব্যোমদা ১ চ্যু ৩ তাঃ। ধারায়উ ৩। ধ্বো ৩ আধ্বা ৩ রায়ি। আ২ ২ য়ি।

র র ৩ ৫ ৩২ ৪
ভ্রাজানয়ো ২ ৩ ৪ হায়ি। তিগা ৩ ব্যা ৫ য়ু ৬ ৫ ৬ঃ॥

• • •

২ র র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১ ২ ২
১৩। অভীহাহাউ। নো ২ ৩ ৪ বা। অনাঔ ৩ হো ৩ ভামাম্‌। রয়ায়িমৌ ৩ হো

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
৩ য়ি। আর্ষা ৬। হাউবা। শতস্পৃহা ২ ম্‌। উপা। ইন্দোসহস্রভা ১ র্ণা ৩ সাম্‌।

১২ ২ ৪ ৫ ৫ ২ র১ ৩ ১ ১ ১ ১
ভুবওঁ ৩ হো ৩ য়ি। দ্যুম্না ৬ ম্‌। হাউবা। শিভাসহম্‌। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২ র n ৩ ৫ ২১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
বয়৺হাহাউ। তে ২ ৩ ৪ অ। স্তরাঔ ৩ হো ৩। ধাসাঃ। বসাঔ ৩ হো ৩ য়ি।

৪৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১র ২ ২ ২
বাসা ৬ উ। হাউবা। পুরুস্পৃহা ২ ঃ। উপা। নিনেদিষ্ঠতমা ১ আ ৩ য়িষাঃ।

র১২ ২ ৪৫ ৫ ২র ১র ৩ ১ ১ ১ ১
ভামাঔ ৩ হো ৩ য়ি। সুম্না ৬ হায়ি। হাউবা। তেঅদ্রিগো। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

২র র n ৩ ৫ ২র১২ ২ ৪৫ ২১২ ২
পরীহাহাউ। স্তা ২ ৩ ৪ স্বা। নোআঔ ৩ হো ৩। ক্ষারাৎ। ইন্দুরৌ ৩ হো ৩ য়ি।

২ ৫ ৫ ২ ১ — ১২ ১রর র র২ ২ ২
আব্যা ৬ য়ি। হাউবা। মদচ্যুতা ২ ঃ। উপা। ধারায়উর্দ্ধোআ ১ ধ্বা ৩ রায়ি।

র ১২ ২ ৪৫ ৫ ২ ১ ৩ ১ ১ ১ ১
ভ্রাজাঔ ৩ হো ৩। নীয়া ৬। হাউবা। তিগবাযুঃ। উপা ২ ৩ ৪ ৫॥

* * *

২ র র ২ ১ ২ ২ ২ ২৩২
১৪। অভীনোবা। অসা ৩ ভমাম্। রয়ারিমর্বা ৩ শতা ৩। এ ৩। স্পৃহমা।

১ ২ ২ ২ ২৩২ ১ ২ ২
ইন্দোসহা ৩ স্রভা ৩। এ ৩। পসমা। তুবায়িহায়া ৩ বিভা ৩।

২ ২৩২
এ ৩। সহমা। ১।২।৩। *

—:*:—

প্রথমং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩
পবস্ব সোম মহাংৎসমুদ্রঃ পিতা দেবানাং

২ ৩ ১র ২র
বিশ্বাভি ধাম ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) ত্বং 'মহান' (মহত্ত্বাদিসম্পন্নঃ) তথা 'সমুদ্রঃ' (সমুদ্রবৎ অসীমঃ, যদ্বা—সমুদ্রবৎ ক্ষরণশীলঃ ইত্যর্থঃ); ত্বং 'দেবানাং' (দেবভাবানাং) 'পিতা' (জনকঃ, উৎপাদকঃ ইতি যাবৎ); ত্বং 'বিশ্বা' (বিশ্বানি সর্ব্বাণি) 'ধাম' (স্থানানি) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'পবস্ব' (পরিক্ষর); সমগ্রঃ বিশ্বঃ সত্ত্বভাবপূর্ণঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ। (৯অ-৮খ-৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! তুমি মহত্ত্বাদিসম্পন্ন, তুমি সমুদ্রতুল্য অসীম ও অভিক্ষরণশীল; তুমি দেবভাবসমূহের উৎপাদক; তুমি সকল স্থান অভিলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ক্ষরিত হও। (ভাব এই যে,—সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক।)। (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের চতুর্দ্দশটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে;—(১) "গৌরীবিতম্" (২) "ঐড়কৌৎসম্" (৩) "শুদ্ধাশুদ্ধীয়াতম্" (৪) "ক্রোশাতম্" (৫) "রয়িষ্ঠম্" (৬) "ঔদলম্" (৭) "শ্যাবাশ্বম্" (৮) "আন্ধীগবম্" (৯) "নিষেধম্" (১০) "সাধ্রম্" (১১) "যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্" (১২) "দ্বারকৌৎসম্" (১৩) "কার্ত্তযশসম্" এবং (১৪) "শ্রীতম্বাষ্ট্রীসাম"

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে 'সোম'! 'মহান্' 'দেবেভ্যো' দীপ্যমানত্বেন মহত্বযুক্তঃ 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনঃ যস্মাৎ সমুদ্দ্রবন্তি তাদৃশঃ, 'পিতা' সর্ব্বেষাং পালয়িতা ত্বং 'দেবানাং' 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'ধাম' ধামানি শরীরাণি 'অভি' লক্ষ্য 'পবস্ব' ক্ষর ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা) ॥

* . *

প্রথম (১২৩৯) সামের মর্ম্মার্থ।

সমগ্র বিশ্ব সত্ত্বভাবে পূর্ণ হউক। বিশ্বে অমৃতের স্রোত প্রবাহিত হউক! নরনারী সেই অমৃতপ্লাবনে অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হউক।

শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবের জনয়িতা। হৃদয়ে সত্ত্বভাব উপজিত হইলে সত্ত্বভাবের সঙ্গী দেবভাব-সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। সত্ত্বভাবের সাহায্যেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

সত্ত্বভাব বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ শুদ্ধসত্ত্বময়। এই বিশ্ব তাঁহারই বহিঃপ্রকাশ-মাত্র। তাই সত্ত্বভাবই সমগ্র বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ভগবানের গুণ অনন্ত; বিশুদ্ধ সত্ত্বও অনন্ত। জগতের পাপমোহ অপসৃত হইলেই সেই সত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। তাই পরোক্ষভাবে জগতের পাপ অজ্ঞানতা প্রভৃতি নাশের জন্য প্রার্থনা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—১সা) ॥ *

দ্বিতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
শুক্রঃ পবস্ব দেবেভ্যঃ সোম দিবে
২ ৩ ১র ২র ৩ ১ ২
পৃথিব্যৈ শং চ প্রজাভ্যঃ ॥ ২ ॥

* . *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সোম' (হে শুদ্ধসত্ত্ব!) 'শুক্রঃ' (শুভ্রঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ ত্বং) 'দেবেভ্যঃ' (দেবার্থং, দেবভাবলাভায় ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইত্যর্থঃ); অপিচ,

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবোত্তরশততম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)। ইহা ছন্দার্চ্চিকেও (৪অ—৯খ—৯সা—৩সা) পরিদৃষ্ট হয়।

'দিবে পৃথিব্যৈ' (দ্যুলোকভূলোকাভ্যাং) তথা 'প্রজাভ্যঃ' (সর্ব্বলোকেভ্যঃ) 'শং' (সুখকরঃ ভব) প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবেণ দেবভাবং লভেমহি, বিশ্ববাসিনঃ সর্ব্বে জীবাঃ পরমসুখং লভন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৮খ-৩সূ-২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে শুদ্ধসত্ত্ব! জ্যোতির্ম্ময় আপনি দেবভাবলাভের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন; অপিচ, দ্যুলোকভূলোকের এবং সকল লোকের সুখকর হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে দেবভাব লাভ করি; বিশ্ববাসী সকল জীব পরমসুখ লাভ করুক।)॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'সোম'! 'শুক্রো' দীপ্তঃ ত্বং 'দেবেভ্যঃ' দেবার্থং 'পবস্ব' ক্ষর। কিঞ্চ 'দিবে পৃথিব্যৈ' চ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাঞ্চ ততঃ 'প্রজাভ্যঃ চ' 'শং' সুখং কুরু॥ 'প্রজাভ্যঃ'—'প্রজায়ৈ'—ইতি পাঠৌ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪০) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীর মধ্যে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম অংশে হৃদয়ে দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শুদ্ধসত্ত্বের নিকট দেবভাবপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা কেন? শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে উপজিত হইলে মানুষ স্বতঃই দেবভাবসমন্বিত হন, তাঁহার হৃদয়, আপনাআপনি পবিত্র হয়, উচ্চভাবসমূহ, সদ্বৃত্তিরাজী বিকশিত হয়। দেবভাবের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান, অথবা এই উভয়টী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধযুত বলাও যায়। যেখানে একটীর আবির্ভাব সেখানে অন্যটীর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যই শুদ্ধসত্ত্বের নিত্যসঙ্গীকে লাভ করিবার জন্যই শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। মূলে আছে,—'দেবেভ্যঃ পবস্ব' অর্থাৎ দেবভাব-প্রাপ্তির জন্য আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে মানুষ পবিত্রতা লাভ করে, উচ্চতর জীবনের অধিকারী হয়। মানুষ তখন বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবের অধিকারী হয়, যখন তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ পাপ-কালিমা প্রভৃতি মানবের অনিষ্টকারক শত্রুসমূহ দূরীভূত হয়। দেবত্ব পশুত্বের বিরোধী বস্তু, অথবা একদিক দিয়া জীবনে পশুত্বের অভাবকেই দেবত্ব বলা যায়। মানুষ যখন সাধনাবলে সাংসারিক মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন, পাপের কালিমা যখন তাঁহার হৃদয়পট হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়, তখন

তিনিই দেবত্বলাভ করেন, মানুষই দেবতা হন। হৃদয়ের এই পরিবর্তন, উন্নয়ন সম্ভবপর হয়—শুদ্ধসত্ত্বের সাহায্যে। শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্র, পবিত্রকারক। তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই পবিত্র করে। মানুষের হৃদয়ে উপজিত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব মানুষকে পবিত্র করে। আগুন যেমন সমস্ত ময়লা ভস্মীভূত করিয়া সমস্ত স্থানকে পবিত্র করে, ঠিক সেইরূপভাবে শুদ্ধসত্ত্ব নিজের পবিত্রকারক গুণে মানবহৃদয়স্থিত হীনতা, কালিমা দূরীভূত করিয়া তাহাকে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয়ই দেবত্ব-লাভের ভিত্তিভূমি। তাই দেবত্বলাভের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব-প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ একটী লাভ করিলে তাহার নিত্যসঙ্গী অপরটীও লাভ করা যাইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা পরিদৃষ্ট হয়। 'দিবে পৃথিব্যৈ' ও 'প্রজাভ্যঃ' পদত্রয়ে কেবলমাত্র পৃথিবীর অধিবাসী জীববৃন্দের জন্য নয়,—বিশ্ববাসী সকলের মুক্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার নিজের মঙ্গলই দেখ না কেন? একেবারে পৃথিবীর সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজের মুক্তি প্রচেষ্টা কি সহজসাধ্য নয়? আর বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা কি তোমার পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা নয়?

আমরা বলি—না, বিশ্ববাসীর জন্য প্রার্থনা করা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই প্রকৃত প্রার্থনা, যথার্থ প্রার্থনা। আমি জগতের বাহিরের কেহ নই, জগতেরই একজন। এই বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গলে আমারই মঙ্গলামঙ্গল সাধিত হয়। যে পর্য্যন্ত না এই বিশ্ব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত আমার একার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। কারণ বিশ্ব এক অখণ্ড নিয়মে একই সূত্রে গ্রথিত থাকায় এক অংশ অন্য অংশকে পেছনে ফেলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের মুক্তি প্রয়োজনীয়। সেই দিক হইতে বিশ্বের জন্য প্রার্থনা করা আমার পক্ষে অন্যায় বা অনধিকার-চর্চ্চা তো নয়ই, বরং তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্য দিক দিয়াও বিষয়টীর আলোচনা করা যায়। মানুষ কি এত ছোট, তাহার হৃদয় কি এত হীন যে, সে কেবলমাত্র আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিবে, আপনাকে ঘেরিয়া পলে পলে ঘুরিয়া মরিবে? ইহাই কি মহৎ জীবনের, উন্নত সত্তার চরম পরিণতি? মানুষ মহত্ত্বের সন্তান, মহত্ত্ব তাহার জীবনের অংশ, সে কি কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ভাব, হীন চিন্তা লইয়া আসিতে পারে—না থাকা সঙ্গত? জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া সে কি চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সে আপনার অন্তরস্থিত মহত্ত্বের প্রেরণাতেই জগতের দুঃখ কষ্ট, পাপতাপের বিনাশের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেই। এ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাঁহার অধিকার, মুক্তিলাভের জন্য তাহা করিতেই হইবে। যে পেছনে থাকিবে, সে অগ্রবর্ত্তীকে পশ্চাতে টানিবেই। সুতরাং নিজের মঙ্গলের জন্যও জগতের মঙ্গল কামনা করিতে হয়। এই সকল দিক দিয়া আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রের বিশ্বজনীন ভাব ও তাহার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রটীতে 'সোমরসের' কল্পনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রার্থনার মূলভাবও বর্ত্তমান আছে। আমরা নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"হে সোম! শুভ্রবর্ণ হইয়া তুমি ক্ষরিত হও এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রজাদিগের সুখসাধন কর।" ভাষ্যে 'শুক্রঃ' পদের 'দীপ্তঃ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, বর্ত্তমান অনুবাদে উক্ত পদের অর্থ করা হইয়াছে—'শুভ্রবর্ণ'। উভয় ব্যখ্যাই সঙ্গত। এখানে আবার 'সোম'-কে শুভ্রবর্ণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র 'সোমরস' হরিৎবর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। * (৯অ ৮খ-৩সূ—২সা)।

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(অষ্টমঃ খণ্ডঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র

দিবো ধর্ত্তাসি শুক্রঃ পীযূষঃ সত্যে

২র ৩ ১ ২

বিধর্ম্মন্বাজী পবস্ব ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'শুক্রঃ' (দীপ্তঃ, জ্যোতির্ম্ময়ঃ) 'পীযূষঃ' (অমৃতস্বরূপঃ) ত্বং 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'ধর্ত্তা' (ধারণকর্ত্তা) 'অসি' (ভবসি); 'বাজী' (বলবান, সর্ব্বশক্তিমান্) ত্বং কৃপয়া 'সত্যে' (সত্যভূতে, সত্যপ্রাপকে ইত্যর্থঃ) 'বিধর্ম্মন্' (বিধর্ম্মণি, ধারকে, সৎকর্ম্ম-সাধনে ইত্যর্থঃ) 'পবস্ব' (ক্ষর, অস্মাকং হৃদি আবির্ভব ইতি ভাবঃ)। নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ তথা প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। অয়ং ভাবঃ,—ভগবান্ বিশ্বস্য ধারকঃ রক্ষকশ্চ ভবতি; সৎকর্ম্মসাধনে সঃ অস্মাকং হৃদি আবির্ভবতু।) ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ আপনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা হয়েন; সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি কৃপাপূর্ব্বক সত্যপ্রাপক সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক এবং প্রার্থনামূলক। ইহার ভাব এই যে,—ভগবান্ বিশ্বের ধারক ও রক্ষক হয়েন; সৎকর্ম্মসাধনে তিনি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।) ॥ (৯অ—৮খ—৩সূ—৩সা) ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতায় নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে সোম 'শুক্রঃ' দীপ্তঃ 'পীযূষঃ' পাতব্যঃ ত্বং 'দিবঃ' দ্যুলোকস্য 'ধর্ত্তা' ধারকঃ 'অসি', 'বাজী' বলবান্ স ত্বং 'সত্যে' সত্যভূতে 'বিধর্ম্মন্' বিধর্ম্মণি। বিবিধানি কর্ম্মাণি ঋত্বিজো কুর্ব্বন্তি যস্মিন্; যদ্বা, বিবিধং সোমাদি-হবিষাং ধারকেঽস্মিন্। যজ্ঞে 'পবস্ব' ক্ষর॥ ৩॥

ইতি নবমস্যাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

* * *

তৃতীয় (১২৪১) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মহিমা প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ভগবান অমৃতস্বরূপ. তিনি দ্যুলোকের ধারণকর্ত্তা, তিনি জ্যোতির্ম্ময়। মানুষের মধ্যে যে অমৃতত্বের বীজ রহিয়াছে, তাহার মনে যে অমৃতলাভের প্রেরণা আছে, তাহা ভগবানেরই দান। ভগবানই কৃপাবশে তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে সেই অমৃতের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন। অমৃতই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, চরম প্রার্থনীয় বস্তু। ভগবান্ অমৃতস্বরূপ অমৃতসাগর। মানুষ যে অমৃতের আকাঙ্ক্ষা করে, অমৃতের প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা বস্তুতঃ তাঁহাকে—সেই অমৃতস্বরূপকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা-মাত্র। অমৃত-পরম-জ্যোতিঃস্বরূপ সেই ভগবান্ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা বিধৃত আছে।

তিনি জ্যোতির আধার। তাঁহার জ্যোতির কণামাত্র লাভ করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলী জ্যোতিষ্মান হয়। তাঁহার তেজই বিশ্বকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—"তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং"—তাঁহার তেজ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত হয়। তিনি সর্ব্ববিধ জ্যোতির আধার। সকল আলোকের উৎস তিনি। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে বিশ্ব বা মানবহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। সেই জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপাতে মানুষ বা জগৎ আলোকরশ্মি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

তাঁহার আবির্ভাব না হইলে মানুষ জ্ঞানালোকও লাভ করিতে পারে না। তাঁহার পূত চরণস্পর্শেই জ্ঞানশতদল বিকশিত হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপায় মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে—আবার সেই জ্ঞানবলেই তাঁহাকে জানিতে পারে। সূর্য্য যেমন জগতে আলোক প্রদান করিয়া সেই আলোকের কেন্দ্রস্বরূপরূপে জ্ঞাত হয়েন, ঠিক সেইরূপভাবে জ্ঞানস্বরূপ ভগবানও আপনার দেওয়া জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা জ্ঞাত হয়েন। মন্ত্রে জ্যোতির আধার অমৃতস্বরূপ সেই ভগবানেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে—প্রার্থনা। সৎকর্ম্মসাধনে হৃদয়ে ভগবানের পদস্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হইলেই মানুষ সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা ভগবান প্রীত হয়েন, তাঁহার সন্তানের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। সৎকর্ম্মকে, সত্যভূত অর্থাৎ সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা মানুষের অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হয়। পাপজনিত,

অসৎকর্ম্মজনিত যে হীনতা তাহা অপসৃত হয়। হৃদয় নির্ম্মল হইলে সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের ছায়া পড়ে, সত্য প্রতিফলিত হয়। সৎকর্ম্মসাধনের দ্বারা হৃদয় স্বচ্ছ নির্ম্মল হইলে তাহাতে সত্য যে স্বতঃ আত্মপ্রকাশ করে, সত্যলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন পর্য্যন্ত হয় না, তাহার প্রচুর উদাহরণ আমাদের দেশের - তথা জগতের সকল দেশেরই সাধকদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা পাইতে পারি। তাঁহারা বই পড়িয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করেন না,—জ্ঞান, সত্য তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই সৎকর্ম্মকে সত্যপ্রাপক বলা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত মানুষ সৎকর্ম্মসাধনের শক্তি পায় না, সুতরাং সৎকর্ম্মসাধন করিয়া সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই জন্যই ভগবানের আবির্ভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিম্নে একটী প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রে প্রচলিত ভাষ্যাদি অনুসারে কি ভাব পাওয়া যায়, তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। অনুবাদটী এই,—"তুমি স্বর্গের ধারণকর্ত্তা, তুমি শুভ্রবর্ণ পেয়বস্তু। এই সত্যস্বরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় দ্রুতবেগে ক্ষরিত হও।" (৯অ—৮খ—৫সূ—৩সা)। *

—*—

তৃতীয়-সূক্তের গেয়-গান।

২র ২ র ২ র১ ৺ ৩ ৫র ৫
১। ঔহো ৩ বা। ঔহো ৩ বা। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা।

১ ২ র ১র ৩২ ২১র --১র --১২র ১ র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমমহান্‌সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ বিশ্রঃ উভিবামাং ২ ৩ ৪ ৫॥

২ ১ ২ র১র ২র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ২ ১র ২১র ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপবস্বদেবেভ্যসোমা ২ ৩ ৪ ৫। দিবেপ্রথিব্যৈশঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ।

২১র২১র ২ ১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১র ২ র১র ২৩ ১ ১ ১ ১
দিবোধর্ত্তাসিশুক্রঃপীযূষা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। সত্যেবিধর্ম্মন্বাজীপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫॥

১ ২ র৩ ১ ১ ১ ১ ২১র ৩ ২ ২১র --১র ১ ১ ১ ১
পবস্বসোমা ২ ৩ ৪ ৫। মহান্‌সমুদ্রা ১ঃ। পিতাদে ২ বানা ২ ৩ ৪ ৫ ম্‌।

১২র১র ১ ১ ১ ১ ২ ১২ ৩ ১ ১ ১ ১ ২র১র ২র৩ ১ ১ ১ ১
বিশ্বাভিধামা ২ ৩ ৪ ৫॥ শুক্রপবস্বা ২ ৩ ৪ ৫। দেবেভ্যঃসোমা ২ ৩ ৪ ৫।

২১র ৩ ২ ২১র ১ ১ ১ ১ ২১র২১র৩ ১ ১ ১ ১
দিবেপৃথিব্যা ১ রি। শঙ্কপ্রজাভ্যা ২ ৩ ৪ ৫ ঃ। দিবোধর্ত্তাসী ২ ৩ ৪ ৫।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের নবাধিকশততম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (সপ্তম অষ্টক, পঞ্চম অধ্যায়, বিংশ বর্গের অন্তর্গত)।

২ ১২র১র ১ ১ ১ ১　　২ ১র ৩ ২　　২র১র ২ ৩ ১ ১ ১ ১
শুক্রঃপীযুবা ২৩৪৫ঃ।　লত্যোবিধর্ম্মা ১ ন।　বাজীগবৰা ২৩৪৫।

২র　২　র ১ n ৩　৫র　৫　২　১ ১ ১ ১ ১
ঔহো ৩ বা ২। ঔহো ২ বা ২ ৩ ৪ ঔহো ৬ বা। এ ৩। ধর্ম্মা ২৩৪৫॥

* * *

২　২　১　২　১ --　　১র　২ ১ ২১র২র১র৩
২। পা ১ বাবা।　লো ২ ৩ মা।　ছম্মা ২ ১ ২ ২।　মহানৃৎসমুদ্রঃপিতাদেবানা

১ ১ ১ ১　১ ২　২　১　২　১　২ ৪ ৫
২ ৩ ৪ ৫ ম্।　বায়িখা ৩ উবা।　ভা ২ ৩ রিধা।　মা।　ঔ ৩ হোবা।

৪
হো ৫ ঈ। ডা। ১২৩। *

নবমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২　৩　১ ২　৩ ২　৩ ১ ২　৩ ২
প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।

২ ৩　২ ৩　১র　২র
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'বঃ' ('এক এব বহু স্যাম্' যেন উক্তবান্ ত্বাং) 'প্রেষ্ঠং' (চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং) 'অতিথিং' (পূজনীয়ং, সর্ব্বদেবময়ং) 'মিত্রমিব' (সহায়মিব, 'সুহৃদমিব) 'প্রিয়ং' (প্রীতিহেতুভূতং) তথা 'রথং ন' (রথমিব, মোক্ষদাতার যানমিব) 'বেদ্যং' (বিদ্যমানং জ্ঞাত্বা) 'স্তুষে' (স্তৌমি—অহমিতি শেষঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! ত্বং হি সর্ব্বদেবময়ঃ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ সুহৃদোপমঃ ভবসি; ত্বাং রথমিব বেত্ত পরিত্রাণদাতার অর্চ্চয়ামি। (৯অ-৯খ ১সূ—১সা)। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "ধর্ম্মম্" (২) "প্রাজ্ঞীগবম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! 'এক হইয়াও বহু হই'—যাঁহা কর্তৃক ভক্ত হইয়াছে, সেই আপনাকে, মিত্রের ন্যায় প্রীতিহেতুভূত এবং মোক্ষলাভপক্ষে রথস্বরূপ জানিয়া, স্তব করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আপনি সর্ব্বদেবময় চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ সুহৃদোপম হয়েন; আপনাকে রথস্বরূপ জানিয়া, পরিত্রাণলাভের জন্য অর্চ্চনা করিতেছি। (৯অ—৯খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'অগ্নে'! 'বঃ' ত্বাং। পূজার্থে বহুবচনং। 'স্তবে' স্তৌমি অহমুশনেতি শেষঃ। কীদৃশং? 'প্রেষ্ঠং' অস্মাকং স্তোতৄণাং ধনদানেন প্রিয়তমং। 'অতিথিং' সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং। যদ্বা, অত সাতত্যগমনে (ভ্বা০ প০) ঋতন্যঞ্জি (উ০ ৪।২)—ইত্যাদিনা অতেরিথিন্। সততং দেবানাং হবিঃ প্রদাতুং গচ্ছন্তং। 'মিত্রমিব' সখায়মিব 'প্রিয়ং' স্তোতুঃ প্রীণনকরং 'রথং ন' রথমিব 'বেদ্যং' বেদো ধনং ধনহিতং লাভহেতুং। যথা স্বাভিমতলাভায় আশ্রয়ন্তে ধনলাভহেতুং রথং; যদ্বা, যথা রথেন ধনং লভন্তে তদ্বৎ স্তোতারোঽনেন ধনং লভন্তে, তাদৃশ-ধনলাভ-কারণং। হে অগ্নে! তস্মৈ হিতং বেদ্যং ত্বাং কর্ম্মণিধ্যর্থং অহং স্তোতা স্তৌমীতি সম্বন্ধঃ। 'অগ্নে'—'অগ্নিং' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯—১সূ—১সা)।

• • •

প্রথম (১২৪২) সামের মর্ম্মার্থ।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা এই সাম-মন্ত্রের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিলাম,—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবমূলক অন্য অর্থ এ যাবৎ প্রচলিত রহিয়াছে। এই মন্ত্রের বঙ্গদেশ-প্রচলিত অর্থ,—'প্রিয়তম অতিথি ও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধনবাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্য স্তব করিতেছি।' এ অর্থ, অনেকাংশে সায়ণেরই অনুসারী।

প্রখ্যাত এক বেদজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ এই যে,—"উশনা ঋষি অসুরগণের পুরোহিত ছিলেন। দেবগণের পক্ষ হইয়া অগ্নি ঋষি অসুরগণের শিবিরে দূতরূপে গমন করেন। অসুরগণ অগ্নি ঋষিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। ঋষি উশনা তদুপলক্ষে অসুর সৈন্যগণকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস পান। তিনি বলেন,—"অগ্নি ঋষি দূতরূপে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি 'প্রেষ্ঠং' প্রিয়তম। তিনি তোমাদের 'অতিথিং'; সুতরাং মিত্রের ন্যায় প্রিয়। তাঁহাকে স্তব করাই বিধেয়। তাঁহাকে রথের অর্থাৎ বাহকের

স্তায় জানিবে। কেন-না, তিনি অপর পক্ষের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন মাত্র। বার্ত্তাবহ বলিয়াই দূত অবধ্য।" এক দিক হইতে এ অর্থও বেশ সঙ্গত ও কৌতূহলপ্রদ।

এইরূপ বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের অর্থের অনুসরণে উশনা ঋষি যেন অগ্নিকে স্তব করিতেছেন; তিনি মন্ত্রের প্রণেতা নহেন, তিনি দ্রষ্টা। তদনুসারে অগ্নি ধনদানে প্রিয়তম এবং অতিথিবৎ পূজনীয়। সায়ণ এইরূপ ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। "রথং ন" উপমার প্রতিবাক্যে 'রথমিব' পদ-গ্রহণে তাঁহার দ্বারা যেমন ধন লাভ হয়, 'ধনহিতং লাভহেতুং' ধন বা হিতলাভের হেতুভূত অর্থ গ্রহণে বলিয়াছেন যে,—'রথের সেইরূপ তাঁহার দ্বারা ধনলাভ হইয়া থাকে।' কিন্তু সে ধন যে কি প্রকার, তাহা তিনি বিশদভাবে কিছুই বলেন নাই। এ হিসাবে, সায়ণের অর্থে কোনও নিগূঢ় ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিলেও থাকিতে পারে।

বেদ যে নিত্য ও অপৌরুষেয়,—তাহা মানিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত কোনও অর্থই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সায়ণ লিখিয়াছেন,—"স্তবে স্তৌমি অহমুশনা ইতি শেষঃ।" অর্থাৎ,—'আমি উশনা ঋষি, আমি স্তব করিতেছি।' জন্মজরামরণশীল ঐ ঋষির (কবির পুত্র উশনার) সহিত সম্বন্ধযুত হইলে, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন-প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধ-সূচনার কোনও প্রয়োজনও দেখি না। আবহমানকাল যিনিই স্তব করিবেন, তাঁহারই স্তুতিমন্ত্র-রূপে এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে। অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান তিন কালের প্রার্থনাকারীই প্রার্থনার সময় বলিতে পারেন, -'স্তৌমি'। আমরা সেই অর্থ ই গ্রহণ করি।

যাঁহার স্তব করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ বিশেষণগুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'তিনি 'প্রেষ্ঠং'। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, -'ধনদানের দ্বারা তিনি প্রিয়তম।' অন্য অর্থে দেখিতেছি, -'সন্ধির জন্য সমাগত বলিয়া প্রিয়তম।' তিনি আর কেমন?—না, 'অতিথিং মিত্রমিব প্রিয়ং।' অর্থাৎ, অতিথি আর মিত্রের মত প্রিয়। আর তিনি— 'রথমিব বেদ্যং'; রথের ন্যায় বহনকারী বলিয়া পরিচিত। এ সকল বিশেষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, অগ্নিদেবে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা যায় না। যখন 'প্রেষ্ঠং' শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞাপক 'প্রিয়তম' অর্থ সূচনা করিতেছে, তখন বলিতে পারি,—অর্থাদি ধনদান দ্বারা অথবা সন্ধিকার্য্যে দৌত্যাবারা, সে প্রিয়তম পদ কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রিয় হইতে পারে, প্রিয়তর হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়তম হইতে পারে না। প্রিয়তম হয় - কোন্ ধন দান করিলে? ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গধন যিনি দান করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন প্রিয়তম বিশেষণ প্রকৃতরূপে অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা তাই 'প্রেষ্ঠং' কিনা 'চতুর্ব্বর্গধনদানেন প্রিয়তমং' অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তার পর, 'অতিথিং' বিশেষণের মর্ম্ম অনুধাবন করুন। 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।' এখানে 'অতিথিং' পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি সর্ব্বদেবময়; অর্থাৎ, বলা হইতেছে যে, সকল দেবতাই একের মধ্যে আছেন; —সেই একককে জানিতে পারিলেই সকলকে জানিতে পারা যায়। অতিথি যে প্রিয় মিত্র হয়, এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন বুঝি, তিনি সর্ব্বদেবময় পূজনীয়—আমার

চতুর্ব্বর্গধনের হেতুভূত, তখনই তাঁহাকে প্রিয় মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি। তিনি প্রীতিহেতুভূত হন তখনই—সুহৃৎ সহায় বলিয়া বুঝিতে পারি তাঁহাকে তখনই, যখন তিনি সর্ব্বদেবময়-রূপে প্রকাশমান্ হইয়া আমায় মোক্ষের পথ প্রদর্শন করেন। রথের সহিত যে তাঁহার তুলনা হইয়াছে, তাঁহাকে যে রথস্বরূপ জানিয়া স্তব করিতেছি বলা হইতেছে, তাহার তাৎপর্য্য—তিনিই এই সংসার-পারাবারের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। প্রতিপক্ষের সংবাদ বহন জন্য নয়, অথবা রথে অর্থাদি বহন করা হয় বলিয়া নহে; তিনি জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-রূপ যানে মোক্ষের প্রতি সংবাহিত করিয়া লন বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বেদে 'রথং ন বেদ্যং' বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথং ন বেদ্যং' বাক্যে আর এক ভাব মনে আসিতে পারে। 'রথ' শব্দে 'মনোরথকে' যদি কল্পনা করি, আর সেই মনোরথস্বরূপ তিনি বিদ্যমান আছেন—যদি দেখি, অর্থাৎ তাঁহারই অনুশাসনে তাঁহারই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁহারই কার্য্যে যদি নিযুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহাকে রথবৎ জানা হয়। তিনি হৃদয়ে আসিয়া, রথরূপে অবস্থিত হইয়া, গতিমুক্তির পথে লইয়া যান। এ অর্থও সঙ্গত হইতে পারে। মন্ত্রের 'বঃ' পদে ব্যাখ্যাকারীদিগের অনেকেই 'তোমাদের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সায়ণ বলিয়াছেন,—'বঃ, ত্বাং'—বহুবচনে একবচনের প্রয়োগ। আমরাও সেই সুরেই সুর মিশাইয়া বলি,—'কেবল বহুবচনে একবচন নয়, এক তিনি বহু হয়েন বলিয়াই বহুবচনের 'বঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশিষ্টতাজ্ঞাপনার্থ এ প্রকার প্রয়োগ প্রচলিত আছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ প্রিয়তম পূজনীয়, তোমায় যেন সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে পারি,—তোমায় যেন আমার প্রীতিহেতুভূত সুহৃদের ন্যায় জ্ঞান করি। আর তুমি যেন বহু হইয়াও একত্বের বিকাশে আমার মনোরথকে অধিকার করিয়া আমার গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন কর। হে সর্ব্বদেবময়! আমার পবিত্রতা রথ-জ্ঞানেই আমি তোমার অর্চ্চনা করিতেছি; তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে দেব! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর।' (৯অ ২খ-১সূ ১সা)।

দ্বিতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। দ্বিতীয়ং সাম।)

৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২

কবিমিব প্রশংস্যং যং দেবাস ইতি দ্বিতা।

১র ২র ৩ ২

নি মর্ত্ত্যেষ্বাদধুঃ ॥ ২ ॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের ৮৪ম সূক্তের প্রথম ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ) 'কবিমিব' (জ্ঞানিমং ইব, প্রজ্ঞানস্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আরাধনীয়ং ইত্যর্থঃ; 'ইতি' (ইতোবং, প্রসিদ্ধং ইতি ভাবঃ) 'যং' (যং জ্ঞানদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানুষেষু, মানবহৃদয়েষু) 'দ্বিতা' (পরা তথা অপরা ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (বিভক্তং কৃতবন্তঃ) তং জ্ঞানদেবং বয়ং প্রার্থয়ামঃ—ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। বয়ং পূর্ণজ্ঞানং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা।

'দেবাসঃ' (দেবাঃ, যদ্বা-দেবভাবাঃ) 'কবিমিব' (মেধাবিনং ইব, জ্ঞানস্বরূপং ইতি ভাবঃ) 'প্রশংস্তং' (প্রশংসনীয়ং, আকাঙ্ক্ষণীয়ং, আরাধনীয়ং) 'ইতি' (ইতোবং প্রসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'যং' (যং পরমদেবং) 'মর্ত্ত্যেষু' (মানবেষু, মানবজ্ঞানে ইতি ভাবঃ) 'দ্বিতা' (প্রকৃতিঃ তথা পুরুষঃ ইতি দ্বিধা) 'ন্যাদধুঃ' (নিহিতবন্তঃ) তং পরমদেবং বয়ং আরাধয়াম ইতি শেষঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। প্রকৃতিপুরুষরূপেণ দ্বিধাবিভক্তং ভগবন্তং বয়ং আরাধয়াম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ-৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে জ্ঞানদেবকে মানবহৃদয়ে পরা এবং অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই জ্ঞানদেবকে আমরা প্রার্থনা করিতেছি। (মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পূর্ণজ্ঞান লাভ করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

অথবা,

দেবগণ অথবা দেবভাবসমূহ জ্ঞানস্বরূপ আরাধনীয় প্রসিদ্ধ যে পরমদেবতাকে মানবজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি তথা পুরুষ এই দুই ভাগে নিহিত করিয়াছেন, সেই পরমদেবতাকে যেন আমরা আরাধনা করি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—প্রকৃতি-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত ভগবানকে আমরা যেন আরাধনা করি।)। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'দেবাসঃ' দেবাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ! 'যং' অগ্নিং 'মর্ত্ত্যেষু' মনুষ্যেষু 'ইতি' বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ 'দ্বিতা' দ্বিধা 'ন্যাদধুঃ' গার্হপত্যাহবনীয়াত্মকত্বেন দ্বিধা নিহিতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—'কবিমিব' 'প্রশস্তং' প্রশংসনার্হং ক্রান্ত-কর্ম্মাণং পুরুষং যথা দ্বিধা কার্য্যবশে অন্যো

নিযোজয়তি তদ্বৎ। যদ্বা দিবি পৃথিব্যাং চ নিহিতবস্তুঃ, ভূমৌ তু হবিরাহরণার্থং দিবি তু হবিঃ প্রদানার্থমিতি দ্বৈধং নিধানং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ স্তবে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'প্রশংস্যং'—'প্রচেতসং' ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—২সা)॥

* * *

দ্বিতীয় (১২৪৩) সামের মর্ম্মার্থ।

প্রার্থনামূলক এই মন্ত্রটীতে আমরা দুই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রান্তর্গত 'যং' এবং 'দ্বিতা' এই দুই পদদ্বয় উপলক্ষেই দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। মূলতঃ উভয় অর্থে সেই এক পরম পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থে 'যং' পদে জ্ঞানদেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—পরাজ্ঞান ও অপরাজ্ঞান। অপরাজ্ঞান বলিতে জাগতিক বস্তুর ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায়; যেমন ঘটী বাটী প্রভৃতির জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। এই সাংসারিক বা অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া মানুষকে পরাজ্ঞান—স্বরূপজ্ঞানে পৌছিতে হয়। প্রথমতঃ বস্তুকে দর্শনস্পর্শনাদি দ্বারা জানিতে হয়, তাহাকে ব্যবহারে লাগাইতে হয়। তার পর সেই ব্যবহারিক জ্ঞান হইতে অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় মানুষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন আমি একটী ঘট দেখিতেছি। উহা কি, উহা কি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, উহার নির্ম্মাতা কে—ইত্যাদি জিজ্ঞাসা মনে আসে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিবার জন্য মানুষ ঘটের তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। সেই অনুসন্ধান, সুপরিচালিত হইলে, মানুষকে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ ঘটের উদাহরণই গ্রহণ করা যাউক। এই ঘটের উপাদান-কারণ কোথা হইতে আসিল, কিরূপে এই উপাদান-কারণের সৃষ্টি হইল, জগতের অন্য বস্তুর সহিত ইহার কি সম্বন্ধ, এই উপাদান-কারণের মূল কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনে উদয় হয়। যে এই ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে নির্ম্মাণকৌশল কিরূপে শিক্ষা করিল, তাহার অন্তরে সেই জ্ঞানশক্তি কোথা হইতে আসিল, এই জ্ঞানের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি প্রশ্নও আসে। সুতরাং এক ঘটের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া মানুষ জগতের সম্বন্ধে—জগতের মূলকারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে,—অর্থাৎ অপরাজ্ঞান হইতে পরাজ্ঞানে পৌছায়। এই প্রণালীকে আরোহণ-প্রণালী বলে।

এই জগতের, জাগতিক বস্তুর মধ্য দিয়াই মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। এই পরিচিত জগৎকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং এই জগতের পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। এই জাগতিক বস্তুর জ্ঞানকেই অপরাজ্ঞান বলে। এই অপরাজ্ঞানের মধ্য দিয়া আবার পরাজ্ঞানে পৌছান যায়—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু উহা বাহিরের জিনিষ, প্রকৃত বস্তুর খোলসমাত্র। মানুষ মোক্ষলাভ করে—পরাজ্ঞানের, স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা। সেই পরাজ্ঞানই মানুষের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যাহা দ্বারা সে তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারে। মানুষ যখন আপনার স্বরূপ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েন, যখন তিনি আত্মস্থ হয়েন;—তখন সকল জ্ঞানই তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশ্বসত্তায় যখন জ্ঞানবলে আপনার সত্তা মিশাইয়া দিতে পারেন, তখন তিনি অনন্তের দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে সমর্থ হয়েন। বিশ্বের মধ্যে যে একত্ব আছে, বিশ্বের সহিত তাঁহার নিজের এবং ভগবানের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধকে তিনি প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করিতে পারেন। তখন তাঁহার আরোহণ-প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় না। কারণ তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে বিশ্বজ্ঞান নিহিত থাকে। মানুষ সেই জ্ঞানকে জীবনের চরম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের চরণে পৌঁছাইয়া দেয়। জগদ্বাসীর পক্ষে তাই পরা ও অপরা এই উভয়বিধ জ্ঞানই প্রয়োজন। এই দ্বিধা বিভক্ত সেই এক জ্ঞানদেবের নিকটই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'যং' পদে সেই পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, যিনি আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ। তিনিই এক হইয়া সৃষ্ট্যর্থে দুই হইয়াছেন। প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ-রূপে পরিবর্তিত, আর পুরুষ চৈতন্য সত্তা অথবা বিশ্বচৈতন্য। স্থূলকথায় বলা যায়,—জড় ও চৈতন্য একই সত্তার বিভিন্ন দিক-মাত্র। সেই দ্বিধাবিভক্ত 'একমেব অদ্বিতীয়ং' সেই পরমপুরুষের নিকটই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কি ভাবে মন্ত্রটী গৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ হইতে উপলব্ধ হইবে। অনুবাদটী এই,—"দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিলেন।" (৯অ-৯খ-১দ-২সা)॥ *

—:*:—

তৃতীয়ং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। প্রথমং সূক্তং। তৃতীয়ং সাম।)

১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র
ত্বং যবিষ্ঠ দাশুষো নৄঁ৴ পাহি শৃণুহী গিরঃ।
১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২র
রক্ষা তোকমুত ত্মনা॥ ৩॥

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার নবম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের দ্বিতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ' (যুবতম, নিত্যতরুণ হে দেব!) 'ত্বং' 'দাশুষঃ' (হবির্দ্দত্তবতঃ, প্রার্থনাকারিণঃ) 'নৄন' (নরান্, অস্মান ইতি ভাবঃ) 'পাহি' (রক্ষ—রিপুকবলাৎ ইতি যাবৎ); 'গিরঃ' (অস্মাকং প্রার্থনাঃ, আরাধনাং ইত্যর্থঃ) 'শৃণুহি' (গৃহাণ ইত্যর্থঃ); 'উত' (অপিচ), 'ত্মনা' (আত্মনা, স্বশক্ত্যা) 'তোকং' (পুত্রভূতান, পুত্রস্বরূপান ইত্যর্থঃ) অস্মান 'রক্ষ' (পালয়, রিপুকবলাৎ পরিত্রাহি ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! কৃপয়া ত্বং অস্মান্ সর্ব্ববিপদাৎ রক্ষ তথা অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—১সূ-৩সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যতরুণ হে দেব! আপনি প্রার্থনাকারী আমাদিগকে রক্ষা করুন; আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন অর্থাৎ আরাধনা গ্রহণ করুন; অপিচ, স্বশক্তিতে পুত্র রূপ আমাদিগকে রিপুকবল হইতে পরিত্রাণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমাদিগকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণভাষ্যং।

হে 'যবিষ্ঠ' যুবতম! যদ্বা, যৌতেস্তৃজন্তস্য ইষ্ঠনি রূপং। দেবানাং হবিষাং মিশ্রয়িতৃতম! ইন্দ্র! ত্বং 'দাশুষঃ' হবির্দ্দত্তবতঃ 'নৄন' কর্ম্মণাং নেতৄন যজমানান্ 'পাহি' ধনানাং দানেন রক্ষ। নৄঃপাহীত্যত্র সংহিতায়াং 'নৄন্পে (৮।৩।১০)' - ইতি নকারস্য রুত্বং, 'অত্রানুনাসিক (৮.৩.২)'—ইতি পূর্ব্বস্যানুনাসিকঃ। কিঞ্চ, 'গিরঃ' ত্বদ্বিষয়াঃ স্তুতীঃ 'শৃণুহি' অবহিতঃ সন শৃণু। 'উত' অপিচ 'ত্মনা' আত্মনৈব 'তোকং' অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং 'রক্ষ' পালয়। ত্মনেতি সর্ব্বত্র সম্বোধ্যতে—আত্মনা স্বয়মেব রক্ষ, ত্বদন্যং পালয়িতারং ন বিন্দামঃ ত্বমেবাস্মদীয়ং। 'শৃণুহী'—'শৃণুধি'—ইতি পাঠৌ। (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

তৃতীয় (১২৪৪) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার মূল মর্ম্ম—বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ এবং পূজা গ্রহণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই অনুবাদটী এই,—"হে সর্ব্বকনিষ্ঠ! হব্যদায়ী লোকসকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, স্বয়ংই সন্তানগণকে রক্ষা কর।" এই অনুবাদ অনেক পরিমাণে ভাষ্যানুসারী।

'যবিষ্ঠ' পদের ভাষ্যার্থ—'যুবতম', অনুবাদার্থ - 'সর্ব্বকনিষ্ঠ'। এই 'যবিষ্ঠ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভগবানকে 'যুবতম' বা 'যবিষ্ঠ' বলার অর্থ কি? ভগবান্ নিত্যতরুণ; তিনি কখনও পুরাতন হয়েন না, তিনি অবিনাশী, অবিনশ্বর। তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই—তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহাকে বৃদ্ধাদপি বৃদ্ধও বলা যায়; আবার 'যবিষ্ঠ'ও তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ। তাই কোনও ভক্ত তাঁহাকে 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলিয়াছেন। সমস্তই তাঁহাতে সম্ভবে, তিনি সর্ব্ববিরোধের মীমাংসাভূমি। তাই 'যবিষ্ঠ' পদ তাঁহারই উপযুক্ত বিশেষণ।

রিপুকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সেই নিত্যতরুণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে 'যবিষ্ঠ' বা নিত্যতরুণ বলার আরও একটী নিগূঢ় ভাব লক্ষ্য করা যায়। তরুণত্বের মধ্যে জীবনের যে সাড়া, প্রাণের যে স্পন্দন পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। রিপুদমন করিতে হইলে সজীব প্রাণের বিপুল শক্তির প্রয়োজন,। জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য, নবজীবনের নূতন কর্ম্মপ্রেরণা, অদম্য শক্তির খেলা মানুষকে চঞ্চল অধীর করিয়া তুলে। রিপুসংগ্রামে জয় প্রদান করিবার জন্য, রিপুকবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা এই 'যবিষ্ঠ' পদের অন্তর্নিহিত আছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশে আছে আমাদের আরাধনা। যাহাতে ভগবান্ গ্রহণ করেন সেই জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা। মানুষ ভগবানের পূজা করে সত্য; কিন্তু সেই পূজা তাঁহার চরণে পৌঁছায় কি না, তাহা তো সে জানে না। ভগবান মানুষের পূজা গ্রহণ করিলেই তাহার আরাধনা সার্থক হইল। তাই ভগবানের নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইতেছে।

মন্ত্রের তৃতীয়াংশের প্রার্থনার মর্ম্মও রিপুকবল হইতে উদ্ধারলাভ। এই অংশের প্রার্থনার একটী বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্রে সাধক নিজেকে ভগবানের পুত্রস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। পিতা যেমন পুত্রকে সর্ব্ববিধ আপদবিপদ হইতে উদ্ধার করেন, ভগবানও যেন ঠিক সেইরূপভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ।

ভাষ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'তোকং' পদে ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন—"অস্মদীয়ং তনয়ং পুত্রং।" তাহাতে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়— 'আপনি আমাদের পুত্রকে রক্ষা করুন' এক দিক দিয়া এই অর্থ খুবই স্বাভাবিক। পিতা আপনার প্রতিরূপ সন্তানকে রিপুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিবেন—ইহা খুবই সঙ্গত। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ইহা মন্ত্রের লক্ষ্য নহে। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা দৃষ্টেই উপলব্ধ হইবে।* (৯অ—৯খ—১সূ—৩সা)।

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের তৃতীয়া ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

১র২ ১ ২ ১র র২ ১ ২ ১ ২
প্রেষ্ঠংবাঃ। অভা২৩য়িথীণ। স্তোষেমিত্রম্। ইবপ্রা২৩য়াম। অগ্নবিরা

২ ১ ২ ১ ৫ ৫ ১২ ১
৩ধা৩ম। নাবা ২৩হা ৩৪৩ য়িদা২৩৪য়ো৬হায়ি॥ কবিমিবা।

২ ১ ২ ১ র২র ১ ২ ১ ২ ২
প্রশ৺স্যা২৩য়াম। যান্দেবাস। ইতিদ্বা২৩য়িতা। নিমাস্তী৩য়ে৩।

১ ২ ১ ৫ ৫ ১র ১ ২১র
ম্ব‍া২৩হা৩৪৩য়ি। দা ২৩৪ যো ৬হা॥ ভুবংযবায়ি। ঊর্দাশূ

২ ১ র২ ১র ২ ১ ২ ২ ১
২৩ষাঃ। নৃড়পাহিশ্। গুহীগা২৩য়িরাঃ। রক্ষাতো৩কা৩ম। উভা

২ ১ ৫ ৫
২৩হা৩৪৩য়ি। আ২৩৪নো৬হায়ি॥ ১২।৭॥ ০

—:*:—

প্রথমং সাম।

(নবমঃ খণ্ডঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমং সাম।)

১ ২ ৩ ৩ ১২
এন্দ্র নো গধি প্রিয় সত্রাজিদগোহ্য।

৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ১র ৩ ২র ২
গিরির্ন বিশ্বতঃ পৃথুঃ পতির্দ্দিবঃ॥ ১॥ *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'প্রিয়' (সর্ব্বেষাং প্রিয়তম) 'সত্রাজিৎ' (শত্রূণাং জেতঃ, রিপুজয়কারিন্) 'অগোহ্য' (অপরাজেয়) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্!) ত্বং 'গিরিঃ ন' (পর্ব্বতঃ ইব স্থিরঃ) অপিচ 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ) 'পৃথুঃ' (বিস্তৃতঃ, বিশ্বব্যাপী ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সর্ব্বস্য লোকস্য ইতি ভাবঃ) 'পতিঃ' (অধিপতিঃ, স্বামী জগৎপতি ইতি ভাবঃ) ভবসি ইতি শেষঃ; ত্বং 'আগধি' (আগচ্ছ—অস্মাকং হৃদি ইতি শেষঃ)। হে দেব! কৃপয়া অস্মাকং হৃদি আবির্ভব—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম—"গায়ত্রৌশনম্।"

বঙ্গানুবাদ।

সকলের প্রিয়তম, রিপুজয়কারী, অপরাজেয়, পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্! আপনি পর্ব্বতের ন্যায় স্থির অটল, অপিচ বিশ্বব্যাপী এবং সর্ব্বলোকের অধিপতি হয়েন। আপনি আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।)॥ (৯অ—৯খ—২সূ—১সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'প্রিয়' স্তোতৄণাং প্রীণনকর! 'সত্রাজিৎ' মহতাং শত্রূণাং জেতঃ! হে 'অগোহ্য' কেনাপি গুহিতুমশক্য! 'ইন্দ্র'! 'গিরির্ন' পর্ব্বত ইব 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'পৃথুঃ' পৃথুতমঃ 'দিবঃ' স্বর্গস্য 'পতিঃ' ঈশ্বরস্ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'আগধি' আগচ্ছ। 'প্রিয়সত্রাজিদগোহ্য'— 'প্রিয়ঃসত্রাজিদগোহ্যঃ'—ইতি পাঠৌ, 'বিশ্বতঃ পৃথু'-'বিশ্বতস্পৃথুঃ'—ইতি চ॥১॥

* * *

প্রথম (১২৪৫) সামের মর্ম্মার্থ।

হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার জন্য ভগবানকে এই মন্ত্রে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বানের মধ্যে 'প্রিয়' পদটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য। ভগবানকে আহ্বান করা হইতেছে প্রিয়ভাবে। তিনি স্বর্গের অধিপতি, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও মহান্ হইলেও তিনি আমাদিগের প্রিয়তম। কেবল আমাদিগের নহে; তিনি বিশ্ববাসী সকলেরই প্রিয়তম। ভগবানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা প্রিয়তম, মানুষের জগৎবাসীর আর কে আছে? জগৎ তাঁহার নিকট হইতে জীবন পাইয়াছে, তাঁহার করুণায় বাঁচিয়া আছে, এবং চরমে তাঁহার ক্রোড়েই আশ্রয় লাভ করিবে। তিনি বিপদ হইতে পরিত্রাণকারী। তাঁহার কৃপায় মানুষ, মোহ পাপ প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে,-চরমে তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার অপেক্ষা বন্ধুত্বের কাজ আর কি হইতে পারে! তাঁহার কৃপাতেই মানুষ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার অনন্ত প্রেমরাশি নানা দিক দিয়া নানাভাবে মানুষের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতেছে। জগতে আমরা যে প্রেমের পরিচয় পাই, তাহা তাঁহার সেই অনন্ত প্রেমপারাবারের বিন্দুমাত্র। তাঁহার প্রেমেরই ছায়া পাইয়া বন্ধু বন্ধুর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, মাতা পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা। ভগবানই মানুষের একমাত্র বন্ধু। জন্মজরামরণশীল মানুষের প্রেম—ক্ষণিক আনন্দদায়ক। অধিকাংশ স্থলেই তাহা আবার স্বার্থের সহিত বিজড়িত! নিঃস্বার্থ প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা-মানুষের নিকট প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর কি? স্বার্থসাধনের অন্তরায় উপস্থিত হইলেই ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব প্রেম-ভালবাসা চিরতরে বিনষ্ট হয়। স্থলবিশেষে আবার সে প্রীতির পরিণতি চিরশত্রুতায়

সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥

প্রথমং সাম।

৩ র ২ ৩২২ ৩ ১ ২ ৩ ২
অগ্নিং বো বৃধন্তমধ্বরাণাং পুরুতমম্ ॥

২ ৩ ২ ৩ ১২
অচ্ছা নপ্ত্রে সহস্বতে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যূয়ং) 'নপ্ত্রে' (পতননিবারণায়) 'সহস্বতে' (তেজোময়জ্ঞানলাভায়) 'অধ্বরাণাং' (যজ্ঞানাং) 'বৃধন্তং' (বর্দ্ধকং) 'পুরুতমং' (অতিশয়েন পূরকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'অচ্ছ' (অভিগচ্ছত, আরাধয়ত)। দেবার্চ্চনমেব পতননাশকং প্রবলজ্ঞানজনকমিতি ভাবঃ (৫অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! (আমার) পতন নিবারণের জন্য এবং উচ্চ-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, তোমরা যজ্ঞের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে আরাধনা কর (৫অ—৭খ—১সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অধ্বরাণাং' অহিংসানাং বলিনাং 'নপ্ত্রে' বন্ধুং 'সহস্বতে' বলবন্তং বিভক্তিব্যত্যয়ঃ (৩।১।৮৫) 'বৃধন্তং' আহুতিভির্বর্দ্ধমানং 'পুরুতমং' অতিশয়েন বহুতমং হে ঋত্বিজঃ! 'বঃ' যূয়ং 'অচ্ছ' অভিগচ্ছত। উপসর্গশ্রুতের্যোগ্যক্রিয়াধ্যাহারঃ ॥১॥

* * *

প্রথম (৯৪৬) সামের মর্ম্মার্থ।

———§ :*: §———

মন্ত্রে 'বঃ' পদ আছে বলিয়া, এবং কাহার উদ্দেশে ঐ 'বঃ' পদটী প্রযুক্ত, তাহার জ্ঞাপক কোনও সম্বোধন-পদ মন্ত্রের মধ্যে না থাকায়, ভাষ্যে তাহা অধ্যাহার করিয়া 'হে ঋত্বিজঃ' এই সম্বোধন-পদটী স্থান পাইয়াছে; আর, 'সহস্বতে' ও 'নপ্ত্রে' এই পদদ্বয়ে বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, ঐ পদদ্বয় 'অগ্নিং' পদের বিশেষণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অহিংস্র ও বলীদিগের বন্ধু,

বলবান, জ্বালানিচয়ে বর্দ্ধমান ও প্রচুর অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন (লাভ) কর।' আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণও সায়ণ ভাষ্যকে অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত করিয়া, প্রায় ঐ একই অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রের মধ্যে কোনও সমাপিকা ক্রিয়া নাই; কেবলমাত্র ক্রিয়াজ্ঞাপক একটী ('অচ্ছা') অব্যয় পদ আছে। তাহাতেই 'অভিগচ্ছত' এই ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হইয়াছে। একণে ভাবিয়া দেখুন,—'হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা অগ্নিকে সর্ব্বতোভাবে গমন কর বা লাভ কর',—এতদুক্তিতে অর্চ্চকের কি স্বার্থ আছে? অথবা, সাধারণের পক্ষে এই নিত্য সত্য বেদমন্ত্র কি উচ্চ মহত্ত্বভাব শিক্ষা দিতেছে?

আমরা কিন্তু এ মন্ত্রের সমালোচনায় এক অভিনব ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি। এ মন্ত্রে সাধক যেন, অভীষ্ট লাভ আশায়, নিজের চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবদারাধনায় কর্ম্মময় মানবজীবনে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দেবারাধনা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে গেলে, পদে পদে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সংঘটিত হইয়া পতনাশঙ্কা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। সাধক তাই, শ্রেয়োলাভে বিঘ্ননাশ আকাঙ্ক্ষায়, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে ভাবী পতন নিবারণ মানসে, (নপাৎ, ন—পৎ, পতিত হইয়া+তৃন-নিপাতন) এবং অত্যুজ্জ্বল জ্ঞান লাভের জন্য, (সহস্ তেজঃ, অস্ত্যর্থে মৎ) চিত্তবৃত্তিসমূহকে দেবার্চ্চনায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন। এতদর্থে 'নপাত্রে' ও 'সহস্বতে' এই দু'টী পদস্থিত চতুর্থী বিভক্তির ব্যত্যয়রূপ কষ্ট-কল্পনা করিতে হয় না। অপিচ, মন্ত্রস্থিত 'অধ্বরাণাং বৃধন্তং' ও 'পুরুতমং' এই দেববিশেষণদ্বয়ও এ পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। দেবতা কেমন? না—তিনি যজ্ঞসমূহের বর্দ্ধক ও শ্রেষ্ঠ পূরক। তাঁহার আরাধনা করিলে, পতন নিবারণ সুনিশ্চিত। তিনি যে অভীষ্টবর্দ্ধক! যদিও কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়, তাহাও তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ণতা-লাভ করিবে। তিনি বাসনা-পূরক; তাঁহার শরণাগত হও; তোমার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।' এ মন্ত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি। (৫অ-১খ ১দ—সা)। *

—•—

দ্বিতীয়ং সাম।

৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২

অয়ং যথা ন আভুবত্ত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা।

৩ ২উ ৩ ১ ২

অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্বষ্টা যথা' (পরিত্রাণকারক দেবঃ যেন প্রকারেণ সাধকান্ উদ্ধারয়তি তদ্বৎ) 'অয়ং' (পরমদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'রূপেব' (কর্ত্তব্যানাং রূপাণি) 'তক্ষ্যা' (উৎপাদয়তু,

* উত্তরার্চ্চিকের এই মন্ত্রটী ছন্দার্চ্চিকেও (১৭-১প্র ৩দ—১সা) প্রাপ্তব্য॥

প্রদর্শয়তু) অস্মান্ অপি উদ্ধারয়তু—ইত্যর্থঃ ; 'অগ্নিঃ' (পরমদেবঃ, ভগবান্) 'ক্রত্বা' (প্রজ্ঞানেন যুক্তাঃ সন্তঃ) বয়ং 'যশস্বন্তঃ' (যশোবন্তঃ) 'আ ভূয়াম' (ভবাম)। মন্ত্রোঽয়ং প্রার্থনামূলকঃ। ভগবান্ কৃপয়া অস্মভ্যং মোক্ষমার্গং প্রদর্শয়তু তথা পরাজ্ঞানং প্রযচ্ছতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (৫অ—১খ—১সূ—২সা) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরিত্রাণকারক দেব যে প্রকারে সাধকদিগকে উদ্ধার করেন, সেইরূপভাবে পরমদেবতা আমাদিগকে কর্ত্তব্যের রূপ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ আমাদিগকেও উদ্ধার করুন; ভগবানের প্রজ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হইয়া আমরা যেন যশস্বী হইতে পারি। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করুন এবং পরাজ্ঞান প্রদান করুন।) ॥ (৫অ— ১খ— ১সূ—২সা) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

'অয়ং' অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'তক্ষা' বিকর্ত্তব্যানি 'রূপেব ত্বষ্টা' রূপাণি সৃষ্টিকরিব 'যথা' যেন প্রকারেণ 'আ ভূয়াৎ' আ ভবতি প্রাপ্নোতি, তথৈবেনমগ্নিমভিগচ্ছতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ বয়ং 'অস্য' অগ্নেঃ 'ক্রত্বা' প্রজ্ঞানেন যুক্তাঃ 'যশস্বন্তঃ' যশস্বন্তো ভবামেতি শেষঃ ॥ ২ ॥

• * •

দ্বিতীয় (৯৪৭) সামের মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভগবানের কৃপায় যেন আমরা যথাবিহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইতে পারি অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনজনিত আত্মতৃপ্তি ও খ্যাতি যাহাতে লাভ করিতে পারি, মন্ত্রে তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখানে সুখ্যাতি বলিতে সাধারণ লোকের আকাঙ্ক্ষিত ধনমানাদিজনিত প্রসিদ্ধিকে লক্ষ্য করিতেছে না। 'যশ' বলিতে এখানে সৎকর্ম্মসাধনজনিত বিমল আনন্দ ও তৃপ্তি এবং সজ্জনমণ্ডলের যথোচিত শ্রদ্ধা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিতেছে।

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকটিত করিয়াছেন। একজন ব্যাখ্যাকার উহার অনুবাদ করিয়াছেন,—"এই অগ্নি, আমাদিগের কর্ত্তব্যের রূপ নির্ম্মাণ করেন, আমরা অগ্নির কার্য্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই।" ভাষ্যকার অনেক স্থলে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মূল মন্ত্রকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (৫অ---১খ—১সূ ২সা)॥*

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের একনবতিতম সূক্তের অষ্টমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

৩ ১ ২র ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
অয়ং বিশ্বা অভি শ্রিয়োঽগ্নির্দ্দেবেষু পত্যতে।

২উ ৩ ১ ২
আ বাজৈরুপ নো গমৎ ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবেষু' (সর্ব্বেষাং দেবানাং যদ্বা দেবভাবানাং মধ্যে) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ যদ্বা পরাজ্ঞানং) এব লোকেভ্যঃ 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'শ্রিয়ঃ' (সম্পদঃ, কল্যাণানি) 'অভিপত্যতে' (অভিগচ্ছতি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); সঃ দেবঃ 'নঃ' (অস্মান) 'বাজৈঃ' (অন্নৈঃ, আত্মশক্ত্যা সহ) 'উপাগমৎ' (উপাগচ্ছতু, প্রাপ্নোতু); প্রার্থনা-মূলকঃ তথা নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। পরাজ্ঞানং বয়ং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (৫অ-৭খ-১সূ-৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকল দেবতার (অথবা দেবভাবের) মধ্যে প্রসিদ্ধ জ্ঞানদেবই (অথবা পরাজ্ঞানই) লোকদিগকে সকল কল্যাণ প্রদান করেন; সেই দেবতা আমাদিগকে আত্মশক্তির সহিত প্রাপ্ত হউন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমরা যেন পরাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।)॥ (৫অ—৭খ—১সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

মনুষ্যাণাং 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'শ্রিয়ঃ' সম্পদঃ 'দেবেষু' দেবানাং মধ্যে যঃ 'অয়ং অগ্নিঃ' অভিগচ্ছতি, সঃ অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মানপি 'বাজৈঃ' অন্নৈঃ 'উপাগমৎ' উপাগচ্ছতু॥ ৩॥

* * *

তৃতীয় (৯৪৮) সামের মর্ম্মার্থ।

—— * ——
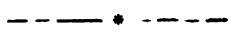
এই মন্ত্রটী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নিত্যসত্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় অংশে পরাজ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা আছে।

প্রথম অংশের সারমর্ম এই যে,—জ্ঞানই মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ দিতে পারে। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত সদ্বৃত্তি বা দেবভাব আছে তাহাদের মূলে আছে জ্ঞান। পরাজ্ঞানের বলেই মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইতে পারে। তাই মন্ত্র বলিতেছেন,—"অগ্নিঃ দেবেষু অভিপত্যতে প্রিয়ঃ"

মন্ত্রের অপরাংশে সেই পরম কল্যাণজনক সত্ত্বভাব প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা আছে। এমন যে পরম কল্যাণজনক পরাজ্ঞান, যাহাদ্বারা মানবজীবনের চরম অভীষ্ট সাধিত হয়, সেই পরম বস্তু পাইবার জন্য কে না আগ্রহান্বিত হয়? মন্ত্রের শেষাংশে সেই পরাজ্ঞান লাভের জন্যই প্রার্থনা আছে

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদের শব্দগত ব্যাখ্যার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ভাবগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নিম্নে একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল,—"দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন, তিনি অন্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন।" 'অগ্নি' শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করে বা কি ভাব আনয়ন করে তাহা আমাদের ঋগ্বেদ-সংহিতার আগ্নেয়-সূক্তে বিবৃত হইয়াছে। আমরা তদনুসারেই বর্ত্তমান মন্ত্রেও 'অগ্নিঃ' পদে জ্ঞান অথবা জ্ঞানদেব অর্থ গ্রহণ করিয়াছি॥ (৫অ-৭খ-১সূ—৩সা)। *

—•—

প্রথম সূক্তের গেয়-গান।

২　র　১২　১　২রর　১　২র　র　২　১—
১। অগ্নিংবোবৃধন্তাম্। আধ্বরাণাম্। পুরুতামৌ। হোবা ৩ হায়ি। আচ্ছাহ২

১　২১　৫　৪　৫　২　র　র১২
নাপ্ত্রে ২ ৩। সতো ২ ৩ ৪ বা। স্বা ৫ তো ৬ হায়ি॥ (১) অয়ংযথানআভুবাৎ।

১র২রর　১　২র　র　২　১　—　১
ত্বাষ্টারূপে। বতাক্ষায়ৌ। হোবা ৩ হায়ি। আস্থা ২ ক্রাত্বা ২ ৩।

২১　৫　৪　৫　২　র　১২　২রর
যশো। ২ ৩ ৪ বা। স্বা ৫ তো ৬ হায়ি॥ (২) অয়ংবিশ্বাঅভিশ্রিয়াঃ। অগ্নির্দেবে।

১　২র　র　২　১　—　১　২১
যুপাত্যাতৌ। হোবা ৩ হায়ি। আবা ২ জায়িকা ২ ৩। সনো ২ ৩ ৪

৫　৪　৫
বা। গা ৫ মো ৬ হায়ি (৩)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলের দ্বাধিকশততম সূক্তের নবমী ঋক্ (ষষ্ঠ অষ্টক, সপ্তম অধ্যায়, দশম বর্গের অন্তর্গত)।

৩২ র ৫ ৫ ১ রর র —১
২। অগ্না ৩৪ য়িম্। গোবৃষণ্ম্। ও ৬ বা। অধ্বরাণাম্পুরস্তা ২ যাম্।

—১ ২ ১S ২র ৩র২ ১
আ ২ চ্ছা। মা ২ ৩ গ্নে। নহো ৩ হো। বাহা ৩৪ ৩ য়ি। স্বা ২ ৩ ৪

৫ ৫ ৩২ র র ৫ ৫ ১রর
তো ৬ হায়ি। (১) অগ্না ৩ ৪ য়। যথানআভুবৎ। ও ৬ বা। ত্বষ্টার্‌-

র —১ —১ ২ ১S ২র ৩র২
পেবতত্বা ২ য়া। আ ২ স্বা। ক্রা ২ ৩ বা। নহো ৩ ৩ হো। বাহা ৩ ৪ ৩

১ ৫ ৫ ৩২ র
য়ি। স্বা ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি। (২) শ্রয়া ৩ ৪ য়। বিশ্বাঅভিশ্রিয়ঃ।

৫ ৫ ১ র র —১ — ২ ১S
ও ৬ বা। অগ্নির্দেবেষুপত্যা ২ তায়িঃ আ ২ বা। আ ২ ৩ য়িরা। নহো ৩

২র ৩র২ ১ ৫ ৫
হো। বাহা ৩ ৪ ৩ য়ি। স্বা ২ ৩ ৪ তো ৬ হায়ি (৩)। ১২৩। *

* * *

প্রথমং সাম।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইমমিন্দ্র সুতং পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদম্।

৩ ১ ২ ৩ক ২র ১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২
শুক্রস্য ত্বাভ্যক্ষরন্ধারা ঋতস্য সাদনে ॥ ১ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'ইমং' (প্রসিদ্ধং) 'জ্যেষ্ঠং' (প্রশংসনীয়ং, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠস্থানীয়ং) 'অমর্ত্ত্যং' (অমারকং, অস্মাকং রক্ষাকরং ইত্যর্থঃ) 'মদং' (আনন্দপ্রদং) 'সুতং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'পিব' (পানং কুরু, গৃহাণ); 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'সাদনে' (গৃহে, অনুষ্ঠানস্থানে) 'শুক্রস্য' (দ্যোতমানস্য-শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'ধারাঃ' (প্রবাহাঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'অক্ষরন্' (সঞ্চলন্তি, গচ্ছন্তি, ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মাসু তৎ রক্ষাপ্রদং পরমানন্দপ্রদায়কং ত্বাং প্রতি স্বতঃপ্রবাহিতং শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারয়িত্বা তৎ গৃহাণ। (৫অ-৭খ—২সূ-১সা)।

---

* এতৎ সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত দুইটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বারবৈক্ষুক্ষিতম্" এবং (২) "সত্রাসাহীয়ম্"।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই প্রশংসনীয় (সকলের শ্রেষ্ঠস্থানীয়) অমারক অর্থাৎ আমাদিগের রক্ষাকর, আনন্দপ্রদ শুদ্ধসত্ত্বকে আপনি গ্রহণ করুন; সত্যের (সৎকর্ম্মের) অনুষ্ঠান-স্থানে স্রোতমান্ শুদ্ধসত্ত্বের ধারা (প্রবাহ) আপনাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে—আপনাকে প্রাপ্ত হয়। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে সেই রক্ষাপ্রদ পরমানন্দদায়ক আপনার প্রতি স্বতঃপ্রবাহিত শুদ্ধসত্ত্বকে সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহা গ্রহণ করুন।') (৫অ—৭খ—২সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! 'সুতং' অভিষুতং 'ইমং' সোমং 'পিব' কীদৃশং? 'জ্যেষ্ঠং' অতিশয়েন প্রশস্যং 'মদং' মদকরং 'অমর্ত্যং' অমারকং। (সোমপানজন্যো মদো মদান্তরবৎ মারকো ন ভবতীত্যর্থঃ) তথা 'ঋতস্য' যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি 'সাদনে' গৃহে বর্ত্তমানাঃ 'শুক্রস্য' দীপ্তস্য সোমস্য 'ধারাঃ' 'ত্বাং' 'অক্ষরন্' আভিমুখ্যেন সঞ্চলন্তি ত্বাং প্রাপ্তুং স্বয়মেব—গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠং—প্রশস্য-শব্দাদিষ্ঠনি 'জ্য চ (৫।৩।৬১)'—ইতি আদেশঃ। অক্ষরন্—ক্ষর সঞ্চলনে (ভ্বা০, প০) ছান্দসে লঙ্ (৩৪৬)। (৫অ—৭খ ২সূ—১সা)॥

* * *

প্রথম (৯৪৯) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে একটী 'সুতং' এবং একটী 'মদং' পদ আছে। এইরূপ দ্বিতীয় চরণে একটী 'ধারাঃ' ও একটী 'অক্ষরন্' পদ দৃষ্ট হয়। দুই চরণের অন্তর্গত ঐ পদ-চতুষ্টয় উপলক্ষে মন্ত্রার্থ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিয়া আছে; মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে ইন্দ্র! তুমি মদকর সোমরস পান কর; সোমরসের ধারাসমূহ যজ্ঞক্ষেত্রে ক্ষরিত হইতেছে।'

এ সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা গিয়াছে। মন্ত্রের অন্তর্গত যে 'সুতং' পদ উপলক্ষে 'সোমরস মাদকদ্রব্য' পরিকল্পনা করা হয়, ঐ 'সুতং' পদের বিশেষণ-কয়েকটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। 'সুতং' কেমন? বলা হইয়াছে,—তাহা 'জ্যেষ্ঠং'। তাহার প্রতিবাক্য দেখি, 'প্রশস্যতমং'। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও কোনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় বস্তু হইতে পারে? তার পর, আরও বলা হইয়াছে, তাহা 'অমর্ত্ত্যং'। ঐ পদে 'অমারক' অর্থাৎ মরণরহিত অবস্থার কথা মনে আসে। যাহা মাদকদ্রব্য, তাহা কি কখনও অমারক মরণরহিত অবস্থার প্রদাতা হয়? এইরূপ, 'মদং' পদের প্রয়োগ বেদে যেখানেই দেখিয়াছি, সেখানেই ঐ পদে 'আনন্দপ্রদ'

অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই 'সুহুৎ' পদের মর্ম্মার্থ অধিগত হয়। উহাতে কখনই মাদকদ্রব্য (সোমলতার রস) অর্থ আসে না। তার পর, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের 'ধারাঃ' ও 'অক্ষরন্' পদদ্বয়—কি ভাবে কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই ঐ দুই পদের মর্ম্ম প্রচলিত অর্থ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ অর্থের প্রকাশক হয়। ঐ 'ধারাঃ' পদের সহিত 'ঋতস্য শুক্রস্য' পদদ্বয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'ঋত' শব্দে সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে (যজ্ঞকে) বুঝায়। 'শুক্র' শব্দে 'শুভ্র জ্যোতিঃ' অর্থ আসে। তাহার যে ধারা, সে কি? উহার ভাব কি এই নয়—যেখানে অবিরত বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়াছে, সত্যের আলোকে যে স্থান পুলকিত হইয়া রহিয়াছে, সেই খানেই ভগবান গমন করেন। 'অক্ষরন্' পদে 'সঞ্চলন্তি' প্রতিবাক্য ভাষ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং সোমরস মাদকদ্রব্যের ধারা যেখানে নির্গত হইয়াছে, সেখানে নহে; পরন্তু, যেখানে সৎকর্ম্মের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেখানেই, তিনি উপস্থিত থাকেন।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক; আর, সেই অমরত্বপ্রদ চিরজ্যোতিষ্মান্ সত্ত্বভাবের সমীপে আপনি আসিয়া অধিষ্ঠিত হউন।' (৫অ-৭খ-২২ ১সা)॥

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২৩ ১ ২ ৩ ১ ২

ন কিষ্ট্বদ্রথীতরো হরী যদিন্দ্র যচ্ছসে।

২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২

ন কিষ্ট্বানু মজ্মনা ন কিঃ স্বশ্ব আনশে ॥ ২ ॥*

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'যৎ' (যস্মাৎ) ত্বং 'হরী' (জ্ঞানভক্তিরূপৌ অশ্বৌ) 'যচ্ছসে' (যোজয়সি—অস্মাকং কর্ম্মণি হৃদি বা), তস্মাৎ 'ত্বৎ' (ত্বত্তোঽন্যঃ কোঽপি) 'রথীতরঃ' (প্রশস্ততরঃ রথী, অস্মাকং শ্রেষ্ঠপরিচালকঃ ইত্যর্থঃ) 'নকিঃ' (নাস্তি); অস্মাসু জ্ঞানভক্তিসঞ্চারণায় হে ভগবন্! ত্বমেব অস্মাকং সুপরিচালকঃ ভবসি—ইতি ভাবঃ; 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'মজ্মনা' (বলেন—ভবৎসদৃশঃ ইত্যর্থঃ) 'নকিঃ' (কোঽপি ন ভবতি); যতঃ তব সমকক্ষঃ 'স্বশ্বঃ' (শোভনরশ্মিযুক্তঃ, সুষ্ঠুপথপ্রদর্শকঃ ইতি ভাবঃ), 'নকিঃ আনশে' (কোঽপি ন অশ্নুতে বিদ্যতে ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! ভবৎসদৃশঃ শক্তিশালী তথা হৃদি জ্ঞানরশ্মিং প্রবেশয়িতুং সমর্থঃ কোঽপি অন্যঃ নাস্তি—ইতি ভাবঃ॥ (৫অ-৭খ-২সূ-২সা)॥

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের চতুর্থী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যেহেতু আপনি আমাদিগের কার্য্যে বা হৃদয়ে জ্ঞানভক্তি-রূপ আপনার বাহকদ্বয়কে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনা অপেক্ষা অন্য কেহই প্রশস্ততর রথী অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নাই; (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানভক্তি সঞ্চারণের নিমিত্ত আপনিই আমাদিগের সুপরিচালক হয়েন); হে ভগবন্! আপনাকে লক্ষ্য করিয়া বলের দ্বারা আপনার সদৃশ কেহই হইতে পারে না, এবং আপনার সমকক্ষ শোভনরশ্মিযুক্ত অর্থাৎ সুষ্ঠু পথ-প্রদর্শক কেহই বিদ্যমান নাই। (ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার সদৃশ শক্তিশালী এবং হৃদয়ে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করাইতে সমর্থ অপর কেহই জগতে নাই।)॥ (১অ—৬খ—৯সূ—২সা)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র'! যৎ' যস্মাৎ ত্বং 'হরী'—এতৎসংজ্ঞাবশ্বৌ 'যচ্ছসে' রথে যোজয়সি, তস্মাৎ 'ত্বৎ' ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিৎ 'রথীতরঃ' অতিশয়েন রথবান্ 'নকিঃ' নাস্তি (অন্যেষামীদৃগশ্বযুক্তরথাভাবাৎ) 'ত্বা' ত্বাং 'অনু' লক্ষ্য 'মজ্মনা' বলনামৈতৎ (নিঘ০ ২।৯।২৩) বলেন সদৃশোঽপি 'ন কিঃ' নাস্ত্যেব 'স্বশ্বঃ' শোভনাশ্বো 'ন কিঃ আনশে' ন প্রাপ। ইন্দ্রশ্চ বলাশ্বয়োরসাধারণত্বাৎ ইন্দ্রসদৃশো বলবান্ অশ্ববান্ লোকে কশ্চিদপি নাস্তীত্যর্থঃ। ন কিঃ 'যুষ্মত্তত্ক্ষুত্সু পাদঃ (৮।৩।১০৩)' ইতি ষত্বং। রথীতরঃ—অতিশয়েন রথী; তরপি 'ঈদ্রথিনঃ' ইতি ঈকারান্তাদেশঃ। যচ্ছসে যমেশ্ছান্দসোঽনাত্মনেপদং। স্বশ্বঃ— বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তং দ্বস্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তঞ্চ। আনশে—'অশ্নোতেশ্চ (৭।৪।৭২)'—ইতি অভ্যাসাদুত্তরস্য নুট্। (৫অ-৭খ ২ম্ ২সা)॥

দ্বিতীয় (৯৫০) সামের মর্ম্মার্থ।

——§।•:§——

এই মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের মর্ম্মানুধাবন প্রথম আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রার্থ প্রহেলিকা অজ্ঞেয় থাকিবে। প্রথম 'হরী' পদ। এই পদে ভাষ্যাদিতে সেই অশ্বদ্বয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। আমরা যথাপূর্ব্ব জ্ঞানভক্তি-রূপ ভগবানের বাহকদ্বয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতেই ভাব পরিস্ফুট হয়। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব এই যে,—'হে ইন্দ্র! যেহেতু আপনি আপনার অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করেন, সেই হেতু আপনার ন্যায় কেহ রথীতর নাই।' ইহাতে দেবতার যে কি মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, তাহা অবধারণীয়।

বলিতে পারেন। আপনার সাতক অশ্বদ্বয়কে আপনার রথে যোজনা করিতে পারিলেই বড় একজন রথী হওয়া যায়! এরূপ অর্থের কোনই সার্থকতা নাই। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ অবলম্বন করিয়া ভাব গ্রহণ করুন; দেখিবেন—কি ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞাপক নিত্যসত্য-তত্ত্বই মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের হৃদয়ে বা কর্মে জ্ঞান-ভক্তির যে সংযোগ হয়, সে ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। আমাদিগের ন্যায় সংসার কীটের হৃদয়ে অথবা এই নিত্য অপকর্মকারীদিগের কর্মের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তির সংযোগ করিয়া দিয়া সেই কর্মে বা সেই হৃদয়ে আপনার আসিবার উপযোগী ঐরূপ বাহনদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়া, সত্যই তিনি কি প্রশংসনীয় হন নাই? সেইজন্যই কি তিনি রথীতর অর্থাৎ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলিয়া অভিহিত হয়েন না? পাষাণ ভেদিয়া গিরিশিরে যে নির্ঝরিণীর ধারা প্রবাহিত হয়, সে যেমন মানুষের কর্ম নয়—সে যেমন ভগবানের দ্বারাই বিহিত হইয়া থাকে; এই সকল সংসারীর হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির সমাবেশও সেইরূপ অমানুষিক ব্যাপার। মন্ত্রের প্রথম চরণে ভগবানের সেই মাহাত্ম্য কথাই বিবৃত দেখি। ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'হে ভগবন্! আপনি যে শ্রেষ্ঠ রথী, তাহার প্রধান নিদর্শন—আমাদিগের ন্যায় কর্ম-কীটের হৃদয়ে জ্ঞানভক্তির সমাবেশ করিয়া দিয়াছেন।'

এই দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারি, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে তাঁহার অসীম শক্তির এবং অচিন্ত্যনীয় কর্মের দ্যোতনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রখ্যাত হইয়াছে, "ত্বা অস্তু সত্ত্বা নকিঃ।" উহার ভাব—আপনার সমকক্ষ কেহই শক্তিশালী নাই। দ্বিতীয় অংশে তাঁহার সেই শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাই। এ পক্ষে 'স্বশ্বঃ' এবং 'আনশে' পদদ্বয়ের মর্মানুধাবন আবশ্যক। ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম এই যে,—"স্বশ্বঃ নকিঃ আনশে" বাক্যাংশে বলা হইয়াছে—তাঁহার ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট অশ্বযুক্ত কেহই নহেন, অর্থাৎ তাঁহার অশ্ব বড়ই সুন্দর। দুটী অশ্ব আছে; আর সেই অশ্ব দুটি দেখিতে বড় সুন্দর বা সুসজ্জিত! এই হইল—দেবতার প্রকৃষ্টতার পরিচয়! এই কি সঙ্গত অর্থ? পক্ষান্তরে, আমরা বলি, এই অংশই অর্থান্তরে তাঁহার এক বিশেষ মাহাত্ম্য-প্রকাশ করিতেছে। তিনি শোভন রশ্মিযুত (স্বশ্বঃ) হইয়া সেই রশ্মি আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে যে ভাবে প্রবিষ্ট করিয়াছেন (আনশে,—অশ্নুতে), তেমন আর কেহই পারে না—তেমন কর্মী আর এ জগতে কেহই নাই। আমরা মনে করি, ইহাই তাঁহার শক্তিশালিত্ব ইহাই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব। এখানে অশ্‌-ধাতুর ব্যাপ্তি প্রাপ্তি পূরণ আচ্ছাদন প্রভৃতি অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইবে। তিনি এমনই রশ্মিযুত এমনই রশ্মি বিচ্ছুরণ-সমর্থ যে, সে ভাবে কেহই হৃদয়ের মধ্যে রশ্মি প্রবেশ করাইতে পারে না। তিনিই জ্ঞানদাতা—তিনিই উদ্ধারকর্তা। তাহাই তাঁহার প্রকৃষ্টত্ব। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে ভাব প্রাপ্ত হই;—'হে ভগবন! আপনি পরম শক্তিশালী, যেহেতু আপনার ন্যায় আমাদিগের সুপথ-প্রদর্শক কেহই নাই॥' (৫প-১৭ক—২সূ—২সা)। *

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের ষষ্ঠী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, ষষ্ঠ বর্গের অন্তর্গত)।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ইন্দ্রায় নূনমর্চ্চতোক্থানি চ ব্রবীতন।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সুতা অমৎসুরিন্দবো জ্যেষ্ঠং নমস্যতা সহঃ॥ ৩॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'ইন্দ্রায়' (ভগবতে ইন্দ্রদেবায়) 'নূনং' (ক্ষিপ্রং, ত্বরয়) 'অর্চ্চত' (পূজয়ত); 'চ' (তথা) 'উক্থানি' (শস্ত্রমন্ত্রাণি, স্তোত্রাণি) 'ব্রবীতন' (ব্রূত, উচ্চারয়ত); 'সুতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ) 'ইন্দবঃ' (সত্ত্বভাবাঃ) 'অমৎসুঃ' (ভগবন্তং আনন্দং দদাতি); অতঃ 'সহঃ' (অমিতবলশালিনং,. যদ্বা—তেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ) 'জ্যেষ্ঠং' (প্রশস্যতমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তং ভগবন্তং) 'নমস্যত' (নমস্কুরুত, আরাধয়ত)। মন্ত্রোঽয়ং আত্মোদ্বোধকঃ; অত্র সাধকঃ বিনা কালক্ষয়েন হৃন্নিহিতেন শুদ্ধসত্ত্বেন ভগবৎ-পূজায়াং আত্মানং উদ্বোধয়তি। (৫অ—৭খ—২সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে ত্বরায় পূজা কর; বিশুদ্ধসত্ত্বভাবসমূহ ভগবানকে আনন্দ-দান করে; অতএব, অমিতবলশালী (অথবা—সেই শুদ্ধসত্ত্বের সহিত) সকলের শ্রেষ্ঠ প্রশস্যতম সেই ভগবানকে আরাধনা কর। (এই মন্ত্র আত্মোদ্বোধক; সাধক এখানে কালক্ষয় না করিয়া হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা ভগবানের পূজায় আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।) (৫অ—৭খ—২সূ—৩সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ! 'ইন্দ্রায়' 'নূনং' ক্ষিপ্রং 'অর্চ্চত' পূজনং কুরুত। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে— 'উক্থানি' অপ্রগীত-মন্ত্রসাধ্যানি শস্ত্রাণি স্তোত্রাণি চ 'ব্রবীতন' ব্রূত। 'সুতাঃ' অভিষুতাঃ 'ইন্দবঃ' সোমাঃ ত্বাং 'অমৎসু' আগতমিন্দ্রং মত্তং কুর্ব্বন্তু, অনন্তরং 'জ্যেষ্ঠং' প্রশস্যতমং 'সহঃ' সহস্বিনং বলবন্তং তমিন্দ্রং নমস্যত নমস্কুরুত। ব্রবীতন ব্রবীতেশ্চেতি 'তপ্তনপ্তন-নথনাশ্চ (৭১৪৫)' ইতি তনবাদেশঃ। অমৎসু-মদী হর্ষে (ভ্বা০, আ০) ছান্দসঃ

[প্রার্থনায়াং লুঙ্, আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিড়ভাবঃ। মমত্তু—'মনোবরিবশ্চিত্তঃ (অ১ ১৯)'
—ইতি কাচ। সহঃ—'ভুগকারেকারেকাশ্চ একপদাঃ'—ইতি মত্বর্থীয়স্য লুক্।৩।

* * *

তৃতীয় (৯৫১) সামের মর্ম্মার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যাদির সহিত আমাদিগের কোনও মতান্তর ঘটে নাই। ঐ চরণের সাদাসিধা ভাব এই যে,—'তোমরা শীঘ্র ভগবান্ ইন্দ্রদেবতার পূজায় ব্রতী হও,—তোমরা শীঘ্র তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর।' তবে এ ক্ষেত্রে ভাষ্যাদির সহিত মত-পার্থক্যের কারণ—সম্বোধন-বিষয়ে। 'অর্চ্চত' এবং 'ব্রবীতন' ক্রিয়াপদ দ্বয়ের কর্ত্তা যে 'যূয়ং', তাহার লক্ষ্যস্থল কাহারা? ভাষ্যাদির অভিমত এই যে,—'এখানে যজমান যেন ঋত্বিগ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন।' তাহা হইলে, কোনও কালে কেহ যেন এই মন্ত্র রচনা করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে ইন্দ্রদেবতার পূজায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইরূপ ভাবই মনে আসে। কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের মর্ম্ম সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা বলি, মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধক। অতীত অনাগত বর্ত্তমান তিন কালেই সাধকগণ এই মন্ত্রে আপনাদিগকে ভগবদারাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। সে পক্ষে তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহই এই মন্ত্রের সম্বোধ্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের "সুতাঃ ইন্দবঃ অমৎসুঃ" বাক্যাংশে, ভাষ্যাদিতে সেই সোমরসের পরিকল্পনা দেখিতে পাই। কিন্তু 'সুতাঃ ইন্দবঃ' পদ উপলক্ষে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই অর্থেরই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। ভগবানকে আনন্দ দান করে—ভগবানের প্রীতিসাধক হয়, সে কোন সামগ্রী? আমরা পুনঃপুনঃ এ বিষয় বুঝাইয়া আসিয়াছি। 'সুতাঃ ইন্দবঃ' পদদ্বয়ে সেই সামগ্রীর প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে,—যাহা অন্তরের বস্তু—যাহা হৃদয়ের সারভূত সত্ত্বভাব। উপসংহার অংশে 'সহঃ' পদকে এক পক্ষে দেবতার বিশেষণ বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে তিনি যে অমিতবলশালী, সেই ভাব মনে আসে। কিন্তু তদপেক্ষাও সুষ্ঠু অর্থ নিষ্কাশিত হয়—যদি আমরা ঐ পদের ভাব 'তেন শুদ্ধসত্ত্বেন সহ' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের বেশ অর্থ-সঙ্গতি থাকে। প্রথম পক্ষে 'সহঃ' পদে 'অমিতবলশালিনং' প্রতিবাক্য-গ্রহণে তাঁহাকে নমস্কার করার সঙ্কল্প-মাত্র প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষোক্ত অর্থে হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাঁহাকে আরাধনা করার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, এ মন্ত্র আত্মোদ্বোধক; হৃদয়ের সকল বৃত্তি ভগবদনুসারী হউক,—ইহাই এই মন্ত্রের সঙ্কল্প। (৫অ—১খ ২দ্ব-৩সা)। *

---

* এই সাম-মন্ত্রটী ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের চতুরশীতিতম সূক্তের পঞ্চমী ঋক্ (প্রথম অষ্টক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম বর্গের অন্তর্গত)।

দ্বিতীয় খণ্ডের গেয়-গান।

২ ১　৪৫৪ ৫　৪৫　২　১৭　—　১ ২
১। ইমমী ২ ৩। ত্রমুত্তম্পিব। জোষ্ঠাম্। অমা ৩ র্ত্তায়ম্মাদা ২ ম্। শুক্রাশুন্থা ৩।

১ A ৩　৫　১২n৩　৫　২২৩　৫　৪
ভিগ্না ২ ক্ষা ২ ৩ ৪ রাম্। ধারাও ২ ৩ ৪ বা। আর্ত্তাও ২ ৩ ৪ বা। সুসা ৫

২ ১　৪৫৪র৫　৪৫　২　১৭　—
দনারি। (১) নকিষ্ট ২ ৩। বত্রথীতরঃ। হারী। যদী ৩ ন্দ্রায়চ্ছাসা ২

১　২　১　৩　৫　১২৩　৫
য়ি। নকারিষ্টবা ৩। সুমা ২ জ্যা ২ ৩ ৪ না। নাকাও ২ ৩ ৪ বা।

১২৩　৫　৪　২১র　৪র৫　৪ ৫
পৃবাও ২ ৩ ৪ বা। খঅা ৫ নশারি। (২) ইন্দ্রায়া ২ ৩। নূনমর্চ্চ। তোক্থ্যা।

২　১২　—　১　২　১ n ৩　৫　১
নিচা ৩ ব্রাবী ১ তানা ২। সুত্তাঅমা ৩। ৎসুরী ২ ন্দা ২ ৩ ৪ বাঃ। জ্যায়ি-

২৩　৫　১২৩　৫　৪　৪
ষ্ঠাও ২ ৩ ৪ বা। নামাও ২ ৩ ৪ বা। সুতা ৫ সহাঃ। হো ৫ ঈ। ডা (৩)॥

* * *

১ ২ ১　র　২　১ — ১ —
২। ইমমিন্দ্রসুত্তম্। পিবা। জোষ্টমমর্ত্তিয়ম্মা ২ ৩ দাম্। শুক্রা ২ স্যাম্বা ২।

১　— ১ —　১২　১　৫　৪
ভিয়ক্ষরাম্। ধারা ২ আর্ত্তা ২। সুসোবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা। দা ৫ নো ৬

৫　১২১১　র　২　১ --
হায়ি। (২) নকিষ্ট্বদ্রথায়ি। তরো। হরীযদিন্দ্রযচ্ছা ২ ৩ দায়ি। নাকা ২

১ —　১　-- ১ --　১২　১　৫
য়িষ্টবা ২। সুমজ্মনা। নাকা ২ য়িসুবা ২। স্বওবা ৩ ও ২ ৩ ৪ বা।

৪　৫　১র২র১　র　র　২　১ —
না ৫ শো ৬ হায়ি। ইন্দ্রায়নূনমা। চতা। উক্থানিচব্রবীতা ২ ৩ না। সুতা ২

১ —　১　— ১ —　১২　১
আসা ২। ৎসরিন্দবাঃ। জ্যায়িষ্ঠা ২ রামা ২। সুতোবা ৩ ও ২ ৩ ৪

৫　৪　৫
বা। শা ৫ হো ৬ হায়ি (৩)॥

* * *

৫ ৩২ ৪ ৫ ১র ১ ২
৩। ইমম্। ইন্দ্রা ৩। সুতম্পিবা। জ্যেষ্ঠমমর্ত্তিয়ম্মদা ২ ৩ ম্। শুক্রস্যাত্বা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১র ২ ৪ ৫ ৪ ৫
ভিয়া ৫ ক্ষরান্। ধারাঋতা ৩ ১ ২ ৩। স্যসোবা। দা ৫ মো ৬ হায়ি॥ (১)

৫ ৩২ ৪র৫ ১র ১
নকিঃ। ভুবা ৩৫। রথীতরাঃ। হরীযদিন্দ্রযচ্ছসা ২ ৩ য়ি। নাকি-

২ ৪ ১ ৪ ৫ ৪
ষ্টুবা ৩ ১ ২ ৩। গুথা ৫ ন্নুনা। নাকিস্বগা ৩ ১ ২ ৩। শ্বওবা। দা ৫

৫ ৫র ৩২ ৪৫ ১ র
শো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রা। য়নু ৩। নমর্চ্চতা। উকথানিব্রবীতনা ২ ৩।

১র ২ ৪ ১ ২
সুতাঅমা ৩ ১ ২ ৩। ৎসুরী ৫ দবাঃ। আয়িষ্ঠন্নমা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ৫ ৪ ৫
স্যত্তোবা। দা ৫ তো ৬ হায়ি (৩)॥ ১।২।৩॥ *

প্রথমং সাম।

১ ২ ৩ ১ ৩ ২ ৩১ ২ ৩ ১২
ইন্দ্র জুষস্য প্র বহা যাহি শূর হরিহ।

১২ ৩ ১২ ৩ ১১ ২র ৩২উ ২ ১ ২
পিবা সুতস্য মতির্ন্ন মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায় ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা।

'হরিহ' (পাপহারক) 'শূর' (বীর্য্যবন, সর্ব্বশক্তিমন) 'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'আয়াহি' (আগচ্ছ, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ); আগত্য চ 'জুষস্ব' (সেবকস্য— প্রার্থনাপরায়ণানাং অস্মাকং ইতি ভাবঃ) পূজাং 'প্রবহ' (গৃহাণ); অপিচ, 'মদায়' (পরমানন্দায়, পরমানন্দপ্রদানায়) 'নঃ' (অস্মাকং) হৃৎস্থিতস্য 'সুতস্য' (অভি-

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একত্রগ্রথিত তিনটী গেয়-গান আছে। উহাদের নাম যথাক্রমে; (১) "বাসিষ্ঠাপ্রয়ম্" (২) "আদিত্যাত্যম্" এবং (৩) "গৌরীবিতম্"।

ঘৃতস্য, বিশুদ্ধস্য) 'মধোঃ' (অমৃতস্য, অমৃতজাতা ইত্যর্থঃ) 'চারুঃ' (কল্যাণরূপা) 'চকানঃ' (জ্যোতির্ম্ময়ী) যা 'মতিঃ' (স্তুতিঃ) তাং 'পিব' (গৃহাণ)। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। হে ভগবন্! হৃদি আবির্ভূয় অস্মাকং পূজাং গৃহাণ ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ (৫অ ১খ ৩সূ-১সা)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পাপহারক সর্ব্বশক্তিমান বলাধিপতি হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া প্রার্থনাপরায়ণ আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; অপিচ, পরমানন্দদানের জন্য আমাদিগের হৃৎস্থিত বিশুদ্ধ অমৃতের (অর্থাৎ অমৃতজাত) কল্যাণরূপ জ্যোতির্ম্ময় যে স্তুতি তাহা গ্রহণ করুন। (মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন)। (৫অ—১খ—৩সূ—১সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যানি ময়া হবীংষি দত্তানি তানি 'প্র নহ' 'আ যাহি' আগচ্ছ। 'শূর' বীর্য্যবন্। উপসর্গাক্ষরাণি 'হরিহ' (অথবা হরিতবর্ণা হয়া যস্য স হারিতয়ঃ, তস্য সম্বোধনং ক্রিয়তে—হে হারিহ! ছান্দসো যকারলোপঃ) 'পিব' 'সুতস্য' সোমস্য উপসর্গাক্ষরাণি—'মতির্ন-মধোশ্চকানা', 'চারুঃ' শোভনঃ 'মদায়' তর্পণায়। (৫অ-১খ ৩সূ—১সা)।

* * *

প্রথম (৯৫২) সামের মর্ম্মার্থ।

———:•:———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যকার এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে কোন স্পষ্ট ভাব পাওয়া যায় না। তিনি মন্ত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশের কোন ব্যাখ্যাই দেন নাই। ভাষ্যকারের মতে মন্ত্রের 'মতিনমধোশ্চকানঃ' অংশ উপসর্গ, তাই তাহার কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবহ' 'জুষস্য' প্রভৃতি পদেরও কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। যাহা হউক, আমাদের মন্ত্রার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। 'জুষস্য' পদ সেবা করা অর্থমূলক 'জুষ্' ধাতু নিষ্পন্ন, তাই ষষ্ঠ্যন্ত এই পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, "সেবকস্য, প্রার্থনা-পরায়ণানাং অস্মাকং"। 'চকানঃ' পদের জ্যোতিঃবাচক 'জ্যোতির্ম্ময়ী' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'মদায়' পদের অর্থ,—'আনন্দদানায়'। ভাষ্যকারও বহুস্থলে ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন,
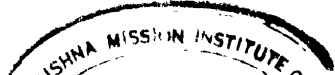
কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রে উক্ত পদের ভাষ্যার্থ—'ভক্ষণায়'। তদ্দ্বারা মন্ত্রার্থের যে কি সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক আমরা পূর্ব্ব অর্থই অব্যাহত রাখিয়াছি, এবং তাহাতেই মন্ত্রের প্রকৃত ভাব রক্ষিত হয় বলিয়া মনে করি। আমাদের মত মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদেই বিবৃত হইয়াছে। (৫অ-৭খ-৩সূ ১সা)। *

—— • ——

দ্বিতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ২
ইন্দ্র জঠরং নব্যং ন

৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২
পৃণস্ব মধোর্দ্দিবো ন।

৩ ২ ৩ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ১ ২
অস্য সুতস্য স্বাঽ৩ঽর্নোপ ত্বা মদাঃ

৩ ১ ২
সুবাচো অস্থুঃ ॥ ২ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলাধিপতে হে দেব!) 'মধোঃ' (অমৃতস্য) 'দিবঃ ন' (দ্যুলোকস্য ইব, দিব্যং ইত্যর্থঃ) 'নব্যং ন' (নবতরং ইব, চিরনবীনং ইতি ভাবঃ) শুদ্ধসত্ত্বং ইতি যাবৎ, অস্মাকং 'জঠরং' (অভ্যন্তরং, হৃদয়ং, হৃদি ইত্যর্থঃ) 'পৃণস্ব' (পূরয়); 'অস্য' (অস্মাকং হৃদয়স্য) 'স্বঃ' (স্বর্গস্য ইব, শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্নঃ ইত্যর্থঃ; স্বর্গজাতস্য স্বর্গজাতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—সত্ত্বভাবস্য) 'সুবাচঃ' (শোভনস্তোত্রযুক্তং) 'মদাঃ' (পরমানন্দং) 'ত্বা উপাস্থুঃ' (তব সমীপে অবস্থিতঃ ভবতু) ত্বং অস্মাকং হৃদয়স্য প্রার্থনাঃ গৃহাণ—ইত্যর্থঃ। প্রার্থনামূলকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। দিব্যজাতং শুদ্ধসত্ত্বং অস্মাকং হৃদি সমুদ্ভবতু; তথা তং সত্ত্বভাবরূপং উপহারং ভগবান্ গৃহ্ণাতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (৫অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতে হে দেব! অমৃতের দিব্য চিরনবীন শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ করুন; আমাদিগের হৃদয়ের স্বর্গজাত শুদ্ধসত্ত্বোৎপন্ন

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

শোভনস্তুতিযুক্ত পরমানন্দ আপনার সমীপে অবস্থিত হউক, অর্থাৎ আপনি আমাদের হৃদয়ের প্রার্থনা গ্রহণ করুন. (মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—দিব্যজাত শুদ্ধসত্ত্ব আমাদিগের হৃদয়ে সমুদ্ভূত হউক এবং সেই সত্ত্বভাবরূপ উপহার ভগবান্ গ্রহণ করুন।)। (৫অ—৭খ—৩সূ—২সা)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে 'ইন্দ্র!' 'জঠরং' উদরং 'নবাং ন' নবতরং 'পৃণস্ব' পুরয়স্ব 'মধোঃ' মধুরস্য 'দিবো ন' 'অস্য' সোমস্য 'সুতস্য' অভিষুতস্য 'স্বঃ' স্বর্গস্যেব 'উপ স্থা' উপ সমীপে স্থাং 'মদাঃ' 'সুবাচঃ' শোভনবাচঃ 'অস্থুঃ' স্থিতবন্তঃ। (৫অ ৭খ ৩সূ ২সা)।

* * *

দ্বিতীয় (৯৫৩) সামের মর্ম্মার্থ।

———×‡*‡×———

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে, ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে—আমাদের হৃদয়কে—শুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করুন এবং আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব-সমুৎপন্ন প্রার্থনারূপ পূজোপহার গ্রহণ করুন।

প্রথমতঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের উপজন। মানুষ ভগবানের কৃপা ব্যতীত সেই পরম বস্তুর অধিকারী হইতে পারে না। তাই তাহা লাভ করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আবার সেই সত্ত্বভাবের দ্বারা হৃদয় যখন ভগবদভিমুখীন হয় তখন তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার ফলে যে প্রার্থনা জাগে তাহাই মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যায়।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, মানুষ সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। তিনি দয়া করিয়া মানুষের হৃদয়ে পবিত্রতার সঞ্চার করেন, এবং তাহার ফলেই মানুষ মোক্ষলাভের জন্য সচেতন হয়। তাই বলা যায়, তিনিই দাতা, আবার তিনিই গ্রহীতা। অর্থাৎ তাঁহার দেওয়া বস্তু তিনিই গ্রহণ করেন।

মন্ত্রান্তর্গত 'জঠরং' পদের ব্যাখ্যার জন্য আমাদিগের ব্যাখ্যাত ঋগ্বেদ-সংহিতা (১ম—১১২ম—১৭ঋ) দ্রষ্টব্য। অন্যান্য পদের অর্থ মন্ত্রানুসারিণী ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদে পরিদৃষ্ট হইবে। (৫অ—৭খ—৩সূ—২সা)। *

---

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ং সাম।

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২
ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো ন জঘান বৃত্রং যতির্ন।
৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ১ ২ ৩ ২উ ৩ ২ ৩ ১ ২
বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্মদে সোমস্য ॥ ৩ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তুরাষাট্‌ ন' (রিপুযুদ্ধে বীর্য্যধারী ইব, রিপুনাশকঃ ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ ন' (মিত্রতুল্যঃ, লোকানাং পরম-মিত্রঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলাধিপতিঃ দেবঃ) 'বৃত্রং' (জ্ঞানাবরকং শত্রুং) 'জঘান' (বিনাশয়তি); 'ভৃগুঃ ন' (কামনাদহনসমর্থঃ ইব, কামনাজয়ী) 'যতিঃ' (সংযতচিত্তঃ সাধকঃ) 'শত্রূন' (রিপূন) 'বিভেদ' (ছিনত্তি, নাশয়তি), তথা 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য) 'মদে' (মদায়, পরমানন্দলাভায়) 'বলং' (শক্তিং, আত্মশক্তিং) 'সসাহে' (সাহিতবান, প্রাপ্নোতি—ইতি ভাবঃ) নিত্যসত্যপ্রখ্যাপকঃ অয়ং মন্ত্রঃ। ভগবান লোকানাং রিপূন্‌ বিনাশয়তি; সাধকাঃ রিপুজয়িনঃ সন্তঃ পরমানন্দং তথা আত্মশক্তিং লভন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (৫অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

রিপুনাশক, লোকদিগের পরমমিত্র, বলাধিপতি হে দেব! জ্ঞানাবরক শত্রুকে বিনাশ করেন; কামনাজয়ী সংযতচিত্ত সাধক রিপুদিগকে নাশ করেন, এবং শুদ্ধসত্ত্বের পরমানন্দলাভের জন্য আত্মশক্তি প্রাপ্ত হয়েন। (মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। ভাব এই যে,—ভগবান্‌ লোকদিগের রিপুগণকে বিনাশ করেন; সাধকগণ রিপুজয়ী হইয়া পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন।)॥ (৫অ—১খ—৩সূ—৩সা)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

'ইন্দ্রঃ' 'তুরাষাট্‌' (তুরি সীদতি যঃ সঃ তুরাষাট্‌) 'মিত্রো ন' মিত্র ইব 'জঘান' 'বৃত্রং' শত্রুং 'যতির্ন'—উপসর্গাক্ষরাণি 'বিভেদ' ভিন্দন্‌ 'বলং' বলোনাম দানবস্তং বলং 'ভৃগুর্ন' ত্রীণি ত্রীণি পদান্তেষু উপসর্গাক্ষরাণি ভবন্তু। 'সসাহে' সহিতবান্‌ 'শত্রূন্‌' 'মদে' উক্ষণে হৃষ্টে সোমস্য

তথা চ নিবিদাপদে বিহৃতস্য সৌড়ৃশিনঃ। অত্র মন্ত্রে অম্বিত ইত্যারভ্য গৃহ্নি বীর্য্যযুক্তানি কর্ম্মাণি। (৫অ—১খ ৩সূ—৩সা)। *

ইতি সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থস্য পঞ্চমস্যাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

* * *

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্ বিদ্যাতীর্থ-মহেশ্বরঃ।

* * *

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক-শ্রীবীরবুক্ক-ভূপাল-সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সামবেদার্থপ্রকাশে উত্তরাগ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

* * *

তৃতীয় (৯৫৪) সামের মর্ম্মার্থ।

—— § :*: § ——

মন্ত্রটী নিত্যসত্যপ্রখ্যাপক। উহা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অংশে সাধকের সৌভাগ্য বর্ণিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার মন্ত্রের অনেক অংশেরই ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে প্রত্যেক তিন পদের পরেই যে পদ আছে তাহা—'উপসর্গাক্ষরাণি'। কিন্তু তাই ব'লয়া ঐ পদসমূহের কোন অর্থ নাই তাহা বলা যায় না। বেদ মন্ত্রে মিথ্যা প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ অথবা নিরর্থক বাক্যের কল্পনাও করা যায় না। আমরা প্রত্যেক পদেরই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি। কোন এক প্রচলিত হিন্দি ব্যাখ্যাতেও প্রত্যেক পদের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম অংশের অর্থ—'ইন্দ্রঃ বৃত্রং জঘান' অর্থাৎ ভগবান্ জ্ঞানাবরক শত্রুকে—অজ্ঞানতাকে—বিনাশ করেন। তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার পরশেই জগৎ হইতে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। ইন্দ্রের দুইটী বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে—'তুরাষাট্' ও 'মিত্র'। তুরাষাট্—যিনি যুদ্ধে রিপুদিগকে বিনাশ করেন অর্থাৎ জগতের রিপুনাশক। প্রথম বিশেষণ হইতেই দ্বিতীয় বিশেষণের ভাব আসে—'মিত্রং ন,'—তিনি জগতের লোকের মিত্রস্বরূপ। যিনি মানুষকে অজ্ঞানতা পাপমোহ প্রভৃতি রিপুগণের কবল হইতে উদ্ধার করেন তাঁহার মত মানবের এমন উপকারী বন্ধু আর কে হইতে পারে?

কিরূপ সাধক পরমানন্দ ও আত্মশক্তি লাভ করেন, তাহাও মন্ত্রে বলা হইয়াছে। তিনি 'ভৃগুঃ' অর্থাৎ কামনাজয়ী, তিনি 'যতিঃ' অর্থাৎ সংযতচিত্ত। কামনার জয় না হইলে মন প্রশান্ত হয় না, সুতরাং পরাশান্তি-লাভও অসম্ভব। মন্ত্রের 'যতিঃ' ও 'ভৃগুঃ' এই দুই পদে সেই সত্যই নির্দ্দেশ করিতেছে। (৫অ—১খ—৩সূ—৩সা)।

* এই মন্ত্রটী সামবেদ ব্যতীত অন্য কোনও বেদে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় সূক্তের গেয় গান।

৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১র র র ১ র ২
ইন্দ্র। জুষা ৩। স্বপ্রবহা। আয়াহিশূরংহরিহা ২ ৩। পায়িবাসুত্তা ৩ ১ ২ ৩।

৪ ১ র ২ ৪ ৫ ৪
স্তমতির্ন্না ৫ মধোঃ। চাকানশ্চা ৩ ১ ২ ৩। রুর্ম্মীবা। দা ৫ য়ো ৬

৫ ৫ ৩ ২ ৪ ৫ ১ র র
হায়ি॥ (১) ইন্দ্র। জঠ ৩। রমব্যাম। পৃণস্বমধোর্দ্দিবোনা ২ ৩।

১ ২ ৪ ১ র ২ ৪র ৫ ৪
আস্তসুত্ত। ৩ ১ ২ ৩। স্তম্বর্য্য। ৫ উপা। স্বামদাঃহ্ ৩ ১ ২ ৩। বাচোনা। আ ৫

৫ ৫ ৩ ২ ৪র ৫র ১ র
স্থো ৬ হায়ি॥ (২) ইন্দ্রঃ। তুরা ৩। যা প্রত্রোনা। জঘানবৃত্রংযতির্ন্না ২ ৩।

১ র ২ ৪ ১ র ২
বায়িত্তেদবা ৩ ১ ২ ৩। লাভৃগুম্ন। ৫ সনা। হেশক্রানমা ৩ ১ ২ ৩।

৪র ৫ ৪ ৫
দেসোবা। মা ৫ স্তো ৬ হায়ি (৩)। ১২৩। *

---

* এই সূক্তান্তর্গত তিনটী মন্ত্রের একটী গেয়-গান আছে। উহার নাম, যথা;—
(১) "গৌরীবিতম্"।

— ' —

আ।

- • —

ই।

ঈ।

—*—

ক।

—*—

গ।

—*—

জ।

—*—

মন্ত্র। পৃষ্ঠা।

ত।

—— * ——

ব।

—•—

ম।

— — * — —

য।

—— * ——

হ :

—— • ——

সামবেদ-সংহিতা ।

(পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ।)

মূল-গেয়-গান-মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-বঙ্গানুবাদ-
সায়ণ-ভাষ্য-টিপ্পনী-মর্ম্মার্থশ্চ সমেতা ।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ ।

১.৩৩ সালাব্দাঃ ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাওড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীর ইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী ॥
মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা ॥

হাওড়া-সহরস্থে 'পৃথিবীর ইতিহাস'-মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।